নজীর, টীকা ও সাকুলার সহিত

দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক

১৮৮২ সালের ১৪ আইন।

ইহা সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে

১৮৮৬।১০, ১৮৮৮।৬, ১৮৮৮।৭, ১৮৮৯।১৩,

১৮৯০।৮, ১৮৯১ ১২, ১৮৯২।৬ ও

১৮৯৪।৫ আইন দ্বারা।

ডাক্তার অফ ল

শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এম্, এ স্মার্ত্তশিরোমণি প্রণীত।

১১ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; 'স্বরধনী এজেন্সী' হইতে

একমাত্র স্বত্বাধিকারী

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ইং ১৮৯৪

[মূল্য ৪৲ চারি টাকা।
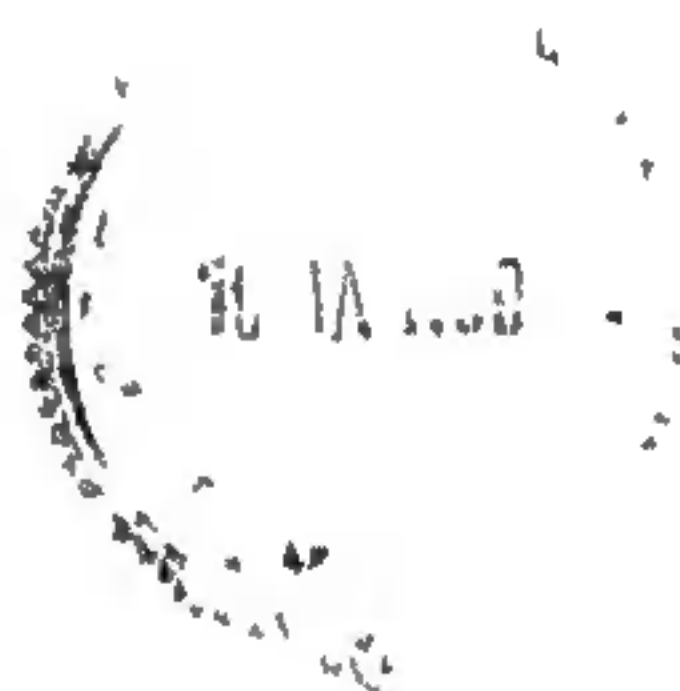
PREFACE.

This edition of the Civil Procedure Code with a summary of the important rulings bearing on each section, is perhaps the first and only one of its kind that has yet appeared in the Bengali language. It forms one of the volumes of the series which is being brought out by the enterprising publishers of the Suradhuni Agency of Calcutta. The text of the authorized translations has been retained in these editions; but as it is generally quite unintelligible, explanatory notes have been appended to some of the sections in order to convey to the reader some idea of their purport.

With such a staff of translators as the Government of Bengal now possesses, it is much to be desired that the legal codes in force in Bengal were translated anew in a more intelligible form than that given to them by the late Mr Robinson and the men brought up in his school. Till this is done, the only way to render it possible for Bengali students of law to acquire a knowledge of the subject, lies in making annotated editions of the legal codes available in Bengali. The Suradhuni Agency has been steadily trying to meet this want. They have already brought out three such volumes, and I have spared no pains to make these as useful as possible without altering the authorized text. If the business be not spoiled by plagiarists, the series is likely to be completed within the course of another year. But the risk in such an enterprise is very great, and no assurance can be held out. To begin with, the legislative mills of British India being unceasingly at work, the tenure of life of the Indian codes is extremely precarious. What is law to-day may not remain so after the next session of legislative mutilations and massacres, and the Indian law publisher cannot be easily induced to risk his capital on such uncertain lives. The publishers of the English texts and commentaries find a market throughout the length and breadth of India, and are attracted to the adventure by the high premia which they get. But the Bengali law publishers have no such incentive. While the sale of a Bengali law book is limited to the few districts of Bengal proper, the competition of Grub Street renders it almost impossible to sell a carefully printed law-book in Bengali for more than its cost price. The general education of the students who appear at the public examinations in law or being qualified to enter the subordinate ranks of the legal profession is usually so defective that they can have no idea of the relative merits of the

different editions of a law book, A Civil Procedure Code published in the year 1882 is to them all the same as one brought out in the current year with the latest amendments. They may be even under the impression that, like wine, a law-book improves by age, and that the older it is the better Their choice is determined by cheapness, and they necessarily give their preference to the oldest and most worthless edition brought out by some plucked candidate at a Mookteaship Examination, or by a quondam Patshalla Pundit hardly qualified to serve even as a reader in any respectable press. It is, however, to be hoped that with Mr Justice Chandra Madhab Ghosh at the head of the Board of Examiners for the Pleadership and Mookteaship Examinations, and with Mr Justice Guru Das Banerjee at the head of the Text book committee for the English and Vernacular schools of the country, a better state of things may arise under which it may not be possible for any publisher, however sharp, to find a market for mere empty bottles, by means of gilded advertisements.

39 Hari Ghose's Street, *Calcutta* August, 1894 } JOGENDRA NATH BHATTACHARYA,

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি

তৃতীয় অধ্যায়।

উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি

এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করণ বিষয়ক বিধি

অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

একাদশ অধ্যায়

ইস্যু নির্ণয়করণ বিষয়ক বিধি

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা বিষয়ক বিধি

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি

ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি

সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি

বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীগত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি

একবিংশ অধ্যায়

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ, কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষ বিশেষ স্থলের মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সমবায়িত সমাজের ও কোম্পনির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

ত্রিংশ অধ্যায়

ট্রষ্টিদের ও অছি ও ধনাধ্যক্ষদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

নবম ভাগ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

চার্টর প্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।

দশম ভাগ।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

নজীর ও টীকা সহিত

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী

বিষয়ক

১৮৮২ সালের ১৪ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ১৭ মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব অনুমোদন করিয়াছেন।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল —

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম আরম্ভ।

১ ধারা। "দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন" নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে। ইহা ১৮৮২ সালের জুন মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রচলিত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

এই ধারা ও ৩ ধারা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র খাটিবে। অন্য সকল ধারা ১৮৭৪ সালের ১৪ আইনের নির্দিষ্ট তফশীলের উল্লিখিত প্রদেশ ছাড়া, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র খাটিবে।

আসাম দেশে এবং বঙ্গদেশের অন্তর্গত নিম্নলিখিত জেলা সমূহ সাধারণ ভুক্ত জেলার মধ্যে পরিগণিত,
(১) জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং
(২) চট্টগ্রামের পর্ব্বতময় অংশ
(৩) সাঁওতাল পরগণা
(৪) ছোটনাগপুর বিভাগ
(৫) আঙ্গুল ও বাঁকী

সাঁওতাল পরগণায় ১০০০ টাকার ঊর্দ্ধ দাবির মোকদ্দমায় এই আইন অনুসারে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত
ও ফুলধাম বঃ রাম বংশে ই ল রি ১৮ ক ১৩৩

অর্থ করণের কথা।

২ ধারা। বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিপরীত ভাব বোধ না হইলে, এই আইনে;

"অধ্যায়।"

"অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝাইবে

"জিলা" "জিলার আদালত"

মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার পক্ষে প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয় "জিলা" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে এই আইনে ঐ আদালত "জিলার আদালত" নামে খ্যাত হইল দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার পক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয় জিলা শব্দে তাহাও গণ্য জিলার আদালত অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর প্রত্যেক আদালত ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালত এই আইনের কার্য্যপক্ষে হাইকোর্টের ও জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে

হাইকোর্ট শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ১৮৬৮ সালের ১ আইন দেখ

"প্লীডর।"

আদালতে উপস্থিত হইয়া কোন ব্যক্তির পক্ষসমর্থন করিতে যাহার অধিকার থাকে "প্লীডর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে ইহার মধ্যে হাইকোর্টের আডবোকেট ও উকীল এবং আটর্ণিও গণ্য

মফঃস্বল আদালতে ওকালতি করিবার ক্ষমতা যে রূপে পাওয়া যায়, এবং মফঃস্বল আদালতের উকিলদিগের ক্ষমতা যেরূপ, তৎসম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের ১৮ আইন দেখ

উকিল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারে। রামকুমার বঃ বীরভূমের কালেক্টর [illegible] রি ৮০।

বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে উকিল আপোস নিষ্পত্তি করিতে পারে না প্রেমসুখ বঃ পৃথ্বীদাম ২ অ এা ২২২ সরদার বেগম বঃ ইজ্জতুন্নিছা ২ অ ১৪৯

বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে উকিল সালিস দ্বারা বিচার সম্বন্ধে সম্মতি দিতে পারে না [illegible] বঃ [illegible] ৬ আ ২১০, সদাশিব বঃ [illegible] ই ল রি ১৪ ব ৬৫৫

বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে উকিল দাবিকৃত সম্পত্তির কোন অংশ সম্বন্ধে দাবি পরিত্যাগ করিতে পারেন না রামকান্ত বঃ বৃন্দাবনচন্দ্র ১০ উ রি ২৪৬, গৌরপ্রসাদ বঃ শুকদেব ১২ উ রি ২১৯, সেখ আবদুল [illegible] বঃ শিবকৃষ্ণ ৩ বে ল রি ১৫ App.

উকিলের প্রাপ্য পারিতোষিক সম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ২৭ হইতে ৩১ ধারা দেখ

এক পক্ষের ওকালত নামা লইয়া সেই পক্ষকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পক্ষের ওকালত নামা কোন উকিল লইতে পারে না ই ল রি ১২ ব ৯২

কোন পক্ষের নিযুক্ত উকিল যদি বিনা দোষে সেই পক্ষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে সেই উকিল বিপক্ষের ওকালত নামা লইতে পারে তবে যদি প্রথম নিয়োগকারী প্রমাণ করিতে পারে যে তাহার গুপ্ত বৃত্তান্ত সমূহ সেই উকিল জ্ঞাত থাকায় তৎকর্ত্তৃক বিপক্ষের ওকালত নামা গ্রহণ দ্বারা তাহার, অর্থাৎ আপত্তিকারী প্রথম পক্ষের অনিষ্ট হইতে পারে তাহা হইলে আদালত সেই উকিলকে দ্বিতীয় পক্ষের ওকালত নামা গ্রহণ নিষেধ করিতে পারেন ই ল রি ১২ ব ৯৫ পৃষ্ঠ দেখ

যে মোকদ্দমায় এক পক্ষ কর্ত্তৃক কোন উকিল নিযুক্ত হয়, সেই মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে অন্য মোকদ্দমায় সেই উকিল বিপক্ষের ওকালত নামা লইতে পারে [illegible] দেখ

"গবর্ণমেণ্টের উকীল।"

এই আইনে গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি যে সকল কার্য্য স্পষ্টরূপে অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল কি তন্মধ্যে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "গবর্ণমেণ্টের উকীল" শব্দে তিনিও গণ্য।

"কালেক্টর।"

যে প্রত্যেক কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের কালেক্টরের কর্ম্ম করেন, "কালেক্টর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে

"বিচারপতি।"

'বিচারপতি" শব্দে আদালতের অধিপতি বুঝাইবে

"ডিক্রীমত খাতক।"

যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় "ডিক্রীমত খাতক" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

"ডিক্রীদার।"

ডিক্রী কিম্বা যে আজ্ঞা জারী করা যাইতে পারে এমত কোন আজ্ঞা যে ব্যক্তির স্বপক্ষে করা যায় 'ডিক্রীদার" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে, ও সেই ডিক্রী কি আজ্ঞা হস্তান্তর করিয়া কোন ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে, তিনিও সেই শব্দে গণ্য

২৩২ ধারার টীকা দেখ

"লিখিত।"

"লিখিত" শব্দে ছাপা ও লিথগ্রাফ করাও গণ্য, ও "লিখন" শব্দে ছাপা ও লিথগ্রাফ করা বিষয়ও গণ্য

"স্বাক্ষরিত"

কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না জানিয়া ঢেরা সহী করিলে "স্বাক্ষরিত" শব্দে সেই ঢেরা সহীও গণ্য এই শব্দে উল্লিখিত ব্যক্তির নামের মোহরাঙ্কিত করাও বুঝায়।

সংক্ষেপে স্বাক্ষর করিলেও তাহা স্বাক্ষর বলিয়া গণ্য হয় মহারাণী বং জানকী ই ল রি ৮ আ ২৯৩

"ভিন্নদেশী আদালত"

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত যে আদালতের ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমতা নাই ও যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত না হয় "ভিন্নদেশীয় আদালত" শব্দে সেই আদালত বুঝাইবে

"ভিন্নদেশীয় বিচার"

"ভিন্নদেশীয় বিচার" শব্দে ভিন্নদেশীয় আদালতের বিচার বুঝাইবে

"রাজকীয় কার্য্যকারক"

নিম্নলিখিত বর্ণনার মধ্যে যে ব্যক্তি আইসেন, "রাজকীয় কার্য্যকারক" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে, যথা,

প্রত্যেক জন বিচারপতি।

শ্রীশ্রীমতীর চিহ্নিত প্রত্যেক জন কার্য্যকারক

শ্রীশ্রীমতীর সৈনিক কি ন বিকদলের মধ্যে সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক জন সেনাপতি যত দিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করে ততদিন তিনি।

আদালতের কার্য্যকারকস্বরূপ যে যে ব্যক্তির আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া কি রিপোর্ট করা কিম্বা কোন দলীল করিয়া দেওয়া কি প্রামাণিক কি রক্ষা করা, কিম্বা কোন সম্পত্তি জিম্মা করিয়া লওয়া কি বিক্রয়াদি করা, কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা জারী করা কিম্বা কোন শপথ করান, কিম্বা দোভাষির কর্ম্ম করা, কিম্বা আদালতে সুধারা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, আদালতের এমন প্রত্যেক কার্য্যকারক ও আদালতের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে বিশেষমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি।

যে পদে থাকার বলে কোন ব্যক্তি অন্যকে কারাবদ্ধ করিতে কি করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত পদধারি প্রত্যেক ব্যক্তি।

অপরাধ নিবারণ করা, কিম্বা অপরাধের সন্ধান জ্ঞাত করা কিম্বা অপরাধিদিগকে বিচারার্থে উপস্থিত করা, কিম্বা সাধারণের স্বাস্থ্য কি নির্ব্বিঘ্নতা কি স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকস্বরূপ যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্টের এমত প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক

কার্য্যকারকস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া কি গ্রহণ করা কি রাখা কি ব্যয় করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন জরীপ করা কি টাকা ধার্য্য করা কি চুক্তি করা, কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পর্কীয় কোন লাভ কি ক্ষতি হয় এমত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া কি রিপোর্ট করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধন লাভ সম্পর্কীয় কোন দলীল করিয়া দেওয়া কি প্রামাণিক করা কি রক্ষা করা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পর্কীয় স্বার্থ রক্ষা করণার্থে কোন আইনের লঙ্ঘন নিবারণ করা যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে নিযুক্ত কিম্বা বেতনভোগি কার্য্যকারক, কিম্বা যাহারা রাজকীয় কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে ফী কি কমিশন দ্বারা পারিশ্রমিক পান এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক।

"গবর্ণমেণ্ট।"

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রচলিত হয় সেই স্থানে "গবর্ণমেণ্ট" শব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়ই গণ্য

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ ঐ আইন এতৎক্রমে ততদূর রহিত করা গেল।

পূর্ব্বে প্রকাশিত আইনে উল্লেখ হইবার কথা।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার দিনের পূর্ব্বে যে আইন কি ব্যবস্থা কি আপনপত্র প্রচারিত কি প্রচলিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন কিম্বা ১৮৬১ সালের ২৩ আইন কিম্বা "দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন" কিম্বা ১৮৭৭ সালের ১০ আইন কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা অন্য কোন আইনের উল্লেখ হইলে, যত দূর হইতে পারে তত দূর এই আইনের উল্লেখ কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন আইনের কথার অনুযায়ী এই আইনের কথার উল্লেখ হইল বলিয়া তাহা পাঠ করিতে হইবে

১৮৮২ সালের জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী প্রবল রাখিবার কথা।

৯৯ক ধারায় নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কের ডিক্রীর পূর্ব্বে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইয়া থাকে কিম্বা ডিক্রীর পরে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরব্ধ হইয়া উক্ত তারিখে চলিতেছিল, এই আইনের কোন কথার দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

১৮৭৯ সালের ২৯ জুলাই তারিখে যে যে আপীল চলিতেছিল, তাহার কথা।

১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ২৯ তারিখে যে কোন আপীল চলিতেছিল, তাহা উপস্থিত করিবার তারিখে এই আইন প্রচলিত থাকিলে যদি তাহা উপস্থিত করা যাইত,

তবে উক্ত তারিখে এই আইন পর্চালত থাকিবার ন্যায় ঐ আপীল শুনিয়া নিষ্পত্তি করা যাইবে; আর উক্ত তারিখের পূর্ব্বে ৩২০ ধারামতে কালেক্টর সাহেবকে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, এবং উক্ত তারিখের পূর্ব্বে প্রকাশিত যে প্রত্যেক জ্ঞাপনপত্র ৩৬০ ধারামতে প্রচারিত বলিয়া প্রকাশ থাকে, তাহা যথাক্রমে আইনমতে করা ও প্রচার করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে

মধ্যপ্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ ও পঞ্জাব ও অযোধ্যাসম্পর্কীয় কোন কোন আইন প্রবল রাখিবার কথা।

৪ ধারা ৩ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন, এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত আইনের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না, অর্থাৎ

মধ্য প্রদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন

ব্রহ্মদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন

পঞ্জাবের আদালত বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন

অযোধ্যার দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন।

কিম্বা ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে ভূত কি ভবিষ্যৎকালে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর কি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত যে যে আইনে ভূম্যধিকারিদের ও তাঁহাদের প্রজা কি কর্ম্মকারকদের মধ্যে মোকদ্দমার বিশেষ কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে সেই সেই আইন।

কিম্বা ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে ভূত কি ভবিষ্যৎকালে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর কি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত স্থাবর সম্পত্তি বণ্টনবিষয়ক বিধান করণার্থ কোন আইন

আর উক্ত কোন আইনক্রমে যদি কমিশ্যনর সাহেবের ও ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার সমতুল্য বিচারাধিপত্য প্রদান করা গিয়া থাকে, তবে এই আইনের কার্য্যপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে জিলার আদালত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা নির্ণয় করিবেন

মফঃস্বলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি যে যে ধারা খাটে তাহার কথা।

৫ ধারা দ্বিতীয় তফসীলে এই আইনের যে যে অধ্যায়ের ও ধারার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা যত দূর বর্ত্তিতে পারে ১৮৬৫ সালের ১১ আইনমতে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি ও (কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত ভিন্ন) অন্য যে সকল আদালত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন তৎসমুদয়ের প্রতি তত দূর বর্ত্তিবে। এই আইনের অন্য সকল অধ্যায় ও ধারা সেই সেই আদালতে বর্ত্তে না

বিচারাধিপত্য ও কার্য্যপ্রণালী রক্ষার কথা

৬ ধারা। এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিম্নলিখিত আদালত প্রভৃতির বিচারাধিপত্যের কি কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রম হইবে না, অর্থাৎ,

(ক) সৈনিক রিকেষ্ট কোর্টের,

(খ) সৈনিক রিকেষ্ট কোর্টের, ও

(গ) বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত সৈনিক

(খ) বোম্বাই দেশের সৈন্যেরা যে সেনানিবেশ স্থানে ও মোকামে বাস করেন, তৎকালে সৈনিক বাজারে ঐ দেশের যে যে কার্য্যকারক একক ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করণার্থে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হন তাঁহারা

(গ) মান্দ্রাজের গ্রামের মুন্সেফদের ও গ্রামের পঞ্চায়তদের

(গ) মান্দ্রাজ দেশীয় আইনের বিধানমতে গ্রাম্য মুন্সেফদের কিম্বা গ্রামের পঞ্চায়তদের।

(ঘ) রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেব যোরহীনদের আধানতস্বরূপ অধিবিষ্ট হইলে তাঁহার

(ঘ) রাঙ্গুনে কি মৌলমেনে কি অন্যকোন স্থানে কি ... লোকদের অধ্যক্ষস্বরূপ অধিবিষ্ট রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেবের

ও যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের মোকদ্দমায় যে আদালতের সাধারণ বিচারাধিপত্য আছে এই আইনের কোন কথার দ্বারা উক্ত কোন আদালতের প্রতি তদধিক টাকার কি তদধিক মূল্যের মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য প্রদানরূপ ফল হইবে না।

৭ ধারা এই ধারার নির্দ্দিষ্ট ও উল্লিখিত আইনের কোন বিশেষ বিধানের সঙ্গে এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধি অসঙ্গত না হইলে,

বোম্বাইয়ের কোন কোন আইন প্রবল রাখিবার কথা।

(ক) বোম্বাইয়ের ১৮৩০ সালের ১৩ আইনের ও ১৮৭০ সালের ১৫ আইনের উল্লিখিত মোকদ্দমায় ঐ ঐ আইনের বিধানমতে ক্ষমতাপাপ্ত কোন কোন জায়গীরদারেরা ও অন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া থাকেন তৎসম্পর্কে এবং

(খ) এই আইনের তৃতীয় তফসীলের উল্লিখিত আইনে যে যে প্রকারের মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কে,

ঐ ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী এবং ঐ ঐ আইন অনুসারে দেওয়ানী আদালতে যে যে আপীল করিবার অনুমতি হয় তৎসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধিমতে হইবে

রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের কথা।

৮ ধারা। ৩, ২৫, ৮৬, ২২৩, ২২৫ ও ৩৮৬ ধারার ও ৩৯ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন এই আইন কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই নগরে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতে কোন মোকদ্দমার কি অনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে না।

আইনের ভাগের কথা।

৯ ধারা। এই আইন নিম্নলিখিত দশ ভাগে বিভক্ত হইল,

প্রথম ভাগ —মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

দ্বিতীয় ভাগ —নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি

তৃতীয় ভাগ।—বিশেষ স্থলের মোকদ্দমার বিধি।

চতুর্থ ভাগ।—অল্পকালীন প্রতিকারের বিধি।

পঞ্চম ভাগ —বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি

ষষ্ঠ ভাগ —আপীল বিষয়ক বিধি

সপ্তম ভাগ।—হাইকোর্টের নিকট প্রশ্ন ও হাইকোর্টের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি

অষ্টম ভাগ।—বিচারের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি।

নবম ভাগ। —চার্টর প্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষবিধি।

দশম ভাগ।—বিবিধ কোন কোন বিষয়ের বিধি।

প্রথম ভাগ।

মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন ব্যক্তির আদালতের এলাকার বহির্ভূত না হইবার কথা।

১০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন আদালতের বিচারাধিপত্য হইতে মুক্ত হইবেন না।

বিশেষমতে নিবারিত না হইলে আদালতের দ্বারা সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

১১ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন আদালতের কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার বাধা না হইলে এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া দেওয়ানী ভাবের সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদালতের আধিপত্য থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমায় সম্পত্তির কিম্বা কোন পদের স্বত্ব বিষয়ক বিবাদ হইলে যদিও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান কি ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর ঐ স্বত্বের সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, তথাপি তাহা দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমা।

দেওয়ানি আদালতের বিচারাধিকারি অনেক বিষয়ে অন্য আইনের স্পষ্ট বিধান দ্বারা বাধিত আছে। সেই সমস্ত এই গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব নহে তবে কতকগুলি এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে

১ গবর্ণর জেনরেল এবং কৌন্সলের মেম্বরদিগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিচারাধিকার নাই

[illegible] George III cap 70, 24-25 Vict. Cap 104 S. 10.

২ দেওয়ানি আদালতের কোন আদেশ জন্য কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বা সেই আদেশ অনুসারে কার্য্যকারক কোন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে নালিশ চলিতে পারে না ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৮ ধারা।

৩ কোন জজ মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর বা অন্য কোন বিচারক সরলভাবে সদ্বিবেচনার সহিত আপন ক্ষমতা পরিচালনা করায় তাহার কৃতকার্য্য নিবন্ধন, কেহ অন্যায় মতে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, তাহার নামে বা তাহার আদেশ প্রতিপালক কোন কর্ম্মচারির নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ চলে না ১৮৫০ সালের ১৮ আইন।

কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট সরলভাবে সদ্বিবেচনার সহিত কার্য্য না করিলে তাহার নামে নালিশ চলিতে পারে তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বঃ হুগলির কালেক্টর ১৩ উ রি ১৩, [illegible] ৬ ম ৩৬

৪। মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ নাগরিক সভা কর্ত্তৃক নগরবাসিদিগের দেয় শুল্কের পরিমাণ অন্যায়মতে অবধারিত হইলেও দেওয়ানি আদালত তাহার হ্রাস করিয়া দিতে পারেন না ১৮৭৬ সালের ৩ আইনের ১১৬ ধারা

৫। রাজস্ব দায়ি সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে দেওয়ানি আদালত বন্দোবস্ত আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু কোন অংশির কত টাকা রাজস্ব দিতে হইবে তাহা অবধারণ করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়ানি আদালতের নাই। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ২৯ ধারা

[illegible] সরকারি কার্য্যের জন্য গৃহীত ভূমির মূল্য আইন অনুসারে অবধারিত হইলে সেই অবধারণ পরে রহিতের জন্য সাধারণ নিয়মানুসারে কোন দেওয়ানি আদালতে নালিশ চলে না ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৫৮ ধারা

তাঁহাদের কোন জন যাঁহাদের অধীনে দাওয়া করেন তাঁহাদের মধ্যে, অন্য মোকদ্দমা পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া তৎকালে কোন আদালতে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সেই উপকার করিবার ক্ষমতাপন্ন নিম্নতর কি উচ্চতর শ্রেণীর অন্য কোন আদালতে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত ও তত্তুল্য বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট কোন আদালতে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তবে ২০ ধারাতে ঐ মোকদ্দমা স্থগিত না থাকিলে ঐ আদালত সেই বিষয়ের সেই মোকদ্দমার বিচার করিবেন না।

ব্যাখ্যা।—ভিন্নদেশীয় আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলেও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতে নালিশের সেই হেতুমূলক মোকদ্দমার বিচার হইবার নিষেধ নাই।

সমান বিচারাধিকার বিশিষ্ট দুই আদালতে এক বিষয়ের জন্য দুইটি পৃথক্ মোকদ্দমা দায়ের হইলে যে আদালতে প্রথম দায়ের হয়, কেবল সেই আদালত সেই মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন। মকজি লোগি বঃ দেবট ৪ ক অ রি ২৮২

এক সময়ের বর্জ্জিত মালিকানা বা বর্ত্তমান জন্য এক আদালতে নালিশ দায়ের থাকিলেও, তুল্য বিচারাধিকারবিশিষ্ট অন্য আদালতে এক স্বত্ব মূলক অন্য সময়ের প্রাপ্য টাকার নালিশ বিষয়ে কোন বাধা হইতে পারে না। বালকৃষ্ণ বঃ কৃষ্ণলাল ই ল রি ১১ অ ১৮৮

পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

১৩ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কি বিবাদীয় বিষয়ে স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে যে বিষয়ের ইস্যু হয়, উক্ত মোকদ্দমার কিম্বা যে মোকদ্দমায় উক্ত বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হয় সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে সেই স্বত্বক্রমে বিবাদি সেই পক্ষদের কিম্বা তাহারা কি তন্মধ্যে কেহ যাঁহাদের অধীন দাওয়াদার সেই ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ব্বে মোকদ্দমা হইয়া উক্ত আদালত কর্ত্তৃক সেই বিষয় শুনা গিয়া তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি থাকিলে কোন আদালত ঐ মোকদ্দমার কি বিবাদীয় বিষয়ের বিচার করিবেন না।

প্রথম ব্যাখ্যা।—উক্ত যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, পূর্ব্ব মোকদ্দমায় এক পক্ষের সেই বিষয় ব্যক্ত করা ও অন্য পক্ষের স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ সেই বিষয় অস্বীকার কিম্বা গ্রাহ্য করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রতিবাদের বা অভিযোগের হেতু বলিয়া যে বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারিত কি করা উচিত ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় বলিয়া জ্ঞান হইবে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—আবেদনপত্রে যে উপকারের দাওয়া হয়, তাহা ডিক্রীক্রমে স্পষ্টরূপে না দেওয়া গেলে এই ধারার অর্থক্রমে তাহা অস্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

চতুর্থ ব্যাখ্যা।—আদালত আপনার নিষ্পত্তি (পুনরালোচনা না করিয়া) কোন পক্ষের প্রার্থনামতে পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা আপনার প্রবৃত্তিমতে পুনর্বিবেচনা করিতে না পারেন, এমত নিষ্পত্তি এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হয়। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারে তাহাও আপীল না হওয়া পর্য্যন্ত এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হইতে পারে।

পঞ্চম ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তিরা সাধারণভাবে আপনাদের ও অন্যদের পক্ষে স্বকীয় কোন স্বত্বের দাওয়া করিয়া সরলভাবে বিবাদি হইলে ঐ স্বত্বে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, তাহাদিগকেও ঐ ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ বিবাদিদের অধীন দাওয়াদার বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা।—যদি ভিন্নদেশীয় বিচারের উপর নির্ভর হইয়া থাকে তবে সেই আদা-

দেন দারি সেই হুকুম রহিত [illegible] পৃথক নালিস করিতে পারে, শিবাপ্রসাদ বঃ জে ফুলার ২ ল রি ১১ স ১ [illegible], ছত্রভূত বঃ গুরুদয়াল ডু ১৯ ল রি ১০ স ৩৩৫,

সমস্ত প্রাপ্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে উত্তরাধিকারীর ডিক্রির দ্বারা বাধ্য হয় না [illegible] বঃ [illegible] বেগম ই ল রি ৮ অ ৩২৫, [illegible] বঃ বংশী ১১ ব ল রি ১২২

জমিদারের সেরেস্তায় যে প্রজার নাম পত্তন থাকে তাহার নামে বাকি খাজানার ডিক্রি হইলে সেই ডিক্রি-জারি অনুসারে বাকি পড়া সম্পত্তি নীলাম হইলে প্রকৃত স্বত্বাধিকারী প্রজা আপত্তি করিতে পারেন। শ্যামচাঁদ কুণ্ডু বঃ ব্রজনাথ পাল চৌধুরী ২১ উ রি ৯৪

পরন্তু জমিদারের সেরেস্তায় যে প্রজার নাম পত্তন থাকে সে যদি আপন স্বত্ব বিক্রয় করার পরে তাহার নামে কোন প্রকার তর্ক সম্বন্ধে ডিক্রি হয়, তাহা হইলে ক্রেতা সেই নিষ্পত্তি দ্বারা বাধ্য হয় না। [illegible] বঃ রামকুমার ই ল রি ১১ ক ৫৭২

কোন মহালের ইজারদার কর্তৃক সেই মহালের কোন প্রজার নামে নালিস উপস্থিত হইলে তাহাতে যে তর্কের মীমাংসা হয় তদ্দ্বারা জমীদার বাধ্য হয় না। সেখ [illegible] আলি বঃ [illegible] ২৪ উ রি ১২৮

ভোগবন্ধক খালাসের ডিক্রী অনুসারে ঋণ সম্বন্ধে দেয় টাকা [illegible] দিয়া বন্দী [illegible] পুনরায় বন্ধকী সম্পত্তির আয় হইতে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হওয়া আধারে জন্য নালিস করিতে পারে। রাম দিনকর [illegible] বঃ শিবগোপাল সিংহ ২২ উ রি ১৭২

প্রথম বন্ধক খালাসের ডিক্রিতে যদি এমত কোন আদেশ না থাকে যে [illegible] দেয় টাকা না দিলে বাদির নালিস ডিসমিস হওয়া গণ্য হইবে, তাহা হইলে [illegible] পুনরায় বন্ধক খালাসের নালিস করিতে পারে [illegible] ৭১৮

অবিভক্ত পরিবারের একজন কোন নালিসে [illegible] পরাজিত হইলেও, অপর সকলে একত্র হইয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে পুনরায় নালিস করিতে পারে। [illegible] ১২ উ রি ১৭২

যে স্থলে অবিভক্ত বা অবিভাজ্য সম্পত্তি সম্বন্ধে [illegible] বিবাদ হয়, তথায় কোন দায়াদের ডিক্রিতে যে তর্কের নিষ্পত্তি হয় তাহা [illegible] দায়াদের বিরুদ্ধ নালিসে পুনরুত্থাপিত হইতে পারে। যোগীন্দ্রদেব রায় বঃ ফণীন্দ্রদেব রায় ২ প্রি কৌ অ ৫১৭

যেস্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার ব্রিটিষ ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধক হইবে না তাহার কথা।

১৪ ধারা নিম্নলিখিত স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার প্রযুক্ত ব্রিটিষ ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না,

(ক) যদি ঐ বিচার মোকদ্দমার দোষ গুণ বিবেচনায় ব্যক্ত করা না যায়,

(খ) ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর যে ব্যবস্থা স্বীকৃত আছে সেই ব্যবস্থায়, কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের দর্শাবার মর্ম্ম ধরিয়া বিচার হইয়াছে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেখিলেই যদি ইহা বোধ হয়,

(গ) যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচারপত্র উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের জ্ঞানে যদি সেই বিচার স্বাভাবিক ন্যায়ের বিপরীত হইয়া থাকে,

(ঘ) যদি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গিয়া থাকে,

(ঙ) যদি সেই বিচারে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের উল্লঙ্ঘনমূলক দাওয়ার প্রতিপোষণ হইয়া থাকে

“শ্রীশ্রীমতীর বা শ্রীশ্রীমতীর কোন পূর্ব্বাধিকারির লেটার্স পেটেণ্টক্রমে স্থাপিত কোন কোর্ট অব রেকর্ড অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর হুকুমক্রমে স্থাপিত কোন স্থানিক কম্পানির আদালত ছাড়া এসিয়া বা আফ্রিকাস্থিত কোন ভিন্ন দেশীয় আদালতের নিষ্পত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, যে মোকদ্দমায় ঐ নিষ্পত্তি করা হইয়াছে তাহার দোষ গুণ সম্বন্ধে সে আদালতের তদন্ত করিবার কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে”

সায়রাত মহাল বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে বাৎসরিক ক্ষতি পূরণ দেন তাহা স্থাবর সম্পত্তি গণ্য হইতে পারে না। সুরেন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য বঃ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ই ল রি ১৯ ক ৮

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্য হেতুক হানিপূরণ পাইবার,

(চ) অস্থাবর সম্পত্তি আটক কি ক্রোক করা গেলে তাহা ফিরিয়া পাইবার,

মোকদ্দমা সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে।

পরন্তু প্রতিবাদির দ্বারা কিম্বা তৎপক্ষে যে স্থাবর সম্পত্তি ভোগ হইতেছে তৎসম্পর্কীয় উপকার, কিম্বা ঐ সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপূরণ, প্রার্থনা হইলে, যদি প্রতিবাদী আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিলেই প্রার্থিত উপকার সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তবে ঐ সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, হয় সেই আদালতে, না হয় প্রতিবাদী যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে যথার্থই স্বেচ্ছাক্রমে বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কিম্বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে

ব্যাখ্যা।—এই ধারার "সম্পত্তি" শব্দে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সম্পত্তি বুঝাইবে।"

"১৬ক ধারা (১) দুই বা ততোধিক আদালতের মধ্যে কোন্ আদালতের বিচারাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন্ স্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা অনিশ্চিত যদি এইরূপ কথিত হয় তাহা হইলে কথিত অনিশ্চয়তার হেতু আছে বুঝিলে ঐ আদালতগুলির মধ্যে যে কোন আদালত ঐ মর্ম্মে একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং তদনন্তর ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন মোকদ্দমা লইয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তি তাহার বিচারাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকিলে ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার কৃত ডিক্রীর যে কার্য্যকারিতা হইত ঐ ডিক্রীর ঠিক সেই কার্য্যকারিতা হইবে।"

"কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটী এমন হওয়া চাই যে উহার প্রকৃতি ও মূল্য বিবেচনায় ঐ আদালত উহার সম্বন্ধে বিচারাধিকার পরিচালন করিতে সক্ষম হন।"

"(২) যে স্থলে (১) প্রকরণানুসারে একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এবং কোন আপীল বা পুনরালোচক আদালতে এইরূপ আপত্তি করা হয় যে যেথানে ঐরূপ সম্পত্তি আছে তথায় যে আদালতের বিচারাধিকার নাই সেই আদালত কর্তৃক ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন মোকদ্দমায় কোন ডিক্রী বা হুকুম করা হইয়াছে সে স্থলে যদি আপীল বা পুনরালোচক আদালতের মতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময় কোন আদালতের তৎসম্বন্ধে বিচারাধিকার আছে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা না থাকার যুক্তিযুক্ত হেতু থাকিয়া থাকে তবে ঐ আদালত ঐ আপত্তি গ্রাহ্য করিবেন না।"

প্রতিবাদি যে স্থানে বাস করেন কিম্বা নালিশ করিবার হেতু যে স্থানে উত্থিত হয় সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

১৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত সীমা প্রবল মানিয়া অন্য সকল মোকদ্দমা এমন কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে যাহার এলাকার সীমার মধ্যে

(ক) নালিশের হেতু উত্থিত হয়, অথবা,

(খ) মোকদ্দমার আরম্ভ সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন, কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, অথবা,

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমার আরম্ভ সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন কিন্তু এমত স্থলে আদালতের অনুমতি দেওয়া কিম্বা যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন কি ব্যবসায়

যে স্থানে কোন ব্যক্তি স্বয়ং কারবার না করিয়া প্রতিনিধির দ্বারা কারবার করে, সেই স্থানেও তাহার নামে এই ধারা অনুসারে নালিস চলিতে পারে। মুটায় বঃ হারিসন ই ম নি ৪ ৯। ২০৯

কোন স্থলে কোন জমিদারের জমিদারি কাছারি থাকিলেও, সেই জমিদারের সেই স্থানে কারবার করা গণ্য হইতে পারে না। ২৩ উ রি ২৩৩

কোন গুরুর উদ্দেশে যেস্থলে প্রণামি সংগৃহীত হয় সে স্থলে সেই গুরু কারবার করা গণ্য হইতে পারে না। শ্রীগোস্বামী বঃ শ্রীগোবর্দ্ধন ই ল রি ১৪ ব ৪৫১

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিস করিতে হইলে যে আদালতের অধিকারের মধ্যে নালিসের কারণ উৎপন্ন হয়, কেবল সেই আদালতে নালিস হইতে পারে। দয়ানারায়ণ বঃ ভারত সচিব ই ল রি ১৪ ক ২৫৬

ব্যক্তির কি অস্থাবর সম্পত্তির উপর অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির উপর অন্যায় কার্য্য হওয়াতে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, সেই অন্যায় কার্য্য যদি এক আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে হইয়া থাকে ও প্রতিবাদি অন্য আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লাভার্থে স্বয়ং কর্ম্ম করেন, তবে বাদী উক্ত যে আদালতে চাহেন সেই আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ দিল্লীতে বাস করেন ও কলিকাতায় আসিয়া বলরামকে প্রহার করেন। বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ দিল্লীতে বাস করিয়া কলিকাতায় বলরামের অপবাদজনক কথা প্রকাশ করেন। বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারেন।

(গ) যে রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কার্য্যালয় হাবড়ায় আছে আনন্দ সেই কোম্পানির রেলগাড়ীতে যাইতেছেন এমন সময়ে এলাহাবাদে পঁহুছিলে কোম্পানির শৈথিল্য হেতুক গাড়ী উলটিয়া পড়িলে তাঁহার হানি হইল, আনন্দ হাবড়ায় কিম্বা আলাহাবাদে কোম্পানির নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি একই জিলার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আদালতের এলাকায় থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

১৯ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি একই জিলার সীমার কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আদালতের এলাকার মধ্যে থাকিলে, ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য বিবেচনায় ঐ আদালতে সম্পূর্ণ দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারিলে, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় উপকার, কিম্বা তৎপক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপূরণ প্রাপণার্থ মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলার মধ্যে থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

ঐ স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলার মধ্যে থাকিলে, সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে তাহা প্রকারান্তরে মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ভিন্ন জেলার অন্তর্গত সম্পত্তি সম্বন্ধে এক আদালতে নালিস দায়ের করিয়া পরে প্রতিবাদির সহিত মীমাংসাপূর্ব্বক যদি বাদি সেই আদালতের এলাকাধীন সম্পত্তি সম্বন্ধে দাবি পরিত্যাগ করে তাহাতে সেই আদালতের বিচারাধিকার লোপ হয় না। খাতিজা বঃ ইসমায়েল ই ল রি ১২ ম ৩৮০

সকল প্রতিবাদী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা কোন মোকদ্দমা একের অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে, ও যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে প্রতিবাদী কি সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস না করেন কি কর্ম্ম না চালান কি লভার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন এমত আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদী ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তিদিগের নামে লিখিয়া আদালতে ঐ মোকদ্দমাটির কার্য্য স্থগিত করিতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিলে পর তদনুসারে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন

এবং উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা কিছু বলিতে চাহিলে আদালত তাঁহাদের কথা শুনিলে পর, অন্য কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ন্যায়বিচার হইবার অধিক সম্ভাবনা বোধ করিলে, একেবারে কিম্বা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিদের কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির যত খরচ হইয়াছে তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

* তদ্রূপ স্থলে, বাদী নিবেদন করিলে আদালত আবেদনপত্রের পৃষ্ঠে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিবার আজ্ঞা লেখাইয়া তাহা ফিরাইয়া দিবেন

প্রার্থনা যে সময়ে করিতে হইবে তাহার কথা

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রার্থনা মোকদ্দমার প্রথম যোগে সাধ্যমতে ত্বরায়, ও সর্ব্বপক্ষে ইস্যু নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে করিতে হইবে কোন প্রতিবাদী তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ে সম্মত আছেন এমত জ্ঞান হইবে।

এই ধারা অনুসারে কার্য্য স্থগিতের আদেশ হইলে তদ্বিষয়ে আপিল হইতে পারে ৫৮৮ ধারা ॥ প্রকরণ দেখ

অন্য আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালতের ফি ক্ষম হইবার কথা।

২১ ধারা আদালত ২০ ধারামতে মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিলে, ও বাদী অন্য আদালতে মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করিলে, যদি পূর্ব্ব আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ সময়ে উপযুক্ত ফি আদায় হইয়া থাকে ও ঐ আদালত আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিয়া থাকেন, তবে ঐ অন্য আদালতে আবেদনপত্রের উপর আদালতের ফি লাগিবে না

যে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহা একই আপীল আদালতের অধীন হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা মোকদ্দমা একের অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে ও সেই সকল আদালত একই আপীল আদালতের অধীন থাকিলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া, অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্যে ঐ আপীল আদালতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। এবং মোকদ্দমার অন্য কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ের কোন কথা জানাইতে চাহিলে আপীল আদালত তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ইহা নির্ণয় করিবেন।

তদ্রূপে অধীন না থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩ ধারা সেই সকল আদালত ভিন্ন ভিন্ন আপীল আদালতের, কিন্তু একই হাই কোর্টের অধীন হইলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্যে ঐ হাইকোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন ঐ মোকদ্দমা জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে ও মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি উপস্থিত করিলে, উক্ত আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে, সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র, হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে ঐ হাইকোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিবার পর, বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ইহা নির্ণয় করিবেন

আফিডেবিট করিয়া দরখাস্ত করিতে হয় খাতির বঃ তারকচন্দ্র ই ল রি ৯ ক ৯৮০

ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্টের অধীন থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪ ধারা উক্ত সকল আদালত ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্টের অধীন থাকিলে কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া, মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা গেল তাহা যে হাইকোর্টের এলাকার মধ্যে থাকে, সেই হাইকোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন

মোকদ্দমা যদি জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকে তবে অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে ঐ আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র অর্পণ করা যাইবে।

ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে, উক্ত হাইকোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নানা আদালতের মধ্যে কোন্ আদালতে মোকদ্দমা চলিবে তাহা নির্ণয় করিবেন

টালার স বঃ হরজীবন ই ল রি ৫ আ ৬০

এক আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য আদালতে পাঠাইবার কথা।

২৫ ধারা। মোকদ্দমা হাইকোর্টের কিম্বা জিলার আদালতের অধীন প্রথমস্থলীয় কোন আদালতে কিম্বা আপীল আদালতেও উপস্থিত করা গেলে, ঐ হাইকোর্ট কিম্বা স্থল বিশেষে জিলার আদালত মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনাপত্র পাইলে উভয় পক্ষের ব্যক্তিদিগকে নোটিস দিয়া, তাঁহার কোন ব্যক্তির কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা শুনিলে পর কিম্বা নোটিস না দিয়া আপনার প্রবৃত্তিমতে, ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার ভাব ও বিবাদীয় মত টাকা কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের যে মূল্য হয় তাহা বিবেচনা করিয়া অন্য যে অধীন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়, সেই আদালতে বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা পাঠাইতে পারিবেন

এই ধারার কার্য্যপক্ষে, আডিশনল ও আসিষ্টাণ্ট জজদের আদালত জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে
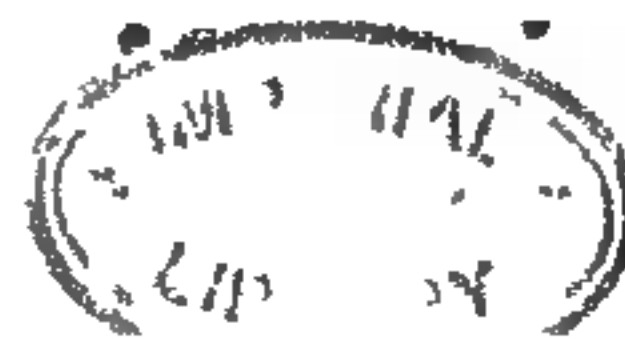
অন্যের নামে তমসুক থাকিলেও বাদী যদি দেখাইতে পারে যে সে সেই ঋণ দিয়াছিল তাহা হইলে সে ডিক্রি পাইতে পারে দেবরাও বঃ বেনটেগ ■ মা ৪৫২ বিনামদার অঙ্গীকার মূলক নালিস করিতে পারে ২ পিছি আ ১৪ পৃষ্ঠ দেখ

কোন কারবারের কার্য্য নির্ব্বাহকের নামে যে তমসুক থাকে তাহার মূলে তাহার স্থলাভিষিক্ত অন্য কার্য্য নির্ব্বাহক নালিস করিতে পারে না গ্রাস কট বঃ গোপাল দেখ ■ ড রি ২৫৪

কোন সম্পত্তির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী বেনামী থাকিলেও সে যাহাকে সেই সম্পত্তি পাট্টা দিয়া বন্দবস্ত করে সেই প্রজা সেই সম্পত্তি দখল পাইবার নালিস করিতে পারে লোকনাথ ঘোষ বঃ জগবন্ধু রায় ই ল রি ১ ক ২৯৭

বাকি খাজনা সংক্রান্ত নালিসে কে বাদী হইতে পারে তৎসম্বন্ধে খাজনার আইনের টীকা দেখ

যে ব্যক্তি নালিশ করেন তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখাইতে কিম্বা তাঁহার সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে সংযোগ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা যিনি প্রকৃত বাদী নহেন তাঁহার নাম ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, কিম্বা প্রকৃত বাদির নাম ধরিয়া উপস্থিত করা গেল কি না এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, সরলভাবে ভ্রান্তি হইয়া মোকদ্দমা তদ্রূপে উপস্থিত করা গিয়াছে এবং বিবাদীয় প্রকৃত বিষয়টী নির্ণয় করিবার জন্যে বাদির কি বাদিদের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নাম লেখা কিম্বা বাদিস্বরূপ অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে সংযোগ করা আবশ্যক আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, "মোকদ্দমার যে কোন অবস্থায় অন্য ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের" অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে তাঁহার কি তাঁহাদের সম্মতিক্রমে যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন সেই নিয়মে তাহা করিতে পারিবেন

যাঁহাদিগকে প্রতিবাদিস্বরূপ সংযোগ করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা

২৮ ধারা একই বিষয় ধরিয়া একযোগে কি স্বতন্ত্র ভাবে কি অন্যকল্পে যে ব্যক্তিদের বিপক্ষে কোন উপকার পাইবার স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহাদের সকলকেই প্রতিবাদী বলিয়া সংযোগ করা যাইতে পারিবে এবং প্রতিবাদিদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে দায়ী বলিয়া দেখা যায়, সংশোধন না করিয়া প্রত্যেকের দায়ানুসারে তাঁহার কি তাঁহাদের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারিবে।

একযোগে যাহারা কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া বাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে একযোগে নালিস চলিতে পারে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বঃ শিব নারায়ণ ১৪ উ রি ৪১৯, সেখ ওমার বঃ সেখ খিলায়ত ৪ ক ল রি ৪৫৫

বৈকল্পিক প্রতিকার সম্বন্ধে দেখ, বজ্রিদাস বঃ হোরমিলার ই ল রি ৮ ক ১৭০; রাজধর বঃ কালিকৃষ্ণ ই ল রি ৮ক ৯৬৩

একজন তাহার এক খণ্ড ভূমি এক ব্যক্তিকে পাট্টার দ্বারা বন্দবস্ত করিয়া তাহার মালিকি স্বত্ব অপর এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করে শেষোক্ত ব্যক্তি পাট্টাদার প্রজার নামে খাজনার নালিস করায় সেই প্রজা এই বলিয়া জবাব দেয় যে সে তাহার দেয় খাজনা তাহার পাট্টা দাতাকে অগ্রিম দিয়াছে এই অবস্থায় মালিকি স্বত্ব ক্রেতা তাহার বিক্রেতা ও প্রজা উভয়ের নামে নালিস করিয়া প্রার্থনা করে যে প্রজার নামে খাজনার ডিক্রি, অথবা বিক্রেতার নামে তাহার গৃহীত খাজনা প্রত্যর্পণের ডিক্রি দেওয়া যায় তাহাতে আদালত অবধারণ করেন যে ঐরূপ নালিস চলিতে পারে মদনমোহন বঃ হলওয়েল ই ল রি ১২ ক ৫৫৪

কোন ভূমির উপর দিয়া যাতায়াতের স্বত্ব [illegible] সম্বন্ধে [illegible] ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট আদেশ দিলে, সেই ভূমির অধিকারী যদি [illegible] নালিশ করেন তাহা হইলে ভারত সচীবকে পক্ষ করা আবশ্যক হয় না চুনিলাল বঃ [illegible] ই ল [illegible] ক ৪৬০

বন্দবস্তের নালিসে গবর্ণমেণ্টকে পক্ষ করা উচিত [illegible] ১১ উ বি ৫২; [illegible] বঃ [illegible] নাথ ৫ ন্য ল বি ১৫৪

কোন রেজিষ্ট্রার কোন দলীল রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করিলে [illegible] ১৮ [illegible] আইন অনুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিস করা [illegible] সেই রেজিষ্ট্রারকে পক্ষ [illegible] বঃ প্রভাকর ই ল রি ৮ ব ২৬৯

একই চুক্তিতে যে ব্যক্তিরা দায়ী হন তাঁহাদিগকে সংযোগ করণের কথা

২৯ ধারা। বিল অব এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উভয় পক্ষসুদ্ধ যাহারা কোন এক চুক্তিক্রমে স্বতন্ত্র কিম্বা একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হন বাদী স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সকলকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিদিগকে একই মোকদ্দমায় এক পক্ষস্বরূপ সংযোগ করিতে পারিবেন

সমান স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তির পক্ষে একই ব্যক্তির বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতার কথা

৩০ ধারা। একই মোকদ্দমায় অনেক লোকের সমান স্বার্থ থাকিলে, আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের এক কি কএক জন তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তির পক্ষে নালিশ করিতে পারিবেন ও তাঁহার কি তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারিবে ও তাঁহারা কি তাঁহারা ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ স্থলে আদালত বাদির খরচে উক্ত সকল ব্যক্তির উপর অর্থাৎ যে রূপে মমত আজ্ঞা করেন তদনুসারে প্রত্যেক জনের উপর নোটিস জারী করিয়া কিম্বা অনেক লোক থাকা প্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহা করিতে না পারিলে, ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার নোটিস দিবেন

মান্দ্রাজ হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে এই ধারা অনুসারে কোন এক ব্যক্তি [illegible] হইয়া সরকারি রাস্তা [illegible] প্রতিবন্ধক নিবারণের নালিস করিতে পারে না আডামসন বঃ [illegible] ই ল রি ৯ ম ৪৬৩, কিন্তু দেখ চুনি বঃ রামকৃষ্ণ ই ল রি ১৫ ক ৪৬০

বাদিগণের নিজের নালিসের কারণ থাকা আবশ্যক; তদ্ভিন্ন তাহারা অন্যের পক্ষ হইয়া নালিস করিতে পারে না রঘুবর দয়াল বঃ [illegible] ই ল রি ১১ [illegible] ১৮

এই ধারা অনুসারে নালিসের পূর্ব্বে অনুমতি লওয়া আবশ্যক [illegible] ই ল রি ১১ ক [illegible]

অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা

৩১ ধারা। কোন পক্ষের মধ্যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা ব্যর্থ হইবে না। আদালত প্রত্যেক মোকদ্দমায় আপনার সম্মুখে প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বত্ব ও স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে পারিবেন

বাদিরা নালিশের ভিন্ন ভিন্ন হেতু ধরিয়া যে একত্র হইতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

[illegible] মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারে কি না তাহা এই [illegible] ধারায় স্পষ্ট উক্ত নাই। [illegible] দায়ী হওয়া আবশ্যক [illegible] নালিস [illegible] হইলে,

যাহার উক্ত নিয়মের মধ্যে বাদী হইয়া নালিশ করে কেবল তাহাদের প্রার্থনা অনুসারে, তাহাদের দাবি ডিগ্রি হইতে পারে। রাম সেবক বঃ রাম লাল মুকুন্দ ইং ল রি ৬ ক ১৫

পক্ষ সঙ্করত এবং পদ সঙ্করত উভয় প্রকার দোষ হইলে নালিশ ডিসমিস হয়। রামনারায়ণ বঃ অন্নদা ইং ল রি ১৪ ক ৬৮১

পদ সঙ্কর না কিরূপ স্থলে দোষাবহ নহে তাহার সম্বন্ধে ৪৫ ধারা দেখ।

কোন পক্ষের কোন ব্যক্তিদিগকে আদালতের ছাড়িয়া দিতে কি সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে, আদালত প্রথম শ্রবণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া অনুপযুক্ত মতে সংযোগ করা ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন;

ও আদালত কোন সময়ে উক্ত প্রকারের প্রার্থনা পাইলে কি না পাইলেও যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, কোন ব্যক্তিকে প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদীকে বাদী করিবার ও বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম সংযোগ করা উচিত কিম্বা মোকদ্দমার মধ্যে যে সকল বিষয় থাকে মনোযোগ ও সম্পূর্ণরূপে তাহার বিচার ও নির্ণয় করণার্থে যে ব্যক্তির আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাঁহার নাম সংযোগ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কোন ব্যক্তি সম্মত না হইলে বাদী কি আসন্নবন্ধু বলিয়া তাহার নাম সংযোগ করিতে না হইবার কথা

কোন ব্যক্তি আপনি সম্মত না হইলে, বাদী কিম্বা বাদির আসন্ন বন্ধু বলিয়া তাঁহার নাম সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না

৩০ ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি যাঁহার প্রতিবাদ করা যায় তাহার পক্ষের কথা।

৩০ ধারামতে কোন ব্যক্তির পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করা গেলে, তিনি আপনাকেই ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ করণার্থে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

যে প্রতিবাদির নাম সংযোগ করা যায় তাঁহার নামে সমন দিতে হইবার কথা।

প্রতিবাদী বলিয়া যাঁহাদের নাম উক্ত প্রকারে সংযোগ করা যায়, তাঁহাদের নামে নিম্নলিখিত প্রকারে সমন দিতে হইবে ও ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের ২২ ধারার বিধান প্রবল মানিবা সেই সমন যে সময়ে জারী করা যায় কেবল সেই সময়াবধি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য আরম্ভ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে

মোকদ্দমা চালাইবার কথা।

আদালত যে বাদীকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রতি মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্য অর্পণ করিতে পারিবেন

কোন অপক্ষ ব্যক্তি পক্ষ হইতে ইচ্ছা করিলে সে স্বয়ং দরখাস্ত করিতে পারে, এবং মোকদ্দমায় তৎকালে যাহারা বাদী বা প্রতিবাদী থাকে তাহারা আপত্তি করিলেও আদালত সেই অপক্ষ দরখাস্তকারিকে পক্ষ করিতে পারেন। ইং ল রি ১৩ ক ৯৪ ও ৯৫ পৃষ্ঠ দেখ

এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ অনুসারে আদালত যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে বাদী বা প্রতিবাদীরূপে পক্ষ করিতে পারেন, ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক বঃ চারিয়ল ইং ল রি ১২ ক ৬৪২; কিন্তু দেখ পান্নালাল চৌধুরী

কএক জনকে আপনার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার বা উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উত্তর দিবার কি কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন

সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া ও স্বাক্ষর করা গেলে গাঁথিয়া রাখিবার কথা

ঐ ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও যে ব্যক্তি দেন তিনিই সেই ক্ষমতাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে

সহবাদী বা প্রতিবাদির আমমোক্তারনামা না থাকিলেও যে কোন পক্ষ আট আনার ষ্টাম্পে লিখিত খাস মোক্তারনামার বলে তাহাদিগের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে পারে অম্বর ন স বঃ হিম্মত ১২ ২৭ ১০৩

স্বীকৃত মোক্তার ও উকীল বিষয়ক কথা।

নিজে কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত প্রভৃতি হইতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তৎক্রমে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে কোন আদালতে আইন অনুসারে মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের উপস্থিত হইবার কি প্রার্থনাপত্র দিবার কি কার্য্য করিবার আদেশ বা ক্ষমতা থাকিলে, ঐ পক্ষ আপনি কিম্বা আপনার স্বীকৃত মোক্তারদ্বারা কিম্বা আপনার পক্ষে কার্য্য করণার্থে নিয়মমতে নিযুক্ত উকীলদ্বারা উপস্থিত হইতে কি ঐ প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে পারিবেন

কিন্তু আদালতে আজ্ঞা করিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে

কোন প্রতিনিধি নিজের নামে মোকদ্দমা চালাইতে পারে না মথ হবকবাজ বঃ বিশেশ্বর ১৩ উ রি ৩৪৪, কর্টর বঃ সিথি ২ আ ১৭৯

ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক আবেদনপত্র দাখিল না হওয়া প্রযুক্ত আপিল আদালত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন না মনুদাসী বঃ ঈশান চন্দ্র ১৫ উ রি ২৪৫

স্বীকৃত মোক্তারদের কথা

৩৭ ধারা নিম্নলিখিত স্বীকৃত মোক্তারেরা কোন পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে পারিবেন অর্থাৎ,

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসিদের মোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা

(ক) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহারা সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে তাঁহাদের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক আমমোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা,

সর্টিফিকেট প্রাপ্ত মোক্তার

(খ) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে যে যে মোক্তার নিয়মমতে সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া মোক্তারেরা আইনমতে যে যে কার্য্য করিতে পারেন মওক্কেলদের পক্ষে সেই সেই কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক খাস মোক্তারনামা পান তাঁহারা ;

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসিদের নিমিত্ত যাঁহারা ব্যবসায়াদি চালান তাঁহারা।

(গ) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া

প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে সেই সীমার মধ্যে বাস না করাতে তাঁহাদের নিমিত্ত অন্য কোন মোক্তার উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে স্পষ্ট ক্ষমতা না পাইলে যে ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিমিত্ত ও তাঁহাদের নামে বাণিজ্য কি ব্যবসায়াদি করেন, কেবল সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায় সম্পর্কীয় বিষয়ে সেই ব্যক্তিরা

পঞ্জাব ও অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের স্বীকৃত মোক্তারদের কথা।

এইক্ষণে যে যে প্রদেশের কর্তৃত্ব কার্য্য পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের এবং অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের শ্রীযুত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে এই ধারার উপবিভাগের কোন কথা সেই সেই প্রদেশে বর্ত্তিবে না সেই সেই প্রদেশে মোকদ্দমার কোন পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হওনের ও প্রার্থনা করণের ও অন্য কার্য্য করণের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তিদিগকে নিরূপণ করেন, তাঁহারাই ঐ ঐ কার্য্যপক্ষে ঐ ঐ পক্ষের স্বীকৃত মোক্তার হইবেন।

কোন ব্যক্তি যে সময়ে আদালতের অধিকারের মধ্যে বাস করে, সেই সময়ে তাহার আমমোক্তার তাহার পক্ষে প্রতিনিধি হইয়া সেই আদালতে কোন কার্য্য করিতে পারেন। … ৬ ব ১৪৯ পরন্তু এইরূপ আপত্তি বিপক্ষ কর্ত্তৃক অবশ্য আদালতে উপস্থিত হওয়া উচিত, তাহা না হইলে অপিল নিষ্পত্তির সময়ে বা অন্য সময়ে তাহা লইয়া সেই আপত্তি গ্রাহ্য করা যাইবে না। পার্ব্বতী … নং বিনোদ … ১২ ব ৬৪।

প্রধান ব্যক্তি অতি অল্পকালের জন্য অনুপস্থিত থাকিলেও সেই সময়ে তাহার আমমোক্তার তাহার পক্ষে কার্য্য করিতে পারে। … বঃ কেশব … ৬ ব ১০০

যাহার নামে আমমোক্তারনামা থাকে সে এই ধারার বিধান অনুসারে অবশ্য সমন লইতে ইচ্ছা করিলে লইতে পারে। কিন্তু সে সমন লইতে আইন অনুসারে বাধ্য নহে। লক্ষ্মীচাঁদ … ৮ খ ৩১৭।

স্বীকৃত মোক্তারের উপর পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৩৮ ধারা। মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের স্বীকৃত মোক্তারের উপর পরওয়ানা জারী করা গেলে, আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে নিজ সেই পক্ষের উপর জারী করণের ন্যায় ফলবৎ হইবে

এই আইনে মোকদ্দমার কোন পক্ষের উপর পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ে যে যে বিধান আছে, তাঁহার স্বীকৃত মোক্তারের উপর পরওয়ানা জারী করণের প্রতি সেই সেই বিধান বর্ত্তিবে।

আমমোক্তার সমন লইতে বাধ্য নহে। লক্ষ্মীচাঁদ … ৮ ক ৩১৭।

উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৯ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার কি কার্য্য করিবার নিমিত্ত উকীল নিযুক্ত হইলে, সেই নিয়োগপত্র লিখিয়া দেওয়া ও আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, যত দিন আদালতের অনুমতিক্রমে সেই মওক্কেলের স্বাক্ষরিত পত্রদ্বারা রহিত না করা যায়, ও সেই পত্রও আদালতে না গাঁথা যায়, কিম্বা যত দিন মওক্কেল কি উকীল না মরেন, কিম্বা মওক্কেলের পক্ষে মোকদ্দমাঘটিত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তত দিন ঐ ঐ নিয়োগপত্র প্রবল আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন হাইকোর্টের আড্‌বোকেটকে ঐ কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক কোন দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ দেওয়া যাইবে না।

প্রধান ব্যক্তি স্বয়ং … পক্ষে যে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার ওকালতনামা দাখিল করিয়া দিতে পারে। … ১৯ উ বি ৪৮১, … দিপতি ৭ উ বি

শেষোক্ত মোকদ্দমায় অবধারিত হয় যে সে স্থাবর মধ্যে প্রধান বাক্তি না.যদি কেবল মোহর থাকে.এবং স্বাক্ষর না থাকে তাহা হইলেও স্বাক্ষর হইতে পারে চলিত বিচারে দরখাস্ত করিবার জন্য, বা অতিরিক্ত কার্য্য করিবার জন্য, বা মোকদ্দমা সম্বন্ধে অর্পিত করিবার জন্য নূতন ওকালতনামা আবশ্যক নহে, গোপালচাঁদ বঃ হরমোহন ৫ ব ৮৩; সত্যচরণ বেঃ মধু ১২ উ রি ৪৬৫

ওকালতনামা যতক্ষণ আদালতের অনুমতি অনুসারে প্রত্যাখ্যাত না হয়, ততক্ষণ বলবৎ থাকে কিঃ বঃ কিং ই ল রি ৬ ব ৪৬ ৪২০

উকীলের উপর পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৪০ ধারা। মোকদ্দমা কি আপীল সম্পর্কীয় পরওয়ানা কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্ত হউক বা নাই হউক, সেই পক্ষের উকীলের উপর জারী করা গেলে কিম্বা তাঁহার কার্য্যালয়ে কি নিয়ত বাসস্থানে রাখিয়া আসা গেলে উকীল যে পক্ষের প্রতিনিধি হন ঐ পরওয়ানা নিয়মমতে যে তাঁহাকেই দেওয়া গেল ও জ্ঞাত করা গেল এমত অনুমান হইবে, ■ আদালতে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে মোকদ্দমা কি আপীলসংক্রান্ত সকল কার্য্যার্থে ঐ পরওয়ানা নিজ সেই পক্ষকে দেওয়া গেলে কি তাঁহার উপর জারী হইলে যেরূপ বলবৎ হইত সেইরূপ হইবে

কোন পক্ষ সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত হইবার সমন তাহার উকিলের উপর জারি হইতে পারে। শিব জয়াপা বঃ কাশীনাথ বিষ্ণু ৬ ব ১৪১

আপিলের নোটিস বিপক্ষের উকিলের উপর জারি হইতে পারে ঈশ্বর দত্ত বঃ শিবপ্রসাদ ১৫ উ রি ২৯০।

মোক্তারের পরওয়ানা গ্রহণ করিবার কথা।

৪১ ধারা। ৩৭ ধারায় যে স্বীকৃত মোক্তারের কথা আছে তদ্ভিন্ন আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানবাসি কোন ব্যক্তিকে পরওয়ানা গ্রহণ করিবার মোক্তারস্বরূপ নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে

তাঁহার নিয়োগপত্র লিখিত হইয়া আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

সেই নিয়োগপত্র বিশেষ কি সাধারণ হইতে পারিবে ও লিখিত হইয়া মুখ্য ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষর করা যাইবে, ও সেই আসল নিয়োগপত্র, কিম্বা নিয়োগপত্র সাধারণ হইলে তাহার নিয়মিত সাক্ষ্যযুক্ত নকল, আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা যে আকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৪২ ধারা। যত দূর হইতে পারে প্রত্যেক মোকদ্দমা এমত আকারে করিতে হইবে যেন তাহাতে বিবাদীয় সমুদয়বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার মূল থাকে, ও তদ্বিষয়ের আর বিবাদ হইতে না পারে।

মোকদ্দমার মধ্যে সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা।

৪৩ ধারা। নালিশের হেতু সম্পর্ক বাদির যে দাওয়া করিবার অধিকার থাকে, প্রত্যেক মোকদ্দমার মধ্যে সেই সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিতে হইবে কিন্তু বাদী কোন বিশেষ আদালতের এলাকার মধ্যে মোকদ্দমা আনাইবার জন্যে আপনার দাওয়ার কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

দাওয়ার একাংশ ত্যাগের কথা

বাদী আপনার দাওয়ার কোন অংশ পরিত্যাগ করিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিলে, পশ্চাৎ সেই ছাড়া কিম্বা ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

অনেক প্রতিকারের মধ্যে একটি প্রার্থনা করিতে ত্রুটি হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

কোন ব্যক্তি একই নালিশের হেতুর উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রতিকার পাইবার স্বত্ববান হইলে, সেই সকল কিম্বা তন্মধ্যে কোন কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবেন কিন্তু প্রথমবার শ্রবণ হইবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না লইয়া যদি সকল প্রতিকারের মধ্যে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করেন, তবে পশ্চাৎ সেই ত্যক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করিবেন না।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে কোন নিয়ম ও তাহা পালন করিবার আনুষঙ্গিক প্রতিভূপত্র একই নালিশের হেতু বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে বৎসর ১২০০ টাকায় ঘর ভাড়া দেন। ১৮৮১ ও ১৮৮২ পূরা দুই সালের ভাড়া বাকী পড়িলেও দেওয়া যায় নাই। আনন্দ কেবল ১৮৮২ সালের ভাড়ার নিমিত্ত বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎ বলরামের নামে ১৮৮১ সালের ভাড়ার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

যেস্থলে বাদী প্রথম মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া দ্বিতীয় নালিশ করে সেস্থলে এই ধারার প্রয়োগ হয় না। খেলাত বঃ রাম ই ল রি ১০ ম ১৬০; মুলচাঁদ বঃ শিবরাম ই ল রি ৭ এ ৬২৪।

এই ধারার তৃতীয় প্রকরণ অনুসারে প্রথম মোকদ্দমার সময়ে অন্য প্রতিকারের জন্য দ্বিতীয় নালিশের অনুমতি প্রার্থনা করা যাইতে পারে। গিরিশ বঃ আবদুল হোসেন ই ল রি ৩ ব ৬৩।

প্রতিবাদির কৃত একটি অন্যায় ক্ষতিজনক কার্য্যের দ্বারা বাদির যে কিছু ক্ষতি হয়, তজ্জন্যে একাধিক নালিশ হইতে পারে না। মজফুর রহিম বঃ নসরুন্নিসা ৩ শি কো ক ৬৯; রামহরি বঃ মথুরমোহন ৮০ উ রি ৪৪০; রাধা বঃ রামকুমার ১২ উ রি ৭০, পূর্ণ বঃ উদয় ১৮ উ রি ৩৩৭; রাম বঃ প্রসাদ ম ১৩ উ রি ২৫৩; রাম লাল বঃ মহারাজা ই ল রি ১১ মা ১২৭।

এই সকল নিষ্পত্তির মধ্যে প্রথমটিতে প্রতিবাদির পত্নী ও ভ্রাতা মারে এই বলিয়া নালিশ করে যে তাহার একখানি কোম্পানির কাগজ প্রতিবাদী অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। বাদিনী আর কয়েকখানি কাগজের জন্য ঐরূপ আর একটি নালিশ প্রতিবাদির বিরুদ্ধে পূর্ব্বে দায়ের করিয়া ছিল। কিন্তু ভ্রম বশতঃ সেই নালিশে দ্বিতীয় মোকদ্দমার নালিসি কোম্পানির কাগজ সম্বন্ধে দাবি করে নাই। এই অবস্থায় প্রিভি কৌন্সল দ্বিতীয় মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। ২ শি বো প ৫৭।

শেষোক্ত মোকদ্দমায় বাদিনী একবার বর্ত্তনের নালিস করিয়া ডিক্রি পায় পরে সেই বর্ত্তনের জন্য প্রতিবাদির অধিকৃত সম্পত্তি দায় সংযুক্ত করাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় নালিস করায় তাহা ডিসমিস হয়। ই ল রি ১১ মা ১২৭।

বাকি খাজনার নালিস সম্বন্ধে এই ধারায় যে উদাহরণ আছে তদ্বিষয়ে দেখ, তারকচন্দ্র বঃ পঞ্চু ই ল রি ৬ ক ৭৯১, মদনমোহন বঃ [illegible] লা গিরিধারী ই ল রি ১২ ক ৪৮২।

কোন অংশ পাইবার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিলে — যে দাবি একই নালিশের অন্তর্গত করা উচিত ছিল সেই দাবি ভ্রমবশতঃ সেই নালিশে উত্থাপিত করা না হইলেও তজ্জন্য দ্বিতীয় নালিশ চলে না। মজফুর রহিম বঃ নসরুন্নিসা ২ শি কো ক ৬৯।

প্রথম মোকদ্দমায় সমস্ত দাবী যে স্বত্বের বিষয় অজ্ঞাত ছিল সেই স্বত্বের জন্য দ্বিতীয় নালিশ করিতে পারে। বেঙ্কট বঃ কৃষ্ণস্বামী ই ল রি ৭ ১৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

বাদী কোন সম্পত্তিতে দখলকার থাকা উল্লেখ করিয়া যদি স্বত্ব প্রকাশক ডিক্রি পাইবার প্রার্থনা করে এবং বাদির দখল না থাকা অবধারিত হওয়ায় যদি সেই নালিশ ডিসমিস হয়, তাহা হইলে সে দখল পাইবার জন্য পুনরায় নালিশ করিতে পারে দীবিজ্জিনাথ বঃ শিবনাথ ই ল রি ৮ ক ৮১৯, নম্মু সিংহ বঃ আনন্দ সিংহ ই ল রি ১৫ ক ৮০৯

বাদী স্বত্ব প্রকাশক ডিক্রি পাওয়ার পরে যদি জানিতে পারে যে বেদখল হইয়াছে, তাহা হইলে দখল পাইবার জন্য দ্বিতীয় নালিশ করিতে পারে অমৃত বঃ খেত লিলামা ই ল রি ১৪ মা ২৩

পূর্ব্ব মোকদ্দমায় যে বিষয় আদালত বিচার করিতে অস্বীকার করেন তজ্জন্য দ্বিতীয় নালিশ চলিতে পারে ঠাকুর বেচাবজি বঃ ঠাকুর পুজাভি ই ল রি ১৪ ব ৩১, ৫৫

ভূমি পাইবার মোকদ্দমার সহিত কোন কোন দাওয়ামাত্রে সংযোগ করিবার কথা

৪৪ ধারা ক বিধি —আদালতের অনুমতি না হইলে, স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার কিম্বা স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বনির্ণায়ক আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমার সহিত নিম্নলিখিত দাওয়া ভিন্ন নালিশের কোন হেতু সংযোগ করা যাইবে না।

(ক) ঐ দাওয়া করা সম্পত্তি সংক্রান্ত ওয়াসিলাতের কিম্বা বাকী খাজনার উপলক্ষে দাওয়া, ও

(খ) সেই সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ যে চুক্তিক্রমে ভোগ হইতেছে সেই চুক্তি ভঙ্গ হেতুক হানিপূরণের দাওয়া, ও

(গ) বন্ধকক্রমে বন্ধকগ্রহীতার প্রতিকারের মধ্যে কোন প্রতিকার প্রবল করণের দাওয়া।

অছির বা ধনাধ্যক্ষের বা উত্তরাধিকারীর বা তদ্বিরুদ্ধ দাওয়ার কথা।

খ বিধি অছি কিম্বা ধনাধ্যক্ষ কিম্বা উত্তরাধিকারিস্বরূপ কোন ব্যক্তি যে দাওয়া করেন, কিম্বা তাঁহার বিরুদ্ধে যে দাওয়া উপস্থিত করা যায়, তৎসহিত তাঁহার নিজের দাওয়ার সংযোগ করা যাইবে না, কিন্তু যে সম্পত্তির উপলক্ষে বাদী কি প্রতিবাদী অছি কিম্বা ধনাধ্যক্ষ কিম্বা উত্তরাধিকারিস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহার নিজ দাওয়া কিম্বা নিজ তাঁহার বিরুদ্ধ দাওয়া উত্থিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইলে কিম্বা তিনি যাহার স্থলাভিষিক্ত সেই মৃত ব্যক্তির সহিত সংসৃষ্টভাবে তাঁহার অধিকার কি দায় যাহাতে হয় এরূপ দাওয়া হইলে, সংযোগ হইতে পারিবে

এক কারণের মূলে স্থাবর অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি সম্বন্ধে বাদির নালিস করিবার স্বত্ব হইলে, এক নালিসে উভয় প্রকার দাবি করিতে পারে জান বঃ কাওস্বামী ই ল রি ১০ মা ৩৭৫

পৃথক্ কারণের মূলে পৃথক্ স্থাবর সম্পত্তির জন্য এক নালিস চলিতে পারে চিদাবর বঃ রামস্বামী ই ল রি ৫ মা ১৬১

বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা সবন্ধক ঋণ আদায়ের নালিস স্থাবর বিষয়ক নালিস বলিয়া গণ্য হইতে পারে না গোবিন্দ বঃ মানবিক্রম ই ল রি ১৪ মা ২৮৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের অঙ্গীকার মূলক নালিসের সহিত ঋণাদানের নালিস করা যাইতে পারে কটস বঃ ব্রাউন ই ল রি ৬ ক ৩২৮

নালিশের নানা হেতু বাদির সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৪৫ ধারা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ■ ৪৪ ধারার বিধি প্রবল মানিয়া বাদী একই প্রতিবাদির বিরুদ্ধে কি একই প্রতিবাদিদের বিরুদ্ধে সংসৃষ্টভাবে একই মোকদ্দমায় নালিশের নানাহেতু সংযোগ করিতে পারিবেন, এবং বাদিদের যাহাদের সংসৃষ্টভাবের স্বার্থ আছে

সেই হেতুর মোকদ্দমা হওনার্থে, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে, কিম্বা ইস্যু নিরূপণ হইয়া থাকিলে কোন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন

এই ধারা অনুসারে আদালত কোন পক্ষের নাম খারিজ করিয়া দিতে পারেন না খাদার বঃ ছে টি বিবি ই ল রি ৮ ক ৬১৬

প্রথম শ্রবণের পরে অর এই ধারা অনুসারে কার্য্য হইতে পারে না দ মে ধন বঃ গে বুল ই ল রি ৭ আ ১৯

প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের কোন কোন হেতু ত্যাগ করিয়া সংশোধন করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা

৪৭ ধারা নালিশের সেই সেই হেতুর ভাব বিবেচনায় একই মোকদ্দমায় সুবিধামতে সকল হেতুর নিষ্পত্তি হইতে পারে না উক্ত প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের এইরূপ প্রতীতি হইলে আদালত নালিশের উক্ত কোন হেতু ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও তদনুসারে আবেদনপত্র সংশোধন করিবার আদেশ করিয়া, খরচার বিষয়ে যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন

এই ধারামতে যে সংশোধন করা যায় তাহাতে বিচারপতি স্বাক্ষর স্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন

পঞ্চম অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্র দ্বারা মোকদ্দমা হইবার কথা

৪৮ ধারা আদালতে কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে আদালত যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে আবেদনপত্র দিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে।

আবেদনপত্র যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৪৯ ধারা আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে; কিন্তু ইংরেজী ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হইলে আদালতের অনুমতি লইয়া আবেদনপত্র ইংরেজী ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে, পরন্তু তদ্রূপ স্থলে প্রতিবাদী প্রার্থনা করিলে, আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আদালতে অর্পণ করা যাইবে

আবেদনপত্রে যে যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৫০ ধারা আবেদনপত্রে এই এই বৃত্তান্ত লেখা থাকিবে—

(ক) মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের নাম।

(খ) বাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান

(গ) প্রতিবাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান যতদূর জানা যাইতে পারে তাহা।

(ঘ) যে যে ঘটনা লইয়া নালিশের হেতু হয় তাহার স্পষ্ট ও সংক্ষেপ বর্ণনা ও যে সময়ে যে স্থানে হেতু ঘটিয়াছিল তাহা

(ঙ) বাদী যে উপকারের দাওয়া করেন তাহার প্রার্থনা

(চ) বাদী আপন দাওয়া হইতে প্রতিবাদির কোন দাওয়া বাদ দিবার অনুমতি দিলে, কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে যত টাকা বাদ দিলেন কি ত্যাগ করিলেন তাহা

টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমার কথা।

বাদী টাকা পাইবার প্রার্থনা করিলে ঠিক কত টাকা পাইবেন, বিষয় বিবেচনায় ইহা যতদূর জানাইতে পারা যায়, আবেদনপত্রে ততদূর জানাইতে হইবে

ওয়াসিলাৎ পাইবার মোকদ্দমায় এবং বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে সেই হিসাব লইয়া বাদির যত টাকা পাওনা দেখা যায় তাহা পাইবার মোকদ্দমায় যত টাকার প্রার্থনা হয় আবেদনপত্রে তাহা মোটামোটি ধরিলেই চলিবে

বাদী স্থলাভিষিক্তস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ নালিশ করিলে বিবাদীয় বিষয়ে তাঁহার যথার্থই স্বার্থ আছে আবেদনপত্রে কেবল ইহাই প্রকাশ থাকিবে না, তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক, তাহা করিয়াছেন ইহাও দেখাইতে হইবে

উদাহরণ।

(ক) বলরামের নিযুক্ত অছি বলিয়া আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন আনন্দ বলরামের উইলের প্রমাণ যে করিয়াছেন আবেদনপত্রে ইহাও লিখিতে হইবে

(খ) চন্দ্রের ধনাধ্যক্ষস্বরূপ আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন আনন্দ চন্দ্রের ধনাধ্যক্ষতাপত্র যে লইয়াছেন আবেদনপত্রে এই কথাও লিখিতে হইবে

(গ) দিলওয়ার নামক মুসলমান নাবালকের অভিভাবক বলিয়া আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিন্তু আনন্দ মুসলমানদের শরা ও আচারমতে তাহার অভিভাবক নহেন অতএব তিনি বিশেষমতে দিলওয়ারের অভিভাবকস্বরূপ যে নিযুক্ত হইয়াছেন আবেদনপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে

প্রতিবাদির স্বার্থ ও দায় দেখাইতে হইবার কথা।

বিবাদীয় বিষয়ে প্রতিবাদির স্বার্থ আছে কিম্বা তিনি স্বার্থের দাওয়া রাখেন, এবং বাদির দাওয়ার উত্তর দিবার জন্যে তাঁহার প্রতি আদেশ হইতে পারে, আবেদনপত্রে ইহা দেখাইতে হইবে

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে অছি নিযুক্ত করিয়া ও চন্দ্রকে আপনার উইল অনুসারে ধনের অধিকারী করিয়া ■ দিননাথকে খাতক রাখিয়া মরিলেন চন্দ্র উইলক্রমে প্রাপ্যধন পাইবার নিমিত্তে দিননাথের ঋণ শোধ করাইবার জন্যে তাহার নামে নালিশ করেন বলরাম যে দিননাথের নামে নালিশ করিলেন না ইহার কারণ নাই, কিম্বা প্রতারণা করিয়া চন্দ্রের প্রাপ্য হরণের জন্য বলরাম ও দিননাথ যোগ করিয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথা, কিম্বা অন্য যে ঘটনা প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট দিননাথ দায়ী হইলেন তাহা দেখাইতে হইবে।

মিয়াদের আইন হইতে মুক্ত হওয়ার হেতু দেখাইবার কথা।

কোন আইন দ্বারা [illegible] মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার যে মিয়াদ দেওয়া যায়, যদি নালিশের হেতু উত্থিত হওয়ার পর সেই মিয়াদ গত হইয়া থাকে, তবে যে কারণে ঐ আইনের বিধান হইতে মুক্তি পাইবার দাওয়া থাকে আবেদনপত্রে তাহা দেখাইতে হইবে।

প্রতিব দিব যে সকল উপাধি থ কে তাহ লেখ ■ বশ্যক আ বেদনপত্রে তৎসমুদয় ব দী লিখিয়া ন দিলে আদ লত সেই আবেদনপত্র ফেরত দিতে প রেন রাজা খেতরামকৃষ্ণ বঃ র জ বিজয়বাম ৩ ১।৩১

সম্মিলিত বণিক সম্প্রদ য়ের নামে ন লিস কবিতে হইলে যেরূপে বাদী প্রতিব দিব নাম বর্ণন করিতে হয় তৎসম্বন্ধে ৪৩৫ ধারা ও তাহাব টীকা দেখ

যে স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহকের নামে নালিস চলে না, সে স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহকের নামে ন লিস করিলে পরে সেই কোম্পানিকে পক্ষ করা যাইতে প রে ন নবীনচন্দ্র পাল বঃ সিসিল ষ্টিফেনস, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কো ম্পানির প্রতিনিধি ১৫ উ রি ৫৩৫

অসম্মিলিত বণিক সম্প্রদায়ের নামে নালিস কবিতে হইলে অংশিদিগের নাম উল্লেখ করিয়া তাহ দিগকে প্রতিবাদী কবিতে হয় পুলিনবিহারী বঃ ওয়াট্‌সন বে ল রি ৮০৪ ফু বে

অংশিগণে র নাম বাদির অজ্ঞাত থাকিলে তাহারা যে নামে কারবার করে, সেই ন মে নালিস চলিতে পারে কৈলাসচন্দ্র বঃ ইলিস ৮ উ বি ৪৫

বাদী যে প্রতিকার প্রার্থন করে তাহ পাইবার যতগুলি হেতু তৎকালে থাকে তাহা আবেদনপত্রে বল আবশ্যক দিনবন্ধু বঃ কৃষ্ণমণি ই ল বি ২ ক ১৫২

সমুদায় স্বত্বগুলির বিবরণ আবেদনপত্রে না থ কিলে, যে স্বত্বের উল্লেখ থাকে তাহারই সম্বন্ধে বিচার হয় এবং ব দী অন্য স্বত্বের মূলে পুনরায় সেই প্রতিকার পাইবার ন লিস করিলে তাহ ডিসমিস হয় ঐ নিষ্পত্তি দেখ, আরও দেখ, রামচন্দ্র বঃ বাসুদেব ই ল রি ১০ ব ৪৫১

স্থাবরসম্পত্তি সংক্রান্ত নালিসে দাবিকৃত সম্পত্তির চতুঃসীমাদি বিবরণ আবশ্যক মহাম্মদ ইসমায়েল বঃ লাল প্রুলবকিশোরনারায়ণ ২৫ উ বি ৩৯

সম্পত্তি দখলের নালিসে বেদখলের তারিখ নির্দ্দিষ্টরূপে বলা আবশ্যক বৈদ্যনাথ বঃ উমান ১১ উ বি ২৩৮

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠ লিখিবার কথা।

৫১ ধারা। বাদী ও তাঁহার উকীল থাকিলে তিনিও আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং নিম্নভাগে বাদী, কিম্বা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অন্য যে ব্যক্তির সুবিদিত থাকার প্রমাণ আদালতের হৃদ্বোধমতে করা যায় তিনি, সত্যপাঠ লিখিবেন

পরন্তু বাদী উপস্থিত না থাকায় কি অন্য বিশিষ্ট কারণে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিতে না পারিলে, তাঁহার স্থানে এতদর্থে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন

মোক্তার হইলেই সত্য প ঠ লিখিতে পারে এমত নহে ব দী স্বয়ং সত্যপাঠে স্ব ক্ষর না করিলে, অন্য ব্যক্তির দ্বারা সত্যপাঠ স্ব ক্ষর সম্বন্ধে অনুমতি প ইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে হয় বাদীর পক্ষে যে সত্যপাঠে স্বাক্ষর করিতে চাহে সে যদি সমস্ত অবস্থা জ্ঞ ত থাক বলিয় আদালতের বিশ্বাস হয় তাহা হইলে আদ লত তাহাকে অনুমতি দিতে পারেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার সত্যপাঠে স্বাক্ষর করিতে চাহিলে, সেই মোক্তার সমস্ত অবস্থা ■ ত থাক সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক হয় না ব টলিনে বঃ রাইমণ্ড ই ল রি ৪ ব ৪৭১

আবেদনপত্রে বাদী স্বয়ং স্বাক্ষর করিতে না প রিলে তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তা র স্বাক্ষর করিতে প রে কাউলিনে বঃ বস্তমচি ই ল বি ■ ব ৪৬৮

সত্যপাঠের মর্ম্মের কথা।

৫২ ধারা। সত্যপাঠের কথার মর্ম্ম এই যে ব্যক্তি তাহা ব্যক্ত করেন তিনি আপন জ্ঞানানুসারে তাহা সত্য বলিয়া জানেন ও অন্যের নিকট সন্ধান লাইয়া যাহা বিশ্বাস পূর্ব্বক জ্ঞাত করেন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন

'সত্যপাঠের কথায় স্বাক্ষর করণের ও সাক্ষির স্বাক্ষর করণের কথা।

যে ব্যক্তি সত্যপাঠের কথা ব্যক্ত করেন তিনি ঐ কথায় স্বাক্ষর করিবেন

আবেদনপত্রের কোন দফা সত্যপাঠ লেখকের জ্ঞানমতে সত্য, এবং কোন দফা বিশ্বাস মতে সত্য তাহা সত্যপাঠে স্পষ্টরূপে বলা আবশ্যক। উপেন্দ্রনাথ বঃ বসু ই ল রি ৯ ক ৬৭৫

বাদী স্বয়ং সত্যপাঠে স্বাক্ষর করিতে যে স্থলে অক্ষম সে স্থলে অন্যে তাঁহার নাম লিখিতে পারে, কিন্তু অন্য ব্যক্তি স্বাক্ষর করিলে আদালতের সমক্ষে স্বাক্ষর করা বিধেয়। কাইমিনো বঃ রওশনজি ই ল রি ৪ ক ৪৬৮

যে যে স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে, সংশোধনের জন্য ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে বা সংশোধন করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

"৫৩ ধারা। (ক) আবেদনপত্রে যদি নালিশের কারণ দৃষ্ট না হয় তাহা হইলে উহা ইস্যু ধার্য্য করিবার সময় অথবা ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে কোন সময় আদালতের বিবেচনানুসারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে

(খ) (১) ইতিপূর্ব্বে যেরূপ আদেশ করা গিয়াছে সেই আদেশমত আবেদনপত্র যদি স্বাক্ষরিত ও সত্যপাঠযুক্ত না হয়,

(২) ইতিপূর্ব্বে যে যে বিবরণ দিবার আদেশ করা গিয়াছে আবেদনপত্রে যদি সেই সেই বিবরণ ঠিক করিয়া ও সংক্ষেপে লিখিত না হয় কিম্বা এই স্থলে যে সকল বিবরণ দিবার আদেশ করা গিয়াছে তাহা হইতে ভিন্ন কোন বিবরণ যদি আবেদনপত্রে থাকে,

(৩) পক্ষগণকে সংযোগ না করা বা ভুল করিয়া সংযোগ করা হেতু আবেদনপত্র যদি ঠিক প্রস্তুত না হয় কিম্বা একই মোকদ্দমায় যে সকল নালিশের কারণ সংযুক্ত করা উচিত নয় তাহা যদি আবেদনপত্রে সংযুক্ত করা হয়, অথবা

(৪) আবেদনপত্র যদি ৪২ ধারার বিধানানুসারে প্রস্তুত করা না হয়, তাহা হইলে আদালত যে সময় ধার্য্য করিবেন সেই সময়ের মধ্যে এবং আবেদনপত্র সংশোধিত করণার্থ যে খরচ আবশ্যক হয় তাহা দিবার সম্বন্ধে আদালত যে সর্ত্ত করা উপযুক্ত মনে করেন সেই সর্ত্তে সংশোধন হইবার জন্য ইস্যু ধার্য্য করিবার সময় কিম্বা ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে কোন সময় আদালত আপন বিবেচনানুসারে ঐ আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিতে পারিবেন

(গ) খরচ দিবার সম্বন্ধে আদালত যে সর্ত্ত উপযুক্ত মনে করেন আবেদনপত্র সেই সর্ত্তে নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়ে আদালতের আপন বিবেচনানুসারে আদালত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইতে পারিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য আবেদনপত্র ফিরাইয়া দেওয়া হয় তাহা কর্ত্তৃকই কি আর আদালত কর্ত্তৃকই কি ঐ আবেদনপত্র এমন করিয়া সংশোধন করা হইবে না যে এক রকমের মোকদ্দমা অপর এক উল্‌টা রকমের মোকদ্দমা হইয়া দাঁড়ায়।

আবেদনপত্র এই ধারানুসারে সংশোধিত হইলে ঐ সংশোধনের সাক্ষ্যস্বরূপ উহাতে জজের স্বাক্ষর সংযুক্ত হইবে।"

নালিশের কারণ থাকা প্রকাশ না পাইলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হয়, এবং সংশোধন দ্বারা তাহা সংশোধিত হইতে পারে না। নাগরমল বঃ সাকফরমুন্নিসা ই ল রি ৩ আ ৭৬৫।

এই ধারা অনুসারে নালিশের কারণ না থাকা হেতু আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিতে হইলে, কেবল আবেদনপত্র দেখা আবশ্যক, বাদীর দলিলাদি দেখা বা বাদীর এজেহার লওয়া আবশ্যক হয় না। গিরিশ বীরভদ্র বঃ জগন্নাথ ১০ ব ১৮৭।

আবেদনপত্রে নালিসের কারণ ■ কা প্রকাশ না পাইলেও, আপিল অ দ লত সেই হেতু ব দির অ বেদন, এই ধারা অনুসারে, অগ্রাহ্য করিতে পারেন ন যদি ব দির ■ দত্ত প্রমাণের দ্ব র বাদির নালিসের কারণ থাকা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অ পিল অ দালত সেই সমস্ত দেখিতে বাধ্য সাহা অ হাম্মদ বঃ ত রি য় য় ই ল রি ৭ ক ৩৪৩

বাদির আবেদনপত্র পাঠে তাহার স্বত্ব স্বত্বের অল্প আশা থ ক বোধ হইলেও, তজ্জন্য বাদির অ বেদন বিচারের পূর্ব্বে অগ্রাহ্য হইতে পারে না লক্ষ্মীঅম্মাল বঃ টীকাব ম ১ মা ২৪০

আবেদনপত্র দাখিলের পরে এই ধার অনুসারে সংশোধিত হইলেও, দাখিলের তারিখ গ্রহণ করিয় তামাদি গণনা করা হয়, সংশোধনের তারিখ ধরিয়া তামাদি গণনা কর হয় না রাগলাল বঃ ৎ নিয়ন ই ল রি ২ অ ৮৩২

চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়ে আপিল আদালতও আবেদন সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন জোসেফ বঃ সোলানে ১৮ উ রি ৪৪২ ; শ্যামচাঁদ বঃ লেণ্ডমরগেজ ব্যাঙ্ক ই ল রি ৯ ক ৬৯৫ , র মদয় দ খাঁ বঃ রাজা অযোধ্যারাম খাঁ ২৫ উ রি ৪২৫ , মহম্মদ জহুর আলি বঃ ঠাকুরাণি রতা কুওার ২ প্রি কৌ জ ১০৭

মোকদ্দমার আকার পরিবর্ত্তন ;—আবেদনপত্র সংশোধনের দ্বারা মোকদ্দমার আকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে ন আবেদনপত্রে যেরূপ বিবরণ প্রথমতঃ উক্ত থাকে সংশোধনের দ্ব রা ত হার বিপরীত কথা বাদী বলিতে পারে না ঈশানচন্দ্র সিংহ বঃ শ্যাম চরণ ভট্ট ১ প্রি কৌ জ ৬৪৯

বাদির আবেদনপত্রে যদি কেবল তাহার দখল স্থিরতর থাকিবার প্রার্থন থ কে, এবং যদি প্রমাণের দ্বারা দেখা যায় যে মোকদ্দমা দায়ের করিবার সময় তাহার দখল ছিল না, তাহা হইলেই তাহা ডিস্‌মিস্ হয় যদি বাদী দেখাইতে পারে যে তাহার পূর্ব্বে কোন সময়ে দখল ছিল, তাহা হইলে সে অ বেদনপত্র সংশোধন পূর্ব্বক দখলের ডিক্রি পাইতে পারে মৌলবি আবদুল্ল বঃ মজিরুদ্দিন ১৬ উ রি ২৭

দখল স্থিরতর জন্য নালিশের পরে যদি বাদী বেদখল হয় তাহা হইলে বাদী আরজি সংশোধনের দ্ব রা দখল পাইবার প্রার্থনা করিতে পারে বিরূপ মেকাগ বঃ মালেবরের ডিকার ই ল রি ২ ম ২৯১

আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইবে তাহার কথা

৫৪ ধারা নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইবে —

(ক) যে উপকার প্রার্থনা হয় তাহার ন্যূন মূল্য ধরা গেলে এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ মূল্য শুদ্ধ করিয়া লিখিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না করিলে।

(খ) যে উপকারের প্রার্থনা হয় তাহার উপযুক্ত মূল্য ধরা গেলেও আবেদনপত্র ন্যূন মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা থাকিলে এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজ দিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না দিলে

(গ) আইনের কোন স্পষ্ট বিধানক্রমে মোকদ্দমা করিবার বাধা আছে, আবেদনপত্র লিখিত বর্ণনা দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে

(ঘ) আবেদনপত্র আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার জন্যে ফিরাইয়া দেওয়া গেলে, সেই সময়ের মধ্যে সংশোধন করা না গেলে।

এই ধারায় উক্ত আছে যে ষ্ট্যাম্প অপ্রচুর হইলে আদালত বাদিকে ত হা পূরণ করিয়া দিবার আদেশ দিতে পারেন কিন্তু অ বেদনপত্রে ষ্ট্যাম্প আদৌ না থাকিলে অ দ লত ঐরূপ আদেশ দিতে পারেন কিনা তাহা এই ধারায় উক্ত নাই

এই ধারায় ষ্ট্যাম্প অপ্রচুর হইলে আবেদনপত্র ফেরত দিবার বিধান ন ই। ইহাতে কেবল উক্ত আছে যে ষ্ট্যাম্প অপ্রচুর হইলে আদালত ত হা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করিয়া দিবার আদেশ দিবেন অ দালত ইচ্ছা করিলে প্রথম নির্দ্দিষ্ট কাল গত হওয়ার পরে পুনরায় সময় দিতে পারেন। ভগবানদাস বঃ দ জি আর্ ই ল রি ১৬ ব ২৫১।

অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প আবেদনপত্রে লিখিত হইলে বাদী তাহা ফেরত পাইতে পারে। ১৪ উ রি ৪৭

আরজি অগ্রাহ্যের আদেশ ডিক্রী বলিয়া পরিগণিত হয় সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে। মহম্মদ সাদিক বং মহম্মদ জান ই ল রি ১১ অ ১১

অন্যায় মূল্য নির্দ্ধারণের মূলে নিম্ন আদালত যদি বিচার দিনের পূর্ব্বে অবধারণ করিয়া কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন, তাহা হইলে আপিল আদালত আবেদনপত্র ফেরতের আদেশ দিতে পারেন। অমরনাথ বং লালন ২ দুর ই ল রি ৮ ব ১২৭

আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ।

৫৫ ধারা। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা গেলে, বিচারপতি স্বাপন হাতে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা ও সেই সেই আজ্ঞা করিবার কারণ লিখিয়া দিবেন।

যেস্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা না থাকে তাহার কথা ।

৫৬ ধারা। পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কারণে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও কেবল তৎপ্রযুক্ত নালিশের সেই হেতু ধরিয়া, বাদির নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না।

উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে আবেদনপত্র যে স্থলে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা ।

৫৭ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার জন্যে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে,—

(ক) মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত থাকিলেও কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে আইন দ্বারা ইহা স্বেচ্ছা মতে মনোনীত করিবার অনুমতি না থাকিলে, যে আদালতের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তদপেক্ষা নিম্ন কিম্বা উচ্চ শ্রেণীর আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে

(খ) স্থাবর সম্পত্তির যে মোকদ্দমা ১৬ ধারার উপবিধির মধ্যে না আইসে, এরূপ মোকদ্দমার আবেদনপত্র যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ নাই দৃষ্ট হইলে

(গ) অন্য কোন স্থলে সেই এলাকার সীমার মধ্যে নালিশের হেতু ঘটে নাই এবং প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তি তথায় বাস করেন না বা ব্যবসায় চালান না কিম্বা লাভের নিমিত্ত নিজে কর্ম্ম করেন না দৃষ্ট হইলে

আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবার সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা ।

আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবার সময়ে, বিচারপতি ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করিবার ও ফিরাইয়া দিবার তারিখ ও যে ব্যক্তি উপস্থিত করেন তাঁহার নাম ও তাহা ফিরাইয়া দিবার কারণের সংক্ষেপ লিপি স্বহস্তে লিখিবেন।

প্রথম আদালতের বিচারাধিকারাভাব জন্য আপিল আদালত আবেদনপত্র ফেরত দিবার আদেশ দিতে পারেন। রামশীতল বং বলাকি ঠাকুর ই ল রি ১ ব ৫৩৮ প্রভাবর বং নিধরন ই ল রি ৮ ব ৬১৩।

আবেদনপত্র প্রত্যর্পণের আদেশ ডিক্রি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু এরূপ আদেশ অর্থাৎ ৫৮৮ ধারা অনুসারে আপিল হইতে পারে। ভুনিকুটি বং আচুটি ই ল রি ১৩ মা ৪৫২; অমরনাথ বং লাল বাহাদুর ই ল রি ৮ ক ১২৬

৫৮৮ ধারা অনুসারে একবারমাত্র আপিল হইতে পারে, সুতরাং ৫৭ ধারা অনুসারে আবেদনপত্র প্রত্যর্পণের আদেশ হইলে সেই আদেশ আপীল জন্য দ্বিতীয় আপিল হইতে পারে না। অমর [illegible] বং লাল বাহাদুর ই ল রি ৮ অ ১২০

কোন মুন্সেফ যদি কোন মোকদ্দমার আরজি ফেরত দেন এবং যদি প্রথম আপিল আদালত সেই আদেশ বাহাল রাখেন, তাহা হইলে হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপিল হয় না; কিন্তু ৬২২ ধারা অনুসারে হাইকোর্ট সেই আদেশ সংশোধন করিতে পারেন বাদাতি কুমার বঃ দিন দয়াল ই ল রি ৮ আ ১১১

উপযুক্ত আদালতে দাখিল জন্য আরজি ফেরত হইলে তজ্জন্য অতিরিক্ত ষ্টাম্প দিতে হয় না এতাকর বঃ বিশ্বস্তর ই ল রি ৮ ব ৩১৩

প্রথম আদালতে যে সময়ে মোকদ্দমা চলে, তামাদি গণনায় সেই সময় বাদ দিতে হয় তামাদি আইন ১৪ ধারা দেখ

আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৮ ধারা বাদী আবেদনপত্রের সঙ্গে কোন দলীলও উপস্থিত করাইলে ঐ আবেদনপত্রের পৃষ্ঠে সেই দলীলের স্মারকলিপি লেখাইবেন কিম্বা আবেদনপত্রের সঙ্গে তাহা সংযোগ করিয়া দিবেন; এবং আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে, যতজন প্রতিবাদী থাকেন সাদা কাগজে আবেদনপত্রের ততখানি নকল উপস্থিত করিবেন, কিন্তু আবেদনপত্র লম্বা হওয়াতে,

সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের কথা।

কিম্বা অনেকজন প্রতিবাদী থাকাতে কি অন্য উপযুক্ত কারণে, আদালত তাঁহাকে দাওয়ার ভাবের কিম্বা মোকদ্দমায় যে উপকারের কি প্রতিকারের প্রার্থনা হয় তদ্বিষয়ের ততখানি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবার অনুমতি দিলে, তিনি ঐ ঐ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, কিম্বা অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ প্রতিবাদির কিম্বা প্রতিবাদীদের কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে পদে পদক্ষে বাদী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা প্রতিবাদীর নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, ঐ বর্ণনাপত্রে সেই পদ ব্যক্ত থাকিবে

তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র যেন আবেদনপত্রের অনুযায়ী হয়, বাদী আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা একাপে সংশোধন করিতে পারিবেন।

আদালতের প্রধান আমলা উক্ত স্মারকলিপি ও নকল কি বর্ণনাপত্র পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ বলিয়া জানিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

মোকদ্দমার রেজিষ্টরের কথা।

আর দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর নামে যে বহি রাখিতে হইবে আদালত সেই বহীর মধ্যে ৫০ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্তও লেখাইবেন আবেদনপত্র যে ক্রমে গ্রাহ্য হয় প্রতিবৎসর সেই ক্রমানুসারে ক্রমিক নম্বর দিয়া সেই বহীতে ঐ কথা লেখা যাইবে

বাদী যে দলীল ধরিয়া নালিশ করেন তাহা দেখাইবার কথা।

দলীল কি তাহার নকল দিবার কথা।

৫৯ ধারা। বাদী নিজ অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন দলীল ধরিয়া নালিশ করিলে, যে সময়ে আবেদনপত্র দেন সেই সময়ে ঐ দলীলও উপস্থিত করিবেন এবং আবেদনপত্রের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবার জন্যে ঐ দলীল কিম্বা তাহার নকল দিবেন

অন্য অন্য দলীলের নির্ঘণ্টপত্র দিবার কথা।

আপন দাওয়ার প্রতিপোষণার্থে অন্য কোন দলীলের প্রতি নির্ভর করিলে, সেই দলীল তাঁহার নিজ অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকুক বা নাই থাকুক তিনি সেই সেই দলীলের নির্ঘণ্টপত্র আবেদনপত্রের নিম্নভাগে লিখিয়া বা আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিবেন।

দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে বর্ণনার কথা।

৬০ ধারা দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে এই কথা জানাইতে পারিলে জানাইবেন

ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য নিদর্শনপত্র হারাইলে তাহা ধরিয়া মোকদ্দমার কথা

৬১ ধারা ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্রমূলক মোকদ্দমা হইলে, সেই নিদর্শনপত্র হারাইয়াছে যদি ইহার প্রমাণ হইয়া থাকে, ও সেই নিদর্শনপত্রের উপর অন্য কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকিলে বাদী তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন, যদি আদালতের সন্তোষমতে এত সর্তের নিষ্কৃতিপত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাদী আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে সেই নিদর্শনপত্রও উপস্থিত করিলে ও আবেদনপত্রের সহিত গাঁথিয়া রাখিবার জন্যে ঐ নিদর্শনপত্রের নকল দিলে আদালত যদ্রূপে ডিক্রী করিতেন তদ্রূপে ডিক্রী করিতে পারিবেন।

দোকানীখাতা দেখাইবার কথা।

৬২ ধারা। বাদির অধিকারগত কি তাঁহার ক্ষমতাধীন দোকানী কি অন্য খাতায় যে কথা লেখা আছে বাদী সেই কথা দলীলস্বরূপ ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে ঐ খাতাবহী ও তল্লিখিত যে কথার উপর নির্ভর করেন সেই কথার নকল আদালতে উপস্থিত করিবেন

আসল কথার চিহ্ন দিয়া খাতা ফিরাইয়া দিবার কথা।

ঐ দলীল পুনরায় চেনা যাইতে পারে এই নিমিত্ত আদালত, কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক, তৎক্ষণাৎ তাহাতে চিহ্ন দিবেন এবং আসলের সঙ্গে নকল মিলাইয়া দেখিয়া তাহা ঠিক বলিয়া জানিলে পর স্বাক্ষর করিয়া বাদিকে ঐ খাতাবহি ফিরাইয়া দিয়া নকল গাঁথাইয়া রাখিবেন

আবেদনপত্র দিবার সময়ে দলীল না দেওয়া গেলে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

৬৩ ধারা আবেদনপত্র উপস্থিত করণসময়ে বাদির যে দলীল ও আদালতে উপস্থিত করা, কিম্বা আবেদনপত্রের সহিত লিখিত বা সংযুক্ত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিয়া দেওয় উচিত, তাহা তদনুসারে উপস্থিত করা কিম্বা লেখা না গেলে, মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে তাহা আদালতের অনুমতি বিনা বাদির সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষিদের কূটপরীক্ষার্থ অথ কিম্বা প্রতিবাদির উত্থাপিত কোন কথার উত্তর দিবার জন্য যে দলীল উপস্থিত করা যায় কিম্বা সাক্ষির কেবল স্মরণ করাইবার জন্যে যে দলীল তাঁহার হাতে দেওয়া যায়, সেই সেই দলীলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তে না

যে দলিল কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হইবার কারণ না থাকে তাহা আরজির সহিত দাখিল না হইলেও পরে দাখিল হইতে পারে দেবীদাস বঃ পিরজা দ বেগম ই ল রি ৮ ব ৩৭৭।

যে দলিল আরজির সহিত দাখিল না হয়, তাহা যদি প্রথম আদালত কর্তৃক গৃহীত হইলে আপিল আদালত সেই দলিল অন্য প্রকারে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ফেরত দিবার আদেশ দিতে পারেন না। সিং (কি বঃ বেনু ই ল রি ৮ ম ৩৭৩

যে দলিল প্রথম আদালতের গ্রহণ করা উচিত, তাহা গৃহীত না হইলে আপিলের হেতু হইতে পারে। মহাদেবাপা বঃ শ্রীনিবাসাই [illegible] রি ৪ মা ৪২৭ দেবীদাস বঃ পিরজা দা ই ল রি ৮ ব ৩৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমন বাহির করণ ও জারী করণবিষয়ক বিধি।

সমন বাহির করণ বিষয়ক বিধি

সমনের কথা

৬৪ ধারা আবেদনপত্র রেজিষ্টরি করা গেলে ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা গেলে পর প্রত্যেক প্রতিবাদির নামে এই মর্ম্মের সমন বাহির হইবে যে, তিনি ঐ সমনের নির্দ্দিষ্ট তারিখে

(ক) স্বয়ং কিম্বা

(খ) উপযুক্তমতে শিক্ষিত ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমুদয় প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম উকীল দ্বারা কিম্বা

(গ) সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমত কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে দিয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দাওয়ার উত্তর দেন

বিচারপতি কিম্বা তিনি অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন সেই কার্য্যকারক সেই সমনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে

কিন্তু আবেদনপত্র উপস্থিত করণসময়ে প্রতিবাদীও উপস্থিত হইয়া বাদির দাওয়া স্বীকার করিলে উক্ত সমন বাহির করা যাইবে না

সমনের সঙ্গে নকল কি বর্ণনাপত্র সংযোগ করিয়া দিবার কথা।

৬৫ ধারা উক্ত প্রত্যেক সমনের সঙ্গে ৫৮ ধারার উল্লিখিত এক একখানি নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র দেওয়া যাইবে

প্রতিবাদির কি বাদির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬৬ ধারা আদালত প্রতিবাদির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করণের কারণ দেখিলে, ঐ সমনপত্রে এই আজ্ঞা থাকিবে যে ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হন

আদালত সেই দিবসে বাদিরও স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করণের কারণ দেখিলে, তাঁহারও আদালতে আসিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কোন ব্যক্তি ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা রেলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে না পারিবার কথা।

[illegible] ধারা। (ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে আদালতের সাধারণ এলাকায় যে সীমা থাকে কোন পক্ষ সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা

(খ) সেই সীমার বাহিরে ও আদালত ঘর হইতে ৫০ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, কিম্বা তাহার বাসস্থান ও আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হইয়া থাকে এই দুই স্থানের মধ্যে রেলওয়ের দ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে, আদালত ঘর হইতে ২০০

দুইশত মাইলের মধ্যে বসতি করেন, তবে তাঁহাকে স্বয়ং আদালতে আসিতে আজ্ঞা হইবে না।

ইস্যু নিরূপণের কিম্বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন হইবার কথা।

৬৮ ধারা কেবল ইস্যু নির্ণয় করিবার জন্যে বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন দেওয়া যাইবে, আদালত সমন দিবার সময়ে তাহা স্থির করিবেন ও সমনের মধ্যে তদনুযায়ী আদেশ থাকিবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রত্যেক মোকদ্দমায়, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণের কথা।

৬৯ ধারা আদালতে যে চলিত কার্য্য উপস্থিত থাকে ও প্রতিবাদী যে স্থানে বাস করেন ও সমন জারী করিতে যত সময় লাগে, আদালত তাহা বিবেচনা করিয়া প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণ করিবেন ও প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে যেন উপযুক্ত অবকাশ পান, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ দিন নিরূপণ করা যাইবে।

"উপযুক্ত অবকাশ" কাহাকে বলে মোকদ্দমার আকার প্রকার লক্ষ্য করিয়া তাহা স্থির করিতে হইবে।

যে যে দলীলে বাদির প্রয়োজন থাকে কিম্বা প্রতিবাদী যাহার উপর নির্ভর করেন সমনপত্রে প্রতিবাদির সেই সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা হইবার কথা

৭০ ধারা দলীলে বাদির পক্ষ মোকদ্দমার দোষ গুণের প্রমাণ থাকে কিম্বা প্রতিবাদী স্বপক্ষ মোকদ্দমার প্রতিপোষণার্থে যে যে দলীলের উপর নির্ভর করেন, প্রতিবাদির অধিকারে কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাধীনে এমত যে কোন দলীল থাকে, তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার সমনপত্রে সেই দলীলও আনিয়া দেখাইবার আজ্ঞা থাকিবে।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে আনিবার আজ্ঞা হইবার কথা।

৭১ ধারা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, সেই সমনপত্রে প্রতিবাদির প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে তিনি স্বপক্ষ মোকদ্দমার পোষকতার জন্যে যে সাক্ষিদের প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন, আপনার উপস্থিত হওয়ার নিরূপিত দিনে সেই সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করান।

জারি করণার্থ সমন হাওলা করিবার বা পাঠাইয়া দিবার কথা।

৭২ ধারা (১) যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় প্রতিবাদী যদি সেই আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করেন অথবা প্রতিবাদীর যদি এমন এক জন এজেন্ট থাকেন যিনি ঐ এলাকার মধ্যে বাস করেন এবং সমন গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা হইলে উপযুক্ত কর্ম্মচারী বা তাঁহার এক জন অধীন কর্ম্মচারী দ্বারা জারী হওনার্থ সমন সাধারণতঃ ঐ কর্ম্মচারীর হাওলা করা যাইবে বা তাহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

"(২) যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় তাহা হইতে ভিন্ন আদালতের কোন কর্ম্মচারী উপযুক্ত কর্ম্মচারী হইতে পারেন এবং তিনি সেরূপ কর্ম্মচারী হইলে, হাইকোর্ট এতৎ পক্ষে যে বিধি প্রণয়ন করেন তদনুসারে সমন তাঁহার নিকট ডাকে অথবা

আদালত অপর যে প্রকারে পাঠাইবার আদেশ করেন সেই প্রকারে পাঠাইতে পারা যাইবে ”

অনেক প্রতিবাদী থাকিলে সমন দিবার কথা।

৭৪ ধারা একের অধিক প্রতিবাদী থাকিলে প্রত্যেকজন প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিতে হইবে

কিন্তু যদি প্রতিবাদিরা অংশী হইয়া থাকেন, ও অংশিত্ব ব্যবসায় সম্পর্কীয় কিম্বা যে অন্যায় হেতুক নালিশ হইতে পারে ও যাহার নিমিত্ত কুঠির স্থানে উপকারের দাওয়া হইতে পারে এমত অন্যায় সম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইয়া থাকে, তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, (ক) কোন এক প্রতিবাদির উপর আপনার ও অন্য প্রতিবাদিদের নিমিত্তে ঐ সমন জারী হইতে পারিবে, কিম্বা (খ) দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণ পক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা ব্যাপ্ত হয় সেই সীমার অন্তর্গত ঐ ব্যবসাদের প্রধান স্থানে যিনি ঐ অংশিত্ব কার্য্যের অধ্যক্ষ হন তাঁহার উপর সমন জারী হইতে পারিবে

নিজ প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার মোক্তারকে দিবার কথা।

৭৫ ধারা নিজ প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে কিন্তু তাঁহার সেই সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকিলে ঐ মোক্তারকে দিলেই যথেষ্ট হইবে

প্রতিবাদী যে কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য চালান তাঁহাকে সমন দিবার কথা।

৭৬ ধারা। যে আদালত হইতে সমন বাহির হয় সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করেন এমত ব্যক্তির নামে কোন ব্যবসায় কি কর্ম্মসম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইলে, ঐ সমন জারী করণের সময়ে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি কর্ম্মকারক স্বয়ং সেই সীমার মধ্যে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম চালান তাঁহাকে সমন দেওয়া গেলে তাহা উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে

এই ধারার কার্য্যপক্ষে যিনি জাহাজের স্বামী হন কি জাহাজ ভাড়া করিয়া লন জাহাজের কাপ্তান তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারক

যে কর্ম্মকারকের প্রতি অধ্যক্ষতা ভার থাকে স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় তাহাকে সমন দিবার কথা।

৭৭ ধারা স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উপকার পাইবার কিম্বা ঐ সম্পত্তির প্রতি অন্যায় কার্য্য হওয়াতে তজ্জন্যে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, নিজ প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া যাইতে না পারিলে ও প্রতিবাদির ঐ সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার না থাকিলে, প্রতিবাদির পক্ষ যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার থাকে এমত কোন কর্ম্মকারককেই সমন দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে স্থলে প্রতিবাদির পরিবারস্থ কোন পুরুষকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৭৮ ধারা কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদিকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, ও তাঁহার

পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, প্রতিবাদির পরিবারস্থ বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করেন, তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে

ব্যাখ্যা।—এই ধারার মর্ম্মানুসারে চাকর পরিবারস্থ লোক নয়

সমন যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার ঐ সমন পাওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

৭৯ ধারা। সমন জারীর আমলা নিজ প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার সংক্রান্ত কর্ম্মকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে সমনের নকল দিলে কি লও বলিয়া দেখাইলে, তাঁহাকে ঐ আসল সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিবেন

প্রতিবাদী সমন লইতে সম্মত না হইলে,

৮০ ধারা। প্রতিবাদী কি ঐ অন্য ব্যক্তি সমন জারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে,

কিম্বা তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিম্বা সমন জারীর আমলা প্রতিবাদিকে পাইতে না পারিলে ও তাঁহার সপক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারে এমত ব্যক্তি না থাকিলে,

সমন জারীর আমলা প্রতিবাদির নিয়ত বাসগৃহের বহির্দ্বারে সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, সেই প্রকারে ঐ নকল যে লাগাইয়া দিলেন ও যে অবস্থায় তাহা করিলেন এই কথা আসল সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া যে আদালত হইতে সমন বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরাইয়া দিবেন

প্রতিবাদী যে বাটীতে সচরাচর বাস করে;—প্রতিবাদী যে বাটীতে কেবল কারবার করে কিন্তু যেখানে সচরাচর বাস করে না, সেই বাটীর বহির্দ্বারে সমন টাঙ্গাইয়া দিলে সেই সমন এই ধারা অনুসারে জারি হওয়া গণ্য হইতে পারে না। ■ ইনাম ৭। বঃ মৈনাবা ৭ স ১৩৮

প্রতিবাদী যে বাটীতে পূর্ব্বে বাস করিত কিন্তু যাহা সে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই বাটীর দ্বারে এই ধারা অনুসারে সমন জারি হইতে পারে না আমস্ত ■ পোরিয়াম ৫ মা ১০১।

প্রতিবাদী যেখানে প্রাত্যহিক বাস করে তাহা যদি সমন জারির পদাতিক ■ত থাকিয়া ও সেইস্থলে সমন জারির চেষ্টা না করে, তবে হইলে এই ধারা অনুসারে প্রতিবাদির উপাসন বাটীর দ্বারে সমন জারি হইতে পারে না ডোমি বঃ নির্ব্বাং ২০ উ রি ৬২

প্রতিবাদী বাটীতে না থাকিলেই তাহার বাটীর দ্বারে সমন জারি হইতে পারে এমত নহে প্রতিবাদির হাতে সমন দিবার যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে ইহা দেখাইতে না পারিলে তাহার বাটীর দ্বারে যে সমন জারি হয় তাহা কার্য্যকর গণ্য হইতে পারে না কোহেন বঃ নৃসিংহ আঢ্য ইং ল রি ১৯ ক ২০১।

সমন যে সময়ে যে প্রকারে জারী করা গেল এই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

৮১ ধারা। ৭৯ ধারামতে সমন জারী করা গেলে, যে সময়ে ও প্রকারে জারী করা গিয়াছে সমন জারীর আমলা এই কথা আসল সমনের পৃষ্ঠে লিখিবেন বা লেখাইবেন অথবা তাহাতে সংযোগ করিবেন বা করাইবেন।

সমন জারীর-আমলার পরীক্ষার কথা।

৮২ ধারা। ৮০ ধারামতে সমন ফিরিয়া আনা গেলে, ঐ ধারানুসারে প্রদত্ত রিটর্ণ যদি সমন জারীর আমলার এফিডেবিটক্রমে সত্যপাঠ যুক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত সমন জারীর আমলাকে তাহার কার্য্য সম্বন্ধে শপথ করাইয়া পরীক্ষা করিবেন

অথবা অন্য কোন আদালতের দ্বারা তাঁহাকে ঐরূপে পরীক্ষা করাইবেন এবং উহা যদি ঐরূপে সত্যপাঠযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত সমন জারীর আমলাকে তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে শপথ করাইয়া পরীক্ষা করিতে অথবা অন্য কোন আদালতের দ্বারা তাঁহাকে ঐ রূপে পরীক্ষা করাইতে পারিবেন

তদ্বিষয়ের অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, ও সমন উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করিবেন, কিম্বা অন্য যে প্রকারে জারী করা উচিত বোধ করেন তাহার আজ্ঞা করিবেন

তৎপরিবর্ত্তে জারী করিবার আজ্ঞার কথা

সমন জারী না হয় এই নিমিত্তে প্রতিবাদী লুকাইয়া আছেন এমত জ্ঞান করিবার কারণ আছে, কিম্বা অন্য কারণে সমন রীতিমতে জারী হইতে পারে না আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, আপনার আদালত ঘরের কোন প্রকাশস্থানে ও প্রতিবাদী শেষ যে ঘরে বাস করিতেন বলিয়া জানা থাকে সেই ঘরের কোন প্রকাশস্থানে ঐ সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে সমন জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন

৮০ ধারা অনুসারে প্রতিবাদির বাটীর দ্বারে সমন জারি হইলে, যতক্ষণ সেই জারি এই ধারা অনুসারে প্রচুর বলিয়া অবধারিত না হয় ততক্ষণ তাহা কার্য্যকর হইতে পারে না নছর মহম্মদ বঃ কাজল ইং ল রি ১০ ব ২০৩

অনুকল্প বিধানে সমন জারি ;—সমন জারি এড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী লুক্কায়িত ভাবে বেড়াইতেছে এইরূপ আদালতের বিশ্বাস হইলে, সেই বিশ্বাস ও তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তৎপরে অনুকল্প বিধানে সমন জারির আদেশ দিতে পারেন র ম রাগ বঃ শ্রীধর সহায় ৪ ক ৱ নি ৩২৭

তদ্রূপে জারী করিবার ফলের কথা।

৮৩ ধারা আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিয়মমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারে সমন জারী হইলে, তাহা নিজ প্রতিবাদীকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে।

সমন অন্য প্রকারে জারী হইলে উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবার কথা

৮৪ ধারা সমন রীতিমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে আদালতের আজ্ঞাক্রমে অন্য প্রকারে জারী করা গেলে আদালত মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন

প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে ঐ সমন জারীর কথা।

৮৫ ধারা মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক প্রথমোক্ত আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করিলে যদ্দ্বারা সমন সুবিধামতে জারী হইতে পারে প্রতিবাদির বাসস্থান হাইকোর্ট ভিন্ন এমত যে আদালতের এলাকায় থাকে, উক্ত আদালত আপনার কোন আমলার দ্বারা কিম্বা ডাকযোগে সেই অন্য আদালতের নিকট সমন পাঠাইবেন ও মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবেন

সমন যে আদালতের নিকটে পাঠান যায়, সেই আদালত তাহা পাইলে আপনার বাহির করা সমনের ন্যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিয়া প্রথম যে আদালত হইতে বাহির

হইয়াছিল তথায় ফিরাইয়া পাঠাইবেন ও এই প্রকরণমতে কোন নথী করা গেলে তাহাও সঙ্গে পাঠাইবেন

রাজধানীর ও রাঙ্গুণ নগরের মধ্যে মফঃস্বল আদালতের পরওয়ানা জারী করিবার কথা

৮৬ ধারা কলিকাতা ■ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও রাঙ্গুণ নগরের ী ২ র বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত কোন আদালতের কোন পরওয়ানা ঐ ঐ নগরে জারী করিতে হইলে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করা যাইবে সেই আদালতে ■ ঠ ইতে হইবে।

ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সেই আদালত হইতেই বাহির হইলে যে প্রকারে জারী করাইতেন সেই প্রকারে ঐ আদালত ঐ পরওয়ানা জারী করাইয়া,

যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরাইয়া পাঠাইবেন

প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে তাঁহাকে সমন দিবার কথা

৮৭ ধারা প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে তিনি যে জেলে বদ্ধ থাকেন সেই জেলের অধ্যক্ষতার ভার যাঁহার প্রতি থাকে তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইবে ও তিনি প্রতিবাদিকে তাহা দেওয়াইবেন

জেলের অধ্যক্ষ ও প্রতিবাদী সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

ভিন্ন জিলায় জেল থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৮ ধারা মোকদ্দমা যে জিলায় উপস্থিত করা যায় প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন জিলার জেলে বদ্ধ থাকিলে ঐ জেলের অধ্যক্ষের নিকট ডাকযোগে কি অন্য প্রকারে সমন পাঠান যাইতে পারিবে এবং সেই অধ্যক্ষ প্রতিবাদিকে সমন দেওয়াইবেন ও ৮৭ ধারার বিধান মতে সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে সমন বাহির হয় তথায় তাহা ফিরাইয়া পাঠাইবেন

প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলেও তাহার সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে সমন যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৮৯ ধারা প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলেও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে শিরোনামায় প্রতিবাদির নাম ও বাসস্থান লিখিয়া আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে ঐ স্থানে ডাকযোগে পত্র পঁহুছাইতে পারিলে, ডাকযোগে সমন পাঠান যাইবে

রেজিষ্ট্রী পত্র যে লইতে অস্বীকার করে সে সেই পত্রের বিবরণ অজ্ঞাত থাকা বলিয়া কোন ফল পাইতে পারে না। মোতবআলি মিঞা বঃ পিয়ারিমে হগ রায় ১৬ উ রি ২২৩

ভিন্ন রাজ্যে ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট বা আদালতের হাত দিয়া সমন জারী করিবার কথা।

"৯০ ধারা। প্রতিবাদী যে প্রদেশে বাস করেন সেই প্রদেশে বা তত্রিমিত্ত যদি কোন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট বা এজেণ্ট থাকেন বা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন, বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত

রক্ষিত কোন আদালত থাকে, তাহা হইলে সমন প্রতিবাদীর উপর জারী হওনার্থ ডাকে বা অন্য কোন রকমে ঐ রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা আদালতের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এবং ঐ রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট, বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ঐ আদালতের জজ যদি সমনের পৃষ্ঠে আপন হাতে লিখিয়া সমন ফিরিয়া পাঠান যে, পূর্ব্বে যে প্রকার আদেশ করা গিয়াছে সমন সেই প্রকারে প্রতিবাদীর উপর জারী করা হইয়াছে তাহা হইলে ঐরূপ পৃষ্ঠলিপি জারীর প্রমাণ হইবে।"

সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দিবার কথা।

৯১ ধারা। প্রতিবাদী মান্য প্রযুক্ত তাঁহার নামে সমন না দিয়া তাঁহার নিকট পত্র লেখা আদালতের মতে উচিত বোধ হইলে এই আইনের কোন কথায় ভাবান্তর থাকিলেও আদালত সমনের পরিবর্ত্তে বিচারপতির কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাঠাইতে পারিবেন।

সমনে যে সকল বিবরণ লিখিয়া আদেশ আছে ঐ পত্রেও সেই বিবরণ লেখা থাকিবে, ও ৯২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, সমন লইয়া যদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে ঐ পত্র লইয়া সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে

তদ্রূপ পত্র পাঠাইবার নিয়মের কথা।

৯২ ধারা। উক্ত প্রকারে সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দেওয়া গেলে, তাহা ব্যক্তির নিকট ডাকযোগে চালান হইতে কিম্বা আদালতের মনোনীত বিশেষ হরকরার দ্বারা কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে পাঠান যাইতে পারিবে কিন্তু প্রতিবাদির নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক থাকিলে পত্রখানি ঐ কর্ম্মকারককে দেওয়া বা তাঁহার নিকট পাঠান যাইতে পারিবে

আদালতের কোন পদাতিক এই ধারা অনুসারে কোন পত্র সহ বৈদেশিক রাজ্যে যাইতে পারে না। কাছিম আজিম ভুঞে বঃ কাছিম মহম্মদ বারাচা ১০ উ বি ৩৪৯

পরওয়ানা জারী করণ বিষয়ক বিধি

যাঁহার অনুরোধে পরওয়ানা বাহির হয় তাঁহার খরচে জারী করিবার কথা

৯৩ ধারা। এই আইনমতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা বাহির হয়, যে ব্যক্তির পক্ষে বাহির করা যায় আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তাঁহারই খরচে জারী করা যাইবে।

জারী করিবার খরচের কথা।

পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্ত আদালতের যে ফী আদায় হইতে পারে, পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে তাহা আদায় করিতে হইবে।

নোটিস ও আজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

৯৪ ধারা। এই আইন দ্বারা কোন ব্যক্তির নামে নোটিস ও আজ্ঞা দিবার বা জারী করিবার আদেশ থাকিলে তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও সমন জারী করিবার পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে জারী করা যাইবে

ডাকমাশুলের বিষয়ক বিধি

ডাকমাশুলের কথা

৯৫ ধারা। কোন নোটিস কি সমন কি পত্র এই আইনমতে বাহির হইয়া ডাকযোগে পাঠাইতে হইলে, ঐ পত্রাদি পাঠাইবার পূর্ব্বে আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে তাহার দেয় ডাকমাশুল ও তাহা রেজিষ্টরী করিবার ফী দিতে হইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ ডাকমাশুল বা ফী বা উভয় ক্ষমা করিতে পারিবেন কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে কোর্ট ফীর হার ধার্য্য করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

সমনে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ হয়, সেই দিন উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার কথা।

৯৬ ধারা। সমন পত্রে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ থাকে, সেই দিনে উভয় পক্ষ নিজে কিম্বা আপন আপন উকীলের দ্বারা আদালত মধ্যে উপস্থিত হইবেন এবং আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দিনান্তর নিরূপণ না করিলে, সেই দিনেই মোকদ্দমা শুনা যাইবে।

বাদী সমন জারী করিবার ফী না দেওয়াতে জারী না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার কথা।

৯৭ ধারা। সমন জারী করাইবার জন্যে আদালতে যে ফী আদায় হইতে পারে বাদী তাহা না দেওয়াতে ঐ সমন জারী হয় নাই প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে ইহা দেখা গেলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া না গেলেও, যদি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে তিনি নিজে উপস্থিত হন, কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি থাকিলে মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হন তবে উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না।

এই ধারা অনুসারে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে তাহার আপিল হয় না। লক্ষ্মীচরণ চৌধুরী বঃ মদনমোহন। ই ল রি ৯ ক ৬২৭

কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হইবার কথা।

৯৮ ধারা। প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিনে কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে সেই দিনে, যদি কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকেন, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা

যাইবে প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে তাঁহার আজ্ঞার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবে।

এই ধারা অনুসারে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে তাহার আপিল হয় না। আলওয়ার বঃ শেখ ম ই ল রি ১০ ক ২৭২

উক্ত স্থলে বাদির নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা

৯৯ ধারা। ৯৭ বা ৯৮ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা ডিসমিস করা গেলে, বাদী মিয়াদের আইন প্রবন্ধ মানিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিম্বা সমন জারী করিবার নিমিত্ত আদালতে যে ফী দিবার প্রয়োজন নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা না দিবার

কিম্বা পুনরায় নথীর শামিল করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

কিম্বা স্থলবিশেষে উপস্থিত না হইবার বিশিষ্ট কারণ ছিল বাদী ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, আদালত ডিস্‌মিস্ করিবার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার দিন নিরূপণ করিবেন।

সমন জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর বাদী এক বৎসরের মধ্যে নূতন সমনের প্রার্থনা না করিলে, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার কথা।

৯৯ ক ধারা। ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে কি পরে প্রতিবাদিকে কি কএক জন প্রতিবাদির মধ্যে এক জনকে যে সমন দেওয়া যায় তাহা জারী না হইয়া ফিরিয়া আইলে উক্তরূপ ফিরিয়া আসিবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে যদি বাদী নূতন সমন বাহির হইবার প্রার্থনা না করেন ও আদালতের হৃদ্বোধ না জন্মান যে, যে প্রতিবাদির উপর সমন জারী হয় নাই তাহার বাসস্থান আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন কিম্বা উক্ত প্রতিবাদী পরওয়ানা জারীকরণ এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহা হইলে আদালত উক্ত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে পারিবেন।

এরূপ স্থলে বাদী মিয়াদের আইনের বিধান মানিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

সমন খারিজের হুকুম এই ধারা অনুসারে রহিত হইলে তাহার আপিল হয় না। অ লওয়ার বঃ শেখ ম ই ল রি ১০ ম ২৭০

কেবল বাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০০ ধারা। বাদী উপস্থিত হইলে ও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে কার্য্য এইরূপে চলিবে,

সমন নিয়মমতে দেওয়া গিয়া থাকিলে,

(ক) সমন নিয়মমতে জারী করা গিয়াছে, ইহার প্রমাণ হইলে আদালত এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

সমন নিয়মমতে দেওয়া না গেলে,

(খ) সমন নিয়মমতে যে জারী করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ না হইলে আদালত প্রতিবাদির নামে দ্বিতীয় সমন বাহির করিয়া জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

সমন জারী করা গেলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জারী না হইলে, তদ্বিষয়ক কথা।

(গ) প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি যাহাতে সমনের নিরূপিত দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে পারেন এমত উপযুক্ত সময় থাকিতে তাঁহাকে দেওয়া যায় নাই, ইহার প্রমাণ হইলে আদালত অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা শ্রবণের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ও প্রতিবাদিকে সেই দিনের নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন।

যদি বাদিরই ত্রুটি প্রযুক্ত সমন উপযুক্ত সময়ে জারী না হইয়া থাকে, তবে উক্ত প্রকারে অন্য দিন নিরূপণ নিমিত্তে যে খরচ হয় আদালত তাঁহাকেই সেই খরচ দিতে আজ্ঞা করিবেন

এই ধারা ৯৮ ধারার সহিত এক যোগে পাঠ্য। দয়াল মিস্ত্রি বঃ কপুর চাঁদ ই ল রি ■ ক ৩২১ পৃষ্ঠ দেখ।

মোকদ্দমা মুলতুবি হওয়ার পরে পুনরায় যে দিবস ধার্য্য হয়, সেই দিবস প্রতিবাদি উপস্থিত না হইলে এই ধারা অনুসারে এক তরফা হইতে পারে ১০৭ ধারা দেখ।

সমন জারির রীতিমত প্রমাণ না হইলে এক তরফ হইতে পারে না হরেশচন্দ্র বঃ জগৎ ই ল রি ১৪ ক ২০৪।

প্রতিবাদী অনুপস্থিত থাকিলেই এক তরফ ডিক্রি হইতে পারে এমত নহে বাদির পক্ষে বিষয় খোলা প্রমাণ থাকা আবশ্যক অমৃতনাথ বঃ রায় ধনপতি ১০ উ রি ৫০৩

প্রতিবাদির উপর স্বয়ং উপস্থিত হইবার আদেশ হইলে সে যদি অবধারিত দিবসে নিজে উপস্থিত না হয়, এবং কেবল তাহার উকিল উপস্থিত হয়, তাহ হইলে তাহার মোকদ্দমা এক তরফা হয় কৃষ্ণরাম বঃ গোবিন্দপ্রসাদ ই ল রি ৮ অ ২০, ১০৭ ধারা

প্রতিবাদির পক্ষে বর্ণনা দাখিলের পরে অবধারিত দিবসে, উকিল উপস্থিত হইয়া যদি অবকাশের অনুমতি প্রার্থনা করে, এবং সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ার পরে যদি উকিল বলে যে সে মোকদ্দমা চালাইবার সম্বন্ধে কোন উপদেশ মক্কেলের নিকট পায় নাই, তাহ হইলে আদালত যে নিষ্পত্তি করেন ■ হা "এক তরফা নিষ্পত্তি গণ্য হয়। বাঙ্গালার এডমিনিষ্ট্রেটর জেনরাল বঃ লালা দয়াল ৯ ৬ বে ল রি ৬৭৮; খিদি হাজু বঃ আক্তরামো ৭ উ রি ৮১, পরশুরাম বঃ জয়ন্তী ■ অ ১৪৫; রামটহল বঃ রাম ই ল রি ৮ অ ১৪০।

প্রতিবাদী যদি বর্ণনাপত্র দাখিল না করে এমন কি কোন প্রকার জবাব না দেয়, তাহা হইলেও তাহার সম্বন্ধে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা এক তরফা গণ্য হইতে পারে না গোলকমণি বঃ বিশ্বনাথ Marsh 32; জানকীরাম বঃ চন্দ্রাবলী ■ ■ রি ২৯৫

এক তরফ ডিক্রি রহিতের উপায় সম্বন্ধে ১০৮ ধারা দেখ, এক তরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে। ৫৪০ ধার দেখ

মোকদ্দমা স্থগিত হইয়া যে দিন নিরূপণ হয় প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ জানাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০১ ধারা। একপক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে ও প্রতিবাদী সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার বিশিষ্ট কারণ জানাইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়মের আজ্ঞা করেন সেই নিয়মাধীনে ঐ মোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে উপস্থিত হওয়ার ন্যায় প্রতিবাদির উত্তর শুনা যাইবে।

কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১০২ ধারা। প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে ■ বাদী উপস্থিত না হইলে আদালত মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিবেন কিন্তু প্রতিবাদী বাদির দাওয়া কি তাহার একাংশ স্বীকার

করিলে আদালত সেই স্বীকার অনুসারে প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ডিক্রী করিবেন ও দাওয়ার একাংশ মাত্র স্বীকার করা গেলে অবশিষ্ট অংশের সম্বন্ধে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবেন।

এই ধারা অনুসারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইলে বাদী সেইরূপ নালিস দ্বিতীয় বার করিতে পারে না। ১০৩ ধারা দেখ।

কিন্তু তাহাতে প্রাড্‌ন্যায় দোষ হয় না ; এবং দ্বিতীয় নালিসের কারণ এক না হইলে তাহা অচল হইতে পারে না। চাঁদকুমার বঃ প্রতাপসিংহ ই ল রি ১৩ ক ৯৮,

বাদির পক্ষে প্রমাণাভাব বশতঃ বাদির নালিস ডিস্‌মিস্ হইলে তাহা এই ধারা অনুসারে ডিস্‌মিস্ হওয়া গণ্য হইতে পারে না। বর্ত্তিকচন্দ্র বঃ শ্রীধর ই ল রি ১২ ক ৫৩৩

বাদীকে স্বয়ং উপস্থিত হইবার জন্য দিবার আদেশ হইলে বাদী যদি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহার নালিস ডিস্‌মিস্ হইতে পারে। ১০৭ ধারা।

ত্রুটিপ্রযুক্ত বাদির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধার কথা।

১০৩ ধারা। ১০২ ধারাক্রমে সম্পূর্ণ মোকদ্দমা কিম্বা একাংশ ডিস্‌মিস্ করা গেলে বাদী নালিশের সেই হেতু ধরিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি সেই ডিস্‌মিস্ করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও শ্রবণের জন্যে মোকদ্দমা যে দিনে তলব করা যায়, বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার সেই দিনে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, ইহার প্রমাণ করা গেলে, আদালত খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া, সেই ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া, মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

বাদী উক্তরূপে প্রার্থনা করিবার নোটিস লিখিয়া প্রতিবাদির উপর জারী না করাইলে, এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইবে না।

ডিস্‌মিসের হুকুম আদালত রহিত না করিলে ৫৮৮ ধারা অনুসারে আপিল হইতে পারে।

প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করাতে উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৪ ধারা। প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক না থাকিলে, যদি প্রতিবাদী মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিন কার্য্য স্থগিত হইয়া মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত অন্য দিনে উপস্থিত না হন, তবে বাদী আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন বাদিকে সেই প্রকারে ও সেই নিয়মানুসারে সেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতিদানরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনেক জন বাদির মধ্যে এক কি কয়েকজন উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৫ ধারা। একের অধিক জন বাদী থাকিলে ও তাঁহাদের এক কি কয়েক জন উপস্থিত হইলে ও অন্যেরা উপস্থিত না হইলে, যে বাদী কি বাদীরা উপস্থিত হন আদালত তাঁহাদের অনুরোধে সকল বাদির উপস্থিত হওয়ার ন্যায় মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হওয়ার অনুমতি দিতে ও যেরূপ আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অনেক জন প্রতিবাদির মধ্যে এক কি কয়েক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৬ ধারা একের অধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে তাঁহাদের এক কি কয়েক জন উপস্থিত হইলে ও অন্য প্রতিবাদিরা উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা চলিবে যে প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হন নাই আদালত নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাঁহাদের বিষয়ে যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন

কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা থাকিলে ও উপযুক্ত কারণ না থাকিতে তিনি না আইলে তাহার ফলের কথা।

১০৭ ধারা বাদির কি প্রতিবাদির প্রতি ৬৬ ধারার কিম্বা ৪৩৬ ধারার বিধানমতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইলে, ও তিনি নিজে না আইলে, কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে আপনার না আসিবার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, অনুপস্থিত বাদিদের ও প্রতিবাদিদের প্রতি পূর্ব্বলিখিত ধারার যে সকল বিধান খাটে তাঁহার প্রতিও সেই সকল বিধান খাটিবে।

এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করণ বিষয়ক বিধি

প্রতিবাদি উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করিবার কথা।

১০৮ ধারা কোন মোকদ্দমায় কেবল বাদী উপস্থিত থাকিতে প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া থাকিলে যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল, প্রতিবাদি সেই আদালতে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

সমন নিয়মিত রূপে জারী করা হয় নাই কিম্বা মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত যে সময়ে তলব করা যায় উপযুক্ত কোন কারণে প্রতিবাদির সেই সময়ে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, প্রতিবাদী আদালতের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দিলে, আদালত খরচার বিষয় আদালতে টাকা দেওন প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম করা উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন ও মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন

এক তরফা ডিক্রি রহিতের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল হয় ৫৮৮ ধারা দেখ।

এক তরফা ডিক্রি রহিতের প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল হয় না খাজা বঃ হরবংশ ই ল রি ১৬ ক ৪২৫

অনেক প্রতিবাদির মধ্যে এক জন অনুপস্থিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে যে এক তরফা ডিক্রি হয়, তাহা রহিত জন্য সেই অনুপস্থিত প্রতিবাদী ৬২৩ ধারা অনুসারে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে বিবি মুন্নি বঃ ইলাহি বেগম ই ল রি ৬ আ ৬৫

এক তরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে। ৫৮০ ধারা দেখ

উপযুক্ত কারণ ;—প্রতিবাদী যদি কোন মকদ্দমায় অন্য বশতঃ যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারা প্রমাণ করিতে পারে, তাহ হইলে এক তরফা ডিক্রি রহিত হইতে পারে। ৩ ম ৬০; ২ ম ২৫৭।

প্রতিবাদির উকিল অন্য মোকদ্দমায় অন্য আদালতে ব্যাপৃত থাকা এক তরফা ডিক্রি রহিতের কারণ হইতে পারে না। রাজম র মণ বঃ [illegible] রচন্দ্র ২৪ উ রি ১৪২।

প্রতিবাদী সমন না পাওয়া, অথবা যথাসময়ে সমন না পাওয়া হেতু তাহার বিরুদ্ধ এক তরফা ডিক্রি রহিত হইতে পারে। আনন্দময়ী বঃ আনন্দসুন্দর ১৩ উ রি ২৩৭, আওলাদ বঃ আবদুল ১৮ উ রি ১৪১, শিব রাম বঃ কালী ২৫ উ রি ৩৯৪।

উপযুক্ত কারণ প্রমাণের ভার ;—উপযুক্ত কারণ প্রমাণের ভার দরখাস্তকারির উপর অর্পিত হয়। তোরাব আলি বঃ চূড়ামণি ২৪ উ রি ২৬২

উপযুক্ত কারণ যেরূপে প্রমাণ করিতে হয় ;—প্রতিবাদী আফিডেভিট করিয়া দরখাস্ত করিলে অথবা শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দিলে উপযুক্ত কারণ প্রমাণ হইতে পারে। আনন্দময়ী বঃ আনন্দসুন্দর ১৩ উ রি ২৩৭

তামাদি ;—এক তরফা ডিক্রি জারি সংক্রান্ত কোন পরওয়ানা জারির তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ঐ ডিক্রি রহিতের দরখাস্ত করিতে হয়। তামাদি আইনের ১৬৪ প্রকরণ দেখ

যে সম্পত্তি দেন দারের নহে তাহার উপরে কোন পরওয়ানা জারি হইলে ও সেই জারির তারিখ হইতে তামাদির নিয়ম গণিত হয় না। শিবচন্দ্র বঃ লক্ষ্মী দেবী ৬ উ রি ৫১ মো, সুখময়ী বঃ নর্ম্মদা ১৫ উ রি ২১০

ক্রোক পরওয়ানার তারিখ হইতে তামাদির নিয়ম গণিত হইতে পারে। ভুবনেশ্বরী বঃ যাদবেন্দু ই ল রি ৯ ক ৮৬৯

ঐরূপ পরওয়ানা বাহির হওয়ার সংবাদ প্রতিবাদী না পাইলেও, তাহা জারির তারিখ হইতে তামাদির নিয়ম গণিত হয়। শম্ভুচন্দ্র বঃ রামলাল ১৩ উ রি ৪৩৬

এক তরফা ডিক্রি রহিতের দরখাস্ত সম্বন্ধে আদালতের সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক যে সেই দরখাস্ত নিয়ম কাল মধ্যে দাখিল হইয়াছে কি না। পিয়ারিমোহন দত্ত ১১ উ রি ৩১০

নিয়ম কাল গত হওয়ার পরে যদি আদালত এক তরফা ডিক্রি রহিতের আদেশ দেন তাহা হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোসন হইতে পারে। লক্ষ্মীমণি বঃ ভুবনমোহন ২৩ উ রি ১৪৭

যদি সেই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আপিল না করে, এবং উভয়পক্ষের সমক্ষে মূল মোকদ্দমা বিচারিত হইয়া বাদী পরাজিত হয়, তাহা হইলে সে আপিল করিতে পারে, এবং আপিল আদালত যদি দেখেন যে নিয়মিত কাল গত হওয়ার পরে প্রথম আদালত কর্ত্তৃক এক তরফা ডিক্রি রহিত হইয়াছে, তাহা হইলে আপিল মঞ্জুর করিয়া সেই এক তরফা ডিক্রি বাহালের হুকুম দিতে পারেন। রঘুনন্দন বঃ টোকন ২৫ উ রি ৩০৪ ; কিন্তু দেখ বোরো খুসিয়া বঃ জ্ঞাতা সর্দ্দার ১৫ উ রি ৩১৫

বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস না দিলে ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে না হইবার কথা

১০৯ ধারা। বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস লিখিয়া দেওয়া না গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোন প্রার্থনামতে কোন ডিক্রী অসিদ্ধ করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

বর্ণনাপত্রের কথা।

১১০ ধারা। মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ কালে বা তৎপূর্ব্বে কোন সময়ে উভয় পক্ষ আপন আপন পক্ষের বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন ও আদালত সেই বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করিয়া কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবেন।

প্রথম শ্রবণের দিবসে বা তৎপূর্ব্বে যে বর্ণনা দাখিল হয় তাহাতে কোন ষ্ট্যাম্প আবশ্যক হয় না। দাণ্ড বঃ ইয়ারুল্লা ই ল রি ৫ বো ৫৪০, চেরাগ আলি বঃ কাদের ১২ ক ল রি ৩৬৭

এক দাওয়ার বিরুদ্ধে অন্য দাওয়া উপস্থিত করা গেলে বর্ণনা-পত্রে তাহার বিবরণ লিখিবার কথা।

১১১ ধারা। টাকা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমায় বাদী যে দাওয়া করেন প্রতিবাদী ও বাদির সেই দাওয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার স্থানে আইনমতে আপনার প্রাপ্য নিশ্চিত কতক টাকার দাওয়া উপস্থিত করিলে এবং বাদির মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের পরস্পর যদ্রূপ সম্বন্ধ থাকে বাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদির সেই দাওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ থাকিলে, প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে সেই দাওয়ার বিপরীত আপনার প্রাপ্য ঋণের বিবরণসূচক বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন, কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে তৎপরে দিতে পারিবেন না।

অনুসন্ধান লইবার কথা।

তাহা হইলে আদালত সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন এবং মোকদ্দমায় এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের সকল নিয়ম পূর্ণ হইয়াছে ও যত টাকার বিপরীত দাওয়া হয় তাহা আদালতের টাকা সম্পর্কীয় বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত নয়, ইহা দেখিতে পাইলে, আদালত এক ঋণ হইতে অন্য ঋণ বাদ দিবেন।

বাদ দেওয়ার ফলের কথা।

এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করিবার ফল মুজাহেমী মোকদ্দমার আবেদনপত্রের ফলের ন্যায় হইবে, তাহাতে আদালত একই মোকদ্দমায় আসল ও বিপরীত দাওয়ার চূড়ান্ত বিচার ব্যক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু ডিক্রীমতে কোন উকীলের যে খরচ প্রাপ্য হয়, ডিক্রী করা টাকার উপর তাঁহার সেই দাওয়ার বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ উইল লিখিয়া বলরামের পক্ষে ২০০০৲ টাকা নিরূপণ করিয়া চন্দ্রকে অছি ও অবশিষ্ট ধনের অধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। বলরাম মরিলে, দিননাথ তাঁহার ধনাধ্যক্ষতা পত্র লন। চন্দ্র ঐ দিননাথের জামিনস্বরূপ ১০০০ টাকা দেন। পরে আনন্দের দত্ত ঐ ২০০০৲ টাকা পাইবার জন্যে দিননাথ চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই স্থলে চন্দ্র জামিনস্বরূপ যে ১০০০ টাকা দিলেন ঐ ২০০০ টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ ঐ ১০০০ টাকা দেওন সম্পর্কে চন্দ্রের ও দিননাথের পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল আনন্দের দত্ত ২০০০ টাকা সম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ ছিল না।

(খ) আনন্দ বলরামের টাকা ধারে ও উইল না লিখিয়া মরে। চন্দ্র আনন্দের ধনাধ্যক্ষতা পত্র লন ও চন্দ্রের স্থানে বলরাম সেই বিষয়ের একাংশ ক্রয় করেন। পরে চন্দ্র সেই ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাইবার জন্যে বলরামের নামে নালিশ করেন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের স্থানে টাকা পাইবেন বলিয়া ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতে ঐ ঋণ বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ চন্দ্রের দুই প্রকারের সম্বন্ধ আছে, বলরামের নিকট তাঁহার বিক্রেতার সম্বন্ধ হেতুক বলরামের নামে নালিশ করেন ও আনন্দের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ তাঁহার অন্য সম্বন্ধ।

(গ) আনন্দ কোন হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন, তাহাতে বলরাম কহেন যে আনন্দ আমার মালের উপর বিমাপত্র লইতে অন্যায়মতে অবহেলা করিয়াছেন, ইহাতে হানিপূরণার্থে আমার নিকট দায়ী আছেন, উহাঁর দাওয়ার বিপরীত ঐ হানিপূর-

গার্থ টাকার দাওয়া রাখিলাম এই স্থলে কত টাকা দাওয়া করেন, ইহা নিশ্চয় না হওয়াতে তাহা বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে না

(ঘ) আনন্দ ৫০০ টাকার হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন বলরামের নিকট আনন্দের বিরুদ্ধে ১০০০ টাকার ডিক্রী আছে এই স্থলে উভয়ের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হওয়াপ্রযুক্ত এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করা যাইতে পারিবে

(ঙ) বলরাম অনধিকার প্রবেশ করাতে আনন্দ তাহার নামে হানিপূরণের নালিশ করেন বলরামের নিকট আনন্দের ১০০০ টাকার খৎ আছে তাহাতে বলরাম কহেন যে আনন্দ এই মোকদ্দমায় যত টাকা পাইতে পারেন, সেই হাজার টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করি তাহা করিতেও পারেন, কারণ আনন্দের পক্ষে ঐ হানিপূরণের আজ্ঞা হইলেই উভয় পক্ষের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হয়।

(চ) আনন্দ ও বলরাম ১০০০ টাকা পাইবার নিমিত্ত চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন চন্দ্র কেবল আনন্দের স্থানে যে ঋণ পাইবেন তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না

(ছ) আনন্দ ১০০০ টাকা পাইবার নিমিত্তে বলরামের ও চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন আনন্দের স্থানে একা বলরামের যে টাকা পাওনা হয় বলরাম তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(জ) বলরাম ও চন্দ্র অংশিত্বভাবে কর্ম্ম করেন, আনন্দ ঐ ব্যবসায় সম্পর্কে তাহাদের ১০০০ টাকা ধারেন বলরাম মরিলে চন্দ্র বর্ত্তমান রহিলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্য ভিন্ন নিজ চন্দ্রের নামে আনন্দ ১৫০০ টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন [illegible] ঐ ব্যবসায়ের পক্ষে প্রাপ্য ১০০০ টাকা বাদ দিতে পারিবেন

টাকার জন্য ;—বাদির দাবি ঋণাদান জন্য হউক বা ক্ষতিপূরণ জন্য হউক, যদি টাকার ডিক্রি পাওয়া তাহার প্রার্থনা হয়, তাহা হইলে প্রত্যর্থি প্রতিকূল দাবি করিতে পারে (ঙ) চিহ্নিত উদাহরণ দেখ।

হিসাবের নালিশে প্রতিবাদী প্রতিকূল দাবি করিতে পারে কি না নিশ্চয় বলা যায় না দাস কথাইএ কো হটা ই ল রি ১৩ ক ১২৪।

বণিক সম্প্রদায়ের মিলিত ভাব বিশেষ পূর্ব্বক বাদির প্রাপ্য টাকার নালিশে প্রতিবাদী প্রতিকূল দাবি করিতে পারে, রামজীবন বঃ চাঁদ ই ল রি ১০ আ ৫৮৭

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ;—অনিশ্চিত ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিবাদী পৃথক নালিশ করিতে পারে, প্রতিকূল দাবি করিতে পারে না কালীকুমার চক্রবর্ত্তী বঃ হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৭ উ রি ১৭৭।

খাজনার নালিশে প্রতিবাদী তাহার প্রদত্ত ঋণের জন্য প্রতিকূল দাবি করিতে পারে ওয়াটসন বঃ ব্রজসুন্দরী ১৬ [illegible] রি ২২৪

প্রতিবাদী কিরূপ স্থলে অনির্দ্দিষ্ট টাকার জন্য প্রতিকূল দাবি করিতে পারে ;—যে ব্যাপারের মূলে বাদী নালিশ করে সেই ব্যাপারের দ্বারা যদি প্রতিবাদির কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, অথবা সেই ব্যাপারের মূলে প্রতিবাদির কিছু পাওনা থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদী সেই অনিশ্চিত ক্ষতিপূরণ বা প্রাপ্য টাকার জন্য প্রতিকূল দাবি করিতে পারে কিশোর চাঁদ চাপলাল বঃ মাধবজি বিশ্রাম ই ল রি ৪ ব ৪০৭, ভাগবত পাণ্ডা বঃ বামদেব পাণ্ডা ই ল রি ১১ ক ৫৫৭

আইন অনুসারে আদায় যোগ্য ;—যে টাকার জন্য প্রতিবাদী পৃথক নালিশ করিতে পারে না তাহার [illegible] প্রতিকূল দাবিও করিতে পারে না যে দাবির জন্য প্রতিবাদী পৃথক নালিশ করিয়া পরাজিত হইয়াছে তাহার জন্য প্রতিকূল দাবি করিতে পারে না আবদুল্লা বঃ শ্রীকণ্ঠ ১৫ উ রি ২৫২।

যে দাবি তামাদি হইয়াছে তাহার জন্য প্রতিবাদী প্রতিকূল দাবি করিতে পারে না। হীরালাল বঃ বিষ্ণু [illegible] উ রি [illegible]

তুল্যস্বার্থ মূলক ;—উভয় দাবি এক স্বার্থ মূলক হওয়া আবশ্যক (ক) চিহ্নিত উদাহরণ দেখ।

'কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারি যদি তাহার নিজের প্রাপ্য টাকার [illegible] নালিস করে তাহতে প্রতিবাদী সেই মৃত ব্যক্তির গৃহীত ঋণের জন্য প্রতিকূল দাবি করিতে পারে ওয়াটসন্ বঃ ব্রজসুন্দরী ১৬ উ রি ২২৪, চেন্নাপা বঃ রঘুনাথ ই ল রি ১৫ ম ২৯

প্রতিকূল দাবি সম্বন্ধে বিচার ধিকার ;- যে আদালতে বাদী নালিস করে, প্রতিবাদীর প্রতিকূল দাবি সম্বন্ধে সেই আদালতের বিচারাধিকার থাক আবশ্যক রামলাল বঃ ম্যাকাষ্টর ৩ আ ১১৪; হীরালাল বঃ বিষ্ণুসহায় ১ উ রি ২৯৬

কোন সবর্ডিনেট জজের যদি ছোট আদালতের ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে ছোট আদালতের বিচারযোগ্য অল্প দাবির মোকদ্দমায়, তিনি অধিক পরিমাণ টাকার প্রতিকূল দাবি সম্বন্ধে বিচার করিতে পারেন না বাবোট গাগা পুরুষোত্তম বঃ সিপাহি পাজু রমজান ই ল রি ১৪ ব ৩৭১।

এই ধারার শেষ দফায় উক্ত আছে যে প্রতিবাদির প্রতিকূল দাবি পৃথক মোকদ্দমার ন্যায় গণ্য করা উচিত এই হেতু অবধারিত হইয়াছে যে প্রতিবাদির উত্তরে প্রতিকূল দাবি থাকিলে তাহাকে সেই দাবির পরিমাণ ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। মাজির বাই বঃ নরোত্তম ই ল রি ১৩ ব ৬৭২, আমির খাঁ বঃ মাথু ই এ রি ৮ আ ৩৯৬ চেন্নাপা বঃ রঘুনাথ ই ল রি ১৫ ম ২৯

বাদির দাবি অপ্রমাণ হইলেও প্রতিবাদী ডিক্রি পাইতে পারে। হায়াতখা বঃ অ মহুলা ৬ ম ১৫১।

প্রতিবাদী প্রতিকূল দাবি করিলে যে পক্ষের অধিক পাওনা হয়, সেই পক্ষ অতিরিক্ত টাকা আদায়ের ডিক্রি পাইবে ২১৬ ধারা দেখ।

প্রথম শ্রবণের পর বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইতে না পারিবার কথা

১১২ ধারা ইহার পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে, বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না

উপবিধি।

কিন্তু আদালত কোন সময়েই কোন পক্ষের বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র দিবার আজ্ঞা করিতে ও সেই পত্র উপস্থিত করিবার সময় নিরূপণ করিতে পারিবেন

পরন্তু তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র দিবার ও উপস্থিত করা গেলে, তাহার উত্তর দিবার জন্যে আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র কোন সময়েই গ্রাহ্য হইতে পারিবে

কোন পক্ষ অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিতে ইচ্ছা করিলে তজ্জন্য আদালতের নিকট দরখাস্ত করিতে পারে দামীমণি দাসী বঃ শ্রীনাথ ঘোষ ৩ বে ল রি ১১ প

কোন পক্ষ আদালতের আদেশমতে বর্ণনাপত্র না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা উক্ত প্রকারে কোন পক্ষের প্রতি বর্ণনাপত্র দিবার আদেশ হইলেও সেই পক্ষ আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পত্র উপস্থিত না করিলে, আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিতে কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন

বর্ণনাপত্র যেরূপে লিখিতে হইবে তাঁহার কথা।

১১৪ ধারা। মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ঐ বর্ণনাপত্র যত সংক্ষেপে লেখা যাইতে পারে লেখা যাইবে তাহা তর্ক বিতর্ক ভাবাপন্ন হইবে না কিন্তু যে পক্ষ ঐ বর্ণনাপত্র লিখেন, কিম্বা যাঁহার তাহা লেখাইবার তিনি মোকদ্দমায় যে যে বৃত্তান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন ও যাহা স্বীকার করেন বা যাহার প্রমাণ করিতে আপনাকে সক্ষম জানেন, সাধ্যমতে কেবল সেই সেই বৃত্তান্ত সহিত বর্ণনার ভাবে লেখা যাইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক বর্ণনাপত্র দফা দফা করিয়া ভাগ করা যাইবে। প্রত্যেক দফার ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে, সাধ্যমতে প্রত্যেক দফায় স্বতন্ত্র উক্তি থাকিবে।

বর্ণনাপত্রে যাহা অস্বীকৃত না থাকে তাহাই স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নাথ সিং বঃ দোধ ই ল রি ৬ আ ৪০৬

বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে হইবার কথা।

১১৫ ধারা। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্য পাঠ লিখিবার যে যে বিধান পূর্ব্বে হইয়াছে, বর্ণনাপত্রেও সেই সেই বিধানমতে স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে হইবে। তদ্রূপে স্বাক্ষর করা ও সত্য পাঠ লেখা না গেলে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

সত্য পাঠ লেখার প্রণালী সম্বন্ধে ৫১ ও ৫২ ধারার টীকা দেখ।

বর্ণনাপত্রে তর্কবিতর্ক কিম্বা অতি বিস্তারিত কি অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে তৎসম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১১৬ ধারা। বর্ণনাপত্র আদালতের আজ্ঞামতে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া যাউক আদালতের বিবেচনামতে সেই পত্র তর্ক বিতর্কের ভাবাপন্ন কিম্বা অতিবিস্তৃত হইলে, কিম্বা তন্মধ্যে মোকদ্দমার অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে, আদালত তৎকালে তৎস্থানেই তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন কিম্বা পৃষ্ঠে আজ্ঞা লিখিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে, কিম্বা খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম ধার্য্য করিয়া, যে ব্যক্তি লিখিয়া দেন তাঁহার দ্বারা আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

সংশোধনের সাক্ষির কথা।

এই ধারামতে সংশোধন করা গেলে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

অগ্রাহ্য করণের ফলের কথা।

এই ধারামতে বর্ণনাপত্র অগ্রাহ্য হইলে, যে ব্যক্তি তাহা লিখিয়া দেন আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা কি অনুমতি না থাকিলে তিনি অন্য বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন না।

নবম অধ্যায়।

আদালতের দ্বারা উভয়পক্ষের পরীক্ষা গ্রহণবিষয়ক বিধি

আবেদনপত্রে ও লিখিত বর্ণনাপত্রে যে উক্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার হইল, ইহা জ্ঞাত হইবার কথা।

১১৭ ধারা। আবেদনপত্রে বৃত্তান্তের যে উক্তি হইয়াছে প্রতিবাদি তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করেন, আদালত মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণকালে প্রতিবাদির কিম্বা তাঁহার উকীলের নিকট এই কথা জানিয়া লইবেন, এবং বিপক্ষ পক্ষ কোন বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিলে, তন্মধ্যে যে বৃত্তান্তের উক্তি যে পক্ষের বিপক্ষে করা যায় সেই পক্ষ স্পষ্টই কি কথার আবশ্যক ভাবানুসারে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার না করিয়া থাকিলে ঐ পক্ষ সেই উক্তি স্বীকার বা অস্বীকার করেন আদালত তাঁহার কিম্বা তদীয় উকীলের নিকট ইহা জানিয়া লইবেন। সেই স্বীকার বা অস্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

এক পক্ষের কিম্বা সঙ্গিব্যক্তির কি উকীলের বাচনিক পরীক্ষার কথা।

১১৮ ধারা। মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ শুনিবার অন্য কোন সময়ে, কোন পক্ষ আদালতে স্বয়ং আইলে কিম্বা তথায় উপস্থিত থাকিলে আদালত তাঁহার কিম্বা যিনি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ঐ পক্ষের কি তাঁহার উকীলের সঙ্গী এমত অন্য ব্যক্তির বাচনিক পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আদালত ঐ সাক্ষ্য গ্রহণ সময়ে উচিত বোধ করিলে কোন পক্ষের প্রস্তাবিত প্রশ্ন করিতে পারিবেন

এই ধারা অনুসারে কোন পক্ষ মাকে দ্বন্দ্ব পক্ষের মোকদ্দমা ... করিতে হইলে আদালত শপথ গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না।

পরীক্ষার ফলের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবার কথা।

১১৯ ধারা। বিচারপতি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে

উকীল উত্তর না দিলে কি দিতে না পারিলে তাহার ফলের কথা।

১২০ ধারা। কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের বিবেচনামতে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওন সেই পক্ষের উচিত কিন্তু তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা গেলে দিতে পারিতেন ঐ উকীল এমত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা দিতে না পারিলে, আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে ঐ পক্ষকে নিজে আসিতে আজ্ঞা দিবেন

সেই পক্ষ বৈধ কারণ না থাকিলেও সেই নিরূপিত দিনে আপনি না আইলে, আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিতে, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবে

কোন পক্ষ উপস্থিত হইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যদি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলেই তাহার বিরুদ্ধে আদালত ডিক্রি দিতে বাধ্য নহেন। ... ... মা ১৬৯, রূপনারায়ণ বঃ কাশিরাম ... আ ৬৭।

উপরোক্ত অবস্থায় আদালত ইচ্ছা করিলে মোকদ্দমা ... করিতে পারেন। ... ... বঃ জাফিরাম ১১ উ রি ৫।

দশম অধ্যায়।

দলীলের সন্ধান লওন ও তাহা গ্রাহ্য ও দৃষ্টি ও উপস্থিত করণ ও আটক রাখন ও ফিরাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

প্রশ্ন লিখিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১২১ ধারা। কোন পক্ষ আদালতের অনুমতি পাইয়া কোন সময়েই আদালতের দ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে একের অধিক জন থাকিলে তাঁহাদের কোন এক কি কএক জনকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারিবেন ও যে ব্যক্তির যে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, ঐ প্রশ্নপত্রের তলভাগে ইহার নোট লিখিবেন

কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে কোন পক্ষ একই ব্যক্তিকে এক প্রস্থ প্রশ্নের অধিক দিবেন না এবং প্রতিবাদী যদি লিখিত বর্ণনাপত্র না দিয়া থাকেন ও সেই বর্ণনার

পত্র গৃহীত হইয়া যদি নথীর মধ্যে না রাখা হইয়া থাকে, তবে ঐ প্রতিবাদী বাদিকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রশ্ন দিতে পারিবেন না

যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অনুমতি আদালত দেন, জিজ্ঞাসিত পক্ষ তাহার উত্তর দিতে ১২৬ ধারা অনুসারে বাধ্য নহেন জিজ্ঞাসিত পক্ষকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করিতে হইলে ১২৭ ধারা অনুসারে প্রার্থনা করিতে হয় প্রেমসুখ চন্দ্র বঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ই ল রি ১৮ ক ৪১০

খাজনার মোকদ্দমায় এই ধারা প্রযোগ হয় না। ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১৪৮ ধারা দেখ।

প্রশ্নপত্র দিবার কথা।

১২২ ধারা যে পক্ষের নিকট প্রশ্ন করা যাইবে তাঁহার উকীল থাকিলে, ১২১ ধারামতে যে প্রশ্নপত্র উপস্থিত করা যায়, তাহা ঐ উকীলকে দেওয়া যাইবে, কিম্বা সমন জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে জারী করা যাইবে ও শেষোক্ত স্থলে ৭৯ ও ৮০ ও ৮১ ও ৮২ ধারার বিধান যতদূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে

প্রশ্ন দিবার ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লইবার কথা।

১২৩ ধারা। মোকদ্দমার খরচা ধার্য্য করণ সময়ে আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে ঐ প্রশ্ন দিবার উচিত বিষয়ে অনুসন্ধান লইবেন বা লওয়াইবেন ও সেই প্রশ্ন অসঙ্গত কিম্বা ক্লেশজনক কিম্বা অত্যন্ত দীর্ঘভাবে লেখা বোধ করিলে, ঐ ঐ প্রশ্ন ও তদুত্তর হেতুক যে খরচ লাগে তাহা দোষি ব্যক্তির দিতে হইবে।

সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কর্ম্মকারকের নামে প্রশ্নপত্র দিবার কথা।

১২৪ ধারা সমবায়িত সমাজ, কিম্বা সমবায়িত হইলে বা না হইলেও জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানি, কিম্বা সমাজবদ্ধ অন্য যে ব্যক্তিরা আইনমতে আপনাদের সাধারণ নামে কিম্বা কোন কর্ম্মকারকের কি অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কিম্বা সেই প্রকারে যাঁহাদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত ব্যক্তিরা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে বিপক্ষ পক্ষের কোন ব্যক্তি ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কি সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের নামে প্রশ্ন লিখিয়া দিবার অনুমতি প্রাপণার্থে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে

অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি বলিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতার কথা।

১২৫ ধারা। কোন পক্ষের প্রতি নিজে কিম্বা উক্ত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিবার আদেশ থাকিলে, তিনি তন্মধ্যে কোন প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, কিম্বা প্রকৃত প্রস্তাবে মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে করা যায় নাই, কিম্বা যে বিষয়ের প্রশ্ন হইতেছে মোকদ্দমার তাৎকালিক অবস্থায় তাহা যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় নয় এই কিম্বা এইরূপ অন্য কোন কারণে, ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

যে পক্ষ প্রশ্ন প্রদান করে সে তাহার নিজের উক্তির পোষক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। প্রতিবাদির পক্ষের গূঢ় বিবরণ যাহাতে প্রকাশ হয় এমত কথা সম্বন্ধে বাদী প্রশ্ন প্রদান করিতে পারেন আলি কদর সৈদ হোসেন আলি বঃ গোবিন্দদাস ই ল রি ১৭ ক ৮৪০

পক্ষগণের আরজি বা বর্ণনা অস্পষ্ট হইলে তজ্জন্য প্রশ্ন প্রদত্ত হইতে পারে না ঐরূপ স্থলে আদালত ১১২ ধারা অনুসারে অতিরিক্ত বর্ণনা তলব করিতে পারেন, অথবা পক্ষদিগের বা তাঁহাদের জাত সাক্ষি লোকদিগের ইস্তিহার লইতে পারেন। ১১৮, ১৪৫ ধারা।

আরজির বর্ণন অস্পষ্ট হইলে তজ্জন্য প্রশ্ন প্রদত্ত হইতে পারে না। অলি বখস বঃ গোলাম ইত্যাদি ইং ল রি ১৭ ক ৮৪৮ পৃষ্ঠ দেখ।

প্রতিবাদির উত্তর খণ্ডন জন্য বাদী যে উক্তি করে তাহার পোষক বা তৎসম্বন্ধে বাদী ও তাহাকে প্রশ্ন দিতে পারে কিন্তু প্রতিবাদির উত্তর খণ্ডন জন্য স্পষ্টরূপে কোন উক্তি না করিয়া প্রতিবাদিকে তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বাদী দিতে পারে না। ঐ নিষ্পত্তি দেখ।

বাদির স্বত্বের মূল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রতিবাদী প্রশ্ন দিতে পারে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দেখ, সেকন্দর দোসে বঃ বাঙ্ক অব বাঙ্গ ইং ল রি ১৪ ক ৭০৩।

উত্তর স্বরূপ আফিডেবিট অর্পণ করিবার সময়ের কথা।

১২৬ ধারা। প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত হইবার তারিখ অবধি দশ দিনের মধ্যে, কিম্বা বিচারপতি আর যত দিনের অনুমতি দেন তত দিনের মধ্যে, আফিডেবিট দ্বারা প্রশ্নের উত্তর আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

কোন পক্ষ প্রচুরমতে উত্তর না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১২৭ ধারা। যাঁহার নিকট প্রশ্ন করা যায় তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিলে, কিম্বা দিব না বলিলে, কিম্বা অপ্রচুরমতে উত্তর দিলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ঐ দিবার কিম্বা স্থল-বিশেষে আরো উত্তর দিবার আজ্ঞার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এবং আফিডেবিট দ্বারা কিম্বা বিচারপতি আদেশ করিলে বাচনিক পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতি উত্তর দিবার কি আরো উত্তর দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু ১২৫ ধারামতে কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

প্রশ্ন প্রদত্ত হইলেই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তাহার উত্তর দিতে বাধ্য হয় না। ৫ে নরঘণ ও ইন্দ্রনাথ ইং ল রি ১৮ ক ৪২০।

এই ধারা অনুসারে আদালত আদেশ দিলে জিজ্ঞাসিত পক্ষ উত্তর দিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ উত্তর না দিলে ১৩৬ ধারা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ কারণ ব্যতীত আদালত ১৩৬ ধারা অনুসারে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন না। জাস কিশোর বঃ শিভূষণ বিশ্বাস ইং ল রি ৫ ক ৭০৭; কল্যাণ বিবি বঃ সফদর হোসেন ইং ল রি ৮ অ ২৬৫।

প্রশ্ন প্রদত্ত হইলে জিজ্ঞাসিত পক্ষ উত্তর না দিতে পারে। কিন্তু এককালীন নীরব থাকা অপেক্ষা আফিডেবিট করিয়া তাহার আপত্তি আদালতের গোচর করা বিধেয়। জগ মহিষে রায় বঃ শিভূষণ ইং ল রি ৫ ক ৭০৭।

প্রশ্নদাতা যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহার প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে পারে। গোষ্ঠবিহারী পাল বঃ জহরলাল পাল ইং ল রি ৪ ক ৮৩৬।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করণের দাওয়া করিতে পারিবার কথা।

১২৮ ধারা। মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে দশ দিনের অন্যূন যুক্তিসঙ্গত কোন সময়ে কোন এক পক্ষ আদালতের দ্বারা অন্য পক্ষের নামে নোটিস দিয়া (প্রমাণস্বরূপ কোন দলীল গ্রাহ্য হইবার সকল ন্যায্য আপত্তি মানিয়া) মোকদ্দমার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন দলীল প্রকৃত বলিয়া ঐ পক্ষ দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করার কথা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও অন্য পক্ষ কি তাঁহার উকীল তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

যদি উক্ত প্রকারের নোটিস না দেওয়া যায়, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে, ঐ দলীল প্রমাণ করিবার কোন খরচার অনুমতি হইবে না।

সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর, চারিদিনের মধ্যে তদনুযায়ী কার্য্য না করা গেলে, বিচারপতি দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলে, মোকদ্দমার

যে ফল হউক, যে পক্ষ অসম্মত হইলেন ঐ দলীল প্রমাণ করিবার খরচ তাঁহারই দিতে হইবে

দলীলের সন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার কথা।

১২৯ ধারা। মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন বিষয় সম্পর্কীয় যে যে দলীল মোকদ্দমার কোন পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে বা ছিল, আদালত ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার কোন সময়ে তাঁহার প্রতি আফিডেবিটক্রমে সেই সকল দলীল নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষ, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালতে তদ্রূপ আজ্ঞা হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞার উত্তরস্বরূপ আফিডেবিটের কথা।

যে ব্যক্তি ঐ নির্দ্দেশসূচক বাক্য কহেন তাঁহার ঐ আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীলের মধ্যে কোন দলীল উপস্থিত করিবার আপত্তি থাকিলে তিনি কোন কোন দলীলের বিষয়ে সেই আপত্তি করেন এই ধারামতে প্রত্যেক আফিডেবিটে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ঐ আপত্তির হেতু লিখিবেন

যে পক্ষ এই ধারা অনুসারে আফিডেবিট করিতে আদিষ্ট হয়, সেই পক্ষ স্বয়ং সেই আফিডেবিট করিতে বাধ্য। কল্যাণ বিবি বঃ সফদর হোসেন ই ল রি ৮ আ ২৬৫।

বহু সংখ্যক বাদী বা প্রতিবাদী থাকিলে তাহারা যেস্থলে সম্ভব তথায় সকলে এক যোগ হইয়, আফিডেবিট করিতে বাধ্য। রাইরি বঃ শিবশঙ্কর গোপাল রি ই ল রি ১৫ ব ৭।

প্রথম অ ফিডেবিটে দলিলের বিবরণ পরিষ্কার না থাকিলে আদালত দ্বিতীয় আফিডেবিট দাখিল করিবার আদেশ দিতে পারেন ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক বঃ ব্রাউন ই ল রি ১২ ক ২৬৫।

মোকদ্দমার চলন সময়ে দলীল উপস্থিত করণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩০ ধারা। কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার কোন সময়ে আদালত ঐ মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ে, কোন পক্ষের অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন যে যে দলীল উপস্থিত করা উচিত বোধ করেন, ঐ পক্ষের প্রতি তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহা লইয়া যদ্রূপ ব্যাখ্যান করেন করিতে পারিবেন

উকিল বারিষ্টর প্রভৃতির সহিত পরামর্শ সংক্রান্ত পত্রাদি কোন পক্ষ আদালতে দাখিল করিতে বাধ্য নহে। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১২৬ ধারা।

ডাক্তার পুরোহিত ভৃত্য প্রতিনিধি বন্ধু প্রভৃতি যে পত্রাদি লেখে অথবা তাহাদিগকে যে সকল পত্রাদি লিখিত হয়, তাহা কেহ উপস্থিত করিতে আপত্তি করিতে পারে না ওয়ালেস বঃ জে ফরসন ই ল রি ২ ব ৪৫৩; বিপ্রদাস দে বঃ ভ স্কত সচিব ই ল রি ১১ ব ৬৫৫; ডাঃ বঃ চক্রবর্ত্তী ১ বে ল রি ৮।

আবেদনপত্রাদিতে যে দলীলের উল্লেখ হয় তাহা দেখিবার জন্যে উপস্থিত করিবার নোটিসের কথা।

১৩১ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমা শ্রবণ হইবার পূর্ব্বে কি শ্রবণকালীন কোন সময়ে আদালতের দ্বারা অন্য কোন পক্ষকে এই নোটিস দিতে পারিবেন যে, ঐ নোটিসদাতার কি তাঁহার উকিলের দেখিবার নিমিত্তে কোন নির্দ্দিষ্ট দলীল উপস্থিত করেন, ও তাঁহার উকীলকে ঐ দলীল নকল করিয়া লইবার অনুমতি দেন।

ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার ফলের কথা।

১৩২ কোন পক্ষ যদি উক্ত নোটিস অনুসারে কার্য্য না করেন, তবে ঐ দলীল কেবল আপনার স্বত্ব সম্পর্কীয় দলীল কিম্বা ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার অন্য [illegible] উপযুক্ত

কারণ ছিল, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথা না জানাইলে, তিনি পশ্চাৎ ঐ মোকদ্দমায় আপনার পক্ষ প্রমাণ স্বরূপ ঐ দলীল উপস্থিত করিতে পারিবেন না

যে দলিলের উল্লেখ আরজি বা বর্ণনায় থাকে সেই দলিল প্রথম শ্রবণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে দেখিবার জন্য যে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিতে পারে

বাদির স্বত্ব সংক্রান্ত দলিল প্রতিবাদী কোন কোন স্থলে দেখিতে পারে সদরলাও বাঃ শিবচরণ ইং রি ১০ ক ৮০৮

কোন পক্ষ উক্ত নোটিস পাইলে ঐ দলীল যে স্থানে যে সময়ে দেখা যাইতে পারে ইহার নোটিস তাঁহার দিতে হইবার কথা।

১৩২ ধারা যে পক্ষকে উক্ত নোটিস দেওয়া যায় তিনি তাহা পাইলে পর দশ দিনের মধ্যে আদালতের দ্বারা ঐ নোটিসদাতাকে এই মর্ম্মের নোটিস দিবেন যে, এই নোটিস দেওয়া গেলে পর তিন দিনের মধ্যে ঐ দলীল কিম্বা তাঁহার যে যে দলীল দেখাইবার আপত্তি নাই তাহা, আপন উকীলের আফিসে কিম্বা সুবিধাজনক অন্য স্থানে দেখা যাইতে পারিবে; ও কোন দলীল দেখাইতে আপত্তি করিলে সেই দলীল নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আপত্তির কারণ জানাইবেন।

দেখাইতে আজ্ঞা হইবার প্রার্থনার কথা

১৩৩ ধারা যে পক্ষের প্রতি ১৩১ ধারামতে নোটিস দেওয়া যায় তিনি ১৩২ ধারামতে দলীল দেখিবার সময়ের নোটিস না দিলে কিম্বা দেখাইবার আপত্তি করিলে, কিম্বা দেখিবার অসুবিধার স্থান জানাইলে, যে পক্ষ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি আদালতের নিকট তাহা দেখিতে পাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনা আফিডেবিট মূলক হইবার কথা।

১৩৪ ধারা যাহার বিপক্ষে উক্ত প্রার্থনা করা যায় তাঁহার আবেদন পত্রের কি বর্ণনাপত্রের কি আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীল ভিন্ন, কিম্বা তাঁহার দলীলের আফিডেবিটে যে যে দলীলের কথা প্রকাশ হইয়াছে তদ্ভিন্ন কোন দলীল সম্পর্কীয় উক্ত প্রার্থনাপত্র আফিডেবিটমূলক হইবে, তন্মধ্যে (ক) যে যে দলীল দেখিতে প্রার্থনা হয় ও (খ) প্রার্থকের সেই দলীল দেখিবার অধিকার আছে, ও (গ) যে পক্ষের বিপক্ষে ঐ প্রার্থনা করা যায় দলীল তাঁহার অধিকারে কিম্বা ক্ষমতাধীনে আছে, এই এই কথা ব্যক্ত থাকিবে।

কোন ইসু কি বিবাদীয় বিষয়ের উপর দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্বের নির্ভর থাকিলে তাহা প্রথমে নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। যে পক্ষের নিকট কোন প্রকারের দলীলের সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তিনি তদ্বিষয়ে কিম্বা তাহার কোন অংশ বিষয়ে আপত্তি করিলে, এবং মোকদ্দমার কোন ইসু কি বিবাদীয় কোন বিষয়ের নির্ণয়ের উপর ঐ সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ভর করে কিম্বা অন্য কোন কারণে সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বে উক্ত কোন ইসু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করা বিহিত, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, প্রথমে ঐ ইসু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করিবার ও পশ্চাৎ সন্ধান জানিবার কি দলীল দেখিয়া লইবার কথা নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উত্তর না দিবার কি দলীল না দেখাইবার ফলের কথা।

১৩৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার কিম্বা দলীলের সন্ধান জানাইবার কিম্বা দলীল উপস্থিত করাইবার কি দেখাইবার যে আজ্ঞা করা যায়, এই আজ্ঞাপত্র নিয়মমতে দেওয়া গেলেও, যদি কোন পক্ষ সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে বাদী হইলে মোকদ্দমা চালাইবার ত্রুটি প্রযুক্ত তাঁহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারিবে, প্রতিবাদী হইলে তাঁহার উত্তর দেওয়া গিয়া থাকিলেও তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ও তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর না দেওয়ার তুল্য অবস্থা হইবে

ও যে পক্ষ প্রশ্ন করেন কি সন্ধান জানিতে কি দলীল উপস্থিত করাইতে কি দেখিতে চেষ্টা করেন, তিনি আদালতের নিকট সেই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও আদালত তদনুসারে আজ্ঞা করিতে পারিবেন

এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার কিম্বা দলীলের সন্ধান জানাইবার কি দলীল উপস্থিত করাইবার কি দেখাইবার আজ্ঞাপত্র নিজ কোন পক্ষকে দেওয়া গেলেও, যদি তিনি সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন তবে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতেও অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

১২৭ ধারা অনুসারে পূর্ব্বে আদিষ্ট না হইলে এই ধারা অনুসারে বাদির মোকদ্দমা ডিসমিস অথবা প্রতিবাদির বিরুদ্ধে এক তরফা হইতে পারে না প্রেমসুখ বঃ ইন্দ্রনাথ ই ল রি ১৮ ক ৩২০

কোন পক্ষ এই অধ্যায় অনুসারে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে, বা দলিলাদির সন্ধান প্রকাশ করিতে, বা কোন দলিল দেখাইতে আদিষ্ট হইয়া যদি সেই আদেশ প্রতিপালন না করে তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে আদালত তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি দিতে পারেন এমত নহে আদালত ইচ্ছা করিলে সেই পক্ষকে আদালতের হুকুম অমান্য জন্য দণ্ড দিতে পারেন এই ধারার শেষ অংশ দেখ আরও দেখ হাসন ভাই বঃ ক ওয়াসজি ই ল রি ৭ ব ১, নবিবক্স ■ নরোত্তম দাস ই ল রি ৭ ব ৫

জিজ্ঞাসিত পক্ষ নিতান্ত অকারণে আদালতের আদেশ অমান্য না করিলে এই ধারা অনুসারে আদালত তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি দিতে পারেন না শ্যামকিশোর বঃ শশিভূষণ ই ল রি ■ ক ৭০৭, কল্যাণ বিবি বঃ সফদর হোসেন ই ল রি ৮ আ ২৬৬, খাজা আসানুল্লা বঃ খাজা আবদুল আজিজ ই ল রি ৯ ক ৯২৩।

যে পক্ষের বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে আদেশ হয় সে সেই আদেশ রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে খাজা আসানুল্লা বঃ আবদুল আজিজ ই ল রি ৯ ক ৯২৩

এই ধারা অনুসারে ডিক্রি হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে ৫৪০ ধারা দেখ, ■ দণ্ড দেখ, চুনিলাল বঃ চমন ই ল রি ৭ আ ১৫৯

এই ধারা অনুসারে আদেশ হইলে হাইকোর্ট তাহা ৬২২ ধারা অনুসারে সংশোধন করিতে পারেন। ধাপি বঃ রামপ্রসাদ ই ল রি ১৪ ক ৭৫৮

আপনার কিম্বা অন্য আদালতের কাগজপত্র হইতে কাগজপত্র আনাইতে পারিবার কথা।

১৩৭ ধারা। আদালত স্বীয় প্রবৃত্তিমতে এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে স্বীয় বিবেচনামতে আপনার কাগজপত্রের মধ্য হইতে কিম্বা অন্য কোন আদালত হইতে অন্য কোন মোকদ্দমার কি মোকদ্দমাঘটিত ব্যাপারের কাগজপত্র আনাইয়া দেখিতে পারিবেন।

আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে যে মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ প্রার্থনা করা যায় সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ কাগজপত্র যে কারণে প্রয়োজনীয় হয় ■ যে কাগজপত্রে লিখিত তাহার যে অংশে প্রার্থকের প্রয়োজন থাকে অসঙ্গত বিলম্ব কি খরচ না হইলে তিনি নিয়মমতে প্রমাণীকৃত সেই পত্রের নকল পাইতে পারেন না, কিম্বা ন্যায় বিচার

হেতুক আসল দলীল উপস্থিত করা আবশ্যক ইহা দেখাইবার [illegible] এই ধারামতে প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় প্রার্থকের কিম্বা তাঁহার উকীলের আফিডেবিটও দিতে হইবে

ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনমতে যে দলীল মোকদ্দমায় গ্রাহ্য হইতে পারে না, এই ধারার কোন কংক্রমে আদালত যে সেই দলীল প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন এমত [illegible] ন হইবে না

যে আদালত হইতে নথি তলব হয় সেই আদালত সেই নথি পাঠাইতে অস্বীকার করিতে পারেন না গোলাপকুমারী ৪ ক ল রি ৩৬

নথি তলবের প্রথম দরখাস্তে যদি "ধার্য্য দিনে পেস হয়" বলিয়া হুকুম হয়, এবং ধার্য্য দিনে যদি দরখাস্ত [illegible] কারির পক্ষে তদ্বিষয়ে কোন প্রার্থনা না হওয়া [illegible] সেই দরখাস্ত [illegible] সম্বন্ধে অন্য হুকুম না হয়, তাহা হইলে দরখাস্তকারি সেই হেতুবাদে তাহার বিপক্ষ ডিক্রি রহিত জন্য আপিল করিতে পারে না, চণ্ডীচরণ বঃ দুর্গাপ্রসাদ ১২ ক ল রি ৮১

নথি তলবের প্রার্থনা সম্বন্ধে কোন আপত্তি না থাকিলে তাহা মঞ্জুর করা ও তাগাদা সমন দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য ঐরূপ দরখাস্তে "নথি দাখিল পেস হয়" এমত হুকুম দেওয়া অনুচিত রমণকৃষ্ণ দে বঃ সেখ কাদির ৬ উ রি ৭৯

প্রথম শ্রবণের সময়ে লিখিত প্রমাণ প্রস্তুত রাখিবার কথা।

১৩৮ ধারা পূর্ব্বে যে দলীল আদালতে অর্পণ করা যায় নাই এইরূপ নানা প্রকারের যে সকল দলীল উভয় পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে ও যাহার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতে কল্পনা করেন এবং আদালত মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করেন, ঐ উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের উকীলেরা মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ সময়ে তাহা সঙ্গে করিয়া আনিবেন ও প্রস্তুত রাখিয়া আদালতের আদেশ হইলেই দেখাইবেন।

৫৯ [illegible] ৬৬ ধারা দেখ

দলীল উপস্থিত না করিবার ফলের কথা।

১৩৯ ধারা। কোন পক্ষের অধিকারগত কিম্বা ক্ষমতাধীন যে দলীল ১৩৮ ধারার আদেশমতে উপস্থিত করা উচিত ছিল তাহা উপস্থিত না করা গেলে [illegible] তাহা উপস্থিত না করিবার বিশিষ্ট কারণ আদালতের সন্তোষমতে দর্শান না গেলে, তৎপরে ঐ মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে তাহা গ্রাহ্য হইবে না বিচারপতি তদ্রূপ কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে, তাহ গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন

আদালতের দলীল গ্রাহ্য করিবার কথা।

১৪০ ধারা উভয় পক্ষ প্রথম শ্রবণের সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করেন আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন কিন্তু এক এক পক্ষ যে সকল দলীল উপস্থিত করেন তাহার সঙ্গে ঐ সকল দলীলের পরিশুদ্ধ নির্ঘণ্টপত্রও দিতে হইবে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে যে পাঠ নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ নির্ঘণ্টপত্র সেই পাঠে প্রস্তুত করা যাইবে

অপ্রাসঙ্গিক কি অনুপযুক্ত দলীল অগ্রাহ্য করিবার কথা।

আদালত কোন দলীল অপ্রাসঙ্গিক কিম্বা অন্য কারণে গ্রাহ্য হওয়ার অনুপযুক্ত জ্ঞান করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া, মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন

কোন দলিল অগ্রাহ্য হইলে তৎসংক্রান্ত হুকুমের বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে না ১৮ উ রি ৩১১।

যে মোকদ্দমা যেরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল করিতে হইলে, অন্যায়রূপে দলিল অগ্রাহ্য হওয়ার হুকুম আপিলের একটি হেতু হইতে পারে।

যে সকল দলীল প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয় তাহাতে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা

১৪১ ধারা (১) মোকদ্দমায় যে সকল দলীল প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয় তাহার প্রত্যেকের পৃষ্ঠে ঠিক পরবর্ত্তী প্রকরণের বিধানের অধীনে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি লিখিত হইবে, অর্থাৎ—

(ক) মোকদ্দমার নম্বর ও নাম

(খ) যে ব্যক্তি দলিল উপস্থিত করেন তাঁহার নাম

(গ) যে তারিখে উহা উপস্থিত করা হইয়াছে সেই তারিখ এবং

(ঘ) উহা এই রূপে গৃহীত হইবার কথা এবং পৃষ্ঠলিপিটি জজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে

(২) এইরূপে গৃহীত কোন দলিল যদি কোন বহি, হিসাব রেকর্ডের লিখিত দফা হয় এবং ঠিক পরবর্ত্তী ধারানুসারে উহার একটি নকল আসলের পরিবর্ত্তে দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি ঐ নকলের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবে এবং তদুপরিস্থ পৃষ্ঠলিপি জজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে

গৃহীত বহিতে, হিসাবে ও রেকর্ডে লিখিত দফার নকলে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা।

১৪১ক ধারা (১) মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গৃহীত কোন দলিল যদি নিত্য ব্যবহারের কোন দোকান বহি বা অপর হিসাবে লিখিত দফা হয় তাহা হইলে যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ হিসাব উপস্থিত করা হয় তিনি ঐ লিখিত দফার একটি নকল দিতে পারিবেন

(২) ঐরূপ দলিল যদি কোন সরকারী আপিস হইতে বা কোন সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উপস্থিত করা কোন সরকারী রেকর্ডের লিখিত দফা হয় অথবা এমন কোন বহি বা হিসাবের লিখিত দফা হয় যাহা যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ বহি বা হিসাব উপস্থিত করা হয় তাহা হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তির বহি বা হিসাব হয়, তাহা হইলে আদালত এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, —

(১) যদি ঐ রেকার্ড বহি বা হিসাব কোন ব্যক্তির পক্ষে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক, এবং

(২) যদি আদালতের আপন ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত কোন হুকুম বশবর্ত্তী হইয়া রেকার্ড বহি বা হিসাব উপস্থিত করা হয় তাহা হইলে দুই পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ কর্ত্তৃক বা যে কোন পক্ষ কর্ত্তৃক ঐ লিখিত দফার একটি নকল দেওয়া হইবে

(৩) যখন এই ধারার পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানানুসারে কোন লিখিত দফার নকল দেওয়া হয় তখন আদালত ৬২ ধারার লিখিত মত প্রকারে ঐ নকল পরীক্ষা করাইয়া মিলাইয়া এবং সাক্ষ্যস্বরূপ স্বাক্ষরিত করাইয়া তাহার পর ঐ লিখিত দফা চিহ্নিত করিবেন এবং যে বহি, হিসাব রেকর্ডে উহা থাকে যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করেন তাঁহাকে [illegible] হা ফিরাইয়া দেওয়াইবেন।

প্রমাণস্বরূপ গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া যে সকল দলিল অগ্রাহ্য করা হয় তাহাতে পৃষ্ঠলিপি লিখিবার কথা।

১৪২ ধারা। কোন এক পক্ষ প্রমাণ বলিয়া যে দলিলের উপর নির্ভর করেন আদালত তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া বিবেচনা করিলে, তাহার পৃষ্ঠে ১৪১ ধারার

(১) প্রকরণের (ক) (খ) ও (গ) দফার লিখিত বিবরণগুলি এবং তাহা অগ্রাহ্য হইবার কথা লিখিত হইবে এবং ঐ পৃষ্ঠলিপি জজ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে

গৃহীত দলিল নথিভুক্ত করিবার এবং অগ্রাহ্য করা দলিল ফেরত দিবার কথা।

১৪২ ক ধারা (১) প্রত্যেক প্রমাণস্বরূপ গৃহীত দলিল এবং ১৪১ ক ধারানুসারে আসলের পরিবর্ত্তে উহার নকল দেওয়া হইলে ঐ নকল মোকদ্দমার নথির অংশ হইবে

(২) যে সকল দলিল প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত না হয় তাহা নথির অংশ হইবে না এবং যে যে ব্যক্তি ঐ সকল দলিল উপস্থিত করেন সেই ব্যক্তিকে ক্রমানুসারে সেই সকল দলিল ফেরত দেওয়া যাইবে

কোন দলীল আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথ

১৪৩ ধারা কোন মোকদ্দমায় যে দলীল কি বহী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় ৬২ ধারায়, ১৪১ক ধারার (৩) প্রকরণে, বা ১৪২ ধারার (২) প্রকরণে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, আদালত উপযুক্ত কারণ দেখিলে তাহা আটক করিয়া, যতদিন ও যে নিয়মাধীনে উচিত বোধ করেন তত দিনও সেই নিয়মানুসারে, আদালতের কোন আমলার জিম্মায় রাখিতে পারিবেন

প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয়, কখন তাহা ফেরত দেওয়া যাইবে, ইহার কথ

১৪৪ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি নাই, সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর ও যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি আছে, সেই মোকদ্দমায় ডিক্রীর উপর আপীল করিবার মিয়াদ গত হইলে পর, কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে সেই আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা যায় ফেরত চাহিলে ১৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাহা তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে

কখন নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে দলীল ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে ইহার কথা।

পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারকের আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের সংসিত নকল দিলে, দলীলখানি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে

কোন কোন দলীল ফেরত দিতে না হইবার কথা।

আরও ডিক্রীর বলে কোন দলীল ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে, সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফেরত দেওয়া গেলে রসীদ লইবার কথা

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদবহী রাখা যাইবে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

দলীল বিষয়ক বিধান অন্য অন্য পদার্থেরও প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

১৪৫ ধারা। এই আইনগত দলীল বিষয়ক সকল বিধান, প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা অন্য সকল দ্রব্যেরও প্রতি যতদূর বর্ত্তিতে পারে, বর্ত্তিবে

একাদশ অধ্যায়।

ইস্থ নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি।

ইস্থ নিরূপণের কথা

১৪৬ ধারা। এক পক্ষ বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ করিলে ও অপর পক্ষ তাহা অস্বীকার করিলে ইস্থর উত্থাপন হয়

মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্বত্ব দেখাইবার জন্যে বাদির আইন বা বৃত্তান্ত ঘটিত যে প্রসঙ্গ ব্যক্ত করা আবশ্যক তাহাই প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ।

এক পক্ষ যাহা ব্যক্ত করেন ও অন্য পক্ষ যাহা অস্বীকার করেন এমত প্রত্যেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ লইয়া একটী একটী ইস্থ হইবে

ইস্থ দুই প্রকারের, (১) বৃত্তান্তঘটিত, (২) আইনঘটিত

মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে আদালত আবেদনপত্র এবং বর্ণনাপত্র থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া ও উভয় পক্ষের যেরূপ পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইয়া, বৃত্তান্ত কিম্বা আইনঘটিত যে যে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ধরিয়া উভয় পক্ষের অনৈক্য হয় ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবেন ও যে যে ইস্থর উপর স্বীয় বিবেচনানুসারে মোকদ্দমার ন্যায্য নিষ্পত্তির নির্ভর থাকে, সেই সেই ইস্থ ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন

একই মোকদ্দমায় আইন এবং বৃত্তান্ত ঘটিত ইস্থ উত্থাপিত হইলে, কেবল আইন ঘটিত ইস্থ ধরিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে আদালতের এই বিবেচনা হইলে, প্রথমে সেই ইস্থর বিচার করিবেন ও তদ্ধেতুক উচিত বোধ করিলে আইন ঘটিত ইস্থ যতকাল নির্ণয় না হয় ততকাল বৃত্তান্ত ঘটিত ইস্থ স্থির করিতে বিলম্ব করিবেন

প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে উত্তর না দিলে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের প্রতি ইস্থ ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ নাই

যে যে বাক্য ধরিয়া ইস্থ ধার্য্য হইতে পারে তাহার কথা

১৪৭ ধারা আদালত নিম্নলিখিত সকল কি কোন বিষয় ধরিয়া ইস্থ ধার্য্য করিতে পারিবেন,—

(ক) উভয় পক্ষ, কিম্বা তাঁহাদের সপক্ষে উপস্থিত কোন ব্যক্তিরা শপথ করিয়া কিম্বা ঐ ঐ পক্ষের কি ব্যক্তিদের উকীলেরা যে উক্তি করেন তাহা

(খ) মোকদ্দমার আবেদনপত্রে কিম্বা লিখিত বর্ণনাপত্র দেওয়া গেলে সেই পত্রে কিম্বা মোকদ্দমায় যে প্রশ্নপত্র দেওয়া যায় তাহার উত্তরপত্রে যে ব্যক্ত থাকে তাহা

(গ) কোন পক্ষ যে দলীল উপস্থিত করেন তাহার মর্ম্ম

যদি প্রথম ধার্য্য দিনে উভয় পক্ষে স্বয়ং ব উকিলের দ্বারা উপস্থিত থাকে, তাহা হইলেই বিচার্য্য প্রতিজ্ঞাবধারণ করিতে হয়; কিন্তু কোন এক পক্ষ উপস্থিত না থাকিলে তাহা আবশ্যক হয় না। অ মির আলি বঃ ইমামুদ্দিন ১০ [illegible] বি ১৪০

যদি কোন মোকদ্দমার মূলীভূত তর্কসমূহ উত্থাপিত ও মীমাংসিত হয় তাহ হইলে সেই মোকদ্দমার বিচার্য্য প্রতিজ্ঞাসমূহ প্রথমে অবধারিত না হওয়ার জন্য তৎসংক্রান্ত নিষ্পত্তি রহিত হইতে পারে না। রুক্মিণী কল্যাণ বঃ কাটি বিজয় ১১ উ রি ৩৩, মুক্তারাম বঃ সাধিলি ১২ ক ল রি ১৬৯

কোন বিচার্য্য বিষয় বিচারিত না হইলে আপিল আদালত ঐ বিচার জন্য প্রথম আদালতের প্রতি আদেশ দিতে পারেন। ৫৬২ ধারা দেখ

ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সাক্ষিদিগকে কি দলীল আদালতের পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা

১৪৮ ধারা। আদালতের সম্মুখে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না লইলে, কিম্বা মোকদ্দমায় যাহা উপস্থিত করা যায় নাই এমত দলীল না দেখিলে ইস্যু শুদ্ধরূপে ধার্য্য করা যাইতে পারে না আদালত এইরূপ বিবেচনা করিলে অন্য দিন নিরূপণ করিয়া, সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্যু ধার্য্য করিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের বিধি প্রবল মানিয়া, সমন কিম্বা অন্য পরওয়ানা দিয়া বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইতে কিম্বা দলীল যাঁহার হাতে থাকে তাঁহার দ্বারা তাহা আনাইতে পারিবেন

ইস্যু সংশোধন করিবার ও আরও ইস্যু লিখিবার ও ইস্যু উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৯ ধারা। আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই নিয়ম করিয়া, ইস্যু সংশোধন করিতে কিম্বা আর কোন ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন ও উভয়পক্ষের বিবাদ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত উক্তরূপ যে সকল ইস্যু সংশোধন করা কি নূতন ইস্যু ধার্য্য করা আবশ্যক, তাহাও উক্ত প্রকারে করা কি ধার্য্য করা যাইতে পারিবে

আরও কোন ইস্যু অন্যায়মতে ধার্য্য কি উপস্থিত করা গিয়াছে, আদালত এমত বোধ করিলে, ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা উঠাইয়া দিতে পারিবেন

এই ধারায় উক্ত আছে যে নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়ে আদালত বিচার্য্য প্রতিজ্ঞা সংশোধন অথবা নূতন প্রতিজ্ঞা অবধারণ করিতে পারেন। কিন্তু মোকদ্দমা শুনানীর পর আদালত এই ধারা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। কমলমণি বঃ অভয়চরণ ১৫ উ রি ১৫১

নূতন প্রতিজ্ঞা অবধারণের পরে পক্ষগণ সময় চাহিলে তাহা দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য। শ্রীহরি মণ্ডল বঃ যদুনাথ ঘোষ ১০ উ রি ১০৯, আরও দেখ দুর্গানারায়ণ বসু বঃ জগদীশ ২২ উ রি ১৭২

উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত বিবাদীয় বিষয় ইস্যুর ন্যায় লেখা যাইতে পারিবার কথা।

১৫০ ধারা। উভয় পক্ষের মধ্যে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত অমুকে অমুক বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবে বলিয়া উভয়ে এক মত হইলে, তাঁহারা ইস্যুর স্বরূপ তাহা ব্যক্ত করিয়া এই মর্ম্মের নিয়মপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন যে,

(ক) আদালত ঐ ইস্যুর সপক্ষে বা বিপক্ষে নির্ণয় করিলে আমাদের এক পক্ষ তদনুসারে অন্য পক্ষকে এই নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট এত টাকা কিম্বা আদালত যত টাকা নির্ণয় করেন তত টাকা কিম্বা আদালত যেরূপ আজ্ঞা করেন সেইরূপ নির্ণীত টাকা দিব, অথবা আমাদের কোন এক পক্ষকে নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন স্বত্বে স্বত্ববান, কিম্বা কোন দায়ের অধীন বলিয়া নির্ণয় করা যাইবে, অথবা

(খ) মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় করা যায় তদনুসারে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কিম্বা ঐ অন্য পক্ষের আদেশমতে ঐ নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট সেই সম্পত্তি দিবেন, অথবা

(গ) নিয়মপত্রে বিবাদীয় বিষয়সংক্রান্ত যে বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় হয় তদনুসারে এক পক্ষ কি একাধিক পক্ষ সেই কার্য্য করিবেন কিম্বা সেই কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হইবেন

ঐ নিয়মপত্র সরলভাবে সম্পাদন করা গেল আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে বিচার জানাইবার কথা।

১৫১ ধারা আদালত যে প্রকারের অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইয়া

(ক) উভয়পক্ষ নিয়মমতে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিলেন ও

(খ) উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তিতে তাঁহাদের বিশিষ্ট স্বার্থ আছে, ও

(গ) সেই বিবাদ বিচার ও নিষ্পত্তি করণের উপযুক্ত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে,

সেই ইস্যু লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন ও আদালতেরই দ্বারা ইস্যু ধার্য্য হইলে যে প্রকারে করিতেন সেই প্রকারে আপনার নির্ণয় কি মত জানাইবেন

এবং সেই ইস্যু ধরিয়া যাহা নির্ণয় কি নিষ্পত্তি করেন তদনুসারে ঐ নিয়মপত্রের নিয়মক্রমে বিচার জানাইতে পারিবেন

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায় তদনুসারে ডিক্রী হইবে ও মোকদ্দমায় বাদ প্রতিবাদ হইয়া সেই বিচার প্রচার হইলে ডিক্রী যদ্রূপে জারী করা যাইত, তদ্রূপে জারী করা যাইবে

গোকুল দাস বঃ স্কট ই ল রি ১৬ ব ২০২ ২১৬ পৃষ্ঠ দেখ

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণবিষয়ক বিধি

আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ না হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫২ ধারা উভয় পক্ষের মধ্যে আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ নাই মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে, আদালত একেবারে বিচার জানাইতে পারিবেন

অনেক জন প্রতিবাদি থাকিলে যদি বাদির সঙ্গে তাহাদের এক জনের বিবাদ না হয়, তবে সেই স্থলের কথা।

১৫৩ ধারা দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে এবং বাদির সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে একজনের আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ না থাকিলে, আদালত একেবারে সেই প্রতিবাদির সপক্ষ কি বিপক্ষ বিচার জানাইতে পারিবেন ও কেবল অন্য প্রতিবাদিদের বিপক্ষে মোকদ্দমা চলিবে

আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে।

১৫৪ ধারা আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া উভয়পক্ষের বিবাদ হইলে, এবং পূর্ব্ব বিধানমতে আদালত কর্ত্তৃক ইস্যু ধার্য্য করা গেলে ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত যে যে ইস্যু প্রচুর হয় তৎসম্পর্কে উভয় পক্ষ তৎকালেই যে তর্ক কি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন তদ্ভিন্ন কোন তর্কের কি প্রমাণের প্রয়োজন নাই

আদালতের ইস্যু স্থির করিবার

ও তৎকালেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হইলে কোন অন্যায়জনক ফলের সম্ভাবনা নাই আদালত ইহা সুবোধমতে জানিলে, ঐ ইস্যু স্থির করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন

ও বিচার জানাইবার কথা।

ও কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন হউক, ঐ ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় হয় তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রচুর হইলে, তদনুসারে বিচার জানাইতে পারিবেন"

কিন্তু কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার জন্যে সমন বাহির হইয়া থাকিলে প্রয়োজন যে উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের উকীলেরা উপস্থিত হন ও তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপত্তি না করেন

তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় তদ্দ্বারাই নিষ্পত্তি হইতে না পারিলে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিবার কিম্বা আরও তর্ক করিবার জন্যে দিন নিরূপণ করিবেন

সেথ জীবন বঃ গুলাব খাঁ ১ অ ১৪৭, সুরেন্দ্রপ্রসন্ন দ বঃ জগবন্ধু ২২ উ রি ৪২৬

কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে আদালতের বিচার জানাইতে অথবা দিনান্তর নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা। মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন বাহির হইয়া থাকিলে ও কোন পক্ষ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করেন উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও তাহা উপস্থিত না করিলে, আদালত তৎকালেই বিচার জানাইতে পারিবেন; অথবা যদি উচিত বোধ করেন তবে, ১৪৬ ধারামতে ইস্যু ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করিলে পর, সেই সেই ইস্যু ধরিয়া নিষ্পত্তি করিবার জন্যে যে প্রমাণ আবশ্যক তাহা উপস্থিত করাইবার জন্যে অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

আদালতের অবকাশ দিবার কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা

১৫৬ ধারা। মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত উভয় পক্ষকে কিম্বা তাঁহাদের কোন পক্ষকে অবকাশ দিতে ও সময়ে সময়ে মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন।

দিনান্তর নিরূপণের খরচার কথা।

তদ্রূপ সকল স্থলে আদালত মোকদ্দমার আর আর কথা শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন ও দিনান্তর নিরূপণ করা প্রযুক্ত যে খরচা হয় তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

পরন্তু প্রমাণ শুনিতে একবার আরম্ভ হইলে আদালত কোন কারণে কার্য্য শ্রবণের দিনান্তর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে, উপস্থিত সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য

যত কাল না লওয়া যায় তত কাল মোকদ্দমার দিন দিন শ্রবণ হইতে থাকিবে। স্থগিত রাখা আবশ্যক বোধ করিলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন

উভয় পক্ষ নিরূপিত দিনে না আইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

১৫৭ ধারা। মোকদ্দমা শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করা গেলে, যদি উভয় পক্ষ কি তাঁহাদের মধ্যে কোন পক্ষ সেই দিনে উপস্থিত না হন, তবে সেই স্থলের উপলক্ষে সপ্তম অধ্যায়ে যে যে প্রথার আজ্ঞা হইল আদালত তাহার কোন এক প্রথামতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন কিম্বা অন্য যে আজ্ঞা করা বিহিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন

কোন পক্ষকে যদি সাক্ষী হাজির বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য আদালত মহলত দেন তাহা হইলে ১৫৮ ধারা অনুসারে কার্য্য হয় নতুবা কোন পক্ষের প্রার্থনা অনুসারে মোকদ্দমা মুলতবি হইয়া থাকিলেও, দ্বিতীয় ধার্য্য দিনে যদি সেই পক্ষ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সপ্তম অধ্যায় অনুসারে কার্য্য হয় ত্রীয়াক্কা বেঙ্কট স্বামী আপারু বঃ অনুমকে ওা বল্লায়া ন ম ডু ই ল রি ৭ মা ৪১

কোন এক পক্ষ প্রমাণ প্রভৃতি উপস্থিত না করিলেও আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবার কথা।

১৫৮ ধারা মোকদ্দমার কোন পক্ষকে অবকাশ দেওয়া গেলেও যদি তিনি আপনার প্রমাণ উপস্থিত করিতে, কিম্বা আপন সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে কিম্বা মোকদ্দমা চালাইবার আবশ্যক অন্য যে কর্ম্মের নিমিত্ত অবকাশ দেওয়া গেল সেই কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করেন তবে ঐ ত্রুটি হইলেও আদালত অগোণে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন

যে স্থলে এক পক্ষের প্রার্থনানুসারে সেই পক্ষীয় কোন কার্য্যের জন্য মহলত দেওয়া হয়, কেবল সেই স্থলে এই ধারার প্রয়োগ হয় আলওয়ার বঃ শেবাস্মাল ই ল রি ১০ মা ৭১০

যে স্থলে কোন পক্ষকে কোন কার্য্য করিবার জন্য আদেশ হয়, কিন্তু সেই কার্য্য সম্পাদন জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত না হয়, সেই স্থলে যে নিষ্পত্তি হয়, তাহা এই ধারা অনুসারে হওয়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে না সেখ সাহেব বঃ মহম্মদ ই ল রি ১৩ মা ৫১০।

নম্বর পূরণ করিয়া দিবার আদেশ অমান্য করিলে ৫৪ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হয়, ঐরূপ স্থলে ১৫৮ ধারার প্রয়োগ হয় না। ৫৪ ধারা অনুসারে আবেদন অগ্রাহ্য হইলে ৫৬ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় নালিস চলিতে পারে, ১৫৮ ধারা অনুসারে নিষ্পত্তি হইলে আর সেই সম্বন্ধে দ্বিতীয় নালিস চলে না মহম্মদ সাদিক বঃ মহম্মদ জান ই ল রি ১১ আ ৯১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি

সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার সমনের কথা

১৫৯ ধারা। কেবল ইস্যু স্থির করিবার কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সমন দেওয়া বা পাঠান যাউক, প্রতিবাদির উপর জারী করিবার জন্য সমন দেওয়া গেলে পর, ইস্যু ধার্য্য করিবার কিম্বা স্থল বিশেষে নিষ্পত্তি করিবার নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে উভয় পক্ষ আদালতে কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে আপনা

করিয়া সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে যে ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাহাদের নামে সমন বাহির করাইতে পারিবেন।

নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে পক্ষগণ ও বাদিগণ সাক্ষিগণের নামে সমন [illegible] করিতে পারে

কোন পক্ষ শ্রবণের অব্যবহিত পূর্ব্বেও কোন সাক্ষির নামে সমনের প্রার্থনা করিলে [illegible] দিতে বাধ্য কাজি অহামদ বঃ কাজি মহম্মদ ই ল রি ৯ ব ৩০৮

শ্রবণ আরম্ভ হওয়ার পরেও পক্ষগণ সাক্ষির নামে সমনের প্রার্থনা করিতে পারে [illegible] কাদি বঃ আল্লারাখা ই ল রি ১৫ ব ৮৭

শ্রবণ আরম্ভ হওয়ার পরে কোন সাক্ষির নামে সমন দিলেও আদালত তজ্জন্য মোকদ্দমা মুলতবি রাখিতে বাধ্য নহেন। [illegible] কাদি বঃ [illegible] ১৫ ব ৮৭।

যদি শ্রবণের সময়ে কোন পক্ষ কোন সাক্ষির নামে সমনের প্রার্থনা করে [illegible] শেষ হওয়ার পূর্ব্বে সেই সাক্ষি উপস্থিত হওয়া কোনমতে সম্ভব নহে [illegible] আদালত সমন দিতে বাধ্য নহেন রাজেন্দ্রনারায়ণ বঃ কুমুদ [illegible] ৫৬০ [illegible] বঃ মল্লিক [illegible] ১৪ উ রি ৪৯৩

যথা সময়ে সমন দেওয়াতেও যদি কোন সাক্ষী উপস্থিত না হয় তাহা হইলে সেই সাক্ষী [illegible] মহলতের প্রার্থনা করিতে পারে। সেই পক্ষ মহলতের প্রার্থনা না করিলে আদালত মুলতুবি রাখিতে বাধ্য নহেন নন্দমোহন বঃ গোলোকনাথ ১১ উ রি ৯৯ আব্দুল কাদির বঃ [illegible] বাইং কাদি বঃ আল্লারাখা ই ল রি ১৫ ব ৮৫

সমন প্রার্থনা করিবার সময়ে সাক্ষিদের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা

১৬০ ধারা যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় তাঁহার যে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, পথ প্রভৃতির খরচ দিয়া তাঁহার সেই আদালতে আসিতে ও তথা হইতে ফিরিয়া যাইতে ও একদিন উপস্থিত থাকিলে আদালত যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন যে পক্ষ সমন প্রার্থনা করেন সমন বাহির হইবার পূর্ব্বে আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার তত টাকা আদালতে দিতে হইবে।

খরচার ফর্দ্দের কথা

আদালত হাইকোর্টের অধীন হইলে খরচের হার নিরূপণ করিতে গেলে তদ্বিষয়ের যে বিধি উপযুক্ত ক্ষমতাক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে, সেই বিধি মানিয়া ঐ খরচ ধার্য্য করিবেন

খরচার পরিমাণ যতক্ষণ আদালত অবধারণ করিয়া না দেন ততক্ষণ কোন পক্ষ সেই খরচ আদালতে [illegible] করিতে বাধ্য নহে। মোহনমণ্ডল বঃ [illegible] ৯ উ রি ১২৮

সাক্ষিদিগকে খরচ দিবার প্রস্তাবের কথা।

১৬১ ধারা যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, নিজ তাঁহাকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে যে টাকা উক্ত প্রকারে আদালতে দেওয়া যায়, সমন দিবার সময়ে তাঁহাকে সেই টাকা দিবার প্রস্তাব করা যাইবে

ইসমনবিধি দাখিল ও খরচা অমানতের পরে আদালতের কর্ম্মচারী সমন জারি করিতে বাধ্য তাহাতে ত্রুটি হইলে কোন পক্ষ তজ্জন্য দায়ী হইতে পারে না মসিউ [illegible] বঃ হুকুম [illegible] ১৫ উ রি ৮৮

যদি সমন প্রার্থনাকারি যথাসময়ে খরচা দাখিল না করে, তাহা হইলে তাহার ত্রুটি গণ্য হয় [illegible] বঃ অনাথ [illegible] উ রি ১৬

যত টাকা দেওয়া গেল তাহাতে না কুলাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

১৬২ ধারা। যে টাকা আদালতে দেওয়া গেল তাহাতে উক্ত খরচ কুলায় না, আদালত কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক এমত বোধ করিলে, তজ্জন্যে

আর যত টাকা আবশ্যক বোধ হয় আদালত সমন করা ব্যক্তির হস্তে আর তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, সেই টাকা না দেওয়া গেলে, যে পক্ষ সমন বাহির করিলেন আদালত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা সমন করা ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

সাক্ষির এক দিনের অধিক থাকিতে হইলে তাহার খরচের কথা।

যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় তাঁহাকে এক দিনের অধিক রাখিবার আবশ্যক হইলে, তাঁহার সেই অধিককাল আটক থাকাতে যত টাকার খরচ কুলায়, যাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে সমন করা যায় আদালত সেই পক্ষের প্রতি সময়ে সময়ে আদালতে তত টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই টাকা আমানৎ করা না গেলে, সেই পক্ষের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা আদালত ঐ সমন করা ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায়ও করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে সময়ে যে স্থানে যে কারণে উপস্থিত হইতে হইবে সমনে সেই সেই কথা বিশেষ করিয়া লিখিবার কথা।

১৬৩ ধারা। সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, যে সময়ে যে স্থানে ও যে কারণে, অর্থাৎ সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্য কি উভয় কারণে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, সেই সমনে এই এই কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে, ও যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি বিশেষ কোন দলীল দেখাইতে আজ্ঞা হইলে সমনে সেই দলীলের যুক্তিসঙ্গত ঠিক বর্ণনা করা যাইবে

বিপক্ষের নিকট হইতে কোন দলিল তলব করিতে হইলে সমন দেওয়া আবশ্যক, ঐ পক্ষের উকিলের প্রতি বাচনিক আদেশ প্রচুর নহে দুর্গা মণি দাসী বঃ বিনোদমণি উ রি ১৮৬৪ ১৫৪

দলীল উপস্থিত করিবার সমনের কথা।

১৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন না হইয়া দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে আরও কোন ব্যক্তির নামে কেবল দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, তিনি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া অন্য দ্বারা দলীল উপস্থিত করাইলে সমনমতে কার্য্য করিলেন বলিয়া জ্ঞান হইবে

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার আদেশ হইতে পারিবার কথা।

১৬৫ ধারা। আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির প্রতি আদালত সাক্ষ্য দিবার ও তৎকালে তৎস্থানে তাঁহার নিকট কি তাঁহার অধিকারগত দলীল দেখাইবার আদেশ করিতে পারিবেন

সমন যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিবার যে বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার সমন

যত দূর হইতে পারে সেই বিধিমতে জারী করা যাইবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমন জারী হওয়ার প্রমাণ বিষয়ক যে বিধি আছে, তাহা এই ধারামতে জারী করা সকল সমনের প্রতি খাটিবে

সমন জারী করিবার সময়ের কথা।

১৬৭ ধারা যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সমনে তাঁহার উপস্থিত হইবার যে সময় নির্দ্ধারিত হয় তৎপূর্ব্বে এমত সময় থাকিতে সমন জারী করিতে হইবে যেন তিনি প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত হইবার নির্দ্ধারিত স্থানে যাইবার যুক্তিসঙ্গত অবকাশ পান

সাক্ষী পলাইলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

১৬৮ ধারা কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, তাহা জারী হইতে পারিল না, সমন জারীর আমলা আদালতে এই কথা সংসিতমতে জানাইলে যদি সমন জারীর আমলার সার্টিফিকেট আফিডেবিটক্রমে সত্যপাঠযুক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে সমন জারী না হওয়া সম্বন্ধে আদালত শপথ করাইয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইবেন বা অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক ঐরূপে তাঁহার সাক্ষ্য লওয়াইবেন,[১] এবং উহা এইরূপ সত্যপাঠযুক্ত হইয়া থাকিলে আদালত শপথ করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে বা অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক ঐরূপে তাঁহার সাক্ষ্য লওয়াইতে পারিবেন

এবং সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ও যে ব্যক্তির নামে উপস্থিত হইবার সমন দেওয়া গেল তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে এই কারণে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছেন কিম্বা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আদালত ইহা অবোধমতে জানিলে, ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া তাঁহার প্রতি সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্য সেই পত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং তিনি সচরাচর যে ঘরে বাস করেন সেই ঘরের বহির্দ্বারে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে

তিনি ঐ ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত না হইলে, তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে যত খরচ লাগে এবং ১৭০ ধারার বিধানমতে তাঁহার যত অর্থদণ্ড হইতে পারে, যে পক্ষের প্রার্থনানুসারে সমন বাহির হইল তাঁহার অনুরোধে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ইহার অনধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিবেন না।

প্রতিবাদির নামে সমন জারি সম্বন্ধে যেরূপ বিধান আছে, ১৬৬ ধারা অনুসারে সেই বিধান অনুসারে সাক্ষির সমন ও জারি হইয়া থাকে প্রতিবাদী অনুপস্থিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি হইতে পারে এই হেতু প্রতিবাদীকে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পত্তি ক্রোক বা অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থা নাই কিন্তু সাক্ষী উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য না দিলে তাহার কোন ক্ষতি হইতে পারে না; এই জন্য সাক্ষী উপস্থিত করাইবার কতকগুলি অতিরিক্ত উপায় আছে এই সকল উপায় নিম্নে সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে, যথা, —

১ ইস্তাহার
২ সম্পত্তি ক্রোক
৩। ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড
৪। সমন লইয়া অনুপস্থিত থাকিলে ওয়ারেণ্ট

যে পক্ষ ইস্তাহারের প্রার্থনা করে তাহাকে দরখাস্ত করিতে হয়। নন্দমোহন বঃ গোলোকনাথ ১১ উঃ রিঃ ৯১, অযোধ্যা দাস বঃ মিশ্রন ১৫ উঃ রিঃ ১৭৬

ইস্তাহারের নিয়মিত সময়ে যদি সাক্ষী উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে যে পক্ষ সাক্ষ্য দেবে সেই পক্ষ তাহার সম্পত্তি ক্রোকের প্রার্থনা করিতে পারে। লক্ষ্মণসিংহ বঃ ছকড়ি ২৫ উঃ রিঃ ১৫১

এই ধারা অনুসারে অপর ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক হইলে সে আপত্তি করিতে পারে কি না, এবং আপত্তি করিলে তদনুসারে আদালত ক্রোক খালাসের আদেশ দিতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে এই আইনে কোন বিধান নাই। আপত্তিকারী আবেদন নালিশ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাঃ বঃ চুমু ৭ উঃ রিঃ ৬০ ফেঃ

সাক্ষী উপস্থিত হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

১৬৯ ধারা। ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে যদি তিনি উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে এই উদ্দেশে তিনি পলায়ন করেন নাই কি নিরুদ্দেশ হন নাই, এবং যাহাতে ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এই সকল বিষয়ে যদি আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দেন, তবে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিয়া, ক্রোকের খরচার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন।

সাক্ষির দণ্ড হওয়া উচিত কি না তদ্বিষয়ে আদালত এই ধারা অনুসারে প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক বিচার করিতে বাধ্য বলিয়া বোধ হয়

সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭০ ধারা। সেই ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, কিম্বা হইলেও তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে এই কারণে পলায়ন করেন নাই, কিম্বা নিরুদ্দেশ হন নাই, ও যাহাতে ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এই এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত ঐ ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা ও মোকদ্দমার সকল ভাবগতিক বিবেচনায় পাঁচ শত টাকার অনধিক যত টাকা বিহিত বোধ করেন তাঁহার তত টাকা দণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন, এবং ঐ ক্রোক করা প্রযুক্ত যত টাকা খরচ হয় তাহা এবং অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিবার জন্যে, তাঁহার ঐ ক্রোকী সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা হয়, তিনি উক্ত খরচের ও দণ্ডের টাকা আদালতে দিলে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমার নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদিগকে সাক্ষিস্বরূপে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা।

১৭১ ধারা। যে ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষের অন্তর্গত নহেন, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ সাক্ষী বলিয়া যাঁহার নাম দেন নাই, আদালত কোন সময়ে এমত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, সাক্ষিদের আগমন ও উপস্থিত হওন বিষয়ক এই আইনের বিধি এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের বিধান প্রবল মানিয়া, আপনার প্রবৃত্তিমতে দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে সাক্ষ্য দিবার জন্যে ও তাঁহার অধিকারগত দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে তাঁহার নামে সাক্ষিস্বরূপ সমন

দেওয়াইতে পারিবেন, ও সাক্ষী বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে কিম্বা তাঁহাকে সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার বা দলীল আনিবার জন্যে সমন করা গেলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

১৭২ ধারা পূর্ব্বোক্ত বিধান প্রবল মানিয়া কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, সমনে যে সময় ও স্থান লেখা থাকে, তাঁহার সেই সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, ও দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সেই সময়ে ও স্থানে তাঁহার সেই দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে স্বয়ং আসিতে হইবে কিম্বা দলীল উপস্থিত করাইতে হইবে

যে সময়ে চলিয়া যাইতে পারিবেন তাহার কথা।

১৭৩ ধারা যে ব্যক্তির নামে তদ্রূপে সমন দেওয়া যায়, তিনি উপস্থিত হইলে (ক) তাঁহার সাক্ষ্য না লওয়া গেলে বা তিনি দলীল উপস্থিত না করিলে ও আদালতের অধিবেশন ভঙ্গ না হইলে কিম্বা (খ) আদালতের স্থানে চলিয়া যাইবার অনুমতি না পাইলে, তিনি চলিয়া যাইবেন না।

সমনমত কার্য্য না হওয়ার ফলের কথা।

১৭৪ ধারা সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গেলে পর, যদি তিনি সমনমতে কার্য্য না করেন, কিম্বা যাঁহার নামে তদ্রূপ সমন দেওয়া যায় তিনি উপস্থিত হইয়া যদি ১৭৩ ধারার বিধান না মানিয়া চলিয়া যান, তবে আদালত তাঁহাকে ধরিয়া সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ত্রুটি করেন, তাঁহার সেই ত্রুটির বৈধ কারণ ছিল আদালতের এই রূপ জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, তাঁহার সমন অনুযায়ী কার্য্য না করিবার বৈধ কারণ ছিল এই বিষয়ে আদালতের প্রবোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ব্যাখ্যা —১৬০ ধারার উল্লিখিত খরচ শোধ করিবার উপযুক্ত টাকা না দেওয়া বা দিবার প্রস্তাব না করা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী বৈধ কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ধৃত সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত মতে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা গেলে পর, তাঁহার নামে যে সাক্ষ্য দিবার কি যে দলীল উপস্থিত করিবার সমন দেওয়া গেল উভয় কিম্বা কোন পক্ষের উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত যদি তিনি ঐ সাক্ষ্য দিতে কি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে না পারেন, তবে আদালত যে সময় ও স্থান উচিত বোধ করেন তৎসময়ে তৎস্থানে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার হাজির জামিন বা অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই হাজির জামিন বা প্রতিভূ দিলে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন

রীতিমত সমন জারি হওয়ার পরে যে সাক্ষী অনুপস্থিত থাকে তাহার উপরে এই ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট ও অর্থদণ্ডের আদেশ হইতে পারে যদি কোন দলিল দাখিল জন্য কোন ব্যক্তির নামে [illegible] সমন দেওয়া হয়, এবং যদি সে উপস্থিত হইয়া বলে যে সেই দলিল তাহার জিম্মায় নাই, তাহা হইলে তাহার প্রতি এই ধারা অনুসারে অর্থদণ্ডের আদেশ হইতে পারে না [illegible] চাঁদ দোলতরাম ই ল [illegible] ১২ ব ১১

সাক্ষী পলায়ন করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭৫ ধারা কোন ব্যক্তি উক্ত প্রকারের সমন অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া পলায়ন করাতে কি নিরুদ্দেশ হওয়াতে যদি তাঁহাকে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা যাইতে না পারে, তবে ১৬৮, ১৬৯ ও ১৭০ ধারার বিধান সমূহের প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে উক্ত স্থলে ঐ ঐ বিধান বর্ত্তিবে

কোন কোন ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার কথা।

১৭৬ ধারা (ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় কোন ব্যক্তি সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে,

কিম্বা (খ) সেই সীমার বহির্ভূত স্থানে কিন্তু আদালত ঘর হইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা আদালত যে স্থানে থাকে সেই স্থানের ও তাঁহার বাসস্থানের মধ্যে রেলপথ দ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে ঐ আদালত ঘর হইতে দুই শত মাইলের মধ্যে বাস না করিলে,

তিনি সেই আদালতে প্রমাণ কি সাক্ষ্য দিবার জন্যে স্বয়ং যাইতে বাধ্য হইবেন না।

আদালতের আজ্ঞা হইলেও কোন পক্ষের সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়ার ফলের কথা।

১৭৭ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আদালতে উপস্থিত থাকিলে ও আদালত তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা তৎকালে তাঁহার অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন দলীল দেখাইতে আদেশ করিলেও তিনি বৈধ কোন কারণ বিনা সম্মত না হইলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিতে পারিবেন কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন

উইল প্রোবেটের মোকদ্দমায় আপত্তিকারি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিলেও উইল সম্পাদন সম্বন্ধে প্রমাণ ভিন্ন প্রোবেট প্রদত্ত হইতে পারে না। রাজজি মঙ্গোড় বঃ বিষ্ণু ই ল রি ৯ ব ২৪১

মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সমন করা গেলে সাক্ষী বিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

১৭৮ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করা গেলে, এই আইনে সাক্ষীদের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা যত দূর খাটিতে পারে ততদূর ঐ পক্ষের প্রতিও খাটিবে

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তাঁহার বর্ণনাপত্র ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা

১৭৯ ধারা মোকদ্দমা শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তিনি স্বপক্ষীয় বাক্য জানাইবেন ও তাঁহার যে যে ইস্যুর প্রমাণ করিতে হইবে তাহার পোষকতার্থ প্রমাণ উপস্থিত করিবেন

আরম্ভ করিবার স্বত্ববিষয়ক বিধি।

ব্যাখ্যা —বাদির আরম্ভ করিবার স্বত্ব আছে কিন্তু প্রতিবাদি বাদির কথিত বৃত্তান্ত স্বীকার করিয়াও বাদী যে উপকার প্রার্থনা করেন আইনঘটিত বিষয়হেতুক কিম্বা প্রতিবাদির ব্যক্ত.আর কোন বৃত্তান্তমতে, তাঁহার সেই উপকারের কোন অংশ পাইবার অধিকার নাই, এইরূপ তর্ক করিলে প্রতিবাদির আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকিবে।

ফতিমা বাই বঃ আয়েসা বাই ই ম দি ১২ ব ৪৪৪।

অন্য পক্ষের বর্ণন ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

১৮০ ধারা। পরে অন্য পক্ষ স্বকীয় মোকদ্দমার বর্ণনা করিয়া, প্রমাণ থাকিলে তাহা উপস্থিত করিবেন

যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তাঁহার উত্তরের কথা।

যে ব্যক্তি আরম্ভ করিলেন তিনি তৎপরে প্রত্যুত্তর করিতে স্বত্ববান

অনেক ইস্যু থাকিলে ও তন্মধ্যে কয়েক ইস্যুর প্রমাণ করিবার ভার অন্য পক্ষের প্রতি বর্ত্তিলে, যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তিনি আপন ইচ্ছামতে হয় ঐ ঐ ইস্যুর উপর আপনার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন, না হয় অন্য পক্ষ যে প্রমাণ উপস্থিত করেন তাহার উত্তরস্বরূপে আপনার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন শেষোক্ত স্থলে, অন্য পক্ষ সকল প্রমাণ উপস্থিত করিলে পর, যিনি আরম্ভ করিলেন তিনি ঐ ঐ ইস্যুর উপর প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন, পরে অন্য পক্ষ তাঁহার উপস্থিত করা প্রমাণের বিশেষ উত্তর দিতে পারিবেন তৎপরে যিনি আরম্ভ করিলেন সম্পূর্ণ মোকদ্দমার বিষয় ধরিয়া তাঁহার সাধারণ উত্তর দিবার স্বত্ব থাকিবে

খোলা কাছারীতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার কথা

১৮১ ধারা যত জন সাক্ষী উপস্থিত থাকেন শুক্কদ্বার আদালতে বিচারপতির সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তদধীনে তাঁহাদের বাচনিক সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্বন্ধে ৬৪০ ধারা দেখ

যে সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য কোন পক্ষ প্রার্থনা করে আদালত ত হার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য যে সাক্ষির নামে সমন দেওয়া হয় নাই, এমত সাক্ষী যদি উপস্থিত থাকে, ত হা হইলে তাহার জবানবন্দি লইতে আদালত অস্বীকার করিতে পারেন না রাখালদাস বঃ প্রতাপচন্দ্র ১২ উ রি ৪৫৫

কোন সাক্ষির জবানবন্দি হইবে, এবং কোন সাক্ষির হইবে না তাহ অবধারণ সম্বন্ধে আদালতের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; পক্ষগণ যে সাক্ষির জবানবন্দি করাইতে ইচ্ছা করে আদালত তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য। মুথাম্মী বঃ জীমনুমার ৬ উ রি ২৩১

মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারিলে সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৮২ ধারা যে মোকদ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি থাকে, সেই মোকদ্দমায় আদালতের চলিত ভাষায় বিচারপতির দ্বারা কিম্বা তাঁহার সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তদধীনে প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য, সচরাচর প্রশ্নোত্তরের ভাবে না হইয়া বৃত্তান্তভাবে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সমাপ্ত হইলে বিচারপতির ও সাক্ষীর সাক্ষাৎ এবং উভয় পক্ষের কিম্বা তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাৎ পাঠ করা যাইবে ও বিচারপতি প্রয়োজনমতে সংশোধন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

। আইন অনুসারে বাচনিক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ ও সাক্ষির সমক্ষে পঠিত না হইলে ত হা কোনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। শিবপ্রসাদ বেঃ ল রি ৭৫; ভাঃ বঃ মাধবগোস্বামী হ ল রি ৬ ব ১২

শেষোক্ত মোকদ্দমায় অবধারিত হয় যে আইন অনুসারে জবানবন্দি গৃহীত না হইয়া থাকিলে তাহা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ব্যবহৃত হইতে পারে না

যে স্থলে সাক্ষ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে তাহার কথা

১৮৩ ধারা সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, ১৮২ ধারামতে তদ্ভিন্ন কোন ভাষায় লিখিয়া লওয়া গেলে যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী সেই ভাষা বুঝিতে না পারিলে, যে ভাষায় সাক্ষ্য দিলেন ঐ লিখিত সাক্ষ্য সেই ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে

বিচারপতি সাক্ষ্য না লিখিলে সার কথা লিখিবার কথা

১৮৪ ধারা বিচারপতি আপনি সাক্ষ্য লিখিয়া না লইলে এক একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওন সময়ে এক এক জনের সাক্ষ্যের মর্ম্ম তাঁহার লিখিয়া লইতেই হইবে বিচারপতি স্বহস্তে ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের এক অংশ হইবে

আদালতের কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক যে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ হয় তাহার সহিত আদালতের স্বহস্ত লিখিত ইসাদ দস্তের কোন প্রভেদ থাকিলে লিপিবদ্ধ জবানবন্দি অগ্রাহ্য গণ্য হয় হীরানাথ বঃ নর্ম্মনারায়ণ ১৫ উ রি ৩৭৫, ভাঃ বঃ বিহারীলাল ৯ উ রি ৬৯

যে স্থলে ইঙ্গরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লেখা যাইতে পারে তাহার কথা

১৮৫ ধারা ইঙ্গরেজী ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হইলে কিন্তু ইঙ্গরেজী ভাষায় যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় মোকদ্দমার যে যে পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হন তাঁহারা এবং উকীলদের দ্বারা যাঁহারা উপস্থিত হন তাঁহাদের উকীলেরা ইঙ্গরেজী ভাষায় ঐ সাক্ষ্য লিখন বিষয়ে আপত্তি না করিলে, বিচারপতি ইঙ্গরেজী ভাষায় স্বহস্তে ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৫ক ধারা (১) সরকারি গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট কোন জজের সম্বন্ধে অথবা উহাতে যে প্রকার জজের কথা লেখা থাকে সেই প্রকারের কোন জজের সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ করিতে পারেন যে, যে সকল মোকদ্দমায় আপীলের বিধান আছে সেই সকল মোকদ্দমায় সাক্ষ্য পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে লিখিত না হইয়া তাঁহার দ্বারা নিজের হাতে ইংরাজীতে লিখিয়া লওয়া হইবে

(২) যদি কোন জজ কোন যথেষ্ট কারণে (১) প্রকরণানুযায়ী কোন আদেশ পালন করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি সেই কারণটি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার বলিয়া দেওয়া মত সেই সাক্ষ্য লিখাইয়া লওয়াইবেন

(৩) (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণ অনুসারে লিখিয়া লওয়া সাক্ষ্য ১৮২ ধারার লিখিত আকারে লিখিয়া লওয়া হইবে এবং ঐ ধারানুসারে লিখিয়া লওয়া সাক্ষ্যস্বরূপ পঠিত ও স্বাক্ষরিত হইবে এবং ঘটনানুসারে আবশ্যক হইলে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সংশোধন করা যাইবে

(৪) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া (১) প্রকরণানুসারে বিজ্ঞাপিত কোন আদেশ রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন

বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৮৬ ধারা। বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর কিম্বা কোন প্রশ্নের বিষয়ে কোন আপত্তি লিখিয়া লইবার কোন বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে, আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে কিম্বা

কোন পক্ষের কি তাঁহার উকীলের প্রার্থনামতে তাহা লিখিয়া কি লেখাইয়া লইতে পারিবেন

প্রশ্নের বিষয়ে আপত্তি হইলেও আদালত প্রশ্ন গ্রাহ্য করিলে তাহার কথা

১৮৭ ধারা　সাক্ষির নিকট যে প্রশ্ন করা যায় কোন পক্ষ কি তাঁহার উকীল তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলেও আদালত সেই প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিলে বিচারপতি ঐ প্রশ্ন ও উত্তর ও আপত্তিকারকের নাম ও তদ্বিষয়ে আদালতের যে নিষ্পত্তি হয় তাহা লিখিয়া লইবেন

বিপক্ষের প্রদত্ত প্রমাণ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রথম আদালতে আপত্তি করা উচিত, প্রথম আদালতে আপত্তি করা না হইলে আপিল আদালত তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। মুন্সী মিনী বঃ রামচন্দ্র ১২ উ রি ১৩, বোধনারায়ণ সিংহ বঃ ওমরাও ১৩ এম আই এ ৫২০, চিমজি বঃ দিনকর ইং ল রি ১১ ব ৩২০

সাক্ষিদের আচরণ বিষয়ক মন্তব্য কথা।

১৮৮ ধারা　সাক্ষ্য দিবার সময়ে কোন সাক্ষী যেরূপ আচরণ করেন আদালত তদ্বিষয়ের কোন মন্তব্য কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিলে তাহাও লিখিয়া রাখিতে পারিবেন

যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিবার কথা

১৮৯ ধারা　যে মোকদ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি নাই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু এক একজন সাক্ষির সাক্ষ্য লওন সময়ে বিচারপতি তাঁহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন; ঐ মর্ম্মাত্মক কথা স্বহস্তে লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে

বিচারপতি সেই মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিবার কথা।

১৯০ ধারা　বিচারপতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞামতে মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে অক্ষম হইলে তাঁহার অক্ষমতার কারণ লিপিবদ্ধ করাইবেন　তিনি প্রকাশ্য আদালতে আপনার কথনমতে সেই মর্ম্মাত্মক কথা লেখাইয়া লইবেন　তদ্রূপ লেখা মর্ম্মাত্মক পত্র মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে

অন্য বিচারপতি কর্ত্তৃক লিখিয়া লওয়া সাক্ষ্য ব্যবহার করিবার ক্ষমতার কথা

১৯১ ধারা। (১) যে বিচারপতি এই অধ্যায়ানুসারে কোন সাক্ষ্য লিখিয়া লন বা কোন মর্ম্মাত্মক পত্র লেখান তিনি যদি মৃত্যু, বদলী হওন বা অন্য কোন কারণ বশতঃ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত করিতে না পারেন তাহা হইলে ঐ বিচারপতির উত্তর পদধারী সাক্ষ্যের এই ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন যেন তিনি নিজেই, উহা লিখিয়া লইয়াছেন এবং ঐ মর্ম্মাত্মক পত্রের এই ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন যেন তিনি নিজেই উহা লেখাইয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব পদধারী মোকদ্দমাটিকে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

(২) ১ প্রকরণের বিধান যতদূর খাটাইবার যোগ্য করা যাইতে পারে ২৫ ধারানুসারে অন্য আদালতে উঠাইয়া দেওয়া মোকদ্দমা সম্বন্ধে ততদূর খাটিবে।

কিন্তু যে আদালত ঐ ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা অন্য আদালতে উঠাইয়া দেন সেই

আদালত উপযুক্ত মনে করিলে এইরূপ আদেশ করিতে পারেন যে, যে আদালতে মোকদ্দমা উঠাইয়া দেওয়া হয় সেই আদালত যে সকল সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের সকলকে বা তাহাদের মধ্যে যে কোন সাক্ষীকে পুনরায় ডাকিয়া আনিবেন এবং পুনরায় তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন

অন্য বিচারক কর্ত্তৃক গৃহীত জবানবন্দির ব্যবহার সম্বন্ধে পক্ষগণ প্রথম আদালতে আপত্তি না করিলে আপিল আদালতে সেই আপত্তি প্রথম উত্থাপন করিতে পারে না। যদুনাথ বঃ কালি জক হোসেন ই ল রি ৮ অ। ৫৭৬

অগৌণেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবার কথা।

১৯২ ধারা। সাক্ষী আদালতের এলাকা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হওয়াবগতে তাঁহার সাক্ষ্য অগৌণেই লইবার বিশিষ্ট অন্য কারণ দর্শান গেলে, আদালত মোকদ্দমার কোন এক পক্ষের কিম্বা ঐ সাক্ষির প্রার্থনামতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর কোন সময়ে পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবেন

ঐ সাক্ষ্য অগৌণেই ও উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ লওয়া না গেলে, আদালত ঐ সাক্ষ্য লইবার নিরূপিত দিনের যে নোটিস প্রচুর জ্ঞান করেন উভয় পক্ষকে এমত নোটিস দেওয়া যাইবে

সাক্ষ্য তদ্রূপে লইয়া লেখা গেলে পর সাক্ষির নিকট পাঠ করা যাইবে। তিনি তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পরে মোকদ্দমা শ্রবণের কোন সময়ে তাহা পাঠ করা যাইতে পারিবে

সাক্ষিকে পুনরায় ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর তিনি ১৭৩ ধারার বিধানমতে চলিয়া না গেলে আদালত মোকদ্দমা চলনের কোন সময়েই তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া (ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের বিধান কেবল মানিয়া) তাঁহার নিকট যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

যে আদালত ১৯১ ধারানুসারে কোন মোকদ্দমার বিচার চালান সেই আদালত যে সাক্ষী ১৭৩ ধারানুসারে চলিয়া গিয়াছে সেই সাক্ষীকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন

ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

আফিডেবিট দ্বারা কোন বিষয়ের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা

১৯৪ ধারা। প্রথম স্থলের কোন আদালত ও কোন আপীল আদালত বিশিষ্ট কারণ থাকিলে কোন সময়ে আপনার বিবেচনানুযায়ী যুক্তিসঙ্গত নিয়ম করিয়া, আফিডেবিট দ্বারা বিশেষ কোন এক কি কএক বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার কিম্বা শ্রবণের সময়ে কোন সাক্ষির আফিডেবিট পাঠ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন পক্ষ সরলভাবে কোন সাক্ষীর কূট পরীক্ষা হইবার জন্য তাঁহাকে উপস্থিত করাইতে ইচ্ছুক আছেন এবং সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করান যাইতে পারে আদালতে

এরূপ প্রতীতি জন্মিলে আফিডেবিট দ্বারা ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওনের অনুমতির আজ্ঞা করা যাইবে না।

কূট পরীক্ষার জন্য আফিডেবিটকারির উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা ।

১৯৫ ধারা। প্রার্থনা হইলেই আফিডেবিট দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আফিডেবিট করিলেন আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে তাঁহার কূট পরীক্ষা হইবার জন্যে উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তিনি এই আইনমতে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত না থাকিলে কিম্বা আদালত অন্যরূপ আজ্ঞা না করিলে ঐ ব্যক্তির আদালতে উপস্থিত হইবে

আফিডেবিটে যে যে বিষয় মাত্রের কথা লেখা থাকিবে তাহার কথা ।

১৯৬ ধারা যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তিনি নিজ জ্ঞানে যে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারেন তাঁহার আফিডেবিটে কেবল সেই সেই বৃত্তান্ত লেখা যাইবে। কিন্তু মোকদ্দমা চলন সময়ে প্রার্থনা হইলে তিনি যাহা বিশ্বাস করেন তদ্বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রকাশ হইলে তাঁহার সেই বিশ্বাসমত কথাও গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

কোন আফিডেবিটের মধ্যে যদি শ্রুত কথা কিম্বা তর্ক বিতর্ক কিম্বা দলীলের প্রতিলিপি কি দলীল হইতে উদ্ধৃত কথা অনাবশ্যক মতে ব্যক্ত থাকে, তবে আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তি আফিডেবিট উপস্থিত করেন তাঁহারই সেই আফিডেবিটের খরচ দিতে হইবে

যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তাঁহাকে যিনি শপথ করাইবেন তাঁহার কথা।

১৯৭ ধারা এই আইনমতে কোন আফিডেবিট হইলে, যিনি আফিডেবিট করেন,

(ক) কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা

(খ) হাইকোর্ট এই কার্য্যপক্ষে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, কিম্বা

(গ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎকার্য্যপক্ষে অন্য আদালতের নিযুক্ত যে কার্য্যকারককে সাধারণ কি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন তিনি তাঁহাকে শপথ করাইতে পারিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

বিচার যে সময়ে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কথা।

১৯৮ ধারা। সাক্ষ্য নিয়মমতে লওয়া গেলে ও উভয় পক্ষের নিজ নিজ কথা, কি আপন আপন উকীলদের বা স্বীকৃত মোক্তারদের দ্বারা তাঁহাদের কথা শুনা গেলে পর, আদালত তৎকালেই কিম্বা তৎ পশ্চাৎ কোন দিনে মুকদ্দমার আদালতে আপনার বিচার জানাইবেন উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে ঐ দিনের যথাযোগ্য নোটিস দিতে হইবে।

বিচারপতির পূর্ব্বপদধারির বিচার প্রকাশ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৯৯ ধারা বিচারপতির পূর্ব্বপদধারী যদি বিচার লিখিয়া প্রকাশ না করিয়া থাকেন তবে বিচারপতি তাহাই প্রচার করিতে পারিবেন

বিচার লিখিবার ভাষার কথা

২০০ ধারা। আদালতের চলিত ভাষায় কিম্বা ইঙ্গরেজী কি বিচারপতির মাতৃভাষায় বিচার লিখিতে হইবে

অন্য ভাষায় রায় লিখিত হইলেও তাহা অসিদ্ধ হয় না হরসুন্দরী বঃ শ্রীধর ১৭ উ রি ৩৫২

বিচারের অনুবাদের কথা

২০১ ধারা। আদালতের চলিত ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় বিচার লেখা গেলে, কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আদালতের চলিত ভাষায় ঐ বিচার অনুবাদ করা যাইবে, বিচারপতি কিম্বা তিনি এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ অনুবাদে স্বাক্ষরও করিবেন

বিচারপত্রে তারিখ লিখিতে ও স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

২০২ ধারা বিচারপতি যে সময়ে বিচার প্রকাশ করেন সেই সময়ে মুক্তদ্বার আদালতে ঐ বিচারপত্রে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও কোন শব্দের ভ্রম শোধন কিম্বা যে দোষ দ্বারা মোকদ্দমার কোন প্রয়োজনীয় অংশের বিঘ্ন না হয় আকস্মিক এমত কোন দোষ খণ্ডন ভিন্ন কিম্বা পুনরালোচনার সময়ে যে সংশোধন করা যায় তদ্ভিন্ন, তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইবে না ও তাহাতে কোন কথা সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারের কথা।

২০৩ ধারা যে যে বিষয় নির্ণয় করা প্রয়োজন ও তাহার উপর যে যে নিষ্পত্তি হয় ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারপত্রে তদ্ভিন্ন কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

অন্য অন্য আদালতের বিচারের কথা।

অন্য সকল আদালতের বিচারপত্রে মোকদ্দমার সংক্ষেপ বর্ণনা ও নির্ণয় করিবার বিষয় ও তাহার উপর যে নিষ্পত্তি হয় তাহা ও ঐ নিষ্পত্তির হেতু লিখিতে হইবে

কোন বিচারক নিজের জ্ঞাত বৃত্তান্ত অনুসারে রায় দিতে পারেন না যশবন্ত সিংহ বঃ জ্যেষ্ঠ সিংহ ১ প্রি কৌ জ ১৪০, সিঠন বিবি বঃ বসির খাঁ ১ প্রি কৌ জ ৬৮৩, হরপ্রসাদ বঃ শিবদয়াল ৩ প্রি কৌ জ ৩০৪

পরন্তু বিচারক যদি কোন সাক্ষির মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ব্যবসায় বলিয়া জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে সেই হেতুবাদে তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিতে পারেন বামন দাস বঃ তারিণী ৭ এম আই এ ২০৩

বৃত্তান্তঘটিত নিষ্পত্তি সম্বন্ধে নিম্ন আদালত যদি কোন হেতু প্রদর্শন না করেন তা হইলে সেই নিষ্পত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপিল হইতে পারে কামাত বঃ কামাত ই ল রি ৮ ক ৩৬৯, পুরুষোত্তম মথুরাদাস বঃ দুর্গোজি টুকারাম ই ল রি ১৪ দি ৪৫২

প্রত্যেক ইস্যুর বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২০৪ ধারা মোকদ্দমার ইস্যু ধার্য্য করা গেলে, কোন এক কি কএক ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় হয় কেবল তাহাই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রচুর না হইলে, আদালত এক এক স্বতন্ত্র ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় বা নিষ্পত্তি করেন হেতু সহিত তাহা লিখিবেন।

ডিক্রীর তারিখের কথা।

২০৫ ধারা যে দিনে বিচার প্রচার করা যায়, ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ

দিতে হইবে; এবং বিচারপত্রানুসারে ডিক্রী লেখা হইয়াছে বিচারপতি ইহা হৃদবোধ-মতে জানিলে ঐ ডিক্রীতে স্বাক্ষর করিবেন।

এই ধারায় উক্ত আছে যে বিচার পত্রের সহিত ঐক্য থাকা দেখিয়া আদালত ডিক্রি স্বাক্ষর করিবেন রায়ের সহিত ডিক্রির ঐক্য আছে কি না তাহা পক্ষগণের বিশেষরূপে দেখা বিধেয় এবং যদি কোন ভ্রম ডিক্রিতে থাকে তাহা ২০৬ ধারা অনুসারে সংশোধন জন্য আদালতের গোচর করা উচিত বনওয়ারি বঃ মদন ২১ উ রি ৪১

ডিক্রি প্রস্তুত হইতে প্রায়ই বিলম্ব হইয়া থাকে আপিল করিবার অভিপ্রায়ে ডিক্রির নকল জন্য আদালতে কোন পক্ষ দরখাস্ত করিলে সেই দরখাস্তের তারিখ হইতে নকল প্রস্তুতের তারিখ পর্যান্ত সময় আপিলের নিয়ম গণনা হইতে বাদ দেওয়া যায় তামাদি আইন ১২ ধারা কলিকাতার হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে রায় প্রকাশের তারিখ হইতে ডিক্রি প্রস্তুত হওয়ার তারিখ পর্যান্ত সময়ও আপিলের নিয়ম গণনায় বাদ পাওয়া যাইতে পারে নানি মাধব মিত্র বঃ মাতঙ্গিনী দাসী ই ল রি ১৩ ক ১০৫

ডিক্রীর মর্ম্মের কথা।

২০৬ ধারা ডিক্রী বিচারের সঙ্গে মিলিবে মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে মোকদ্দমার যে নম্বর ■ উভয় পক্ষের যে যে নাম ও বর্ণনা ও দাওয়ার যে বিশেষ কথা লেখা থাকে ডিক্রীতে তাহা লিখিতে হইবে ■ যে প্রকারের উপকার করা গেল কিম্বা মোকদ্দমার অন্য যে প্রকার নিষ্পত্তি হইল তাহাও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইবে।

আরও মোকদ্দমায় যত খরচা লাগিবে ও যে পক্ষের ঐ খরচার যে অংশ দিতে হইবে, ডিক্রীতে তাহাও লেখা যাইবে।

ডিক্রী সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

বিচারের সঙ্গে ডিক্রীর ঐক্য নাই দেখা গেলে, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে কোন অক্ষরের কি অঙ্কের ভুল দেখা গেলে, যাহাতে বিচারের সঙ্গে ঐক্য হয় কিম্বা ঐ ভ্রম সংশোধন করা যায়, আদালত আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন এক পক্ষের প্রার্থনানুসারে ডিক্রী এমন করিয়া সংশোধন করিতে পারিবেন কিন্তু উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে প্রস্তাবিতমতে সংশোধন করিবার উপযুক্ত নোটিস দিতে হইবে।

রায় প্রকাশের পরে ডিক্রি প্রস্তুত করা আদালতের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য ডিক্রি ভিন্ন আপিল হইতে পারে না ৫৪১ ধারা; রণজিত সিংহ বঃ ইল হি বক্স ই ল রি ৫ অ ৫২০।

ডিক্রি রচনা

অনেকের ঋণ একজন পরিশোধ করিয়া অপর সকলের নামে তাহাদের দেয় অংশের জন্য নালিস করিলে যে ডিক্রি হয়, তাহাতে প্রত্যেকের দেয় অংশ পৃথক্ রূপে নিরূপণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভরত পাণ্ডে বঃ মথুরাকুমার ২৩ উ রি ৪২১, মহাদেব মিশ্র বঃ লাহড়ি ২৪ ■ রি ২৫০

নিকাসের নালিসে নিকাশি কাগজ দাখিলের হুকুম যথেষ্ট নহে, কাগজ দাখিল হইলে তাহা পরীক্ষার পরে তাহা ঠিক বটে কি না অবধারিত হওয়া আবশ্যক অন্নপ্রসাদ বঃ দ্বারিকানাথ ই ল রি ৬ ক ৭৫৪

ভরণ পোষণের নালিসে ভাবি বর্ত্তন সম্বন্ধে প্রার্থনা না করিলে তাহা যথা সময়ে দিবার আদেশ ডিক্রিতে থাকা আবশ্যক বিষ্ণু বঃ মাঞ্জাম ই ল রি ৯ ব ১০৮, আশুতোষ বঃ লক্ষ্মীমণি ই ল রি ১৯ ক ১৬৯।

হিন্দু সধবা স্ত্রীলোকের পৃথক্ বর্ত্তনের ডিক্রি হইলে তাহাতে এরূপ স্পষ্ট লিখিত থাকা আবশ্যক যে ভাবী কোন অবস্থাগতিকে পরিবর্ত্তন জন্য পৃথক্ বর্ত্তন পাইতে বাদিনীর অধিকার লোপ হইলে তখন ডিক্রি অনুসারে আর পৃথক্ বর্ত্তন পাইবে না নবগোপাল রায় বঃ শ্রীমতী অমৃতময়ী দাসী ২৪ উ রি ৪২৮

হিন্দু অবিবাহিতা কন্যার বর্ত্তন সম্বন্ধে ডিক্রি হইলে বাদিনীর বর্ত্তন বিবাহ হওয়ার পরে রহিত হওয়ার আদেশ ডিক্রিতে থাকা আবশ্যক। তুলসী বঃ গোপাল রায়, ই ল রি ৬ ■ ৬৩২।

বিভাগের জয়পত্র রচন সম্বন্ধে দেখ দামোদর বঃ সেনাবতী ই ল রি ৮ ক ৫৩৭, ৫৪৫।

দাম্পত্য স্বত্ব সংস্থাপন সংক্রান্ত জয়পত্র রচনা সম্বন্ধে দেখ বুধো খানসামা বঃ জান খানমা। ৮ উ রি ৪৩৭ · ইকেয়া বিবি বঃ আহিম ৫ ডি ল ১ উ রি ১০৫ ও [illegible] ২৬০ [illegible]

পর্য্যায়ক্রমে দেব সেবা করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত জয়পত্র রচনা সম্বন্ধে দেখ, মিঠাকান্ত বঃ নিরঞ্জন ১৪ বে ল রি ১৬৬, রামসুন্দর বঃ তারক ১০ উ রি ২৮

কোন ঋণ সংক্রান্ত লেখ্যপত্র বঞ্চনামূলক বলিয়া অসিদ্ধ অবধারিত হইলে, মহাজন কর্ত্তৃক বাস্তবিক যে টাকা বাদিকে প্রদত্ত হওয়া প্রমাণ হয়, সেই পরিমাণ টাকা মহাজনকে দিবার জন্য ডিক্রিতে বাদির প্রতি আদেশ থাকা উচিত অজিত সিংহ বঃ বিজয় ৫ ল রি ১১ ক ৬১

কোন মৃত ব্যক্তির ঋণ দিবার জন্য তাহার উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে ডিক্রি হইলে প্রতিবাদির দায়িত্বের সেই মূল বিবরণ ডিক্রিতে উল্লিখিত করা আবশ্যক ঐরূপ স্থলে ডিক্রিতে স্পষ্টরূপে আরও বলা আবশ্যক যে, ঐ ডিক্রির টাকা ২৫২ ধারা অনুসারে মৃত দেনাদারের ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে গিরিধারিলাল বঃ বাই শিব ই ল রি ৮ ৩০৯

হিন্দু বিধবার বিরুদ্ধ ডিক্রিতে তাহার স্বামির সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা, অথবা তাহার জীবন স্বত্ব বিক্রয় দ্বারা, ডিক্রির টাকা আদায় হইবে তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত থাকা আবশ্যক হিন্দু আইনের পুস্তক দেখ

মিতাক্ষরা শাস্ত্রানুযায়ী পরিবারের কর্ত্তার নামে ডিক্রি হইলে, সেই ডিক্রির জন্য পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারিবে কি না, তাহা স্পষ্ট উক্ত থাকা আবশ্যক বিশ্বেশ্বরলাল সাহু বঃ মহারাজা লক্ষ্মণেশ্বর সিংহ ৩ প্রি কৌ ৬৮৫, বীর রাঘবাম বঃ সমুদ্র ল ই ল রি ৮ মা ২০৮

স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার কথা।

২০০ ধারা স্থাবর সম্পত্তি মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হইলে এবং বন্দোবস্তী কি জরীপী কাগজপত্রে সীমা কি নম্বর দিয়া ঐ সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, ডিক্রীতে সেই সীমা ও নম্বর বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে

সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য্য বঃ কালিদাস ২৪ উ বি ৪৭৯, মহম্মদ ইস্রাএল বঃ লাল দামোদর ২৫ উ বি ৩৯; দক্ষিণারি সন্যাল বঃ কতু চাষী ২৭ উ বি ২৮৫

অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা

২০৮ ধারা অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইয়া যদি ঐ সম্পত্তি দিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে যত টাকা দিতে হইবে, ইহাও ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে

টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে আসল যত টাকার আজ্ঞা হয় ডিক্রীতে তাহার উপর সুদ দিবার আজ্ঞা থাকিতে পারিবার কথা।

২০৯ ধারা টাকা দিবার ডিক্রী হইলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্ব কোন সময়ের নিমিত্ত আসল টাকার উপর যে সুদের আজ্ঞা হয় আদালত তদতিরিক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত যে হার যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন, আসল যত টাকার ডিক্রী করেন ঐ ডিক্রীতে তত টাকার উপর সেই হারানুসারে সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সর্ব্বশুদ্ধ যত টাকার ডিক্রী হয় ডিক্রীর তারিখ অবধি টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত, কিম্বা আদালত তৎপূর্ব্বের যে তারিখ উচিত বোধ করেন এমত তারিখ পর্য্যন্ত, মোটে তত টাকার উপর যে হারে যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন সেই হারে সুদের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে স্থলে এরূপ ডিক্রীতে উপরের লিখিতমত মোট টাকার উপর ডিক্রীর তারিখ হইতে টাকা দিবার তারিখ বা তাহার পূর্ব্বে অপর কোন তারিখ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত সুদ দিবার কোন কথা না থাকে, সে স্থলে আদালত ঐরূপ সুদ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে এবং সেই সুদের জন্য পৃথক মোকদ্দমা চলিবে না।

নালিসের পূর্ব্বকালের সুদ;—প্রতিবাদির অঙ্গীকার পত্রে সুদের কোন চুক্তি না থাকিলেও, যদি তাহাতে তাহার ঋণ পরিশোধের কাল নিয়ম থাকে, এবং সেই সময়ের মধ্যে সে তাহার ঋণ পরিশোধ না করে, তাহা হইলে আদালত সেই নিয়ম অতীত হওয়ার তারিখ হইতে সুদের ডিক্রি বাদিকে দিতে পারেন। ১৮৩৯ সালের ৩২ আইন, পৃথকুম রী বঃ ভুবনেশ্বর কুমার ই ল রি ১৯ ক ১৯

নিয়মগত হওয়ার তারিখ হইতে ৬ বৎসর মধ্যে নালিস দায়ের হইলে আদালত যে হার উচিত বিবেচনা করেন, সেই হারে ডিক্রি দিতে পারেন; তাহার অধিক হারে সুদের ডিক্রি দিতে আদালত বাধ্য নহেন। দিনদয়াল বঃ হেতনারায়ণ ই ল রি ২ ক ৪১। বিষুদয়াল বঃ উদিত ই ল রি ৮ ক ৪৮৬

ঐরূপ স্থলে যদি দেখা যায় যে নিয়মগত হওয়ার পরে তৎপূর্ব্বকাল সংক্রান্ত অঙ্গীকৃত হারে ঋণী ব্যক্তি কিছুকাল সুদ দিয়াছিল, তাহা হইলে আদালত বাকি সময়ের সুদ সেই হারে দিতে পারেন। মিনহাজ অহমুদ হোসেন বঃ জেকিরুদ্দিন ১৪ উ রি ২৮৪।

নালিসের তারিখ পর্য্যন্ত প্রতিবাদির অঙ্গীকারের নিয়ম অনুসারে বাদী সুদ পায়। ১৮৫৫ সালের ২৮ আইনের ২ ধারা

কলিকাতার হাইকোর্ট প্রতিবাদির অঙ্গীকার অনুসারে শতকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক সুদের ডিক্রি দিয়াছেন। ওমদা খানম বঃ ব্রজেন্দ্র ১২ বে ল রি ৪৭৭

শতকে মাসিক ১২০ টাকা সুদের চুক্তি থাকা হলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাহা ডিক্রি দেন নাই। কুমার লক্ষণ বঃ প্রভুলাল ৬ অ ৩৫৯

প্রতিবাদী প্রতারিত হওয়া প্রমাণ হইলে বাদী অতিরিক্ত সুদ পায় না। সাহা কুদরৎ আলি বঃ রাজা আমির হোসেন ১১ এম আই এ ১২১

প্রতারণা প্রমাণ না হইলেও, কোন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে তাহার মোক্তার অতিরিক্ত সুদে ঋণ দিলে সেই সুদ সম্পূর্ণ ডিক্রি হয় না। কামিনীসুন্দরী বঃ কালিপ্রসন্ন ঘোষ ই ল রি ১২ ক ২২৫।

জ্ঞানহীন কৃষক সমস্ত অবস্থা না বুঝিয়া অতিরিক্ত সুদের অঙ্গীকার করিলে তাহা ডিক্রি হয় না। আজি বঃ রামপ্রসাদ ই ল রি ৯ অ ৭৪

নিয়মিত তারিখে ঋণ পরিশোধ করিয়া না দিলে সেই দিবস হইতে অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি দিবার যদি অঙ্গীকার থাকে, তাহা ডিক্রি হইতে পারে। ম্যাকিন্টস্ বঃ ক্রাউ ই ল রি ৯ ক ৬৮৯, বালকৃষ্ণ বঃ মদনাহাদুর ই ল রি ১০ ক ৩০৫

নিয়মিত দিবসে বৃদ্ধি সহ ঋণ পরিশোধ করিয়া না দিলে, ঋণ গ্রহণের দিবস হইতে অতিরিক্ত হারে সুদ দিবার অঙ্গীকার থাকিলেও তাহা ডিক্রি হইতে পারে না। মথুরাপ্রসাদ বঃ লালকুমার ই ল রি ■ ক ৬১৫; সমন্ত বঃ বৈদ্যনাথ ই ল রি ১৩ ক ১৬৪

নিয়মিত দিবসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে সুদ দিতে হইবে না, তাহা না পারিলে ঋণ গ্রহণের দিবস হইতে সুদ দিতে হইবে,—এইরূপ অঙ্গীকার আইন সঙ্গত এবং তদনুসারে ডিক্রি হইতে পারে। আবজান বিবি বঃ আসগার আলি ই ল রি ১৬ ক ২০০।

অঙ্গীকার থাকিলে ও নালিসের অনন্তর কালীন বৃদ্ধির বৃদ্ধি বাদী পাইতে পারে না বলিয়া বোধ হয়।

মুলতুবিকালের সুদ;—টাকার নালিসে মুলতুবিকালের, অর্থাৎ আবেদনপত্র দাখিলের দিবস হইতে ডিক্রির দিবস পর্য্যন্ত, সুদ আদালতের ইচ্ছানুযায়ী হয়ে প্রদত্ত হয়। প্রতিবাদির অঙ্গীকারপত্রে যদি আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ হারে সুদ দিবার চুক্তি থাকে তাহা হইলেও বাদী সেই হারে মুলতুবি কালের সুদ পাইতে পারে না। মঙ্গনিরাম বঃ ধোতাল ই ল রি ১২ ক ৫৬৯

কেবল টাকার নালিস সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয়। যে স্থলে বাদী বন্ধকিপত্রের নালিস করে, তথায় প্রতিবাদির অঙ্গীকৃত হারে মুলতুবি কালের সুদ প্রদত্ত হয়। ১৮৮২ সালের ■ আইনের ৮৮, ৮৬ ধারা দেখ, আরও দেখ মঙ্গনিরাম বঃ ধোতাল ■ ল রি ১২ ক ৫৬৯, ৫৭৯

মুলতুবিকালের সুদ কেবল আসল ঋণের উপর প্রদত্ত হয়।

ডিক্রির অনন্তর কালীন সুদ;—ডিক্রির তারিখ হইতে আসল দেনা, সুদ ও খরচা একত্র করিয়া তাহার উপরে, আদালত যে হার ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করেন, সেই হারে সুদ দিতে পারেন। কিন্তু আদালতের স্পষ্ট আদেশ না থাকিলে ডিক্রিদার ডিক্রির অনন্তর কালীন সুদ পায় না। এই ধারার শেষ ভাগ দেখ।

ডিক্রীতে কিস্তি করিয়া টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২১০ ধারা। টাকা দিবার সকল ডিক্রীতে আদালত বিশিষ্ট কোন কারণে সুদ সমেত কি সুদ ছাড়া কিস্তি করিয়া ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ডিক্রীর পর যে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দিবার আজ্ঞা হইতে পারে তাহার কথা।

ও তদ্রূপ কোন ডিক্রী করা গেলে পর ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে ও ডিক্রীদারের সম্মতিক্রমে আদালত সুদ দেওন, বা প্রতিবাদির সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিম্বা তাঁহার স্থানে জামিন লওন প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, তদনুসারে কিস্তিবন্দী করিয়া ঐ ডিক্রীর টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

এই ধারার ও ২০৬ ধারার বিধানের স্থলছাড়া, কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রী পরিবর্ত্তন করা যাইবে না

টাকা দিবার ডিক্রি ;—এই ধারা অনুসারে আদালত সবন্ধক ঋণের কিস্তিবন্দি করিয়া দিতে পারেন না। হরদেব দাস বঃ হুকুম সিংহ ই ল রি ২ অ ৩২০, আরও দেখ, শঙ্করাপা বঃ দাদাপ ই ল রি ৫ ব ৬০৪

কিস্তিবন্দির আদেশ ;—এই ধারা অনুসারে আদালত দেনদারকে সমস্ত টাকা ভাবী কোন সময়ে এককালীন দিবার [illegible] ডিক্রি দিতে পারেন কি না নিশ্চয় বলা যায় না। টাটা চাবলু বঃ কে ও গা ই ল রি ৭ মা ১৫২, বাচু বঃ সাদাদ আলি ই ল রি ২ অ ৪৪৯

ডিক্রি হওয়ার পরে ;—ডিক্রি হওয়ার পরে ডিক্রিদারের সম্মতি ব্যতীত আদালত কিস্তিবন্দির আদেশ দিতে পারেন না

কিস্তিবন্দি সম্বলিত ডিক্রিজারির তামাদি ;—যে ডিক্রিতে কিস্তিবন্দি অনুসারে টাকা দিবার আদেশ থাকে এবং যাহাতে এরূপ আজ্ঞা থাকে যে, এক বা দুই কিস্তি খেলাপ হইলে ডিক্রিদার সমস্ত টাকা এককালীন আদায় পাইতে স্বত্ববান হইবে, সেই ডিক্রির এক কিস্তি খেলাপ হইলে সেই খেলাপের তারিখ হইতে জারির নিয়ম গণনা আরম্ভ হয়। তবে যদি দেনাদারের পরে সেই টাকা দেয় এবং ডিক্রিদার তাহা লয়, তাহা হইলে প্রথম খেলাপের তারিখ হইতে তামাদি গণনা আরম্ভ হয় না। তামাদি আইন ১৭৯ প্রকরণ ; মনমোহন রায় বঃ দুর্গাচরণ গুহ ই ল রি ১৫ ক ৫০৩ খুখু বঃ গোথাব ই ল রি ১১ আ ৪৮২

ডিক্রিদার প্রথম খেলাপ হওয়া কিস্তির টাকা উপেক্ষা করিলে তামাদি গণ্য হয় না। শ্রীনিবাস সাহা বঃ খাদম মণ্ডল ই ল রি ৫ ক ৯৭

কিস্তিবন্দি অনুসারে ডিক্রির টাকা আদায়ের আদেশ দিলে সুদের ডিক্রি দেওয়া না দেওয়া এই ধারামতে আদালতের ইচ্ছাধীন। কিন্তু কিস্তিবন্দির ডিক্রিতে সচরাচর কিস্তি খেলাপ হইলে সুদ দিবার আদেশ থাকা উচিত। বর্ণময়ী বঃ কৃষ্ণকুমারী ১৪ উ রি ৩২৪।

আদালত দেনদারের অঙ্গীকৃত হার অনুসারে কিস্তি খেলাপি সুদ দিতে বাধ্য নহেন। কারু লো বঃ [illegible] ই ল রি ৩ ব ২০২

এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ অনুযায়িক দরখাস্ত করিবার কাল নিয়ম ;—এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ অনুসারে দেনাদার ডিক্রির তারিখ হইতে [illegible] মাসের মধ্যে দরখাস্ত করিতে পারে। তামাদি আইন ১৭৫ প্রকরণ আবদুল রহমন বঃ দুলারাম ই ল রি ১৪ ক ৩৪৮

ভূমির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, সুদসমেত ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি হইতে খাজানা কি অন্য লভ্য পাওয়া যায় তাহার অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, যাঁহার পক্ষে ডিক্রী করা যায় আদালত ঐ ডিক্রীর মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি সম্পত্তি তাঁহার অধিকার করিয়া না দেওন, কিম্বা ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসরের অবসান না হওয়া, ইহার

মধ্যে যেটি প্রথম হয় তৎকাল পর্য্যন্ত, ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাৎ কি খাজনা দিবার ও যে হার উচিত বোধ করেন সেই হারে সুদ দিবার বিধান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা —সম্পত্তি অন্যায়মতে যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তিনি সেই সম্পত্তি হইতে যে লভ্য পাইলেন, কিম্বা সাধারণমতে যত্ন করিলে যে লভ্য পাইতে পারিতেন, সম্পত্তির "ওয়াসিলাৎ" শব্দে সুদসমেত সেই লভ্য বুঝাইবে।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনে ওয়াসিলাত শব্দের কোন ব্যাখ্যা ছিল না। ১৮৭৭ সালের ১০ আইনে "ওয়াসিলাত" শব্দের যে ব্যাখ্যা ছিল তাহাতে সুদের কোন কথা ছিল না। ১৮৮২ সালের ১৪ আইন জারি হইবার পূর্ব্বে প্রিভি কৌন্সল একটি মোকদ্দমায় অবধারণ করিয়া ছিলেন যে, সুদ সম্বন্ধে ডিক্রিতে স্পষ্ট আদেশ না থাকিলে জারির সময়ে ওয়াসিলাতের সুদ প্রদত্ত হইতে পারে না। হরদুর্গা বঃ শরৎসুন্দরী ই ল রি ৮ ক ৩৪২

বর্ত্তমান আইনে ওয়াসিলাত শব্দ যেরূপে ব্যাখ্যা [illegible] আছে, [illegible] হইতে বোধ হয় সুদের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট আদেশ না থাকিলেও ওয়াসিলাতের ডিক্রি অনুসারে ডিক্রিদার সুদসহ ওয়াসিলাত পাইতে পারে।

বিভাগের নালিসে এই ধারা অনুসারে প্রায় কোন স্থলে ওয়াসিলাত প্রদত্ত হইতে পারে না। পৃথ্বিপাল বঃ জয়াহির সিংহ ই ল রি ১৪ ক ৪৯৩

কেবল যে স্থলে অবিভক্ত দায়াদগণ একত্র থাকিয়া পৃথক্‌রূপে সাধারণ সম্পত্তির অংশ বিভাগ করিয়া লইতে অস্বীকার করে সেই স্থলে বিভাগের নালিসে ভুক্তির দাবি করা যাইতে পারে। শঙ্কর বঃ হরদেব ১৬ ক ৩৯৭

---

*কোর্ট ফি ;—নালিসের অনন্তর কালীন ভুক্তির প্রার্থনা আবেদনপত্রে থাকিলে বা তাহার ডিক্রি হইলে, তজ্জন্য অতিরিক্ত রসুম দিতে হয় না। রামকৃষ্ণ ভিকাজি বঃ ভীম রাই ই ল রি ১৫ ব ৪১৬

নালিসের পূর্ব্বকালের ওয়াসিলাতের দাবি করিলে তাহার কোর্ট ফি দিতে [illegible]। মোহিনীমোহন বঃ সতীশ ই ল রি ১৭ ক ৭০৪

ডিক্রিতে ওয়াসিলাত সম্বন্ধে স্পষ্ট আদেশ না থাকিলে, জারির সময় ডিক্রিদার তাহা দাবি করিতে পারে না। সদাশিব পিলাই বঃ রামলিঙ্গ ১৫ প্রি কৌ অ ১৯০, জ্ঞানদাসুন্দরী মুখোপাধ্যায় বঃ রামকৃষ্ণ সিংহ ১০ উ রি ২৯২

আবেদন পত্রে যদি নালিসের অনন্তর কালীন ভুক্তির দাবি থাকে, কিন্তু আদালত তৎসম্বন্ধে কোন আদেশ না দেন, তাহা হইলে বাদী তজ্জন্য দ্বিতীয় নালিস করিতে পারে। ঐ নিষ্পত্তি দেখ, আরও দেখ, মদনমোহন বঃ ভারত সচিব ই ল রি ১৭ ক ৯৬৮

সম্পত্তি দখলের মোকদ্দমায় নালিসের অনন্তর কালীন ভুক্তির দাবি করিয়া তাহার পরে নালিসের পূর্ব্বকালীন ভুক্তির জন্য পৃথক্ মোকদ্দমা করা যাইতে পারে না। রামরত্ন বঃ রামচন্দ্র ২৫ উ রি ১১৯

ভুক্তি সম্বন্ধে বিচারাধিকার ,—জারির সময়ে ভুক্তির পরিমাণ অবধারিত হইতে পারে। ২১৭ ধারা দেখ

আদালতের মোকদ্দমার পূর্ব্বের ওয়াসিলাতের টাকা নির্ণয় করিবার কিম্বা পশ্চাৎ তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

২১২ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ব কোন সময়ের ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাতের নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে এবং ঐ ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় তদ্বিষয়ের বিবাদ হইলে আদালত ঐ ডিক্রীতেই সেই টাকা নির্ণয় করিতে পারিবেন ; কিম্বা সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রী করিয়া ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় তাহার অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা করিয়া [illegible] আজ্ঞাক্রমে তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

এই ধারা অনুসারে আদালত ইচ্ছা করিলে নালিসের পূর্ব্বকালীন ওয়াসিলাতের পরিমাণ অবধারণ

করিবার অগ্রে দাবিকৃত সম্পত্তি দখলের আদেশ দিতে পারেন ওয়াসিলাত অবধারণ করিতে সচরাচর অনেক সময় লাগে; এবং যদি ওয়াসিলাত অবধারণ ভিন্ন আদালত দখল দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অন্যায় দখলকারী ব্যক্তি ওয়াসিলাত সম্বন্ধে অনর্থক হিসাবের গোলযোগ উত্থাপিত করিয়া প্রকৃত স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে অতি দীর্ঘকাল বেদখল রাখিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত

নালিসের অনন্তর কালীন ভুক্তি জারির সময় ভিন্ন অবধারিত হইতে পারে না

স্থাবর সম্পত্তি দখল ও ওয়াসিলাত সংক্রান্ত নালিস সম্বন্ধে এই ধারা প্রয়োগ হইতে পারে। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মোকদ্দমা এই ধারার লিখিত পদ্ধতি অনুসারে বিচারিত হইতে পারে না ভিমক সিংহ বঃ টগর সিংহ ১০ উ রি ১৯৯

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমায় প্রতিবাদির প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিচার এই ধারা অনুসারে জারির সময়ে হইতে পারে না বলিয়া বোধ হয় কিন্তু দেখ কৃষ্ণ বঃ নীলকণ্ঠ ই ল রি ৮ মা ১৩৭

ওয়াসিলাতের পরিমাণ অবধারণ মূল মোকদ্দমা বিচারের একটি অঙ্গ

(১) মূল মোকদ্দমা যে আদালত বিচার করেন, ওয়াসিলাতের পরিমাণ কেবল সেই আদালত অবধারণ করিতে পারেন। জারির জন্য অন্য আদালতে মোকদ্দমা প্রেরিত হইলে সেই আদালত ওয়াসিলাতের পরিমাণ অবধারণ করিতে পারেন না বিবি মেহেরজান বঃ বিবি গরদা ২৫ উ রি ২৭০।

(২) ওয়াসিলাত অবধারণের দরখাস্ত ডিক্রিজারির দরখাস্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; এবং ডিক্রিজারির দরখাস্ত সম্বন্ধে যে সকল বিধান তামাদি আইনের ১৭৮ ও ১৭৯ প্রকরণে আছে, তাহা ওয়াসিলাত অবধারণের দরখাস্ত সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় না প্রাণচাঁদ বঃ রায় বাধ ই ল রি ১৯ ক ১৩২।

(৩) যত দিন ওয়াসিলাতের পরিমাণ অবধারিত না হয় তত দিন ওয়াসিলাত সম্বন্ধে ডিক্রিজারি হইতে পারে না, সুতরাং ওয়াসিলাত অবধারণের তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে ডিক্রিদার সেই ওয়াসিলাত আদায় পাইবার জন্য জারির দরখাস্ত করিতে পারে। দিলদার বঃ মজিদন্নেছা ই ল রি ৪ ক ৬২৯।

(৪) ওয়াসিলাত অবধারণের সময় যে পক্ষ জীবিত না থাকে, তাহার উত্তরাধিকারী তৎকালে পক্ষ না হইলে পরে জারির সময়ে সে সেই ওয়াসিলাতের জন্য দায়ী হইতে পারে না রাধাপ্রসাদ সিংহ বঃ লাল সাহেব রায় ই ল রি ১৩ ক ৫৩ প্রি কৌ

ওয়াসিলাতের পরিমাণ;—বাদী যদি ওয়াসিলাতের আনুমানিক পরিমাণ একটি ধরিয়া নালিস করে, এবং বিচারকালে দেখা যায় যে বাদী তাহার দাবি অপেক্ষা অধিক টাকা পাইতে স্বত্ববান্, তাহা হইলে বাদী তাহার যথার্থ যত টাকা প্রাপ্য তাহাই পায়, আরজিতে তদপেক্ষা অল্প দাবি থাকিলেও তজ্জন্য বাদির সম্পূর্ণ ওয়াসিলাত প্রাপ্তি পক্ষে কোন বাধা হয় না বহুমতি দেবী বঃ হ[illegible] মহম্মদ আলি খাঁ ই ল রি ৮ ক ২৯৫

তবে ঐরূপ স্থলে বাদী অতিরিক্ত কোর্ট ফি না দিলে সমস্ত টাকার ডিক্রি পায় না। কোর্ট ফি আইন ১১ ধারা

ওয়াসিলাত সম্বন্ধে যে স্থলে বাদী নির্দ্ধারিত পরিমাণ দাবি করে, সেই স্থলে তাহার তদপেক্ষা অধিক টাকা প্রাপ্য থাকা অবধারিত হইলেও, সে তাহার দাবি অপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রি পায় না বাবুরাম বঃ বৈদ্যনাথ ই ল রি ৩ ক ৪৭২

ওয়াসিলাতের পরিমাণ অবধারণ সম্বন্ধে ২১১ ধারার শেষ ভাগ দেখ ঠাকুরদাস রায়চৌধুরী বঃ নবীনকৃষ্ণ ঘোষ ২২ উ রি ১২৬, আরও দেখ, লক্ষ্মীনারায়ণ বঃ কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ই ল রি [illegible] ক ৮৮২।

শেষোক্ত মোকদ্দমার অবধারণ অনুসারে ওয়াসিলাতের পরিমাণ নিরূপণ জন্য কেবল এই মাত্র দেখা আবশ্যক যে, বাদির দখলে ঐ সম্পত্তি থাকিলে তাহার কত টাকা লাভ হইতে পারিত, প্রতিবাদী যত টাকা লাভ করিয়াছে বা করিতে পারিত তদনুসারে ওয়াসিলাত অবধারিত হয় না। ই ল রি [illegible] ক ৮৮২।

বর্ত্তমান আইনের অর্থাৎ ২১১ ধারার শেষ ভাগের অভিপ্রায় এই নিষ্পত্তির বিপরীত বলিয়া বোধ হয়।

যে টাকা আদায়ের বা আদায় যোগ্য টাকার পরিমাণ অবধারিত হইলে তাহা হইতে তহসিল খরচা শতকে ২৭ টাকা হিসাবে বাদ দিবার বিধান আছে গুরুদাস রায় বঃ আনন্দময়ী ১৫ উ রি ২০৩

যে ভূমিতে কোন আয় হয় না, বাদী সেই ভূমির ওয়াসিলাত কিছুই পাইতে পারে না সেতারাম দাস বঃ ব্রজনাথ ১৬ উ রি ৩৬৯।

• ওয়াসিলাতের সুদ,—ওয়াসিলাতের সুদ সম্বন্ধে ২১১ ধারা দেখ

ওয়াসিলাতের সুদ শতকে ৬ টাকা হিসাবে প্রদত্ত হয় হরদুর্গা ■ শরৎসুন্দরী ই ল রি ৪ ক ৬১৪।
প্রত্যেক বৎসরের শেষ দিবস হইতে সচরাচর ওয়াসিলাতের সুদ গণিত হয় ঠাকুরদাস রায় বং নবীনকৃষ্ণ ২২ উ রি ১২৬; ঠাকুরদাস আচার্য্য বং শশিভূষণ ১৭ উ রি ২০৮, হরদুর্গা ■ শরৎসুন্দরী ই ল রি ৪ ক ৬১৪

ধনাধ্যক্ষতা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কথা।

২১৩ ধারা কোন সম্পত্তির হিসাব পাইবার ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে সম্পত্তির নিয়মিত অধ্যক্ষতা করণ বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে যে হিসাব ও অনুসন্ধান লওয়ার ও অন্য যে বিষয়ের আদেশ করা উচিত বোধ করেন, তাহার আজ্ঞা করিবেন

এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন ব্যক্তি মরিলে ও আদালত তাঁহার সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতার বিধান করিলে যদি তাঁহার সম্পূর্ণ ঋণ ও দায় শোধ করণার্থে ঐ সম্পত্তিতে অকুলান হয়, তবে যাঁহাদিগকে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণয় করা যায় তাঁহাদের সম্পত্তি বিষয়ে যে যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতিভূক্রমে রক্ষিত ও অরক্ষিত মহাজনদের নিজ নিজ স্বত্ব বিষয়ে ও যে ঋণের ও দায়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ■ বার্ষিক বৃত্তির ও সম্ভাবিত ও নৈমিত্তিক দায়ের মূল্য নিরূপণ বিষয়ে, সেই সেই বিধিমতে কার্য্য করা যাইবে

ও তদ্রূপ কোন স্থলে সেই সম্পত্তি হইতে যাঁহাদের ঋণের শোধ পাইবার স্বত্ব থাকে, তাঁহারা ঐ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করণ বিষয়ক ডিক্রীর অধীন হইয়া এই আইনের বলে যে দাওয়া করিতে স্বত্ববান হন, ঐ সম্পত্তির উপর সেই দাওয়া করিতে পারিবেন।

মৃত ব্যক্তির সমস্ত ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত সম্পত্তি না থাকিলে, অরক্ষিত মহাজনগণ সকলে তুল্যানুপাতে যে সম্পত্তি থাকে তাহার মূল্য বিভাগ করিয়া পায় মৃত ব্যক্তির ধনাধ্যক্ষতা সংক্রান্ত নালিশ হওয়ার পূর্ব্বে যদি কোন মহাজন তাহার প্রাপ্য টাকার জন্য মৃত দেনদারের সম্পত্তি ক্রোক করে, তাহা হইলেও সে সমস্ত টাকা পায় না, অন্য অরক্ষিত মহাজনদিগের ন্যায় আংশিক টাকা মাত্র পায় কমলচন্দ্র বং রসিক ই ল রি ১০, ক ২০২, ২০৮

ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৪ ধারা। সম্পত্তির বিশেষ বিক্রয় স্থলে, যদি ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমা হয় ও আদালত বাদির পক্ষে নির্ণয় করেন, তবে ক্রয়ের টাকা আদালতে না দেওয়া গেলে, যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ টাকা দিতে হইবে ডিক্রীর মধ্যে এমত দিন নির্দ্ধারিত হইবে ও তন্মধ্যে এই আজ্ঞা থাকিবে যে বাদির বিপক্ষে খরচার ও ডিক্রী হইলে সেই খরচ সুদ্ধ ঐ ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে বাদী ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবেন কিন্তু সেই টাকা ■ খরচা না দেওয়া গেলে, মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিসমিস হইবে

অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৫ ধারা অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমা হইলে, যে দিন অবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে এমত দিন নিরূপণের আজ্ঞা করিয়া হিসাব লইবার ■ অন্য যে কার্য্য করা উচিত বোধ করেন সেই কার্য্য করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

হিসাব পাইবার নিমিত্ত মুখ্য ব্যক্তির ও কর্ম্মকারকের মধ্যে মোকদ্দমার কথা।

২১৫ক ধারা। কোন মুখ্য ব্যক্তি ■ তাহার কর্ম্মকারকের মধ্যে যে অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্য চলে, তাঁহার হিসাব পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে এবং পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমা

সংক্রান্ত বিধান করা যায় নাই, সেই সকল মোকদ্দমায় কোন পক্ষের পাওনা কি দেনা টাকার পরিমাণ নির্ণয় করণার্থে হিসাব লইবার প্রয়োজন হইলে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে, যেরূপ হিসাব লওয়া উচিত বোধ করেন, সেইরূপ হিসাব লইবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিবেন

বিপরীত দাওয়ার অনুমতি হইলে ডিক্রীর কথা।

২১৬ ধারা বাদির দাওয়ার বিরুদ্ধে কোন বিপরীত দাওয়া প্রতিবাদীর পক্ষে গ্রাহ্য করা গেলে, বাদির কত টাকা পাওনা প্রতিবাদির কিছু পাওনা থাকিলে তাঁহারই কত পাওনা আছে, ডিক্রীর মধ্যে এই কথা লেখা যাইবে ও কোন এক পক্ষের যত টাকা পাওনা বলিয়া দৃষ্ট হয় তত টাকা আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রী হইবে।

"১১১ ধারানুসারে বিপরীত দাওয়া গ্রহণযোগ্য হউক আর নাই হউক এই ধারার বিধান খাটিবে"

প্রতিবাদিকে যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তৎসম্বন্ধে ডিক্রীর ফলের কথা।

প্রতিবাদী বাদির নামে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিয়া সেই টাকার দাওয়া করিলে ও ডিক্রীর যে ফল হইত ও আপীল প্রভৃতি বিষয়ে যে বিধি বর্ত্তিত আদালত উক্ত স্থলে প্রতিবাদির কোন টাকা পাইবার যে ডিক্রী করেন তাহারও সেই ফল হইবে, ও আপীল প্রভৃতি বিষয়ে সেই বিধি বর্ত্তিবে।

ডিক্রির ও বিচারের সহী মোহরের নকল দিতে হইবার কথা।

২১৭ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিলে তাঁহার খরচের বিচারপত্রের ও ডিক্রীপত্রের সহীমোহরের নকল তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

খরচাবিষয়ক বিধি।

প্রার্থনাপত্রের খরচের কথা।

২১৮ ধারা আদালত এই আইনমতে কোন প্রার্থনাপত্রের নিষ্পত্তি করণ সময়ে কোন এক পক্ষের ঐ প্রার্থনাপত্রের খরচ দেওয়াইতে পারিবেন কিম্বা তৎপরে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহা করিবার সময়ে ঐ খরচার কথা বিবেচনা করিতে পারিবেন

যেস্থলে মূল মোকদ্দমা সংক্রান্ত ডিক্রিতে আদালত খরচার আদেশ দিতে পারেন, তথায় কোন পক্ষ খরচের জন্য পৃথক্ নালিস করিতে পারে না মহরমদাস বঃ অযোধ্যা ই ল রি ৮ আ ৪৫২

এই ধারা অনুসারে খরচার যে আদেশ হয় তাহা ডিক্রি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না গাঙ্গা বঃ ভারত সচিব ই ল রি ১২ ম ১২০

মূল আদেশ সম্বন্ধে যে স্থলে আপিল হইতে পারে সে স্থলে সেই আদেশ সংক্রান্ত খরচ সম্বন্ধেও আপিল হইতে পারে বালকৃষ্ণ বঃ লক্ষ্মীপতি সিংহ ই ল রি ৮ ক ৯১

মূল আদেশ সংক্রান্ত আপিল পরিত্যক্ত হইলেও খরচা সম্বন্ধে আপিল চলিতে পারে। বাসুদেব বঃ জগৎ জীবরাজ ই ল রি ১৬ ব ২৪১

খরচ কোন্ পক্ষের দিতে হইবে বিচারপত্রে ইহার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

২১৯ ধারা এক এক পক্ষের খরচা কাহার দিতে হইবে অর্থাৎ আপনি কি মোক-

দ্দমার অন্য কোন পক্ষ দিবেন এবং সমুদয় কিম্বা অংশমাত্র, কি যে অনুপাতে যাঁহার দিতে হইবে, বিচারপত্রে এই এই বিষয়ের আজ্ঞা থাকিবে

অনেক প্রতিবাদির মধ্যে যদি কেহ দাবি স্বীকার করে, এবং অপর সকলে অস্বীকার করে, এবং যদি আদালতের বিচারে সকলে দায়ী থাকা অবধারিত হয় তাহা হইলে যে দাবি অস্বীকার করে, তাহাকে আদালত অন্য প্রতিবাদিগণের খরচার জন্য দায়ী করিতে পারেন জগৎচন্দ্র বঃ রূপচাঁদ ই ল রি ৬ ক ৮১১।

১৮১৯ সালের ৮ আইন অনুসারে পত্তনি তালুক নিলাম হইলে তাহা যদি দেওয়ানি আদালত কর্ত্তৃক রহিত হয়, তাহা হইলে নিলামকারি জমিদার নিলাম খরিদকারির খরচ ও খেসারত দিতে বাধ্য হয়। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারা।

কোন পক্ষ কি পরিমাণ খরচা কাহাকে দিবে তাহা ডিক্রিতে স্পষ্টরূপে লিখিত থাকা আবশ্যক, তাহা না থাকিলে আদালত ছানি বিচারের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া সেই ডিক্রি সংশোধন করিতে পারেন, ছানি বিচার ভিন্ন ঐরূপ স্থলে আদালত ডিক্রি সংশোধন করিতে পারেন না রামসহায় বঃ রুক্ষ সিংহ ১৫ উ রি ৪১৪

কোন পক্ষ বহুকাল পরে ঐরূপ ডিক্রি সংশোধনের জন্য ছানি বিচারের প্রার্থনা করিলে তাহা মঞ্জুর হয় না উদয়তারা চৌধুরাণি বঃ সৈয়দ জনাব আলি ১৭ উ রি ৩৩৮।

খরচার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২২০ ধারা। আদালত যে কোন প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের ও মোকদ্দমার খরচা দেওয়াইতে ও অংশাংশমতে নিরূপণ করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হন এবং আদালত মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলেও তাঁহার উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার বাধা নাই

কিন্তু কোন প্রার্থনাপত্রের কি মোকদ্দমার যে খরচা লাগে তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রের কি মোকদ্দমার ফলের অনুগত হইবে না, আদালত এমত আজ্ঞা করিলে তাহার কারণ লিখিয়া জানাইবেন

এই আইনমতে খরচা সম্বন্ধে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর অঙ্গস্বরূপ না হইলে টাকার ডিক্রীর ন্যায় জারী করা যাইতে পারিবে

যে স্থলে বাদির দাবি আংশিক ডিক্রি হয়, তথায় খরচা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে বাদির দাবির যে অংশ ডিক্রি হয় তাহার অনুপাত অনুসারে প্রতিবাদী খরচায় দায়ী হয়, এবং বাদির দাবির যে অংশ ডিস্‌মিস হয়, তাহার অনুপাত অনুসারে প্রতিবাদির খরচার জন্য বাদী দায়ী হয় কিন্তু যে স্থলে দীর্ঘকাল মোকদ্দমার পরে বাদী ওয়াসিল ডিক্রি পায়, তথায় অবস্থা বিশেষে বাদী খরচা পায়, কিন্তু প্রতিবাদী পায় না বিবি মছিহন বঃ মনরুম ২৩ [illegible] রি ৬৯

কোন পক্ষ অন্যায় অনুরূপ পরবশ হইয়া যদি মোকদ্দমা করে, তাহা হইলে সে জয়লাভ করিলেও খরচা পায় না। কালিপ্রসাদ বঃ রামপ্রসাদ ১৮ উ রি ১৪

উইলের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মোকদ্দমা [illegible] যে স্থলে তর্কের কারণ থাকে, তথায় উইলকারির সম্পত্তি হইতে খরচা প্রদত্ত হয় ঠাকুর বঃ ঠাকুর ১৮ উ রি ৩৫৯; কৃষ্ণমণী বঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ ই ল রি ১৬ ক ৩৮৩, ৩৯৬

যে স্থলে প্রতিবাদী প্রতিকূল দাবি করে, তথায় সেই দাবি ডিক্রি হইলে প্রতিবাদী খরচ পায় ওকিলিদের দেওয়ানি কার্য্যবিধি, ১১১ ধারার টীকা দেখ

টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকার হইলে কি জানিতে পারা গেলে, তাহা হইতে খরচা বাদ দিতে পারিবার কথা

২২১ ধারা। এক পক্ষের খরচা অন্য পক্ষের দিতে হইলে, যদি ঐ এক পক্ষ ঐ অন্য পক্ষের টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকার করেন কিম্বা মোকদ্দমায় তাহা পাওনা বলিয়া জানা যায়, তবে আদালত সেই টাকা হইতে ঐ খরচা বাদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

খরচার উপর সুদের কথা।

২২২ ধারা। আদালত খরচার উপর বৎসর শতকরা ছয় টাকার অনধিক হারে সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

বিবাদের বিষয় হইতে খরচা দিবার কথা।

এবং সুদ সহিত বা সুদ বিনা ঐ খরচ মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হইতে দেওয়া কি লওয়া যায় এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন

খরচার উপর সুদ দেওয়া সম্বন্ধে ডিক্রিতে স্পষ্ট আদেশ না থাকিলে ডিক্রিদার তাহা পাইতে পারে না। সদাশিব পিলাই বঃ রামলিঙ্গ ৩ প্রি কৌ ঞ ১৯০, শেট গোকুলদাস বঃ মুরলি ই ল রি ৩ ক ৮০২ প্রি কৌ

ডিক্রির পরে খরচার উপর যে সুদ প্রাপ্য হয়, তাহার সম্বন্ধে ডিক্রিতে আদেশ না থাকিলে, তজ্জন্য ডিক্রিদার পৃথক্ নালিস করিতে পারে ঐ নিষ্পত্তি দেখ।

ডিক্রিতে খরচার সুদ সম্বন্ধে আদেশ না থাকিলেও, দেনাদার আপসে খরচার সুদ দিতে স্বীকৃত হইয়া ডিক্রিজারি স্থগিত রাখাইলে ডিক্রিদার সুদ পাইতে পারে গো কু দাস বঃ মুরলি ই ল রি ৩ ক ৮০২

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি।

ক।—যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ক বিধি।

যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক কথা।

২২৩ ধারা। যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহারই দ্বারা কিম্বা নিম্নলিখিত বিধানমতে জারী করাইবার জন্যে অন্য যে আদালতে পাঠান যায়, তাঁহার দ্বারা, ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, সেই আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে সেই ডিক্রী জারী করাইবার জন্যে অন্য আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হয় তিনি যথার্থই ও স্বেচ্ছামতে ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করিলে কি ব্যবসায় করিলে কিম্বা লাভের আশায় নিজে কর্ম্ম করিলে, কিম্বা—

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করণার্থ ঐ ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি না থাকিলে ও ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে সম্পত্তি থাকিলে, কিম্বা—

(গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন ডিক্রীর মধ্যে সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কিম্বা—

(ঘ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত অন্য কোন কারণে ঐ অন্য আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী হওয়া উচিত বোধ করিলে। এই স্থলে তাঁহার সেই কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, আপন প্রবৃত্তিমতে আপনার অধীন কোন আদালতে তাহা জারী করিবার নিমিত্তে পাঠাইতে পারিবেন

এই ধারামতে ডিক্রী জারী করাইবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালত,

অথ্য যে আদালত ডিক্রী করেন তাঁহার নামে সর্টিফিকেট লিখিয়া ঐ ডিক্রী জারী করাইবার কথা কিম্বা জারী করিতে না পারিলে না পারিবার সকল ভাবগতিক জানাইবেন

"এমন মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়া থাকিলে, যাহার আবেদনপত্রের লিখিতমত মূল্য দুই হাজার টাকার বেশী নয় এবং যাহা উহার বিষয় বিবেচনায় উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইনক্রমে কোন প্রেসিডেন্সির অথবা কোন প্রদেশীয় ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাধিন হইতে বর্জ্জিত নয় "

৩ যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত কলিকাতায় কি মান্দ্রাজে কি বোম্বাইয়ে কি রাঙ্গুণে ঐ ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে, কলিকাতার কি স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের কি রাঙ্গুণের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে ২২৪ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের উল্লিখিত নকল ও সর্টিফিকেট পাঠাইবেন তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত আপনার কৃত ডিক্রীর ন্যায় ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন ও ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায়, উভয়ই একই জিলার মধ্যে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত আদালত শেষোক্ত আদালতে তাহা একেবারে পাঠাইবেন। কিন্তু ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায় তাহা ভিন্ন জিলায় থাকিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত যে জিলায় মধ্যে তাহা জারী করাইবেন ওথাকার জিলার আদালতে ডিক্রী পাঠাইবেন

এই ধারা অনুসারে যে আদালত ডিক্রি দেন, সেই আদালতে সেই ডিক্রিজারি হইতে পারে পরন্তু এই ধারা ৬৪৯ [illegible] রার সহিত একত্রে পাঠ্য, এবং এই দুই ধারা পাঠ দ্বারা জানা যায়,—

(১) ডিক্রিজারি সম্বন্ধে কোন আপিল আদালতের কিছু মাত্র অধিকার নাই। যে আদালতে প্রথম বিচার হয় কেবল সেই আদালতে ডিক্রিজারির কার্য্য চলিতে পারে

(২) যদি কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পরে, কিন্তু তৎপরে ও ডিক্রিজারির পূর্ব্বে, সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারক আদালত উঠিয়া যায়, তাহা হইলে জারির সময়ে যে আদালতের সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিকার থাকে, সেই আদালতে সেই ডিক্রিজারির প্রার্থনা করিতে হয়

(৩) যদি জারির সময় মূল মোকদ্দমা বিচারকারী আদালত বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে তখন সেই আদালতের বিচারাধিকার না থাকে, তাহা হইলে নিষ্পত্তিকারী আদালতে, অথবা তৎকালে বিচারাধিকারবিশিষ্ট আদালতে, যেখানে ডিক্রিদারের ইচ্ছা সেইখানে জারির প্রার্থনা করিতে পারে কার্ত্তিকচন্দ্র দে বঃ ত্রিলোকনাথ রায় ই ল রি ১৫ ক ৬৬৭

উক্ত মোকদ্দমার অবস্থা এইরূপ যথা ;—যে সময়ে মুঙ্গের জেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত ছিল, সেই সময়ে মুঙ্গেরের অন্তর্গত একটি সম্পত্তি সম্বন্ধে ভাগলপুরের সবর্ডিনেট জজ এক ডিক্রি দেন তাহার পরে মুঙ্গের জেলায় একজন পৃথক সবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত হওয়ায়, সেই ডিক্রি ভাগলপুরের আদালতে জারি হইবে, কি মুঙ্গেরের আদালতে জারি হইবে, এই তর্ক উত্থাপিত হয় তাহাতে হাইকোর্ট অবধারণ করেন যে, এই ধারা অনুসারে ভাগলপুরের আদালত উক্ত ডিক্রি সংক্রান্ত দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারেন এমত নহে, যদি সুবিধা বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মুঙ্গেরের আদালতে সার্টিফিকেট পাঠাইয়া জারি করিতে পারেন। ই ল রি ১৫ ক ৬৬৭।

ভিন্ন আদালতের অধিকারের মধ্যে সম্পত্তি থাকিলেও যে আদালত তৎসম্বন্ধে ডিক্রি দেন, সেই আদালত ডিক্রিজারি করিতে পারেন ম লিক বঃ ছিদ ই ল রি ১৪ ক ৬৬১ ; গোপীমোহন রায় বঃ দৈবকীনন্দন সেন ই ল রি ১৯ ক ১৩

শেষোক্ত মোকদ্দমার অবস্থা এইরূপ যথা,—মানভূমকা ও বীরভূম এই দুই জেলার অন্তর্গত দুইটি সম্পত্তি এক দলিলের দ্বারা আবদ্ধ ছিল, এবং উভয় সম্পত্তি সম্বন্ধে বীরভূমের আদালত ডিক্রি দেন, এই অবস্থায় অবধারিত [illegible] যে, বীরভূমের আদালত কর্ত্তৃক মানভূমকার সম্পত্তি বিক্রীত হইতে পারে। ই ল রি ১৯ ক ১৩।

মোকদ্দমা দায়ের হওয়ার পরে সুদ খরচা সমেত যদি দাবি অধিক হইয়া যায়, তাহা হইলেও যে আদালত ডিক্রি দেন, সেই আদালত জারি করিতে পারেন শ্যাম রায় বঃ নীলজি ই ল রি ১০ ক ২০০।

যে স্থলে দেনাদারের অনেক জেলায় সম্পত্তি থাকে এবং সেই সকল সম্পত্তি শীঘ্র ক্রোক না করিলে ডিক্রিদারের ক্ষতি হওয়া সম্ভব, সেই স্থলে আদালত ইচ্ছা করিলে একাধিক জেলায় এক সময়ে সার্টিফিকট পাঠাইতে পারেন সারদাপ্রসাদ বঃ লক্ষ্মীপতি ২ প্রি কৌ ■ ৫৬০

যে আদালত ডিক্রি দেন, সেই আদালতে ডিক্রি দায়ের থাকা কালে ও অন্য আদালতের অধিকারস্থিত সম্পত্তি ক্রোক জন্য সার্টিফিকেট প্রেরিত হইতে পারে কৃষ্ণকিশোর দত্ত বঃ রূপলাল দাস ই ল রি ৮ ক ৬৮৭

যে আদালত ডিক্রি দেন, সেই আদালতের অধিকার মধ্যে দেনদারের প্রচুর সম্পত্তি থাকিতে অন্য আদালতে সার্টিফিকেট প্রেরণ করা উচিত নহে বর্দ্ধমানাধিপতি বঃ শ্রীনাথ রায় মিত্র ৯ উ রি ৩৪৬

কিন্তু যদি ঐরূপ অবস্থায় অন্য আদালতে সার্টিফিকেট প্রেরিত হয়, এবং সেই সার্টিফিকেট অনুসারে দেনাদারের সম্পত্তি বিক্রীত হয়, তাহা হইলে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না কালীপ্রসন্ন বসু বঃ দিননাথ বসু ১৯ উ রি ৪৩৮ পৃষ্ঠ দেখ।

এক সম্পত্তি দুই আদালতের অধিকার মধ্যে থাকিলে টাকার ডিক্রি অনুসারেও উভয় আদালত সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন কালীপ্রসন্ন বঃ দিননাথ ১৯ উ রি ৪৩৫, রামলাল মৈত্র বঃ বামাসুন্দরী ই ল রি ১২ ক ৩০৭

কোন ছোট আদালতের এলাকার বাহিরে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তাহা সেই আদালত ক্রোক বা নিলাম করিতে পারেন না, এই ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট দিতে পারেন পার্ব্বতীচরণ বঃ পদ্মানন্দ ই ল রি ৬ অ ২৪০ ফু, বে

সার্টিফিকেটের দরখাস্ত ডিক্রিজারির দরখাস্ত বলিয়া গণ্য হয় না নীলমণি বঃ ধীরেশ্বর ই ল রি ১৬ ক ৭৪৪

এই ধারা অনুসারে "অন্য আদালতে" সার্টিফিকেট প্রেরিত হইতে পারে। 'অন্য আদালত' শব্দে সেইরূপ মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে আদালতের বিচারাধিকার আছে তাহা বুঝায়। দুর্গাচরণ মজুমদার বঃ উমাতারা ই ল রি ১৬ ক ৪৬৫, গোকুলকৃষ্ণ বঃ অখিলচন্দ্র ই ল রি ১৬ ক ৫৪৭

"অন্য আদালতে জারির দ্বারা সমস্ত টাকা আদায় না হইলে, যে আদালত প্রথম ডিক্রি দেন, সেই আদালতে জারির জন্য ডিক্রিদার নথি ফিরাইয়া আনিতে পারে। আশুতোষ দত্ত বঃ দুর্গাচরণ ই ল রি ৬ ক ৫০৪

কোন আদালত আপনার ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করাইতে ইচ্ছা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। কোন আদালত ২২৩ ধারামতে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে এই এই পত্রাদি পাঠাইবেন ;—

(ক) ডিক্রীর নকল ;

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের এলাকার মধ্যে ডিক্রী জারী করণদ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন হয় নাই এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট কিম্বা ডিক্রীর অংশমাত্র সাধন হইলে, যতদূর সাধন হইয়াছে ও ডিক্রীর যে অংশটী সাধন না হইয়া রহিয়াছে তদ্বিষয়ের সার্টিফিকেট ; এবং

(গ) ডিক্রী জারী করিবার কোন আজ্ঞা হইয়া থাকিলে সেই আজ্ঞার নকল ও তদ্রূপ আজ্ঞা না হইয়া থাকিলে সেই মর্ম্মের সার্টিফিকেট।

সার্টিফিকেট যে প্রণালীতে লিখিত হয় তৎসম্বন্ধে চতুর্থ সারণির ১৩৪ সংখ্যক ফারম দেখ।

এই ধারার (গ) প্রকরণে ডিক্রিজারিসংক্রান্ত 'আজ্ঞার নকল' সার্টিফিকেট সহ পাঠাইবার বিধান আছে তদনুসারে যে সকল আজ্ঞা" প্রবল থাকে এবং যাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কেবল সেই সকল আজ্ঞার নকল পাঠাইতে হয় হাতি ভাই বঃ পথেল বিচার ই ল রি ১৩ ব ৩৭১।

আদালত ডিক্রীর নকল প্রভৃতি পাইলে প্রমাণ না লইয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

২২৫ ধারা। যে আদালতে তদ্রূপে ডিক্রী পাঠান যায় সেই আদালত বিশেষ কোন

কারণে ঐ ডিক্রীর কিম্বা জারী করণের আজ্ঞা কিম্বা তাহার নকলের কিম্বা যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহার বিচারাধিপত্যের প্রমাণ চাহিলে, বিচারপতি ঐ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ; নতুবা কোন প্রমাণ না লইয়া, ঐ ঐ নকল ও সর্টিফিকেট গ্রাহ্য করিয়া রাখিবেন

যে আদালতে সার্টিফিকেট প্রেরিত হয়, সেই আদালত আবশ্যক বিবেচনা করিলে সার্টিফিকেটকারি আদালতের মূল মোকদ্দমা বিচারাধিকার সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পারেন হাজিমুসা বঃ পরমানন্দ ই ল রি ১৫ ব ২০৯

উপরোক্ত মোকদ্দমাটি বৈদেশিক আদালতের ডিক্রি সংক্রান্ত ইহাতে অবধারিত হয় যে, ডিক্রি প্রেরক বৈদেশিক আদালতের সেই ডিক্রি দিবার ক্ষমতা না থাকা প্রতীয়মান হইলে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের কোন আদালত সেই ডিক্রিজারি করিতে বাধ্য নহেন ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের কোন আদালত হইতে অন্য আদালতে কোন ডিক্রি জারির জন্য প্রেরিত হইলেও, [illegible] রির আদালত ঐরূপ কারণে জারির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় ই ল রি ১৫ ব ২১৯ পৃষ্ঠ দেখ, কিন্তু দেখ, চোগমাল বঃ টুমান ই ল রি ৭ ব ৪৮১

যে স্থলে মূল মোকদ্দমা বিচারকারী আদালতের বিচারাধিকার কোন বিশেষ বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করে, সেই স্থলে জারির আদালত সেই বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে, ব মূল মোকদ্দমা বিচারকারী আদালতের বিচারাধিকার থাকা না থাকা অবধারণ করিতে পারেন না কস্তুরাশেঠ বঃ রাম ই ল রি ১০ ব ৭৫

ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তৎকর্ত্তৃক জারী হওয়ান কথা

২২৬ ধারা। ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তাহা জিলার আদালত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নকল তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, ঐ আদালত আপনি তাহা জারী করিতে পারিবেন কিম্বা অধীন যে আদালতের প্রতি আজ্ঞা করেন সেই আদালত জারী করিতে পারিবেন

২ ধ র অনুসারে ছোট আদালত জেলার জজের অধীন

অন্য আদালতের প্রেরিত ডিক্রী হাইকোর্টের দ্বারা জারী করিবার কথা।

২২৭ ধারা। ডিক্রী জারী করিবার জন্যে হাইকোর্টে পাঠান গেলে ঐ কোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণপক্ষে সাধারণ ক্ষমতা মতে কার্য্য করিয়া আপনি ডিক্রী করিলে যে প্রকারে জারী করিতেন, সেই প্রকারে ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন

যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারযোগ্য নহে কেবল সেইরূপ মোকদ্দমা সংক্রান্ত ডিক্রি হাইকোর্টে প্রেরিত হইতে পারে ২২৩ ধারা দেখ

প্রেরিত ডিক্রীজারী সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার ও ঐরূপ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা

২২৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ডিক্রী জারী করিবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায়, সেই আদালত আপনার ডিক্রী জারী করণার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন ঐ ডিক্রী জারী করণার্থেও সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন কোন ব্যক্তি সেই ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় আজ্ঞা না মানিলে কিম্বা জারী করণের বাধা জন্মাইলে, ঐ আদালত আপনি ঐ ডিক্রী করিলে যেরূপে ঐ ব্যক্তির দণ্ড করিতে পারিতেন সেইরূপ করিতে পারিবেন। এবং ঐ ডিক্রী জারী করণ সম্পর্কেও আদালত যে যে আজ্ঞা করেন, আপনি ঐ ডিক্রী করিলে ঐ ঐ আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক যে বিধি বর্ত্তিত সেই বিধি বর্ত্তিবে

যে আদালতে সার্টিফিকেট প্রেরিত হয়, সেই আদালত ২২০ ধারা অনুসারে ডিক্রি প্রেরণকারি আদালতের বিচারাধিকার সম্বন্ধে [illegible] করিতে পারেন, কিন্তু দেখ, চোগামাল বঃ টুমান ই ল রি ৭ ব ৪৮১।

মূল ডিক্রি ভ্রমমূলক বলিয়া কোন আদালত সেই ডিক্রিজারির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি উচিত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ২৩৯ ধারা অনুসারে জারি স্থগিত রাখিয়া আপত্তিকারি পক্ষকে ছানি বিচারের প্রার্থনা করিবার জন্য সময় দিতে পারেন। সুব্রহ্মণ্য বঃ পাপ্পামা ই ল রি ৪ মা ৩২।

তামাদি সংক্রান্ত আপত্তি আদ্য আদালত ও জারির আদালত উভয় আদালতে বিচারিত হইতে পারে। শ্রীহরি মণ্ডল বঃ মুরারি ই ল রি ১৩ ক ২৫৭, নৃসিংহদয়াল বঃ হরিহর ই ল রি [illegible] ক ৮৯৭, ৯০১

আদ্য আদালত যদি কোন ডিক্রি তামাদি না হওয়া অবধারণ করেন, তাহা হইলে সেই আপত্তি জারির আদালতে পুনরুত্থাপিত হইতে পারে না। ২৪২ ধারা হোসেন আহাম্মদ বঃ মজু মহম্মদ ই ল রি ১৫ ব ২৮, মঙ্গলপ্রসাদ দীক্ষিত বঃ গিরিজাকান্ত লাহড়ি ই ল রি ৮ ক ৫১

ডিক্রিতে যদি কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ থাকে, তাহা হইলে জারির আদালত সেই সম্পত্তি অবিক্রেয় বলিয়া নিলাম করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সদাশিব বঃ জারঠী শাহ ই ল রি ৮ ব ১৮৫; মাধবলাল বঃ বাটওয়ালি ই ল রি ১০ আ ১৩০

জারির আদালত মূল ডিক্রিতে কোন কথা সংযোগ ও তাহার কোন কথা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। নীলকমল রায় বঃ রোহিণী দাসী ১৩ উ রি ৩৩০, ফরেষ্টর বঃ ভারতসচিব ই ল রি ৩ ক ১৬১ প্রি কৌ

ডিক্রিতে যেরূপ আদেশ থাকে জারির আদালত তাহার বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে পারেন না। হরদয়াল বঃ চাউলিলাল ই ল রি ৭ অ ১৯৪

সার্টিফিকেটে যে টাকা ডিক্রিদারের পাওনা থাকা বলিয়া লিখিত থাকে, তাহা ঠিক বটে কি না, সে বিষয় জারির আদালত কোন সন্দেহ করিতে পারেন না। কেশবচন্দ্র বঃ খেলাতচন্দ্র [illegible] উ রি ৩৬১

কোন ব্যক্তি ডিক্রিদারের স্বত্ব ক্রয় করিয়া আপন নামে সেই ডিক্রি চালাইবার প্রার্থনা করিলে, সার্টিফিকেট অনুসারে যে আদালতে সেই জারির কার্য্য চলে, সেই আদালত তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন না। ২৩২ ধারা দেখ। আরও দেখ, শিবনারায়ণ সিংহ বঃ হরবংশলাল ১৪ উ রি ৬৫

সার্টিফিকেটে যাহাকে আদ্য আদালত ডিক্রিদারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন, জারির আদালত তাহার স্বত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিতে পারেন না। রামচন্দ্র বঃ মহেন্দ্রনাথ ২১ উ রি ১৪১।

যে আদালতে সার্টিফিকেট প্রেরিত হয়, সেই আদালত অন্য জেলার আদালতে সার্টিফিকেট দিতে পারেন না। গণপতি সিংহ বঃ উমাসুন্দরী ২১উ রি ৩৩৭, শিবনারায়ণ বঃ বিপিনবিহারী ই ল রি ৩ ক ৫১২

তৃতীয় ব্যক্তির ক্লেমের বিচার আদ্য আদালত করিতে পারেন না। ইন্দ্রচন্দ্র বঃ গোপালচন্দ্র ১১ উ রি ৫০৭।

এতদ্দেশীয় রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত আদালতের ডিক্রীর কথা।

২২৯ ধারা। ভিন্নদেশীয় কোন রাজার দেশে কি রাজ্যাধিকারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতিক্রমে যে আদালত স্থাপিত বা রক্ষিত হয়, সেই আদালতের ডিক্রী ও আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে না পারিলে এই আইনের বিধানমতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে পারিবে।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রী দেশীয় রাজাদের রাজ্যাধিকারস্থিত ব্রিটিষ আদালতে পাঠাইবার কথা।

"২২৯ক ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তি ধারাগুলির যতটা কোন আদালতকে জারী করিবার নিমিত্ত অপর কোন আদালতে ডিক্রী পাঠাইতে সক্ষম করে ততটার এইরূপ অর্থ করা যাইবে যে, কোন ভিন্ন দেশীয় রাজার বা রাজ্যাধিকারভুক্ত যে প্রদেশে এই ধারা খাটে বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে সেই প্রদেশে যে আদালত স্থাপিত বা রাখিয়া দেওয়া হয় সেই আদালতে তদনুসারে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন আদালত জারী করিবার নিমিত্ত ডিক্রী পাঠাইতে সক্ষম হইবেন।"

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশীয় রাজ্যাধিকারের আদালতের ডিক্রীজারী করিবার কথা।

২২৯খ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কোন এদেশীয় রাজার কি রাজ্যাধিকারের শাসিত দেশের অন্তর্গত যে দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত বা "রাখিয়া দেওয়া" হয় নাই, সেই আদালতের ডিক্রী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষে জারী করা যাইতে পারে এবং

(খ) তদ্রূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন

সেই আজ্ঞা যত দিন প্রবল থাকে তত দিন উক্ত ডিক্রী তদনুসারে জারী করা যাইতে পারিবে

১২ ও ১৪ ধারা দেখ

খ।—ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার বিষয়ক বিধি

ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনার কথা

২৩০ ধারা ডিক্রীদার ডিক্রী প্রবল করিতে চাহিলে যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি সেই আদালতে কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে কোন কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাঁহার নিকটে, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে অন্য আদালতে প্রেরণ করা গেলে সেই আদালতে কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিবেন।

আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ডিক্রীমত খাতকের ও তাঁহার সম্পত্তির উপর একই সময়ে ডিক্রী জারী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন

এই ধারাক্রমে টাকা দেওনের কিম্বা অন্য সম্পত্তি সমর্পণ করণের ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনা করা গেলে, ও সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে তৎপশ্চাৎ সেই ডিক্রী জারী করিবার জন্য প্রার্থনা নিম্নলিখিত কোন তারিখ অবধি দ্বাদশ বৎসর গত হইলে পর গ্রাহ্য হইবে না,—

(ক) যে ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাহার, কিম্বা আপীল হইয়া সেই ডিক্রী প্রবল রাখিবার ডিক্রী হইলে তাহার তারিখ অবধি, কিম্বা

(খ) ডিক্রী দ্বারা কিম্বা পশ্চাৎ অন্য আজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট তারিখে কোন টাকা দিবার কি কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে, প্রার্থক যে টাকা কি সম্পত্তি লক্ষ্য করিয়া ডিক্রী প্রবল করাইতে চেষ্টা করেন, সেই টাকা দিবার কি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার কার্য্য যে তারিখে হয় সেই তারিখ অবধি।

ঐ প্রার্থনাপত্রের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ডিক্রীমত খাতক প্রতারণা দ্বারা কিম্বা বলক্রমে ও ডিক্রী জারী হইবার বাধা দিয়া থাকিলে বার বৎসরের ঐ মিয়াদ গত হইলেও এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধা নাই

যে আদালত ডিক্রি দেন তাহার অধিকারে দেনাদারের সম্পত্তি থাকিলে সেই আদালতে জারির দরখাস্ত করিতে হয় 'যে আদালত ডিক্রি দেন' এই শব্দ নিচয়ের অর্থ সম্বন্ধে ৬৪৯ ধারা দেখ আরও দেখ ২২৩ ধারার টীকা। আরও দেখ গঙ্গাপ্রসাদ বঃ মদনমোহন ইং ল রি ৬ ক ৫১৩

শেষোক্ত মোকদ্দমার অবস্থা এইরূপ, যথা,—মানবাজারের [illegible]

ঐ ডিক্রি দেওয়ার পরে, কিন্তু উহা জারি হওয়ার পুর্ব্বে, উক্ত বধকী সম্পত্তি কাটার মুন্সেফের অন্তর্গত হয়, এবং মানবাজারের মুন্সেফি তথা হইতে উঠিয়া বড়বাজারে স্থাপিত হয়। এইরূপ অবস্থায় অবধারিত হয় যে প্রাগুক্ত ডিক্রি বড়বাজার ও কাটা উভয় স্থানের আদালতে জারি হইতে পারে। লক্ষণ পাণ্ড বঃ মদনমোহন ই ল রি ৬ ক ৫১৩

কে জারির দরখাস্ত করিতে পারে ;—বিনাসিদার জারির দরখাস্ত করিতে পারে না। দিননাথ চক্রবর্ত্তী বঃ ললিতকুমার ই ল রি ■ ক ৬৩৩, গৌরসুন্দর বঃ হেমচন্দ্র চৌধুরী ই ল রি ১৬ ক ৩৫৫

দরখাস্তের ফারম ;—ডিক্রি জারির দরখাস্তের ফারম সম্বন্ধে ২৩৫ হইতে ২৩৮ ধারা দেখ

দ্বাদশ বৎসরের পরে কোন ডিক্রি জারি হয় না ;—এই ধারা অনুসারে যে ডিক্রি জারির জন্য একবার দরখাস্ত হইয়াছে, সেই ডিক্রি প্রদত্ত হওয়ার তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর পরে আর তাহা জারি হইতে পারে না। তবে কোন নিশ্চিত তারিখে টাকা বা কোন সম্পত্তি ডিক্রিদারকে দিবার আদেশ ডিক্রিতে থাকিলে সেই তারিখ হইতে উক্ত দ্বাদশ বৎসর গণিত হয়। পরন্তু যদি ডিক্রিতে কেবল 'মাসে মাসে' বা 'বর্ষে বর্ষে' কোন টাকা বা সম্পত্তি দিবার আদেশ দেনাদারের প্রতি থাকে, তাহা হইলে কেবল কোন স্থলে ডিক্রির তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর গণিত হয়। ইছুক খাঁ বঃ সর্দ্দার খাঁ ই ল রি ৭ ম ৮৩, কিন্তু দেখ কাভিরি বঃ বেঙ্কসা ই ল রি ১৪ ম ৩৯৬, লক্ষ্মীবাই বঃ মাধবরাও ই ল রি ১২ ম ৬৫

দেনাদারের দরখাস্ত অনুসারে ডিক্রির টাকা পরিশোধ জন্য সময় প্রদত্ত হইলে, সেই মিয়াদ গত হওয়ার তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর গণিত হয় না। জগবন্ধু দাস বঃ হরি রাউত ই ল রি ১৬ ক ১৬

দেনাদার প্রতারণার দ্বারা মাতব্বের পরওয়ানা যদি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে জারি হইতে না দেয়, তাহা হইলে দ্বাদশ বৎসরের পরেও ডিক্রি জারি হইতে পারে। পাট্টাকর বঃ রঙ্গস্বামী ই ল রি ৬ মা ৩৬৫, ভাও জেঠ বঃ মালিক বাবা সাহেব ই ল রি ৯ ব ৩১৮

ওয়াসিলাতের ডিক্রি অনুসারে যে তারিখে ওয়াসিলাত অবধারিত হয় সেই তারিখ হইতে ঐ ডিক্রি জারির সময় গণিত হয়। বরদাসুন্দরী বঃ করগনম ১১ ক ল রি ১৭

যে তারিখে দ্বাদশ বৎসর শেষ হয় সেই তারিখে আদালত বন্ধ থাকিলে, যে তারিখে তাহার পরে আদালতের প্রথম অধিবেশন হয় সেই তারিখে জারির দরখাস্ত দাখিল হইতে পারে। প্যারিমোহন বঃ আনন্দ চরণ ই ল রি ১৮ ক ৬৩১

অনেক ডিক্রীদার থাকিলে কোন এক জনের ঐ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩১ ধারা। দুই কি ততধিক ব্যক্তির সপক্ষে সাধারণ ডিক্রী হইলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সকলের হিতার্থে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে উত্তরজীবী অন্য ব্যক্তিদের ও মৃত ব্যক্তির স্বার্থ সম্বন্ধীয় স্থলাভিষিক্তের হিতার্থে, সম্পূর্ণ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে প্রার্থনা করা যায় আদালত সেই প্রার্থনানুসারে ডিক্রী জারী করিবার অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইলে, অন্য যে ব্যক্তিরা সেই প্রার্থনায় সংযুক্ত না ছিলেন তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে যে আজ্ঞা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিবেন

যেস্থলে অনেকের অনুকূলে একটি ডিক্রি হয়, তথায় সাধারণ নিয়মানুসারে ডিক্রিদারগণ সকলে একযোগ হইয়া জারির দরখাস্ত করা উচিত। রায় গদাধর বঃ ধনেশ্বর ■ ক ল রি ১১৭ ; রাজা জগন্নাথ সিংহ বঃ সুজন সিংহ ই ল রি ৪ অ ৭২, রাম অবতার বঃ অযোধ্যা সিংহ ই ল রি ১ অ ২৭১

অনেক ডিক্রিদারের মধ্যে এক জন কর্ত্তৃক ডিক্রি জারি হওয়া সম্বন্ধে ডিক্রিতে কোন নিষেধ না থাকিলে আদালত অবস্থা বিশেষে এক জন কর্ত্তৃক জারির অনুমতি দিতে পারেন। জোরা সিংহ বঃ রামনারায়ণ ■ বে ল রি ৬২।

... বিশেষ কারণ ব্যতীত অনেকের মধ্যে একজন ডিক্রিদার তাহার নিজ অংশের জন্য জারির অনুমতি

পায় না, উপযুক্ত কারণ দেখিলে আদালত একজনকে সমস্ত ডিক্রিজারির অনুমতি দিতে পারেন ঠাকুরদাস সিংহ বঃ লক্ষ্মীপতি দুগর ৭ উ রি ১০

অনেক ডিক্রিদারের মধ্যে কেহ আপন স্বত্ব দেনাদারকে বিক্রয় করিলে, অপর ডিক্রিদার কেবল তাহার অংশের জন্য ডিক্রি জারি করিতে পারে ব্রজেশ্বরী চৌধুরাণী বঃ ত্রিপুরাসুন্দরী ৩ ক ল রি ৫১৩ কমিলেশ্বরী বঃ হরিশচন্দ্র ই ল রি ৬ ক ২৯৪, ই ল রি ৯ ক ৪৮২ প্রি কৌ

অনেকের মধ্যে এক জন ডিক্রিদার জারির প্রার্থনা করিলে, তাহাকে জারির অনুমতি দিবার পূর্বে দেনাদারকে ও অন্য ডিক্রিদারদিগকে সম্বাদ দিয়া তাহাদের সমক্ষে সেই বিষয় চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া আদালতের কর্তব্য অমৃতনাথ চৌধুরী বঃ চন্দ্রকিশোর সিংহ ২১ উ রি ৩১

অনেকের মধ্যে এক জন ডিক্রিদারকে আদালত যদি ডিক্রিজারির অনুমতি না দেন তাহা হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হয় না ৫৮৮ ধারা দেখ

ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার প্রার্থনার কথা।

২৩২ ধারা। লিখিত নিরূপণপত্রক্রমে কিম্বা আইনের কার্য্যবলে সেই ডিক্রী ডিক্রীদারের হস্ত হইতে অন্য কোন ব্যক্তির হস্তগত হইলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন ঐ ডিক্রী প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আদালতে ঐ ডিক্রী জারীর প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং ডিক্রীদার আপনি ঐ প্রার্থনা করিতে পারিলে যে প্রকারে ও যে নিয়মাধীনে তাহা জারী করা যাইত আদালত বিহিত বোধ করিলে ঐ ডিক্রী সেই প্রকারে ও সেই নিয়মাধীনে জারী করা যাইতে পারিবে

কিন্তু (ক) নিরূপণপত্রক্রমে সেই ডিক্রী অন্যের হস্তগত হইলে, উক্ত প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া হস্তান্তরকারিকে ও ডিক্রীমত খাতককে দেওয়া যাইবে ও তাঁহারা ঐ ডিক্রী জারী করণ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আদালত তাঁহাদের ঐ আপত্তি না শুনিলে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইবে না

(খ) অনেক ব্যক্তির বিপক্ষে টাকার ডিক্রী হইয়া তাঁহাদের কোন ব্যক্তির হস্তগত হইলে, অন্যদের বিপক্ষে তাহা জারী করা যাইতে পারিবে না।

লেখ্য পত্রের দ্বারা,—বাচনিক বিক্রয় অনুসারে ডিক্রিদারের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ক্রেতা এই ধারার বিধান মতে ডিক্রিদারের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না জাওর মাল বঃ উমাজি ই ল রি ৭ ব ১৭৮ পর্ব্বতী বঃ দিগম্বর ই ল রি ১৫ ব ৩০৭।

আইনের বলে অন্যের হস্তগত হইলে;—ডিক্রিদারের মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী, বা তাহার উইলের কার্য্য সম্পাদক তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়, এবং এই ধারা অনুসারে তাহারা সেই ডিক্রি জারি করিতে পারে

মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ১৮৮৯ সনের ৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট না লইয়া উক্ত আইন জারি হওয়ার পরের বা পূর্ব্বের কোন ডিক্রি জারি করিতে পারে না ১৮৮৯ সালের ৭ আইনের ৪ ধারা, ভিখিরাম উমাজি বঃ হনুমন্ত ই ল রি ১৫ ব ২৬৫

কখন কখন ডিক্রিদারের জীবন কালেও তাহার স্বত্ব আইনের বলে লোপ হইয়া অন্য ব্যক্তির স্বত্ব হয়।

(১) হিন্দু বিধবা তাহার স্বামির সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইয়া যদি তাহার স্বামির অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই দত্তক পুত্র যে দিবসে গৃহীত হয় সেই দিবস হইতে সে সমস্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হয় উইল সংক্রান্ত আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির উইলের কার্য্য সম্পাদক তাহার সমস্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান হয়, এবং সে উইলের নিয়োগ অনুসারে যাহাকে যে সম্পত্তি দাতব্য তাহাকে যখন সেই সম্পত্তি দেয়, তখন সেই সম্পত্তিতে কার্য্য নির্ব্বাহকের স্বত্ব লোপ হইয়া দান পাত্রের স্বত্ব হয়

উপরোক্ত প্রকার স্থলে, হিন্দু বিধবা প্রভৃতির স্বত্ব তাহাদিগের জীবনকালে লোপ হইয়া দত্তক পুত্রাদির স্বত্ব হয়, এবং এই সকল স্থলে হিন্দু বিধবাদির অনুকূলে যে ডিক্রি থাকে তাহা সেই দত্তক পুত্রাদি এই ধারা অনুসারে জারি করিতে পারে হিন্দু আইনের পুস্তক দেখ।

যদি কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কেহ অন্যায় রূপে দখলকার থাকা সময়ে কোন ডিক্রি পায়, এবং সেই ডিক্রি জারির পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তি পায়, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তরাধিকারী এই ধারা অনুসারে সেই ডিক্রি জারি করিতে পারে উমাসুন্দরী বঃ ব্রজনাথ ই ল রি ১৬ ক ৬৪৭

ডিক্রি হওয়ার পূর্ব্বে যাহার স্বার্থ উদ্ভব হয়, সে এই ধারা অনুসারে ডিক্রির পরে ডিক্রিদারের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। আবিদন্নেছা বঃ আমিরন্নেছা ৩ প্রি কৌ জ ৭১

খাজনার ডিক্রি সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় না ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১৪৮ ধারা দেখ

যে আদালত ডিক্রি প্রদান করেন কেবল সেই আদালত এই ধারা অনুসারে ক্রেতা প্রভৃতিকে ডিক্রিদারের স্থলাভিষিক্ত করিয়া জারি চালাইবার আদেশ দিতে পারেন, যে আদালতে সর্টিফিকেট প্রেরিত হয়, সেই আদালত এই ধারা অনুসারে কোন কার্য্য করিতে পারেন না

আদালত উচিত বিবেচনা করিলে এই ধারা অনুযায়িক প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন শ্যামাপদ দত্ত বঃ নবীনচন্দ্র বসু ১৫ [illegible] রি ২৮৩, পার্ব্বতী বঃ দিগম্বর ই ল রি ১৫ ব ৩০৭

ডিক্রিদারের বিরুদ্ধে দেনাদারের ডিক্রি থাকিলে ডিক্রিদারের স্বত্ব ক্রেতা সাধারণতঃ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ডিক্রি জারি করিতে পায় না যদুনাথ রায় বঃ রাসবল্লভ ৮ উ রি ২০২ কিন্তু দেখ কৃষ্ণমোহিনী বঃ কেদারনাথ ই ল রি ১৫ ক ৪৪৬

এই ধারা অনুসারে আদালত যে আদেশ দেন তাহা জাবেদা নালিসের দ্বারা রহিত হইতে পারে হলধর সাহা বঃ হরগোবিন্দ দাস ই ল রি ১২ ক ১০৫; রাসবল্লভ বঃ পান্নালাল ই ল রি ৭ অ ৪৫৭

ডিক্রিদারের স্থলাভিষিক্ত হইবার [illegible] ডিক্রিক্রেতা প্রার্থনা করিলে তাহা যদি না মঞ্জুর হয় তৎসম্বন্ধে আপিল চলে না, এবং হাইকোর্ট সেই আদেশ সংশোধন করিতে পারেন না কৃষ্ণমোহিনী বঃ কেদার ই ল রি ১৫ ক ৪৪৬

ঐ ডিক্রী যাহার হস্তগত হয় আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে যে ন্যায্য দাওয়া প্রবল হইতে পারে তাহা মানিয়া তাঁহার ঐ ডিক্রী রাখিবার কথা।

২৩৩ ধারা। আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে ডিক্রীমত খাতকের ন্যায্য দাওয়া থাকিলে ও খাতক ঐ দাওয়া প্রবল করিতে পারিলে, ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তিনিও সেই দাওয়া বলবৎ মানিয়া ঐ ডিক্রী রাখিবেন

কাসেম আলি বঃ লক্ষ্মীকান্ত ১০ উ রি ৩২ ফু বে, কৃষ্ণরমণী দাসী বঃ কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী ই ল রি ১৬ ক ৬১৯।

ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে মরিলে, স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হইতে পারিবার কথা।

২৩৪ ধারা। ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হওনের পূর্ব্বে ডিক্রীমত খাতক মরিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন, ডিক্রীদার সেই আদালতের নিকট মৃত খাতকের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

* মৃত ব্যক্তির যত সম্পত্তি ঐ স্থলাভিষিক্তের হস্তগত হইয়া নিয়মমতে হস্তান্তর করা যায় নাই ঐ স্থলাভিষিক্ত কেবল তত সম্পত্তি সম্বন্ধে দায়ী হইবেন ও যে আদালত ডিক্রী জারী করাইবেন সেই আদালত ঐ দায় নিশ্চয়রূপে স্থির করিবার নিমিত্তে যে যে হিসাব দেখা উচিত বোধ করেন, স্বীয় প্রবৃত্তিমতে কিম্বা ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে ঐ স্থলাভিষিক্তের দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সেই হিসাব উপস্থিত করাইতে পারিবেন

আইন মতে স্থলাভিষিক্ত ;—মৃত দেনাদারের উইল থাকিলে উইলের কার্য্য নির্ব্বাহক তাহা স্থলাভিষিক্ত হয় ১৮৮১ সালের ৫ আইন ৪ ধারা, ১৮৬৫ সালের ১০ আইন ১৭৯ ধারা

মৃত দেনাদারের উইল না থাকিলে এবং তাহার সম্পত্তির কেহ এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত না হইলে তাহার উত্তরাধিকারী তাহার স্থলাভিষিক্ত গণ্য হয়।

মৃত দেনাদারের কেহ উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান থাকা স্বত্বে তাহার সম্পত্তি যদিও কোন উদাসীন ব্যক্তির হস্তে থাকে, তাহা হইলেও সেই উদাসীনকে স্থলাভিষিক্ত গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে জারি চালাইতে পারা যায় না মির হোসেন বঃ বিশুচাঁদ ■ ক ল রি ৪৩৭

উত্তরাধিকারিকে পক্ষ করিয়া উদাসীন ব্যক্তির অধিকৃত সম্পত্তি ক্রোক নিলামাদি করা যাইতে পারে এবং নিলাম হইয়া গেলে ক্রেতা সেই উদাসীন ব্যক্তির নামে দখলের নালিস করিতে পারে কিন্তু মৃত মালিকের বিরুদ্ধে যাহার টাকার ডিক্রি থাকে সেই ডিক্রিদার কেবল সেই ডিক্রির বলে, সেই সম্পত্তি দখল পাইবার দাবি করিতে পারে না মির্জ্জা মহম্মদ আগা আলি বঃ মনমুকুন্দ ৩ প্রি কৌ জ ৩৩০

মৃত দেনাদারের জীবনকালে যে দেনার জন্য ডিক্রি হয় সেই দেনার জন্য তাহার সমস্ত সম্পত্তি নিলাম ক্রোকে দায়ী থাকে, এবং মৃত মালিকের উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যদি তাহা বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয়, তাহা হইলেও মৃত মালিকের ডিক্রিদারের স্বত্ব অগ্রগণ্য হয় মহম্মদ ওয়াজিদ বঃ তায়বন ই ল রি ৪ ক ৪০২, ৪০৯ প্রি কৌ

উপরোক্ত মোকদ্দমার অবস্থা এইরূপ ছিল, যথা ;—

১। একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরে তাহার সমস্ত সম্পত্তিতে তাহার এক পুত্র ও তিন বিধবা পত্নী অধিকারী হয়

২। তদনন্তর সেই পুত্র তাহার পিতৃ সম্পত্তি এক মহাজনের নিকট বন্ধক দেয়

৩। তদনন্তর মৃত মালিকের বিধবা পত্নীগণ তাহাদের মৃত স্বামির পুত্রের নামে তাহাদের খাই খোরাকি প্রভৃতি দেনমোহরের জন্য নালিস করে

৪। তদনন্তর সেই পুত্র আর এক মহাজনের নিকট তাহার পিতৃ সম্পত্তি বন্ধক দেয়।

এই অবস্থায় প্রিভি কৌন্সল অবধারণ করেন যে প্রথম মহাজনের স্বত্ব বিধবাদিগের স্বত্বের তুলনায় অগ্রগণ্য। কিন্তু দ্বিতীয় মহাজন বিধবাদিগের নালিস দায়ের হওয়ার পরে ঋণ দিয়াছিল সুতরাং বিধবাদিগের স্বত্ব তাহার স্বত্বের তুলনায় অগ্রগণ্য। ই ল রি ৪ ক ৪০২ প্রি কৌ

উত্তরাধিকারির নামে মৃত মালিকের ঋণের জন্য নালিস দায়ের থাকা কালে, উত্তরাধিকারী তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিলে, এই নিষ্পত্তি অনুসারে, মৃত মালিকের মহাজন পরে যে ডিক্রি পায় তাহা জারির দ্বারা সেই বিক্রীত সম্পত্তি ক্রোক ও পুনরায় বিক্রীত হইতে পারে সুতরাং মৃত মালিকের নামে ডিক্রি থাকিলে সেই ডিক্রিদারের স্বত্ব মৃত মালিকের উত্তরাধিকারির নিকট ক্রয়কারির স্বত্ব অপেক্ষা অগ্রগণ্য হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক মৃত মালিকের সম্পত্তি বিক্রীত হইবার পূর্ব্বে তাহার (অর্থাৎ সেই মৃত মালিকের) যে অবন্ধক মহাজন নালিস না করে, তাহার প্রাপ্য ঋণের জন্য উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক বিক্রীত সম্পত্তি দায়ী হইতে পারে না গিরিশ্চন্দ্র বঃ মাকিন্টস ই ল রি ৪ ক ৮৯৭, বাকায়েত হোসেন বঃ মুন্সিচাঁদ ই ল রি ■ ক ৪০২

ডিক্রির পরে যদি দেনাদারের মৃত্যু হয়, তাহা হইলেই এই ধারা অনুসারে তাহার উত্তরাধিকারী প্রভৃতি ডিক্রিতে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে যদি ডিক্রির পূর্ব্বে দেনাদারের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ডিক্রির পরে এই ধারা অনুসারে উত্তরাধিকারিকে পক্ষ করিয়া সেই ডিক্রি জারী করা যায় না। গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বঃ হরনাথ রায় ১০ উ রি ৫৫৫ ; কিন্তু দেখ হরেন্দ্রকেশব বঃ দুর্গাসুন্দরী ই ল রি ১৯ ক ৫০৪, ৫৬৮।

ডিক্রি জারী হওয়ার পূর্ব্বে দেনাদারের মৃত্যু হইলে এই ধারা অনুসারে তাহার উত্তরাধিকারী প্রভৃতিকে পক্ষ করিয়া ডিক্রি জারী করা যাইতে পারে, কিন্তু ডিক্রি জারি হইবার পূর্ব্বে দেনাদারের স্বত্ব অন্য কোন প্রকারে লোপ হইলে তাহার স্থলাভিষিক্তকে পক্ষ করিয়া জারী চালাইবার কোন বিধান দৃষ্ট হয় না

দেনাদার তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিলে, ক্রেতা তাহার অবন্ধক ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইতে পারে না। ধরণীধর বঃ আগ্রা ব্যাঙ্ক ই ল রি ৫ ক ৮৬

দেনাদার যদি হিন্দু বিধবা হয়, এবং ডিক্রির পরে যদি সে দত্তক গ্রহণ করায় তাহার স্বামীর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্বলোপ হইয়া তাহার গৃহীত দত্তক পুত্রের সেই সম্পত্তিতে অধিকার হয়, তাহা হইলে আজ্ঞা

ডিক্রী সেই দত্তক পুত্রের বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে জারী হইতে পারে না তবে দেখ ঈশানচন্দ্র বঃ বক্স আলি ১ Marsh ৩১৪

হিন্দু বিধবার নামে ডিক্রি হওয়ার পরে তাহার মৃত্যু হইলে সকল স্থলে তাহার স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ সেই ডিক্রির দেনা দিতে বাধ্য হয় না, যে স্থলে বিধবার মৃত স্বামীর সম্পত্তি দায়ী হইতে পারে কেবল সেই স্থলে বিধবা দেনাদারের মৃত্যুর পরে তাহার স্বামীর উত্তরাধিকারী তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে মা'চকিনে ন বঃ কা'লিকান্ত ই ল রি ৩ ক ৪০৯

মিতাক্ষরানুযায়ী কোন ব্যক্তির নামে টাকার ডিক্রি হওয়ার পরে, কিন্তু তাহার পারিবারিক সম্পত্তি ক্রোকের পূর্ব্বে, যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে তাহার পুত্রকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রি জারী হইতে পারে না পুত্রের অধিকৃত সম্পত্তি ঐ ডিক্রির ঋণ জন্য বিক্রেয় হইলে পুত্রের নামে পৃথক্ নালিস চলিতে পারে। কর্ণাটক বঃ আন্দুরুন্নি ই ল রি ৫ মা ২৩২, বেঙ্কটরামা বঃ শাস্তিবেল ই ল রি ১৩ ম ২৭৫, জগন্নাথ প্রসাদ বঃ সীতারাম ই ল রি ১১ আ ৩০২

পিতার বিরুদ্ধ ডিক্রি অনুসারে পারিবারিক সম্পত্তি ক্রোক হইবার পরে, কিন্তু সেই সম্পত্তি বিক্রীত হইবার পূর্ব্বে, পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া জারী চলিতে পারে। শিবগিরি আমিদ র বঃ তিরবেনগাদ ই ল রি ৭ ম ৩৩৯, সূর্য্যবংশীকুমার বঃ শিবপ্রসাদ সিংহ ই ল রি ৫ ক ১৪৮ প্রি কৌ

উত্তরাধিকারির আপত্তি বিচার ;—উত্তরাধিকারির অধিকৃত কোন সম্পত্তি ক্রোক হইলে উত্তরাধিকারী যদি সেই সম্পত্তি তাহার নিজের থাকা, এবং তাহা সে উত্তরাধিকার সূত্রে না পাওয়া বলিয়া আপত্তি করে, তাহা হইলে ২৪৪ ধারা অনুসারে সেই আপত্তি বিচার করা জারীর আদালতের কর্ত্তব্য পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ রহিমা বিবি ই ল রি ১৭ ক ৭১১ ফু বে

ঐরূপ আপত্তির বিচার সম্বন্ধে ২৭৮ ২৮৩ ধারা সমূহের প্রয়োগ হয় না, এবং তাহা রহিতের জন্য স্বতন্ত্র নালিস চলে না। ঐ নিষ্পত্তি দেখ

ঐরূপ আপত্তির বিচার ২৪৪ ধারা অনুযায়িক গণ্য হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে। ২ ধারা, ডিক্রি শব্দের ব্যাখ্যা, এবং ৫৪০ ধারা দেখ

স্থলাভিষিক্ত করিবার আদেশ রহিতের উপায় ;—কোন ব্যক্তিকে এই ধারা অনুসারে স্থলাভিষিক্ত করা হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে সেই ব্যক্তি আপিল করিতে পারে না হাইকোর্ট সেই আদেশ সংশোধন করিতে পারেন পোগোস বঃ কাচিক ই ল রি ৩ ক ১০৮

পৃথক্ নালিসের দ্বারাও সেই আদেশ রহিত হইতে পারে এক বৎসরের মধ্যে পৃথক্ নালিস দায়ের না হইলে তাহার পরে ডিক্রিদারের নামে নিষেধাজ্ঞার নালিস চলিতে পারে ধরণীধর বঃ আগ্রা ব্যাঙ্ক ই ল রি ■ ক ৮৬

একজন উত্তরাধিকারিকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া জারী চালাইয়া পরে অন্য উত্তরাধিকারিগণকে পক্ষ করিলে সেই ডিক্রি তাহাদের সম্বন্ধে তামাদি হওয়া বলিয়া তাহারা আপত্তি করিতে পারে না কৃষ্ণ জি বঃ মুরারি রায় ই ল রি ১২ ব ৪৮

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা

২৩৫ ধারা। ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও আর্থকের, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত আছেন আদালতের হৃদবোধমতে এরূপ প্রমাণ দেওয়া গেলে আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ অন্য ব্যক্তির ঐ প্রার্থনাপত্রে সত্যপাঠের কথা লিখিতে হইবে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত টেবিলের পাঠে লেখা থাকিবে ;—

(ক) মোকদ্দমার নম্বর।

(খ) উভয় পক্ষের নাম

(গ) ডিক্রীর তারিখ।

(ঘ) ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গিয়াছে কি না।

(ঙ) ডিক্রী হওয়ার পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ের কোনরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না ও যেরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে

(চ) ইহার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়াছে কি না ও কি কি প্রার্থনা হইয়াছে ও তাহার কি ফল

(ছ) ডিক্রীমতে ঋণের কি হানিপূরণের যত টাকা [illegible] সুদের আজ্ঞা হইলে যত টাকা সুদ কি তদ্দ্বারা অন্য যে উপকারের আজ্ঞা হইল তাহা

(জ) খরচার আজ্ঞা হইলে যত টাকা খরচা।

(ঝ) যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাঁহার নাম ও

(ঞ) আদালতের নিকট যদ্রূপ সাহায্যের প্রার্থনা হয়, অর্থাৎ যে সম্পত্তির স্পষ্ট ডিক্রী হইল সেই সম্পত্তি দেওয়ান,* কিম্বা প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারাবদ্ধকরণ, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিম্বা প্রার্থিত উপকারের ভাব বিবেচনায় অন্য যে কার্য্যের প্রার্থনা হয় তাহা

১০০০ টাকার ন্যূন পরিমাণ টাকার জন্য ডিক্রি হইলে যে সময়ে আদালত ডিক্রি দেন সেই সময়ে দেনদারের অস্থাবর ক্রোক অথবা নতক আরীর দ্বারা ডিক্রির টাকা আদায় জন্য ডিক্রিদার বাচনিক প্রার্থনা করিতে পারে। ২৫৬ ধারা দেখ।

উপরোক্ত অবস্থা ভিন্ন আর সকল স্থলে এই ধারা অনুসারে লিখিত দরখাস্ত আবশ্যক। ৫০ টাকার ন্যূন দাবির মোকদ্দমায় ডিক্রি জারীর দরখাস্তে জেলার জজের নিম্নস্থ সকল আদালতে এক আনা ষ্ট্যাম্প দিতে হয় ৫০ টাকার উর্দ্ধ দাবি হইলে আট আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় ১৮৭০ সালের ৭ আইন দেখ

যে আদালত ডিক্রি দেন সেই আদালতে ডিক্রি জারীর দরখাস্ত করিতে হইলে দরখাস্তের সহিত ডিক্রির অনুলিপি দিতে হয় না। মধু দাসী বঃ নবীনচন্দ্র ১৩ উ রি ২৫

অন্য আদালতে সর্টিফিকট প্রেরিত হইলে সার্টিফিকটের সহিত অনুলিপি প্রেরিত হওয়া আবশ্যক ২২৪ ধারা দেখ।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ডিক্রি জারি করিতে হইলে সেই সম্পত্তির যেরূপ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক তদ্বিষয়ে এই আইনের ২৩৬, ২৩৭ ও ২৩৮ ধারা দেখ, আরও দেখ ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১৬০ ধারা

দরখাস্ত সংশোধন সম্বন্ধে ২৪৫ ধারা দেখ

দেনাদার আপসে ডিক্রিদারকে ডিক্রির টাকা দিলে বা কোন প্রকার নিষ্পত্তি করিলে সেই বিষয় ২৫৮ ধারা অনুসারে আদালতের গোচর করা আবশ্যক, এবং তাহা না করিলে আদালত সেই টাকা প্রদত্ত হওয়া বা সেইরূপ আপস হওয়ার ফল কোন পক্ষকে দিতে পারেন না পরন্তু ডিক্রিদার ও দেনাদারের মধ্যে কোন রূপ আপস হওয়ার পরে ডিক্রিদার যদি জারির দরখাস্ত করে তাহা হইলে ঐ দরখাস্তে সেই আপসের বিবরণ প্রকাশ করা ডিক্রিদারের কর্ত্তব্য, এবং তাহা না করিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৯৬ ও ২১০ ধারা অনুসারে ডিক্রিদারের শাস্তি হইতে পারে। তাঃ বঃ বাপুজি ই ল রি ১০ ব ২৮৮।

২৩৫ ধারা অনুসারে জারির দরখাস্তে যদি ডিক্রিদার আপসের বিবরণ প্রকাশ করে তাহা হইলে ২৫৮ ধারা অনুসারে সেই বিষয় আদালতের গোচর করা সিদ্ধ হয়

মূল দেনাদারের মৃত্যু হইয়া থাকিলে ডিক্রি জারির দরখাস্তের (ঝ) চিহ্নিত স্তম্ভে তাহার উত্তরাধিকারির নাম লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক

অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকার প্রদত্ত হয়। যদি ডিক্রিতে প্রতিবাদির প্রাচীর ভগ্ন করিবার আদেশ থাকে, তাহা হইলে আদালতের নাজিরের উপরে সেই ডিক্রি অনুসারে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দিবার আদেশ হইতে পারে না। ঐরূপ স্থলে ডিক্রির আদেশ প্রতিপালন জন্য প্রতিবাদির উপর নোটিস হওয়া উচিত, এবং জারির দরখাস্তে ঐরূপ নোটিস হওয়ার জন্য ডিক্রিদারের প্রার্থনা করা উচিত নোটিস হওয়ার পরে প্রতিবাদী তদনুসারে কার্য্য না করিলে তাহার শাস্তি হইতে পারে। প্রতাপচন্দ্র দাস বঃ পিয়ারি চৌধুরী ই ল রি ৮ ক ১৭৪

সবন্ধক ঋণ সংক্রান্ত ডিক্রির আদেশ অনুসারে বন্ধক খালাসের নিয়ম অতীত হইলে ১৮৮২ সালের ৪ আইনের [illegible] ধারা ও এই ধারামতে ডিক্রিদার দরখাস্ত করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশের প্রার্থনা করিতে পারে অযোধ্যা বিহারী বঃ নাগেশ্বর ই ল রি ১৩ অ ২৭৮

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সহিত নির্ঘণ্টপত্র দিতে হইবার কথা।

২৩৬ ধারা ডিক্রীমত খাতকের যে অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে নাই, এমত সম্পত্তি ক্রোক করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, ডিক্রীদার ঐ প্রার্থনাপত্রের সহিত ঐ সম্পত্তির যুক্তিসঙ্গতরূপ যথার্থ বর্ণনাযুক্ত এক নির্ঘণ্টপত্র সংযোগ করিয়া দিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে আর আর যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৭ ধারা ডিক্রীমত খাতকের কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, সেই সম্পত্তি যাহাতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে প্রার্থনাপত্রের নিম্নভাগে তাহার এমত বর্ণনা লিখিতে হইবে এবং প্রার্থকের বিশ্বাসমতে কিম্বা তিনি যতদূর নিশ্চয়রূপে জানিয়া লইতে পারিলেন ততদূর সেই সম্পত্তিতে ডিক্রীমত খাতকের যে অংশ কি স্বার্থ থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে।

আবেদনপত্রে সত্যপাঠের কথা লিখিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানানুসারে উক্ত বর্ণনা পত্রে ও নির্দ্দেশ বাক্যে সত্যপাঠের কথা লিখিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে যে স্থলে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টর হইতে উদ্ধৃত কথা দিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৮ ধারা সেই সম্পত্তি যদি কালেক্টরী কাছারিতে রেজিষ্টরী করা ভূসম্পত্তি হয়, তবে ঐ ভূমির অধিকারী বলিয়া কিম্বা যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যাইতে পারে ঐ ভূমিতে কি তদুৎপন্ন রাজস্বে এমত স্বার্থপ্রাপ্ত কিম্বা ঐ ভূমির রাজস্বের দায়ী বলিয়া যে ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করা যায়, তাঁহাদের নাম ও রেজিষ্টরী করা ভূম্যধিকারিদের নানা অংশ যাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকে ঐ কাছারীর রেজিষ্টর হইতে উদ্ধৃত ■ স্বাক্ষরক্রমে প্রমাণিত এমত পত্র ঐ ভূমি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে দিতে হইবে

গ —ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার বিধি।

যে স্থলে আদালত ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারেন তাহার কথা।

২৩৯ ধারা যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতে, কিম্বা ঐ ডিক্রী কি তাহার জারী করণবিষয়ক আপীল যে আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, কিম্বা ঐ প্রথমস্থলীয় আদালত কি আপীল আদালত ডিক্রী জারীর আজ্ঞা দিয়া থাকিলে কিম্বা তাঁহার নিকট ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া থাকিলে ঐ ডিক্রীর কিম্বা তাহা জারী করণের বিষয়ে অন্য যে আজ্ঞা করিতে পারিতেন এমত কোন আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, ডিক্রীমত খাতক যেন প্রার্থনা করিতে অবকাশ পান এই অভিপ্রায়ে, এই অধ্যায়মতে জারী করিবার জন্যে ডিক্রী যে আদালতে প্রেরণ করা যায়, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, সেই আদালত যুক্তিসঙ্গত কালের নিমিত্ত ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবেন।

ও ডিক্রী জারী ক্রমে ডিক্রীমত খাতকের সম্পত্তি কিম্বা তাঁহাকেই ধৃত করা গিয়া থাকিলে, যে আদালত ঐ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত, উক্ত আজ্ঞার নিমিত্ত প্রার্থনার ফলের অপেক্ষায়, ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতকের স্থানে জামিন লইতে কিম্বা তাঁহাকে নিয়ম বদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৪০ ধারা। ২৩৯ ধারামতে ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার কিম্বা সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে, আদালত ডিক্রীমত খাতকের স্থানে যে জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, কিম্বা তৎপক্ষে যে নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করা গেলে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবার কথা।

২৪১ ধারা। ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ২৩৯ ধারামতে মুক্ত করা গেলেও, জারী করিবার নিমিত্ত যে ডিক্রী পাঠান যায় তাহা জারী করণ ক্রমে তাঁহার কিম্বা তাঁহার সম্পত্তির পুনরায় ধৃত হইবার বাধা নাই

যে আদালতে প্রার্থনা করা যায় ডিক্রিকারী কিম্বা আপীল আদালতের আজ্ঞা সেই আদালতের মানিতে হইবার কথা।

২৪২ ধারা। যে আদালতে ডিক্রী করা যায় সেই আদালত, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত আপীল আদালত ঐ ডিক্রি জারী করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালতের ঐ আজ্ঞা মানিতেই হইবে।

ডিক্রীদারের ও ডিক্রীমত খাতকের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে জারী স্থগিত থাকার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন আদালতের ডিক্রী যে ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়াছে, ডিক্রীদারের নামে সেই আদালতে সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, আদালত উচিত জ্ঞান করিলে, ঐ উপস্থিত মোকদ্দমার যত দিন নিষ্পত্তি না হয় তত দিন নিয়ম ব্যতিরেকে, কিম্বা যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়মানুসারে, ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

যে আদালতে কোন ডিক্রি জারির জন্য প্রেরিত হয়, সেই আদালতে ডিক্রিদারের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের থাকিলে, সেই ডিক্রিজারি এই ধারা অনুসারে স্থগিত থাকিতে পারে কুঞ্জ বঃ হিমিনু বিবি [illegible] আ ১৮১ ; কালামণ বঃ গোপী ই ল রি ১০ আ ৩৮৯

এই ধারা অনুসারে জারি স্থগিতের আদেশ হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে। [illegible] বঃ ইচ্ছাময়ী ই ল রি ১৩ ক ১১১

ঘ।—আদালত ডিক্রী জারী করিবেন তাঁহার বিবেচনীয় বিষয়ের বিধি।

যে আদালত ডিক্রী জারী করেন তাঁহার যে যে বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

২৪৪ ধারা। যে আদালত ডিক্রীজারী করেন স্বতন্ত্র মোকদ্দমা না হইয়া সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল নির্ণয় করা যাইবে।

(ক) ডিক্রীতে যে ওয়াসিলাতের বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা থাকে তাহার যত টাকা ধরিতে হইবে এই বিষয়ের প্রশ্ন

(খ) ডিক্রী অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ডিক্রী জারী করণের তারিখ পর্য্যন্ত, কিম্বা ডিক্রীর তারিখ হইতে তিন বৎসর অবসান হওন পর্য্যন্ত বিবাদীয়

বিষয়ের উপর ওয়াসিলাৎ কি সুদ দিবার আজ্ঞা থাকিলে যত টাকা ওয়াসিলাৎ কি সুদ ধরিতে হইবে এই বিষয়ের প্রশ্ন

"(গ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা হইয়াছে সেই মোকদ্দমার পক্ষগণের বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে এবং ঐ ডিক্রী জারী করা পরিশোধ করা বা শোধ বোধ ধরা বা উহার জারী করণ স্থগিত রাখা সম্বন্ধে অপর যে প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহা

এই ধারার প্রয়োজনার্থ কোন পক্ষের স্থলাভিষিক্তকে, যদি এই প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে আদালত হয় যে পর্য্যন্ত পৃথক্ মোকদ্দমায় এই প্রশ্নের মীমাংসা না হয় সে পর্য্যন্ত ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন নয় এই ধারানুসারে হুকুমক্রমে স্বয়ং এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন

প্রথম মোকদ্দমা উপস্থিত করণ ■ ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণ সময়ের মধ্যে যে ওয়াসিলাৎ বর্ত্তে ঐ ডিক্রিতে তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করা না গেলে, এই ধারার কোন কথায় সেই ওয়াসিলাতের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই

এই ধারার (ক) প্রকরণে নালিস দায়েরের পূর্ব্বকালীন ওয়াসিলাতের বিষয় উক্ত আছে এই সম্বন্ধে ২১২ ধারা ও তাহার টীকা দেখ

এই ধারার (খ) প্রকরণে নালিসের অনন্তরকালীন ওয়াসিলাত ও সুদের বিষয় উক্ত আছে এই সম্বন্ধে ২১১ ধারা ও তাহার টীকা দেখ

ডিক্রিতে যদি ওয়াসিলাত দিবার আদেশ থাকে, তাহা হইলে জারির সময়ে সেই ওয়াসিলাতের পরিমাণ অবধারিত হইতে পারে যদি ডিক্রিতে ওয়াসিলাত সম্বন্ধে কোন আদেশ না থাকে তাহা হইলে জারির আদালত তাহা দিতে পারেন না সদাশিব পিলাই বঃ রামলিঙ্গ ■ প্রি কৌ জ ১৯০; জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় বঃ রাজকৃষ্ণ সিংহ ১৫ উ বি ২৯২

পক্ষদিগের মধ্যে অথবা তাহাদিগের স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে জারি সংক্রান্ত যে তর্ক উত্থাপিত হয়, কেবল জারির আদালত তাহার মীমাংসা করিতে পারেন জারি সংক্রান্ত কোন কার্য্য প্রতারণা মূলক বলিয়া যদি কোন পক্ষ তাহা রহিত করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে জারির মোকদ্দমায় সেই জন্য প্রার্থনা করিতে পারে প্রতারণার আপত্তি না থাকিলে যে স্থলে পৃথক্ নালিস চলে না প্রতারণার আপত্তি থাকিলেও সে স্থলে পৃথক্ নালিস চলে না মহেন্দ্রনারায়ণ চট্টরাজ বঃ গোপাল ১ ওঃ ই ল রি ১৭ ক ১৬৯

পরন্তু পক্ষদিগের মধ্যে যে তর্ক উত্থাপিত হয়, জারির আদালত কেবল তাহারই মীমাংসা করিতে পারেন কোন বিনামিদার বা অন্য কোন অপক্ষ ব্যক্তিগণের মধ্যে জারি সংক্রান্ত যে তর্ক উত্থাপিত হয়, তাহার বিচার জারির আদালত করিতে পারেন না ঐ নিষ্পত্তি দেখ

স্থলাভিষিক্ত কাহাকে বলা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে ২৩৪ ধারার টীকা দেখ

আদৌ যাহারা পক্ষ থাকে, তাহাদের স্থানে যাহারা ডিক্রির পরে বা ডিক্রির পূর্ব্বে অভিষিক্ত হয় তাহারা সকলে "স্থলাভিষিক্ত" গণ্য হয়, এবং তাহাদের মধ্যে জারি সংক্রান্ত যে কিছু তর্ক উত্থাপিত হয়, তাহার মীমাংসা এই ধারা অনুসারে হইয়া থাকে শেঠ চাঁদ বঃ দুর্গা ই ল রি ১২ অ ৩১৩; রাজরূপ বঃ রামগোলাম ই ল রি ১৬ ক ১

"ডিক্রিদার যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা করে, দেনাদারের স্থলাভিষিক্ত যদি সেই সম্পত্তি তাহার নিজের থাকা, ও দেনাদারের ঋণের জন্য বিক্রীত হইবার অযোগ্য থাকা বলিয়া আপত্তি করে, তাহা হইলে সেই আপত্তির মীমাংসা কেবল এই ধারা অনুসারে হইতে পারে এবং সেই আপত্তি যে পক্ষের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হয়, সেই পক্ষ আপিল করিতে পারে; ২৮৩ ধারা অনুসারে সেই আদেশ রহিত জন্য পৃথক্ নালিস করিতে পারে না রাজরূপ বঃ রামগোলাম ই ল রি ১৬ ক ১

জারির কার্য্য যে সময়ে চলিতে থাকে সেই সময়ে জারির আদালত ঐ কার্য্য সংক্রান্ত সমস্ত তর্কের মীমাংসা করিতে পারেন, জারির কার্য্য একবার শেষ হইয়া গেলে তাহার পরে কোন পক্ষের প্রার্থনা অনুসারে জারির আদালত আর কোন তর্কের মীমাংসা করিতে পারেন না তবে উপযুক্ত কারণ থাকিলে পুনর্বিচারের প্রথানুসারে জারির নথি খারিজের হুকুম আদালত রহিত করিতে পারেন ফকিরদ্দিন মহম্মদ বঃ অফিসিয়াল ট্রাষ্টি ই ল রি ১০ ক ৫৩৮।

ডিক্রি জারির দ্বারা দেনাদার তাহার কোন সম্পত্তি হইতে অন্যায়মতে বেদখল হইলে সে সেই সম্পত্তি পুনরায় পাইবার জন্য জারির আদালতে প্রার্থনা করিতে পারে যে গীরিন্দ্রনারায়ণ কুমার বঃ রাণী স্বর্ণময়ী ১৪ উ রি ৩৯, কিন্তু দেখ রাসবিহারীলাল বঃ ওয়াজান ১১ [illegible] রি ৫১৬

আপিল আদালতের ডিক্রি অনুসারে কোন পক্ষ কোন সম্পত্তি ফেরত পাইতে বা অন্য কিছু লাভ পাইতে স্বত্ববান্ হইলে, সে এই ধারা অনুসারে সেই সম্পত্তি বা লাভ পাইবার জন্য প্রথম আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে ৫৮৩ ধারা দেখ, আরও দেখ, মুকুন্দলাল পাল চৌধুরী বঃ মহম্মদ সমিসিয়া ই ল রি ১৪ ক ৪৮৪।

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমায় নাজিরের অন্তবর্ত্তীন ওয়াসিলাত দেওয়া না দেওয়া আদালতের ইচ্ছাধীন। মনমোহন সরকার বঃ ভারত সচিব ই ল রি ১১ ক ৯১০ পৃষ্ঠ দেখ।

২১১ ধারা অনুসারে ওয়াসিলাত প্রদত্ত না হইলে ডিক্রিদার তজ্জন্য এই ধারা অনুসারে পৃথক্ নালিশ করিতে পারে।

৩।—ডিক্রী যে প্রকারে জারী করা যাইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৫ ধারা আদালত ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে ২৩৫ [illegible] ২৩৬ ও ২৩৭ ও ২৩৮ ধারার যে যে আদেশ ঐ মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তে সেই সেই আদেশ পালন হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং ঐ ঐ আদেশ পালন করা হইয়া থাকিলে আদালত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিতে কিম্বা তৎকালে ও তৎস্থানেই কিম্বা আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সেই সময় মধ্যে সংশোধন করিয়া দিবার অনুমতি করিতে পারিবেন। প্রার্থনাপত্র ঐরূপে সংশোধন করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করা যাইবে।

এই ধারামতে যে যে কথা সংশোধন করা যায় তাহাতে বিচারপতির স্বাক্ষর করিতে হইবে

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে ঐ প্রার্থনা করণের কথা, ও যে তারিখে করা যায় তাহা লিখিয়া, ঐ প্রার্থনাপত্রের ভাবানুসারে ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, যত টাকার ডিক্রী হয়, সাধ্যমতে তাহার অধিক কি ন্যূন মূল্যের সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে না।

দরখাস্ত সংশোধন জন্য যে সময় প্রদত্ত হয় তাহার মধ্যে দরখাস্তকারি সেই আদেশ প্রতিপালন না করিলে আদালত সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারেন কিন্তু যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অগ্রাহ্য না করিয়া পরে পুনরায় সংশোধনের অনুমতি দিতে পারেন মজলুর রহমান বঃ আলতাফ ই ল রি ১০ ক ৪৫৩।

জারির দরখাস্ত গৃহীত হওয়ার পরে আর তাহা সংশোধিত হইতে পারে না। আসগর আলি বঃ ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষ ই ল রি ১৭ ক ৬৩১ ফুবে

জারির মিছিল দায়ের থাকিলেও ডিক্রির তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর পরে নূতন রূপে সম্পত্তির তালিকা দিয়া তাহা ক্রোক বা নিলামের প্রার্থনা করিলে সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে না ই ল রি ১৭ ক ৬৩১

টাকার ডিক্রীজারিতে স্ত্রীলোকের গ্রেপ্তার বা কারাবদ্ধ করণ নিষেধের কথা।

২৪৫ক ধারা। ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় বা এই আইনের অপর কোন ধারায় যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও, আদালত টাকার ডিক্রীজারীতে কোন স্ত্রীলোককে ধৃত বা কারাবদ্ধ করিবার হুকুম দিবেন না।

কারাবদ্ধ করণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য অপর ডিক্রীমত খাতকের বিবেচনামত অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

২৪৫খ ধারা (১) টাকার ডিক্রীজারীর প্রার্থনাপত্রক্রমে যে ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করা যাইতে পারে, সেই ডিক্রীমত খাতককে ধৃত ও কারাবদ্ধ করিয়া টাকার ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্র প্রদত্ত হওয়ার স্থলে ২৪৫ ধারায় বা এই আইনের অপর কোন ধারায় যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও, আদালত তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা না দিয়া তাঁহাকে এইরূপ আদেশ করিয়া একখানি নোটিস দিতে পারিবেন যে, ঐ নোটিসে যে দিবসের নির্দ্দেশ থাকে সেই দিবসে তিনি আদালতে উপস্থিত হন এবং ডিক্রীজারীক্রমে তিনি কেন কারাবদ্ধ হইবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন করেন

(২) নোটিস অনুসারে যদি উপস্থিত হওয়া না হয় তাহা হইলে ডিক্রীদার যদি বলেন, তবে আদালত ডিক্রীমত খাতককে ধরিবার জন্য পরওয়ানা দিবেন

১৮৮৮ সালের ৬ আইনের ২ ধারা দ্বারা এই ধারাদ্বয় সংযুক্ত হইয়াছে

২৫৪ ধারা দেখ, টাকার ডিক্রির জন্য স্ত্রীলোকের কারাবাস হইতে পারে না; অন্য প্রকার ডিক্রির আদেশ প্রতিপালন না করিলে স্ত্রীলোকের কারাবাস হইতে পারে। ২৫৯ ও ২৬০ ধারা।

পরস্পরের বিপক্ষ ডিক্রীর কথা।

২৪৬ ধারা। আদালতে টাকার নিমিত্ত দুই পক্ষের পরস্পর বিপক্ষ ডিক্রী উপস্থিত করা গেলে, যিনি অধিক টাকার ডিক্রীদার তিনিই অন্য ডিক্রীর অল্পতর টাকা বাদে কেবল অবশিষ্ট টাকার নিমিত্ত ডিক্রীজারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন এবং অধিক টাকার ডিক্রীর উপর ঐ অল্প টাকা শোধ হওয়ার ও অল্প টাকার ডিক্রীর উপর ঐ টাকা শোধ পাইবার কথা লেখা যাইবে

সমান টাকার দুই ডিক্রী হইলে, উভয় ডিক্রীর উপর টাকা শোধ হওয়ার কথা লেখা যাইবে।

প্রথম ব্যাখ্যা।—যে যে ডিক্রী একই সময়ে ও একই আদালত দ্বারা জারী করা যাইতে পারে সেই সেই ডিক্রী এই ধারার লক্ষ্য

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা —কোন এক পক্ষ নিরূপণক্রমে উক্ত কোন এক ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেও এই ধারা খাটে এবং নিরূপণক্রমে প্রাপ্ত ব্যক্তির ডিক্রীমত ঋণের ও আসল নিরূপণকারির ডিক্রীমত ঋণের প্রতি সমানরূপে খাটে

তৃতীয় ব্যাখ্যা —এই ধারা নিম্নলিখিত স্থলে খাটে না; যে যে মোকদ্দমায় ঐ ঐ ডিক্রী করা গেল তন্মধ্যে কোন এক মোকদ্দমার ডিক্রীদার যদি অন্য মোকদ্দমার ডিক্রীমত খাতক না হন, ও উভয় মোকদ্দমায় প্রত্যেক জনের একইরূপ সম্বন্ধ না থাকে, এবং দুই ডিক্রীমতে যে টাকা পাওনা হয় তাহা যদি নিশ্চিত না থাকে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বিপক্ষে আনন্দের ১০০০৲ টাকার ডিক্রী আছে আনন্দ ভাবী কোন দিনে বলরামকে অমুক অমুক দ্রব্য না দিলে ঐ আনন্দের বিপক্ষে বলরামেরও ১৫৭০৲ টাকা পাইবার ডিক্রী হইয়াছে। বলরাম এই ধারামতে আপনার ডিক্রী বিপক্ষ ডিক্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ ও বলরাম একই মোকদ্দমায় সহবাদী হইয়া চন্দ্রের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান, চন্দ্রও কেবল বলরামের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার অন্য ডিক্রী পান।

(গ) আনন্দ বলরামের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান চন্দ্র বলরামের সপক্ষ স্বত্বাধিকারী হইয়া বলরামের পক্ষে আনন্দের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান। বলরাম এই ধারামতে চন্দ্রের ডিক্রী বিপক্ষ ডিক্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

উভয় ডিক্রি আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক; তাহা না হইলে আদালত এই ধারা অনুসারে আদেশ দিতে পারেন না। রিওয়া স হাতে বঃ রামকৃষ্ণ ই ল নি ১৪ ক ১৮

পক্ষদ্বয়ের যদি ভিন্ন আদালতের প্রদত্ত প্রতিকূল ডিক্রি থাকে তাহা হইলে যে পক্ষ এই ধারা অনুসারে আদেশের প্রার্থনা করিতে চাহে সে তাহার ডিক্রি সার্টিফিকেট সহ অপর আদালতে লইয়া যাইতে পারে প্রথম ব্যাখ্যা দেখ

ভিন্ন আদালতের ডিক্রি সম্বন্ধে এই ধারা অনুসারে আদেশ হইতে পারে না গিরিশ চন্দ্র লাহিড়ি বঃ ফকিরচাঁদ বে ল রি ৫০৩ ফু বে

প্রতিকূল ডিক্রিদ্বয়ের মধ্যে একটি তামাদি হওয়ার পরে আর এই ধারা অনুসারে আদেশ হইতে পারে না পক্ষ বিভিন্ন হইলে বা টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারিত না হইলে এক ডিক্রি দ্বারা আর একটি পরিশোধ হয় না। রেজাউদ্দিন বঃ ফজলুন্নেসা ৫ উ রি ১২ মো

কোন ডিক্রির দেনাদার আপিল করিতে উদ্যত থাকিলেও, আদালত এই ধারা অনুসারে প্রতিকূল দাবি-দ্বয় যথাসম্ভব পরিশোধ হওয়ার আদেশ দিতে পারেন হরপ্রসাদ রায় বঃ [illegible]মাপ্রসাদ ৫ উ রি ৩২ মো

এই ধারা অনুসারে যথাসম্ভব পরিশোধের আদেশ হওয়ার পরে প্রতিকূল ডিক্রি দ্বয়ের মধ্যে যদি কোনটি আপিলে রহিত হয়, তাহা হইলে অপর ডিক্রিদার তাহার ডিক্রি জারি করিতে পারে উ রি ১৮৬৪ ১ মো।

উভয় ডিক্রি নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকার জন্য না হইলে এই ধারা অনুসারে আদেশ হইতে পারে না। মাতঙ্গিনী বঃ চণ্ডী ই ল রি ১০ আ ১৮৮; রেজাউদ্দিন বঃ ফজলুন্নেসা ৫ উ রি ১২ মো।

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলিতে পারে কৃষ্ণকামিনী বঃ যোগেন্দ্র ই ল রি ১৬ ক ৬১৯

একই ডিক্রীমতে পরস্পর বিপক্ষ দাওয়ার কথা।

২৪৭ ধারা। দুই পক্ষ একই ডিক্রীমতে পরস্পরের স্থানে ন্যূনাধিক টাকা পাইবার স্বত্ববান হইলে, যে ব্যক্তি অন্য অপেক্ষা অল্প টাকায় স্বত্ববান তিনি ঐ অন্যের বিপক্ষে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না, কিন্তু ডিক্রীর উপর অল্প টাকা শোধ পাওয়ার কথা লেখা যাইবে

উভয় পক্ষের সমান টাকা প্রাপ্য হইলে, কোন পক্ষ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না, কিন্তু উভয়ের সেই টাকা শোধ হওয়ার কথা সেই ডিক্রীর উপর লেখা যাইবে

এক জয়পত্রে যদি এক পক্ষের কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা অপর পক্ষ তাহার দাবি কৃত টাকা পাইবার আদেশ থাকে, আর দ্বিতীয় জয়পত্রে প্রথমোক্ত পক্ষ তাহার বিপক্ষের সম্পত্তি ক্রোক ও সাধারণ উভয় প্রকারে তাহার টাকা আদায়ের ডিক্রি পায়, তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে পরস্পরের দেনা যথাসম্ভব পরিশোধের আদেশ হইতে পারে না। কালিকাপ্রসাদ বঃ নাজমিন ই বে রি ৫ অ ২৭২

ডিক্রী জারী করিতে না হওয়ার কারণ দেখাইবার নোটিস দিবার কথা।

২৪৮ ধারা (ক) ডিক্রীর তারিখের ও তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক কাল গত হইলে, কিম্বা

(খ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা গেল, সেই মোকদ্দমার এক পক্ষের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে,

যাহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী করিতে প্রার্থনা করা যায়, আদালত মিয়াদ নিরূপণ করিয়া তাঁহার নামে নোটিস দিয়া যে যে হেতুকে তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী করা উচিত না হয়, সেই মিয়াদের মধ্যে এমত হেতু দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন

উপবিধি।

কিন্তু এই এই স্থলে তদ্রূপ নোটিস দেওনের প্রয়োজন নাই,

ডিক্রীর তারিখ ও ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক কাল গত হইলেও যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, তাহার উপর আপীল হইয়া যে ডিক্রী করা যায় যদি সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি, কিম্বা যাহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করা যায় তৎপূর্ব্বে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া তাঁহার বিপক্ষে শেষ যে আজ্ঞা করা যায় যদি ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ প্রার্থনা হইলেও যদি তৎপূর্ব্বে সেই ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া আদালত তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারির আজ্ঞা করিয়া থাকেন

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "আদালত" শব্দে যে আদালত ডিক্রী করেন সেই আদালত বুঝিতে হইবে কিন্তু ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত অন্য আদালতে পাঠান গিয়া থাকিলে ঐ শব্দে সেই অন্য আদালত বুঝিতে হইবে

নোটিসের জন্য ডিক্রিদার প্রার্থনা করিতে বাধ্য নহে, ডিক্রিদার জারির দরখাস্ত করিলে, যে স্থলে আবশ্যক সেই স্থলে এই ধারা অনুসারে নোটিস দেওয়া আদালতের কর্তব্য কার্য্য গুরুদাস অকালি বঃ মধু ৬ উ রি ৯৮

যে স্থলে নোটিস আবশ্যক তথায় নোটিস না দিয় জারির অনুষ্ঠান হইলে সেই জারি সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য অসিদ্ধ হয় রামেশ্বরী দাসী বঃ দুর্গাদাস ই ল রি ৬ ক ১০৩

দেনাদারের জীবনকালে যদিও জারির দরখাস্ত হয়, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ক্রোক না হইলে তাহার মৃত্যুর পরে এই ধারা অনুসারে নোটিস আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় ঐ নিষ্পত্তি দেখ

দেনাদার জারির মোকদ্দমায় উপস্থিত হইলে নোটিস জারি না হওয়ার আপত্তি করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্র বঃ ভানুমতি ১১ উ রি ৩২৯।

নোটিস জারি হওয়া অপ্রমাণ হইলে যে স্থলে ডিক্রি তামাদি হয়, সে স্থলে তামাদির নিয়ম কাল গত হওয়ার পরে দেনাদার জারির মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া নোটিস না হওয়ার আপত্তি করিতে পারে। শ্রীহরি মণ্ডল বঃ মুরারি চৌধুরী ই ল রি ১৩ ক ২৫৭

নোটিস জারি হওয়া সম্বন্ধে নাজিরের রিপোর্ট মিছিলে থাকিলে নোটিস প্রকৃত পক্ষে জারি না হওয়ার প্রমাণের ভার দেনাদারের উপর অর্পিত হয় নিয়ামোতক আলি বঃ আবু বিবি ১৫ উ রি ২০৩; বিমলা-সুন্দরী বঃ কালিকৃষ্ণ ২২ উ রি ৫

নোটিস জারী হইবার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৯ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কোন ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া গেলেও তিনি উপস্থিত না হইলে, কিম্বা যে হেতুতে ডিক্রী জারী করা উচিত নয় আদালতের হৃদ্বোধমতে এমত হেতু না দেখাইলে, আদালত সেই ডিক্রী জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন

তিনি ঐ ডিক্রী প্রবল করিবার কোন আপত্তি জানাইলে, আদালত সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া যে আজ্ঞা বিহিত জ্ঞান করেন করিবেন

আপত্তির দরখাস্ত সত্যপাঠ যুক্ত হওয়া আবশ্যক নহে শান্তগোপাল বঃ মহারাজ জগদিন্দ্র ৮ উ রি ২০০

আপত্তির দরখাস্ত দাখিল হইলে তাহা বিচার জন্য একটি দিন ধার্য্য করা আদালতের কর্তব্য অবধারিত দিবসে দেনাদার অনুপস্থিত থাকিলেও, তাহার আপত্তি সমূহ বিবেচনা না করিয়া আদালত জারির আদেশ দিতে পারেন না। রাজবল্লভ সাহা বঃ রামসদয় ১৪ উ রি ১৫৫

পরওয়ানা যে সময়ে বাহির হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৫০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রথমস্থলীয় যে কার্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা করা গেলে পর আদালত অন্যরূপ কার্য্য করিবার কারণ না দেখিলে, "২৫৫ক ও ২৫৫খ ধারার বিধানের অধীনে" ডিক্রী জারী করিবার পরওয়ানা দিবেন

তাহাতে তারিখ দিয়া ও স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিবার কথা।

২৫১ ধারা ঐ পরওয়ানা যে দিনে বাহির হয় সেই দিনের তারিখ তাহাতে দেওয়া যাইবে, ও বিচারপতি কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন তাহাতে আদালতের মোহরও মুদ্রিত হইবে ও তাহা জারী করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মকারকের হস্তে দেওয়া যাইবে

ও যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে হইবে উহাতে এমত দিন নির্দ্ধারিত থাকিবে, ও যে দিনে যে প্রকারে জারী করা গেল উপযুক্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানার পৃষ্ঠে তাহা লিখিয়া, কিম্বা জারী করা না গেলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া, যে আদালত হইতে বাহির হইল তথায় সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা ফেরত পাঠাইবেন

এই ধারা অনুসারে ডিক্রি জারির ওয়ারেণ্ট আদালতের নিয়োজিত কোন কর্ম্মচারির স্বাক্ষর যুক্ত হইলেও তাহা কার্য্যকর হইতে পারে পূর্ব্বের আইন অনুসারে জজের স্বাক্ষর আবশ্যক ছিল রামদয়াল বঃ মাতাব সিংহ ই ল রি ৭ আ ৫০৭

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে তাঁহার স্থলাভিষিক্তের টাকা দিবার ডিক্রীর কথা।

২৫২ ধারা। মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্তস্বরূপ কোন পক্ষের বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইলে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা দিবার ঐ ডিক্রী হইলে, উক্ত কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ ডিক্রীজারী হইতে পারিবে

তদ্রূপ কোন সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে না থাকিলে, ও মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করা যায় তিনি ঐ সম্পত্তি নিয়মমতে যে প্রয়োগ করিয়াছেন এই কথা আদালতের হৃদ্বোধমতে জানাইতে না পারিলে, সম্পত্তি যে অংশ তাঁহা দ্বারা নিয়মমতে প্রয়োগ হয় নাই সেই অংশ পর্য্যন্ত, নিজ তাঁহারই বিপক্ষে ডিক্রী হওয়ার ন্যায়, ডিক্রীমত খাতকের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে

যে স্থলে ডিক্রির পূর্ব্বে কোন পক্ষের মৃত্যু হয়, এবং তাহার স্থলে তাহার উত্তরাধিকারি পক্ষ হওয়ার পরে ডিক্রি হয়, সেই স্থলে এই ধারার মুখ্য প্রয়োগ হয় ডিক্রির পরে দেনাদারের মৃত্যু হইলেও ৩৪৭ ধারা অনুসারে মৃত দেনাদারের স্থলাভিষিক্তের প্রতি এই ধারার প্রয়োগ হয় আকবর হোসেন বঃ হিরণ খ ৮ উ রি ১৬১

নালিশ দায়েরের পূর্ব্বে দেনাদারের মৃত্যু হওয়া স্থলে, ডিক্রি হওয়ার পরে তাহার উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে সেই ডিক্রি জারি হইতে পারে না মিত্রনাথ ঠাকুর বঃ হরনাথ রায় ১০ উ রি ৪৫৫

কে মৃত দেনাদারের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে ২৩৪ ধারার টীকা দেখ

মৃত দেনাদারের উইল না থাকিলে তাহার উত্তরাধিকারী তাহার স্থলাভিষিক্ত হয় মিশিয়া বঃ মাকিণ্টস ■ ক ল রি ২২০

যাহার দখলে মৃত দেনাদারের সম্পত্তি থাকে তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করা যাইতে পারে না হীরালাল বঃ দিগম্বরী কবুনী ১৪ ■ বি ৪৩১, বসন্তাও বঃ রামু ই ল রি ৯ ব ৮৬; কিন্তু দেখ, প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ■ কৃষ্ণচৈতন্য পাল ই ল রি ■ ক ৩৪২

প্রকৃত উত্তরাধিকারী যদি অন্য কাহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করে, এবং তাহার প্রকাশিত বৃত্তান্তের উপর বিশ্বাস করিয়া যদি তদনুসারে মৃত দেনাদারের কোন মহাজন নালিশ করে, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তরাধিকারী সেই ডিক্রি জারি সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারে না, বসন্তাপ বঃ রামু ই ল রি ৯ ব ৮৬।

উত্তরাধিকারির হস্তে মৃত দেনাদারের যে সম্পত্তি থাকে তাহার ঋণের ■■ প্রথমতঃ কেবল সেই সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে গরজা বিবি বঃ সাবুণের কালেক্টর ১০ উ রি ১৯৯।

মৃত দেনাদারের সম্পত্তি উত্তরাধিকারী অন্যরূপে বিক্রয়াদি করা সপ্রমাণ না হইলে, উত্তরাধিক[illegible]

নিজ সম্পত্তি মৃত দেনদারের ঋণ [illegible] দায়ী হইতে পারে না ওছাদে আলি বঃ জন ই ১৮ উ রি ১৮০, ইন্দ্রনারায়ণ বঃ কৃষ্ণচন্দ্র ১৪ [illegible] রি ৩৬২; আমিরন্নেছা বঃ মিরমহম্মদ ২০ উ রি ২৮০, মুক্তাকেশী বঃ উঃ চরণ ১২ উ রি ২৩৩

উত্তরাধিকারির নামে যদি মৃত দেনাদারের ঋণের জন্য নালিস হয়, এবং তাহাতে যদি সে কোন আপত্তি না করিয়া, কিছু সময় পাইবার জন্য প্রার্থনা করে তাহা হইলে সে মৃত দেনাদারের সম্পত্তি পাওয়া বলিয়া অনুমান হয় ঘোটা সহায় বঃ গৌরমণি ২১ উ রি ১১৭

মৃত দেনাদারের সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ ঋণ উত্তরাধিকারী দিতে বাধ্য, উত্তরাধিকারী যদি সেই পরিমাণ ঋণ নিজ সম্পত্তি হইতে দেয়, তাহা হইলে তাহার হস্তগত মৃত দেনাদারের সম্পত্তি তাহার ঋণের জন্য বিক্রীত হইতে পারে না রামগোলাম ঘোষ বঃ আয়মা বেগম ১২ [illegible] রি ১৭৭

মৃত দেনাদারের বিরুদ্ধ ডিক্রি সকল স্থলে তাহার উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে জারি হইতে পারে না

যদি কোন ব্যক্তির নামে তাহার জীবনকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিকাস দিবার ডিক্রি হয়, কিন্তু সেই ডিক্রিতে নিকাস না দিলে প্রতিবাদী ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবার কোন আদেশ না থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পরে সেই ডিক্রি তাহার উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে জারি হইতে পারে না বিধুমুখী দাসী বঃ রাজা বিজয়কেশব রায় ১২ উ রি ৪৯৫

মৃত দেনাদারের সম্পত্তি আবদ্ধ না থাকিলে তাহার উত্তরাধিকারী বিক্রয় করিতে পারে এবং উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক বিক্রীত হওয়ার পরে আর সেই সম্পত্তি মৃত দেনদারের অনন্দক ঋণ জন্য দায়ী হয় না; উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তির মূল্য হইতে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য অন্নপূর্ণা বঃ গঙ্গানারায়ণ ২ উ রি ২৯৬, ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাঙ্ক বঃ বিদ্যাধরী ৭ ক ল রি ৪৬০, ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাঙ্ক বঃ রাম জগপতি ৮ ক ল রি ৪৪৭; গিরীন্দ্র বঃ মাকিণ্টস ই ল রি ৪ ক ৮৯৭

কিন্তু মৃত দেনাদারের বিরুদ্ধে ডিক্রি থাকিলে, অথবা তাহার ঋণের [illegible] তাহার মৃত্যুর পরে নালিস দায়ের থাকা কালে, উত্তরাধিকারি কর্ত্তৃক যে সম্পত্তি বিক্রীত হয়, তাহা মৃত ব্যক্তির ঋণের জন্য ডিক্রি জারিতে বিক্রীত হইতে পারে মহম্মদ ওয়াজিদ বঃ তরাবন ই ল রি ৪ ক ৪০২, ৪০৯ প্রি কৌ; নৃসিংহ দাস বঃ নজমদ্দিন ই ল রি ৮ ক ২০; রামধন বঃ মহেশ ই ল রি ৯ ক ৪০৬

উপরোক্ত অবস্থাতে উত্তরাধিকারি কর্ত্তৃক মৃত দেনাদারের সম্পত্তি বিক্রীত হইলেও যদি ক্রেতা দেখাইতে পারে যে মৃত দেনাদারের অন্য সম্পত্তি উত্তরাধিকারির হস্তে আছে তাহা হইলে, উত্তরাধিকারি কর্ত্তৃক বিক্রীত সম্পত্তি মৃত দেনাদারের সমস্ত ঋণের জন্য দায়ী হয় না নৃসিংহ দাস বঃ নজমদ্দিন ই ল রি ৮ ক ২০; রামধন বঃ মহেশ ই ল রি ৯ ক ৪০৬

উত্তরাধিকারি কর্ত্তৃক বিক্রীত কোন সম্পত্তি মৃত দেনাদারের ঋণ জন্য দায়ী করিতে হইলে পৃথক্ নালিস আবশ্যক গিরিন্দ্র বঃ মাকিণ্টস ই ল রি ৪ ক ৮৯৭।

জামিনের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা।

২৫৩ ধারা। প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমায় ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ঐ ডিক্রীপক্ষে কিম্বা তাহার একাংশমতে কার্য্য হইবার প্রতিভূস্বরূপ দায়ী হইলে, প্রতিবাদির বিপক্ষে যেরূপে ডিক্রী জারী হইতে পারে, ঐ ব্যক্তি আপনাকে যত দূর দায়ী করিলেন ততদূর তাঁহার বিপক্ষে সেইরূপে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে।

কিন্তু আদালত প্রত্যেক স্থলে যে প্রকারের নোটিস প্রচুর জ্ঞান করেন প্রতিভূকে এমত নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে

মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে ডিক্রি হওয়ার পরে যদি কোন অবস্থাবিশেষে অপর কোন ব্যক্তি প্রতিভূ হয়, তাহার নিকট হইতে ডিক্রি জারি দ্বারা সেই জামিনের টাকা আদায় হইতে পারে না, স্বতন্ত্র নালিসের আবশ্যক হয়। বলজি বঃ রামস্বামী ই ল রি ৭ মা ২৮৪; আরও দেখ রাধাপ্রসাদ বঃ ফুলখারি ই ল রি ১২ ক ৪০২

আপিল আদালতের আদেশ অনুসারে প্রতিভূর দায়িত্বের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে দেখ, সেখ সলোমন বঃ শিবরাম ই ল রি ১২ ব ৭১

ডিক্রির পূর্ব্বে কেহ এই ধারা অনুসারে প্রতিভূ হইলে ডিক্রিদার তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারির দ্বারা, অথবা নূতন নালিস দ্বারা উভয় প্রকারে তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। [illegible] কাদের বঃ হরিমোহন [illegible]

এই ধারা অনুসারে জামিনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারির আদেশ হইলে, সেই আদেশের বিরুদ্ধে সে আপিল করিতে পারে। সেখ মজোমদ্দ বঃ শিবরাম ই ল রি ১২ ব ৭১।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৫৪ ধারা। যে ডিক্রী কি আজ্ঞা দ্বারা কোন পক্ষের প্রতি হানিপূরণ কি খরচাস্বরূপ, কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞানুযায়ী অন্য কোন উপকারের পরিবর্তে, কি অন্য প্রকারে, টাকা দেওয়ার আদেশ থাকে, ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করণ কিম্বা নিম্নলিখিত বিধানমতে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা কিম্বা ঐ উভয় প্রকারে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

টাকার ডিক্রির জন্য স্ত্রীলোককে কারাবাস হইতে পারে না। ২৫৫ (ক) ধারা দেখ।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৬৫ ধারা অনুসারে খাজানার দায়ে পত্তনি ও লুকাধির অগ্রগণ্য দায় হইলেও, এই ধারা মতে খাজনার ডিক্রির টাকা অন্য সম্পত্তি হইতে ও খাতকের দ্বারা আদায় হইতে পারে। মদনমোহন রায় বঃ বিনোদমণী দেবী ই ল রি ১৪ ক ১৪; ও ব্রিলীঃপ্রসাদ রায় বঃ নারায়ণকুমারী দেবী ই ল রি ১৭ ক ৩০১।

পাক্ষিক প্রতিকার।—২০৮ ধারা দেখ।

ক্রোক।—ক্রোক ভিন্ন নিলাম হইতে পারে না, এবং নিলাম হইলে তাহা অসিদ্ধ হয়। মহাদেব বঃ ভোলানাথ ই ল রি ৫ আ ৮৭।

তবে ডিক্রিতে যে সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ থাকে তাহা বিনা ক্রোকে বিক্রীত হইতে পারে। দয়াচাঁদ বঃ হেমচাঁদ ই ল রি ৪ ব ৫১৫।

কারাবাসের আদেশ।—কারাবাসের আদেশ দিবার পূর্ব্বে নোটিস দিবার কর্তব্যতা সম্বন্ধে ২৪৫ (খ) ধারা দেখ।

এক সময়ে সম্পত্তি ক্রোকের ও কারাবাসের আদেশ দিতে আদালত বাধ্য নহেন। ২৬০ ধারা।

ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ডিক্রীর কথা।

২৫৫ ধারা। ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ টাকাতে নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ের ডিক্রী হইলে, ডিক্রীমত খাতকের স্থানে ডিক্রীক্রমে যত টাকা পাওনা হয় তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে, টাকার সাধারণ ডিক্রী হওয়ার ন্যায় তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে।

মোকদ্দমার প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ওয়াসিলাতের ডিক্রিজারি হইতে পারে না। মনোরমা বঃ শিবনাথ ৪ ক ল রি ৩০৫।

বেদখলকারি প্রতিবাদী এবং তাহার প্রজা যাহার দখলে বাদির সম্পত্তি থাকে তাহারা উভয়ে ওয়াসিলাতের জন্য দায়ী হইতে পারে। মদনমোহন বঃ রামদাস ৬ ক ল রি ৩৫৭।

১০০০৲ টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে অগৌণেই তাহা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৫৬ ধারা। কেবল টাকার ডিক্রী হইলে, ও এক সহস্রের অধিক টাকার ডিক্রী না হইলে ও ডিক্রীমত খাতক আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকিলে, আদালত ঐ ডিক্রী করণসময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে খাতককেই ধরিবার কিম্বা সেই সীমার অন্তর্গত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিয়া, অগৌণেই ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬৫২ ধারা দেখ।

ডিক্রীমত টাকা যে যে রূপে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৫৭ ধারা ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দেওয়া হয় তাহা এই এই প্রকারে দেওয়া যাইবে

(ক) সেই ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য সেই আদালতে, কিম্বা

(খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে, কিম্বা

(গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত অন্য যদ্রূপে আজ্ঞা করেন তদ্রূপে

২১৮ ধারা অনুসারে যে খরচার আদেশ হয় তৎসম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় না। ■ খ বঃ ভারতসচিব ই ল রি ১২ মা ১২০

ডিক্রীমত খাতককে সময় দিবার চুক্তির কথা।

২৫৭ক ধারা প্রবৃত্তি না থাকিলে ও যে আদালত ডিক্রী দেন তাঁহার অনুমতি না হইলে ও উক্ত আদালত ঐ প্রবৃত্তি ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান না করিলে, ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে সময় দিবার যে প্রত্যেক চুক্তি করা যায়, তাহা অসিদ্ধ হইবে

ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থ চুক্তির কথা।

ডিক্রীমতে যত টাকা পাওনা থাকে কি হয় ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে তদতিরিক্ত টাকা দিবার প্রত্যেক চুক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমতি না লইয়া করা গেলে অসিদ্ধ হইবে

এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন টাকা দেওয়া গেলে ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে তাহা প্রয়োগ করা যাইবে এবং কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে, ডিক্রীমত খাতক তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন

যে আদালতে জারির জন্য ডিক্রি প্রেরিত হয়, সেই আদালত এই ধারা অনুসারে অনুমতি দিতে পারেন না। গঙ্গার্দি বঃ শিবদর্শন ই ল রি ১২ আ ৫৭১

ডিক্রির পরে ৬ মাসের মধ্যে দেনাদার কিস্তিবন্দির প্রার্থনা করিলে, ডিক্রিদারের সম্মতি অনুসারে আদালত সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন ২১০ ধারা দেখ

ডিক্রির তারিখ হইতে ■ মাস গত হওয়ার পরে ও আদালত এই ধারা অনুসারে পক্ষগণের প্রার্থনা মতে কিস্তিবন্দির অনুমতি দিতে পারেন বলিয়া বোধ হয়। আদালতের অনুমতি না লইয়া পক্ষগণ কিস্তিবন্দি করিলে তদনুসারে জারি চলে না; কিন্তু সেই কিস্তিবন্দি আইন অনুসারে একেবারেই অসিদ্ধ হয় না, এবং তাহার মূলে নূতন নালিস চলিতে পারে খবর মহম্মদ বঃ মদন গোপাল ই ল রি ১১ ক ৬৭১ হুকুমচাঁদ বঃ তাহারন্নেছা ই ল রি ১৬ ক ৫০৪।

শেষোক্ত মোকদ্দমার অবস্থা এইরূপ যথা, পূর্ব্বে এক মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিরুদ্ধে বাদী এক ডিক্রি পায় তদ্দ্বারা প্রতিবাদির প্রতি তাহার দেনার টাকা শতকে ৪ টাকা সুদ সহিত কিস্তিবন্দি অনুসারে দিবার আদেশ ছিল প্রতিবাদি সেই ডিক্রির আদেশ অনুসারে কিস্তি কিস্তি টাকা দিতে না পারায়, প্রতিবাদী ও তাহার পিতা এক কিস্তিবন্দি তমস্সুক লিখিয়া দেয়, এবং সেই তমস্সুকে শতকে ১৮৫ টাকা হারে সুদ দিতে স্বীকার হয়। এই অবস্থায় আদালত অবধারণ করেন যে সেই কিস্তিবন্দির মূলে দ্বিতীয় নালিস চলিতে পারে ই ল রি ১৬ ক ৫০৪

আদালতের অনুমতি অনুসারে কিস্তিবন্দি হইলে ও অতিরিক্ত সুদ দিতে দেনাদার অঙ্গীকার করিলে সেই অঙ্গীকার অনুসারে ডিক্রি জারি হইতে পারে সীতারাম বঃ দশরথ দাস ই ল রি ৫ আ ৪৯২ ফু বে।

ঐরূপ অবস্থায় ডিক্রিদার নূতন নালিস করিতে পারে না চম্পট রায় বঃ শীতল দাস ই ল রি ৬ আ ১৯, মুকুন্দরাম বঃ মুকুন্দরাম ই ল রি ৬ আ ২২৮।

ডিক্রীদারকে টাকা দিবার কথা।

২৫৮ ধারা। ডিক্রীমতে দেয় কোন টাকা আদালতের বাহিরে দেওয়া গিয়া থাকিলে কিম্বা ডিক্রীদারের সন্তোষমতে ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ অন্য প্রকারে মিটাইয়া

দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৫৭ ক ধারার লিখিত প্রকারের চুক্তিমতে কোন টাকা দেওয়া গেলে, ঐ ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য ডিক্রীদার সেই আদালতে ঐ টাকা দেওয়ার কি মিটাইয়া দেওয়ার সর্টিফিকেট দিবেন

ডিক্রীমত খাতকও তদ্রূপ দেওয়ার কি মিটাইয়া দেওয়ার সংবাদ আদালতে দিয়া ডিক্রীদারের প্রতি এই মর্ম্মের নোটিস জারী হইবার প্রার্থনা করিতেপারিবেন যে সর্টিফিকেট পাওয়া গেল বলিয়া উক্ত দেওয়া কি মিটাইয়া দেওয়া কেন লিপিবদ্ধ করা যাইবে না আদালত যে দিন অবধারিত করেন সেই দিনে ডিক্রীদার ইহার কারণ দেখান; এবং উক্ত নোটিস নিয়মিতরূপে জারী করা গেলে ডিক্রীদার যদি অবধারিত দিনে উপস্থিত না হন, কিম্বা সর্টিফিকেট পাওয়া গেল বলিয়া উক্ত দেওয়া কি মিটাইয়া দেওয়া কেন লিপিবদ্ধ করা যাইবে না, উপস্থিত হইয়াও যদি ইহার কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন

ঐরূপ দেওয়া বা মিটমাট সম্বন্ধে উপরোক্ত মতে সর্টিফিকেট না দেওয়া গেলে যে আদালত ডিক্রী জারী করেন তাঁহা দ্বারা উহা দেওয়া বা মিটমাট বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে না

এই ধারা টাকার ভিন্ন অন্য প্রকার ডিক্রি সম্বন্ধেও [illegible]যোগ হয় খাজা মহম্মদ বঃ ওয়েস ই ল রি ৬ ক ৭৮৬

ডিক্রিদার আপসে টাকা লইয়া অস্বীকার করিলে কেবল জারির আদালত সেই টাকা প্রদত্ত হওয়া গণ্য করিতে পারেন না এই ধারার শেষ ভাগ দেখ, আরও দেখ কল্যাণ সিংহ বঃ কাসতা ই ল রি ১৩ আ ৩০৯।

আপসে টাকা লইয়া ডিক্রিদার যদি তাহা প্রাপ্তি স্বীকার না করে তাহা হইলে দেনাদার তাহার নামে ডিক্রি জারি না করিবার অঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য, অথবা ক্ষতিপূরণ জন্য, অথবা জারি নিবারণার্থ নিষেধাজ্ঞার জন্য, কিম্বা টাকা প্রদত্ত হওয়া প্রকাশের জন্য [illegible]লিস করিতে পারে। নজম ? মিক বঃ এনায়াৎ মোল্লা ২২ উ রি ২৯৮, গুণমণি দাসী বঃ প্রাণকিশোরী দাসী ১৩ উ রি ৬৯ সু দে, মনকুমা বঃ দেবনাথ রায় ২২ উ রি ১৯৪, পরমানন্দ বঃ কেপু ই ল রি ১০ ক ৩৫৪

আপসে টাকা লইয়া যদি ডিক্রিদার দেনদারের সম্পত্তি নিলাম করায়, এবং সেই নিলামে ডিক্রিদার স্বয়ং অথবা অন্য কেহ সমস্ত অবস্থা জানিয়া দেনাদারের সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে দেনাদার সেই বিক্রয় রহিত জন্য নালিশ করিতে পারে ? ঠাকুর দাসী বঃ সরূপচাঁদ ই ল রি ১৪ ক ৬৭৬।

তৃতীয় ব্যক্তি অবস্থা না জানিয়া সরলভাবে ক্রয় করিলে নিলাম রহিত হয় না মথুরামোহন বঃ অক্ষয়কুমার ই ল রি ১৫ ক ৫৫৭, নিউয়াল হতম বঃ রামকৃষ্ণ ই ল রি ১৪ ব ১৮

দেনাদারের প্রতিভূ তাহার দেনার টাকা ডিক্রিদারকে আপসে দিলেও প্রতিভূ মূল দেনাদারের নামে নালিশ করিয়া সেই টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। বলজি বঃ দাদা যতি ই [illegible] রি ১২ ব ২৩৫।

ডিক্রিদার আপসে টাকা লইয়া ডিক্রি জারি করিলে তাহার দণ্ডবিধি আইন অনুসারে দণ্ড হইতে পারে। ভা বঃ পিয়াল ই ল রি ৯ ম ১০১; মাধবচন্দ্র বঃ নবদ্বীপ ই ল রি ১৩ ক ১২৬

অনেক ডিক্রিদারের মধ্যে একজনকে যদি দেনদার ডিক্রির কিয়দংশ টাকা দেয় এবং যদি সেই ডিক্রিদার তাহার অংশের টাকা পাওয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে অন্য ডিক্রিদারগণ কেবল তাহাদিগের অংশের টাকার জন্য ডিক্রি জারির প্রার্থনা করিতে পারে। তারকচন্দ্র বঃ দেবেন্দ্রনাথ ই ল রি ৯ ক ৮৩১।

ডিক্রিদার যে কোন সময়ে টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারে। ফকিরচাঁদ বঃ মদনমোহন ১৭ উ রি ৪০ সু দে, ভুবনেশ্বরী বঃ দীননাথ ১১ উ রি ২০২

এই ধারার দ্বিতীয় দফা অনুসারে টাকা দেওয়া বা আপস হওয়ার দিবস হইতে ২০ দিবসের মধ্যে দেনাদার দরখাস্ত করিতে পারে। তামাদি আইনের দ্বিতীয় তফসিল, ১৭১ প্রকরণ।

ডিক্রিদার ও দেনাদারের মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা মূলক আপস হইলে ২[illegible] ধারা অনুসারে তাহা রহিত পূর্ব্বক জারির আদালত জারির আদেশ দিতে পারেন পর রূপি বঃ জানিতি ই ল রি ৬ ব ১৪৮

আপিল আদালত কর্তৃক নিম্ন আদালতের ডিক্রি রহিত হইলে, দেনাদার কর্তৃক আপসে প্রদত্ত টাকা ফেরত দিবার জন্য জারির আদালত ডিক্রিদারকে আদেশ দিতে পারেন বসুদেব বঃ বিষ্ণু ই ল রি ১১ ব ৭২৪

এই ধারার দ্বিতীয় দফা অনুসারে দেনাদার যে টাকা আপসে দেওয়া বলিয়া উক্তি করে সেই টাকা বাস্তবিক প্রদত্ত হওয়া বলিয়া ডিক্রিতে মুসমা না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্য ডিক্রিদারের উপর নোটিস হইতে পারে ইহার অভিপ্রায় এই যে এইরূপ স্থলে জারির আদালত উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক আদেশ দিতে বাধ্য রঙ্গলাল বঃ হেমনারায়ণ ই ল রি ১১ ক ১৬৬

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে রণজি বঃ ভাইজি ই ল রি ১১ ব ৫৭; লিজ রা বঃ নর সিংহ ই ল রি ১৪ মা ৯৯

বিশেষ অস্থাবর দ্রব্যের কিম্বা স্ত্রী পুনঃ প্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রীর কথা

২৫৯ ধারা যদি বিশেষ কোন অস্থাবর দ্রব্য কিম্বা অস্থাবর দ্রব্যের কোন অংশ প্রাপণের কিম্বা স্ত্রী পুনঃ প্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রী হয়, তবে ঐ দ্রব্য কি অংশ ধৃত করিয়া লইতে পারিলে তাহা ধৃত করিয়া যাহার পক্ষে ডিক্রী হইল তাঁহার প্রতি, কিম্বা তিনি আপনার পক্ষ হইয়া ঐ দ্রব্য গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিয়া কিম্বা ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করিয়া কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া কিম্বা আবশ্যক হইলে তাঁহাকে কারাবদ্ধ ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে

এই ধারামত ক্রোক ছয় মাস প্রবল থাকিলেও যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন ও ডিক্রীদার ঐ ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ার্থে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তবে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, এবং তদুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারকে ২০৮ ধারামতে টাকা ধার্য্য হইয়া থাকিলে ঐ টাকা ও স্থলান্তরে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিতে পারিবেন, এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাহা তাঁহাকে দিবেন

যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ও ডিক্রী জারীর যে সকল খরচা দিতে বাধ্য ছিলেন তৎসমুদয় দিয়া থাকেন কিম্বা ক্রোক করণের তারিখ অবধি ছয় মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রার্থনা না করা গিয়া থাকে, কিম্বা প্রার্থনা হইলে, তাহা গ্রাহ্য না হইয়া থাকে, তবে ক্রোক শেষ হইয়া যাইবে।

কিরূপ স্থলে 'বিশেষ অস্থাবর' সম্পত্তি দখল দিবার আদেশ হইতে পারে তৎসম্বন্ধে দেখ, ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ১১ ধারা

এই ধারার আদেশ প্রতিপালন না করিলে স্ত্রীলোকের কারাবাস হইতে পারে

পত্নী দখলের নালিস, দখল চাহিবার তারিখ হইতে ২ বৎসরের মধ্যে, দায়ের করিতে হয় তামাদি বিষয়ক আইনের দ্বিতীয় তালিকার ৩৪ প্রকরণ দেখ

বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক পিত্রালয়ে বাস করিলেই তাহার পতি তাহার পিতা মাতার নামে এই ধারা অনুসারে নালিস করিতে পারে না আরমানি কুমার বঃ সূর্য্যপ্রসাদ ই ল রি ১ আ ৫০১।

বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করণার্থ কিম্বা দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃপ্রাপণার্থ ডিক্রী হইলে তদ্বিষয়ক কথা

২৬০ ধারা কোন ব্যক্তির বিপক্ষে চুক্তিমতে কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার কিম্বা দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তি করিবার কিম্বা অন্য কোন বিশেষ ক্রিয়া করিবার কিম্বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ডিক্রী হইলে, তাঁহার সেই ডিক্রী কি আজ্ঞামতে কার্য্য

করিবার সুযোগ থাকিলেও যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা মানিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করণ কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণদ্বারা কিম্বা ঐ উভয় কার্য্যদ্বারা ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে

এই ধারামত ক্রোক এক বৎসর প্রবল থাকিলেও যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন ও ডিক্রীদার ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে এবং তদুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিতে পারিবেন এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাহা তাঁহাকে দিতে পারিবেন

যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ও যে সকল খরচা দিতে বাধ্য ছিলেন তৎসমুদয় দিয়া থাকেন কিম্বা ক্রোক করণের তারিখ অবধি এক বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রার্থনা করা গিয়া তাহা গ্রাহ্য হইয়া না থাকে তবে ক্রোক শেষ হইয়া যাইবে

যে স্থলে অঙ্গীকার প্রতিপালন করা দেনাদারের অসাধ্য হয়, তথায় বাদী ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে শেঠ রামদয়াল বঃ রামসহায় ই ল রি ১৭ ক ৪৩২ প্রি কৌ

দাম্পত্য স্বত্ব সংস্থাপনের ডিক্রী হইলে তাহা কিরূপে জারী হইতে পারে তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক বিরুদ্ধ মত ছিল। এই ধারায় উক্ত বিষয়ে স্পষ্ট বিধান হওয়ায় আর তর্কের কারণ নাই

চিরাচরিত দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রমাণ হইলেই সহবাসের ডিক্রী হয় কিন্তু পত্নী অতি শিশু থাকা কালে ডিক্রী হয় না সন্তোষরাম বঃ গেরা পাঠক ২৩ উ রি ২২

পত্নীর জীবন সংশয়জনক নিষ্ঠুর ব্যবহার করা প্রমাণ হইলে পতি সহবাসের ডিক্রী পায় না মাতঙ্গিনী বঃ যোগীন্দ্রচন্দ্র ই ল রি ১৯ ক ৮৪; যোগীন্দ্র নন্দিনী বঃ হরিদাস ই ল রি ৫ ক ৫০০

পত্নীর প্রতি অযত্ন করা বা অবহেলা করা প্রমাণ হইলেও সহবাসের ডিক্রী হইতে পারে সীতানাথ বঃ হৈমবতী ২৪ উ রি ৩৭৭

পত্নীর চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অন্য প্রকারে মনঃকষ্ট দেওয়া প্রমাণ হইলেও, পতি সহবাসের ডিক্রী পাইতে পারে ই ল রি ১ ব ১৭৩ পৃষ্ঠ দেখ

পতি দ্বিতীয় বিবাহ করিলেও তাহার প্রথম-পত্নী তাহার সহবাস ত্যাগ করিতে পারে না জীবন বণিক বঃ সিন্ধু ১৭ উ রি ৫২২

কোন হিন্দু যদি মুসলমান-উপপত্নী রাখে তাহা হইলে তাহার পত্নী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে লালাগোবিন্দ বঃ দৌলত ১৪ উ রি ৪৫১

মুসলমান উপপত্নী পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পতি তাহার পত্নীর উপরে সহবাসের ডিক্রী পাইতে পারে পাইগি বঃ শিবনারায়ণ ই ল রি ৮ আ ৭৮

পতি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাহার পত্নী তাহার সহিত সহবাস করিতে বাধ্য নহে। ১৮৬৬ সালের ২১ আইন দেখ, আরও দেখ মুচু বঃ অর্জ্জুন সাহু ৫ উ রি ২৩৫, মনসা বঃ জীবনমল ই ল রি ৬ অ ৬১৭

পতি কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত হইলে তাহার সহিত পত্নী সহবাস করিতে বাধ্য নহে বাই ফেঁ কুভার বঃ ভিকা কল্যাণজি ৫ ব ২০৯

পতি অল্পবুদ্ধি বা বিকলচিত্ত হইলেও পত্নী সহবাস করিতে বাধ্য দাদাজি ভিকাজি বঃ রুক্মাবাই ই ল রি ১০ ব ৩০১, ধুন্দা বঃ কৌশল্যা ই ল রি ১৩ আ ১২৬

কোন প্রাচীর বা বাটী ভগ্ন করিবার ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী এই ধারা অনুসারে জারী হয়, আদালতের কোন কর্ম্মচারির প্রতি সেই ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিবার আদেশ হইতে পারে না ভুবনমোহন বঃ নবীনচন্দ্র ১৮ উ রি ২৮, প্রতাপচন্দ্র বঃ ক্ষিতিমণি চৌধুরাণী, ই ল রি ৮ ক ১৭৪

হস্তান্তরকরণপত্র সম্পাদন করিবার কিম্বা ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে লিখিবার ডিক্রীর কথা।

২৬১ ধারা। হস্তান্তর করণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্রের

পৃষ্ঠলিপি লিখিবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, ডিক্রীমত খাতক সেই ডিক্রীমতে কার্য্য করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, ডিক্রীদার ডিক্রীর নিয়মানুসারে হস্তান্তরকরণ-পত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আদালতে দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে আদালত, সমন জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে, ডিক্রীমত খাতকের নামে সেই পাণ্ডুলিপি ও তৎসহিত এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া জারী করাইবেন যে, তদ্বিষয়ে তাঁহার আপত্তি থাকিলে তিনি এতৎপক্ষে আদালতের নিরূপিত অমুক সময়ের মধ্যে জানান

আইনমতে সেই পাণ্ডুলিপিতে ষ্ট্যাম্প লাগিলে ডিক্রীদার উপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখাইবার নিমিত্ত ঐ পাণ্ডুলিপির অন্য এক প্রতিলিপি আদালতে দিতে পারিবেন

ডিক্রীমতে খাতককে ঐ পাণ্ডুলিপি দেওয়ার প্রমাণ হইলে, আদালত কিম্বা এতৎপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক তদ্রূপে দেওয়া দ্বিতীয় প্রতিলিপিতে কিম্বা আবশ্যক হইলে ঐ প্রতিলিপি যাহাতে ডিক্রীর নিয়মানুযায়ী হয় এমতে পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পরিবর্ত্তিত প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন

কিন্তু পূর্ব্বোক্তমতে যে পাণ্ডুলিপি জারী করা যায় কোন পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে, পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ আপত্তি লিখিয়া দেওয়া ও আদালতের সম্মুখে তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্ক করা যাইবে তাহা হইলে আদালত যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া তদনুসারে ঐ পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন কিম্বা পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন

হস্তান্তর করণপত্রে আদালতের যেরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে ও তাহার যে ফল হইবে তাহার কথা।

২৬২ ধারা। ইহার পূর্ব্বধারামতে হস্তান্তর করণপত্রে আদালতের যে স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্রের যে পৃষ্ঠলিপি লিখিতে হইবে, তাহা এই পাঠানুসারে লেখা যাইবে, "আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় আনন্দের পক্ষে অমুক আদালতের জজ শ্রীঅমুক (কিম্বা স্থল বিশেষে যেরূপ হয়)।" কিন্তু হাইকোর্ট সময়ে সময়ে অন্য কোন পাঠে লিখিতে আজ্ঞা করিলে সেই পাঠে লেখা যাইবে; ও যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ঐ পৃষ্ঠলিপি করিতে আজ্ঞা হয় তিনিই তাহা করিলে যে ফল হইত, আদালত কর্তৃক সেই হস্তান্তর করণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার সেই ফল হইবে

যে দলীল রেজিষ্টরী হওয়া আবশ্যক তাহা আদালত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলেও রেজিষ্টরি না হইলে কার্য্যকর হয় না। কানাইলাল বঃ কালিদাস ই ল রি ২ আ ৩৯২।

স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৬৩ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে, যাঁহার সপক্ষে ডিক্রী হইল তাঁহার কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে তাহা গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার অধিকারে দেওয়া যাইবে; এবং ডিক্রীক্রমে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাইবে।

ডিক্রীতে খাসদখল দিবার আদেশ থাকিলে, যদিও ২৬৪ ধারা অনুসারে দখল প্রদত্ত এবং গৃহীত হইয়া জারির মিছিল দাখিল হয়, তথাপি এই ধারামতে খাসদখলের জন্য ডিক্রীদার পুনরায় প্রার্থনা করিতে পারে [illegible] আলীম্যোতুন বঃ গোপী ১২ ক রি ২৬৪।

মূল মোকদ্দমার সময়ে প্রতিবাদী বিরোধীয় ভূমি মালিকি স্বত্বে দখলকার থাকা বলিয়া পরাজিত হইলে জারির সময়ে সেই ভূমিতে প্রজা ভাবে দখলকার থাকিতে স্বত্ববান থাকার আপত্তি করিতে পারে না। বাণী মাহাতন বঃ গোপী ভক্ত ১২ উ রি ২৮৫

এই ধারা অনুসারে দখল না লইয়া বাদী যদি দ্বিতীয় নালিশ করে তাহা প্রাঙ্ন্যায় দোষে অচল হয়। রামসরণ মাহাতন বঃ জিননাথ ভক্ত ১০ উ রি ৩৯৬

ভদ্রাসন বাটীর অংশ যদি কোন অসম্বন্ধ ব্যক্তি ক্রয় করে সে খাস দখল পায় না। ১৮৮২ সালের ৪ আইনের ৪৪ ধারা

অন্য প্রকার সম্পত্তি সম্বন্ধে যে আংশিক স্বত্ববান থাকা প্রমাণ করিতে পারে তাহার অনুকূলে সংযুক্তভাবে খাসদখলের ডিক্রী হইতে পারে। ব্রহ্মময়ী দেবী বঃ রামচন্দ্র ৫ উ রি ১৫ মো

বাদী যদি কোন বাটীর অংশ ডিক্রী পায়, এবং প্রতিবাদী যদি সেই বাটী বন্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে আদালত চাবি ভাঙ্গিয়া দখল দিবার আদেশ দিতে পারেন। গণেশচন্দ্র বঃ দাসমণী ২২ উ রি ২৮৩

যদি বিরোধীয় ভূমিতে বাদির অংশ থাকা প্রতিবাদী অস্বীকার না করে কিন্তু সেই ভূমিতে প্রতিবাদী একপ্রকার শস্য বহুকাল হইতে বপন করিতে থাকা প্রমাণ করে এবং বাদী আর একপ্রকার শস্য বপন করিতে চাহে, তাহা হইলে বাদী সংযুক্ত ভাবে খাস দখলের বা প্রতিবাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি পাইতে পারে না। বাদী কেবল ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে। ওয়াটসন কোম্পানি বঃ রামচন্দ্র দত্ত ই ল রি ১৮ ক ১০।

খাস দখলের যদি ডিক্রি হইলে বাদির আবেদন পত্রে যেরূপ চতুঃসীমা লিখিত থাকে সেই চতুঃসীমার অন্তর্গত সমস্ত ভূমি বাদী পায়। বাদির আবেদন পত্রে বিরোধী ভূমির পরিমাণ যেরূপ লিখিত থাকে, উক্ত চতুঃসীমার মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ভূমি থাকিলেও বাদী তাহা দখল পায়। প্রিয় নত আলি বঃ রামদয়াল ১৮ উ রি ২৫

আবেদন পত্রের লিখিত সীমা চিহ্ন বর্ত্তমান না থাকিলে সেই চিহ্ন কোন স্থানে ছিল তদ্বিষয়ে জারির আদালত প্রমাণ লইতে পারেন। কালী দেবী বঃ মধুসূদন ১৭ উ রি ১৭১

ডিক্রিতে যেরূপ আদেশ থাকে তদ্দারা সীমা পরিচিহ্নিত করা সম্ভব হইলে জারির আদালত তাহার বিরুদ্ধ কোন প্রমাণ লইতে পারেন না। খারিজান খাতুন বঃ কমলা কান্ত হালদার ১২ উ রি ৯০

খাস দখলের ডিক্রি হইলে যত শীঘ্র সম্ভব বাদির দখল লওয়া উচিত। দখল লইতে বিলম্ব করা হেতু যদি কোন সীমা চিহ্ন লোপ হয় তাহা হইলে জারির সময়ে বাদিকে সেই সীমার প্রকৃত স্থান প্রমাণ করিতে হয়। রাধাগোবিন্দ বঃ ব্রজেন্দ্রকুমার ১৮ উ রি ৫২৭

স্থাবর সম্পত্তি প্রজার অধিকারে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা।

২৬৪ ধারা। প্রজার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির অধিকার করিবার স্বত্ব আছে ও যিনি ডিক্রীক্রমে উক্ত অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন তাঁহার অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে, আদালত ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে পরওয়ানার এক কেতা নকল লাগাইয়া দিয়া এবং উপযুক্ত কোন স্থানে ঢেঁড়া দিয়া কিম্বা রীতিমতে অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে দখীলকারের নিকট ঐ সম্পত্তি বিষয়ক ডিক্রীর মর্ম্ম ঘোষণা করাইয়া ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করাইতে আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু দখীলকারের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিলে তাঁহারই নামে সেই মর্ম্মের নোটিস জারী করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই।

মহাল বিভাগ কি অংশ পৃথক করিবার কথা।

২৬৫ ধারা। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী কোন মহাল বণ্টন করিবার কিম্বা অবিভক্ত মহালের একাংশের স্বতন্ত্র অধিকার পাইবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, উক্ত মহাল বণ্টন করিবার কিম্বা মহালের ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র অধিকার দিবার সম্বন্ধে যৎকালে যে

বিধি বলবৎ থাকে সেই বিধিমতে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা মহাল বণ্টন কিম্বা অংশ পৃথক করা যাইবে

বাদী যদি তাহার অংশের রাজস্ব পৃথক্ করিয়া লইবার প্রার্থনা না করে তাহা হইলে দেওয়ানি [illegible] দালত তাহার অংশের ভূমি পৃথক্ করিয়া সেই ভূমিতে তাহাকে দখল দিতে পারেন চন্দ্রনাথ বঃ হরনারায়ণ ই ল রি ৭ ক ১৫৩, দেবী সিংহ বঃ শিবলাল ই ল রি ১৬ ক ২০৩।

বিভাগের ডিক্রি বাদী ও প্রতিবাদী সকলেই জারি করিতে পারে, এবং একজন জারির কার্য্য চাল ইয়া যদি [illegible] বৎসরের পরে ক্ষান্ত হয়, তাহা হইলে অপর একজন তিন বৎসরের পরেও [illegible]ল ইতে পারে শেখ খুরসেদ বঃ নবিফতিমা ই ল রি ৩ ক ৫১, মোহনচন্দ্র বঃ মহেশচন্দ্র ই ল রি ৯ ক ৫৬৮।

চ।— সম্পত্তির ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

ডিক্রী জারীক্রমে যে যে প্রকারে ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা।

২৬৬ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবে, অর্থাৎ ভূমি, বাসগৃহ কি অন্যান্য ঘর, মাল, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট, চ্যাক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হুণ্ডী, প্রমিসরি নোট, গবর্ণমেণ্ট সিকুরিটী, খৎ কিম্বা টাকার অন্য প্রতিভূপত্র, ঋণ, কোন রেলওয়ের কি ব্যাঙ্কের কিম্বা প্রকাশ্য অন্য কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের মূলধনের কি সংযুক্ত ধনের অংশ, এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ভিন্ন ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর কি অস্থাবর অন্য যে সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে, কিম্বা যে সম্পত্তির উপর কিম্বা যাহার উপস্বত্বের উপর খাতকের নিজ হিতার্থে বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা নিজ তাঁহারই নামে ভোগ হইলে কিম্বা তাঁহার নিমিত্ত কি তাঁহার পক্ষে অন্যের দ্বারা গুপ্তস্বরূপে ভোগ হইলেও, সেই সম্পত্তি।

কিন্তু নিম্নলিখিত দ্রব্য তদ্রূপে ক্রোক কি নীলাম হইতে পারিবে না যথা,

(ক) ডিক্রীমত খাতকের [illegible] তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির প্রয়োজনীয় "বস্ত্রাদি এবং শয্যাদি"

(খ) কারিগরদের হাতিয়ার ও ডিক্রীমত খাতক কৃষাণ হইলে, কৃষি কার্য্যসংক্রান্ত যন্ত্র কৃষাণস্বরূপে জীবিকা চালাইবার নিমিত্ত আদালতের বিবেচনায় তাঁহার যে "গবাদি এবং বীজ শস্য" আবশ্যক তাহা।

(গ) কৃষিকারীদের অধিকারের তাঁহাদের যে গৃহাদি থাকে সেই গৃহাদির সরঞ্জাম।

(ঘ) হিসাবের খাতাবহী

(ঙ) হানিপূরণ পাইবার জন্যে নালিশ করিবার স্বত্বমাত্র।

(চ) নিজে সেবা করিবার কোন স্বত্ব

(ছ) সৈনিক ও সিবিল সর্বিসের যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেনস্যন পান তাঁহাদের ঐ বৃত্তি ও রাজনীতি সংক্রান্ত পেনশ্যন।

(জ) কোন সরকারী কর্ম্মচারীর বা কোন রেলওয়ে কোম্পানীর বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষে চাকরের বেতন—

(১) মাসিক কুড়ি টাকার অধিক না হইলে, সমস্ত বেতন।

(২) মাসিক কুড়ি টাকার অধিক হইলে ও চল্লিশ টাকার অধিক না হইলে, প্রতি মাসে কুড়ি টাকা

(৩) অন্য রকম হইলে, উহার অর্দ্ধেক

(ঝ) ভারতবর্ষীয় যুদ্ধসংক্রান্ত আইন যে ব্যক্তিদের প্রতি বর্ত্তে তাহাদের বেতন [illegible] উপস্থিত [illegible]

(ঞ) মজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন

(ট) অন্যের মরণান্তে জীবিত থাকিলে উত্তরাধিকারিত্বের প্রত্যাশা, কিম্বা কেবল কোন ঘটনাধীন কি সম্ভাবিত অন্য স্বত্ব কি স্বার্থ

(ঠ) উত্তরকালীন ভরণপোষণের অধিকার।

(ড) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত কোন গবর্ণর সাহেব বা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্তৃক ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনানুসারে প্রণীত কোন আইনে যে বৃত্তি কোন ডিক্রী জারীতে ক্রোক বা নিলাম হওয়ার দায় হইতে মুক্ত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহা

(ঢ) ভূমির রাজস্ব দিতে দায়ী ডিক্রীমত খাতক যদি এমন কোন ব্যক্তি হন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি খাটে এমন কোন আইনানুসারে যে অস্থাবর সম্পত্তি ঐরূপ বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত নিলাম হইতে মুক্ত তাহা

ব্যাখ্যা —(ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) এবং (ড) এই কএকটি প্রকরণে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে তাহা প্রাপ্য হওয়ার পূর্ব্বে বা পরেও ক্রোক ও বিক্রয় হইতে মুক্ত

পরন্তু (ক) খাজনার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রীজারী ক্রমে বাসগৃহ ও অন্যান্য ঘরের সরঞ্জাম ক্রোক কি বিক্রয় হইতে যে যে মুক্ত হইল কিম্বা

(খ) সৈন্যসংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইন কিম্বা তদ্রূপ যে ব্যবস্থা যৎকালে প্রচলিত থাকে, তাহার যে ব্যতিক্রম হইল

এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না

যে সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে দেনাদারের ক্ষমতা থাকে, ১৮৮২ সালের ৪ আইনের ৬ ধারা দেখ যে সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে দেনাদারের ক্ষমতা থাকে, তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রি জারিতে কেবল সেই সম্পত্তি বিক্রীত হইতে পারে দেবত্র সম্পত্তি বা ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি সেবাইত বা অছির নিজ দেনার জন্য বিক্রীত হইতে পারে না মারায়ণ বঃ চিন্তামণি ই ল রি ৫ ব ৩৯৬, টাগার কলেক্টর বঃ হরি সীতারাম ই ল রি ৬ ব ৪৫৬, বিষ্ণুচাদ বঃ মাচির হে সেন ই ল রি ১৫ ক ৩২৯

কেবল বর্ত্তন জন্য যদি কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় তাহা হইলে বর্ত্তন স্বত্বভোগী সেই সম্পত্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দান বিক্রয় করিতে পারে না, এবং তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রি জারিতেও সেই সম্পত্তি বিক্রীত হইতে পারে না দীপালী বঃ আপ জি ই ল রি ১০ ব ৩৪২

বর্ত্তন দাতা সম্পূর্ণ মালিকি স্বত্ব দিলে বর্ত্তন স্বত্বভোগীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হইতে পারে রাজা নৃসিংহ দেব বঃ রায় কৈলাসনাথ ৯ এম আই এ ৫৫

উইল প্রাপ্ত সম্পত্তি দান বিক্রয় উইলের দ্বারা নিষিদ্ধ থাকিলেও তাহা ডিক্রি জারিতে বিক্রীত হইতে পারে ১৮৬৫ সালের ১০ আইন ১২৫ ধারা।

মিতাক্ষরানুযায়ী কোন ব্যক্তি তাহার পারিবারিক সম্পত্তির অবিভক্ত অংশ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিতে পারে না; কিন্তু ডিক্রি জারিতে অবিভক্ত দায়াদের স্বত্ব বিক্রয় হইতে পারে দীনদয়াল বঃ জগদীপ ই ল রি ৩ ক ১৯৮

মিতাক্ষরানুযায়ি পিতার বিরুদ্ধ ডিক্রি জারিতে সমস্ত পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রীত হইতে পারে হিন্দু আইনের পুস্তক ৯৭ পৃষ্ঠ দেখ

অন্য যে সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে

১ দেনাদারের অনুকূল ডিক্রি, তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রির দায়ে, পূর্ব্বে বিক্রীত হইতে পারিত গোলাম মহম্মদ বঃ ঈশ্বরচন্দ্র ১৫ উ রি ৩৪; পরন্তু এক্ষণে আর ডিক্রি জারিতে দেনাদারের অনুকূল ডিক্রি বিক্রয় হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না ২৭৩ ধারা দেখ, আরও দেখ পিয়ারিমোহন বঃ রমেশচন্দ্র ই ল রি ১৫ ক ৩৭১

২ কোন বাটীর দ্বার কবাটাদি অস্থাবর সম্পত্তি গণ্য হইয়া পৃথক রূপে বিক্রীত হইতে পারে না দেপারি বঃ রঘু মায়করাম ই ল রি ১১ ক ১৬৪।

৩ নিবন্ধকদাতার স্বত্ব তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রি জারিতে বিক্রীত হইতে পারে দে স্বামী মনয় জ বঃ দীনদয়াল ২০ উ রি ২০

৪ টাকার জন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তি জামিন স্বরূপ অন্যের হস্তে গচ্ছিত থাকিলে তাহাতে গচ্ছিতকারির যে স্বত্ব থাকে তাহা দেনার জন্য বিক্রীত হইতে পারে করথান বঃ স্বুব্রহ্মণ্য ই ল রি ৯ মা ২০৩

৫ যে ভূমিতে কোন প্রজা মৃত্তিকার ঘর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জমিদারের জানিত মতে বহুকাল বাস করে, সেই ভূমির প্রজাস্বত্ব সেই প্রজার দেনার দায়ে বিক্রীত হইতে পারে দুর্গাপ্রসাদ বঃ বৃন্দাবন ১৫ উ রি ২৭৪।

৬ সেবায়তের স্বত্ব বিক্রীত হইতে পারে না দুর্গাচরণ বঃ চণ্ডীরাম ই ল রি ৪ অা ৮১, রাধাকিশোর বঃ শ্রীনিবাস ১৪ উ রি ৪০৯, জগন্নাথ রায় বঃ কৃষ্ণ প্রসাদ ৭ উ রি ২৬৬, কালীচরণ গিরি বঃ বংশীমোহন ১৫ উ রি ৩৩৯

বৈদেশিক কোন প্রজার ঋণ এই ধারা অনুসারে ক্রোক হইতে পারে না সমেশ্যাম লাল বঃ ভানসাজি ই ল রি ১ ব ২৪৯।

দেনাদারের প্রভু তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেও, যদি সেই পুরস্কারের পরিমাণ ১০০ টাকার অধিক হয়, এবং যদি তৎসংক্রান্ত আদেশ রেজেষ্টরি না হয়, তাহা হইলে সেই পুরস্কারের টাকা দেনাদারকে প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে ক্রোক হইতে পারে না ১৮৮২ সালের ■ আইনের ১২৩ ধারা, জানকী দাস বঃ ই অ ই রেলওয়ে ই ল রি ৬ অ ৬৩৪

পরিধেয় বস্ত্রাদি।—হিন্দু পতির ঋণের জন্য হিন্দু পত্নীর স্ত্রীধন ক্রোক হইতে পারে না। টুকারাম বঃ গণজি ৮ ব ১২৯

স্ত্রীলোকের নিজের ঋণের জন্যও তাহাদিগের সর্ব্বদা পরিধেয় অলঙ্কার ক্রোক হইতে পারে না। আপ্পা বঃ টজাস ই ল রি ৯ ব ১০৬

ক্ষতিপূরণের নালিস করিবার স্বত্ব —ওয়াসিলাতের নালিস করিবার স্বত্ব ডিক্রিজারিতে নিলাম হইতে পারে না, এবং যদি নিলাম হয়, তাহা হইলে ক্রেতা সেই ওয়াসিলাতের জন্য নালিস করিতে পারেন না জাগট দ কুণ্ডু বঃ ম্যাও মরগেজ ব্যাঙ্ক ই ল রি ৯ ক ৬৯৫

দেনাদারের প্রাপ্য ঋণ এই ধারা অনুসারে ক্রোক হইতে পারে। কেবল ক্ষতিপূরণ পাইবার নালিস করিবার স্বত্ব ক্রোক হইতে পারে না।

নিজে সেবা করিবার স্বত্ব —সেবাইতের স্বত্ব বিক্রয় হইতে পারে না পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে

রাজকীয় পেন্সন —রাজকীয় পেন্সন শব্দের অর্থ সম্বন্ধে দেখ, বিশ্বম্ভর বঃ ইমদাদ আলি ই ল রি ১৮ ক ২১৬

উত্তরাধিকারি সূত্রে অন্যের সম্পত্তি পাইবার আশা, কোন হিন্দু বিধবার মৃত্যুর পরে যে উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহার সেই আশা তাহার ঋণের জন্য ক্রোক হইতে পারে না

ভাবি বর্ত্তনের স্বত্ব —বর্ত্তন স্বত্বধারির ঋণের জন্য তাহার ভাবি বর্ত্তনের স্বত্ব বিক্রীত হইতে পারে না এই সম্বন্ধে হিন্দু আইনের পুস্তক দেখ ৩৪০ পৃষ্ঠা

ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

২৬৭ ধারা। আদালত আপন প্রবৃত্তি মতে কিম্বা ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহাকে সমন করিয়া, ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, ও সেই সম্পত্তি বিষয়ক যে দলীল তাঁহার নিকটে কি অধিকারে থাকে তাহা দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও আপনার প্রবৃত্তিমতে সমন জারী করিবার পূর্ব্বে, যাঁহার পক্ষে সমন বাহির করেন তাঁহার নাম প্রচার করিবেন

ঋণ ও শ্যার ও অন্য যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে নাই তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৮ ধারা। ঐ সম্পত্তি (ক) ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্রের দ্বার অরক্ষিত ঋণ কিম্বা (খ) কোন প্রকাশ্য কোম্পানীর কি সমবায়িতে সমষ্টির মূলধনের কোন শ্যার হইলে কিম্বা (গ) কোন আদালতে গচ্ছিত কি রক্ষিত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য যে অস্থাবর সম্পত্তি

ডিক্রীগত খাতকের অধিকারে না থাকে সেই সম্পত্তি হইলে, নিম্নলিখিত প্রকারের নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে, যথা,

(ক) ঋণ হইলে, আদালত হইতে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত মহাজন ঐ ঋণ আদায় না করেন ও খাতক কাহাকেও সেই ঋণের টাকা না দেন,

(খ) শ্যার হইলে, ঐ শ্যার যাঁহার নামে থাকে তিনি অন্যের নিকট তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড না লন

(গ) পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, তাহা যে ব্যক্তির অধিকারে আছে তিনি ডিক্রীগত খাতককে তাহা না দেন

সেই নিষেধসূচক আজ্ঞার এক কেতা আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ও ঋণ হইলে ঐ আজ্ঞাপত্রের অন্য এক কেতা খাতকের নিকট কিম্বা শ্যার হইলে, কোম্পানির কিম্বা সমবায়িত সমাজের উপযুক্ত কর্ম্মকারের নিকট, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য অস্থাবর হইলে, তাহা যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে

এই ধারার (ক) প্রকরণমতে খাতকের প্রতি নিষেধ হইলে, তিনি আদালতে ঐ ঋণের টাকা দিতে পারিবেন তাহা দিলে যে পক্ষের ঐ টাকা পাইবার স্বত্ব আছে তাঁহাকে দেওয়ার ন্যায় খাতকের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হইবে

রাজকীয় কর্ম্মচারীর কি কোন রেলওয়ে কোম্পানীর চাকর হইলে, যে কার্য্যকারক বেতন দেন তাঁহাকে লিখিত আজ্ঞা দিয়া ক্রোক কার্য্য করা হইবে ঐ আজ্ঞা দ্বারা আদালত বেতনের যে অংশ রাখিতে বলেন যাবৎ আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয়, মাসে মাসে সেই অংশ রাখিতে হইবে

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞার এক কেতা নকল আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে এবং যে কার্য্যকারককে উক্ত আজ্ঞা দেওয়া যায় তাঁহার উপরও জারী করা যাইবে

তদ্রূপ কার্য্যকারক উক্তরূপে যে কোন অংশ রাখেন তাহা সময়ে সময়ে আদালতে দিতে পারিবেন, তদ্রূপে দিলে গবর্ণমেণ্ট কি স্থলবিশেষে রেলওয়ে কোম্পানি ডিক্রীগত খাতককে দিতে যেরূপ ফলবৎরূপে মুক্ত হইতেন সেইরূপ মুক্ত হইবেন

যে আদালতে ডিক্রি জারি দায়ের থাকে সেই আদালতের এলাকার বাহিরে এই ধারা অনুসারে ক্রোকের হুকুম জারি হইতে পারে না পার্ব্বতীচরণ বঃ [illegible] ই ল রি ৮ আ ২৫৩

অন্য ব্যক্তির হস্তে দেনাদারের সম্পত্তি থাকিলে, ডিক্রিদার পৃথক নালিস করিতে পারে না; এই ধারা অনুসারে ক্রোক করিতে পারে মিরজা মহম্মদ বঃ বালমুকুন্দ ৩ প্রি কৌ অ ৩১০

দেনাদারের প্রাপ্য বলিয়া যে ঋণ ডিক্রিদার ক্রোক করান দেন দারের খাতক তাহা স্বীকার করিলে এই ধারা অনুসারে আদালত আমানত করিতে পারে খাতক যদি তাহা অস্বীকার করে তবে হইলে জারির আদালত তাহাকে সেই ঋণের টাকা দিবার আদেশ দিতে পারেন না আদালত সেই ঋণ আদায়ের জন্য ৫০৩ ধারা অনুসারে রিসিবর নিযুক্ত করিতে পারেন, অথবা সেই ঋণ নিলামে বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারেন তুলসী গুলাল বঃ আণ্টনি ই ল রি ১১ ব ৪৪৮

ক্রোকের পরেও দেনাদার তাহার প্রাপ্য ঋণের জন্য নালিস করিতে পারে শিবসিংহ বঃ সীতারাম ই ল রি ১৩ আ ৭৬, কিন্তু দেনাদার সেই ঋণের টাকা লইতে পারে না এটোয়ার কামেশ্বর বঃ গেটি ই ল রি ১৪ আ ১৬২

দেনাদারের প্রাপ্য ঋণ বিক্রয়ের পূর্ব্বে তামাদি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহা বিক্রীত হইতে পারে না নৃসিংহ দাস বঃ তুলসীরাম ই ল রি ২ ব ৫৫৮

দেনাদারের টাকা কোন ব্যক্তির নিকট জামিনের জন্য গচ্ছিত থাকিলে তাহা ক্রোক হইতে পারে, কিন্তু সেই টাকার উপর জামিনের দায় অপরিশোধ্য হয় তবে দেনাদার সেই টাকার স্বদ পাইবার অধিকারী থাকিলে ক্রোককারি ডিক্রিদার স্বদ পাইতে পারে [illegible] বঃ [illegible] ই ল রি ৮ মা ২০১

ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৯ ধারা। ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির উল্লিখিত সম্পত্তি ভিন্ন ঐ সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারস্থ অন্য অস্থাবর হইলে, ঐ দ্রব্যই ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে ক্রোককারি কার্য্যকারক আপনার কিম্বা আপন অধীন কোন একজন কর্ম্মকারকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি রাখিবেন, ও তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করণবিষয়ে তিনিই দায়ী হইবেন।

উপবিধি।

কিন্তু ক্রোক করা সম্পত্তি স্বভাবতঃ অতি শীঘ্র ক্ষয় পায় এমত দ্রব্য হইলে, কিম্বা সেই দ্রব্য রক্ষা করিবার খরচ ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতেও অধিক হইলে, উপযুক্ত কর্ম্মকারক তৎকালেই তাহা বিক্রয় করিতে পারিবেন

পশ্বাদি ক্রোক করা গেলে তাহার আহারাদির বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

পশুপক্ষ্যাদি ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি যত দিন ক্রোকী অবস্থায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাহার তত দিন আহারাদি পাইবার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিধি করিতে পারিবেন, এবং যে কার্য্যকারক এই ধারামতে সম্পত্তি ক্রোক করেন, এই ধারার পূর্ব্বভাগে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, তিনি ঐ বিধিমতে কার্য্য করিবেন

কাচি ঘর অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় না রামচন্দ্র বসু বঃ ধর্ম্মচন্দ্র বসু ১০ উ রি ৪১৮

কর্ত্তনের পূর্ব্বে কোন শস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় না সাধু ব শম্ভু ই ল রি ৬ ব ৫৯২; চেদালাল বঃ মুলচাঁদ ই ল রি ১৪ আ ৩০

বৃক্ষ অস্থাবর গণ্য হয় না উমেদরাম বঃ দৌলতরাম ই ল রি ৫ আ ৫৬৪

বৃক্ষের ফল অস্থাবর গণ্য হয় নাজির খাঁ বঃ কেরামত খাঁ ই ল রি ৩ অ ১৬৮

কোন ভূমিতে যে ফল সংলগ্ন থাকে তাহা স্থাবর বলিয়া গণ্য হয় গিলার বঃ বৃন্দাবন ই ল রি [illegible] ক ৯৪৬

ক্রয়বিক্রয়ের নিদর্শনপত্র ক্রোক করিবার কথা।

২৭০ ধারা। ক্রয় বিক্রয় নিদর্শন পত্র লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও তাহা আদালতে কিম্বা রাজকীয় কোন কর্ম্মচারির নিকট গচ্ছিত না থাকিলে সেই নিদর্শনপত্র ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে, [illegible] সেই পত্র আদালতে আনা যাইবে, ও আদালতের অন্যরূপ আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আটক রাখা যাইবে।

ঘরের মধ্যে দ্রব্য ধৃত করণ বিষয়ক কথা।

২৭১ ধারা এই আইন মত কোন পরওয়ানায় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি থাকিলে, যে ব্যক্তি সেই পরওয়ানা জারী করে তিনি সূর্য্যাস্তের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিবেন না কিম্বা কোন বাসগৃহের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবেন না। কিন্তু তদ্রূপ কোন ব্যক্তি নিয়মিতরূপে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পারিলে ঐ গৃহের কোন ঘরের মধ্যে তদ্রূপ কোন সম্পত্তি আছে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি ঐ ঘরের দ্বার বন্ধন মুক্ত করিয়া খুলিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরে দ্রব্য ধৃতকরণ বিষয়ক কথা।

কিন্তু তৎকালে যদি ঐ ঘরে এমন কোন স্ত্রীলোক থাকেন যিনি দেশাচারের মতে প্রকাশ্য স্থানে যাইতে না পারেন, তবে যে ব্যক্তি পরওয়ানা জারী করেন তিনি ঐ স্ত্রীলো-

ককে চলিয়া যাইবার অনুমতির নোটিস দিবেন, ও ঐ স্ত্রীলোকের চলিয়া যাইবার উপযুক্ত সময় দিয়া তাঁহার চলিয়া যাইবার যুক্তি সঙ্গত সুবিধা করাইলে পর তিনি ঐ দ্রব্য ধৃত করিবার জন্য ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন ; ইতিমধ্যে ঐ দ্রব্য যেন গোপনে স্থানান্তর করা না যায় এই নিমিত্ত এই বিধানের সঙ্গত সদুপায় করিবেন

ক্রোককারি ভদ্রাসন বাটীর বহির্দ্বার বলপূর্ব্বক খুলিতে পারে না, কিন্তু দোকানের বহির্দ্বার বলপূর্ব্বক খুলিতে পারে দামোদর বঃ ঈশ্বর ই ল রি ৩ ব ৮৯

নাজির বলপূর্ব্বক কোন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পরে যদি তথায় দেনাদারের কোন সম্পত্তি না থাকা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে অনধিকার প্রবেশ জন্য নাজিরের দণ্ড হইতে পারে ভাঃ বঃ গ ডি ৭ ব ৮৩ ফে

ডিক্রিদার কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অন্যায়রূপে ক্রোক করাইলে ক্ষতিপূরণের দায়ী হয় গবজান বিবি বঃ সেথ সরিযতুল্ল ১২ উ রি ৩২৯

যে সম্পত্তি দেনাদারের নহে তাহা দেনদারের বলিয়া ক্রোক হইবার পরে যদি তাহার মূল্য হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্রোক খালাসের পরে সেই সম্পত্তির মালিক ক্রোক হইবার সময়ে তাহার যে মূল্য ছিল তাহা ধরিয়া ক্ষতিপূরণ পায় কিশোরিমোহন রায় বঃ হরসুখ দাস ই ল রি ১৭ ক ৪৩৬ প্রি কৌ

সম্পত্তি আদালতে কি গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকারকের নিকট গচ্ছিত থাকিলে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৭২ ধারা। কোন আদালতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের হস্তে ঐ সম্পত্তি আমানত কি গচ্ছিত থাকিলে, তাহা ক্রোক করিবার নিয়ম এই ; আদালতের কি কার্য্যকারকের নামে এই মর্ম্মের নোটিস দেওয়া যাইবে যে উক্ত নোটিস যে আদালত হইতে বাহির হয় সেই আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত উক্ত আদালত কি কার্য্যকারক ঐ দ্রব্য ও তাহার উপর সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা থাকিলে তাহা, আপন হস্তে রাখেন।

উপবিধি।

পরন্তু সেই দ্রব্য কোন আদালতে আমানত কি গচ্ছিত থাকিলে ও কোন নিরূপণ-পত্রক্রমে কিম্বা ক্রোক করণের কি অন্য কার্য্যের বলে, ডিক্রীমত খাতক ভিন্ন, ঐ সম্পত্তি-গত স্বার্থের অন্য দাওয়াদারের ও অন্য ডিক্রীদারের মধ্যে স্বত্ব কি অগ্রগণ্যতা বিষয়ক কোন বিবাদ হইলে, সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন

যে আদালতে টাকা আমানত থাকে কেবল সেই আদালত সেই টাকা সম্বন্ধে তৃতীয় ব্যক্তির আপত্তির বিচার করিতে পারেন গোপীনাথ আচার্য্য বঃ অচলা বিবি ই ল রি ৭ ক ৫৫৩

যে আদালতে টাকা আমানত থাকে সেই আদালত তৃতীয় ব্যক্তির আপত্তি নামঞ্জুর করিলে সে ২৮৩ ধারা অনুসারে পৃথক নালিস করিতে পারে টিকম সিংহ বঃ শিবরাম সিংহ ই ল রি ১৯ ক ২৮৬

১৮৫৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত থাকা সময়ে কয়েকটী মোকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছিল যে কালেক্টারিতে যে টাকা আমানত থাকে তাহা কোন দেওয়ানি আদালত কর্ত্তৃক ক্রোক হইলে, তৃতীয় ব্যক্তির আপত্তি বিচার সম্বন্ধে সেই আদালতের বা কালেক্টরের কোন অধিকার থাকে না ; এবং ঐরূপ স্থলে পৃথক নালিস ভিন্ন আপত্তিকারী তাহার স্বত্ব সংস্থাপন করিতে পারে না ব্রজনাথ মিত্র ১৩ উ রি ৪০১ ; কৃষ্ণদাস বঃ রামকান্ত ই ল রি ৬ ক ১৪২

ডিক্রিদারের প্রার্থনা অনুসারে যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহাতে তৎক্ষণাৎ ডিক্রিদারের স্বত্ব হয় না, যখন ২৭৭ ধারা অনুসারে সেই টাকা ডিক্রিদারকে দিবার আদেশ হয় তখন তাহাতে ডিক্রিদারের স্বত্ব হয়। সেমুল বঃ লক্ষীপতি ১৩ উ রি ৫৮

কিন্তু দেনাদারের কোন ডিক্রি ক্রোক হইলে ক্রোকের পরেই সেই ডিক্রি জারি করিতে ডিক্রিদারের অধিকার হয় ২৭৩ ধারা ও তাহার টীকা দেখ

ডাকযোগে টাকা বা নোট প্রেরিত হইবার সময়ে তাহা ক্রোক হইতে পারে নরসিংহ বঃ আচাপ্পা ই ল রি ১৩ মা ২৪৩

টাকার ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

২৭৩ ধারা। যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীকারী আদালতের অন্য টাকার ডিক্রী লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, শেষ ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার জন্যে যেন পূর্ব্ব ডিক্রীর উৎপন্ন টাকা প্রয়োগ হয়, আদালতের এই মর্ম্মের আজ্ঞা দ্বারা ঐ ডিক্রী ক্রোক করা যাইবে।

যদি অন্য আদালতের টাকার ডিক্রী লইয়া সম্পত্তি হয়, তবে যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা থাকে সেই ডিক্রীকারী আদালতের বিচারপতি আপন স্বাক্ষরক্রমে ঐ অন্য আদালতের নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া যে আদালত হইতে নোটিস পাঠান গেল তাঁহার দ্বারা ঐ নোটিস রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত আপন ডিক্রীজারির কার্য্য স্থগিত করিতে আদেশ করিবেন। তাহা হইলে,

(ক) যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীকারী আদালত যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করেন, কিম্বা

(খ) যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীদার ঐ নোটিসপ্রাপ্ত আদালতে আপন ডিক্রী জারী করিতে যত দিন প্রার্থনা না করেন, ঐ নোটিসপ্রাপ্ত আদালত তত দিন ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবেন।

আদালত উক্ত প্রকারের প্রার্থনাপত্র পাইলে ঐ ডিক্রী জারী করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া, যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় তাহার পরিশোধে উক্ত ডিক্রীর উৎপন্ন টাকা প্রয়োগ করিবেন।

অন্য ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

অন্য কোন প্রকারের ডিক্রী হইলে, ক্রোক করিবার নিয়ম এই। যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীকারী আদালতের বিচারপতি, যে ডিক্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীদারের নামে স্বীয় স্বাক্ষরিত নোটিস লিখিয়া তাঁহাকে কোন প্রকারেই সেই ডিক্রী হস্তান্তর করিতে কি তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইতে নিষেধ করিবেন এবং অন্য আদালতের ঐ ডিক্রী হইলে, সেই আদালতের নামেও সেই প্রকারের নোটিস লিখিয়া পাঠাইয়া, যে আদালত হইতে পাঠান যায় সেই আদালত ঐ নোটিস রহিত না করিলে, যে ডিক্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রী জারী না করিতে আদেশ করিবেন। কোন আদালত সেই প্রকারের নোটিস পাইলে, যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করা যায় তত দিন তাহা প্রবল করাইবেন।

ডিক্রীদারের সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

এই ধারামতে কোন ডিক্রী ক্রোক করা গেলে সেই ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারীকারী আদালতকে যুক্তিমত আদেশানুযায়ী সন্ধান জানাইতে ও সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনে ডিক্রি ক্রোক সম্বন্ধে কোন বিধান ছিল না, এবং ঐ আইন জারি থাকার সময়ে কোন কোন মোকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছিল যে অন্য সম্পত্তির ন্যায় ডিক্রি জারির নিলামে ডিক্রি বিক্রীত হইতে পারে। গোলাম মহম্মদ বঃ ইন্দ্রচন্দ্র মহন্ত ১৫ [illegible] রি ৩৪। আরও দেখ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঃ জীবনেশ্বরী ই ল রি ৮ ক ২৪৩।

পরন্ত বর্ত্তমান আইন অনুসারে ডিক্রি নিলাম হইতে পারে না বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতার হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে দেনাদারের অনুকূল ডিক্রি ক্রোক করিয়া ডিক্রিদার সেই ডিক্রি জারি করিতে পারে। পিয়ারিমোহন চৌধুরী বঃ রমেশচন্দ্র নন্দী ই ল রি ১৪ ক ৩১১।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৭৪ ধারা সম্পত্তি স্থাবর হইলে, ডিক্রীমত খাতক কোন প্রকারে তাহা যেন হস্তান্তর না করেন বা তাহার উপর কোন দায় না বর্তান এবং কোন ব্যক্তি যেন তাঁহার স্থানে ক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য প্রকারে তাহা গ্রহণ না করেন, এ মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা দ্বারা ঐ সম্পত্তির ক্রোক করা যাইবে

ঐ সম্পত্তি যে স্থানে থাকে সেই স্থানে কি তাহার নিকটে ঢেঁড়রা দিয়া কি সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ আজ্ঞা ঘোষণা করা যাইবে ও ঐ সম্পত্তির এবং আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে

গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতেও ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দিতে হইবে

যে ভূমি আদালতের অধিকার মধ্যগত নহে তাহা বিক্রয় জন্য আদালত সাধারণতঃ আদেশ দিতে পারেন না। প্রেমচাঁদ দে বঃ মোক্ষদা দেবী ই ল রি ১৭ ক ৬৯৯ ফু বে।

তবে যেস্থলে দুই আদালতের অধিকারস্থিত ভূমি সম্বন্ধে এক আদালতে নালিস হইয়া ডিক্রি হয়, সেই স্থলে যে আদালত ডিক্রি দেন সেই আদালত সেই ডিক্রি জারিতে অপর আদালতের অধিকার মধ্যগত সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারেন গোপীমোহন রায় বঃ দৈবকীনন্দন সেন ই ল রি ১০ ক ১৩

ঐরূপ অবস্থায় যদিও যে আদালত ডিক্রি দেন সেই আদালত ভিন্ন এলাকার সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন এলাকার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে সার্টিফিকেট দিয়া সেই এলাকার আদালতে জারির জন্য ডিক্রি প্রেরণ করা কর্ত্তব্য ম সিক ব. ছিল ই ল রি ১৪ ক ৬৬১, এবং ঐ নিষ্পত্তির প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দেখ ই ল রি ১৯ ক ১৩ পৃষ্ঠা

সবন্ধক ঋণ এই ধারা অনুসারে ক্রোক করা আবশ্যক শ্রীনাথচন্দ্রদত্ত বঃ গোপালচন্দ্র মিত্র ই ল রি ৯ ক ৫১১ কিন্তু দেখ দেবেন্দ্রকুমার মণ্ডল বঃ রূপলাল দাস ই ল রি ১২ ক ৫৫৩

সবন্ধক ঋণের ডিক্রিতে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ থাকিলে সেই ডিক্রি জারিতে বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করা আবশ্যক হয় না দয়াচাঁদ বঃ হেমচাঁদ ই ল রি ৪ ক ৫১৫, মানিক বঃ ছিল ই ল রি ১৪ ক ৬৬১

ঢোল সহরত ভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে না ত্র্যম্বক বঃ নানা ই ল রি ১০ ব ৫০৪

যে কোন আদেশ ক্রোকি সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া না হইলে ক্রোক অসিদ্ধ হয় কালি তারা বঃ রামকুমার ■ ক ল রি ১১৪।

ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া লইবার আজ্ঞার কথা

২৭৫ ধারা। যত টাকার ডিক্রী হইল, খরচাসুদ্ধ এবং কোন সম্পত্তি ক্রোক করণ প্রযুক্ত সকল খরচ খরচাসুদ্ধ সেই সমুদয় টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য অন্য কোন প্রকারে সাধন করা গেলে, কিম্বা ডিক্রী অসিদ্ধ কি ব্যর্থ করা গেলে, ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে।

ক্রোক হইবার পর সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করা গেলে তাহা ব্যর্থ হইবার কথা।

২৭৬ ধারা সম্পত্তি ধৃত করণ দ্বারা কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিত আজ্ঞা নিয়মিতরূপে জ্ঞাত ও প্রচার করণ দ্বারা ক্রোককরা গেলে পর, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গোপনে বিক্রয় কি দান কি বন্ধকক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করা যায়, ও ক্রোক

থাকিতে থাকিতে যদি ডিক্রীমত খাতককে ঋণের কি ডিবিডেণ্ডের টাকা কি শ্যার দেওয়া যায়, তবে ক্রোকের বলে যে সকল দাওয়া প্রবল করা যাইতে পারে তৎপক্ষে ঐ হস্তান্তর করণ কি ঐ টাকা প্রভৃতি দেওন ব্যর্থ হইবে

দেনাদারের সম্পত্তি ক্রোক হইলেই তাহাতে ডিক্রিদারের কোন স্বত্ব হয় না সৈফুল্ল খাঁ বঃ লক্ষ্মীপতি সিংহ ১৩ উ রি ৫৮

তবে কতকগুলি কার্য্য সম্বন্ধে ক্রোককারী ডিক্রিদারের অধিকার আছে ক্রোকি সম্পত্তি বন্ধকের দায়যুক্ত থাকিলে ক্রোককারী সেই দায় মোচন করিতে পারে ১৮৮২ সালের ■ আইনের ৯১ ধারা

দেনাদারের উইলের প্রোবেট সম্বন্ধে ক্রোককারী ডিক্রিদার আপত্তি করিতে পারে নীলমণি সিংহ বঃ উমানাথ ই ল রি ১০ ক ১৯।

ক্রোকের পূর্ব্বে দেনাদার তাহার কোন সম্পত্তি ক্রোক হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও যদি সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহা অসিদ্ধ হয় না ফেগ্রেডো বঃ মহম্মদ মদেখর ১৫ উ রি ৭৫।

যে জারিতে প্রথম কোন সম্পত্তি ক্রোক হয়, সেই জারি খারিজ হইয়া ক্রোক রহিত হওয়ার পরে, এবং দ্বিতীয় জারি ও ক্রোকের পূর্ব্বে, যদি দেনাদার সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহা হইলে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না পদ্মমণি বঃ রায় মথুরানাথ ২ প্রি কৌ জ ৮৭৬

জারির মিছিল খারিজ হইলেই ক্রোক উঠিয়া যাওয়া গণ্য হয় এমত নহে। ঐ নিষ্পত্তি দেখ।

পূর্ব্ব ক্রোক মোচন হওয়া স্বীকার করিয়া ডিক্রিদার যদি দ্বিতীয় জারিতে পুনরায় ক্রোকের প্রার্থনা করে, তাহা হইলে প্রথম জারির নথির খারিজের সময় প্রথম ক্রোক উঠিয়া যাওয়া গণ্য হয় মাতঙ্গিনী বঃ চৌধুরী জনমেজয় ২০ উ রি ৫১৩

কোন সম্পত্তি ক্রোকের পরে তাহা নিলাম হইয়া যদি সেই নিলাম রহিত হয়, তাহা হইলে সেই ক্রোক বাহাল থাকা গণ্য হইতে পারে। গোস্বামী মনরাজ বঃ দীনদয়াল ২০ উ রি ২০

দেনাদারের সম্পত্তি ক্রোকের পরে নিলাম না করাইয়া ডিক্রিদার যদি আপোসে ক্রোকি সম্পত্তি দেনাদারের নিকট ক্রয় করে, তাহা হইলে দেনাদারের পূর্ব্বকৃত বিক্রয় ক্রোক থাকা সময়ে সম্পাদিত বলিয়া ডিক্রিদার তাহা রহিত করাইতে পারে না দিনেন্দ্রনাথ সান্যাল বঃ রামকুমার ঘোষ ই ল রি ৭ ক ১০৭ প্রি কৌ

আইন অনুসারে ক্রোক হওয়া আবশ্যক; তদ্ভিন্ন ক্রোক থাকা সময়ে যে দেনাদারের নিকট আপোসে ক্রোকি সম্পত্তি ক্রয় করে তাহার স্বত্ব অপেক্ষা নিলাম খরিদদারের স্বত্ব অগ্রগণ্য হয় না ইন্দ্রচন্দ্র দাবু বঃ হামিল্টন গ্রান্ট ডনলপ ১০ উ রি ২৬৫।

একতরফা ডিক্রি অনুসারে দেনাদারের সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পরে যদি সেই ডিক্রি রহিত হয়, তাহা হইলে সেই ক্রোক থাকা সময়ে দেনাদারকৃত ক্রোকি সম্পত্তি বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হয় না লালাজগৎ বঃ তুলসীরাম ১০ উ রি ৯৯।

যে কোন ব্যক্তির আপত্তি অনুসারে দেনাদারকৃত ক্রোকি সম্পত্তির আপস বিক্রয় অসিদ্ধ অবধারিত হইতে পারে না ডিক্রিদার, নিলাম খরিদদার প্রভৃতি যাহারা সেই ক্রোকের মূলে দাবি করিতে স্বত্ববান্ কেবল তাহাদের আপত্তি অনুসারে দেনাদারের কৃত আপস বিক্রয় অসিদ্ধ অবধারিত হইতে পারে ক্রোকি সম্পত্তি আপসে বিক্রয় করিয়া তদনন্তর যদি দেনাদার ডিক্রির টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহা হইলে সে তাহার নিজকৃত বিক্রয় অসিদ্ধ বলিয়া তাহার স্বত্ব ক্রয়কারিকে প্রতারিত করিতে পারে না উমেশচন্দ্র বঃ রাজবল্লভ ই ল রি ৮ ক ২১৯

যে টাকার জন্য ডিক্রিজারি হয় তাহা দেনাদার পরিশোধ করিয়া দিলে, ভবিষ্যতে সেই ডিক্রির মূলে আর যে টাকা ডিক্রিদারের প্রাপ্য হইবে তাহার জন্য ক্রোক বাহাল থাকিতে পারে না; এবং ঐরূপ স্থলে প্রথম জারি খারিজের পরে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্রোকের পূর্ব্বে দেনাদার যদি তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহা অসিদ্ধ হইতে পারে না রামধন বঃ কৈলাসনাথ ১২ উ রি ৪৭৭

আপস বিক্রয় সম্বন্ধে ক্রোককারি ডিক্রিদার সম্মতি দিলে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারে না। ■ 'নাথ বঃ *স্তুচন্দ্র ৭ উ রি ৪৩০

দেনাদারের সম্পত্তি ক্রোক থাক সময়ে সে যদি কোন বিদ্যমান দায় পুনঃ স্বীক র করে ত হা অসিদ্ধ হয় ন মহাদেবাও বঃ শ্রীনিবাস ই ম রি ৪ মা ৪১৭

দেনাদার যদি তাহার বিরুদ্ধ অন্য কোন ডিক্রির আদেশ অনুসারে ক্রোকি সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহা আপস বিক্রয় বলিয়া গণ্য হয় না কোরবান আলি বঃ আসরফ অ লি ই ল রি ৪ আ ২১৯।

যদি কে ন তৃতীয় ব্যক্তির আপত্তি অনুসারে ক্রে ক মে চনের আ দেশ হওয়ার পরে ডিক্রিদ র সেই হুকুম রহিত জন্য পৃথক নালিস করিয়া কৃতকার্য্য হয়, তাহ হইলে তাহার কৃত ক্রে ক বাহাল থ কা গণ্য হয়, এবং জারির আদালত কর্ত্তৃক ক্রোক মোচনের আদেশ হওয়ার পরে দেনাদার কর্ত্তৃক সেই সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া থাকিলে তাহ অসিদ্ধ হয়। মহম্মদ ওয়ারিস বঃ পীত ম্বর ২১ উ রি ৪৩৫।

মুদ্রা কি নোট ক্রোক করা গেলে তাহা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৭৭ ধারা যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহা মুদ্রা কি নোট হইলে ডিক্রীমত যে পক্ষের তাহা পাইবার স্বত্ব থাকে আদালত ঐ ক্রোক প্রবল থাকিতে থাকিতে কোন সময়ে ঐ পক্ষকেই সেই মুদ্রা কি নোট কিম্বা তাহার উপযুক্ত যে অংশদ্বারা ডিক্রীমত কার্য্যসাধন হইতে পারে সেই অংশ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার ও ক্রোক করিবার আপত্তির অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

২৭৮ ধারা ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, তাহা ক্রোক হওয়ার যোগ্য নয় বলিয়া সেই সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া কিম্বা তাহার ক্রোক হওয়ার কোন আপত্তি উপস্থিত করা গেলে, আদালত সেই দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান লইতে প্রবর্ত্ত হইবেন সেই দাওয়াদার কি আপত্তিকারক মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে আদালতের যে ক্ষমতা থাকিত তাঁহার সাক্ষ্য লওন বিষয়ে ও অন্য সকল বিষয়ে সেই ক্ষমতা থাকিবে

কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা অনাবশ্যকমতে সেই দাওয়া কি আপত্তি করিতে বিলম্ব করা হইয়াছে, আদালতের এমত বোধ হইলে তদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া যাইবে না

নীলাম স্থগিত রাখিবার কথা

যে সম্পত্তির উপর ঐ দাওয়া কি আপত্তি করা যায় তাহার নীলাম হইবার ইস্তিহার হইয়া থাকিলে, নীলামের আজ্ঞাকারক আদালত ঐ দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান লওনের অপেক্ষায় ঐ নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত থ ক সময়ে কলিকাতার হ ইকোর্ট অবধ রণ করি য়াছিলেন যে কেবল স্থাবর অথব কোন বিশেষ অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রি জারিতে ক্রোক হইলে ঐ আ ইনের ২৪৬ ধারা অনুসারে তৃতীয় ব্যক্তি দোজাহেম দিতে পারে, দেনাদারের প্রাপ্য ঋণ ক্রোক হইলে তৎসম্বন্ধে দেনাদ রের খাতক কোন আপত্তি করিতে পারে ন ন গবতী সুন্দর বঃ কামেশ্বর প্রস দ ২২ উ রি ৩৬

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধ রা যেরূপ ছিল ত হার সহিত ১৮৭৭ সালের ১০ আ ইনের ২৭৮ ধারার এবং বর্ত্তমান আইনের এই ধারার অনেক বিভিন্নতা আছে। ১৮৭৭ স লের ১০ অ ইন প্রচলিত থাকা সময়ে বোম্বে হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছিলেন যে দেনাদারের প্রাপ্য ঋণ তাহ র বিরুদ্ধ ডিক্রি জ রিতে ক্রোক হইলে দেন দারের খাতক এই ধারা অনুসারে আপত্তি করিতে পারে ন ; তবে ঐ খাতকের আ পত্তি শুনিয়া আদালত নিল মি এস্তাহার বচনাকালে সময়ে ঐ আপত্তি সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন এবং আদ লতের যদি বিবেচনা হয় যে আপত্তিকারী বাস্তবিক ঋণী নহে তাহ হইলে ডিক্রিদারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। হরিলাল বঃ অভয়া সিংহ ই ল রি ৪ ব ৩২৩

মুখ্য দেনাদারের মৃত্যু হওয়ায় তাহার উত্তরাধিকারিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা হইলে, সেই উত্তরাধিকারি যদি কোন সম্পত্তি ক্রোক সম্বন্ধে এই আপত্তি করে যে সেই সম্পত্তি তাহার নিজের এবং তাহা মৃত দেনাদারের ঋণ জন্য ক্রোক হইতে পারে না, তাহা হইলে সেই আপত্তির বিচার এই ধারা অনুসারে হয় না, ২৪৪ ধারা অনুসারে হয় রাজরূপ বঃ রামগোপাল ই ল রি ১০ ক ১, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ বরিয়া বিবি ই ল রি ১৭ ক ৭১১ ফু বে

যদি মৃত দেনাদারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বলে যে ক্রোকি সম্পত্তিতে সে ট্রষ্টিরূপে দখলকার আছে, তাহা হইলে তাহার আপত্তির এই ধারা অনুসারে বিচার হয় রূপলাল বঃ বেকারিমি ই ল রি ১৫ ক ৬৬৭।

সম্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক হইলে এই ধারা অনুসারে তৃতীয় ব্যক্তি আপত্তি করিতে পারে ৪৮৭ ধারা দেখ, আরও দেখ, কার্ত্তিকচন্দ্র বঃ মুক্তার ম ১০ উ রি ২১

মোক্তারহেমদার তাহার উক্তি প্রমাণ করিতে বাধ্য, এবং মোক্তারহেমদার তাহার উক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না দিলে ক্রোকি সম্পত্তি দেনাদারের থাকা প্রমাণ করিতে ডিক্রিদার বাধ্য হয় না নাগো ঝা বঃ বরণ ১১ উ রি ৮ ফু বে

এক সম্পত্তি সম্বন্ধে অনেকে মোক্তারহেম দিলে, আদালত প্রত্যেকের দাবির বিচার করিতে বাধ্য সারদাময়ী বঃ নবীনচন্দ্র ১১ উ রি ২৫৫

যে মোক্তারহেমদারের আপত্তি একবার অগ্রাহ্য হয় সে আর দ্বিতীয়বার মোক্তারহেম দিতে পারে না ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঃ ভগবতীচরণ ১৪ উ রি ১৪৪

সবন্ধক ঋণের [illegible] যে স্থলে ডিক্রিতে বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ থাকে সেই স্থলে কোন তৃতীয় ব্যক্তি এই ধারা অনুসারে মোক্তারহেম দিতে পারে না ডিফহেন্ট বঃ পিটার ই ল রি ১৪ ক ৬৩১

মিতাক্ষরানুযায়ী কোন ব্যক্তির নামে টাকার ডিক্রি হইলে সেই ডিক্রি অনুসারে তাহার পারিবারিক সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে কি না সন্দেহ রামদয়াল বঃ দুর্গা সিংহ ই ল রি ১২ অ ২০৯, রাধানন্দন বঃ রাজ গোপাল ই ল রি ১২ মা ৩০৯

মিতাক্ষরানুযায়ী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রি জারিতে তাহার পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, পুত্রগণ সেই নিলাম সকল স্থলে রহিত করাইতে পারে না, কিন্তু নিলামের পূর্ব্বে যদি পুত্রগণ মোক্তারহেম দিয়া দেখাইতে পারে যে সেই ডিক্রি অনুসারে পারিবারিক সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে না, তাহা হইলে কলিকাতা ও আলাহাবাদ হাইকোর্টের মতে জারির আদালত পুত্রদিগের মোক্তারহেম মঞ্জুর পূর্ব্বক ক্রোক খালাসের আদেশ দিতে পারেন রামদয়াল বঃ দুর্গা সিংহ ই ল রি ১২ আ ২০৯, সীতানাথ বঃ ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাঙ্ক ই ল রি ৯ ক ৮৮৮

দাওয়াদারদের যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

২৭৯ ধারা সম্পত্তি যে তারিখে ক্রোক করা যায় সেই তারিখে সেই ক্রোকী সম্পত্তিতে দাওয়াদারের কি আপত্তিকারকের কোন স্বার্থ ছিল কিম্বা সেই সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে ছিল, তাঁহার ইহা দেখাইবার প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে

ক্রোকের দিবসে ক্রোকি সম্পত্তি মোক্তারহেমদারের দখলে থাকা অথবা তাহাতে মোক্তারহেমদারের কোন স্বার্থ থাকা মোক্তারহেমদারকে প্রমাণ করিতে হয় মোক্তারহেমের বিচারে মোক্তারহেমদার বাদী স্থানীয়, এবং ডিক্রিদার প্রতিবাদী স্থানীয় হয়, এবং মোক্তারহেমদার [illegible]হার স্বত্ব বা দখল সম্বন্ধে যে উক্তি করে তাহা তাহাকে প্রমাণ করিতে হয়। নাগো ঝা বঃ বরন ১১ উ রি ৮ ফু বে

মোক্তারহেমদার যে প্রমাণ দিতে চাহে তাহা আদালত গ্রহণ করিতে বাধ্য ভবানী দেবী বঃ মহারাজা নীলমণি সিংহ ২৪ উ রি ৪২২ কিন্তু মোক্তারহেমের মোকদ্দমার আদালত সকল স্থলে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া বিচার করিতে বাধ্য নহেন শিরধারী লাল বঃ অম্বিকাপ্রসাদ ই ল রি ১৫ ক ৫২১, ৫২৮ পৃষ্ঠা দেখ

মোক্তারহেমদার ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনর্থক বিলম্ব করিয়া মোক্তারহেম দিলে, আদালত তাহার বিচার করিতে বাধ্য নহেন। ২৭৮ ধারা দেখ, আরও দেখ বর্দ্ধমানাধিপতি বঃ হীরালাল শীল ১১ উ রি ৫৪

ক্রোক হইতে সম্পত্তি মুক্ত করিবার কথা।

২৮০ ধারা ঐ দাওয়া কি আপত্তি পত্রের উল্লিখিত কারণে সেই সম্পত্তি ক্রোক করণ সময়ে ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে, কিম্বা তাঁহার পক্ষে স্বত্বস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে, কিম্বা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার অধিকারে ছিল না, কিম্বা সেই সময়ে ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে থাকিলেও তাঁহার নিজের নিমিত্ত কিম্বা নিজ সম্পত্তি বলিয়া নয় অন্যের পক্ষে স্বত্বস্বরূপ, কিম্বা অংশতঃ নিজেরও অংশতঃ অন্যের পক্ষে তাঁহার অধিকারে ছিল আদালত পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান লইয়া ইহা সুবোধমতে জানিলে, ক্রোক হইতে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা যত দূর উচিত বোধ করেন তত দূর ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন

ক্রোকি সম্পত্তি হইতে কিছু উপস্বত্ব পাইতে দেনাদারের অধিকার থাকিলেও, যদি তাহ মোক্তাহেদারের সম্পত্তি বলিয়া সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে তাহার ক্রোক মোচনের আদেশ হওয় উচিত শিবরাজনন্দন সিংহ বঃ গোপাল শরণ নারায়ণ সিংহ ই ল রি ১৮ ক ২৯০

মোক্তাহেদ মঞ্জুর করিলে আদালত কেবল ক্রোক মোচনের আদেশ দিতে পারেন, ক্রোকি সম্পত্তির প্রকৃত মালিক কে তদ্বিষয়ে জারির আদালত মত প্রকাশ করিতে পারেন না ভৈরবলাল বঃ মির আবদুল ৮ উ রি ৯৩, খেলাতচন্দ্র বঃ ভগবতী ১৪ উ রি ১৪৪

ক্রোকি সম্পত্তির কিয়দংশে মোক্তাহেদদারের স্বত্ব থাক প্রমাণ হইলে, আদালত সেই অংশ সম্বন্ধে ক্রোক মোচনের আদেশ দিতে পারেন নারকুমার ব বঃ কাদম্বিনী ১৩ উ রি ৬৩ ফু বে

জারির আদালত বাহ্যিক দখলের ভাব দেখিয়া মোক্তাহেদের বিচার করিতে পারেন; কোন দলিল কৃত্রিম বা আইন অনুসারে সিদ্ধ কি না তদ্বিষয়ে জারির আদালত বিচার করিতে পারেন না হ সিম বখস বঃ বক্তিয়ার ই ল রি ১৪ ক ৬১৭

ক্রোকি সম্পত্তি দেনাদারের দখলে ব দেনাদারের হিতার্থে অন্য কোন ব্যক্তির দখলে আছে কি না জারির আদালত কেবল এইমাত্র দেখিবেন হরিহর ২০ [illegible] রি ২০২, দেবনাথচন্দ্র বঃ গৌরচন্দ্র ১৮ উ রি ৪০২

ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হওয়ার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার কথা।

২৮১ ধারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করণ সময়ে অন্য কাহারো নিমিত্ত না হইয়া ডিক্রীমত খাতকের নিজ সম্পত্তি বলিয়া তাঁহার অধিকারে, কিম্বা তাঁহার পক্ষে স্বত্বস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে ছিল, কিম্বা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত ইহা সুবোধমতে জানিলে ঐ দাওয়া অগ্রাহ্য করিবেন।

মোক্তাহেদদারের উক্তি সপ্রমাণ হইলে আদালত কেবল ক্রোক খালাসের আদেশ দিতে পারেন। ভৈরবলাল বঃ মির আবদুল ৮ উ রি ৯৩, মহাদেব বঃ [illegible] ১৬ উ রি ৫৯

মোক্তাহেদদার যথা সময়ে উপস্থিত না হইলে এই ধারা অনুসারে তাহার আপত্তি নামঞ্জুর হইতে পারে। ত্রিপুর সুন্দরী বঃ ইন্দ্রতরিন্না ২৪ উ রি ৪১১, নগাফ বঃ বরন ১১ উ রি ৯ ফু বে, ধনপতি সিংহ বঃ ইন্দ্রচন্দ্র ১৩ উ রি ১২১

মোক্তাহেদদারের আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে বা ক্রোকি সম্পত্তির ক্রোক মোচনের আদেশ হইলে পরে যদি তাহার সহিত ডিক্রির দেনাদারের কোন মোকদ্দমা হয় তাহাতে প্রাঙ্ন্যায় বাধার আপত্তি হইতে পারে না। বলিরয়েছ বঃ কনিয়েছে ২১ উ রি ২৭০, চন্দ্র নারায়ণ বঃ হারাধন ৬ উ রি ১৫৭

অন্য ব্যক্তির দাওয়ার অধীনে সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবার কথা।

২৮২ ধারা ঐ সম্পত্তি যাঁহার অধিকারে নাই এমত কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধ কি দায়গ্রস্ত আছে আদালত ইহা সুবোধমতে জানিলে ও ক্রোক প্রবল রাখা উচিত বোধ করিলে, ঐ বন্ধক কি দায় প্রবল রাখিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রোক অবস্থায় রাখিবেন

সবন্ধক ঋণ দাতার দখলে দায় সংযুক্ত সম্পত্তি থাক সময়ে সেই সম্পত্তি দেন দারের ঋণ জন্য ক্রোক হইলে ঋণ দাতা সেই ক্রোক মোচনের প্রার্থনা করিতে পারে কাশিনাথ সাহেব বঃ বিটন দ স ১০ ব ১০০

ঐরূপ অবস্থায় বন্ধক দাতার বন্ধক মোচনের স্বত্ব ক্রোক হইতে পারে সরস্বতী দেবী বঃ নবদ্বীপ বে ল রি ৩৮০

ক্রোকী সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকদ্দমা হইতে পারিবার কথা।

২৮৩ ধারা। ২৮০ কি ২৮১ কি ২৮২ ধারামতে কোন আজ্ঞা যাঁহার বিপক্ষে করা যায়, তিনি বিবাদীয় সম্পত্তির উপর যে স্বত্বের দাওয়া রাখেন তাহা স্থাপনার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয় তাহা প্রবল মানিয়া উক্ত আজ্ঞা সিদ্ধান্ত হইবে

জারির আদালত কর্তৃক মোজাহেম সম্বন্ধে যে আদেশ হয় তাহ জাবেদ নালিস দ্বারা অন্যথা না হইলে চূড়ান্ত গণ্য হয়, কিন্তু ক্রোকি সম্পত্তি মোজাহেমদারের দখলে থাকিলে যদি মোজাহেম অগ্রাহ্যের এক বৎসর পরেও ডিক্রিদার সেই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহার নামে দখল ছাড়িয়া দিবার নালিস করে, তাহা হইলেও সেই মোজাহেমদার তাহার পূর্ব্বাপর দখল ও স্বত্ব থাকার আপত্তি করিতে পারে, তাহার মোজাহেম অগ্রাহ্য হওয়ার তারিখ হইতে এক বৎসর গত হওয়া হেতু তাহার স্বত্ব ও দখল প্রমাণ সম্বন্ধে বাধা হয় না। গেন্দ লাল বঃ দিনম থ ই ল রি ১১ ক ৬৭৩

মোজাহেম নামঞ্জুর হইলেই মোজাহেমদার তাহার স্বত্ব প্রকাশার্থে জাবেদা নালিস করিতে বাধ্য হয় না, মোজাহেমদার ইচ্ছা করিলে ডিক্রির টাকা আমানত করিয়া সেই টাকা ফেরত পাইবার জন্য নালিস করিতে পারে দলিলচাঁদ বঃ রামকৃষ্ণ ই ল রি ৭ ক ৬৪৮ প্রি কৌ, জগদেব নারায়ণ সিংহ বঃ রাজা সিংহ ই ল রি ১৫ ক ৬৫৬।

২৮০, ২৮১, ২৮২ এই তিন ধারা অনুসারে জারির আদালত অন্য রূপে মোজাহেম অগ্রাহ্য করিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হয় না; কিন্তু বিশেষ স্থলে হাইকোর্ট ৬২২ ধারা অনুসারে সেই আদেশ রহিত করিতে পারেন শিবলাল নন্দন সিংহ বঃ গোপাল শরণ নারায়ণ ই ল রি ১৮ ক ২৯০

মোজাহেম সংক্রান্ত বিচারে জারির আদালত যে আদেশ দেন তন্নিবন্ধন অনিষ্ট নিবারণার্থ পরাজিত পক্ষ জাবেদ নালিস করিতে পারে কিন্তু জারির আদালতে আপত্তি না করিয়া ক্রোক মোচনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তি জাবেদ নালিস করিতে পারে না রামকুমার বঃ তার সিংহ ই ল রি ৭ আ ৫৮২, অসগর আলি বঃ কনক সাহা ১৭ উ রি ৩০৪, ৩০৫

মোজাহেম অগ্রাহ্য হওয়ার পরে মোজাহেমদার জাবেদা নালিস দায়ের পূর্ব্বক জারির কার্য্য স্থগিত রাখাইবার জন্য ৪৯২ ধারা অনুসারে নিষেধ আজ্ঞার প্রার্থনা করিতে পারে ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বঃ রূপলাল ই ল রি ১২ ক ৫১৫

ঐরূপ অবস্থায় মোজাহেমদারের প্রার্থনা অনুসারে জারির আদালত নিলাম স্থগিত রাখার আদেশ দিতে পারেন না ঐ নিষ্পত্তি দেখ

মোজাহেম অগ্রাহ্য হওয়ার পরে যদি মোজাহেমদার জাবেদা নালিস করে তাহা হইলে সেই মোকদ্দমায় ডিক্রিদার ও দেন দার উভয়কে পক্ষ করা উচিত হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক বঃ প্রেমচাঁদ ৫ ব ৮৩

যদি মোজাহেম মঞ্জুর হয় এবং ডিক্রিদার জাবেদা নালিস করে তাহা হইলে দেনাদারকে পক্ষ করা বিশেষ আবশ্যক হয় না শিবাপা বঃ ডোড নাগায় ই ল রি ১১ ব ১১৪

ক্রোক মোচনের আদেশের বিরুদ্ধে ডিক্রিদার জাবেদা নালিস করিলে বোম্বে হাইকোর্টের মতে তাহার আবেদনপত্রে ১০টাকার কোর্ট ফি লাগে। দয়াচাঁদ বঃ হেমচাঁদ ই ল রি ৪ ব ৫১৫, আরও দেখ ১৮৭০ সালের ৭ আইন, ১ তফসিল, ১৭ প্রকরণ

কলিকাতার হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে বাদির আবেদন পত্রে দাবির পরিমাণানুসারে কোর্ট ফি লাগে আহামেদ মিরজা সাহেব বঃ টমাস ই ল রি ১৩ ক ১৬২

ক্রোকি সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলেও যদি ডিক্রির পরিমাণ ১০০০ টাকার ন্যূন হয়, তাহা হইলে তৃতীয় ব্যক্তির আপত্তি অনুসারে ক্রোক মোচনের পরে মুন্সেফি আদালতে সেই ক্রোক বাহাল জন্য

জাবেদা নালিস চলিতে পারে। ডিক্রির পরিমাণ অনুসারে ঐরূপ মোকদ্দমার মূল্য অবধারিত হয়। মদনমোহন কুণ্ডার বঃ রাখালচন্দ্র রায় ই ল রি ১৪ ক ১০৪

কোন উদাসীন ব্যক্তির সম্পত্তি অন্যায়রূপে ক্রোক হইলে সে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে। কিশোরী রায় বঃ হরসুখ দাস ই ল রি ১৭ ক ৪৩৬

যে তারিখে ক্রোক মোচনের জন্য মোজাহেমদার দরখাস্ত করে সেই তারিখে ক্রোকি সম্পত্তি বিক্রয় করিলে মোজাহেমদারের যে লাভ হইত তাহা ধরিয়া সে মোজাহেমদার ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে। ঐ নিষ্পত্তি দেখ

মোজাহেম সংক্রান্ত আদেশ দ্বারা পরাজিত পক্ষ খরচা দায়ী হইলে, সে তদ্দেন্য নালিশে সেই খরচা পাইবার দাবি করিতে পারে, কিন্তু খরচা পাইবার দাবি না করিলে তাহা পায় না। রঘুনাথ বঃ বক্রিও সাধু ই ল রি ৬ অ ২১

যদি ডিক্রীদার পরাজিত হইয়া জাবেদা নালিস করে তাহা হইলে সে ক্রোকমুক্ত সম্পত্তি পুনরায় ক্রোক ও নিলাম করিবার স্বত্ব সংস্থাপন দি প্রতিকার চাহিতে পারে। কেদারনাথ বঃ নাথ লদাস ই ল রি ১৫ ক ৬৭৪ ও ৬৭৯ পৃষ্ঠ দেখ।

মোজাহেম অগ্রাহ্য হইলে মোজাহেমদার তাহার স্বত্ব এক বৎসর মধ্যে নালিস করিতে পারে। নারায়ণ দাস বঃ বালকৃষ্ণ ই ল রি ৪ ব ৫২৯

কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে ঐরূপ স্থলে বাদির নালিস স্বত্ব প্রকাশক ডিক্রির নিমিত্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উহাতে প্রতিকারের প্রার্থনা থাকা গণ্য হওয়া উচিত। আহমদ মিরজা সাহেব বঃ টমাস ই ল রি ১৩ ক ১৬২

মোজাহেম অগ্রাহ্য হওয়ার পরেই মোজাহেমদার তাহার স্বত্ব সংস্থাপন জন্য নালিস করিতে পারে, তাহার দখল সম্বন্ধে বিঘ্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে সে বাধ্য নহে। শিবরাম বঃ ভীম ই ল রি ১৩ । ৩৪

ক্রোক মোচনের জাবেদা নালিসে বাদিকে দেখাইতে হয় যে সে জারির মোকদ্দমায় আপত্তি করিয়াছিল এবং সেই আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছে। আমজাদ আলি বঃ কনক সাহ ১৭ উ রি ৩০৪, ৩০৫ পৃষ্ঠা দেখ. আরও দেখ মানমকুমার বঃ তারাসিংহ ই ল রি অ ৫০৩

ক্রোক মোচনের নালিসে বাদি তাহার আবেদনপত্র দাখিলের সময়ে তাহার দাবিকৃত সম্পত্তিতে দখলকার থাকা প্রমাণ করিতে না পারিলে ডিক্রি পাইতে পারে না এমত নহে। ক্রোকের সময়ে কোন স্বার্থ থাকা প্রমাণ করিতে পারিলেই মোজাহেমদার ডিক্রি পাইতে পারে। ২৭৯ ধারা দেখ, আরও দেখ মথুরা পাণ্ডে বঃ রামরুচি ১১ উ রি ৪০২

যদি মোজাহেম অগ্রাহ্য হওয়ার পরে দাবী জাবেদা নালিস করে, এবং সেই মোকদ্দমায় তাহার দখল প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে ডিক্রিদার প্রতিবাদিকে তাহার দেনাদারের স্বত্ব প্রমাণ করিতে হয়। প্রেমরাজ বঃ মানসিং ই ল রি ৬ ব ২১৫

ক্রোক মোচনের পরে ডিক্রিদার নালিস করিয়া যদি জয়প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সেই জয়প্রাপ্তি বলে তাহার পূর্ব্বকৃত ক্রোক পুনরুজ্জীবিত হয়, এবং তাহার পরে ডিক্রিদার জারি চালাইবার যে অনুষ্ঠান করে তাহা নূতন জারি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মহম্মদ ওয়ারিস বঃ ভগবান ২১ উ রি ৪৩২

ক্রোকি সম্পত্তির এক অংশ সম্বন্ধে ক্রোক মোচন হওয়ার পরে যদি ডিক্রিদার অবশিষ্ট অংশ নিলাম না করাইয়া সমস্ত সম্পত্তি তাহার ডিক্রিতে দেনাবদ্ধ করাইবার জন্য নালিস করে, এবং সেই নালিস তাহার পূর্ব্ব জারির তিন বৎসর পরে ডিস্মিস্ হয়, তাহা হইলে সেই নালিস ডিস্মিস্ হওয়ার পরে ডিক্রিদার মুক্ত অংশ নিলাম করাইতে পারে না। রঘুনন্দন প্রসাদ বঃ ভোলানাথ ই ল রি ১৭ ক ২৬৮

ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বত্ববান ব্যক্তিদিগকে টাকা দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৮৪ ধারা। যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে কোন আদালত ঐ সম্পত্তি কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে তাহার যে অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক সেই অংশ বিক্রয় করিবার, ও তদুৎপন্ন টাকা কিম্বা তাহার উপযুক্ত অংশ ডিক্রীমতে পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এক সম্পত্তি দুই ব্যক্তির দ্বারা ক্রোক হইলে একবার নিলাম হওয়ার পরে আর নিলাম হইতে পারে না একবার নিলাম হওয়ার পরে পূর্ব্ব ক্রোক রহিত হইয়া যায়। কাশীনাথ বঃ সর্ব্বানন্দ সাহ ই ল রি ১২ ক ৩১৭

ক্রোকি সম্পত্তির এক অংশ মাত্র ডিক্রিদার বিক্রয় করাইতে পারে চ ল রি বঃ মুম্বক ৪ ক ল রি ২১

নানা আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

২৮৫ ধারা একের অধিক আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে ও সেই সম্পত্তি কোন আদালতে আটক না থাকিলে, ঐ ঐ আদালতের মধ্যে যেটি উচ্চতম শ্রেণীর, সেই আদালত, কিম্বা ঐ ঐ আদালতের শ্রেণীর ইতরবিশেষ না থাকিলে যে আদালতের ডিক্রীমতে সম্পত্তি প্রথম ক্রোক করা যায় সেই আদালত ঐ সম্পত্তি গ্রহণ বা আদায় করিবেন, ও তৎপক্ষে কোন দাওয়া ও ক্রোক করণ বিষয়ক কোন আপত্তি নির্ণয় করিবেন

এই ধারা স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন স্থলে প্রয়োগ হইতে পারে কি না সন্দেহ অভয়চরণ বঃ গোলাম আলি ই ল রি ৭ ক ৪১০

এই ধারার লিখিত অবস্থার নিম্নশ্রেণীর আদালত কর্তৃক ভ্রম বশতঃ ক্রোকি সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, উচ্চশ্রেণীর আদালত সেই বিক্রয় রহিত পূর্ব্বক পুনরায় সেই সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারেন না ঐ রূপ স্থলে নিম্ন আদালতে যে টাকা আমানত হয় তাহা বিভাগ সম্বন্ধে উচ্চ আদালত আদেশ দিতে পারেন বৈকণ্ঠ বঃ রাজেন্দ্র ই ল রি ১২ ক ৬৩৩

ছ —সম্পত্তি বিক্রয় ও অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

(ক)—সাধারণ বিধি

যাহার দ্বারা যেরূপে বিক্রয় হইবে তাহার কথা।

২৮৬ ধারা। আদালতের কোন এক জন কার্য্যকারকের দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হইবে, এবং ২৯৬ ধারার নির্দিষ্ট স্থলভিন্ন নিম্নলিখিতমতে প্রকাশ্য নীলাম করিয়া বিক্রয় করা যাইবে

আদালতের যে কোন কর্ম্মচারী নিলাম সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। আদালত কর্তৃক তাহার প্রতি ভারার্পণ আবশ্যক যদুনাথ বঃ রায় বস ১২ উ রি ২৩৮

নীলাম দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণার কথা।

২৮৭ ধারা ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি প্রকাশ্যরূপে নীলাম করিবার আজ্ঞা হইলে, আদালত নিজ আদালতের চলিত ভাষায় ঐ প্রস্তাবিত নীলামের কথা ঘোষণা করাইবেন। যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম হইবে ঘোষণাপত্রের মধ্যে তাহা ব্যক্ত থাকিবে ও নিম্নলিখিত কথা সাধ্যানুসারে স্পষ্ট ও শুদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইবে।

(ক) যে সম্পত্তি নীলাম হইবে তাহা

(খ) যে সম্পত্তি নীলাম করা যাইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ি মহালগত কিম্বা মহালের একাংশগত স্বার্থ হইলে, ঐ মহালের কিম্বা সেই অংশের যত রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা

(গ) ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায় থাকিলে তাহা

(ঘ) যত টাকা আদায়ের জন্যে নীলামের আজ্ঞা হয় তাহা ও

(ঙ) সম্পত্তির ভাব ও মূল্য বুঝিয়া লইবার জন্যে আদালতের বিবেচনায় ক্রেতার আর যে যে কথা জানা প্রয়োজন তাহা

উক্ত যে যে বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে তাহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবার জন্যে, আদালত যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহার নামে সমন দিয়া উক্ত কোন বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে, ও সেই বিষয় সম্পর্কীয় যে কোন দলীল তাঁহার নিকটে কিম্বা অধিকারে থাকে তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

হাইকোর্টের বিধি করিবার কথা

এই আইন প্রচলিত হইবার পর হাইকোর্ট সাধ্যমতে স্বরায় এই ধারামতে নানা আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের পদ্ধতি দর্শাইবার বিধি করিবেন। তদ্রূপে যে যে বিধি করা যায় হাইকোর্ট সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন উক্ত সকল বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে করা গেলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে এই প্রকরণের তাৎপর্য্যক্রমে রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেবকে আপনার আদালতের ও রাঙ্গুনের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পক্ষে "হাইকোর্ট" বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে

কোন মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিবার কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না

নিলামি এস্তাহারে এই ধারা অনুসারে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিত না থাকা হেতু যদি কোন পক্ষের বিশেষ ক্ষতি হয় তাহা হইলে নিলাম রহিত হইতে পারে। ৩১১ ধারা দেখ, অরুণাচল বঃ অরুণাচল ই ল রি ১২ মা ১৯

জমিদারি সম্পত্তি নিলাম করাইতে হইলে নিলামি এস্তাহারে সদর জমার পরিমাণ লিখিয়া না দেওয়া আইন বিরুদ্ধ কার্য্য মেকনটন বঃ মহাবীর ই ল রি ৯ ক ৬৫৬

যে সম্পত্তির উপরে বন্ধকের দায় থাকে সেই সম্পত্তি নিলাম করিতে হইলে সেই ঋণের কত টাকা পরিশোধ হইতে অবশিষ্ট আছে তাহা এস্তাহারে বিবৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক মে হস্তসেদনাথ ঃ শিবপ্রসাদ ই ল রি ৭ ক ৩৪, ৪০ পৃষ্ঠ দেখ

দেন দারের প্রাপ্য ঋণ ক্রোক করিবার জন্য ডিক্রিদার প্রার্থনা করিলে, দেনাদারের খাতক ২৭৮ ধারা অনুসারে মোজাহেম দিতে পারে না। কিন্তু এই ধারামতে আপত্তি করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া, যদি আদালতের বিশ্বাস হয় যে সে ডিক্রির দেনাদারের নিকট ঋণী নহে, তাহা হইলে আদালত ডিক্রিদারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন হরিরাম বঃ অভয় সিংহ ই ল রি ৪ ব ৩২৩

নিম্নোক্ত বিধান সমূহ স্মরণ রাখিয়া নিলামি এস্তাহারে নিলামের দিবস অবধারিত করিতে হয়

১ বন্ধের দিবসে নিলাম হইলে নিলাম অসিদ্ধ হয় হর প্রসাদ বঃ মাধবচন্দ্র হালদার ৩ উ রি ২৪ সো

২ অবধারিত দিবসের পূর্ব্বে নিলাম হইতে পারে না। ঝুমক চৌধুরী বঃ রাজা রাধাপ্রসাদ সিংহ ২৫ উ রি ৩২৮

৩ নিয়মিত ঘণ্টার পূর্ব্বে নিলাম হইতে পারে না বেনারতুল্লা বঃ উমাচরণ ই ল রি ১৬ ক ৭৯৪

বিচারপতি প্রভৃতির নিষ্কৃতি পাইবার কথা

২৮৮ ধারা ২৮৭ ধারামতে ঘোষণাপত্রের মধ্যে কোন ভ্রম কি অযথা বর্ণনা কি চুক থাকিলেও, তাহা কুটিলভাবে করা না গেলে, তজ্জন্য কোন বিচারপতি কি রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক দায়ী হইবেন না

ঘোষণা যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা

২৮৯ ধারা ২৭৪ ধারার বিধানমতে ঘোষণা করা যাইবে ও তাহার এককেতা নকল আদালত ঘরে ও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতেও লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

আদালত আজ্ঞা করিলে, স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে এবং স্থানীয় কোন সম্বাদপত্রেও সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে, ও তাহা প্রকাশ করিবার খরচ নীলামের খরচ বলিয়া জ্ঞান হইবে

২৭৪ ধারা অনুসারে ইস্তাহার জারির বিধান থাকায় বিক্রেয় সম্পত্তির উপরে বা নিকটে ঢোল শহরতের দ্বারা ঘোষণাপূর্ব্বক তদনন্তর সেই এস্তাহারের এক খণ্ড বিক্রেয় সম্পত্তির উপরে ও আর এক খণ্ড আদালতের [illegible] লটকাইয়া দেওয়া আবশ্যক জমিদারি সম্পত্তি [illegible] হইতে হইলে এক খণ্ড

এস্তাহার কালেক্টরিতে লটকাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই ধারা অনুসারে কোন একটি অনুষ্ঠান না হইয়া নিলাম হইলে, তাহা ত্রুটি গণ্য হয়, এবং সেই ত্রুটি নিবন্ধন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ৩১১ ধারা অনুসারে দরখাস্ত ভিন্ন কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। নানাকুমার বঃ গোলমচন্দ্র ই ল বি ১৮ ক ৪২২

এক ডিক্রিজারিতে অনেক সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইলে প্রত্যেক সম্পত্তির উপরে পৃথক ঘোষণা আবশ্যক। ত্রিপুরা সুন্দরী বঃ দুর্গাচরণ ই ল রি ১১ ক ৭৪

এক সম্পত্তির অনেক অংশ থাকিলে প্রত্যেক অংশের জন্য পৃথক ঘোষণাপত্র আবশ্যক হয় না। পেড্রো বঃ লাল ভাই ই ল বি ১২ ব ৩৬৮

এই ধারা দ্বারা জানা যাইতেছে যে ক্রোকের পূর্ব্বে এস্তাহার হইতে পারে না। মোহন্ত মেঘলালপুরি বঃ শিবপ্রসাদ ই ল বি ৭ ক ৩৪

নীলাম হইবার সময়ের কথা

২৯০ ধারা। ২৬৯ ধারার উপবিধিতে যে সম্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের দ্রব্য, স্থাবর সম্পত্তি হইলে, যে বিচারপতি নীলাম করিতে আজ্ঞা করেন তাঁহার আদালত ঘরে ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দিবার তারিখ অবধি অন্যূন ত্রিশ দিন গত না হইলে, ও অস্থাবর সম্পত্তি হইলে অন্যূন পঞ্চদশ দিন গত না হইলে, ডিক্রীমত খাতকের লিখিত অনুমতি বিনা এই অধ্যায়মতে নীলাম করা যাইবে না।

এই ধারা অনুসারে কার্য্য না হইয়া নিলাম হইলে সেই নিলাম অসিদ্ধ হয়। বক্সিনন্দ বঃ মলকচাঁদ ই ল রি ৭ আ ৪৮৯, সাধুশরণ বঃ পাঁচদেব ই ল রি ১৪ ক ১

নীলামের দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা।

২৯১ ধারা। আদালত আপন বিবেচনামতে এই অধ্যায়মত কালেক্টর সাহেবের নীলাম ভিন্ন কোন নীলাম নির্দ্দিষ্ট তারিখ ও ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং যে কার্য্যকারক তদ্রূপ কোন নীলামের কার্য্য চালান তিনি আপনার বিবেচনামতে অন্য দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন ও তাহার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু আদালত ঘরে কি আদালত বাড়ীর সীমার মধ্যে নীলাম হইলে, আদালতের অনুমতি বিনা অন্য দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত করা যাইবে না। এই ধারামতে সাত দিনের অধিক কাল নীলাম স্থগিত রাখা গেলে, ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে হইবে; কিন্তু ডিক্রীমত খাতক সম্মত হইলে এরূপ করিতে হইবে না। লাট বিক্রয় হওনসূচক ঘা মারিবার পূর্ব্বে ঐ কার্য্যকারকের নিকট ঋণ ও (নীলামের খরচা সুদ্ধ) খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে,

ঋণ ও খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে বা দেওয়ার প্রমাণ হইলে নীলাম স্থগিত করণের কথা।

কিম্বা যে আদালত নীলামের আজ্ঞা করেন সেই আদালতে ঐ ঋণের ও খরচার টাকা দেওয়া গিয়াছে তিনি ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে উক্ত নীলাম স্থগিত হইবে।

ডিক্রি জারি অনুসারে যে আদালত নিলামের আদেশ দেন সেই আদালত উচিত বিবেচনা করিলে নিলাম স্থগিতের আদেশ দিতে পারেন। উপরিতন কোন আদালত নিলাম সময়ান্তরে করাইবার আদেশ দিতে পারেন না। জয়শ্রীরাম বঃ বিজয়কুমার ৪ আ ৪৭৭

দেনাদারের উপকার হইবে বুঝিতে পারিলেই জারির আদালত নিলাম স্থগিতের আদেশ দিতে পারেন। জানকীনাথ বঃ রাধামোহন ২০ উ রি ১৩৫, আহামেদ রেজা বঃ খজরুন্নেছ ১৩ উ রি ২৮১

সাত দিবসের অতিরিক্ত কালের জন্য নিলাম স্থগিত থাকিবার আদেশ হইলে ২৮৯ ধারা অনুসারে নূতনরূপে এস্তাহার জারি আবশ্যক হয়। ঐরূপ অবস্থায় নূতনরূপে এস্তাহার জারি না হইয়া নিলাম হইলে জারির কার্য্য ত্রুটিযুক্ত গণ্য হয়, অর্থাৎ তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বিক্রয় রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে, কিন্তু ক্ষতিপ্রমাণ করিতে না পারিলে বিক্রয় রহিত হয় না। রাখালচন্দ্র বঃ রামেশ্বর ই ল বি ১৮ ক ৪৯৬

নিলামের কার্য্য যে দিনে আরম্ভ হয় সেই দিনে সমাধা না হইলে তাহার পরদিনে আপনিই মুলতবি হইতে পারে। যদি নিলামের কার্য্য নিয়মিত দিবসে আরম্ভ হইয়া সাত দিবসের অতিরিক্ত কাল চলে, তাহা হইলে নিয়মিত দিবসের সাত দিন পরে যে সকল সম্পত্তি বিক্রয় হয় তাহার জন্য নূতন এস্তাহার আবশ্যক হয় না। মদনমোহন বঃ মনুমহম্মদ ই ল রি ১০ ক ১৫২

ডিক্রী জারীক্রমে নীলামে যে কার্য্যকারকদের সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের না ডাকিবার ও তাহা ক্রয় না করিবার কথা।

২৯২ ধারা এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম সম্পর্কে যে কার্য্যকারকের কোন কর্ম্ম করিতে হয়, তিনি ঐ নীলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তিগত কোন স্বার্থের নিমিত্ত স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে ডাকিবেন না, ও কোন স্বার্থপ্রাপ্ত হইবেন না ও প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবেন না।

পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া কম মূল্য পাওয়া গেলে ত্রুটিকারি ক্রেতার দায়ী হইবার কথা।

২৯৩ ধারা ক্রয়ের টাকা দিতে ক্রেতার ত্রুটিহেতুক এই আইনমতে সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন মূল্য পাওয়া গেলে, যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি আদালতে মূল্যের ন্যূনতা ও পুনশ্চ বিক্রয়ের সমস্ত খরচ সংসিত্তমতে জানাইবেন।

এবং এই অধ্যায়ে টাকার ডিক্রীজারী করিবার যে বিধি আছে, ডিক্রীমত মহাজনের কিম্বা ডিক্রীমত খাতকের অনুরোধে, ন্যূনতাঘটিত টাকা ও খরচা সেই বিধিমতে ত্রুটিকারির স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

যদি ছানি নিলামের পূর্ব্বে অন্যের ক্রোক অনুসারে ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় হওয়ায় ছানি নিলাম না হয় তাহা হইলে প্রথম নিলাম খরিদদার ক্ষতিপূরণের দায়ী হয় না। নিগম মন্নী বঃ সনাতন দাস ১৩ উ রি ১৪

প্রথম নিলামের পরে কিন্তু মূল্যের টাকা দেয় হইবার পূর্ব্বে যদি ক্রোকি সম্পত্তি কোন অগ্রগণ্য দায় জন্য বিক্রীত হওয়ায় প্রথম নিলাম খরিদার তাহার দেয় মূল্যের অবশিষ্ট টাকা না দেয়, তাহা হইলেও সে ক্ষতিপূরণের দায়ী হইতে পারে বাবু পূর্ণচন্দ্র বঃ শ্রীকৃষ্ণদাস ৬ উ রি ১২৬।

যদি কোন ব্যক্তি প্রতিনিধি হইয়া অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন সম্পত্তি ডিক্রী জারির নিলামে ক্রয় করে, তাহা হইলে প্রধান ব্যক্তিকে এই ধারা অনুসারে দায়ী হইতে হয় যদি প্রধান ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারে যে সে ক্রয়কারীকে কোন ক্ষমতা দেয় নাই, তাহা হইলে প্রতিনিধিকে আবেদা নালিশ দ্বারা দায়ী করা যায়, কিন্তু প্রতিনিধিকে জারীর আদালত দায়ী করিতে পারেন না হরির দ বঃ হরপ্রসাদ ২০ উ রি ৮০, ৩৯৭।

কোন ব্যক্তি কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের অভিভাবকরূপে কোন সম্পত্তি ডিক্রী জারিতে ক্রয় করিলে সেই বালক এই ধারা অনুসারে দায়ী হইতে পারে হেমাঙ্গিনী দাসী বঃ যোগীন্দ্র রায় ১২ উ রি ২৩৬

ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে এই ধারামতে প্রথম নিলামের বিক্রীত সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করাইতে পারে; এবং তাহাতে মূল্যের ন্যূনতা হইলে প্রথম নিলামের ক্রেতাকে দায়ী করিতে পারে কিন্তু ডিক্রীদার তাহা করিতে বাধ্য নহে; এবং তাহা না করিয়া দেনদারের অন্য সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে জীবনময়ী বঃ গোলাম সমদানী ২১ উ রি ১৪৯; গৌরচন্দ্র বঃ চন্দ্রকুমার ই ল রি ৮ ক ২৯১

তবে ডিক্রীদার যে স্থলে স্বয়ং ক্রয় করে এবং যে স্থলে মূল্যের টাকা নগদ দিতে বাধ্য হইতে পারে সেই স্থলে মূল্যের টাকা না দিয়া অন্য সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে না যুবরাজ সিংহ বঃ গোলাম বকস ৭ উ রি ১১০

ডিক্রীদার অনুমতি না পাইলে সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিতে কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

২৯৪ ধারা যে ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, সেই ডিক্রীদার আদালতের স্পষ্ট অনুমতি না পাইলে, ঐ সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিবেন না ও ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিবেন না

ডিক্রীদার ক্রয় করিলে মূল্য পরিশোধে ডিক্রীর টাকা লওয়ার কথা।

ডিক্রীদার যদি সেই অনুমতি পাইয়া ক্রয় করেন তবে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে, ক্রয়ের টাকা ও ডিক্রীমত তাঁহার পাওনা টাকা এই উভয়ের এক হইতে এক বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে ও যে আদালত ডিক্রীজারী করেন সেই আদালত তদনুসারে ডিক্রীর সমুদয় টাকা কি তাহার একাংশ শোধ হওয়ার কথা লিখিয়া দিবেন।

তদ্রূপে অনুমতি ব্যতিরেকে ডিক্রীদার স্বয়ং কি অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা ক্রয় করিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা ঐ বিক্রয়ে যাহার স্বার্থ থাকে এরূপ অন্য কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে আজ্ঞা দিয়া বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ প্রার্থনার ও আজ্ঞার খরচা ও পুনর্ব্বিক্রয়ে মূল্যের যে ন্যূনতা ঘটে তাহা ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় ব্যয়ের টাকা ডিক্রীদারের দিতে হইবে

যে স্থলে ডিক্রীদার কর্ত্তৃক ২৭৩ ধারা অনুসারে দেনাদারের অনুকূল ডিক্রীজারী হয়, সেই স্থলে ডিক্রীদা সেই জারিতে তাহার দেনাদারের সম্পত্তি, আদালতের অনুমতি না লইয়া, ক্রয় করিতে পারে কি না তাহ এই ধারা দ্বারা জানা যাইতেছে না আদালতের অনুমতি না লইয়া ডিক্রিদার নিলামি সম্পত্তি ক্রয় করিলে সেই ক্রয় আপত্তি না হওয়া স্থলে অসিদ্ধ হয় না দেনদার বা অন্য স্বার্থবান ব্যক্তি আপত্তি করিলে যদি আদালত দেখিতে পান যে তাহার ক্ষতি হইয়াছে তাহা হইলে ঐ ক্রয় অসিদ্ধ অবধারণ করিতে পারেন মথুরাদাস বঃ মথুরিলাল মাহাতা ই ল রি ১১ ক ৭৩১

ডিক্রীদারের অবিভক্ত পুত্র যদি নিলামি সম্পত্তি ক্রয় করে, এবং যদি এমত দেখাইতে না পারে যে সে তাহার অসাধারণ ধন দ্বারা সেই সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ক্রয় ডিক্রীদারের কৃত বলিয়া গণ্য হয়। নারায়ণ বঃ আনাজি ই ল রি ৫ ব ১৩০

নিলামী সম্পত্তি ডিক্রীদার ক্রয় করিলে তাহাকে মূল্যের টাকা সমস্ত নগদ দিতে হয় না এই ধারার ২য় দফা দেখ

কিন্তু যে স্থলে অন্য কোন ডিক্রীদারী ২৯৫ ধারা অনুসারে মূল্যের টাকার অংশ পাইতে স্বত্ববান থাকে সেই স্থলে যে ডিক্রীদার তাহার দেনাদারের সম্পত্তি ক্রয় করে তাহাকে অপর ডিক্রীদারের প্রাপ্য অংশ নগদ দিতে হয় তপোনিধি বঃ মথুরালাল ই ল রি ১২ ক ৪৯৯

নিলামের সময়ে বিক্রেয় সম্পত্তি অল্পমূল্যে বিক্রয় করাইবার চেষ্টা করিয়া যদি ডিক্রীদার স্বয়ং ক্রয় করে তাহা হইলে তাহার ক্রয় রহিত হইতে পারে উপেন্দ্রনাথ সরকার বঃ ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল ই ল রি ৭ ক ৩৪৬ রুক্মিণীবল্লভ বঃ ব্রজনাথ ই ল রি ■ ক ৩০৮

নিলামী সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য ডিক্রীদার প্রার্থনা করিলে অন্য কেহ ক্রয় করিতে উপস্থিত আছে কি না, এবং এস্তাহার জারী রীতিমত হইয়াছে কি না, ইত্যাদি অনুসন্ধান না করিয়া অনুমতি দেওয়া আবশ্যক পিরিনাথ দাস বঃ জানকীপ্রসাদ সিংহ ই ল রি ১৪ ক ১৩২

আদালতের অনুমতি অনুসারে ডিক্রীদার ক্রয় করিলে সে সেই ক্রয় রহিতের মোকদ্দমায় উচিত মূল্যে ক্রয় করা প্রমাণ করিতে বাধ্য নহে, যে মূল্যে সে বাস্তবিক ক্রয় করে তাহাই তাহার ডিক্রীর দাবির মধ্যে মুসনা যায়। মহাবীরপ্রসাদ বঃ মেকনটন ই ল রি ১৬ ক ৬৮২ প্রি কৌ, গঙ্গাপ্রসাদ বঃ জয়াহির সিংহ ই ল রি ১৯ ক ৪।

ডিক্রীর পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়া ডিক্রীদার যদি তদপেক্ষা অল্পমূল্যে ক্রয় করে তাহা হইলে তাহার ডিক্রীর ■বি পরিশোধ হওয়া গণ্য হইতে পারে গঙ্গাপ্রসাদ বঃ জয়াহির সিংহ ই ল রি ১৯ ক ৪।

অনুমতি না লইয়া নিলামি সম্পত্তি ডিক্রীদার ক্রয় করিলে দেনাদারের আপত্তি এই ধারা ও ২৪৪ ধারা ■ ৩১১ ধারা অনুসারে বিচারিত হয়, ঐরূপ স্থলে ক্রয় রহিত জন্য দেনাদার জুদা নালিস করিতে পারে না। মহেন্দ্রনারায়ণ চট্টরাজ বঃ গোপাল মণ্ডল ই ল রি ১৭ ক ৭৬৯ ফু বে

ডিক্রীদার বিনানুমতিতে ক্রয় করিলে সেই ক্রয় রহিত জন্য পৃথক নালিস চলে। ঐ নিষ্পত্তি দেখ।

আদালত ডিক্রীদারকে অনুমতি না দিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলে না কিন্তু আদালত নিলাম রহিত করিলে বা বাহাল রাখিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলিতে পারে যদুনাথ মণ্ডল বঃ ব্রজমোহন ঘোষ ই ল রি ১৩ ক ১৭৪, আরও দেখ মুর্টিয়া বঃ আপ্পাস্বামী ই ■ রি ১৩ মা ৫০৪

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হারহারি-মতে ডিক্রীদারদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার কথা।

২৯৫ ধারা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে টাকা আদায় হইলে এবং যে আদালতের নিকট ঐ ধন থাকে ঐ টাকা আদায় হইবার পূর্ব্বে একের অধিক ব্যক্তি সেই আদালতে ডিক্রীমত একই খাতকের বিপক্ষে টাকার ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনা করিয়া থাকিলে ও আপনাদের প্রাপ্য সেই ডিক্রীর শোধ পাইতে না পারিলে, সেই ধন আদায় করিবার খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা হারহারিমত ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবে

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তদ্বিষয়ক উপবিধি

পরন্তু (ক) কোন সম্পত্তি বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায় যুক্ত হইয়া বিক্রয় হইলে, বন্ধকগ্রহীতা কিম্বা ঐ দায়ক্রমে লভ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ বন্ধকগ্রহীতা কি ঐ ব্যক্তিস্বরূপ ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকার উদ্বর্ত্তের কোন অংশ পাইবার স্বত্ববান হইবেন না

(খ) ডিক্রীজারীক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার যোগ্য তাহার উপর বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায় থাকিলে, আদালত বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্যপ্রাপ্তার অনুমতিক্রমে ঐ সম্পত্তিও বন্ধক দায় হইতে মুক্তভাবে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিয়া বিক্রীত সম্পত্তির উপর বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্যপ্রাপ্তার যে স্বত্ব ছিল, নীলাম দ্বারা উৎপন্ন টাকার উপর তাঁহার সেই স্বত্ব প্রদান করিবেন

উপবিধি।

(গ) কোন দায় পরিশোধার্থ বিক্রয়ের আজ্ঞাসূচক ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, বিক্রয়োৎপন্ন টাকা পশ্চাল্লিখিতরূপে প্রয়োগ করা যাইবে;

প্রথমতঃ বিক্রয়ের খরচা দিতে হইবে;

দ্বিতীয়তঃ উক্ত দায়ের সুদ ও আসল যত দেন হয় তাহা পরিশোধ করিতে হইবে;

তৃতীয়তঃ পরবর্ত্তী কোন দায় থাকিলে তৎক্রমে দেয় সুদ ও আসল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে ও

চতুর্থতঃ ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রী পাইয়া যে সকল ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে তদ্রূপ বিক্রয়ের আজ্ঞাসূচক ডিক্রী যে আদালত দেন সেই আদালতে আপন আপন ডিক্রী জারী হইবার প্রার্থনা করিয়া ডিক্রীর টাকা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে হারহারিমতে ঐ টাকা ভাগ করিয়া দিতে হইবে

ঐ উৎপন্ন টাকা পাইতে যাঁহার স্বত্ব নাই এমত ব্যক্তিকে তৎসমুদয় কি তাহার কোন অংশ দেওয়া গিয়া থাকিলে পূর্ব্বোক্তমতে যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে তিনি ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

এই ধারার কোন কথাক্রমে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না।

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহা রহিত জন্য আবেদা নালিশ চলিতে পারে এই ধারার শেষ-ভাগ দেখ, আরও দেখ, জানকীবল্লভ বঃ জহরদ্দিন ই ল রি ১০ ক ৫৬১

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহা রহিত জন্য একবৎসরের মধ্যে নালিশ করা বিধেয় গৌরী-প্রসাদ বঃ রামরত্ন ই ল রি ১৩ ক ১৫৯, কিন্তু দেখ তপোনিধি বঃ শ্রীধুরালাল ই ল রি ১২ ক ৪৯৯

এই ধারা অনুসারে একাধিক ডিক্রিদারকে আদালত অংশ দিবার আদেশ দিলে সেই আদেশ রহিতের নালিশে তাহাদিগের সকলকে পক্ষ করা উচিত গৌরীপ্রসাদ বঃ রামরত্ন ই ল রি ১৩ ক ১৫৯

যে কোন প্রক [illegible] টাকার ডিক্রীসম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হইতে পারে সমধিক ঋণসংক্রান্ত ডিক্রীর জন্য ও ডিক্রীদার তাহার দেনাদারের [illegible] সম্পত্তির মুল্যের অংশ পাইবার দাবি এই ধারা অনুসারে করিতে পারে হ র্ট বঃ তারাপ্রসন্ন ই ল রি ১১ ক ৭১৮

যদি এক ডিক্রীতে একজন মাত্র দেনাদার থাকে, এবং অপর ডিক্রীতে সেই ব্যক্তি ও আর একজন দেনাদার থাকে, তাহা হইলেও আদালত এই ধারা অনুসারে আদেশ দিতে পারেন। শম্ভুনাথ বঃ লক্ষ্মীনাথ ই ল রি ৯ ক ৯২১

যাহার ডিক্রী তঞ্চকতামূলক সে এই ধারা অনুসারে অংশ পাইতে পারে না সুন্দরদাস ই ল রি ১১ ক ৪৩, ছগনলাল বঃ ফজরালি ই ল রি ১৩ ব ১৫৪

যে টাকা কোন ডিক্রীর দেনা পরিশোধের জন্য দেনাদার আদালতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমানত করিয়া দেয় তাহা এই ধারামতে আদালত বিভাগ করিয়া দিতে পারেন না। শিববক্সবগলা বঃ শিবচন্দ্র সেন ই ল রি ১৩ ক ২২৫।

দেনাদার ডিক্রীজারীতে ধৃত হইয়া ডিক্রীর টাকা দিলেও তাহা এই ধারা অনুসারে বণ্টনের আদেশ হইতে পারে না পুরুষোত্তম দাস বঃ মহান্তসূর্য্য ই ল রি ৩ ব ৫৮৮

দেনাদারের প্রাপ্য ঋণ আদায় হইলে তাহা এই ধারা অনুসারে বণ্টন হইতে পারে। সরাবজি বঃ গোবিন্দ ই ল রি ১৬ ব ৯১।

এই ধারার বিধান অনুসারে (১) যাহারা বণ্টনীয় টাকা আমানত হইবার পূর্ব্বে অংশ পাইবার প্রার্থনা করে কেবল তাহারা অংশ পাইতে পারে।

(২) যে আদালতে দেনাদারের সম্পত্তি বিক্রয়াদি দ্বারা টাকা মজুদ হয়, কেবল সেই আদালত তাহা বণ্টনের আদেশ দিতে পারেন

ভিন্ন আদালতের ডিক্রি অনুসারে এক সম্পত্তি ক্রোক হইলে ২৮৫ ধারা অনুসারে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আদালত সেই সম্পত্তি নিলাম করিতে পারেন অন্য আদালতে যাহাদিগের ডিক্রি থাকে তাহারা সার্টিফিকেট লইয়া যে আদালতে দেনাদারের সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে সেই আদালতে জারির প্রার্থনা করিতে পারে। মুক্তাগিরি বঃ মুক্তারাম ই ল রি ৬ মা ৩৫৭, গোপীনাথ বঃ আচ্ছ বিবি ই ল রি ৭ ক ৫০৩ শম্ভু বঃ লক্ষ্মীনাথ ই ল রি ৯ ক ৯২০

যে ডিক্রিদার অংশ পাইবার জন্য বণ্টনকারি আদালতে প্রার্থনা করে সেই ডিক্রিদার বণ্টনের পূর্ব্বে ক্রোক না করিলেও অংশ পাইতে পারে মোহন্ত মেঘলাল বঃ শিবপ্রসাদ ই ল রি ৭ ক ৩৪

অনির্দ্ধারিত ওয়াসিলাতের ডিক্রিদার এই ধারা অনুসারে অংশ পাইতে পারে কি না নিশ্চয় বলা যায় না। বীররাঘব বঃ বরদা ই [illegible] রি ৫ মা ১২৩, বিন্দা বিবি বঃ লালা গোপীনাথ ২১ উ রি ৬৬

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে না। কাশিরাম বঃ মণিরাম ই ল ১৪ আ ২১০

কিন্তু হাইকোর্ট সেই আদেশ সংশোধন করিতে পারেন শিব বক্স বঃ শিবচন্দ্র ই ল রি ১৩ ক ২২৫।

(খ)।—অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যারের কথা।

২৯৬ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে তাহা ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের শ্যার হইলে আদালত প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিতে আজ্ঞা না দিয়া দালালের দ্বারা বাজার দরে ঐ নিদর্শনপত্র কি শ্যার বিক্রয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন

অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার টাকা দিবার কথা।

২৯৭ ধারা। পণ্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, বিক্রয় হইবার সময়েই কিম্বা যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি তাহার পর যত শীঘ্র আজ্ঞা করেন তৎকালেই এক

এক লাটের মূল্য দেওয়া যাইবে। না দেওয়া গেলে সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় করা যাইবে

ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলেই যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি ঐ টাকার রসীদ দিবেন ও বিক্রয় সিদ্ধ হইবে

মূল্যের টাকা প্রদত্ত হইলেই অস্থাবর বিক্রয় চূড়ান্ত হয় ক্রামাজ বঃ হরমাজ ই ল রি ২ ব ২৫৮, ২৬৬

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে দাঁড়ার দোষ হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ না হইবার কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ করিতে পারিবার কথা।

২৯৮ ধারা। অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবার ইশতিহার দেওনে কি বিক্রয় করণে দাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম হইলেও বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে না কিন্তু দাঁড়ার সেই ব্যতিক্রম প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাঁহার নামে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা কিম্বা সেই ব্যক্তি ক্রেতা হইলে ঐ বিশেষ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার ও না পাওয়া গেলে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন

অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত হইলে তাহা দিবার কথা।

২৯৯ ধারা যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইলে ও তাহা ধৃত করিয়া লওয়া গিয়া থাকিলে, ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে।

ডিক্রীমত খাতক অন্যের দাওয়ার অধীনে যে অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ববান হন তাহা দিবার কথা।

৩০০ ধারা যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা অস্থাবর হইলে ও অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারের পর ডিক্রীমত খাতকের অধিকার পাইবার স্বত্ব থাকিলে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তিনি ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে যেন ঐ সম্পত্তির অধিকার না দেন তাঁহার নামে এই মর্ম্মের নোটিস দিয়া ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে

ঋণ ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যার দেওয়াইবার কথা

৩০১ ধারা ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রস্বরূপ প্রতিভূক্রমে ঋণ রক্ষিত না হয় এমত ঋণ কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শ্যার লইয়া ঐ বিক্রীত সম্পত্তি হইলে, মহাজন ঐ ঋণ কি তাহার উপর কোন সুদ যেন গ্রহণ না করেন ও খাতক ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ ঋণ শোধ করিয়া না দেন অথবা ঐ শ্যার যে ব্যক্তির নামে থাকে তিনি ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড কি সুদ গ্রহণ না করেন ও ঐ কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি উপযুক্ত অন্য কর্ম্মকারক ক্রেতা ভিন্ন কাহাকেও তাহা হস্তান্তর করিতে না দেন ও পূর্ব্বোক্ত কোন টাকা না দেন, আদালত এই মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া ক্রেতাকে ঐ ঋণ কি শ্যার দেওয়াইবেন

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ও শ্যার হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩০২ ধারা ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শ্যার যে ব্যক্তির নামে থাকে, হস্তান্তর করিবার জন্যে ঐ ব্যক্তির সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি কিম্বা হস্তান্তর করণপত্র লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে বিচারপতি সেই নিদর্শনপত্রের

কিম্বা শ্যারের সর্টিফিকেটের পৃষ্ঠলিপি লিখিতে কিম্বা অন্য যে দলীল করা আবশ্যক তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন

সেই পৃষ্ঠলিপি কি সেই স্বাক্ষর এই পাঠে কি ইহার মর্ম্মানুসারে করা যাইবে, যথা, "আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় অমুক আদালতের জজ (কিম্বা স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) শ্রীঅমুকের দ্বারা শ্রীআনন্দ "

সেই নিদর্শনপত্র কি শ্যার যত দিন হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া যায়, তাহার উপর যে সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা হয় আদালত আজ্ঞা করিয়া তত দিনের নিমিত্ত ঐ সুদ কি ডিবিডেণ্ড লইবার ও তাহার রসীদে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ও উক্ত প্রকারে যে পৃষ্ঠলিপি করা যায় কিম্বা দলীলে যে দস্তখৎ করা যায় কিম্বা রসীদে যে স্বাক্ষর করা যায় তাহা সকল কার্য্যপক্ষে নিজ ঐ পক্ষের দ্বারা লেখার কি দস্তখৎ করার কি স্বাক্ষর করার ন্যায় সিদ্ধ ও সফল হইবে

অন্য সম্পত্তির অর্পণ করণসূচক আজ্ঞার কথা।

৩০৩ ধারা ইহার পূর্ব্বে যে অস্থাবর সম্পত্তির কোন বিধান হয় নাই এমত সম্পত্তি হইলে আদালত ক্রেতার প্রতি কিম্বা ক্রেতা যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে, সেই সম্পত্তি বর্ত্তিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও তদনুসারে সেই সম্পত্তি বর্ত্তিবে।

(গ) —স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

কোন্ কোন্ আদালত ভূমি বিক্রয়ের আজ্ঞা করিতে পারেন, ইহার কথা

৩০৪ ধারা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত ভিন্ন কোন আদালত ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

প্রতিবাদী যেন ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে বিলম্বে ভূমি বিক্রয়ের কথা।

৩০৫ ধারা যখন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা যায় ঐ সম্পত্তি কি তাহার একাংশ কিম্বা ডিক্রীমত খাতকের অন্য স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিলে কিম্বা আপোষে বিক্রয় করিলে ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারা যাইবে, ডিক্রীমত খাতক এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, তিনি যেন সেই টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে তাঁহার প্রার্থনামতে আদালত যত দিন উচিত বোধ করেন তত দিন ঐ নীলামের আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির বিক্রয় বিলম্ব করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতককে সর্টিফিকেট দিবার কথা।

তদ্রূপ স্থলে আদালত ডিক্রীমত খাতককে সর্টিফিকেট দিয়া, তাঁহাকে ঐ সর্টিফিকেটের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৭৬ ধারা লিখিত অন্য প্রকারের বিধান সত্ত্বেও প্রস্তাবিতমতে ঐ ভূমি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিতে কি বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবেন কিন্তু ঐ বন্ধক কি পাট্টা কি বিক্রয়ক্রমে যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা আদালতে দিতে হইবে, ডিক্রীমত খাতককে নয়

কিন্তু আদালত কর্ত্তৃক দৃঢ় করা না গেলে, এই ধারামতে কোন বন্ধক কি পাট্টা কি বিক্রয় একেবারে সিদ্ধ হইবে না

স্থাবর সম্পত্তি ক্রেতার আমানতের কথা

৩০৬ ধারা এই অধ্যায়মতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা গেলে, কোন ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেলেই তিনি, যে কার্য্যকারক নীলাম করিতেছেন তাঁহার নিকট ক্রয়ের টাকার শতকরা পঁচিশ টাকা আমানত করিবেন ঐ টাকা আমানত না করিলে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় করা যাইবে

তৎক্ষণাৎ —তৎক্ষণাৎ শব্দের দ্বারা জান য ইতেছে যে প্রথম নিলামের ■ বক রি শতকে ২৫ টাকা নিলাম শেষ হওয়ার পরেই, আমানত না করিলে আদালত আর কালগৌণ না করিয়া দ্বিতীয় নিলাম করিবেন ভীম বঃ সারবান ই ল রি ১৩ ক ৩৩

ডাককারিদিগের মধ্যে যদি কেহ মূল্যের টাকা দিবার সামর্থ্যবিহীন বলিয়া নিলামকারির সন্দেহ হয় তাহা হইলে নিলামকারি সেই বিষয় অনুসন্ধান করিতে পারেন মহেশ নারায়ণ বঃ কৃষ্ণানন্দ ১ প্রি কৌ ■ ৪৮৮

মূল্যের টাকা দিবার শক্তিহীন কোন ব্যক্তি ডাক করিলে সে দণ্ডবিধি আইনের ২২৮ ধারা অনুসারে দণ্ডিত হইতে পারে গুরুমুখ বঃ লালাগোর উ রি ১৮৬৪ সো ৩

সমুদয় টাকা দিবার সময়ের কথা।

৩০৭ ধারা। সম্পত্তি বিক্রয় হইবার দিন ছাড়া পঞ্চদশ দিনে ও সেই পঞ্চদশ দিন রবিবার কিম্বা অন্য বন্দের দিন হইলে ঐ পঞ্চদশ দিনের পর যে দিনে প্রথম কাছারী খোলা থাকে সেই দিনে ক্রেতা কাছারী বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিবেন

টাকা দেওয়া না গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০৮ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়া গেলে, আমানতী টাকা হইতে নীলামের খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা হইবে ও ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে ও ঐ সম্পত্তির উপর কিম্বা পশ্চাৎ তাহা যত টাকাতে বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারী ক্রেতার কোন দাওয়া থাকিবে না

স্থাবর সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিতে হইলে জ্ঞাপনপত্রের কথা।

৩০৯ ধারা ক্রয়ের টাকা দিবার মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়াতে স্থাবর সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করিতে হইবে, পূর্ব্ব বিধানমতে নীলামের জ্ঞাপনপত্র যে প্রকারে ও যত দিন প্রকাশ করা যায় সেই প্রকারে ও তত দিন নূতন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার পর ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে

ডিক্রীজারীক্রমে অবিভক্ত মহালের একাংশ বিক্রয় হইলে মূল্য ডাক করণে সহঅংশির অগ্রগণ্য হওয়ার কথা

৩১০ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রীত হইলে ■ নীলামে ডাক দেওনের সময়ে যদি দুই কি তদধিক জন একই মূল্য ডাকেন ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ঐ সম্পত্তির সহঅংশী হন, তবে সেই ডাকটি ঐ সহ অংশির ডাক বলিয়া জ্ঞান হইবে

দেনার টাকা আমানত করিয়া বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার জন্য ডিক্রীগত খাতকের প্রার্থনা করিবার কথা।

"৩১০ ক ধারা যে ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে নীলাম হইয়াছে তিনি—

(ক) ক্রেতাকে দিবার জন্য পণের টাকার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে যত টাকা হয় তত টাকা, এবং

(খ) যে টাকা আদায় করিবার জন্য নীলামের আদেশ করা হইয়াছিল বলিয়া নীলামের ইস্তাহারে লিখিত ছিল সেই নীলামের ইস্তাহারের তারিখের পর ডিক্রীদার যদি কোন টাকা পাইয়া থাকেন তবে তাহা সেই টাকা হইতে বাদ দিলে যত টাকা হয় ডিক্রীদারকে দিবার জন্য তত টাকা— "

আদালতে আমানত করিলে নীলামের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

"ঐ ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐরূপ আমানত করা হইলে আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিবার আদেশ করিবেন

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঠিক পশ্চাল্লিখিত ধারানুসারে তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করেন তাহা হইলে তিনি এই ধারানুসারে প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইবেন না

"এই ধারায় যাহা কিছু আছে তাহার এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে নীলামের ইস্তাহারের অন্তর্গত নয় এমন যে খরচা ও সুদ সম্বন্ধে ডিক্রীমত খাতকের কোন দায়িত্ব থাকে তিনি তাহার বলে সেই দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবেন "

বেদাঁড়া প্রযুক্ত ভূমি বিক্রয় অসিদ্ধ হওয়ার প্রার্থনার কথা।

৩১১ ধারা ডিক্রীদার কিম্বা এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয় তিনি, সেই নীলামের কথা প্রকাশ করণে কিম্বা নীলামের কার্য্য চালাওনে গুরুতর বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

কিন্তু সেই বেদাঁড়া প্রযুক্ত প্রার্থকের যে গুরুতর হানি হইয়াছে, তিনি আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে, বেদাঁড়া প্রযুক্ত নীলাম অসিদ্ধ হইবে না।

কে নিলাম রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে —স্থাবর সম্পত্তির অবৈধ নিলাম হইলে এই ধারা অনুসারে ডিক্রিদার অথব যাহার সম্পত্তি বিক্রীত হয় সে নিলাম রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে

(১) ২৯৫ ধারা অনুসারে যে ডিক্রিদার মূল্যের টাকার অংশ পাইতে স্বত্ববান সে নিলাম রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে। লক্ষ্মী বঃ কটুনি ই ল রি ১০ মা ৫৭

(২) বিক্রীত সম্পত্তি যাহার নিকটে বন্ধক থাকে সে নিলাম রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে রাখাল চন্দ্র বঃ দ্বারিকানাথ ই ল রি ১৩ ক ৩৪৩

(৩) দুইজন দেনদারের মধ্যে একজনের সম্পত্তি বিক্রীত হইলে অপর দেনদার এই ধারামতে নিলাম রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে না মানকুমার বঃ তারা সিংহ ই ল রি ৭ অ ৪৮৩

(৪) বিক্রীত সম্পত্তি ক্রোক হইবার পূর্ব্বে যে আংশে দেনদারের নিকটে তাহা ক্রয় করে সে এই ধারামতে নিলাম রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে না ; সে বেদখল হইলে জাবেদা নালিশ করিতে পারে আম্মতাম্বিছা বঃ আসরফ ই ল রি ১৫ ক ৪৪৮ ফু বে

গুরুতর অবৈধতা —নিলাম রহিতের প্রার্থনাকারি দুইটি বিষয় প্রমাণ করিতে বাধ্য

(১) নিলাম সংক্রান্ত ইস্তাহার জারি বা অন্য কোন কার্য্য অবৈধরূপে সম্পাদিত হওয়া

(২) সেই অবৈধতা নিবন্ধন দরখাস্তকারি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। আম্মতাম্বিছা বঃ আসরফ ই ল রি ১৫ ক ৪৪৮ ফু বে, ত্রিপুরাসুন্দরী বঃ দুর্গাচরণ পাল ই ল রি ১১ ক ৭৪, মেকণ্টন বঃ মহাবীর ই ল রি ৯ ক ৬৫৬, অরুণাচলম বঃ অরুণাচলম ই ল রি ১২ মা ১৯ প্রি কৌ

অবৈধতা নিবন্ধন দরখাস্তকারী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রমাণ না হইলে নিলাম রহিত হইতে পারে না। বাশিআল বঃ মাধবচন্দ্র ই ল রি ৮ ক ৯৩২।

কিরূপ অবৈধতা গুরুতর গণ্য হয় —

(১) জমিদারী সম্পত্তি নিলামের ইস্তাহারে সদর জমা লিখিয়া না দেওয়া অবৈধকার্য্য মেকনটন বঃ মহাবীর ই ল রি ৯ ক ৬৫৬ [illegible]

(২) এস্তাহার জারির পরে ৩০ দিবস গত হওয়ার পূর্ব্বে নিলাম হইলে তাহা অবৈধমতে হওয়া গণ্য হয়। আবদুল নবী বঃ দুলাল ১১ ক ল রি ৩০৩

(৩) সাত দিবসের অতিরিক্ত কালের জন্য নিলাম মুলতুবি হইলে পুনর্ব্বার এস্তাহার জারি ব্যতীত যদি নিলাম হয় তাহা অবৈধরূপে হওয়া গণ্য হয় ২৯১ ধারা দেখ অপরও দেখ গোপীনাথ বঃ লক্ষ্মীপতি ই ল রি ৩ ক ৫৪১

(৪) এস্তাহার জারির পরে ক্রোকি সম্পত্তির কোন অংশ সম্বন্ধে ক্রোক খালাসের আদেশ হইলে পুনরায় এস্তাহার জারি আবশ্যক হয় এবং নূতন এস্তাহার না হইলে নিলাম অবৈধরূপে সম্পাদিত হওয়া গণ্য হয় শিবপ্রসাদ সিংহ বঃ সরদার দমন সিংহ ই ল রি ৩ ক ৫১৪

(৫) বন্ধের দিবসে নিলাম হইলে তাহা অবৈধ গণ্য হয় হর অমাদার বঃ যাদব ৩ উ রি ২৪ মো

(৬) এস্তাহারে পরগণার নাম ঠিক লিখিত না থাকিলেও, যদি যথা স্থানে জারি হয় তাহা অবৈধরূপে সম্পাদিত হওয়া গণ্য হয় না নুরুল হোসেন বঃ রামকুমার ২৫ উ রি ৩২৬

(৭) নিলামের তারিখ হইতে ১৫ দিবস গত হওয়ার পরে আদালতে মুলতোবি টাকা লইলে নিলাম অসিদ্ধ হয় না বৃন্দা বঃ গোপী ৬ উ রি ৮২ মো

(৮) যে স্থলে দেনাদারের সম্পত্তির এক অংশ নিলাম করাইলে ডিক্রির টাকা পরিশোধ হওয়া সম্ভব সে স্থলে তাহার সমুদয় সম্পত্তি নিলাম হইলে তাহা বাহাল থাকিতে পারে না। আবদুল হাই বঃ মেহি ২৩ উ রি ১

(৯) ক্রোকি পরওয়ানা রীতিমত জারি না হইলে এই ধারা মতে নিলাম রহিত হইতে পারে কি না বলা যায় না মেকনটন বঃ মহাবীর ই ল রি ৯ ক ৬৫৬ ৬৬০

অবৈধতা ও ক্ষতি প্রমাণের ভার ;—নিলাম রহিতের বিচারে অবৈধতা ও তন্নিবন্ধন আপত্তিকারী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রমাণের ভার আপত্তিকারির উপর অর্পিত হয়। মহেশ নারায়ণ বঃ কৃষ্ণানন্দ ১ প্রি কৌ ■ ৪৮৮, ৪৯১ পৃষ্ঠ দেখ

এই ধারার প্রয়োগ ;—কেবল অবৈধরূপে নিলাম সম্পাদিত হওয়া হেতুবাদে এই ধারা অনুসারে নিলাম রহিতের আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে এমত নহে, তঞ্চকতা বা অন্য কোন হেতুবাদে নিলাম রহিতের প্রার্থনা এই ধারা অনুসারে করা যাইতে পারে গুরুজি বঃ জীনিব স ই ল রি ২ মা ২৭৪

আপত্তি অগ্রাহ্য কিম্বা গ্রাহ্য হওয়ার ফলের কথা।

৩১২ ধারা　ইহার পূর্ব্ব ধারায় উল্লিখিত কোন প্রার্থনা করা না গেলে কিম্বা করা গেলেও আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষ ও ক্রেতা সম্পর্কে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে ও আপত্তি গ্রাহ্য হইলে, আদালত ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন

এই ধারামতে যে পক্ষের বিপক্ষে যে আজ্ঞা করা যায়, তিনি সেই আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বেদাড়ার হেতু ধরিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

নিলাম রহিতের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তদনন্তর বিক্রয় সিদ্ধ হওয়া প্রকাশ করা আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্য এই ধারার প্রথম দফা দেখ মহম্মদ হোসেন বঃ পুরন্দর ই ল রি ১১ ক ২৮৭

নিলাম রহিতের আপত্তি গ্রাহ্য হইলে নিলাম রহিতের আদেশ দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য এই ধারার দ্বিতীয় দফা দেখ

এই ধারা অনুসারে বিক্রয় সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার আদেশ হইলে ডিক্রিদার দেনাদার বা ক্রেতা অবৈধতা হেতুবাদে সেই আদেশ রহিত জন্য আবেদা নালিশ করিতে পারে না ডিক্রিদার বা দেনাদার তঞ্চকতা হেতুবাদেও সেই বিক্রয় রহিত জন্য পৃথক নালিশ করিতে পারে না ডিক্রিদার ও দেনদারের মধ্যে যে কিছু তর্ক উপস্থিত হয় তাহা ২৪৪ ধারা অনুসারে কেবল জারির আদালত মীমাংসা করিতে পারেন মহেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বঃ গোপাল মণ্ডল ই ল রি ১৭ ক ৭৬৯ পূর্ণ বেঞ্চ শ্রীনিবাস বঃ বেঙ্কট ই ল রি ১১ ম ২৩১।

ডিক্রিদার এবং বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ ৩১১ ধারা অনুসারে জারির আদালতে নিলাম রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে না অন্য ব্যক্তির আপত্তি অনুসারে জারির আদালত নিলাম রহিত করিলে নিলাম খরিদার সেই নিলাম বাহালের জন্য আবেদ নালিশ করিতে পারে মানকুমার বসন্ত রা সিংহ ই ল রি ৭ অ্যা ৫৮৩।

ডিক্রিদার বিনামিতে ক্রয় করা স্থলে ডিক্রিদার ও তাহার বিনামিদারের বিরুদ্ধে দেনাদার আবেদ নালিশ করিলে তাহা ২৪৪ ধারা অনুসারে অচল হইতে পারে না। মহেন্দ্রনারায়ণ চট্টরাজ বঃ গোপাল মণ্ডল ইং ল রি ১৭ ক ৭৬৯ ফুঃ বেঃ

অবৈধরূপে সম্পাদিত হওয়া ভিন্ন অন্য আপত্তি অনুসারে নিলাম রহিত জন্য বিক্রীত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি আবেদন নালিশ করিতে পারে। কালাচাঁদ আলি বঃ গিরধারি ১২ উ রি ৪১

নিলামকারি আদালতের অধিকারাভাব হেতুবাদে ডিক্রিদার বা দেনাদার নিলাম রহিত জন্য পৃথক নালিশ করিতে পারে। প্রেমচাঁদ বঃ মোক্ষদা ইং ল রি ১৭ ক ৬৯৯

অধিকার বিহীন আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি অনুসারে দেনাদারের সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, দেনাদার সেই বিক্রয় রহিত জন্য আবেদ নালিশ করিতে পারে। লালা গুণধর বঃ হবিবন্নেছা ১৫ উ রি ৩১১।

নিলামের পরে, কিন্তু নিলাম সিদ্ধ হইবার আদেশ হওয়ার পূর্ব্বে, যদি মূল ডিক্রি উচ্চ আদালত কর্ত্তৃক রহিত হয় তাহা হইলে সে নিলাম রহিত জন্য পৃথক নালিশ চলিতে পারে। বাগাপ্প বঃ শিবলিঙ্গাপা ইং ল রি ২ ব ৫৪০

নিলাম সিদ্ধ হইবার আদেশ হওয়ার পরে মূল ডিক্রি রহিত হইলেও নিলাম বলবৎ থাকে। ঐ নিষ্পত্তি দেখ

নিলাম স্থগিত থাকার আদেশ হওয়ার পরে নিলাম হইলে তাহা জারির আদালত রহিত করিতে পারেন। শান্তলাল বঃ ওয়াওয়েছ ইং ল রি ১২ অ ৯৬

মূল ডিক্রি তামাদি হওয়ার পরে তদনুসারে দেনাদারের সম্পত্তি নিলাম হইলে, দেনাদার সেই নিলাম রহিত জন্য পৃথক নালিশ করিতে পারে না। সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী বঃ মহম্মদ ইছুফ মিঞা ইং ল রি ১১ ক ৩৭৬

তামাদি ডিক্রির মূলে ডিক্রিদার স্বয়ং ক্রয় করিবার পরে যদি উচ্চতর আদালত কর্ত্তৃক সেই ডিক্রি তামাদি হওয়া অবধারিত হয়, তাহা হইলে দেনাদার সেই বিক্রয় রহিত জন্য আবেদ নালিশ করিতে পারে। সিনাকুমারী বঃ জগৎশেঠনী ইং ল রি ১০ ক ২২০

নিলাম রহিত জন্য জারির আদালতে আপত্তি করিবার তামাদির নিয়ম, নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিবস। তামাদি আইন, ২য় তাবশিল ৩য় খণ্ড, ১৬৬ প্রকরণ।

নিলাম রহিত জন্য আবেদ নালিশের তামাদির নিয়ম নিলাম সিদ্ধ হওয়ার দিবস হইতে ১ বৎসর তামাদি আইন ২য় তারশিল, ১ম খণ্ড ১২ প্রকরণ

এই ধারা অনুসারে যেরূপ আদেশ হউক না কেন তাহা রহিত জন্য একটি আপিল হইতে পারে। ৫৮৮ ধারা দেখ

যে স্থলে হাইকোর্টে আপিল হইতে পারে না সে স্থলে ৬২২ ধারা অনুসারে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের আদেশ সংশোধন করিতে পারেন। [illegible] ইং ল রি ৪ মাঃ ১৪৫

ডিক্রীমত খাতকের বিক্রেয় স্বার্থ ছিল না বলিয়া বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৩১৩ ধারা। তদ্রূপ কোন নীলামে যে ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই সম্পত্তিতে তাঁহার বিক্রেয় স্বার্থ ছিল না বলিয়া ক্রেতা আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং আদালত যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। কিন্তু বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞার বিরুদ্ধে ডিক্রীমত খাতকের ও ডিক্রীদারের কথা শুনিবার সুযোগ না হইলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিবসের মধ্যে খরিদার এই ধারা অনুসারে নিলাম রহিতের প্রার্থনা করিতে পারে। তামাদি আইন, ১৭২ প্র

নিলাম খরিদার এই ধারা অনুসারে নিলাম রহিতের প্রার্থনা না করিয়া দেনাদারের স্বত্ব না থাকা হেতুবাদে আবেদ নালিশ করিতে পারে। মুন্না বঃ গদাধর ইং ল রি ৫ আ ৫৭৭

নিলামি সম্পত্তিতে দেনাদারের স্বত্ব না থাকিলে বা [illegible] হা অবিক্রেয় হইলে এই ধারামতে ক্রেতার আপত্তি অনুসারে সেই নিলাম রহিত হইতে পারে। মুন্নাসিংহ বঃ গদাধর ইং ল রি ৫ আ ৫৭৭

বিক্রীত সম্পত্তির কোন অংশে দেনাদারের স্বত্ব থাকিলে এই ধারা অনুসারে নিলাম রহিত হইতে পারে না। রামকুমার বঃ শশি ই ল রি ৯ ক ৩২৮।

সবন্ধক ঋণ জন্য ডিক্রি হওয়ার পরেও, এবং সেই ঋণ বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও, বন্ধকদাতার স্বত্ব অন্য ঋণ জন্য ক্রোক ও বিক্রয় হইতে পারে। প্রতাপচন্দ্র বঃ পানিয়টি ই ল রি ৯ ক ৪০৩; শালেলাল বঃ রামদাস ই ল রি ৯ আ ১৬৭

নিলামি সম্পত্তিতে দেনদারের কোন স্বত্ব না থাক জানিয়া যদি কেহ সেই সম্পত্তি ক্রয় করে তাহা হইলে তাহার প্রার্থনা মতে সেই নিলাম রহিত হইতে পারে না। মহাবীর প্রসাদ বঃ ধুসন দাস ই ল রি ■ আ ৫২৭

নিলাম খরিদদার এই ধারা অনুসারে নিলাম রহিতের প্রার্থনা না করিয়া, তাহার দত্ত মূল্যের টাকা ফেরত পাইবার জন্য আবেদন নালিস করিতে পারে। কুঞ্জলাল বঃ মহম্মদ সকদর ই ল রি ১৩ আ ৩৮৩

বিক্রয় দৃঢ় করণের কথা।

৩১৪ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম আদালত কর্ত্তৃক দৃঢ় করা না গেলে একেবারে সিদ্ধ হইবে না।

বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে ক্রেতাকে মূল্য ফিরিয়া দিবার কথা।

৩১৫ ধারা। ৩১০ক ৩১২ বা ৩১৩ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করা গেলে, কিম্বা যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহাতে ডিক্রীমত খাতকের বিক্রেয় স্বার্থ না থাকাতে ক্রেতা তাহাতে বঞ্চিত হইলেন ইহা দৃষ্ট হইলে,

ক্রয়ের টাকা যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল তাহার স্থানে ক্রেতা আদালতের আজ্ঞানুসারে সুদ সহিত কি সুদ বিনা ঐ ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

এই আইনে টাকার ডিক্রী জারী করিবার যে যে বিধি আছে, ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া দেওয়ার এবং আদালত সুদের অনুমতি দিলে সেই সুদ দেওয়ার আজ্ঞা সেই সেই বিধিমতে ঐ ব্যক্তির উপর প্রবল করা যাইতে পারিবে।

নিলাম হওয়ার পরে যদি কোন আবেদা মোকদ্দমায় নিলামি সম্পত্তিতে দেনাদারের স্বত্ব না থাক অবধারিত হয়, তাহা হইলে ক্রেতা এই ধারা অনুসারে মূল্যের টাকা ফেরত পাইতে পারে। বিনোদবিহারী বঃ মহেশ ১২ ক ল রি ৩৩১

২৯৫ ধারা অনুসারে যাহারা মূল্যের অংশ পায় তাহাদের বিরুদ্ধেও এই ধারা অনুসারে মূল্য ফেরতের আদেশ হইতে পারে। কুঞ্জলাল বঃ মহম্মদ সফদর ই ল রি ১৩ আ ৩৮৩

সুদ প্রদত্ত হইলে শতকে বার্ষিক ৬) টাকা হিসাবে ■ দত্ত হয়। আবদুল হাই বঃ মেত্রি ২৩ উ রি ১

যেস্থলে ক্রেতা নিলামি সম্পত্তিতে দখল পায়, এবং তদনন্তর নিলাম রহিত হওয়ায় ক্রেতা নিলামি সম্পত্তি ফেরত দিতে বাধ্য হয় সেইরূপ স্থলে ক্রেতা ওয়াসিলাত দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু ক্রেতা তাহার ■ দত্ত মূল্যের টাকার সুদ পায় এবং তাহার ক্রীত সম্পত্তির উন্নতি বা রক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় করে তাহা পায়। মরগান বঃ আবদুল হাই ২৩ উ রি ৩৮৩, আরও দেখ মহ রাজা মিত্রজিত বঃ রাজ যশবন্ত সিংহ ১ প্রি কৌ জ ১১৪।

নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার আদেশ হইবার পূর্ব্বে ক্রেতা ৩১৩ ধারা অনুসারে তাহার ক্রয় রহিতের জন্য জারির আদালতে প্রার্থনা করিতে পারে। নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পরে ক্রেতা আবেদা নালিস দ্বারা ক্রয় রহিত করাইতে পারে না। বীর স্বামী বঃ আধি ই ল রি ৭ মা ৫৯৫; দিনেশ বঃ মহেশ ১২ ক ল রি ৩৩১

দেনাদারের স্বত্বাভাব প্রকাশ জন্য নালিস না করিয়া, ক্রেতা ডিক্রিদারের নামে মূল্যের টাকা ফেরত পাইবার জন্য নালিস করিতে পারে। সুমা সিংহ বঃ গদাধর সিংহ ৫ আ ৫৭৭, কুঞ্জলাল বঃ মহম্মদ সফদার ই ল রি ১৩ আ ৩৮৩

ক্রেতাকে বিনা সুদে মূল্যের টাকা ফেরৎ দিবার আদেশ হইলে, ক্রেতা কেবল সুদের জন্য আবেদা নালিস করিতে পারে। মথুরা বঃ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ই ল রি ৫ আ ৩৬৪ ফু বে

বিক্রীত সম্পত্তিতে দেনাদারের কোনরূপ বিক্রেয় স্বত্ব থাকিলে আদালত ক্রেতার প্রার্থনামতে নিলাম রহিত বা তাহার প্রদত্ত মূল্যের টাকা ফেরৎ দিবার আদেশ দিতে পারেন না। গুলাহামেদ বঃ চটু ই ল রি ৯ মা ৪৩৭

অন্য মোকদ্দমায় দেন দাবের বিক্রেয় স্বত্ব না থাকা অবধারিত হইলে এই ধারা অনুসারে টাকা পাইবার দরখাস্ত করিবার তমাদির নিয়ম ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ১৭৮ ■ কর্ম অনুসারে সেই মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ■ বৎসর গিরিধারী বং শীতলপ্রসাদ ই ল রি ১১ আ ৩৭২

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে সার্টিফিকেট দিবার কথা।

৩১৬ ধারা স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় পূর্ব্বোক্তমতে সিদ্ধ করা গেলে আদালত সার্টিফিকেট দিবেন; তাহাতে বিক্রীত সম্পত্তির বর্ণনা ও নীলামের সময়ে যে ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা যায় তাঁহার নাম লেখা থাকিবে। বিক্রয় যে তারিখে দৃঢ় করা যায় ঐ সার্টিফিকেটে সেই তারিখ লেখা যাইবে, এবং মোকদ্দমার উভয় পক্ষের ও তাঁহাদের অধীন দাওয়াদারের সহিত যতদূর সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্ব ক্রেতার প্রতি উক্ত সার্টিফিকেটের তারিখ অবধি বর্ত্তিবে, তৎপূর্ব্বে নহে কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে, যে ডিক্রীক্রমে নীলাম হয় তাহা উক্ত তারিখে বলবৎ থাকে

এই ধারার শেষ ভাগে উক্ত আছে যে নিলামের সময়ে 'ডিক্রি বলবৎ না থাকিলে' সেই নিলামে ডিক্রিদার বা দেনাদার বাধ্য হয় না উচ্চতর আদালত কর্ত্তৃক কোন ডিক্রি রহিত হইলে, অথবা নিয়মকাল মধ্যে তহ জারি না হইলে, উভয় স্থলেই সেই ডিক্রি বলবৎ না থাকা গণ্য হইতে পারে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয় পরন্তু বঙ্গদেশের হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে তামাদি ডিক্রি অনুসারে নিলাম হইয়া সিদ্ধ হওয়ার পরে জারির নালিশ দ্বারা তাহা রহিত হইতে পারে না সীতানাথ চক্রবর্ত্তী বং মহম্মদ ইয়ুফ মিঞা ই ল রি ১১ ক ৩৭৬।

নিলামের সময়ে মূল ডিক্রি বলবৎ থাকিলেও যদি নিলাম সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে তাহা উচ্চ আদালত কর্ত্তৃক রহিত হয় তাহা হইলে সেই নিলাম সিদ্ধ হইতে পারে না মুলচাঁদ বং মুক্তাপ্রসাদ ই ল রি ১০ আ ৮৩, বাসাপ্প বং ডুণ্ডায় ই ল রি ২ ব ৫৪০

নিলাম খরিদার সার্টিফিকট পাইবার জন্য লিখিত বা কোর্ট ফি যুক্ত দরখাস্ত করিতে বাধ্য নহে হীরা অপাই দাস বং ঠেকচাঁদ ই ল রি ১৩ ব ৬৭০

নিলাম খরিদকারি সার্টিফিকট প্রস্তুত জন্য ষ্টাম্প দাখিল করিতে বাধ্য, আদালত ষ্টাম্পের মূল্য নগদ লইতে পারেন না রামকৃষ্ণ ই ল রি ৯ ব ৪৭

দায় সংযুক্ত সম্পত্তি ডিক্রি জারির নিলামে বিক্রীত হইলে, নিলাম খরিদকারী যে মূল্যে ক্রয় করে কেবল সেই মূল্য ধরিয়া ষ্টাম্প অবধারণ হইতে পারে না; সেই দায়ের মূল টাকা ও মূল্যের টাকা এক যোগ করিলে যত হয় সেই পরিমাণ ষ্টাম্পে সার্টিফিকট প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক সাহেবগিনদাস বং হাজল কোবি ই ল রি ■ ব ৪৭০, রামকৃষ্ণ ই ল রি ৯ ব ৪৭

নিলামি সার্টিফিকট রেজষ্ট্রি করা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ১৭ ধারা ও ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের ৬৫ ধারা দেখ

নিলামি বয়নামা নিলাম সিদ্ধ হওয়ার তিন বৎসর পরেও প্রদত্ত হইতে পারে কৈলাস গোওল বং রাসবাসী ই ল রি ৪ মা ১৭২, বিটল জনার্দ্দন বং বিঠোবাজ ই ল রি ৬ ব ৫৮৬

নিলামি বয়নামা প্রদত্ত হওয়ার পরে সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু সকল পক্ষের সমক্ষে ভিন্ন বয়নামা সংশোধন হইতে পারে না রাজা রঘুনন্দন সিংহ বং রব ট উইগাসন ২৩ উ রি ৩০১

নিলামি বয়নামা নষ্ট বা রেজষ্ট্রি না হওয়ার জন্য অব্যবহার্য্য হইলে আদালত দ্বিতীয় বয়নামা দিতে পারেন লক্ষ্মণ ই ল রি ৯ ব ৪৭২ কিন্তু ষ্টাম্পের ন্যূনতা প্রযুক্ত অব্যবহার্য্য হইলে আদালত দ্বিতীয় সার্টিফিকট দিতে পারেন না নন্দরাম মতিরাম বং কাচ্ছা ভাও ই ল রি ৯ ব ৫২৬

অবৈধমতে নিলাম হইলেও সার্টিফিকট প্রদত্ত হওয়ার পরে তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না বালকৃষ্ণ বং মাসুমা ই ল রি ৫ অ ১৪২ ১৫৭ প্রি কৌ।

দেওয়ানী নিলামে কেবল দেনাদারের স্বত্ব লভ্য বিক্রয় হয় এবং ক্রেতা কেবল দেনাদারের স্বত্ব পায় দেনাদার বিক্রয়ের সময় বেদখল থাকিলে পরে যদি দখল পায় তাহা হইলে নিলাম খরিদ্দার তাহার নিকট হইতে দখল লইতে পারে। দেবনারায়ণ সিংহ বং টোকন সিংহ ৬ উ রি ৩০, দীনও উমেশচন্দ্র বং অহর ই ল রি ১৮ ক ১৬৪

হিন্দু বিধবা এবং মিতাক্ষরানুযায়ী পিতার বিরুদ্ধ ডিক্রি জারিতে যে ক্রয় করে তাহার স্বত্ব সম্বন্ধে হিন্দু আইনের পুস্তক দেখ

দখলচ্যুত দেনাদারের স্বত্ব ক্রেতার তামাদির নিয়ম দেনাদার বেদখল হওয়ার দিবস হইতে দ্বাদশ বৎসর তামাদি আইন ১৩৭ প্রকরণ

দখলচ্যুত দেনাদারের স্বত্ব তামাদি হইলে নিলাম খরিদ্দার বেদখলকারির নামে নালিশ করিয়া দখল প্রাপ্ত করিতে পারে না শ্রীনিবাস বিনায়ক বঃ বাপাজি ৬ ব ২২০

বিক্রীত সম্পত্তিতে দেনাদারের যদি স্বত্ব না থাকে এবং যদি সে কেবল বলপূর্ব্বক দখলকার থাকে, তাহা হইলে নিলাম খরিদ্দার সেই দখলের ফল পায়, অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধে প্রকৃত মালিক নালিশ করিলে যে দিবসে সে দেনাদার কর্তৃক প্রথম বেদখল হয় সেই দিবস হইতে তামাদি গণিত হয় আমিন হোসেন বঃ ক জি ই ল রি ১৬ ব ১৯৭

নিলাম খরিদ্দার যদি তাহার ক্রয়ের দিবস হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে দখল না লয় তাহা হইলে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হয় লক্ষ্মণ বিনায়ক বঃ বিষ্ণু সিংহ ই ল রি ১৫ ব ২৬১

বেনামী খরিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা না হইতে পারিবার কথা

৩১৭ ধারা অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তি যাঁহার দ্বারা দাওয়া রাখেন তাহারই নিমিত্ত ক্রয় করা গেল বলিয়া সর্টিফিকেট প্রাপ্ত ক্রেতার বিপক্ষে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না

সর্টিফিকেট প্রাপ্ত ক্রেতার নাম প্রতারণাক্রমে কিম্বা প্রকৃত ক্রেতার অনুমতি বিনা যে লেখা গিয়াছে, এই ধারাক্রমে এই কথা নির্ণয় করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই

নিলামের সময়ে যাহার নাম খরিদ্দার বলিয়া প্রকাশিত হয় সে বিনা মিশ্র থাকা অবধারণ জন্য নালিশ দায়ের হইতে পারে না পরন্তু ডিক্রিদার বা দেনাদার বা অন্য কেহ অপর কোন ব্যক্তিকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশে বেনামিতে ক্রয় করিলে যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সেই নিলাম রহিত করাইতে পারে সীতানাথ ঘোষ বঃ মাধব ১ উ রি ৩২৯, খয়রাত আলি বঃ রেমুল্ল ৮ উ রি ১৩০

যদি প্রকৃত ক্রেতা দখল পায় তাহা হইলে তাহার সর্টিফিকেট প্রাপ্ত বেনামিদার তাহার দখল উচ্ছেদের জন্য নালিশ করিতে পারে না বংশকুমার বঃ রাজা বদরিলাল ২ প্রি কৌ অ ৫৭৫

প্রকৃত ক্রেতার স্বত্ব বা দখলের বিঘ্ন করিবার জন্য বেনামিদার চেষ্টা করিলে প্রকৃত ক্রেতা তাহার স্বত্ব প্রকাশ জন্য নালিশ করিতে পারে কমরুদ্দিন হোসেন বঃ নিঃ মত ফতিম ই ল রি ১৭ ব ১৪৯

সর্টিফিকট প্রাপ্ত খরিদ্দার যদি প্রকৃত ক্রেতার স্বত্ব স্বীকার করে, তাহা হইলে অন্য কাহার আপত্তি অনুসারে এই ধারা দ্বারা প্রকৃত ক্রেতা কর্তৃক প্রকৃত স্বত্ব প্রকাশ বা প্রমাণের বাধা হইতে পারে না সরস্বতী বঃ গোপীসুন্দরী Marsh ৪২৩, হাজি অর্জ্জুন মল্লিক বঃ সেখ ফরজুল্ল ৭ ক ল রি ২৯৫

যেস্থলে হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত কোন ব্যক্তি দেওয়ানী নিলামে কোন সম্পত্তি ক্রয় করে সে স্থলে এই ধারার প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ সেই পরিবারের অন্য সকলে দেখাইতে পারে যে সেই সম্পত্তি তাহাদিগের সকলের পক্ষে ক্রীত হইয়াছিল বোধ সিংহ বঃ গণেশ চন্দ্র ১১ উ রি ২৫৬ প্রি কৌ

ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি দিবার কথা।

৩১৮ ধারা যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা তৎপক্ষ অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, কিম্বা ডিক্রীমত খাতক ঐ সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পরে যে স্বত্ব সৃষ্ট করেন সেই স্বত্বক্রমে কোন দাওয়াদারের অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ে সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, আদালত ক্রেতার প্রার্থনামতে ক্রেতাকে কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে অধিকার লওনের জন্যে অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইয়া ও কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রেতার হস্তগত করিতে আজ্ঞা দিবেন।

ক্রেতা প্রথমতঃ একবার ৩১৮ ধারা অনুসারে দখল লইয়া তদনন্তর পুনরায় এই ধারা অনুসারে দখলের প্রার্থনা করিতে পারে। হরকিশোর বঃ গুরুচরণ ১৭ উ রি ৮০

একবার এই ধারা অনুসারে দখল পাওয়ার পরে যদি ক্রেতা বেদখল হয়, তাহা হইলে পুনরায় আর সে জারির আদালতে দখলের প্রার্থনা করিতে পারে না। খাতু বিবি বঃ ফকির আলি ৬ উ রি ১০৮ মে, গোপাল দাস বঃ ধ্যান সিংহ ই ল রি ৪ আ ১৮৪

ক্রেতা দখল পাওয়ার পরে বেদখল হইলে জাবেদা নালিস করিতে পারে। গোপাল দাস বঃ ধ্যান সিংহ ই ল রি ৪ আ ১৮৪।

ক্রেতা বাঁশগাড়ির দ্বারা দখল পাইয়াও যদি বাস্তবিক দখল না পায় তাহা হইলে বাঁশগাড়ি দখলের দিবস হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে দখল পাইবার জন্য জাবেদা নালিশ করিতে পারে। কিশোরীমোহন বঃ চন্দ্রনাথ ই ল রি ১৪ ক ৬৪৪, জগবন্ধু বঃ পূর্ণানন্দ ই ল রি ১৬ ক ৫৩০ ফু বে

সার্টিফিকেট লওয়ার দিবস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে এই ধারা অনুসারে ক্রেতা দখলের প্রার্থনা করিতে পারে, তাহার পরে তামাদি হয়। হনুমন্ত রায় বঃ পাণ্ডুরঙ্গ ই ল রি ৮ ব ২৫৭

প্রজার অধিকারস্থ স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।

৩১৯ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা প্রজার কিম্বা অধিকার করিবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া গিয়া থাকিলে ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে নীলামের সার্টিফিকেটের নকল লাগাইয়া এবং ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে উপযুক্ত কোন স্থানে খাতকের সম্পর্ক ক্রেতার প্রতি হস্তান্তর করা গিয়াছে, এই কথা প্রজার নিকট ঘোষণা করাইয়া আদালত ঐ সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত করিবার আজ্ঞা করিবেন।

যদি ক্রেতা আগে প্রজার নিকটে খাজনা পায়, তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে দখল লইতে বাধ্য হয় না। অভয়চরণ বঃ রাজেন্দ্রকুমার ২২ উ রি ৪০৬।

যাহাকে দেনাদার জাবেদা নালিস ভিন্ন দখলচ্যুত করিতে পারে না, তাহাকে ক্রেতা এই ধারা অনুসারে উচ্ছেদ করিতে পারে না। তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ পদ্মমণি ১ প্রি কৌ জ ৬৩১।

এই ধারা অনুসারে দখলের দরখাস্ত সার্টিফিকেটের দিবস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে করা আবশ্যক। বাগাপা ব. সাবায়া ই ল রি ৩ ব ৪৩৩

ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয়ের কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করিবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

৩২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন স্থানের সীমার মধ্যে কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার যে ডিক্রী করেন, কিম্বা তদ্রূপ ডিক্রীর মধ্যে কোন বিশেষ প্রকারের যে ডিক্রী করেন, কিম্বা কোন বিশেষ প্রকারের স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থ বিক্রয় করণের যে ডিক্রী করেন সেই সেই ডিক্রী জারী করণকার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা যাইবে। এবং তদ্রূপ কোন নির্দ্দেশ বাক্য রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতেও পারিবেন।

ডিক্রী পাঠাইবার ও জারী করিবার ও ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

আরো ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে আদালত হইতে কালেক্টর সাহেবের নিকট ডিক্রী পাঠাইবার, ও ঐ ডিক্রী জারী করণে কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করিবার ও কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে আদালতে ডিক্রী ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি করিতে পারিবেন।

কোন ডিক্রীর জারীকরণ কার্য্য কালেক্টর সাহেবের কাছে উঠাইয়া না দেওয়া গেলে আদালত ঐ জারীকরণ কার্য্যে যে সকল বা যে কোন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন তাহা এবং ২৯৪ ও ৩১২ ধারানুযায়ী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা এই ধারানুসারে প্রণীত বিধিক্রমে কালেক্টর সাহেবকে বা কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন গেজেট হওয়া কর্ম্মচারিকে প্রদান করা যাইতে পারিবে, এবং ডিক্রী কালেক্টর সাহেবের কাছে উঠাইয়া দেওয়া না গেলে এই আইনানুসারে বা উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপর কোন আইনানুসারে আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হুকুম বা আপীলক্রমে ঐরূপ হুকুম সম্বন্ধে প্রদত্ত হুকুম যেরূপ আপীল আদালতে আপীলের বা পুনরালোচক আদালত কর্ত্তৃক পুনরালোচনার অধীন হইত কালেক্টর সাহেব বা কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন গেজেট হওয়া কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হুকুম বা আপীলে ঐরূপ হুকুম সম্বন্ধে প্রদত্ত হুকুম যতদূর সম্ভব সেইরূপ উপরিতন রিবিনিউ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আপীলের এবং তৎকর্ত্তৃক পুনরালোচনার অধীন করিবার জন্য এই ধারানুসারে প্রণীত বিধিতে বিধান করা যাইতে পারিবে

বিধিক্রমে কালেক্টর সাহেবের বা কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন গেজেট হওয়া কর্ম্মচারীর উপর অথবা কোন আপীল বা পুনরালোচক কর্ত্তৃপক্ষকে যে ক্ষমতা প্রদান করা যায় তাহা আদালত কর্ত্তৃক বা আদালতের ডিক্রী বা হুকুম সম্বন্ধে যে আদালতের আপীল শুনিবার বা পুনরালোচনা করিবার অধিকার আছে, সেই অধিকার পরিচালনাক্রমে সেই আদালত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে পারিবে না।

এই ধারানুসারে যে ডিক্রী কালেক্টর সাহেবের নিকট উঠাইয়া দেওয়া হয় কালেক্টর সাহেব এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীগণ যখন তাহা জারী করিবেন তখন এইরূপ বিবেচনা করা যাইবে যে, তাঁহারা (বিচার কর্ত্তাদের রক্ষা করণের আইন) ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের অর্থানুসারে বিচারক ভাবে কার্য্য করিতেছেন।

ডিক্রী জারী করণ কার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা

৩২১ ধারা। ডিক্রী জারী করণকার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে কালেক্টর সাহেব,

(ক) আদালত ৩০৫ ধারামতে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেন সেই প্রণালীতে কার্য্য করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ পণ গ্রহণপূর্ব্বক চিরকালের কি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্ত পাট্টা করিয়া দিয়া কিম্বা বন্ধক রাখিয়া টাকা তুলিতে পারিবেন, কিম্বা

(গ) যে সম্পত্তি বিক্রয়ের আজ্ঞা হয়, সেই সম্পত্তি কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক হয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীকরণ কার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২২ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট যে চুক্তি বর্ত্তে তদনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করণের আজ্ঞাসূচক ডিক্রী না হইয়া, টাকার ডিক্রী হইলেও সেই ডিক্রী সাধন করিবার জন্যে আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিলে, যদি সেই ডিক্রী জারীর কার্য্য উক্ত প্রকারে হস্তান্তর করা যায় তবে ডিক্রীধৃত খাতকের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় না করিলেও তাহার ডিক্রীমত ঋণ শোধ হইতে পারে, কালেক্টর সাহেব

তদন্ত লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তদ্রূপ তদন্ত লইয়া এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে পশ্চাল্লিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে পারিবেন

ডিক্রীদারদিগকে ও সম্পত্তির উপর দাওয়াদার-দিগকে নোটিস দিবার কথা।

৩২২ক ধারা। ৩২২ ধারার লিখিত স্থলে কালেক্টর সাহেব নোটিস প্রচার করিয়া আদেশ দিবেন যে,

(ক) ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা যে ডিক্রী সাধন হইতে পারে তদ্বিরুদ্ধে এরূপ টাকার ডিক্রী যে ব্যক্তির আছে তদ্রূপে সেই ডিক্রী সাধন করিবার ইচ্ছা করিলে সেই ডিক্রীদার এবং যে টাকার ডিক্রীর সাধন নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত থাকে সেই ডিক্রীদার, ডিক্রীর নকল ও যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন কি তাহা সাধন করিতেছেন তৎক্রমে প্রাপ্য টাকার নির্দ্দেশকারী সেই আদালতের সার্টিফিকেট কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করেন।

(খ) যে প্রত্যেক ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তির উপর দাওয়া আছে, তিনি উক্ত দাওয়ার বর্ণনাপত্র কালেক্টর সাহেবকে দেন ও তাহার প্রমাণস্বরূপ কোন দলীল থাকিলে তাহা উপস্থিত করেন।

উক্ত নোটিস জিলার চলিত ভাষায় লেখা যাইবে এবং তাহা প্রচার হইবার তারিখ অবধি যাইট দিনের মধ্যে তদনুসারে কার্য্য হইবার সময় দেওয়া যাইবে যে আদালত ৩০৪ ধারামতে মূল আজ্ঞা করেন, ঐ নোটিস সেই আদালত ঘরে ও কালেক্টর সাহেব অন্য অন্য স্থান উপযুক্ত বোধ করিলে, সেই সেই স্থানে লাগাইয়া প্রচার করা যাইবে। তদ্রূপ কোন ডিক্রীদারের কি দাওয়াদারের ঠিকানা জানা থাকিলে, নোটিসের এক কেতা নকল ডাকযোগে কি প্রকারান্তরে তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে

টাকার ডিক্রীর পরিমাণ নির্ণয় করিবার ও তৎপরিশোধার্থে যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার কথা।

৩২২খ ধারা উক্ত সময় গত হইলে, ডিক্রীমত খাতক ও ডিক্রীদার কি দাওয়াদার থাকিলে তাহারা যে যে কথা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার নিমিত্ত, এবং উক্ত ডিক্রীর ও দাওয়ার ভাব ও পরিমাণ ও ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তির বিষয় অবগত হওনার্থে যে তদন্ত লওয়া আবশ্যক জ্ঞান হয় সেই তদন্ত লইবার নিমিত্ত, কালেক্টর সাহেব দিন ধার্য্য করিবেন ও সময়ে সময়ে ঐ শ্রবণ কি তদন্ত কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

কালেক্টর সাহেব যে সকল ডিক্রীর কি দাওয়ার কথা অবগত হন ডিক্রীমত খাতকের তৎসম্পর্কীয় দায়ের সত্তা কি পরিমাণ সম্বন্ধে, কিম্বা ঐ ঐ ডিক্রীর কি দাওয়ার আপেক্ষিক অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধে কিম্বা ঐ ঐ ডিক্রী কি দাওয়া পরিশোধার্থে তদ্রূপ কোন সম্পত্তির দায় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না থাকিলে, কালেক্টর সাহেব এক খণ্ড বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন, তাহাতে ঐ ঐ ডিক্রীপরিশোধার্থে যত টাকা দিতে হইবে, যে ক্রমে ঐ ঐ ডিক্রী ও দাওয়া পরিশোধ করিতে হইবে, ও তদর্থে যে স্থাবরসম্পত্তি আছে এই এই কথা লেখা থাকিবে।

তদ্রূপে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে, যে আদালত ৩০৪ ধারামতে মূল আজ্ঞা করেন কালেক্টর সাহেব সেই আদালতে উক্ত বিবাদ অর্পণ করিবেন ও তৎসঙ্গে তাহার বর্ণনা ও আপনার মত দিবেন ও অর্পণ করণানন্তর তদ্বিষয় সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। ঐ বিষয় আপন বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত হইলে, উক্ত আদালত বিবাদের মীমাংসা করিবেন, নতুবা মীমাংসা নিমিত্ত উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন.

ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেবকে জানান যাইবে তাহা হইলে, কালেক্টর সাহেব উক্ত নিষ্পত্তি অনুসারে উপরি নির্দিষ্ট বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন *

জিলার আদালত কখন্ নোটিস দিবেন ও তদন্ত লইবেন, তাহার কথা

৩২২গ ধারা কালেক্টর সাহেব, নিজে ৩২২ক ও ৩২২খ ধারার আদেশমতে নোটিস না দিয়া ও তদন্ত না লইয়া, ডিক্রীগত খাতকের ও তাহার স্থাবর সম্পত্তির অবস্থা কালেক্টর সাহেবের যতদূর জানা থাকে অথবা তাঁহার আফিসের কাগজপত্র দৃষ্টে যেরূপ বোধ হয় তন্নির্দ্দেশসূচক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা জিলার আদালতে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত আদালত ৩২২ক ও ৩২২খ ধারার আদেশমত নোটিস দিবেন ■ তদন্ত লইবেন ■ বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন ও উক্ত বিবরণপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন

৩২২খ কি ৩২২গ ধারামতে বিবাদ উত্থিত হইলে আদালতের নিষ্পত্তির ফলের কথা।

৩২২ঘ ধারা ৩২২খ কি ৩২২গ ধারামতে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা বিবাদের উভয় পক্ষ সম্বন্ধে ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও আপীলযোগ্য হইবে।

টাকার ডিক্রী পরিশোধার্থ কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩২৩ ধারা যে টাকা আদায় করিতে হইবে ও যে সম্পত্তি প্রয়োগযোগ্য থাকে ৩২২খ কি ৩২২গ ধারার বিধানমতে তাহা নির্ণয় করা গেলে কালেক্টর সাহেব

(১) যদি দেখেন যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যায় না তবে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন. অথবা যদি দেখেন যে ঐ টাকা ■ ডিক্রীগত সুদ থাকিলে ঐ সুদ কিম্বা ডিক্রীগত সুদ না থাকিলে, তিনি যে হার যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন সেই হারে সুদ, তদ্রূপ বিক্রয় না করিয়া, আদায় করা যাইতে পারে, তবে

(২) ৩০৪ ধারামত প্রকারান্তরের আজ্ঞা থাকিলেও এই এই প্রকারে সুদসহ ঐ টাকা তুলিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) ঐ সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ পণ গ্রহণপূর্ব্বক চিরকালের কি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্ত পাট্টা করিয়া দিয়া, কিম্বা

(খ) ঐ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বন্ধক রাখিয়া, কিম্বা

(গ) ঐ সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিয়া কিম্বা

(ঘ) বিক্রয় করিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি বিশ বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ইজারা দিয়া, কিম্বা আপনি কি অন্যের দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়া, কিম্বা

(ঙ) অংশতঃ এরূপ কোন এক প্রকারে ও অংশতঃ এরূপ অন্য কি অন্য অন্য প্রকারে।

(৩) এই ধারামতে ঐ সমস্ত সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থে কালেক্টর সাহেব ঐ সম্পত্তির স্বামির সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৪) প্রয়োগযোগ্য সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের বিক্রেয় মূল্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, কিম্বা তাহা ইজারা দেওন কার্য্যের কি কার্য্যাধ্যক্ষতার অধিকতর উপযোগী করিবার নিমিত্ত, কিম্বা কোন দায় শোধার্থ বিক্রয় হইতে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত, কালেক্টর সাহেব কোন দাওয়া পরিশোধনীয় হইলে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন,

কিম্বা পরিশোধনীয় হউক কি না হউক তাহার রফা করিতে পারিবেন, এবং তদ্রূপ পরিশোধ কি রফা করণার্থে ধন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তির যে কোন অংশ উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা বন্ধক রাখিতে কি ইজারা দিতে কি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

এই প্রকরণমতে কালেক্টর সাহেব যে দায় লইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইবেন, তৎক্রমে প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে, তিনি, হয় নিজ নামে না হয় ডিক্রীমত খাতকের নামে হিসাব পাইবার প্রার্থনা করিয়া, উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, অথবা তিনি দুই পক্ষের মনোনীত দুই জন সালীস দ্বারা কিম্বা সালীসদের নির্ব্বাচিত একজন মধ্যস্থ দ্বারা নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত ঐ বিবাদ অর্পণ করিতে সম্মত হইতে পারিবেন

রাজস্ব বিষয়ক প্রধান তত্ত্বাবধারক কর্ত্তৃপক্ষ এতদর্থে সময়ে সময়ে এই আইনসঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন কালেক্টর সাহেব এই ধারার (২) ও (৩) ■ (৪) প্রকরণমতে কার্য্যকরণ কালে সেই বিধি মানিয়া চলিবেন

ইজারা দেওনের কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের কোন টাকা বাকী থাকিলে তাহা আদায় করিবার কথা।

৩২৪ ধারা ৩২৩ ধারামত ইজারা দেওনের কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের নিয়মদ অতীত হইলেও যে টাকা আদায় করিতে হইবে তাহা পাওয়া না গেলে, কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত স্থলাভিষিক্তের নামে লিখিয়া তাঁহাকে সেই কথার নোটিস দিয়া সেই সময়ে ইহাও জানাইবেন যে ঐ টাকা পূর্ণ করণার্থ বাকী যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা ঐ নোটিসের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে কালেক্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে তিনি উক্ত সম্পত্তি কি তাহার যে অংশ প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন সেই ছয় সপ্তাহ গত হইলেও ঐ বাকী না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ঐ সম্পত্তি কি তাহার অংশ বিক্রয় করিবেন

কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানী আদালতে হিসাব দিবার কথা।

৩২৪ক ধারা যে আদালত ৩০৪ ধারামত মূল আজ্ঞা করেন, কালেক্টর সাহেবের হাতে যত টাকা আসে ■ এই অধ্যায়ের বিধানমতে তাঁহার প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও যে যে কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইল সেই সেই কার্য্য ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে ও সেই সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে তাঁহার যে যে খরচ হয়, তাহার হিসাব সময়ে সময়ে তিনি সেই আদালতে দিবেন ও বাকী টাকা উক্ত আদালতের আজ্ঞাধীন রাখিবেন

উক্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টে যে ঋণের ও দায়ের টাকা দেয় হয় ও উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে উপরিস্থ পাট্টাদারকে যদি কিছু খাজানা দিতে হয়, ও কালেক্টর সাহেব যে সাক্ষিদের সমন দেন (তিনি আদেশ করিলে) তাহাদের যে খরচা দিতে হয়, তৎসমুদয় পূর্ব্বোক্ত খরচের অন্তর্গত হইবে।

বাকী টাকা প্রয়োগের কথা।

বাকী টাকা আদালত নিম্নলিখিতমতে প্রয়োগ করিবেন

প্রথমতঃ—ডিক্রীমত খাতকের পরিবারের কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী হইলে তদ্রূপ প্রত্যেকের নিমিত্ত আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন তাহার ভরণপোষণার্থে তত টাকা দিবেন ■

দ্বিতীয়তঃ—কালেক্টর সাহেব ৩২০ ধারামতে কার্য্য করিয়া থাকিলে, যে মূল ডিক্রীজারীক্রমে আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের আজ্ঞা দেন সেই ডিক্রীর টাকা পরিশোধ

করিবেন, কিম্বা ২৯৫ ধারামতে আদালত যেরূপ আদেশ করেন তদ্রূপ কার্য্য করিবেন; কিম্বা

তৃতীয়তঃ—কালেক্টর সাহেব ৩২২ ধারামতে কার্য্য করিয়া থাকিলে, সম্পত্তির উপর যে দায় থাকে তাহার সুদ বৃদ্ধি হইতে দিবেন না ও ডিক্রীমত খাতকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত অন্য উপায় না থাকিলে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহার্থে আদালত যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিবেন ও মূল ডিক্রীদারের দাওয়ার টাকা ও অন্য যে ডিক্রীদারেরা পূর্ব্বোক্ত নোটিসের নিয়ম পালন করাতে তাঁহাদের দাওয়া আদেয় টাকার অন্তর্গত করিবার আজ্ঞা হইয়াছিল তাঁহাদের দাওয়ার টাকা হারহারিমতে পরিশোধ করিবেন।

ও যে সকল ডিক্রীদার তদ্রূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হন যাবৎ তাঁহাদের টাকা পরিশোধ না হয়, অন্য কোন টাকার ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি কি বাকী টাকা হইতে কিছুই পাইবার স্বত্ববান হইবেন না।

ও যদি কিছু উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা আদালত [illegible] কোন ব্যক্তিকে দিবার আদেশ করিলে তাহাকে দেওয়া যাইবে

বিক্রয় যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৩২৫ ধারা কালেক্টর সাহেব যখন এই অধ্যায়মতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করেন, আপনার যেমন উচিত বোধ হয় তদনুসারে তাহা এক কি একাধিক লাটে প্রকাশ্য নীলামে ধরাইবেন ও

(ক) প্রত্যেক লাটের যুক্তিমত নির্দ্দিষ্ট মূল্য ধার্য্য করিতে পারিবেন;

(খ) সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য পাইবার নিমিত্ত বিক্রয় স্থগিত রাখা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তদ্রূপ স্থগিত রাখিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যুক্তিমত সময়ের নিমিত্ত বিক্রয় স্থগিত রাখিতে পারিবেন;

(গ) বিক্রয়ার্থে যে সম্পত্তি উপস্থিত করা যায় তাহা ক্রয় করিতে পারিবেন, ও যেরূপে উচিত বোধ করেন, হয় প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা না হয় কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তিক্রমে, তাহা পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন

ডিক্রীমত খাতকের কি তাহার স্থলাভিষিক্তের হস্তান্তর করণ সম্বন্ধে বাধার ও ডিক্রীদারের প্রতিকার প্রাপ্তির কথা।

৩২৫ক ধারা ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারায় কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত কি যে যে কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে যতকাল ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব তদন্তর্গত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে কি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে ডিক্রীমত খাতক কি তাঁহার স্বার্থগত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশ বন্ধক রাখিতে পারিবেন না কিম্বা তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইতে, কি তাহার পাট্টা দিতে কি তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এবং টাকার ডিক্রীজারীক্রমে কোন দেওয়ানী আদালত উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশের উপর কোন পরওয়ানা দিবেন না।

যে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ৩২৩ ধারামতে বিধান করিয়াছেন, সেই ডিক্রী সম্বন্ধে সেই সময়ে কোন দেওয়ানী আদালত ডিক্রীমত খাতকের কি তাহার সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিবার কোন পরওয়ানা দিবেন না

এই ধারার বিধানমতে ডিক্রীদার কোন ডিক্রীজারী সম্বন্ধে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কোন প্রতিকার পাইতে না পারিলে, উক্ত ডিক্রীজারী করিবার মিয়াদকালের হিসাব ধরিতে গেলে, সেই সময় বাদ দিতে হইবে।

সম্পত্তি কএক জিলায় থাকিলে বিধানের কথা।

৩২৫খ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হয় সেই সম্পত্তি একাধিক জিলায় থাকিলে ৩২১ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারায় কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও যে যে কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে, সাধারণ বিধি কি বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা ঐ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবদের মধ্যে যাঁহার প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করেন তিনি সময়ে সময়ে সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন ও সেই সেই কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

পক্ষদিগকে ও সাক্ষীদিগকে ও দলীল সমূহ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২৫গ ধারা। ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারায় কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করণ সময়ে পক্ষদিগকে ও সাক্ষীদিগকে ও দলীল সমূহ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেওয়ানী আদালতে ক্ষমতা থাকিবে।

আদালত যে স্থলে কালেক্টর সাহেবকে ভূমির নীলাম স্থগিত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২৬ ধারা। কোন স্থানের সীমার মধ্যে ৩২০ ধারামত নির্দ্দেশ বাক্য প্রবল না থাকিলে যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি ভূমি কি ভূমির একাংশ হয়, এবং ঐ ভূমি কি তাহার ঐ অংশ নীলাম করিবার আপত্তি আছে ও কিয়ৎকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করা গেলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন হইতে পারিবে, কালেক্টর সাহেব যদি আদালতে ইহা দেখাইয়া দেন, তবে আদালত ঐ ভূমি কি ঐ অংশ নীলাম না করিয়া কালেক্টর সাহেবকে আপনার পরামর্শানুসারে ডিক্রীমত কার্য্য সাধনের বিধান করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এমত স্থলে ৩২০ ধারার দ্বিতীয় পদ অবধি ৩২৫গ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান যতদূর খাটিতে পারে বর্ত্তিবে।

আদালত উচিত বিবেচনা করিলে এই ধারামতে কালেক্টরের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হওয়ার আদেশ দিতে পারেন কিন্তু আদালত তাহা করিতে বাধ্য নহেন। হরপ্রসাদ বঃ কালিপ্রসাদ ই ল রি ৯ ক ২৯০।

যে ডিক্রিতে দেনাদারের কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ থাকে, সে ডিক্রি সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় না। ভোলানপ্রসাদ বঃ শিবসহায় ই ল রি ২ আ ৮৫৩

কালেক্টরের হস্তে যে সম্পত্তি এই ধারা অনুসারে থাকে, তাহা বিক্রয় জন্য দেনদারের প্রতি আদালত বিশেষ প্রতিকারের ডিক্রি দিতে পারেন না। শেঠ জয়দয়াল বঃ রামসাহায় ই ল রি ১৭ ক ৪৩২ প্রি কৌ।

টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের স্থানীয় বিধির কথা।

৩২৭ ধারা। কোন সীমান্তর্গত স্থানের ভূমিগত কোন স্বার্থ অনিশ্চিত বা অনির্ণীত থাকাতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তাহার মূল্য নিরূপণ করা অসাধ্য হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানের নিমিত্ত বিশেষ বিধি করিয়া টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ভূমিগত কোন শ্রেণীর স্বার্থ বিক্রয় করণের নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন।

এই আইন কোন সীমান্তর্গত স্থানের মধ্যে প্রচলিত হইবার সময়ে যদি তন্মধ্যে ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের কোন বিশেষ বিধি প্রবল থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই বিধি

প্রবল রাখিতে পারিবেন, কিম্বা সময়ে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন

তদ্রূপে যে সকল বিধি করা যায় কি প্রবল রাখা যায় তাহা ও ঐ ঐ বিধি পরিবর্ত্তনের কথা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে তাহা হইলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে

জ।—ডিক্রী জারী করার প্রতিকূলাচরণ বিষয়ক বিধি।

ডিক্রী জারী করিবার বাধা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩২৮ ধারা সম্পত্তির অধিকার পাইবার ডিক্রীজারীকরণ সময়ে কোন ব্যক্তি পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতিকূলাচরণ করিলে কি বাধ দিলে, ডিক্রীদার সেই প্রতিকূলাচরণের কি বাধকতা হওয়ার সময়াবধি এক মাসের মধ্যে কোন সময়ে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন

আদালত সেই নালিশের তদন্ত লইবার দিন নিরূপণ করিয়া যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইল তাঁহাকে উত্তর দিবার জন্যে সমন করিবেন

এই ধারা অনুসারে কেবল ডিক্রিদার দরখাস্ত করিতে পারে ডিক্রি অনুসারে ডিক্রিদার দখল লইতে গেলে তাহাতে যে বাধা দেয় তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রিদার এই ধারা অনুসারে জারির আদালতে অভিযোগ না করিয়া তাহার নামে জাবেদ নালিস করিতে পারে ঃ মোহন ত্রিবেদী বঃ বলদেব নারে ক ৩ আ ১৬২, বলবন্ত বঃ বাবাজি ই ল রি ৮ ব ৬০২

প্রথম জারির পরওয়ানা অনুসারে ডিক্রিদার যদি দখল না পায়, এবং তাহাকে দখল দিবার জন্য যদি পুনরায় পরওয়ানা বাহির হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পরওয়ানা সম্বন্ধে বাধার তারিখ হইতে তামাদি গণিত হয় রামশেখর বঃ ধর্ম্ম রায় ই ল রি ৫ স ১১৩

ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কি তাঁহার প্রবৃত্তিক্রমে বাধকতা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২৯ ধারা ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কিম্বা তাঁহার প্রবৃত্তি হেতুক অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধকতা কি প্রতিকূলাচরণ হইয়াছে আদালত ইহা স্ববোধমতে জানিতে পাইলে, নালিশের মর্ম্মের তদন্ত লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন

বাধা হইতে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩০ ধারা উক্ত প্রতিকূলাচরণ কি বাধ করিবার কোন ন্যায্য কারণ ছিল না, ও ঐ ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কিম্বা তাঁহার প্রতিবৃত্তি ক্রমে অন্য ব্যক্তির দ্বারা বাদির সম্পত্তির অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করা হইতেছে আদালত ইহা স্ববোধমতে জানিতে পাইলে, ডিক্রীদারের অনুরোধে ঐ ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে ত্রিশদিনের অনধিক কালের নিমিত্ত কারাগারে সমর্পণ করিতে ও সম্পত্তি ডিক্রীদারের অধিকার করাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ; ইহাতে তদ্রূপ প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করা প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে কিম্বা অন্য কোন আইনমতে ঐ ডিক্রীমত খাতকের কি অন্য ব্যক্তির যে দণ্ড হইতে পারে তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না

ডিক্রীমত খাতক ভিন্ন কোন দাওয়াদার সরল মনে বাধকতা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩১ ধারা। ডিক্রীমত খাতক ভিন্ন কোন ব্যক্তি আপনার কিম্বা ডিক্রীমত খাতক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত সরলমনে ঐ সম্পত্তির অধিকারের উপর দাওয়া রাখিয়া ঐ

প্রতিকূলাচরণ করাইলে কি বাধকতা জন্মাইলে, ডিক্রীদারকে বাদী ও ঐ দাওয়াদারকে প্রতিবাদী করিয়া মোকদ্দমার ন্যায় সেই দাওয়া নম্বর দিয়া রেজিষ্টরী করা যাইবে

এবং ডিক্রীদার ■ অধ্যায়ের বিধানমতে ঐ দাওয়াদারের নামে ঐ সম্পত্তির জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে আদালত যে প্রকারে ও যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন সেই প্রকারে ও সেই ক্ষমতানুসারে ঐ দাওয়ার তদন্ত লইতে প্রবর্ত্ত হইবেন ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে, কিম্বা তদ্রূপ প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করিবার দণ্ড বিধায়ক অন্য কোন আইনমতে, ঐ দাওয়াদারের প্রতিকূলে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না

ও আদালত সেই ডিক্রী জারী কি স্থগিত করিবার যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ডিক্রীতুল্য বলবৎ হইবে এবং আপীল ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়মাধীন থাকিবে

ডিক্রিদারকে দেনাদার ভিন্ন অন্য কেহ দখল লইতে বাধা দিলে, ডিক্রিদার এই ধারা অনুসারে জারির আদালতে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে এবং ডিক্রিদার ঐরূপ দরখাস্ত করিলে জারির আদালত তাহা বিচার করিতে বাধ্য, জারির আদালত ডিক্রিদারের প্রার্থনা সম্বন্ধে বিচার না করিয়া তাহাকে আবেদন নালিস করিবার আদেশ দিতে পারেন না মহারাজা মহতাব চান্দ ব নারসিংহা ■ উ রি ৮২

কেবল ডিক্রিদার এই ধারা অনুসারে দরখাস্ত করিতে পারে ফণীন্দ্র বঃ জগদীশ্বরী ই ল রি ১৪ ক ২৩৩

নিষ্কর ভূমি দখল ■■ ডিক্রি হওয়ার পরে পরাজিত পক্ষ যদি তাহার দখলি নিষ্কর ভূমি জমিদারকে সকর বলিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে জমিদার সেই ডিক্রিজারি সম্বন্ধে বাধা দিতে পারে না জমিদার ইচ্ছা করিলে সেই নিষ্কর বাজাপ্ত জন্য নালিস করিতে পারে তাফের হোসেন বঃ গুরুপ্রসাদ ২০ উ রি ৭৭

এই ধারা অনুসারে জারির আদালত আপত্তিকারির কেবল দখলের বিচার করিতে পারেন এমত নহে; তাহার স্বত্বের বিচারও করিতে পারেন রাখালচন্দ্র বঃ ওয়াটসন ই ল রি ১০ ক ৫০, মোল্লা খাঁ বঃ গোরি খাঁ ই ল রি ১৪ ব ৬২৭।

সেই ক্ষমতানুসারে,—সাক্ষী তলবাদি সম্বন্ধে সরল ও আদালতের যেরূপ ক্ষমতা আছে, জারির আদালত এই ধারা অনুসারে যে সরাসরি বিচার করেন, তাহাতেও সেই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। নতুবা উচ্চ শ্রেণীর আদালত এই ধারা অনুসারে নিম্ন শ্রেণীর বিচার যোগ্য বিষয়ের বিচার করিতে পারেন না এমতে নহে শীতললক্ষ্মী বঃ বাইথিলিঙ্গ ই ল রি ৮ মা ৪৪৮, মোল্লা খাঁ বঃ গোরি খাঁ ই ল রি ১৪ ব ৬২৭

এই ধারা অনুসারে যে নিষ্পত্তি হয়, তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে। এই ধারার শেষ ভাগ দেখ।

বিরোধীয় সম্পত্তির মূল্য অনুসারে আপিল সম্বন্ধে বিচারাধিকার নির্ণীত হয় মূল মোকদ্দমার মূল্য অনুসারে আপিল সম্বন্ধে অধিকার নির্ণীত হয় না। মোল্লা খাঁ বঃ গোরি খাঁ ই ল রি ১৪ ব ৬২৭, কালিমা বঃ মহম্মদ ই ল রি ১৩ ম ৫২০

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল করিতে হইলে বিরোধীয় সম্পত্তির মূল্যানুসারে কোর্ট ফি দিতে হয় মাহাবুবান বঃ ওমরাও বেগম ই ল রি ৮ ব ৭২০

যে ব্যক্তিকে বেদখল করা গেল তিনি ডিক্রীদারের অধিকার পাইবার স্বত্ব বিষয়ে বিবাদ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩২ ধারা ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতকভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করা গেলে এবং ঐ সম্পত্তি সরলভাবে আপনার নিমিত্তে কিম্বা ডিক্রীমত খাতকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে আপন অধিকারে আছে, ও তাহা ডিক্রীর মধ্যে ধরা যায় নাই, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে ধরা গেলেও যে মোকদ্দমায় ঐ ডিক্রী করা যায় তাঁহাকে সেই মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যায় নাই, এই এই কারণে ঐ ডিক্রীমতে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তি হইতে ডিক্রীদারের বেদখল করিবার স্বত্ব নাই বলিয়া ঐ ব্যক্তি আপত্তি করিলে, তিনি আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন

আদালত প্রার্থিককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর তাঁহার সেই প্রার্থনা করিবার সম্ভাবিত হেতু দেখিতে পাইলে, ঐ বিবাদীয় বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং এই ধারার প্রথম পদোল্লিখিত হেতু আছে স্থির করিলে, আদালত আজ্ঞা করিবেন যে প্রার্থক ঐ সম্পত্তির অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হয় কিন্তু তদ্রূপ স্থির না করিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন

এই ধারামতে প্রার্থনা শ্রবণ সময়ে, বিবাদের যে যে হেতু উপরে নির্দিষ্ট হইল, আদালত কেবল সেই সেই হেতুর বিচার করিবেন

এই ধারামতে যে পক্ষের বিরুদ্ধে আজ্ঞা প্রদত্ত হয় তিনি উক্ত সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকার পাইবার যে স্বত্বের দাওয়া করেন সেই স্বত্ব সংস্থাপনার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত মোকদ্দমা করিয়া যদি কোন ফল হয়, সেই ফল সাপেক্ষ থাকিয়া, ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে

এই ধারা অনুসারে জারির আদালতে দরখাস্ত করিতে হইলে বেদখল হওয়ার তারিখ হইতে ৩০ দিবসের মধ্যে সেই দরখাস্ত দাখিল করিতে হয় তামাদি আইন ১৬৫ প্র

এই ধারামতে যাহার বিরুদ্ধে আদেশ হয়, সে তামাদি আইনের দ্বিতীয় তালিকার ১১ ও ১৩ প্রকরণ অনুসারে ১ বৎসরের মধ্যে নালিস করিতে বাধ্য নহে অন্নদাস্বামী বঃ স্বামিয়া ই ল রি ৮ ম ৮৩

এই ধারা অনুসারে যে অন্যায় রূপে বেদখল হওয়া বলিয়া আপত্তি করে তাহার উপরে প্রমাণের ভার অর্পিত হয় মহম্মদ দা উদ্দুন বঃ প্রসন্ন চন্দ্র ৮ উ রি ৮ উমদতুন্নেসা বঃ ন [illegible] ১২ উ রি ১৫

আপত্তিকারি দখল প্রমাণ করিলে তাহাকে বেদখল করিতে ডিক্রিদারের স্বত্ব থাকা ডিক্রিদারকে প্রমাণ করিতে হয় যদুনাথ সিংহ বঃ কালীপ্রসাদ ১৪ উ রি ৩৫৮; বৃন্দাবনচন্দ্র বঃ তারাচাঁদ ২০ উ রি ১১৪

এই ধারা ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারা অনুযায়িক মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয় এবং উক্ত ধারা অনুসারে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার বিরুদ্ধে যদিও আপিল চলে না, কিন্তু ঐ ধারা অনুসারে ডিক্রি জারিতে আপত্তি হইলে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে ব্রজবাসী বঃ বরকত ১০ উ রি ২৬৪

এই ধারা অনুসারে অনেক দরখাস্ত হইলে প্রত্যেক দরখাস্তের সম্বন্ধে পৃথক্ বিচার হওয়া আবশ্যক। নারায়ণস্বামী বঃ নবীনচন্দ্র ১১ উ রি ২৫৫

এই ধারা অনুসারে যাহার বিরুদ্ধে আদেশ হয়, সে তাহার স্বত্ব সংস্থাপন জন্য এক বৎসর মধ্যে নালিস না করিলে সেই আদেশ ডিক্রির তুল্য কার্য্যকর হয় আচুর বঃ মামাবু ই ল রি ১০ ম ৩৫৭; কুঞ্জালি বঃ পিটল ই ল রি ১২ ব ৬২৬

মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পরে ডিক্রীমত খাতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহার কথা।

৩৩৩ ধারা যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পরে ডিক্রীমত খাতক কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিলে উক্ত ব্যক্তির প্রতি ৩৩১ কি ৩৩২ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না

ক্রেতার স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার বাধার কি প্রতিকূলাচরণের কথা

৩৩৪ ধারা ডিক্রীজারীক্রমে যে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক কি তাঁহার সপক্ষ কোন ব্যক্তি ক্রেতার সেই সম্পত্তির অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ করিলে কি বাধা দিলে, ডিক্রীদারের যে সম্পত্তি হইবার আজ্ঞা হয় এই অধ্যায়ে তাহার অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ কি বাধা সম্পর্কে যে যে বিধান খাটে, উক্তস্থলেও সেই সেই বিধান খাটিবে।

এই ধারা নিলাম খরিদারের ইষ্টার্থক, কিন্তু নিলাম খরিদার এই ধারা অনুসারে প্রতিবন্ধক দাতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করিয়া দখল পাইবার জন্য পুনরায় প্রার্থনা করিতে পারে। মতিন বঃ আল্লা শামী ই ল রি ১৩ ম ৫০৪

ডিক্রিদার স্বয়ং ক্রেতা হইলে ২৪৪ ধারার প্রয়োগ হয় । টিয় বঃ আপ্পাস্বামী ই ল রি ১৩ মা ৫০৪

ডিক্রীমত খাতক ভিন্ন কোন দাওয়াদার বাধক হইলে, তদ্বিষয়ের কথা।

৩৩৫ ধারা ডিক্রীমত খাতক ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সরলভাবে ঐ সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকার স্বত্বের দাওয়া করিয়া ঐ সম্পত্তির ক্রেতার প্রতিকূলাচরণ করিলে কি প্রতিবন্ধক হইলে, কিম্বা ঐ সম্পত্তির অধিকার দিতে গিয়া তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বেদখল করা গেলে, ঐ ক্রেতা কিম্বা যাহাকে বেদখল করা গেল তিনি নালিশ করিলে আদালত সেই প্রতিকূলাচরণের কিম্বা স্থলবিশেষে, সেই প্রতিবন্ধকতার কি বেদখল করণের বিষয়ে অনুসন্ধান লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন

যে ব্যক্তির বিপক্ষে সেই আজ্ঞা করা যায়, তিনি ঐ সম্পত্তিতে বর্ত্তমান অধিকারের স্বত্বের দাওয়া স্থাপন করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয় তাহা প্রবল মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে

ডিক্রিদার যথারীতি দখল পাইয়া থাকন অদায় করিতে না পারিলে এই ধারা অনুসারে প্রতিকার পাইতে পারে না জহরুণ বঃ মহম্মদ ওয়াজিদ ১৮ উ রি ৮৭, সেবু বঃ মুট্টাস্বামী ই ল রি ১০ ম ৫৩

নিলাম খরিদার বা তাহার দ্বারা যে বেদখল হয় সে এই ধারা অনুসারে প্রতিকার চাহিলে প্রতিবন্ধক প্রদান বা বেদখল হওয়ার তারিখ হইতে ৩০ দিবসের মধ্যে তাহার দরখাস্ত দাখিল হওয়া আবশ্যক তামাদি আইন ১৬৭ প্র

নিলাম খরিদার দখল লইতে না পারিলে প্রতিবন্ধকদাতার নামে এই ধারা অনুসারে জারির আদালতে অভিযোগ কিম্বা জাবেদ নালিস এই দুই প্রকারে প্রতিকার পাইতে পারে সেবু বঃ মুট্টুস্বামী ই ল রি ১০ মা ৫৩

নিলাম খরিদার যদি সম্পত্তির দখল পায়, কিন্তু দেনাদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির আপত্তি হেতু বাস্তবিক দখল না পায়, তাহা হইলে দেনাদার বেদখল হওয়ার তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে বাস্তবিক দখল পাইবার জন্য জাবেদা নালিস করিতে পারে তামাদি আইন ১৩৮ প্র; জগবন্ধু বঃ পূর্ণানন্দ ই ল রি ১৬ ক ৫৩০।

নিলাম খরিদার কর্ত্তৃক অপক্ষ ব্যক্তি বেদখল হইলে এই ধারা অনুসারে আপত্তি না করিয়া জাবেদা নালিস করিতে পারে প্রতাপচন্দ্র বঃ ব্রজবাল ৭ উ রি ২৫৩ ফু বে সেবু বঃ মুট্টুস্বামী ই ল রি ১০ মা ৫৩।

এই ধারা অনুসারে যে পক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ হয় সে আপন স্বত্ব সংস্থাপন জন্য এক বৎসরের মধ্যে জাবেদা নালিস না করিলে সেই আদেশ ডিক্রির তুল্য হয় তামাদি আইন দ্বিতীয় সারণি ১১ প্র, অচ্যুত বঃ মামাবু ই ল রি ১০ মা ৩৫৭, কৃষ্ণাজি বঃ বিটল ই ল রি ১২ ব ৬২৫

এই ধারার শেষ দফার উক্ত জাবেদা নালিস করিতে ১০ টাকার ষ্টাম্প সকল স্থলে লাগে ঢোণ্ডু বঃ গোবিন্দ ই ল রি ৯ ব ২০, ১৮৭০ সালের ৭ আইন, ২ সারণি, ১ প্র

ঝ।—ধৃত ও কারাবদ্ধ করণ বিষয়ক বিধি।

ডিক্রীমত খাতক যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৩৩৬ ধারা ডিক্রীজারীক্রমে খাতককে কোন দিনের কোন সময়ে ধরা যাইতে পারিবে। তাঁহাকে সাধ্যমতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে আনা যাইবে, ও যে আদালত তাঁহার কারাবদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যে জিলার অন্তর্গত সেই জিলার দেওয়ানী জেলে তাঁহাকে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে সেই জেলে তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকিলে, জিলার আদালত কোন ব্যক্তির কারাবদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহার কারাবদ্ধ হওয়ার জন্য যে স্থান নিরূপণ করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে বদ্ধ করা যাইবে

প্রথম (ক) এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত, সূর্য্যাস্তের পর কিম্বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করা যাইবে না কিম্বা কোন বাসগৃহের বহির্দ্বার

ভাঙ্গিয়া খোলা যাইবে না। কিন্তু ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক নিয়মমতে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পাইলে, ডিক্রীমত খাতক যে ঘরে আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে তিনি সেই ঘরের দ্বার বন্ধন মুক্ত করিয়া খুলিতে পারিবেন, পরন্তু যিনি ডিক্রীমত খাতক নহেন ও দেশাচারমতে প্রকাশ্যস্থলে উপস্থিত হন না, উক্ত ঘরে প্রকৃত পক্ষে এরূপ স্ত্রীলোক থাকিলে তাঁহার চলিয়া যাইবার অনুমতি আছে, ঐ কার্য্যকারক তাঁহাকে এই সম্বাদ দিবেন এবং তাঁহার চলিয়া যাইবার যুক্তিসিদ্ধ সময় দিয়া ও সর্ব্বপ্রকার যুক্তিসিদ্ধ সদুপায় করিয়া দিয়া তদ্রূপ ধৃত করণার্থে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন

উপবিধি

(খ) আরও ডিক্রীমত খাতককে যে ডিক্রী জারীক্রমে ধরা যায় তাহা টাকার ডিক্রী হইলে ও যে কার্য্যকারক তাঁহাকে ধরেন ঐ ডিক্রীমত খাতক তাঁহাকে ঐ ডিক্রীর টাকা ও ধৃত করণের খরচা দিলে, ঐ কার্য্যকারক তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে ধরিয়া এই ধারামতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, আদালত তাঁহাকে এই কথা জানাইবেন যে, ২০ বিশ অধ্যায়মতে তিনি আপনাকে ঋণশোধকরণাক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও আপনার সেই প্রার্থনার বিষয় হইয়া তিনি কুটিলভাবে কোন কর্ম্ম করিয়া না থাকিলে ■ আদালতের নিযুক্ত গ্রাহকের হস্তে আপনার সকল সম্পত্তি সমর্পণ করিলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে

সেই জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলে পর, ডিক্রীমত খাতক তদ্রূপ প্রার্থনা করিবার মানস জানাইলে ও কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই উপস্থিত হইবেন ও ৩৪৪ ধারামতে ঋণ শোধ করিবার অক্ষম বলিয়া নির্ণয় হওয়ার নিমিত্ত এক মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিবেন ইহার উপযুক্ত জামিন দিলে, আদালত তাঁহাকে আসেধ হইতে মুক্ত করিবেন

কিন্তু তিনি তদ্রূপে প্রার্থনা না করিলে, আদালত সেই জামিনের টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে তাঁহাকে জেলে পাঠাইতে পারিবেন

নাতকের পরওয়ানা সঙ্গে না থাকিলে সেই পরওয়ানা অনুসারে দেনাদার গেরেপ্তার হইতে পারে না ভ বঃ অমনগাথ ই ল রি ■ অ ৩১৮

ধরিয়া আনিবার পরওয়ানায় ডিক্রীমত খাতককে আনিবার আজ্ঞা থাকার কথা।

৩৩৭ ধারা। ডিক্রীমত খাতককে ধরিবার প্রত্যেক পরওয়ানায় ঐ পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে ডিক্রীমত খাতকের যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল তিনি সুদ সুদ্ধ ও খরচার দায়ী হইলে খরচা সুদ্ধ সেই টাকা না দিলে, তাঁহাকে সুবিধামতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করেন

২৪৫খ ধারানুযায়ী নোটিসক্রমে ডিক্রীমত খাতক উপস্থিত হইলে অথবা টাকার ডিক্রীজারীতে গ্রেপ্তারের পর যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।

"৩৩৭ক ধারা (১) যদি কোন ডিক্রীমত খাতক ২৪৫খ ধারানুসারে প্রদত্ত নোটিস অনুসারে আদালতে উপস্থিত হন অথবা টাকার ডিক্রীজারীতে ধৃত হইয়া আদালতে আনীত হন এবং আদালত যদি দেখেন যে, দরিদ্রতা বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ

ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর টাকা, অথবা ঐ টাকা কিস্তিমত দেয় হইলে, উহার কোন কিস্তির টাকা দিতে অক্ষম, তাহা হইলে আদালত যদি কোন সর্ত্ত নিরূপণ করেন, তবে যেরূপ সর্ত্ত নিরূপণ করা উপযুক্ত মনে করেন, সেইরূপ সর্ত্তে তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাবদ্ধ করণের প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার অথবা তাঁহার মুক্তির আদেশ করিবার যেখানে যেমন হয় সেখানে সেইরূপ করিবার হুকুম প্রদান করিতে পারিবেন

"(২) নিম্নলিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে ডিক্রীদার যাহা বলেন (১) প্রকরণানুসারে হুকুম প্রদান করিবার অগ্রে আদালত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিবেন অর্থাৎ,—

(ক) যে টাকার ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে ডিক্রীমত খাতক ট্রষ্টি বলিয়া বা অন্য কোন রকম ট্রষ্টসম্পর্কীয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন বলিয়া তাহার হিসাব দিতে বাধ্য, এই বিষয় সম্বন্ধে

(খ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা হইয়াছে তাহা উপস্থিত করিবার তারিখের পর, ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীদারের ডিক্রীজারীর প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার সম্পত্তির কোন অংশ হস্তান্তর, গোপন বা স্থানান্তর করিয়া থাকিলে অথবা তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে অপর কোন দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্য করিয়া থাকিলে অথবা ঐ রূপ হস্তান্তর, গোপন বা স্থানান্তর করিবার অংবা দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্য করিবার ফলস্বরূপ ডিক্রীদারের ডিক্রীজারীর প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব ঘটিয়া থাকিলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে

(গ) ডিক্রীমত খাতক তাঁহার অপর কোন মহাজনের প্রতি অযথা বা অসঙ্গত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকিলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে

(ঘ) ডিক্রীর টাকা বা উহার কোন অংশ দিবার উপায় থাকা বা ডিক্রীর তারিখের পর হইয়া থাকা সত্ত্বে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার অবহেলা করিলে সেই বিষয় সম্বন্ধে

(ঙ) এই প্রকরণের (খ) দফায় যে অভিপ্রায়ের উল্লেখ আছে সেই অভিপ্রায়ে তাঁহার পলায়ন করিবার বা আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, অথবা এই প্রকরণের (খ) দফায় যে ফলের উল্লেখ আছে তাঁহার পলায়ন করিবার বা আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইবার দরুন সেই ফল ফলিবে এরূপ হইলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে

"(৩) ২ প্রকরণের লিখিত কোন বিষয় যতক্ষণ বিবেচনাধীন থাকে ততক্ষণ আদালত আপন বিবেচনানুসারে ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবেন, অথবা তাঁহাকে আদালতের কোন কর্ম্মচারীর হেফাজতে রাখিয়া দিতে পারিবেন, অথবা আদালতের আদেশমত উপস্থিত হইবার জন্য তিনি যথেষ্ট সিকিউরিটি দিলে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

"(৪) এই ধারানুসারে যে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাঁহাকে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবে

"(৫) ১ প্রকরণে যেরূপ হুকুমের কথা লেখা আছে আদালত যদি সেরূপ হুকুম না দেন, তাহা হইলে ডিক্রীমত খাতক ধৃত না হইয়া থাকিলে, আদালত তাহাকে ধৃত করাইবেন এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের অধীনে তাঁহাকে জেলে পাঠাইবেন"

নাতকের পরওয়ানা যেরূপে রচিত হওয়া আবশ্যক তৎসম্বন্ধে দেখ চতুর্থ সারণি নং ১৫৪

যে হারে খোরাকী পাওয়া যাইবে, তাহার কথা।

৩৩৮ ধারা —ডিক্রীমত খাতকদের শ্রেণী ও বংশ ও জাতি বিবেচনায় মাসে মাসে তাঁহাদের খোরাকী যে হারে দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ইহার ফর্দ্দ নিরূপণ করিবেন

ডিক্রীমত খাতকের খোরাকীর কথা

৩৩৯ ধারা ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করণের সময়াবধি যতদিন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, বিচারপতি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ফর্দ্দ অনুসারে তাঁহার ততদিনের খোরাকীর যত টাকা প্রচুর বোধ করেন, ডিক্রীদার আদালতে তত টাকা না দিলে, যত কাল না দেন ততকাল ডিক্রীমত খাতককে ডিক্রীজারীক্রমে ধরা যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতককে ডিক্রীজারীক্রমে কারাবদ্ধ করা গেলে, পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দ অনুসারে মাসে মাসে তাঁহার যত খোরাকী পাইবার অধিকার থাকে আদালত ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন, কিম্বা তদ্রূপ ফর্দ্দ নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোক হন তদ্বিবেচনায় আদালত যত টাকা প্রচুর বোধ করেন তাঁহার মাসিক তত টাকা খোরাকী ধার্য্য করিবেন

যে পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রী জারী করা যায় তিনি প্রতি মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে আদালতের নির্দ্ধারিতমতে ঐ মাসের খোরাকী অগ্রিম দিবেন

চলিত মাসের যত দিন বাকী থাকে, প্রথমবার তত দিনের খোরাকী ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের হস্তে দিতে হইবে এবং পরে খোরাকী দিতে হইলে তাহা কারাগারের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হস্তে দিতে হইবে

খোরাকীর টাকা মোকদ্দমার খরচ বলিয়া গণ্য হইবার কথা

৩৪০ ধারা কারাবদ্ধ ডিক্রীমত খাতকের খোরাকীর জন্য ডিক্রীদার যত টাকা দেন, তাহা মোকদ্দমার খরচা বলিয়া জ্ঞান হইবে

কিন্তু উক্ত খোরাকীর টাকার নিমিত্ত ডিক্রীমত খাতককে কারাগারে আটক রাখা কি ধৃত করা যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩৪১ ধারা নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীমত খাতককে কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে,

(ক) কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টে যে টাকা লিখিত থাকে, জেলের অধ্যক্ষকে সেই টাকা দেওয়া গেলে, কিম্বা

(খ) প্রকারান্তরে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণ রূপে শোধ হইলে, কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা গেল তাঁহার প্রার্থনামতে, কিম্বা

(ঘ) ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে খোরাকী দিতে ত্রুটি করিলে, কিম্বা

(ঙ) পশ্চাল্লিখিত বিধানানুসারে ডিক্রীমত খাতককে ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেলে, কিম্বা

(চ) ৩৪২ ধারামতে তাঁহার কারাবদ্ধ থাকার নিরূপিত মিয়াদ পূর্ণ হইলে

পরন্তু এই ধারার উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও পঞ্চম স্থলে আদালতের আজ্ঞা না হইলে ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করা যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতককে এই ধারামতে মুক্ত করা গেলেও তিনি তদ্ধেতুক ঋণ হইতে মুক্ত হন না, কিন্তু যে ডিক্রীজারীক্রমে কারাবদ্ধ করা গেল তাঁহাকে সেই ডিক্রীক্রমে আবার ধরা যাইতে পারিবে না।

ডিক্রির টাকা না দিলে দেনাদারের একবারমাত্র কারাদণ্ড হইতে পারে ডিক্রিতে একাধিক কিস্তিতে দেনার টাকা দিবার আদেশ থাকিলে প্রত্যেক কিস্তি খেলাপ জন্য দেনাদারের স্বতন্ত্ররূপে কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে না দামোদর বং মজহারি ই মৈ রি ৭ ব ১০৬

দেনাদার কারামুক্ত হইলেও তাহার সম্পত্তি ক্রোক নিষ্কাম হইতে পারে চ নকী সিংহ বঃ [illegible] মণ্ডল ৯ উ রি ১৭৮ ফুবে

দেনাদার ধৃত হইবার পরে যদি তাহার খোরাকির টাকা ডিক্রিদার কর্ত্তৃক আমানত না হওয়ায় সে কারাগারে প্রেরিত না হয় তাহা হইলে তাহার পুনরায় মাতব হইতে পারে। শুভ বঃ বেকট ই ল রি ৮ মা ২১

ধৃত হওয়ার পরে যদি কারাগারে প্রেরণের আদেশপত্র প্রস্তুত হয় এবং যদি তাহার পরে কিন্তু কারাগারে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে ডিক্রিদার কর্ত্তৃক খোরাকির টাকা আমানত না হওয়া হেতু দেনদার মুক্তি পায় তাহা হইলে আর কখন সেই ডিক্রির জন্য দেনাদারের মাতক হইতে পারে না। ঠিমাপা বঃ মালেশর ই ল রি ৯ ব ১৮১

ডিক্রিদারের প্রার্থনা ব্যতীত আদালত দেনদারের নামে মাতবের পরওয়ানা দিতে পারেন না। শিবরাম বঃ রহমতুল্ল ১৫ উ রি ৬৮

ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ না থাকার কথা

৩৪২ ধারা ডিক্রীজারীক্রমে কোন ব্যক্তি ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ হইবেন না।

যে স্থলে ছয় সপ্তাহের অধিককাল কারাবদ্ধ না থাকিবেন তাহার কথা।

৩৫০ পঞ্চাশের অনধিক টাকার ডিক্রী হইলে ছয় সপ্তাহের অধিককাল কারাবদ্ধ হইবেন না।

আদালত দেনাদারের কারাবাসের মিয়াদ নির্দ্ধার করিয়া দিতে পারেন না। প্রবোধ বঃ সিঙ্গি ই ল রি ১৩ ম ১৮১

পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপির কথা।

৩৪৩ ধারা পরওয়ানা জারী করিতে যে কার্য্যকারককে দেওয়া যায়, তিনি যে দিনে ও যে প্রকারে তাহা জারী করিলেন, পরওয়ানার পৃষ্ঠে এই এই কথা, এবং পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নির্দ্ধারিত শেষ দিন অতীত হইয়া থাকিলে বিলম্বের কারণ, কিম্বা জারী না হইয়া থাকিলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া, সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

উক্ত কার্য্যকারক পরওয়ানা জারী করিতে পারিলেন না, এই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি থাকিলে, আদালত তাঁহাকে শপথ করাইয়া তাঁহার সেই কথিত অক্ষমতার বিষয়ে পরীক্ষা লইবেন, ও উচিত বোধ করিলে সেই অক্ষমতা বিষয়ক সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, ও ফল যাহা হয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

নাজিরের প্রতি কোন মাতকের পরওয়ানা জারি হইবার ভার হইলে নাজির সেই পরওয়ানা পৃষ্ঠে আদেশ লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষর করিয়া তাহার অধীন অন্য কর্ম্মচারির উপরে ভার দিতে পারে। আবদুল করিম বঃ বুলেন ই ল রি ৬ আ ৩৮৫

বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতার কথা।

৩৪৪ ধারা টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গেলে, কিম্বা তদ্রূপ ডিক্রীজারীক্রমে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হইলে তিনি ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতককে ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, টাকার ডিক্রীদার এরূপ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন

যে জিলার আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ডিক্রীমত খাতক বাস করেন কি আবদ্ধ থাকেন, সেই আদালতে তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র দিতে হইবে

৩৬০ ধারা দেখ

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা

৩৪৫ ধারা ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনাপত্র হইলে, তাহাতে এই এই কথা লেখা থাকিবে,

(ক) ঐ ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গিয়াছে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গিয়াছে ও যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায় কিম্বা যদ্দ্বারা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা যায় ও ধৃত কি কারাবদ্ধ হইলে, তিনি যে স্থানে আবদ্ধ আছেন, এই এই কথা

(খ) তাঁহার যত ■ যে যে প্রকারে সম্পত্তি আছে তাহার বিশেষ কথা ■ টাকা ভিন্ন তদ্রূপ কোন সম্পত্তির মূল্য

(গ) যে বা যে যে স্থানে ঐ সম্পত্তি পাওয়া যাইবে এই কথা

(ঘ) তাঁহার সেই সম্পত্তি আদালতের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ার কথা

(ঙ) তাঁহার উপর যে সকল টাকার দাওয়া থাকে, তাহা সর্ব্বশুদ্ধ সবিশেষ কত টাকা এই কথা

(চ) তাঁহার মহাজনদের নাম ও বাসস্থান যত দূর জানেন কি জানিয়া লইতে পারেন তত দূর ঐ কথা

টাকার ডিক্রীদারের প্রার্থনাপত্র হইলে, তাহাতে ডিক্রীর তারিখ, যে আদালত ডিক্রী দেন, তৎক্রমে যত টাকা পাওনা থাকে ও যে স্থানে ডিক্রীমত খাতক বাস করেন কি আবদ্ধ থাকেন, এই এই কথা লেখা থাকিবে।

প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করণের ও সত্য পাঠ লিখনের কথা।

৩৪৬ ধারা পূর্ব্ব বিধানে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠের কথা লিখিবার যে যে আজ্ঞা আছে, প্রার্থক তদনুসারে ঐ প্রার্থনাপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া সত্যপাঠের কথা লিখিবেন

প্রার্থনাপত্রের নকল ও নোটিস দিবার কথা।

৩৪৭ ধারা। আদালত ঐ প্রার্থনা শুনিবার দিন নিরূপণ করিয়া, ঐ প্রার্থনাপত্রের নকল ■ তাহা যে সময়ে ও স্থানে শুনা যাইবে ইহার লিখিত নোটিস আদালত ঘরে লাগাইয়া দিবেন ও প্রার্থকের খরচে,

ডিক্রীমত খাতক প্রার্থক হইলে, যে ডিক্রীজারীক্রমে তাঁহাকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায় কিম্বা সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, সেই ডিক্রীদারের কিম্বা তাঁহার উকীলের উপর ও প্রার্থনাপত্রে অন্য কোন মহাজনদের নাম লেখা থাকিলে তাঁহাদের উপর, জারী করাইবেন;

ডিক্রীদার প্রার্থক হইলে, ডিক্রীমত খাতকের কি তাঁহার উকীলের উপর জারী করাইবেন।

আদালত বিহিত বোধ করিলে, যে রাজকীয় গেজেটে ■ প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে উচিত বোধ করেন, প্রার্থকের খরচে তাহাতে ঐ প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করাইতে পারিবেন

প্রার্থক ডিক্রীমত খাতক হইলে, তিনি টাকা দিতে অক্ষম বলিয়া যদি আদালতের হৃদ্বোধ জন্মে তবে আদালত তাঁহাকে এই ধারামতে টাকা দিবার দায় হইতে মুক্ত করিতে পারিবে।

অন্য মহাজনদিগকে নোটিস প্রভৃতি দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪৮ ধারা আরো অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রার্থকের মহাজন বলিয়া জানাইলে ও প্রার্থনাপত্রের বিষয়ে আপনার কথা শুনা যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহারও উপর উক্ত প্রকারের নকল ও নোটিস জারী করাইতে পারিবেন

অসিদ্ধ প্রার্থকের বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা

৩৪৯ ধারা ডিক্রীমত খাতক এই আইনের পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানানুসারে হেফাজতে থাকিলে আদালত ৩৫০ ধারামত শ্রবণের অপেক্ষায়, তাঁহাকে তৎকালেই কারাগারে রাখিবার আজ্ঞা দিতে কিম্বা পরওয়ানা জারী করিবার ভার যে কার্য্যকারককে দেওয়া গিয়াছিল তাঁহারই হেফাজতে থাকিতে দিতে পারিবেন কিম্বা তাঁহাকে আদেশ করিলেই উপস্থিত হইবেন ইহার যথোপযুক্ত জামিন লইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন

যে দেনদার ধৃত হইয়াছে কিন্তু কারাগারে প্রেরিত হয় নাই তাহারা সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয়। যে দেনাদার কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় না ক র্মি ই ণ রি ৮ মা ৫০৩

শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩৫০ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে ঐ নোটিস দেওয়া যায়, আদালত সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ ঐ বিষয় শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে সেই দিনে, তাঁহাদের কি তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাৎ ডিক্রীমত খাতকের তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে ও ভাবীকালে টাকা শোধ করিবার সঙ্গতি বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন ও উক্ত ডিক্রীদার ও প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত অন্য মহাজনেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে মহাজন বলিয়া জানান তাঁহারা ডিক্রীমত খাতকের মুক্ত হওয়ার বিপক্ষে যাহা বলিতে চাহেন তাহাও শুনিবেন এবং ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া ডিক্রীমত খাতকের নির্ণয় হওয়ার কোন অধিকার নাই উক্ত ডিক্রীদার ও অন্য মহাজনেরা কি ব্যক্তিরা ইহা দেখাইবার প্রমাণ যেন উপস্থিত করেন, এই নিমিত্ত আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহাদিগকে অবকাশ দিতে পারিবেন

দেনাদার তাহার যোগ্যতাহীনতার প্রমাণ দিতে বাধ্য গ্লাডষ্টোন ওয়াইলি বং উমেশচন্দ্র ২৫ উ রি ৯৫, আবদুল রহমান বঃ আবদুল সমমান ১২ উ বি ১২৫

ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা প্রকাশ করণের ও গ্রাহক নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৫১ ধারা। (ক) প্রার্থনাপত্রের লিখিত সকল কথা বাস্তবে সত্য,

(খ) যে ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যায় কিম্বা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা যায় ঐ ডিক্রী যে মোকদ্দমায় করা গেল, সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে বা তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে তিনি মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায় আপনার সম্পত্তির কোন অংশ লুকাইয়া রাখেন নাই, কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করেন নাই,

(গ) আপনাকে সমস্ত ঋণশোধ করিতে অক্ষম জানিয়া দুঃসাহসে ঋণ গ্রহণ করেন নাই, কিম্বা মহাজনদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে টাকা দিয়া কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া অন্যায়মতে এক মহাজন অপেক্ষা অন্যকে অগ্রগণ্য করেন নাই,

(ঘ) ও প্রার্থনাপত্রের বিষয় লইয়া কুটিলভাবের অন্য কোন কর্ম্ম করেন নাই

আদালত ইহা হৃদ্বোধগতে জানিলে, তাঁহাকে ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন, ও উচিত বোধ করিলে তাঁহার সম্পত্তি গ্রাহক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা সম্পত্তি গ্রাহক নিযুক্ত না করিলে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারিবেন

আদালতের ঐরূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে, আদালত উক্ত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিবেন

আদালত কোন ব্যক্তিকে দেওলিয়া বলিয়া প্রকাশ করিবার পরে যদি তাহার সম্পত্তি নাশ করার রিসিভর নিযুক্ত না হয় এবং যদি আদালত তাহাকে মুক্তি না দেন তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি চলিতে পারে বাদল বঃ বার্চ ই ল রি ১৩ ক ১৬২।

দেনাদার এই ধারার লিখিত সমস্ত বিষয় প্রমাণ করিতে বাধ্য মমতাজ হোসেন বঃ ব্রজমোহন ঠাকুর ই ল রি ৪ ক ৮৮৮

দেনাদারের দরখাস্তের লিখিত বৃত্তান্ত এই ধারা অনুযায়িক ও সত্য হইলে আদালত তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য সালামত বঃ মিন হান ই ল রি ৪ অ ৬৩৭

দেনাদারের তালিক ভুক্ত সম্পত্তির মূল্য তাহার ঋণ অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইতে পারে জোয়ালানাথ বঃ পার্ব্বতী ই ল রি ১৪ ক ৬৯১

দেনাদার সযত্নভাবে তাহার সম্পত্তি গোপন না করিলে তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইতে পারে না সুবৃত নারায়ণ বঃ রঘুনাথ ই ল রি ৭ আ ৪৪৫

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে ৫৮৮ ধারা সেতু বঃ বেঙ্কট ন সা ই ল রি ৯ ম ১১২

মহাজনদের প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে হইবার কথা

৩৫২ ধারা পরে প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত মহাজনেরা, এবং অন্য ব্যক্তিরা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে জানাইলে তাঁহারা, ঐ ব্যক্তির উপর যত টাকার দাওয়া রাখেন তাহার ও আপন আপন দাওয়ার সবিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করিবেন ;

তফসীল করিবার কথা

এবং যাঁহারা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে ও আপন আপন প্রাপ্য সপ্রমাণ করেন, আদালত আজ্ঞাক্রমে তাহা নির্ণয় করিবেন ও তাঁহাদিগের নামের ও ঋণের তফসীল প্রস্তুত করিবেন, ও ৩৫১ ধারামতে যে নির্ণয় করা যায়, উক্ত প্রত্যেক মহাজনের উক্ত ঋণ সম্পর্কে ঐ নির্ণয়টি ঐ ঐ মহাজনদের সপক্ষ ডিক্রী বলিয়া জ্ঞান হইবে

উক্ত প্রত্যেক তফসীলের নকল আদালত ঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে

কুঠী ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ কুঠীর কোন অংশী, কিম্বা ঋণ শোধ করণের অক্ষমতার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার আইনগত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, ঐ কুঠীর মহাজনদের প্রতিযোগী হইয়া স্বীয় প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে স্বত্ববান হইবেন না

যতক্ষণ দেনদারের সম্পত্তি আদালতের হস্তে থাকে ততক্ষণ দেনাদারের যে কোন মহাজন তাহার প্রাপ্য টাকা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারে লক্ষ্মণ বঃ সাটিয়া ই ল রি ১১ আ ১

যে মহাজনের নাম দেনাদারের তালিকায় না থাকে সে যদি নিজে এই ধারা অনুসারে উপস্থিত হইয়া যথা সম্ভব অংশ পাইবার প্রার্থনা না করে তাহা হইলে সে দেনদারের মুক্তির পরেও ডিক্রিজারি করিতে পারে হরিভিখ বঃ শ্যামচরণ ই ল রি ১৩ ক ৫১২

তফসীল ছাড়া মহাজনদের প্রার্থনাপত্রের কথা।

৩৫৩ ধারা ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির কোন মহাজনের নাম ঐ তফসীলে লেখা না থাকিলে, তিনি ঐ ব্যক্তির স্থানে আপনার যত টাকার দাওয়া থাকে তাহার ও ঐ দাওয়ার বিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করণার্থে ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাকে প্রমাণ করিলে সেই প্রমাণীকৃত ঋণের উপলক্ষে মহাজন বলিয়া ঐ তফসীলে আপনার নাম লেখাইবার আজ্ঞা হওনার্থে, আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন

ঐ তফসীলে যে কোন মহাজনের নাম লেখা থাকে, তিনি আপনার প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিম্বা ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল তদ্বিষয়ে ঐ তফসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে, কিম্বা অন্য মহাজনের নাম উঠাইয়া দেওনার্থে কিম্বা অন্য মহাজনের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিম্বা ঐ ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল তদ্বিষয়ে ঐ তফসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন

এই প্রকারমতে কোন প্রার্থনা করা গেলে, আদালত ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির ও অন্য মহাজনদের নামে যে যে নোটিস জারী করা উচিত বোধ করেন প্রার্থকের খরচে তাহা জারী করিয়া, ও তাঁহারা আপত্তি করিলে সেই আপত্তি শুনিয়া, ঐ প্রার্থনামতে কার্য্য করিবেন কিম্বা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন

গ্রাহক নিযুক্ত করিবার আজ্ঞার ফলের কথা।

৩৫৪ ধারা। ৩৫১ ধারা মতে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও রিসিবর নিযুক্ত করিবার জন্য ঐ ধারানুসারে যে হুকুম দেওয়া হয় তাহার এই ফল হইবে যে (২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ভিন্ন) ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি, তাঁহার প্রার্থনা পত্রের মধ্যে ধরা গেলে বা না গেলেও ঐ গ্রাহকের প্রতি বর্ত্তিবে

গ্রাহকের জামিন দিয়া স্থিত আদায় করিবার কথা।

৩৫৫ ধারা তদ্রূপে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন তিনি আদালতের আদেশানুসারে জামিন দিয়া, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ভিন্ন ঐ সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইবেন

ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার কথা।

ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তি তাঁহার অধিকারে ঐ সকল সম্পত্তি দিয়াছেন, কিম্বা তৎপক্ষে যাহা যাহা করিতে পারেন তাহাই করিয়াছেন, গ্রাহক এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলে, আদালত কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে সেই নিয়মে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন

মুক্তির পরে সিদ্ধক ঋণদাতা তাহার দায়সংযুক্ত সম্পত্তি দখল পাইবার নালিস করিতে পারে শ্রীমন্নারায়ণ বঃ আত্মারাম ই ল রি ৭ ব ৪৫৫

গ্রাহকের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৩৫৬ ধারা গ্রাহক আদালতের আদেশানুসারে,

(ক) সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিবেন।

(খ) গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির ঋণ ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড দেয় হইলে, ঐ টাকা হইতে তাহা শোধ করিবেন

(গ) উক্ত ডিক্রীদারের খরচা দিবেন

(ঘ) যে যে ঋণের প্রতিভূস্বরূপ ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি বন্ধক থাকে, সেই সেই ঋণের অগ্রগণ্যতানুসারে যথাক্রমে তৎসমুদয় পরিশোধ করিবেন

(ঙ) তফসীলে যে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে তাঁহাদের এক জনকে অন্যের অগ্রগণ্য না করিয়া প্রত্যেক জনের প্রাপ্য অনুসারে হারাহারীমতে অবশিষ্ট টাকা বিলি করিবেন

তাঁহার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্বের কথা।

যে অবশিষ্ট টাকা তদ্রূপে বিলি করা যায় তাহার আদালত শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক যত নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ গ্রাহক উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার আপন পারিশ্রমিক বলিয়া তত টাকা

উদ্বর্ত্ত দেওনের কথা

কমিশ্যন লইতে পারিবেন, (ও যে কমিশ্যন লন তাহাও ঐ বিলি করা টাকা বলিয়া জ্ঞান হইবে) ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে ঋণশোধকরণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তকে দিবেন

পরন্তু যে কোন স্থানীয় সীমার মধ্যে ৩২০ ধারামত নির্দ্দেশপত্র করা গিয়া তাহা বলবৎ থাকে, গ্রাহক গবর্ণমেণ্টে রাজস্বদায়ী কিম্বা কৃষিকার্য্যার্থে ভোগ করা কি ইজারা বিলি করা তন্মধ্যস্থ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন না; কিন্তু তিনি ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিলে পর, (ক) যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা বাদ দিলে তফসীলের লিখিত মহাজনদের দাওয়ার টাকা পরিশোধার্থ যত টাকা আবশ্যক, (খ) ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির যে স্থাবর সম্পত্তি অবিক্রীত আছে, ও (গ) তাহার উপর যদি কোন দায় থাকে, এই এই কথা নির্ণয় করিয়া আদালত উক্ত বিশেষ বৃত্তান্তসহ বিবরণপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারায় যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত বোধ করেন তদনুসারে কার্য্য করিয়া এবং ঐ ঐ ধারার বিধান যতদূর বর্ত্তিতে পারে উক্ত বিধান মানিয়া, তিনি তদ্রূপ আবশ্যক টাকা তুলিতে প্রবৃত্ত হইবেন; এবং উক্তরূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিলে, তাঁহার হাতে যে টাকা আইসে, তাহা তিনি আদালতের আজ্ঞাধীন রাখিবেন।

মুক্ত হওয়ার ফলের কথা।

৩৫৭ ধারা ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে ৩৫১ কিম্বা ৩৫৫ ধারামতে মুক্ত করা গেলে, ঐ তফসীলের উল্লিখিত কোন ঋণহেতুক তাঁহাকে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যাইবে না কিন্তু যাবৎ তফসীলের লিখিত মহাজনদের প্রাপ্য ঋণের টাকার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পরিশোধ করা না যায়, অথবা ৩৫১ কি ৩৫৫ ধারামত মুক্ত করিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি দ্বাদশ বৎসর গত না হয়, ৩৪৮ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট বিশেষ দ্রব্য ও গ্রাহকের হস্তগত দ্রব্যভিন্ন, তিনি তৎপূর্ব্বে বা তৎপশ্চাৎ যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহা আদালতের আজ্ঞাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইবার যোগ্য থাকিবে

ঋণশোধকরণাক্ষম ব্যক্তিকে দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবার কথা

৩৫৮ ধারা তফসীলের লিখিত ঋণ মোটে ২০০৲ দুইশত টাকা কি তাহার কম হইলে, ঋণশোধ করণাক্ষম যে ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে মুক্ত করা যায়, আদালত তাহাকে সেই সকল ঋণের উপলক্ষে অন্য দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং তফসীলের লিখিত ঋণের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পরিশোধ হইলে পর, কিম্বা মুক্ত করিবার আজ্ঞা করণাবধি দ্বাদশ বৎসর গত হইলে পর, অন্য দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিবেন

প্রার্থকের কুটিলাচরণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৫৯ ধারা ৩৫০ ধারানুযায়ী শ্রবণসময়ে প্রার্থক,

(ক) প্রার্থনাপত্রে আপনার ঋণের কিম্বা অধিকৃত কি সম্ভাবিত কিম্বা আপনার পক্ষে অন্যের নিকট ন্যস্ত সম্পত্তির কোন কথা গোপন রাখিয়া কিম্বা সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া কোন মিথ্যা কথা কহিয়া অপরাধী হইয়াছেন, কিম্বা

(খ) প্রতারণা করিয়া কোন সম্পত্তি গোপন রাখিয়াছেন কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

(গ) প্রার্থনাপত্রের বিষয় সম্পর্কে কুটিলভাবে অন্য কোন কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ হইলে,

তাঁহার কোন মহাজনের অনুরোধে আদালত আজ্ঞাপত্র লিখিয়া কারাগার দেওনের তারিখ অবধি তাঁহার এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ডেও আজ্ঞা করিবেন

কিম্বা আদালত উচিত বোধ করিলে, তাঁহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হওয়ার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন

অন্যান্য আদালতের প্রতি জিলার আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিবার ও মোকদ্দমা স্থানান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩৬০ ধারা ৩৪৪ অবধি ৩৫৯ পর্য্যন্ত সকল ধারাক্রমে জিলার নানা আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া জিলার আদালত ভিন্ন অন্য কোন আদালতের প্রতিও সেই সেই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও ৩৪৪ ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় জিলার জজ সাহেব আপনার জিলার অন্তর্গত সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন

এইরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের কৃত টাকার ডিক্রীজারীতে যে ব্যক্তিকে ধৃত বা কারাবদ্ধ করা হয় বা যে ব্যক্তির সম্পত্তির বিরুদ্ধে ক্রোকের হুকুম প্রদান করা হয় সেই ব্যক্তি কর্তৃক ৩৪৪ ধারানুসারে প্রদত্ত দরখাস্ত ঐ আদালত গ্রহণ করিতে পারিবেন

ডিক্রীমত খাতকের সম্পত্তির মূল্য ২,৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে কিম্বা তাঁহার বিরুদ্ধে মোট পাওয়ার টাকা ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইলে, কিম্বা উক্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের বাহিরে থাকিলে, রাঙ্গুণ মৌলমেন ও আকীয়াব ও বেসিন নগরের বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত কোন আদালতের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না

প্রেসিডেন্সী নগরে এই অধ্যায় না খাটিবার কথা

৩৬০ক ধারা কলিকাতা, মান্দ্রাজ বা বোম্বাই নগরের সীমার মধ্যে যে আদালতের এলাকা থাকে এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তাহা তৎপ্রতি খাটিবে না।

সবর্ডিনেট জজের নিকটে এই ধারা অনুসারে কোন মোকদ্দমা সমর্পিত হইলে তিনি যে বিচার করেন তাহার বিরুদ্ধে জেলার জজের নিকট আপিল হয় সীতার ম বঃ বাইথিনিজ ই ল রি ১২ ক ৪৭৭।

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

একবিংশ অধ্যায়।

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

এক পক্ষের মৃত্যু হইলে ও নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকিলে, মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

৩৬১ ধারা বাদির কি প্রতিবাদির মৃত্যু হইলেও যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে, তবে মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্রের নিকট এই নিয়ম করেন যে, চন্দ্র যত দিন বাঁচিয়া থাকেন তত দিন বলরামকে বার্ষিক বৃত্তি দিব আনন্দের স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত বলরাম ও চন্দ্র তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন ডিক্রীর পূর্ব্বে বলরামের মৃত্যু হয় এমত স্থলে চন্দ্রের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকে ও মোকদ্দমা রহিত হইবে না

(খ) উক্ত উদাহরণের স্থলে, ডিক্রীর পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তি মরিলেও বলরাম ও চন্দ্রের উত্তরজীবির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল আছে, ও তিনি আনন্দের স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন

(গ) আনন্দ অপবাদকরণ হেতুক বলরামের নামে নালিশ করিলেন আনন্দ মরিলে নালিশ করণের হেতু প্রবল থাকে না, ■ মোকদ্দমা রহিত হইবে।

(ঘ) মিতাক্ষরার ব্যবস্থামতে সাধারণ হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত আনন্দ নামক এক ব্যক্তি পরিবারীয় সম্পত্তি বণ্টন করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন আনন্দ উত্তরাধিকারীস্বরূপ বলরাম নামক অপ্রাপ্তব্যবহার সন্তানকে রাখিয়া মরিলে, বলরামের পক্ষে নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকে ■ মোকদ্দমা রহিত হইবে না

প্রোবেট সংক্রান্ত ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৮৯ ধারা দেখ, আরও দেখ ১৮৫৫ সালের ১৩ আইন

হিন্দু বিধবার কৃত বিক্রয়াদি রহিত করণার্থে ভাবি উত্তরাধিকারী নালিস দায়ের করিলে তদনন্তর যদি সেই বিধবার মৃত্যু হয় তাহা হইলে সেই নালিস অচল হয় রামজা বঃ ল চি ১ অ ম ৬৯।

যে প্রতিবাদী জীবনকালে স্বর্থ বিহীন হয় তাহার মৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকারিকে পক্ষ করা আবশ্যক হয় না ম উও থাইন বঃ বরণ ও উ রি ২ দেওয়ানি এপ্তমেজাজ

অনেক জন বাদির কি প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলেও নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬২ ধারা দুই কি তদধিক জন বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ও যদি কেবল অবশিষ্ট বাদী কি বাদিদের পক্ষে, কিম্বা কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার কাগজ পত্রের মধ্যে সেই মর্ম্মের কথা লেখাইবেন, এবং অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের স্বত্বে কিম্বা অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের নামে মোকদ্দমা চলিবে

পূর্ব্ব ধারার টীকার শেষভাগ দেখ

একাধিক জন বাদীর মধ্যে এক জন মরিলে এবং কেবলমাত্র উত্তরজীবী বাদীগণের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল না হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।

"৩৬৩ ধারা একাধিক জন বাদী থাকিলে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ মরিলে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব কেবল মাত্র উত্তরজীবী বাদী বা বাদীগণের পক্ষে প্রবল না হইয়া মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্তের সংযোগে ঐ বাদী বা বাদীগণের পক্ষে প্রবল হইলে, মৃত বাদীর যদি কোন আইনমত স্থলাভিষিক্ত থাকে, তবে আদালত তাহাকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করাইতে পারিবেন এবং তদনন্তর মোকদ্দমার নথিতে সেই মর্ম্মের কথা লেখাইবেন এবং মোকদ্দমার বিচার চালাইয়া দিবেন"

সবে মাত্র এক জন বাদীর বা সবে মাত্র এক জন উত্তরজীবী বাদীর মৃত্যু হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।

"৩৬৫ ধারা সবে মাত্র একজন বাদীর বা সবে মাত্র একজন উত্তরজীবী বাদীর মৃত্যু হইলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকা স্থলে, মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমার নথিতে মৃত বাদীর স্থানে আপন নাম লেখাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং আদালত তদনন্তর তাঁহার নাম লিখিবেন এবং মোকদ্দমার বিচার চালাইয়া দিবেন"

এই ধারা অনুসারে মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত বাদির মৃত্যুর তারিখ হইতে [illegible] মাসের মধ্যে করা যাইতে পারে ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের ৬৬ ধারা দেখ

৬ মাসের মধ্যে মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য কেহ দরখা[illegible]ন করিলে মোকদ্দমা খারিজ হয় কিন্তু খারিজ হওয়ার পরে ৩৭১ ধারা অনুসারে আদালত পুনরায় নম্বর বাহালের আদেশ দিতে পারেন ফুলবই বঃ গোকুল দাস ই ল বি ৯ ব ২৭৫

মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে, মোকদ্দমা রহিত হইবার কথা।

৩৬৬ ধারা মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কেহ দাওয়াদার আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে, আদালত মোকদ্দমা রহিত

হওয়ার আজ্ঞা করিয়া প্রতিবাদির প্রার্থনামতে মোকদ্দমার উত্তর দেওনে প্রতিবাদির যত খরচ হইল, উক্ত মৃত বাদির সম্পদ হইতে তাঁহার ঐ খরচ আদায় করিবার আজ্ঞা করিবেন।

কিম্বা প্রতিবাদির প্রার্থনামতে আদালত বিহিত বোধ করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া, উক্ত মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে আনাইবার, কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমা চালাইবার কি ঐ দুই কার্য্যপক্ষে অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বের সর্টিফিকেট কিম্বা ঋণ আদায় করিবার সর্টিফিকেট পাইলেও, কেবল তৎক্রমে মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত হন না। কিন্তু উক্ত কোন সর্টিফিকেটধারি ব্যক্তি তদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে ঐ সম্পত্তির উপলক্ষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া তাঁহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

এই ধারা অনুসারে প্রতিবাদির খরচা পাইবার দরখাস্ত বাদির মৃত্যুর তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে দাখিল হওয়া আবশ্যক। ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের ৬৬ ধারা।

এই ধারা অনুসারে টাকার নালিসে মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে ১৮৮৯ সালের ৭ আইন অনুযায়িক সর্টিফিকেট দরখাস্ত দাখিলের সময় আবশ্যক হয় না। কিন্তু সর্টিফিকেট দাখিল না হইলে সেই মোকদ্দমা ডিক্রি হইতে পারে না। টরিপ্রোছে বঃ প্রাগজি হরজি ই ল রি ১৬ ব ৫১৯।

১৮৮৯ সালের ৭ আইন অনুযায়িক সর্টিফিকেট দাখিল [illegible] না হইলে [illegible] টাকার ডিক্রি হইতে পারে না। শান্তজি বঃ রাজভি ই ল রি ১৫ ব ১০৫

যদি মৃত বাদির স্বত্বে একাধিক ব্যক্তি স্বত্ববান হয় তাহা হইলে একজন স্থলাভিষিক্ত হইবার প্রার্থনা করিলেও দরখাস্ত খারিজ হইতে পারে না। ভিকাজি বঃ পুরুষোত্তম ই ল রি ১০ ব ২২০

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্তকে এই বিষয়ে বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৭ ধারা। যে মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত এই বিষয় লইয়া কোন বিবাদ হইলে, অন্য মোকদ্দমায় সেই বিষয় নির্ণয় না হওন পর্য্যন্ত আদালত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন, অথবা মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কাহাকে গ্রাহ্য করা যাইবে মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে কি তৎপূর্ব্বে ইহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য একাধিক ব্যক্তি বিরুদ্ধভাবে [illegible] দাবি করিলে আদালত তাহাদিগের সকলকে বাদি স্থানীয় করিতে পারেন না। বিঠু বঃ ভীমা ই ল রি ১৫ ব ১৪৫।

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য যাহারা প্রার্থনা করে তাহাদিগের মধ্যে যাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় সে ৫৮৮ ধারা অনুসারে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারে। যাহার বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে আদেশ হয় সে যদি অন্য ভাবে মোকদ্দমার পক্ষ থাকে তাহা হইলে সে ৫৮৮ ধারা অনুসারে আপিল না করিয়া মূল মোকদ্দমা সংক্রান্ত আপিলে এই ধারানুযায়িক মধ্যবর্ত্তি আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারে। হরনারায়ণ বঃ খড়্গ সিংহ ই ল রি ৯ আ ৪৪৭

অপক্ষ ব্যক্তি মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইবার প্রার্থনা করিয়া পরাজিত হইলে যদি ৫৮৮ ধারা অনুসারে আপিল না করে তাহা হইলে সে সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত চূড়ান্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারে না। সংকালি বঃ মুরলীধর ই ল রি ১২ আ ২০০।

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইবার [illegible] যাহারা প্রার্থনা করে তাহাদিগের কাহারও প্রার্থনা অগ্রাহ্য না করিয়া আদালত যদি তাহাদিগের সকলকে প্রথমতঃ পক্ষ করিয়া নিষ্পত্তির সময়ে এক পক্ষের অনুকূলে ডিক্রি দেন তাহা হইলে অন্য পক্ষ সেই ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারে, এবং আপিল আদালত সেই ডিক্রি রহিত পূর্ব্বক, কে মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইতে স্বত্ববান, তাহা বিচার করিয়া আদেশ দিবার জন্য প্রথম আদালতের প্রতি আদেশ দিতে পারেন। বিঠু বঃ ভীমা ই ল রি ১৫ ব ১৪৫

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য একাধিক ব্যক্তি দাবি করিলে যদিও আদালত এই ধারা অনুসারে তাহাদের সকলকে বাদি স্থানীয় করিতে পারেন না, কিন্তু প্রতিবাদী যদি সেই আদেশ সম্বন্ধে প্রথম আদালতে কোন আপত্তি না করে, তাহা হইলে আপিলের বিচার সময়ে প্রতিবাদী তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারে না পার্ব্বতী বঃ হিগিন ১৭ উ বি ৪৭৫

অনেক প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের কিম্বা একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩৬৮ ধারা দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ডিক্রীর পূর্ব্বে মরিলে ও কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল না থাকিলে,

এবং একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে,

বাদী যাঁহাকে ঐ মৃত প্রতিবাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কহেন ও যাঁহাকে মৃত প্রতিবাদীর পরিবর্ত্তে প্রতিবাদী করিতে চাহেন, তাঁহার নাম ও বর্ণনা ও নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন

তাহা হইলে, আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ প্রতিবাদির স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম লিখিয়া,

মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্য সমনের লিখিত দিনে উপস্থিত হওনার্থে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামে সমন দিবেন

তাহা হইলে, ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি প্রথমেই এক জন প্রতিবাদী হইলে ও তৎপূর্ব্বে মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষ হইলে মোকদ্দমা যদ্রূপে চলিত, তদ্রূপেই চলিবে

কিন্তু যে ব্যক্তিকে তদ্রূপে প্রতিবাদী করা যায়, তিনি মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত নহেন বলিয়া আপত্তি করিতে অথবা উক্ত প্রকারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া যদ্রূপ উত্তর দেওয়া উচিত তদ্রূপ উত্তর দিতে পারিবেন

তদ্রূপ প্রার্থনা করিবার যে সময় নির্দ্দেশ আছে বাদী সেই সময় মধ্যে প্রার্থনা না করিলে, এবং সেই সময় মধ্যে প্রার্থনা না করিবার উপযুক্ত কারণ ছিল এ বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, মোকদ্দমা উঠিয়া যাইবে

কোন মৃত প্রতিবাদির আইন মত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মৃত প্রতিবাদির স্থানে আপনাকে প্রতিবাদী করাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, এবং এই ধারার বিধান যতদূর খাটিতে পারে ততদূর ঐ দরখাস্ত সম্বন্ধে এবং ঐ দরখাস্ত হইতে অদ্ভুত কার্য্য ও ফলাফল সম্বন্ধে খাটিবে

এই ধারা অনুসারে মৃত প্রতিবাদির স্থলে তাহার উত্তরাধিকারিকে পক্ষ করিবার জন্য দরখাস্ত প্রতিবাদির মৃত্যুর তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে দাখিল হওয়া আবশ্যক ১৮৮৮ সালের ৫ আইনের ৬৬ ধারা।

প্রতিবাদির মৃত্যুর বিবরণ আদালতের গোচর করা হইলেও যদি তাহার উত্তরাধিকারিকে পক্ষ করা না হয় তাহা হইলে বাদির নালিস ডিক্রি হইতে পারে না, এবং মৃত প্রতিবাদির সম্পত্তির বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত ডিক্রি দিলে আপিলে তাহা রহিত হয় মণিলাল বঃ ফজুল হোসেন ১৪ উ বি ৬৩৭

প্রতিবাদী জীবিত আছে বিবেচনায় যদি আদালত ডিক্রি দেন কিন্তু যদি পরে প্রকাশ পায় যে ডিক্রির সময়ে প্রতিবাদী জীবিত ছিল না তাহা হইলে সেই ডিক্রি জারি হইতে পারে না রূপনারায়ণ বঃ রাসাই ৩ ক ল রি ১৯২।

এক পক্ষ স্ত্রীলোক হইলে তাহার বিবাহ হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হওয়ার কথা।

৩৬৯ ধারা। বাদিনীর কি প্রতিবাদিনীর বিবাহ প্রযুক্ত মোকদ্দমা রহিত হইবে না। বিবাহ হইলেও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারিবে; ও প্রতিবাদিনীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে কেবল তাঁহারই বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে।

যে মোকদ্দমায় স্বামী আইনমতে স্ত্রীর ঋণের দায়ী হন এমত মোকদ্দমা হইলে, আদালতের অনুমতি লইয়া ঐ ডিক্রী স্বামীর বিপক্ষেও জারী করা যাইতে পারিবে। স্ত্রীর সপক্ষ ডিক্রী হইলে, ও যে বিষয়ের ডিক্রী হয় আইনমতে স্বামীর সেই বিষয় পাইবার অধিকার থাকিলে, আদালতের অনুমতি লইয়া স্বামীর প্রার্থনামতে ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে মোকদ্দমা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৩৭০ ধারা। কোন মোকদ্দমার বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার আসৈনী কিম্বা ৩৫১ ধারামতে নিযুক্ত গ্রাহক যদি মহাজনদের হিতার্থে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারেন, তবে সেই মোকদ্দমা চালাইতে ও আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে মোকদ্দমার খরচার জামিন দিতে উক্ত আসৈনী বা গ্রাহক অসম্মত না হইলে, ঐ মোকদ্দমা চলিবার বাধা নাই।

আসৈনী মোকদ্দমা চালাইতে কি জামিন দিতে ত্রুটি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আসৈনী কি গ্রাহক ঐ মোকদ্দমা চালাইতে ও আজ্ঞার নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে বাদির দেউলিয়া কি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হওয়া প্রযুক্ত প্রতিবাদী মোকদ্দমা ডিসমিস হওয়ার প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এবং আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারিবেন ও মোকদ্দমার উত্তর দেওয়াতে প্রতিবাদির যত খরচ লাগিল তাঁহার সেই খরচ পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। বাদির সম্পত্তি বিরুদ্ধে ঋণস্বরূপ ঐ খরচের প্রমাণ করিতে হইবে।

এসাইনি বা রিসিবর যে অধীন বাদীর মোকদ্দমা চালাইতে বাধ্য নহে। এই সম্বন্ধে দেখ হীরালাল শীল বঃ কারাপিয়েট ১৩ উ রি ৪৩১, ইব্রাহিম বঃ আবদুর রহমন ১২ ব ২৫৭।

মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস হইলে যে ফল হয় তাহার কথা।

৩৭১ ধারা। এই অধ্যায়মতে মোকদ্দমা রহিত হইলে কি ডিসমিস করা গেলে নালিশের সেই হেতুমূলক নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনার পত্র।

কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত কিম্বা দেউলিয়া কি ঋণ শোধ করণাক্ষম বাদির আইনমতে স্থলাভিষিক্ত বলিয়া দাওয়া রাখেন, তিনি মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন; ও বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার মোকদ্দমা চালাইতে বাধা হইয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে

নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস হওয়ার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবেন।

এই ধারা অনুসারে নথর বাহালের দরখাস্ত নথর খারিজ বা ডিস্‌মিসের হুকুমের দিবস হইতে ৬০ দিবসের মধ্যে দাখিল হওয়া আবশ্যক ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ৬৬ ধারা

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে সম্পত্তি নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩৭২ ধারা অন্য কোন স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে থাকিতে কোন স্বার্থ নিরূপণ কি সৃষ্ট কি উত্তরাধিকারীর হস্তগত করা গেলে, সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে কিম্বা তাঁহাদের নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর, ও আপত্তি থাকিলে তাঁহাদের আপত্তি শুনিলে পর, আদালত অনুমতি দিলে, ঐ স্বার্থ যাহার হস্ত হইতে হস্তান্তর করা যায়, মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকেও লইয়া কিম্বা তাঁহার পরিবর্ত্তে ঐ স্বার্থ প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারিবে

কোন কোন আবেদন সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ বাড়াইয়া দিবার আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৭২ক ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ■ ধারার যে সকল বিধান আপীল সম্বন্ধে খাটে তাহা ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৮ ও ৩৭১ ধারানুযায়ী দরখাস্ত সম্বন্ধে খাটিবে

কোন মোকদ্দমা দায়ের থাকা সময়ে সেই মোকদ্দমার প্রতিবাদী দেওলিয়া হইলে আফিসিয়াল এসাইনিবে এই ধারা অনুসারে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা যায় না মিত্যর বঃ বুদ্ধসিংহ ই ল্ বি ১৮ ক ৪৩

কোন হিন্দু বিধবা কোন মোকদ্দমার লিপ্ত থাকা অবস্থায় দত্তক গ্রহণ করিলে তাহার গৃহীত দত্তকপুত্র এই ধারা অনুসারে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু আইনের পুস্তক দেখ

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

বাদির প্রতি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা

৩৭৩ ধারা। (ক) দাঁড়ামত কোন কার্য্যের দোষ হেতুক, মোকদ্দমা অবশ্যই হারা যাইবে, কিম্বা (খ) বাদিকে সেই মোকদ্দমা হইতে অবসর হইবার কিম্বা দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়া বিবাদীয় বিষয়ের কিম্বা আপনার সেই ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওয়ার প্রচুর কারণ আছে, আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পর কোন সময়ে বাদির প্রার্থনাক্রমে ইহা যথোবোধমতে আমিয়েল, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ অনুমতি দিতে পারিবেন।

বাদী সেই অনুমতি না পাইয়াও মোকদ্দমা হইতে অবসর হইলে কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, আদালত যে খরচার আজ্ঞা করেন তিনি সেই খরচার দায়ী হইবেন, ও সেই বিষয়ের কিম্বা সেই ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

অনেক জন বাদী থাকিলে আদালত অন্যদের সম্মতি বিনা এক ব্যক্তিকে মোকদ্দমা হইতে অবসর হইবার অনুমতি দিতে যে সক্ষম এই ধারার কোন কথার এমত ভাব জানিতে হইবে না।

এই ধারানুসারে আপীল আদালত মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া দ্বিতীয় নালিশ করিবার অনুমতি দিতে পারেন খাতুনকোঙার বঃ হরোদ্ভূতনারায়ণ ২০ উ রি ১৬৩, গ্রেগারি বঃ ডুলিচাঁদ কাওয়ারীমল ১৪ উ রি ১৭ ও দেখ

হাইকোর্ট খাস আপীলের মোকদ্দমাতে ও এই ধারানুসারে আপীল উঠাইয়া লইয়া দ্বিতীয় নালিশের অনুমতি দিতে পারেন জগন্নাথদেব বঃ মহিবুল্লা ১৭ উ রি ১৬৪

১৮৫৯ সালের ৮ আইনে যেরূপ বিধান ছিল, তদ্দ্বারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময়ে আদালত এই ধারা অনুসারে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে আদেশ দিতে পারিতেন না শিবরাজনন্দন বঃ রাজকুমার ২৩ উ রি ২৩

বর্ত্তমান আইন অনুসারে মোকদ্দমা দায়ের হওয়ার পরে যে কোন সময়ে আদালত সে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে আদেশ দিতে পারেন গঙ্গাব ম ব দ তাপাস ই ল রি ৮ অ ৮২

যদি আদালত কোন মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া এরূপ আদেশ দেন যে বাদী নূতন নালিশ করিতে পারিবে, তাহা হইলে সেই আদেশ এই ধারা অনুসারে প্রদত্ত হওয়া গণ্য হয় না; এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে বাদী নূতন নালিশ করিতে পারে না স্বরূপলাল বঃ ডিকি ই ল রি ১১ [illegible] ১৮৭

মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত করিয়া বাদী সেই দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। রামজীবনলাল বঃ গোপীবিবি ৩ অ ৬৬, আরও দেখ হরসুন্দরী বঃ কুঞ্জবিহারীশ্বর ই ল রি ১১ ক ২৫০, কিন্তু দেখ রাজা সমশের বাহাদুর বঃ মিরজা মহম্মদআলী ৩ আগ্রা ১৫৮

কোন মোকদ্দমা সালীসের হস্তে সমর্পিত হইলে সেই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারেন না শিবধর বঃ দেবদত্ত ই ল রি ৯ অ ১৬৮

এই ধারা ডিক্রীজারী সম্বন্ধে প্রযোগ হয় না রাধাকৃষ্ণলাল বঃ রাধাপ্রসাদ সিং ই ল রি ১৮ ক ৫১৫

প্রতিবাদীকে বিজ্ঞাপিত না করিয়া এই ধারা অনুসারে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে আদেশ হইতে পারে না কল্যাণ সিংহ বঃ লাখরাজ সিং ই ল রি ৬ অ ২১১

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলে না। জগদিন্দ্রনাথ বঃ শরৎসুন্দরী দেবী ই ল রি ১৮ ক ৩২২

প্রথম মোকদ্দমায় যে বিষয়ের দাবী বাদী করিতে পারিত কিন্তু করে নাই দ্বিতীয় মোকদ্দমায় সেই বিষয়ের দাবী করিলে ৪৩ ধারানুসারে কোন বাধা হয় না। এলাহিবক্স বঃ এমামবক্স ই ল রি ১ অ ৩২০; আরও দেখ লওগবা ক বঃ বজ্রজি ই ল রি ৯ ব ৩৪৩

প্রথম মোকদ্দমা হেতুক মিয়াদের আইনের ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৩৭৪ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে অনুমতি পাইয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাদী পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত না হওয়ার ন্যায় মিয়াদের আইনদ্বারা বদ্ধ থাকিবেন।

আপোসে মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবার কথা।

৩৭৫ ধারা আইনমত একরার, কি রাজীনামা করিয়া সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ মোকদ্দমা মিটাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা প্রতিবাদী মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ বাদীর তৃপ্তি জন্মাইলে, সেই একরার কি রাজীনামা কি তৃপ্তিমূলক কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও ঐ মোকদ্দমার সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক থাকে আদালত ততদূর

তদনুসারে ডিক্রী করিবেন, ও উক্ত একরারে কি রাজীনামায় কি তৃপ্তিজনক কথায় মোকদ্দমার যে বিষয় লইয়া কার্য্য হয় তৎসম্পর্কে সেই ডিক্রী চূড়ান্ত হইবে

ডিক্রীজারির দরখাস্তের হানি না হইবার কথা।

"৩৭৫ক ধারা। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তাহা কোন মোকদ্দমায় ডিক্রীর পরবর্ত্তী কোন দরখাস্ত বা অপর কার্য্য সম্বন্ধে খাটিবে না

ব্যাখ্যা —আপীল দায়ের থাকা কালে আপীল আদালতে যে দরখাস্ত করা যায় এই ধারার অর্থানুসারে তাহা যে ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা হয় তাহার পরবর্ত্তী দরখাস্ত নয়।"

স্পষ্ট ক্ষমতা না থাকিলে পক্ষদিগের উকীলগণ কোন মোকদ্দমা রফা করিতে পারেন না মুসামত সরদার বেগম বঃ মুসামত ইন্নতেনন্নেসা ২ আ ১৪৯

অপ্রাপ্ত বয়স্কের অভিভাবক সেই বালকের পক্ষে রফা করিতে পারে কিন্তু তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হয় যে সেই রফা বালকের ইষ্টজনক হইবেক আদালতের অনুমতি ব্যতীত রফা হইতে পারে না। ৪৬২ ধারা দেখ

হিন্দু বিধবা সরলভাবে মোকদ্দমা রফা করিলে তাহা বাহাল থাকিতে পারে হিন্দু আইনের পুস্তক দেখ

আপোষ রফার মূলে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা কেবল প্রবঞ্চনা মূলক বলিয়া দ্বিতীয় নালিশের দ্বারা অথবা পুনর্বিচারের দ্বারা রহিত হইতে পারে গিরিশচন্দ্র বঃ ব নীমাধব ই ল রি ৫ ক ২৭, আশুতোষ চন্দ্র বঃ তারাপ্রসন্ন ই ল রি ১০ ক ৬১২

রায় লিখিত হইবার পরে কিন্তু প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যদি পক্ষগণ আপোষ রফার মূলে নিষ্পত্তির প্রার্থনা করে, তাহা হইলে আদালত সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে বাধ্য রাজনারায়ণ দেবচৌধুরী বঃ কাদের মহম্মদ ১ সোম ১১২

আপোষ রফার দরখাস্ত দাখিল করিয়া তাহার মূলে ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে বাদী সেই দরখাস্ত উঠাইয়া লইতে পারে হরসুন্দরী বঃ কুমার দক্ষিণেশ্বর ই ল রি ১১ ক ২৫০

আপোষ রফা সংক্রান্ত অঙ্গীকার পত্রে মূল মোকদ্দমার বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ের অঙ্গীকার থাকিলে আদালত সেই অঙ্গীকার অনুসারে ডিক্রী দিতে বাধ্য নহেন ফজলল খাঁ বঃ কাম রুদ্দীন ই ল রি ১৩ক ১৭০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি

দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া প্রতিবাদির টাকা আমানত করিবার কথা।

৩৭৬ ধারা ঋণ কি হানিপূরণ আদায় করিবার কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী দাওয়ার সম্পূর্ণ পরিশোধ বলিয়া যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালতে তত টাকা আমানত করিতে পারিবেন

প্রতিবাদী বাদীর নিকট যত টাকা দায়ী থাকা স্বীকার করে তদপেক্ষা অল্প টাকা এই ধারা অনুসারে আমানত হইতে পারে না

আমানত করিবার নোটিসের কথা।

৩৭৭ ধারা প্রতিবাদী বাদিকে ঐ টাকা আমানত হইবার লিখিত নোটিস আদালতদ্বারা দিবেন; ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে বাদির প্রার্থনামতে তাঁহাকে আমানতী টাকা দেওয়া যাইবে

নোটিস পাইলে পর সেই আমানতী টাকার উপর বাদির সুদ না পাইবার কথা।

৩৭৮ ধারা। প্রতিবাদী যত টাকা আমানত করেন তাহাতে সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ হইলে কিম্বা ন্যূন পড়িলেও, ঐ নোটিস পাইবার তারিখ অবধি বাদির সেই টাকার উপর সুদ পাইবার অনুমতি হইবে না।

বাদী আপন দাওয়ার একাংশের শোধে ঐ আমানত গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা বাদী আপন দাওয়ার অংশমাত্রের পরিশোধে ঐ আমানতের টাকা গ্রাহ্য করিলে, বাকী টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন ; এবং প্রতিবাদী যে টাকা আমানত করিলেন আদালত সেই টাকা বাদির সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া নিষ্পত্তি করিলে, ঐ টাকা আমানত হওয়ার পর মোকদ্দমার যত খরচা হয়, এবং আমানত হওয়ার পূর্ব্বেও বাদির দাওয়ার আধিক্য প্রযুক্ত যত খরচ হইল তাহাও বাদির দিতে হইবে

সেই আমানতের টাকা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বাদী আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে সেই টাকা গ্রাহ্য করিলে, আদালতে সেই মর্ম্মের বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন, ও সেই বর্ণনাপত্র গাঁথিয়া রাখা যাইবে ও আদালত তদনুসারে বিচার জানাইবেন যাহার টাকা খরচা দিতে হইবে ইহার আজ্ঞা করিতে গেলে, ঐ বিবাদ উপস্থিত করণের কোন্ পক্ষের দোষ অধিক আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ আজ্ঞা করিবেন

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের ১০০৲ টাকা ধারেন। বলরাম তাঁহার স্থানে সেই টাকা না চাহিয়া, ও চাহিলে যে বিলম্ব হইতে পারে তদ্দ্বারা তাঁহার হানি যে হইবে এমত বোধ করিবার কোন কারণ না জানিয়া, আনন্দের নামে সেই টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন আবেদনপত্র দেওয়া গেলেই আনন্দ আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করিলেন ও বলরাম আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা গ্রাহ্য করেন কিন্তু তাঁহার খরচা পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য নয়, যেহেতুক তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন কারণ ছিল না, ইহার অনুমান হইতে পারে

(খ) (ক) উদাহরণের উল্লিখিত ভাবগতিকে বলরাম আনন্দের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে আনন্দ প্রথমে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ করিয়া, পরে আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করেন বলরাম ও আপন সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ ঐ টাকা লন। এই স্থলে বলরামের মোকদ্দমার খরচা ও পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য, যেহেতুক আনন্দের আচরণ দ্বারা সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করা আবশ্যক বলিয়া দেখা গেল

(গ) আনন্দ বলরামের ১০০৲ টাকা ধারেন ও মোকদ্দমা বিনা তাঁহাকে সেই টাকা দিতে সম্মত হন -বলরাম ১৫০ টাকার দাওয়া করিয়া তজ্জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, আনন্দ আদালতে ১০০৲ টাকা গচ্ছিত করিয়া বাকী ৫০ টাকার দায়ী নাই বলিয়া প্রতিবাদ করেন। পরে বলরাম সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে

ঐ ১০০ টাকা গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতি আনন্দের খরচাও দিবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি

মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদির স্থানে খরচার জামিন যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৮০ ধারা এক জন বাদী হইলে তিনি, কিম্বা একাধিক জন বাদী থাকিলে তাঁহারা সকলে, ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করেন, ও মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লিপ্ত আছে তদ্ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ বাদীর, কি বাদীদের কোন ব্যক্তির, প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি নাই, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে কিম্বা পশ্চাৎ মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালত ইহা জানিতে পাইলে, আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে কোন প্রতিবাদীর যত টাকা খরচা হইয়াছে ও আর যত হইবার সম্ভাবনা, বাদী কি বাদীরা ঐ আজ্ঞাপত্রের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তত টাকা খরচা শোধের জামিন দেন

"কোন টাকার মোকদ্দমার বাদী স্ত্রীলোক হইলে, আদালতের যদি এরূপ হৃদ্বোধ হয় যে, যে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা ব্রিটিষ ভারতবর্ষে ঐ বাদিনীর তাহা হইতে স্বতন্ত্র যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি নাই তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমার কোন প্রতিবাদীর আবেদনমতে আদালত মোকদ্দমার যে কোন অবস্থায় সেইরূপ একটী হুকুম প্রদান করিতে পারিবেন।"

এই ধারার দ্বিতীয় দফায় উক্ত আছে যে স্ত্রীলোকে টাকার নালিশ করিলে তাহার নিকট প্রতিবাদির প্রার্থনা অনুসারে আদালত খরচার জন্য জামিন তলব করিতে পারেন কোন স্ত্রীলোক যদি কোন অস্থাবর সম্পত্তি দখল পাইবার [illegible] অথবা তাহার পরিবর্ত্তে সেই সম্পত্তির মূল্য পাইবার জন্য নালিশ করে, তাহা হইলে সেই নালিশ সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হইতে পারে, অর্থাৎ বাদিনীর নিকট প্রতিবাদির প্রার্থনা অনুসারে আদালত খরচার জন্য জামিন তলব করিতে পারেন দিগম্বরী দেবী বঃ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ই ল রি ১৭ ক ৬১০

এই ধারা অনুসারে জামিন তলব করা আদালতের ইচ্ছাধীন ঐ নিষ্পত্তি দেখ

ভিন্ন রাজ্যবাসী কোন ব্যক্তি মোকদ্দমা দায়েরের সময় ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকিলেও তাহার সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় মহম্মদ যুফি বঃ ল লদীন ই ল রি ৩ ব ২২৭

জামিন না দিবার ফলের কথা।

"৩৮১ ধারা ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই জামিন না দেওয়া গেলে এবং ৩৭৩ ধারার বিধানমতে ঐ বাদী কি বাদীগণ মোকদ্দমা হইতে অবসৃত হইবার অনুমতি না পাইলে অথবা ঐ সময় বাড়াইয়া দিবার পক্ষে বিশিষ্ট কারণ না দেখাইলে আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন কিন্তু ঐ বাদী কি বাদীগণ ঐ সময় বাড়াইয়া দিবার পক্ষে বিশিষ্ট কারণ দেখাইলে আদালত তাহা বাড়াইয়া দিতে পারিবেন

"এই ধারানুসারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা গেলে বাদী ঐ ডিস্‌মিস্ করিবার হুকুম রদ করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং যদি আদালতের সন্তোষজনক রূপে এরূপ প্রমাণ হয় যে, তিনি কোন যথেষ্ট কারণে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে জামিন দিতে পারেন নাই," তাহা হইলে জামিন খরচা বা প্রকারান্তর সম্বন্ধে যেরূপ সর্ত্ত করা আদালত উপযুক্ত

মনে করেন সেইরূপ সর্ত্তে আদালত ডিস্‌মিস্ করিবার হুকুম রদ করিবেন এবং মোকদ্দমার বিচার চালাইবার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবেন ”

“বাদী যদি প্রতিবাদীর উপর তঁ হার দরখাস্তের লিখিত নোটিস জারী না করেন তাহা হইলে ডিস্‌মিস্ করিবার হুকুম রদ করা যাইবে না ”

“১০৩ ধারানুযায়ী দরখাস্ত সম্বন্ধীয় ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের বিধান সকল এবং ঐরূপ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া যে হুকুম দেওয়া যায় তদ্বিরুদ্ধে যে আপীল করা হয় তৎসম্বন্ধীয় এই আইনের বিধান সকল কোন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবার হুকুম রদ করিবার জন্য এই ধারানুযায়ী দরখাস্ত সম্বন্ধে এবং এইরূপ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া যে হুকুম দেওয়া যায় তদ্বিরুদ্ধে যে আপীল করা হয় তৎসম্বন্ধে যতদূর খাটান যাইতে পারে ক্রমান্বয়ে ততদূর খাটিবে ”

এই ধারা অনুসারে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে উইলিয়ম্‌স্ বঃ ব্রাউন ই ল রি ৮ আ ১০৮

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করার অর্থের কথা

৩৮২ ধারা কোন ব্যক্তি ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যান তদ্বিবেচনায় খরচা দিবার আজ্ঞা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারিবে না, যুক্তিমতে এমত সম্ভাবনা থাকিলে ৩৮০ ধারার মর্ম্মানুসারে তাঁহাকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানবাসী বলিয়া জ্ঞান করা হইবে

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি

ক —সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থলে আদালত সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারেন তাহার কথা

৩৮৩ ধারা কোন আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসী যে ব্যক্তিরা এই আইন মতে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত হন, কিম্বা পীড়া কি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আদালতে যাইতে না পারেন, আদালত কোন মোকদ্দমার প্রথমক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে তাঁহাদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন

আদালত কমিশ্যন দিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু কমিশ্যনের দ্বার কোন সাক্ষীর জবানবন্দীর জন্য যে পক্ষ প্রার্থনা করে সেই সাক্ষীর দ্বারা সেই পক্ষের উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আদালত কমিশ্যনের প্রার্থনা নামঞ্জুর করিতে পারেন না। হরিদাস বঃ মির মহা জম ১৫ উ রি ৪৪৭।

ভদ্রবংশীয় হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রীলোক আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য নহে ৬৪০ ধারা দেখ

সুতরাং ঐরূপ কোন স্ত্রীলোকের কমিশ্যনের দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য প্রার্থনা করিলে আদালত এই ধারা অনুসারে তাহা মঞ্জুর করিতে বাধ্য বলিয়া বোধ হয় কিন্তু অনেক স্থলে ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোক সাক্ষী হইলে আদালতে উপস্থিত হইয়া পাল্কির অভ্যন্তরে থাকিয়া জবানবন্দী দিবার আদেশ হয় হুরমৎবানু বঃ মহম্মদ ১৮ উ রি ২৩০।

ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞার কথা

৩৮৪ ধারা। আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের কিম্বা যে ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে হইবে তাঁহার আফিডেবিটক্রমে কি অন্যরূপে প্রতিপোষিত প্রার্থনামতে, ঐ আজ্ঞা করিতে পারিবেন

বিপক্ষকে বিজ্ঞাপিত না করিয়া কমিশ্যন মঞ্জুর হইতে পারে না তারকনাথ বঃ গৌরীচরণ ৬ উ রি ১৪৭

সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৫ ধারা যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয় সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসী কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার জন্যে দেওয়া গেলে, আদালত ঐ ক্ষমতাপত্র অনুযায়ী কার্য্য করণার্থে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, ঐ পত্র তাঁহার নামে দেওয়া যাইতে পারিবে

যে ব্যক্তিদের সাক্ষ্য লইবার জন্য ক্ষমতাপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে, তদ্বিষয়ক কথা।

৩৮৬ ধারা কোন আদালত কোন মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন,—

(ক) ঐ আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানবাসী কোন ব্যক্তির,

(খ) আদালতে যে তারিখে সাক্ষ্য দিবার আদেশ থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে যে ব্যক্তিরা উক্ত সীমার বাহিরে যাইতে উদ্যত হন তাঁহাদের, ও

(গ) বিচারপতির বিবেচনামতে গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী ও সৈনিক যে কার্য্যকারকেরা রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন তাঁহাদের

হাইকোর্ট কি রাঙ্গুণের রিকার্ডরের কোর্ট ভিন্ন অন্য যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তি বাস করেন, ঐ পত্র সেই আদালতের প্রতি, কিম্বা পত্রদায়ী আদালত, এতৎপক্ষে হাইকোর্টের কোন বিধির অধিনে, যে উকীল বা অপর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উপযুক্ত মনে করেন তাঁহার প্রতি দেওয়া যাইবে।

আদালত এই ধারামতে কোন ক্ষমতাপত্র দিলে আপনার নিকট কিম্বা অধীন কোন আদালতের নিকট ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া আনিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞা করিবেন

কোন পক্ষের কর্ম্মচারী ভিন্ন এলাকাবাসী হইলেও তাহার জবানবন্দীর জন্য কমিশ্যন মঞ্জুর হইতে পারে না। অমৃতনাথ বঃ ধনপতি সিং ২০ [illegible] রি ২৭৩।

সাক্ষী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাহার সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৮৭ ধারা যে ব্যক্তি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে বাস না করেন কোন আদালতের নিকট এমত ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিবার প্রার্থনা হইলে সেই আদালত ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক বলিয়া স্বদোধমতে জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

কমিশ্যনের প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে ৬২২ ধারা অনুসারে হাইকোর্ট সেই আদেশ সংশোধন করিতে পারেন না হাইদ্রাবাদের নিজাম ই ল রি ৯ মা ২০৬

ক্ষমতাপত্রানুসারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য আদালতের লইতে হইবার কথা।

৩৮৮ ধারা কোন আদালত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত ক্ষমতাপত্র পাইলে, তদনুসারে তাহার সাক্ষ্য লইবেন

ক্ষমতাপত্র যে আদালত হইতে বাহির হইল তথায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৩৮৯ ধারা। ক্ষমতাপত্রানুসারে নিয়মমতে কার্য্য করা গেলে পর, ক্ষমতাপত্র যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে সাক্ষিদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠান যাইবে, কিন্তু ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞাপত্রে অন্য প্রকারের আদেশ থাকিলে ঐ আজ্ঞার মর্ম্মানুসারে ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে; এবং সেই ক্ষমতাপত্র ও তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও তদনুসারে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সকলই (পশ্চাৎ লিখিত ধারার বিধানাধীনে) মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কমিশ্যনের নিকটে সাক্ষী হাজির করিবার জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা কমিশ্যন প্রার্থনকারী করিতে বাধ্য। লেকরাজ বঃ পালিবাম ২ অ ২১০

কমিসনের সমক্ষে যে সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয় তাহাকে বিপক্ষ কূট প্রশ্ন করিতে পারে। গ্রেগরি বঃ ছলিচাদ ১৪ উ বি ১৭ ও জে

কমিসনের দ্বারায় সাক্ষ্য গ্রহণের সময় যে দলীল সাক্ষী দ্বারায় সপ্রমাণ হয় আদালত তাহা বিচারের সময় পাঠ করিতে পারেন। বিপক্ষ যদি সেই দলীল গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে চাহে তাহা হইলে কমিসনের সমক্ষে তাহার সেই আপত্তি উত্থাপন করা কর্ত্তব্য। ব্রুধাথ বঃ হুইলর ৬ ক ল বি ১০৯

ঐ সাক্ষ্য যে স্থানে প্রমাণ স্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৯০ ধারা। ক্ষমতাপত্রমতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা যে পক্ষের প্রতিকূলে দেওয়া যায় তাঁহার অনুমতি বিনা মোকদ্দমার প্রমাণ বলিয়া পাঠ করা যাইবে না।

(ক) কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সাক্ষ্য দিলেন তিনি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে, কিম্বা মৃত হইলে কিম্বা পীড়িত কি দুর্ব্বল হওয়া প্রযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত হইতে না পারিলে, কিম্বা আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিলে, অথবা

(খ) আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ইহার পূর্ব্ব প্রকরণের উল্লিখিত কোন অবস্থাক্রমের প্রমাণ লওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপে পাঠ করিবার অনুমতি দিলে, পাঠ করিবার সময়ে ক্ষমতাপত্র দ্বারা সেই সাক্ষ্য লওয়ার কারণ না থাকার প্রমাণ হইলেও তাহা পাঠ করা যাইবে।

ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করণের ও তাহা ফিরিয়া দিবার বিধান ভিন্নদেশীয় আদালতের ক্ষমতাপত্রের প্রতিও খাটিবার কথা।

৩৯১ ধারা। ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্যকরণ ও তাহা ফিরিয়া দেওন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান এই এই আদালতের প্রচারিত ক্ষমতাপত্রের প্রতিও খাটিবে,—

(ক) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত আদালতের, কিম্বা

(খ) ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ভিন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশে স্থাপিত আদালতের, কিম্বা

(গ) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সঙ্গে তৎকালীন যে ভিন্নদেশ সন্ধিবদ্ধ থাকে সেই দেশের কোন আদালতের।

খ।—স্থানীয় অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

স্থান বিশেষে অনুসন্ধান লওনার্থ ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে আদালত কোন বিবাদীয় বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্যে কিম্বা কোন সম্পত্তির বাজার দর কিম্বা ওয়াসিলাৎ কি হাসি-

পূরণ কিম্বা বৎসরের নিট লভ্য যত টাকা ধরিতে হইবে ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লওয়ার নিমিত্ত স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক কি উচিত জ্ঞান করিলে, ও বিচারপতি স্থবিধামতে স্বয়ং ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য চালাইতে না পারিলে, আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাকে ক্ষমতাপত্র দিয়া ঐ অনুসন্ধান লইয়া আদালতে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

কিন্তু তদ্রূপ ক্ষমতাপত্র যে ব্যক্তিদের নামে দিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎপক্ষে কোন বিধি করিয়া থাকিলে আদালত সেই বিধিতে বদ্ধ থাকিবেন।

কোন ইস্যুর বিচার জন্য আদালত আমিনের উপর ভার দিতে পারেন না। ব্রজচরণ বঃ অযোধ্যা ২০ উ রি ২৮৬ রামধন দে বঃ রামমণি দে ২১ উ রি ২৮০

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিলে এই ধারা অনুসারে সরজমিন তদন্ত জন্য যে কোন ব্যক্তিকে আদালত কমিসন নিযুক্ত করিতে পারেন জেলার জজ তাঁহার অধীনস্থ কোন মুন্সেফকে কমিসন নিযুক্ত করিতে পারেন চূড়ামন সিংহ বঃ অনুপ ১১ ক ল রি ৫৩৩

আমীনের কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩৯৩ ধারা ঐ আমীন স্থান বিশেষে যতদূর নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিয়া আপনি যে সাক্ষ্য লইয়াছেন তাহা লিখিয়া, ঐ সাক্ষ্য ও আপনার রিপোর্ট লিখিয়া তাহাতে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া আদালতে পাঠাইবেন

মোকদ্দমায় ঐ রিপোর্ট ও সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ হওয়ার কথা।

আমীনের রিপোর্ট ও তাঁহার গৃহীত সাক্ষ্য মোকদ্দমার প্রমাণের মধ্যে ধরিয়া কাগজপত্রের একাংশ হইবে কিন্তু রিপোর্ট বিনা ঐ সাক্ষ্যমাত্র তদ্রূপে গ্রাহ্য হইবে না।

আমীনের সাক্ষ্য লওয়ার কথা।

আমীনের বিবেচনার্থে যে যে বিষয় অর্পণ করা যায়, কিম্বা তাঁহার রিপোর্টের মধ্যে যে যে কথা লেখা থাকে কিম্বা তিনি ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য যে প্রকারে চালাইয়াছেন এই এই বিষয়ে আদালত কিম্বা আদালতের অনুমতি লইয়া মোকদ্দমার কোন পক্ষ, মুক্তদ্বার আদালতে নিজে সেই আমীনের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

কমিশনর কর্তৃক কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ৩৮৯ ধারা দেখ

যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমিন রোয়দাদ দেয় তাহা দুর্ব্বল বলিয়া সেই রোয়দাদ একেবারে অগ্রাহ্য হইতে পারে না চন্দ্রকুমার দত্ত বঃ জয়চন্দ্র দত্ত ১৯ উ রি ২১৩।

বাদির ত্রুটি প্রযুক্ত যদি আমিনের তদন্ত সমাধা না হয় এবং সেই হেতু যদি প্রতিবাদী খণ্ডণ প্রমাণ দিতে না পারে তাহা হইলে তদন্ত সমাধা না করিয়া আমিন যে রোয়দাদ দেয় সেই রোয়দাদ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না কালিদাস বঃ দেবনারায়ণ ১৩ উ রি ৪১২

আমিনের গৃহীত জবানবন্দি রোয়দাদের সহিত না থাকিলেও ও তাহা প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে চন্দ্রমণি দাসী বঃ নিলাম্বর মুস্তফী ৭ উ রি ৪৩

কমিসনারের সমক্ষে যে সাক্ষীর জবানবন্দি গৃহীত হয় তাহাকে শপথ করান আবশ্যক কিন্তু শপথ সংক্রান্ত আইনের ১৩ ধারা অনুসারে সাক্ষীকে শপথ করান না হইলেও তাহার জবানবন্দি অগ্রাহ্য হইতে পারে না এই সম্বন্ধে দেখ, ডাঃ বঃ শিবভক্ত ২৩ উ রি ১২ সে

আমীনের রোয়দাদ দাখিলের সময় পক্ষগণ আপত্তি করিতে পারে তজ্জন্য আদালতের একটি দিন ধার্য্য করা কর্ত্তব্য। রামনারায়ণ বঃ গোবর্দ্ধন লাল ২১ উ রি ২

আদ্য আদালতে আমীনের রোয়দাদ সম্বন্ধে আপত্তি না করিলে আপীল আদালতে আপত্তি করা যায় না। শেঠ গঞ্জমল বঃ চাহি ২ আই, এ, ৩৪, কিন্তু দেখ, টুইডি [illegible] পূর্ণচন্দ্র ১২ উ রি ১৩৮

যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমিন রোয়দাদ দেয় সে প্রমাণ গ্রহণ যোগ্য না হইলে আদালত সেই রোয়দাদের উপর নির্ভর করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বঃ যুগলকিশোর ২১ উ রি ২৮১

আমিনের রোয়দাদের এক অংশ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অপর অংশ আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারেন। পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বঃ মিঃ চার্লস্ মার্টিন ১ উ রি ৭৩

আমিনের রোয়দাদ গ্রাহ্য নয় সম্বন্ধে পক্ষগণ আপত্তি না করিলে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ব্রজনাথ চৌধুরী বঃ লালা মিয়া ১৪ উ রি ৩৯১

আমিনের রিপোর্ট কোন বিষয়ে অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ হইলে আদালত আমিনের জবানবন্দি গ্রহণ করিতে পারেন। শিবদয়াল সিংহ বঃ হরকিসেন ২৪ উ রি ৩৪২

আপীল আদালত আবশ্যক বিবেচনা করিলে আমিনের জবানবন্দি গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ নিষ্পত্তি দেখ

অন্য প্রমাণের বলাবল বিবেচনা না করিয়া কেবল আমিনের রোয়দাদের উপর নির্ভর করিয়া আদালত নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। বস্তি সাহ বঃ জীবন রায় ২৪ উ রি ৩৩৮

গ।—হিসাব দেখিয়া লইবার ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

হিসাব দেখিবার বা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯৪ ধারা। কোন মোকদ্দমায় হিসাব দেখিয়া লওয়ার কি নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হইলে, আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলিয়া বোধ করেন তাঁহাকে ঐ হিসাব দেখিয়া লইবার কি নিষ্পত্তি করিবার আজ্ঞাসূচক ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

আমীনকে আদালতের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার কথা।

৩৯৫ ধারা। রূবকারির যে অংশ ও বিস্তারিত যে উপদেশ আমীনকে দেওয়া বোধ হয়, আদালত তাহা দিবেন।

এবং আমীন সেই অনুসন্ধান লওন সম্পর্কে যে রূবকারী করেন কেবল তাহাই পাঠাইবেন, বা তাঁহার অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে যে বিষয় অর্পিত হইল সেই বিষয়ে আপনার মতেও রিপোর্ট করিবেন, ঐ উপদেশ পত্রে এই কথা স্পষ্ট লেখা থাকিবে।

আদালতের আমীনের রূবকারী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিতে পারিবার বা আরও অনুসন্ধান লওয়ার ক্ষমতার কথা।

আমীনের রূবকারী মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তাহাতে আদালতের সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ থাকিলে, অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন।

ঘ।—বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থাবর সম্পত্তি রাজস্বদায়ী নয় আমীনের তাহা বণ্টন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৯৬ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে রাজস্বদায়ী নয়, কোন মোকদ্দমায় তাহা বণ্টন করা আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যে যে ব্যক্তির স্বার্থ

আছে ও যাঁহার যে স্বত্ব থাকে আদালত ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইয়া যে যে ব্যক্তি-দিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাদের নামে সেই সেই স্বত্বানুসারে সম্পত্তি বণ্টন করণের ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন

আমীনদের কার্য্যপ্রণালীর কথা

আমীনেরা ঐ সম্পত্তি নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরীক্ষণ করিবেন, ও যে আজ্ঞাপত্রক্রমে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায় তন্মধ্যে যত ভাগ করিবার আদেশ থাকে তত ভাগ করিয়া ঐ ব্যক্তিদের প্রতি আপন আপন ভাগ নিরূপণ করিয়া দিবেন এবং ঐ আজ্ঞাক্রমে অনুমতি পাইয়া থাকিলে ঐ ঐ ভাগের মূল্য সমান করিবার জন্যে যাঁহার যত টাকা দিতে হইবে তাহারও মীমাংসা করিবেন

পরে আমীনেরা রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন কিম্বা একবাক্য হইতে না পারিলে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রিপোর্ট লিখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ নিরূপণ করিবেন, ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে আদেশ থাকিলে, এক এক ভাগের পরিমাণ ও চতুঃসীমা নির্ণয় করিবেন ঐ বা ঐ ঐ রিপোর্ট ক্ষমতাপত্রের সহিত সংযোগ করিয়া আদালতে পাঠান যাইবে পরে কোন পক্ষ উক্ত এক বা কএক রিপোর্টের বিষয়ে যে আপত্তি করেন, আদালত তাহা শুনিয়া হয় সেই কার্য্য ব্যর্থ করিয়া নূতন ক্ষমতাপত্র দিবেন, কিম্বা আমীনেরা একবাক্য হইয়া রিপোর্ট লিখিলে, তদনুসারে ডিক্রী করিবেন

বিভাগের জন্য আদালত একাধিক কমিশনার নিযুক্ত করিতে বাধ্য নয় জ্ঞানচন্দ্র বঃ দুর্গাচরণ ই ল রি ৭ ক ৩১৮

একাধিক কমিশনার নিযুক্ত হইলে তাঁহারা এই ধারা অনুসারেই পৃথক্ রিপোর্ট দিতে পারেন

জমিদারী সম্পত্তি বিভাগ সংক্রান্ত ১৮১৪ সালের ১৯ আইন প্রচলিত থাকিবার সময় কলিকাতার হাই কোর্ট অবধারণ করিয়াছিলেন যে দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক বিভাজ্য সম্পত্তি বিভাগ করিতে হইলে উক্ত আইনের পদ্ধতি যত দূর সম্ভব অবলম্বন করা উচিত জ নকী বঃ মহম্মদ ১৭ উ রি ১৩৭

বিভাগের ডিক্রী হইলে আদালত কোন কোন স্থলে বিভাজ্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মূল্য বিভাগের আদেশ দিতে পারেন ১৮৯৩ সালের ৪ আইন দেখ

ঙ।—সাধারণ বিধান।

আমীনের খরচ আদালতের দিতে হইবার কথা।

৩৯৭ ধারা যে পক্ষের অনুরোধে কিম্বা যাঁহার হিতার্থে উক্ত ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায়, আদালত তৎসম্পর্কীয় খরচা ধরিলে, যত টাকা যুক্তি সঙ্গত বোধ করেন, এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওনের পূর্ব্বে আদালত যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ পক্ষের তত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

আমীনদের ক্ষমতার কথা।

৩৯৮ ধারা নিযুক্ত করণের আজ্ঞাপত্রক্রমে অন্যরূপ আদেশ না থাকিলে, এই অধ্যায়মতে নিযুক্ত কোন আমীন

(ক) উভয় পক্ষের সাক্ষ্য, ও তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি যে সাক্ষীকে উপস্থিত করেন তাঁহার সাক্ষ্য, এবং আমীন আপনার প্রতি অর্পিত বিষয়ে অন্য যাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করা উচিত বোধ করেন তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

(খ) দলীল, এবং অনুসন্ধান লইবার বিষয়সংক্রান্ত অন্য কোন দ্রব্য আনাইয়া দেখিতে পারিবেন, ও

(গ) যুক্তিসঙ্গত কোন সময়ে ঐ আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ভূমিতে কি বাটিতে যাইতে বা প্রবেশ করিতে পারিবেন

কমিশনরকে যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহা পক্ষগণের সমক্ষে দেওয়া উচিত, এবং উপদেশ দিবার সময় পক্ষগণ আপত্তি না করিলে পরে আপত্তি করিতে পারে না বিশ্বেশ্বর বঃ কাঞ্চন ১১ উ রি ১৫৫

কমিশনরের প্রতি যে যে বিষয় তদন্তের জন্য ভার অর্পণ হয় তদ্ব্যতীত কমিশনর অন্য কোন বিষয়ের তদন্ত করিতে পারে না রামধন বঃ রামমণি ২১ উ বি ২৮০, বত্তিস হ বঃ জীবনারায়ণ ২৪ উ রি ৩৩৮

যে ব্যক্তি কমিশনর নিযুক্ত হয় সে তাহার কার্য্য সম্পাদন জন্য অন্যের প্রতি ভার অর্পণ করিতে পারে না মির হসমত আলী বঃ জুলুস ১ সোম ১৫

আমিনের প্রতি কেবল চিঠা ভাওড় ইবার আদেশ হইলে সে সাক্ষির জবানবন্দি লইতে পারে না দুর্গাচরণ শর্ম্মা বঃ নিমচাঁদ শর্ম্মা ২৪ উ বি ২০৮

আমিনের প্রতি ওয়াসিলাত অবধারণের ভার হইলে সে বেদখলের তারিখ সম্বন্ধে প্রমাণ লইতে পারে না, ওয়াসিলাতের ডিক্রীতে বেদখলের তারিখ অবধারণ করিয়া দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য বিজয়গোবিন্দ নায়েক বঃ কালীপ্রসন্ন নায়েক ১৩ উ বি ২৯৪

আমীনের সম্মুখে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও দণ্ডের কথা।

৩৯৯ ধারা এই আইনের মধ্যে সাক্ষিদের নামে সমন দেওনের ও তাঁহাদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও পারিশ্রমিক পাইবার এবং তাঁহাদের উপর যে দণ্ড ধার্য্য হইতে পারে তদ্বিষয়ের যে যে বিধান আছে, এই অধ্যায়মতে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল আনিয়া দেখাইবার আদিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রতি সেই সেই বিধান খাটিবে, ও যে ক্ষমতাপত্রানুসারে তাঁহাদের প্রতি সেই সেই কার্য্য করিতে আদেশ হয় তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত আদালত হইতে বাহির হইলেও, ঐ বিধান খাটিবে

উভয় পক্ষ আমীনের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, আদালতের আদেশ করিবার কথা।

৪০০ ধারা এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওয়া গেলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষের নিজে কিম্বা আপন আপন মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা আমীনের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা দিবেন

এক পক্ষের উপস্থিত হওনমতে কার্য্যপ্রণালীর কথা

উভয়পক্ষ তদ্রূপে উপস্থিত না হইলে, আমীন একপক্ষের উপস্থিত হওনমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন

কমিশনরের সমক্ষে যে পক্ষ উপস্থিত না হয় সে কমিশনরের রোয়দাদ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারে না বামনদাস মুখোপাধ্যায় বঃ ব্রজকিশোর মিত্র ■ উ রি ১৩০।

কমিশনরের সমক্ষে যদি প্রতিবাদী উপস্থিত হয়, কিন্তু যদি বাদী উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইতে পারে। ঈশানচন্দ্র বঃ দুর্গালাল Marsh ১৩৯

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষ বিশেষ স্থলের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

৪০১ ধারা পাপর নিম্নলিখিত বিধি মানিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা —আইনমতে মোকদ্দমার আবেদনপত্রের যে ফী নির্দ্ধারিত আছে কোন ব্যক্তির সেই ফী দিবার উপযুক্ত সঙ্গতি না থাকিলে, কিম্বা তদ্রূপ ফী ধার্য্য না থাকিলে, গাত্রের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় ভিন্ন যাঁহার এক শত টাকা মূল্যের সম্পত্তির স্বত্ব নাই, তিনি "পাপর"

নাবালগের পক্ষে পাপরে মোকদ্দমা চলিতে পারে। গোলাপমণি দাসী বঃ প্রসন্নময়ী ১১ বে ল রি ৩৭৩

নাবালগের অভিভাবক যোত্রশালী হইলেও যোত্রহীন নাবালগের পক্ষে পাপরের নালিশের বাধা হয় ন বেঙ্কাটা নারাসায়া বঃ আচাম্মা ই ল রি ৩ মা ৩

নাবালগের পক্ষে পাপরের নালিশ ডিস্‌মিস্‌ হইলে তাহার অভিভাবক ত হার বিরুদ্ধ পক্ষের খরচার জন্য দায়ী হয় ন। ব্রজেশ্বরী দাসী বঃ কিশোর দাস ২৫ উ রি ৩১৬।

প্রতিবাদী ১০০ শত টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি বাদীকে দিবার জন্য আদালতে আমানত করিয় দিলে বাদী যদি সেই সম্পত্তি তাহার বলিয় স্বীক র করে, তাহা হইলে সেই সম্পত্তি বাদী না লইলেও বাদীর পাপরের প্রার্থন মঞ্জুর হইতে পারে না দ্বারিকানাথ বঃ মাধব রায় ই ল রি ১০ ব ২০৭

বাদী প'পরে নালিশ করিয়া পরলোকগত হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত যে হয়, সে ও সেই মোকদ্দমা পাপরে চালাইতে পারে বাদির স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যে ত্রহীন কি ন সে বিষয়ে আদালত তদন্ত করিতে পারেন না ভাগবৎ বঃ বলরাম ৩ উ রি ২০ মো

একজিকিউটর বা এডমিনিষ্টার যোত্রহীন হইলে প'পরে নালিশ করিতে পারে দিল ই ল রি ৭ মা ৩৯০

প্রতিবাদী যোত্রহীন হইলে পাপরে মোকদ্দম চালাইতে পারে দুর্গাচরণ বঃ নৃত্যক লী ই ল রি ৫ ক ৮১৯

আপীলের মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্ট পাপরে ক্রস আপিল করিতে পারে না ব্রজেশ্বরী বঃ গুরুচরণ ই ল রি ১১ ক ৭৫৫

যে যে প্রকারের মোকদ্দমা বর্জিত হইবে তাহার কথা।

৪০২ ধারা। জাতিভ্রষ্ট হওন কি অপবাদ কি অখ্যাতি কি গ্লানি কি আক্রমণ করণ দ্বারা যে হানি হয়, পাপর সেই হানি পূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবার কথা

৪০৩ ধারা। পাপরের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, ও ৫০ ধারামতে মোকদ্দমার আবেদনপত্রে যে যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে ঐ প্রার্থনাপত্রে সেই সেই বৃত্তান্ত থাকিবে প্রার্থকের স্থাবর কি অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি থাকে ও তাহার অনুমান যত মূল্য হয়

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

ইহার তফসীল ঐ প্রার্থনাপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে হইবে; এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠের কথা লিখিবার যে নিয়ম পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ প্রার্থনাপত্রেরও সেইরূপে স্বাক্ষর করা ও সত্যপাঠের কথা লেখা যাইবে

প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার কথা।

৪০৪ ধারা ৩৬ ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও প্রার্থক আপনি আদালতে গিয়া প্রার্থনাপত্র দিবেন

কিন্তু ৬৪০ বা ৬৪১ ধারামতে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিলে, নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে মোক্তারে ঐ প্রার্থনা সম্পর্কীয় সকল প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এবং তিনি যে পক্ষের প্রতিনিধি হন সেই পক্ষ নিজেই উপস্থিত হইলে তাঁহার সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইতে পারিত এরূপ মোক্তারের দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে

যে ব্যক্তি পাপরে মোকদ্দমা চালাইতে প্রার্থনা করে, সে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা না করিলে তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে পারে না বারগেস বঃ সিডেন ই ল রি ১০ মা ১৮৩

যে স্থলে প্রতিনিধির দ্বারা পাপরের দরখাস্ত দাখিল হইতে পারে, সে স্থলে রীতিমত ক্ষমতাপত্রের বলে যে কোন উকিল পাপরের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে উকীলের রীতিমত ক্ষমতা থাকিলেও দরখাস্তে স্বাক্ষর করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না ওকালত নামায় স্পষ্ট ক্ষমতা না থাকিলে কেবল উকিলের স্বাক্ষর যুক্ত দরখাস্তের মূলে পাপর মঞ্জুর হইতে পারে না মুসাম্মৎ ভগবতীকুমার [illegible] গনেশ দত্ত ২১ [illegible] রি ৩০৮

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৫ ধারা প্রার্থনাপত্র ৪০৩ ও ৪০৪ ধারায় নির্দ্ধারিতমতে লেখা না গেলে কি উপস্থিত করা না গেলে, আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিবেন

প্রার্থকের পরীক্ষা লওয়ার কথা।

৪০৬ ধারা। প্রার্থনাপত্র দাঁড়ামতে লেখা গেলে ও নিয়মমতে উপস্থিত করা গেলে, বিচারপতি বিহিত বোধ করিলে প্রার্থকের দাওয়াব দোষগুণের ও সম্পত্তির বিষয়ে প্রার্থকের কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইলে মোক্তারের পরীক্ষা লইতে পারিবেন

মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

প্রার্থনাপত্র মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, এই আইনের বিধানমতে অনুপস্থিত সাক্ষির পরীক্ষা যেরূপে লওয়া যাইতে পারে আদালত বিহিত বোধ করিলে সেইরূপে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রার্থন অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৭ ধারা

(ক) প্রার্থক পাপর নহেন, কিম্বা

(খ) তিনি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণের পূর্ব্ব দুই মাসের মধ্যে প্রতারণাক্রমে কিম্বা এই অধ্যায়মতে উপকার পাইবার আশায় কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

(গ) তাঁহার কথার দ্বারা ঐ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব দেখা যায় না, কিম্বা

(ঘ) প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে অন্য ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়াছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন

যদি আদালত দেখিতে পান যে বাদির নালিস ডিক্রি হওয়া সম্ভব নহে তাহা হইলে পাপর মঞ্জুর হইতে পারে না হুলারি বঃ বলভদাস ই ল রি ১৩ ব ১২৬, কিন্তু দেখ কোক বঃ কোক ই ল রি ৪ ম ৩২৩

যদি দরখাস্তকারির সমস্ত উক্তি বিবেচনা করিয়া আদালত দেখেন যে বাদির দাবি তামাদি দোষযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে পাপর মঞ্জুর হইতে পারে না প্রকাশ ওঝা বঃ দশরথ ২৫ উ রি ৭৪, তদ্রূপ ল বঃ রাজায় ম ই ল রি ৭ আ ৬৬১

অন্য ব্যক্তিকে বাদী কোন অঙ্গীকার দ্বারা মোকদ্দমার ফলভোগী করিতে স্বীকার করা প্রকাশ হইলে পাপর মঞ্জুর হইতে পারে না মনোহর বঃ লক্ষ্ণ ই ল রি ৯ ব ৩৭১

এই ধারা অনুসারে নিম্ন আদালত যে আদেশ দেন তাহা হাইকোর্ট সংশোধন করিতে পারেন মহম্মদ বঃ অযোধ্যা ই ল রি ১০ অ ৪৬৭

প্রার্থকের হীনতার প্রমাণ লওনের দিনের নোটিসের কথা।

৪০৮ ধারা আদালত ৪০৭ ধারায় লিখিত কোন হেতুতে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ না দেখিলে, প্রার্থক আপনার দৈন্যদশার যে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন তাহা লইবার ও তাঁহার দৈন্যদশার অপ্রমাণ করিতে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়, তাহা শুনিবার নিমিত্ত, আদালত দিন নিরূপণ করিয়া ন্যূন কল্পে দশ দিন থাকিতে বিপক্ষ পক্ষকে ও গবর্ণমেণ্টের উকীলকে ঐ দিনের নোটিস দিবেন

শুনিবার সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০৯ ধারা সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাঁহার পর সুবিধামতে ত্বরায় কোন পক্ষ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিলে, আদালত তাঁহাদের পরীক্ষা, ও প্রার্থকের বা তাঁহার মোক্তারের কুটপরীক্ষা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যের মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া লইবেন

আরও ৪০৭ ধারায় বাধাজনক যে যে কথা নির্দ্দিষ্ট হইল, প্রার্থনাপত্র দৃষ্টে ও আদালত এই ধারামতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, সেই সাক্ষ্য দ্বারাই, তন্মধ্যে কোন কথা প্রার্থকের প্রতি বর্ত্তে কি না, এই বিষয়ে উভয় পক্ষ যে তর্ক বিতর্ক করিতে চাহেন, আদালত তাহা শুনিবেন

পরে প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি দিবেন বা নাই দিবেন

এই ধারা অনুসারে আদালত দরখাস্তকারী ও তাহার বিপক্ষের সাক্ষিদিগের জবানবন্দি লইতে বাধ্য একনাথ বিন মাধব ১ ব ১০২

কেবল দরখাস্তকারির যোগ্যহীনত সম্বন্ধে আদালত প্রমাণ লইতে পারেন এমত নহে; ৪০৭ ধারায় অন্যান্য যে সকল বিবরণ উক্ত আছে তৎসম্বন্ধেও আদালত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন গঙ্গা ১৪

যে আদালতের বিচারাধিকার না থাকে সে আদালত পাপর মঞ্জুর করিতে পারেন না। গঙ্গা ১৪ উ রি ২৮১

বিচারাধিকার বিহীন আদালত ভ্রম ক্রমে যদি পাপর মঞ্জুর করেন, এবং যদি সেই অনুমতি অনুসারে বাদী পাপরে নালিশ দায়ের করিবার পরে আদালত আবেদনপত্র উপযুক্ত আদালতে দাখিল জন্য ফেরৎ দেন, তাহা হইলে শেষোক্ত আদালত পূর্ব্বোক্ত আদালতের প্রদত্ত পাপরের অনুমতি দ্বার বাধ্য হন না। পাপর মঞ্জুর করা যাইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে শেষোক্ত আদালতে পুনরায় তদন্ত আবশ্যক খিনার বঃ অর্দ্ধ ৬ অ ২২৫, ই ল রি ■ আ ২৩০

প্রথমোক্ত আদালতে যে সময় মোকদ্দমা দায়ের থাকে সেই সময় বাদী শেষোক্ত আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য তামাদি গণনায় বাদ পায় এ নিষ্পত্তি দেখ।

পাপরে আপীল করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে নিয়মিত কাল গত হওয়ার পরে রীতিমত রসুম দিয়া আপীল দায়ের হইতে পারে না বিশ্বনাথ বঃ জগন্নাথ ই ল রি ১৩ আ ৩০৫

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয়, তাহা জানি তজবিজের দ্বারা সংশোধন হইতে পারে আদর জি বঃ মাণিক ই ল রি ৪ বো ৪১৪

প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১০ ধারা প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে তাহাতে নম্বর দেওয়া যাইবে ও তাহা রেজিষ্টরী করা যাইবে, ও মোকদ্দমার আবেদনপত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে এবং অন্য সকল বিষয়ে ■ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় তাহার কার্য্য চলিবে কেবল বিশেষ এই যে, পরওয়ানা জারী করিবার ফী ছাড়া, কোন দরখাস্ত কি উকীল নিযুক্ত করণ কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য কার্য্য বিষয়ে, বাদির আদালতের কোন ফী লাগিবে না

যত দিন পাপর মঞ্জুর না হয় তত দিন মোকদ্দমা দায়ের হওয়া গণ্য হয় না দ্বারিকানাথ বঃ মাধব রায় ই ল রি ১০ ব ২০৭

তামাদির নিয়ম গণনা সম্বন্ধে পাপরের দরখাস্ত দাখিলের দিবসে মোকদ্দমা দায়ের হওয়া গণ্য হয় তামাদি আইন ■ ধারা

পাপর জিতিলে খরচার কথা।

৪১১ ধারা ঐ মোকদ্দমায় বাদী জিতিলে, পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে, আদালতে তাঁহার যত রসুম দিতে হইত, আদালত ইহার হিসাব করিবেন,

আদালতের ফী আদায় করিবার কথা।

■ সেই টাকা মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের উপর প্রথম দায় হইবে, ও ডিক্রীক্রমে যে পক্ষের সেই ফী দিতে আজ্ঞা হয়, এই আইন অনুসারে মোকদ্দমার খরচা যেরূপে আদায় হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট সেইরূপে ঐ পক্ষের স্থানে ঐ ফী আদায় করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদির প্রতিকূল দাবি থাকিলেও গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার রসুমের দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য হয় বাবকী বঃ আলাহাবাদের কালেক্টর ই ল রি ৯ আ ৬৪

পাপরের মোকদ্দমা তরমিম ডিক্রী হইলে যে পরিমাণ টাকা ডিক্রী হয় কেবল সেই পরিমাণ টাকার জন্য প্রতিবাদী খরচার দায়ী হয় চন্দ্রনাথ বঃ ভারত সচিব ই ল রি ১৪ মা ১৬৩

যোগ্যহীন বাদীর উপরে গবর্ণমেণ্টের দাবী সম্বন্ধে যে কিছু তর্ক উপস্থিত হয় তাহা ২৪৪ ধারা অনুসারে মীমাংসিত হওয়া গণ্য হয় এবং সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে ■ নকী বঃ আলাহাবাদের কালেক্টর ই ল রি ৯ আ ৬৪, ষ্টেট সেক্রেটারী বঃ ভগবতী ই ল রি ১৩ আ ৩২৮।

পাপর না জিতিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪১২ ধারা। বাদী যদি ঐ মোকদ্দমায় না জিতেন, কিম্বা পাপরস্বরূপে তাঁহার মোকদ্দমা করিবার অনুমতি যদি রহিত করা যায়, কিম্বা যদি ৯৭ কি ৯৮ ধারামতে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যায়, তবে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে

আদালতের যে বস্তুম তাঁহার দিতে হইত, আদালত তাঁহাকে কিম্বা ৩২ ধারামতে যাঁহাকে মোকদ্দমার সহবাদী করা যায় তাঁহাকে সেই বস্তুম দিবার আজ্ঞা করিবেন।

ও আদালত সেই মোকদ্দমা তুচ্ছ বা ক্লেশজনকমাত্র জ্ঞান করিলে, বাদীর এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড করিতে পারিবেন

বিচারাধিকারাভাব হেতু আবেদনপত্র বাদীকে প্রত্যর্পিত হইলে এই ধারা অনুসারে বাদীর উপর খরচা দিবার আদেশ হইতে পারে না রত্নগিরির কালেক্টর বঃ জনার্দ্দন ই ল রি ৬ ব ৫২০

বাদী নালিশ উঠাইয়া লইলে তাহার বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে খরচার আদেশ হইতে পারে না ■ নাড়ার কালেক্টর বঃ কৃষ্ণাপ্পা ই ল রি ১৫ ব ৭৫

গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খরচা সম্বন্ধে আদালত কোন আদেশ না দিলে কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে গবর্ণমেণ্ট সেই ডিক্রী সংশোধন জন্য হাইকোর্টে মোসন করিতে পারেন না ভারত সচিব ২ ক ল রি ৫৬১

কিন্তু এই সম্বন্ধে বম্বে হাইকোর্টের বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে কানাড়ার কালেক্টর বঃ কৃষ্ণাপ্পা ই ল রি ১৫ ব ৭৭

পাপরের মোকদ্দমায় প্রতিবাদী জয়লাভ করিলে তাহার প্রাপ্য খরচ সম্বন্ধে এই ধারা প্রয়োগ হইতে পারে না প্রতিবাদির খরচা সম্বন্ধে ২২০ ধারার প্রয়োগ হয় জ্যেঠ মুলচঁাদ বঃ গুলরাজ স্বরূপ ই ল রি ৮ ব ৫৭৭

প্রার্থকে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেওয়াই পশ্চাৎ তাহার সেইরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৪১৩ ধারা প্রার্থকে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থে ৪০৭ ধারামতে অনুমতি না দিবার আজ্ঞা হইলে তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সেই স্বত্ব সম্পর্কে আর সেই প্রকারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না কিন্তু পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্রের প্রতিবাদ করণে গবর্ণমেণ্টের কোন খরচা লাগিলে, প্রার্থক প্রথমে সেই খরচা দিয়া, সেই স্বত্ব সম্পর্কে রীতিমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

পাপরের দরখাস্ত আদম তদ্বির জন্য খারিজ হইলে তৎসম্বন্ধে পুনরায় তজবিজের প্রার্থনা এই ধারানুসারে অচল হইতে পারে না উমাসুন্দরী ■ বে ল রি ২৯

পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করণের কথা।

৪১৪ ধারা প্রতিবাদী কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উকীল এক সপ্তাহ থাকিতে বাদীর নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া আদালতে অনুরোধ করিলে আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ঐ বাদীর পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) মোকদ্দমার চলন সময়ে বাদী বৈরক্তিজনক কি অনুচিত আচরণ করিলে, কিম্বা

(খ) তাঁহার যে সঙ্গতি আছে তদ্বিবেচনায় তাঁহার পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা চালান আর উচিত না হইলে, কিম্বা

(গ) মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়া থাকিলে।

এই ধারা সম্বন্ধে দেখ থাদিজন্নেস ৭ উ রি ৪৮৬

খরচার কথা।

৪১৫ ধারা পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের অনুমতি প্রার্থনা করিবার ও দৈন্যদশার অনুসন্ধান লইবার খরচ মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরা যাইবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা।

৪১৬ ধারা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নামে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থল বিশেষে তাঁহারই নামে উপস্থিত করা যাইবে

ভারতসচিবের নামে নালিশ করিতে হইলে, অথবা ভারতসচিব নিজে যদি কোন নালিশ করেন, তাহাতে তাঁহার নাম এই ধারা ও ৪১৮ ধারা অনুসারে বিবৃত করা আবশ্যক, যদি ভ্রমক্রমে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ নালিশে বাদী ভারতসচিবকে প্রতিবাদী না করিয়া গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন কর্ম্মচারিকে প্রতিবাদী করে, তাহা হইলে আদালত আর্জ্জি সংশোধনপূর্ব্বক ভারতসচিবকে প্রতিবাদী করিবার আদেশ দিতে পারেন নীলকণ্ঠাপ্প বঃ সোলাপুরের মাজিষ্ট্রেট ই ল রি ৬ ব ৬৭০।

ভারত সচিবের নামে নালিশ করিতে হইলে যে আদালতের এলাকা মধ্যে নালিশের কারণ উদ্ভব হয় সেই আদালতে নালিশ করিতে হয় দয়ানারায়ণ বঃ ভারতসচিব ই ল রি ১৪ ক ২৫৬

১৮৭০ সালের ১ আইনের ■ ধারা অনুসারে ভারত সচিবের নামে স্থাবর সম্পত্তি দখলের নালিশ চলে না।

পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধে ভারতসচিবের নামে দেওয়ানী নালিশ চলে না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঃ কামিথ্যা বাইসাহেব ১ প্রি কৌ অ ৩৭৩

নূতন বিজিত দেশে কোন ব্যক্তির জায়গীর বা অন্য কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য ■রত সচিবের নামে দেওয়ানী নালিশ চলে না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঃ সৈয়দ লি ৭ এম আই এ ৫৫৫

কোন দেশ বিজিত হওয়ার পরে সেই দেশের যে সকল প্রজাকে গবর্ণমেণ্ট প্রজা বলিয়া স্বীকার করেন তাহাদিগের জায়গীর বা অন্য সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিলে তাহার সম্বন্ধে দেওয়ানী নালিশ চলে। ফরেষ্টার বঃ ভারত সচিব ২ প্রি কৌ অ ৬৩৮

রাজ্য শাসন ও রক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যাহা করেন তাহার জন্য ভারত সচিবের নামে নালিশ চলে না কিরূপ কার্য্য রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে তৎসম্বন্ধে দেখ। শিবলাল বোড়া বঃ সেখ মহম্মদ ২ প্রি কৌ অ ২৮৩

এই মোকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সল বলেন যে কোন বিদ্রোহী প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ দেন তাহা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কার্য্য সেই সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করিবার জন্য যদি আদেশ দেন তবে তাহাও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি সেই সম্পত্তি বিক্রয় করেন তাহা হইলে ক্রেতার সহিত গবর্ণমেণ্টের যে তর্ক উপস্থিত হয় তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালত বিচার করিতে পারেন ২ প্রি কৌ অ ২৮৩

যদি এক জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য অনেক ব্যক্তি বিরুদ্ধভাবে দাবি করে তাহা হইলে যে ব্যক্তির প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করেন সে গবর্ণমেণ্টের নামে দেওয়ানি নালিশ করিতে পারে মহম্মদ ইস্রেল বঃ ওয়াইজ ২১ উ রি ৩২৭ ফু বে, কৃষ্ণলাল বঃ ভৈরবচন্দ্র ২২ উ রি ৫২ কিন্তু দেখ বুধচন্দ্র বঃ হরিশচন্দ্র ১৭ উ রি ১৪৫

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা

৪১৭ ধারা। যে ব্যক্তিরা স্ব স্ব পদোপলক্ষে কিম্বা প্রকারান্তরে আদালতের কোন কার্য্যসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইবার ও কার্য্য করিবার ও প্রার্থনাপত্র দিবার স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কথা।

৪১৮ ধারা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আবেদনপত্রে বাদির নাম ও বর্ণনা ও নিবাস না লিখিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেব এই মাত্র লিখিলেই চলিবে

গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ কর্ম্মকারকের পরওয়ানা গ্রহণ করিবার কথা।

৪১৯ ধারা কোন আদালত হইতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে পরওয়ানা বাহির হইলে, সেই আদালতের গবর্ণমেণ্টের উকীল অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অপর যে ব্যক্তিকে সেই আদালতের নিমিত্ত পক্ষে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা লইবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্মকারক হইবেন

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের কথা।

৪২০ ধারা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যে দিনে আবেদনপত্রের উত্তর দিবেন, আদালত সেই দিন নিরূপণ করিতে গেলে উপযুক্ত প্রণালীমতে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রয়োজনীয় লিখনপঠন করণের এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি উপদেশ দেওনের উপযুক্ত সময় ধরিয়া ঐ দিন নিরূপণ করিবেন, এবং আপনার বিবেচনামতে সেই সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়ার কথা।

৪২১ ধারা আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পক্ষে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উকীলের সঙ্গে না থাকিলে, আদালত তদ্রূপ ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

রাজকীয় কর্ম্মকারকদের নামে সমন জারী করিবার কথা।

৪২২ ধারা প্রতিবাদী রাজকীয় কার্য্যকারক হইলে, তিনি যে আফিসে কর্ম্ম করেন, সেই আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমন পাঠাইলে তাহা সুবিধামতে জারী হইতে পারিবে আদালতের এমত বোধ হইলে, আদালত প্রতিবাদীকে দিবার জন্য ঐ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন

কোন বিচারক বিচার কার্য্যের উপলক্ষে যে আদেশ দেন অথবা যে কার্য্য করেন তাহার জন্য তাহার নামে দেওয়ানী নালিশ চলে না। ১৮৫০ সালের ১৮ আইন দেখ

বিচারাধিকার না থাকা জানিয়া অথবা বিচারাধিকার না থাকা জানিবার উপায় থাকা সত্ত্বে যদি কোন বিচারক কোন কার্য্য করেন তাহা হইলে তাহার নামে সেই জন্য দেওয়ানী নালিশ চলিতে পারে সামুদ্রিক শুল্কের কালেক্টর বঃ গনিয়াব চিদাম্বরম্ ই ল রি ১ ম ৮৯, তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বঃ হুগলির কালেক্টর ১৫ উ রি ১৫

যে বিষয়ে আদালতের বিচারাধিকার থাকে সেই বিষয়ে আদালত যে আদেশ দেন তাহা ক্রোধ বা কোন মন্দ অভিপ্রায় প্রণোদিত বলিয়া কেহ বিচারকের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে না মেঘরাজ বঃ জাখের হোসেন ই ল রি ১ আ ২৮০, টায়েন বঃ রামলাল ই ল রি ১২ আ ১০৫

কোন বিচারকের নামে নালিশ করিতে হইলে আবেদন পত্রে বলা আবশ্যক (১) যে সেই বিচারক বিচারাধিকার না থাকা সত্বে কার্য্য করিয়াছেন (২) তাঁহার বিচারাধিকার না থাক তিনি জানিতেন অথব তাঁহার জানিবার উপায় ছিল প্রহ্লাদ মহাকুর বঃ ওা ট্র ১০ ব ৩৪৬

কোন বিচারক ক্রোধ বা ঈর্ষ্যা পরবশ হইয় কোন ক র্য্য করিলে ও যদি তিনি তাঁহ [illegible] অধিক রের বহির্ভূত কোন কার্য্য না করেন তাহা হইলে তাঁহার নামে দেওয়ানী নালিশ [illegible] না। গিরিধারিলাল বঃ জগন্নাথ ১০ ব ১৮২

কোন মিউনিসিপাল কমিশনরের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমত থাকিলে তিনি সেই ক্ষমত পরিচ লন করিয়া যে কার্য্য করেন তাহার জন্য দেওয় নী নালিশ চলে ন গাজাদ হাশিম বঃ হুগলির চেয়ারম্যান ১৩ উ রি ৩৪০

জজ মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন কর্ম্মচারী সম্বন্ধে ১৮৫০ সালের ১৮ আ ইন প্রয়োগ হয় ন

কোন দলিল রেজিষ্টরি করিতে রেজিষ্টার অস্বীকার করিলে, সেই দলিল রেজিষ্ট্রীর জন্য ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৭৯ ধ র অনুযায়ী দেওয়ানী নালিশে রেজিষ্টারকে পক্ষ করিতে হয় ন বায়কৃষ্ণ ঘোড়া বঃ চুনিল ল ৫ ক ল রি ১৭২

কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই নিমিত্ত সময় বাড়াইয়া দিবার কথা।

৪২৩ ধারা ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক সমন পাইলে পর আবেদনপত্রের উত্তর দেওনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করিলে, উপযুক্ত প্রণালী-মতে জিজ্ঞাসা করিবার ও তদ্বিষয়ে আজ্ঞা পাইবার জন্যে যতদিন আবশ্যক, সমনের নির্দ্ধারিত সময় তত্দিন বাড়াইয়া দিতে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে আদালত যত দিন আবশ্যক বোধ করেন তত দিন ঐ সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে নোটিস দেওয়ার কথা।

৪২৪ ধারা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে দুই মাস থাকিতে স্থানীয়-গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটরী সাহেবকে কিম্বা জিলার কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাঁহার আফিসে ঐ নালিশের হেতুর ও প্রস্তাবিত বাদির নামের ও বাসস্থানের তিনি প্রতিকারের দাওয়া করেন নোটিস এবং রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদ সম্পর্কে কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার আফিসে সেই মর্ম্মের নোটিস দিতে বা রাখিয়া আসিতে হইবে। নতুবা মোকদ্দম উপস্থিত করা যাইবে না; ও ঐ নোটিস যে দেওয়া বা রাখিয়া আসা গিয়াছে আবেদন পত্রে এই কথা থাকিবে

ভারত সচিবাক ৩২ ধারা অনুসারে পক্ষ করিতে হইলে এই ধারা অনুসারে তাঁহাকে পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত করিতে হয় না বালমুকুন্দ বঃ জীবধন ই ল রি ৯ ক ২৭১

'সরকারি কর্ম্মচারী কাহাকে বলা যায় তৎসম্বন্ধে ২ ধার দেখ এই ধার নুসারে কে ন সরক রি কর্ম্ম-চারীকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিজ্ঞাপন দাতার নাম ধাম লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘারিকানাথ গুপ্ত বঃ কলিকাতার মিউনিসিপালিটি ই ল রি ১৮ ক ৯১

তদ্রূপ মোকদ্দমায় ধৃত করিবার কথা।

৪২৫ ধারা তদ্রূপ মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব অনুমতি লিখিয়া না দিলে, ধৃত করিবার কোন পরওয়ানা বাহির হইবে না

গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিতে স্বীকার করিলে প্রার্থনার কথা।

৪২৬ ধারা গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে উপস্থিত মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করিলে, গবর্ণমেণ্টের উকীল উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে আদালতে প্রার্থনা করিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে আদালত রেজিষ্টরের মধ্যে তাঁহার সেই ক্ষমতার সংক্ষেপ কথা লেখাইয়া রাখিবেন

তদ্রূপ প্রার্থনা না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

বিচার হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদির ধৃত হইতে না পারিবার কথা

৪২৭ ধারা নোটিসে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিবার যে দিন ধার্য্য হয়, গবর্ণমেণ্টের উকীল সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রকারের প্রার্থনা না করিলে, সামান্য দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা চলিবে, কেবল বিশেষ এই যে ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে প্রতিবাদিকে ধৃত কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে না

রাজকীয় কার্য্যকারকদের নিজে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা

৪২৮ ধারা পূর্ব্বোক্তপ্রকারের কার্য্য হেতুক রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, তিনি স্বীয় কর্ম্মে না গেলে রাজকীয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে আদালতের হৃদবোধমতে ইহা জানাইলে, আদালত তাঁহার স্বয়ং না আসিবার অনুমতি দিবেন

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কার্য্য হেতুক রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীমত কার্য্য যে সময়ের মধ্যে সাধন করিতে হইবে ডিক্রীর মধ্যে এমত সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ও সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্যসাধন না হইলে আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন

সেই রিপোর্টের তারিখ অবধি যদি তিন মাস পর্য্যন্ত ডিক্রীমত কার্য্যসাধন না হইয়া থাকে, তবে সেই ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে, নতুবা নয়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্ন দেশীয় ব এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে তাহার কথা।

৪৩০ ধারা ভিন্ন জাতীয় শত্রুগণ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতিক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করিলে তাঁহারা এবং ভিন্নজাতীয় মিত্রগণ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ভিন্নজাতীয় কোন শত্রু উক্ত অনুমতি বিনা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী হইলে, কিম্বা ভিন্ন দেশে বাস করিলে উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা —যে ভিন্নদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রেট ব্রিটন ও আয়রলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত থাকেন সেই ভিন্নদেশবাসী কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন একজন সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে ঐ রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়াদি করিবার লাইসেন্স না পাইয়া ব্যবসায়াদি করিলে এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের কার্য্য পক্ষে তাঁহাকে ভিন্নদেশবাসী ভিন্নজাতীয় শত্রু বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকারী যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা

৪৩১ ধারা। ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার এই এই স্থলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা ;

(ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজ্যাধিকার বলিয়া ঐ রাজ্যাধিকার স্বীকার করিলে, ও

(খ) ভিন্নদেশীয় সেই রাজ্যাধিকারের সরদারের কি প্রজাদের স্বত্ব প্রবল করা ঐ মোকদ্দমার উদ্দেশ্য হইলে

ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কর্তৃক কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে, আদালত বিচারকালে তদ্বিষয়ের মনোযোগ করিবেন

স্বকীয় স্বত্ব শব্দের অর্থ সম্বন্ধে দেখ হাজনমানিক বঃ বড়সিংহ ই ল রি ১১ ক ১৭।

রাজার কি সরদারের মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষমতে নিযুক্ত ব্যক্তির নালিশ করিবার ও উত্তর দিবার কথা।

৪৩২ ধারা স্বাধীন রাজা কি সরদার অধীনতা মানিয়া, কি প্রকারান্তরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইলে, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানেও বাস করিলে, তাঁহার প্রার্থনামতে "অথবা গবর্ণমেণ্টের মতে যে ব্যক্তি ঐ রাজা কি সরদারের পক্ষে কার্য্য করিতে সমর্থ তাহার প্রার্থনামতে" যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে তৎপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত কি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করণার্থে বিশেষমতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে সেই রাজার কি সরদারের পক্ষে উপস্থিত হওনের ও কার্য্য করণের ও প্রার্থনাপত্র দেওনের নিমিত্ত স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারানুসারে নিয়োগ একটি নির্দিষ্ট মোকদ্দমার বা অনেকগুলি নির্দিষ্ট মোকদ্দমার নিমিত্ত অথবা ঐ রাজা বা সরদারের পক্ষে সময়ে সময়ে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা বা যে সকল মোকদ্দমার প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয় সেই সকল মোকদ্দমার নিমিত্ত করা যাইতে পারিবে

যেন সময় এইরূপ মোকদ্দমার পক্ষ এই ভাবে এই ধারানুসারে নিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার ও দরখাস্ত দিবার ও কার্য্য করিবার জন্য লোককে ক্ষমতা প্রদান বা লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন

স্বাধীন রাজা, সরদার, রাজদূত ও রাজ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি দিলে এবং সেই সম্মতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটরি আপন স্বাক্ষরক্রমে সর্টিফিকেট দিলে এইরূপ কোন রাজা বা সরদারের নামে এবং কোন ভিন্ন দেশীয় রাজ্যাধিকারের রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির নামে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, কিন্তু ঐরূপ সম্মতি ব্যতীত পারিবে না।

(২) ঐরূপ সম্মতি একটী নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা বা অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা সম্বন্ধে অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সমস্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং যে আদালতে ঐ রাজার, সরদারের, রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে কোন মোকদ্দমা বা কোন শ্রেণীর মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ সম্মতিতে তাহার নির্দ্দেশ থাকিতে পারিবে কিন্তু—

(ক) যে ব্যক্তি ঐ রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহার নামে যদি তিনি আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকেন, কিম্বা।

(খ) ঐ রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধি যদি স্বয়ং বা অপরের দ্বারা আদালতের এলাকার স্থানীয় সীমার মধ্যে ব্যবসা না চালান, কিম্বা

(গ) যদি ঐ রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধি ঐ সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির দখলে না থাকেন এবং ঐ দখল সম্বন্ধে বা যে টাকার জন্য ঐ সম্পত্তির উপর দায়ী থাকেন সেই টাকা সম্বন্ধে যদি তাঁহার নামে মোকদ্দমা করিতে না হয় তাহা হইলে সম্মতি দেওয়া যাইবে না।

(৩) এইরূপ কোন রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধিকে এই আইনানুসারে ধৃত করা যাইতে পারিবে না এবং উপরোক্তমতে সর্টিফিকেটবিশিষ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে ভিন্ন এইরূপ কোন রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রীজারী করা যাইতে পারিবে না

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তি প্রকরণানুসারে ক্রমান্বয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটরীর প্রতি যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ঐ বিজ্ঞাপনে যে রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির নাম থাকে তাহার সম্বন্ধে সেই সেই কার্য্য করিবার অনুমতি কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে ও সেই গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটরীকে দিতে পারিবেন

(৫) যে ব্যক্তি কোন রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির অধীনে স্থাবর সম্পত্তি রাখেন বা রাখেন বলিয়া দাওয়া করেন তিনি এই ধারার যেরূপ সম্মতির কথা লেখা আছে, সেরূপ সম্মতি ব্যতীত ঐ সম্পত্তির প্রজাস্বরূপ ঐ রাজা, সরদার, রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন

ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরার রাজ বাহাদুরের যে সকল জমিদারি আছে কেবল সেই সম্বন্ধে তাঁহার নামে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত আদালতে নালিশ চলিতে পারে, এবং তিনিও ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত আদালতে বাদী হইয়া নালিশ করিতে পারেন। বীরচন্দ্র বঃ রাজকুমার ই ল রি ৯ ক ৫৩৫; বীরচন্দ্র বঃ ঈশানচন্দ্র ই ল রি ১০ ক ১৩৬, বীরচন্দ্র বঃ ঈশানচন্দ্র ৩ ক ল রি ৫১৭।

স্বাধীন রাজা ও সরদারদিগকে যে নামে মোকদ্দমার পক্ষ করিতে হইবে তাহার কথা

৪৩৪ ধারা কোন স্বাধীন রাজা বা সরদার তাঁহার রাজ্যাধিকারের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তাহার রাজ্যাধিকারের নামে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে

কিন্তু ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তি ধারায় যে সম্মতির কথা আছে তাহা দিবার সময় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি সম্মতি দেন তিনি এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে এইরূপ কোন রাজা বা সরদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এজেণ্টের নামে বা অন্য কোন নামে উপস্থিত করিতে হইবে

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানীর দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠ লিখিবার কথা।

৪৩৫ ধারা সমবায়িত সমাজের মোকদ্দমায়, কিম্বা কোন কোম্পানীর পক্ষে কোন কর্ম্মকারক কি ট্রষ্টি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি থাকিলে সেই মোকদ্দমায় যে আবেদনপত্র দেওয়া যায় ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি অন্য প্রধান কার্য্যকারক মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হন, তিনিই ঐ সমাজের কি কোম্পানির সপক্ষে ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে পারিবেন।

১৮৮২ সালের ৬ আইন দেখ

সমবায়িত বণিক সম্প্রদায়ের নামে নালিশ করিতে হইলে তাহার প্রধান কর্ম্মচারির নামে নালিশ চলে না নবীনচন্দ্র বঃ ষ্টিভেন্সন ১৫ উ রি ৫৩৪

সমবায়িত বণিক সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ম্মচারী নিজে বাদী হইয়া নালিশ করিতে পারে না। ক্যাম্বেল বঃ জ্যাকসন্ ই ল রি ১২ ক ৪১

আইনানুসারে অসমবায়িত বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন নালিশ করিতে হইলে প্রত্যেক অংশাধিকারীর নাম বিবৃত করা আবশ্যক মিরটৈম মুসলমান সভা বঃ বজির ম ই ল রি ৮ অ ২৮৪

সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির নামে সমন দিবার কথা।

৪৩৬ ধারা সমবায়িত সমাজের নামে, কিম্বা যে কোম্পানির পক্ষে কোন কার্য্যকারক কি ট্রষ্টী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত কোম্পানির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে,

(ক) ঐ সমাজের কি কোম্পানির রেজিষ্টরী করা আফিস থাকিলে, সেই আফিসে সমন রাখিয়া গিয়া, কিম্বা

(খ) পত্রে বদ্ধ করিয়া ঐ সমাজের কি কোম্পানির আফিসে (কিম্বা দুই কি তদধিক আফিস থাকিলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রধান আফিসে) ঐ কর্ত্তৃপক্ষের কি ট্রষ্টীর নামে শিরোনামা লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া, কিম্বা

(গ) ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কোন কার্য্যাধ্যক্ষকে কি সেক্রেটারীকে কিম্বা প্রধান অন্য কার্য্যকারককে দিয়া সমন জারী করা যাইতে পারিবে,

এবং ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কিম্বা প্রধান অন্য যে কার্য্যকারক মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, আদালত তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ট্রষ্টীদের ও অছি ও ধনাধ্যক্ষদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

ট্রষ্টী প্রভৃতির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তদ্বিষয়ক মোকদ্দমায় স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধির কথা।

৪৩৭ ধারা ট্রষ্টীর কি অছির কিম্বা ধনাধ্যক্ষের হস্তে যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তৎসম্পর্কীয় সকল মোকদ্দমায় ঐ সম্পত্তিগত লাভজনক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত তৃতীয় ব্যক্তির বিবাদ হইলে, ঐ ট্রষ্টী কি অছি কি ধনাধ্যক্ষ তদ্রূপ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন, ও ঐ ব্যক্তিদিগকে সচরাচর মোকদ্দমার এক পক্ষ করা আবশ্যক হইবে না কিন্তু আদালত বিহিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিদিগকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিদিগকে এক পক্ষ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

এক্সিকিউটারের নালিশ করিবার অধিকার সম্বন্ধে হিন্দু আইনের পুস্তক দেখ শ্রীমতী দাসী বঃ তারাচরণ কুণ্ডু ৩ উ রি ৭ মে। আর দেখ ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৮৯ ধারা।

অছিদের ও ধনাধ্যক্ষদের সংযোগের কথা।

৪৩৮ ধারা। অছি বা ধনাধ্যক্ষ অনেক জন থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও তাঁহাদের সকলকে ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যাইবে

কিন্তু যে অছিরা চরম পত্রলেখকের উইলের প্রমাণ করেন নাই তাঁহাদিগকে ও আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানের অছিদিগকে ও ধনাধ্যক্ষদিগকে একপক্ষ করণের প্রয়োজন নাই।

বিবাহিতা স্ত্রী অছি হইলে তাঁহার সঙ্গে স্বামিকে সংযোগ না করিবার কথা।

৪৩৯ ধারা ধনাধ্যক্ষ বা অছিস্বরূপ যে বিবাহিতা স্ত্রীলোক যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, আদালতের আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার স্বামী ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ হইবেন না

একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

আসন্ন বন্ধুদ্বারা নাবালগের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

৪৪০ ধারা। নাবালগের প্রত্যেক মোকদ্দমা তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে সেই মোকদ্দমায় ঐ ব্যক্তিকে নাবালগের আসন্ন বন্ধু বলা যাইবে

খরচার কথা।

ও বাদী হওয়ার ন্যায় তাঁহার প্রতি মোকদ্দমার কোন খরচা দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

“নাবালগের অভিভাবক নিযুক্ত বা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নাবালগের এমন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত বা ব্যক্ত কোন অভিভাবক থাকিলে সেই অভিভাবক হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তি দ্বারা নাবালগের পক্ষে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা সম্বন্ধে সেই অভিভাবককে নুটিস দিবার পর এবং সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করা সম্বন্ধে তিনি যে আপত্তি করিতে ইচ্ছা করেন, সেই আপত্তি শুনিবার পর আদালতের প্রদত্ত অনুমতি ব্যতিরেকে সেই অভিভাবক হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তি দ্বারা নাবালগের পক্ষে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইবে না এবং আদালতের যদি এরূপ মত না হয় যে যে ব্যক্তি নাবালগের উদ্দেশে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, তাঁহাকে ঐরূপ করিবার অনুমতি দিলে নাবালগের মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে আদালত ঐরূপ অনুমতি প্রদান করিবেন না।”

এই সম্বন্ধে দেখ, ১৮৯০ সালের ৮ আইন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক কাহাকে বলা যায়, তাহার সম্বন্ধে ১৮৭৫ সালের [illegible] আইন দেখ সচরাচর বিবাহ [illegible] গ্রহণ আদি ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ের জন্য অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে প্রাপ্তবয়স্ক হয় কিন্তু যাহাদের শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার্থ কোন আদালত কর্তৃক অভিভাবক নিযুক্ত হয়, অথবা কোর্ট অফ ওয়ার্ডস [illegible] সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন, সেই সকল নাবালগদিগের ২১ বর্ষ পূর্ণ হইলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়; এই [illegible] অনুসারে নাবালগের পক্ষে কেবল কোন মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত হইলে সে [illegible] অষ্টাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অথবা ১৮৯০ সালের ৮ আইন অনুসারে কোন নাবালগের সম্বন্ধে অভিভাবক নিযুক্ত হইবার আদেশ হইলে যদিও সেই আদেশ অনুসারে নাবালগের অষ্টাদশবর্ষ পূর্ণ হইবার [illegible] সার্টিফিকেট বাহির না হয়, তাহা হইলেও তাহার একবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পরে পূর্ণবয়স্ক হয় [illegible] [illegible] বঃ [illegible] ই ল রি ১৭ ক ৩৮৭ প্রি কৌ

ভারতবর্ষে যাহারা চিরস্থায়ীরূপে বাস করে, তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই ১৮৭৫ সালের [illegible] আইনের প্রয়োগ হয় কিন্তু ইংলণ্ডে যাহাদিগের স্থায়ী বাস, তাহারা কিছুকালের জন্য এতদ্দেশে থাকিলেও তাহাদের ২১ একুশ বৎসরের পূর্ব্বে [illegible] প্রাপ্তবয়স্ক হয় না রোহিলখণ্ড ব্যাঙ্ক বঃ রো ই ল রি ৭ অা ৪৯০, ৪৯৬।

কোন্ ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক কি না এই তর্ক উত্থাপিত হইলে তাহাকে আদালতের সমক্ষে উপস্থিত করাইয়া আদালত তাহাকে দেখিতে পারেন। ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বঃ রামেশ্বর উ রি ১৮৬৪ ৩০৪, কালি [illegible] বঃ শ্রীর [illegible] রি ১৮৬৪, ৩৬৬

কোর্ট অফ ওয়ার্ডের পক্ষে কোন ডেপুটী কমিশ্যনার নালিশ দায়ের করিবার অনুমতি দিয়া স্বয়ং সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না। বিক্রমজিত সম্ম বঃ কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ২১ উ রি ৩১২

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক স্বয়ং নালিশ করিতে পারে না; এবং তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে ৪৪৩ ধারা অনুসারে অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের বিরুদ্ধে নালিশের কারণ থাক স্থলে যদি তাহার অভিভাবকের বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়, এবং যদি সেই মোকদ্দমা ডিক্রী হয়, তাহা হইলে সেই ডিক্রী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের বিরুদ্ধে জারী হইতে পারে। ঈশানচন্দ্র মিত্র বঃ বক্স আলা সওদাগর Marsh ৬১৪, ধারভাঙ্গা অধিপতির ম্যানেজার বঃ রমাপতি সিং ২ প্রি কৌ জ ৫৭৯, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী বঃ জগৎচন্দ্র দেব ই ল রি ১৪ ক ২০৪, হরি বঃ নারায়ণ ই ল রি ১২ ব ৪২৭, কুনহাম্মদ বঃ কুট্টি ই ল রি ১২ মা ৯০

যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের অভিভাবক নিম্ন আদালতে সমস্ত অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক বাদী হইয়া ডিক্রি পায় তাহা হইলে সেই ডিক্রি আপিলে রহিত হইতে পারে না। গুণমণি বঃ রামকমল ১৭ উ রি ১৪৪

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক স্বয়ং নালিশ করিলে মোকদ্দমা দায়ের থাকার সময় প্রতিবাদির আপত্তি অনুসারে নম্বর খারিজ হয়। ৪৪২ ধারা দেখ

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের পক্ষে যে মোকদ্দমা চালাইতে সম্মত নহে, তাহাকে ন্যাসম বন্ধু করা যায় না। ৭২ ধারা দেখ।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের পক্ষে তাহার অভিভাবক নালিশ করিলে যে ডিক্রী হয় তাহার বিরুদ্ধে কেবল অভিভাবককে রেস্পণ্ডেণ্ট করিয়া আপীল চলে না; এবং যদি প্রথম আপীল আদালত ভ্রমক্রমে কেবল অভিভাবক রেস্পণ্ডেণ্ট থাক স্থলে আপীল ডিক্রী করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় আপীলে হাইকোর্ট প্রথম আপীল আদালতের নিষ্পত্তি রহিত করিতে পারেন। স্তবত মিণী দেবী বঃ শ্রীরাম পাল ই ল রি ৯ ক ৬২৯।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের পক্ষে নালিশ করিতে হইলে তাহার নাম ধাম বর্ণন করিয়া অভিভাবকের নাম ধাম বর্ণনা করা উচিত। মোকদ্দমায় অভিভাবকের নিজের যদি কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে,—

"অমুক স্বয়ং ও অলি অছি জানুবে অমুক"

এইরূপে বাদীগণের নাম বর্ণিত করা উচিত নহে। কিন্তু নিম্ন আদালতে ডিক্রি হওয়ার পরে ঐ হেতুবাদে আপীল আদালত সেই ডিক্রী রহিত করিতে পারেন না। আলীমবক্স বঃ খালোবিবি ই ল রি ১২ ক ৪৮

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন জারী থাক সময়ে নাবালকের পক্ষে নালিশ করিতে হইলে উক্ত আইন অনুসারে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত অভিভাবক, অথবা আদালতের অনুমতি প্রাপ্ত অভিভাবক নালিশ করিতে পারিতেন। অভিভাবক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত না হইলে নালিশের পূর্ব্বে অনুমতি লওয়া আবশ্যক হইত। রসিকলাল বঃ প্রিয়নাথ ই ল রি ১০ ক ১০২, দুর্গাচরণ বঃ নীলমণি ই ল রি ১ ক ১৩৫

পরন্ত অভিভাবকের সার্টিফিকেট না থাক স্থলে লিখিত অনুমতি প্রয়োজন হইত না। দুর্গা বঃ নীলমণি ই ল রি ১০ ক ১৩৫, নিওয়াজ বঃ মজহর আলী ই ল রি ১২ ক ১৩১

বর্ত্তমান ১৮৯০ সালের ৮ আইন অনুসারে অভিভাবকের সার্টিফিকেট না থাকা স্থলে নালিশের পূর্ব্বে অনুমতি লওয়া আবশ্যক হয় না।

সার্টিফিকেট প্রাপ্ত অভিভাবক থাকা স্থলে যদি অন্য কেহ অভিভাবক হইয়া নালিশ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে নালিশের পূর্ব্বে অনুমতি লওয়া আবশ্যক।

নাবালিগের অভিভাবক যে নালিশ দায়ের করে তাহা ডিসমিস হইলেও আদালত যদি দেখেন যে সেই নালিশ সরলভাবে নাবালগের হিতার্থে দায়ের হইয়াছিল, তাহা হইলে নাবালগের বিরুদ্ধে আদালত

খরচা দিতে পারেন। গিরিবালাদেবী বঃ চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় ই ল রি ১১ ক ২১৭; দেবকি বাই বঃ জেগার-সান ই ল রি ১০ ব ২৪৮।

নাবালগের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হয় তাহাতে সে প্রাপ্তবয়সে বাধ্য হইতে পারে মধুসূদন সিং বঃ রাজ পৃথ্বিবল্লভ পাল ১৬ উ রি ২৩১

নাবালকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়িক যে ডিক্রি হয় তাহা রহিত হইতে পারে না; কিন্তু যদি তাহার মূলে কোন সম্পত্তি অন্য্যরূপে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে সেই বিক্রয় রহিত জন্য নালিশ করিতে পারে তামাদি আইন ৭ ধারা ও দ্বিতীয় তারণির ১২ প্রকরণ দেখ; আরও দেখ মঙ্গলিরাম বঃ গুরুসহায় ই ল রি ১৭ ক ৩৪৭, ৩৫৮

নাবালকের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনমূলক ডিক্রী হইলে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রবঞ্চনার বিষয় জ্ঞাত হওয়ার পরে তিন বৎসরের মধ্যে সেই ডিক্রী রহিত জন্য নালিশ করিতে পারে; তামাদি আইন ৯৫ প্র

নাবালকের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হয় তাহা যদি আদৌ অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে সেই ডিক্রী রহিতের নালিশ না করিয়া বিক্রীত সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তপূর্ব্বক দখল পাইবার নালিশ করিতে পারে নাবালকের নামে যে ডিক্রী হয়, তাহা সে প্রবঞ্চনা ভিন্ন অন্য কোন হেতুবাদে রহিত করাইতে পারে না মথুরদয়াল বঃ ভিকালাল ই ল রি ১২ ক ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ

নাবালকের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হইলে সে সেই ডিক্রী প্রথম জারি হওয়ার দিবস হইতে ৩০ দিবসের মধ্যে রহিত জন্য প্রার্থনা করিতে পারে সেই সময়ে সে নাবালক থাকিলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে ৩০ দিবসের মধ্যে প্রার্থনা করিতে পারে ঐ নিষ্পত্তি দেখ তামাদি আইন ৭ ধারা ও ১৬৪ প্র দেখ।

আসন্ন বন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের প্রার্থনাপত্র দিতে হইবার কথা।

৪৪১ ধারা। আদালতে নাবালগের পক্ষে (৪৪৯ ধারামত প্রার্থনাপত্র ভিন্ন) যে যে প্রার্থনা করা যায়, তাঁহার আসন্ন বন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের সেই সেই প্রার্থনা করিতে হইবে

আসন্ন বন্ধু ছাড়া আবেদন উপস্থিত করা গেলে নথী হইতে উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৪২ ধারা আসন্নবন্ধু বিনা নাবালগের দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, প্রতিবাদী সেই আবেদনপত্র নথী হইতে উঠাইয়া দিবার এবং উকীলের ফি অন্য

খরচার কথা।

যে ব্যক্তি ঐ আবেদনপত্র উপস্থিত করেন তাঁহারই প্রতি খরচা দিবার আজ্ঞা[illegible] প্রার্থনা করিতে পারিবেন। প্রতিবাদী ঐ ব্যক্তিকে সেই প্রার্থনাপত্রের নোটিস দিবেন, ও তিনি আপত্তি করিলে আদালত তাঁহার আপত্তি শুনিয়া তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

বাদী অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা তর্ক না থাকিলে এই ধারা অনুসারে প্রতিবাদী মকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করিতে পারে। বাদী অপ্রাপ্ত বয়স্ক কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে আদালত তদ্বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন; এবং যদি আদালতের ধারণা হয় যে বাদী অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাহা হইলে তাহার প্রত্যাসন্ন বন্ধুকে তাহার পক্ষে তাহার মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে পারেন রূপবাই বঃ চরিলদাস ই ল রি ১৬ ব ৭

বাদী প্রাপ্ত বয়স্ক কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা এই ধারা অনুসারে হওয়া বলিয়া গণ্য হয় না; এবং তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে বেণীরাম ভট্ট বঃ রামলাল মুখর্জি ই ল রি ১৩ ক ১৮৯।

নাবালকের পক্ষে যে আবেদনপত্র দাখিল করে সে খরচার দায়িক হয়। সোফি বেওয়া বঃ মনোরমা ১৬ ক ল রি ৯৫

[বিন হিত স্ত্রীলোক অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] ইং লা রি ১৭ ক ৪৮৮

আসন্ন বন্ধুকে অবসর করিবার কথা

৪৪৬ ধারা　নাবালগের আসন্ন বন্ধুর স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ হইলে, অথবা যে প্রতিবাদীর স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ আছে তাহার সঙ্গে ঐ বন্ধুর যদ্রূপ সম্পর্ক থাকে তদ্দেতুক তাঁহারই দ্বারা ঐ নাবালগের স্বার্থ উপযুক্তমতে রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইলে, কিম্বা তিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে কিম্বা ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিতে গেলে, এই এই কারণে কিম্বা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে ঐ নাবালগের সপক্ষে কিম্বা প্রতিবাদীর দ্বারা ঐ বন্ধুকে অবসর করণের প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে ও যে কারণ ব্যক্ত হয় আদালত তাহা যথোচিতমতে প্রচুর জ্ঞান করিলে তদনুসারে আসন্ন বন্ধুর অবসর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

"আসন্ন বন্ধু যদি এতৎপক্ষে সক্ষম কোন কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বা ব্যক্ত অভিভাবক না হন এবং এইরূপে নিযুক্ত বা ব্যক্ত অভিভাবক যিনি স্বয়ং আসন্ন বন্ধুর স্থানে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যদি দরখাস্ত করেন তাহা হইলে আদালত কর্ত্তৃক যে হেতু লিপিবদ্ধ হইবে, সেই হেতুতে আদালত যদি এরূপ বিবেচনা না করেন যে অভিভাবককে নাবালগের আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করা উচিত নয় তাহা হইলে আদালত ত্বংসঃ বন্ধুকে অপসারিত করিবেন"

আসন্ন বন্ধুর কর্ম্ম ত্যাগ করণের কথা

৪৪৭ ধারা।　আদালত অন্য আজ্ঞা না করিলে, আসন্ন বন্ধু আপনার স্থানে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে না রাখিয়া ও মোকদ্দমায় তৎপূর্ব্বে যত টাকা খরচ লাগিয়াছে তাহার জামিন না দিয়া, আপনার প্রার্থনামতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না।

নূতন আসন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনার কথা

নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা হইলে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয় তিনি উপযুক্ত ও নাবালগের বিপক্ষে তাহার কোন স্বার্থ নাই এই মর্ম্মের আফিডেবিট দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতা করিতে হইবে

আসন্ন বন্ধু মরিলে কি অবসর হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত থাকার কথা।

৪৪৮ ধারা　নাবালগের আসন্ন বন্ধুর মৃত্যু হইলে কিম্বা তাঁহাকে অবসর করা গেলে তাঁহার স্থানে আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত না হওন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কার্য্য স্থগিত থাকিবে

নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিবার কথা।

৪৪৯ ধারা।　ঐ নাবালগের উকীল যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করাইতে উদ্যোগ না করিলে, নাবালগের পক্ষে কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ে যাঁহার স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আদালতে বন্ধুর নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও আদালত যাঁহাকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাদী কিম্বা প্রার্থক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা।　অপ্রাপ্ত ব্যবহার বাদী, কিম্বা মোকদ্দমার এক পক্ষ নহেন এমত যে নাবালগের পক্ষে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত থাকে তিনি, সেই মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র ঘটিত কার্য্য চালাইবেন কি না বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার এই কথা স্থির করিতে হইবে

চালাইতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা

৪৫১ ধারা চালাইতে স্থির করিলে, তিনি আসন্ন বন্ধুকে মুক্ত করিবার ও আপনার নামে কার্য্য চালাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন

তদ্রূপ স্থলে মোকদ্দমার কি প্রার্থনাপত্রের নাম এ প্রকারে সংশোধন করা যাইবে যেন সেই অবধি এইরূপ পাঠ করা যায়

আসন্ন বন্ধু শ্রীঅমুকের দ্বারা ভূতপূর্ব্ব নাবালগ কিন্তু এইক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রীঅমুক

ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা

৪৫২ ধারা মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তিনি একক বাদী কিম্বা একাই প্রার্থক হইলে,

খরচার কথা

প্রতিবাদী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের যত খরচা হইয়াছে কিম্বা তাঁহার আসন্ন বন্ধু যত টাকা খরচা করিয়াছেন তাহা ফিরিয়া দিলে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন

৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত প্রার্থনাপত্র করণ ও প্রমাণ করণের কথা।

৪৫৩ ধারা ৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত ঐ প্রার্থনা এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে করা যাইতে পারিবে ও যিনি নাবালগ ছিলেন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন আফিডেবিটক্রমে ইহার প্রমাণ করিতে হইবে

নাবালগ সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৪ ধারা নাবালগ সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছুক হইলে, সহবাদী বলিয়া আপনার নাম উঠাইয়া দেওনার্থে তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে ও আদালত সেই ব্যক্তির এক পক্ষ হইয়া থাকা আবশ্যক নাই নির্ণয় করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিবেন

যেমন প্রতিবাদির নামে, তেমনি আসন্ন বন্ধুরও নামে ঐ প্রার্থনাপত্রের নোটিস দেওয়া যাইবে এবং যিনি নাবালগ ছিলেন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন আফিডেবিটের দ্বারা ইহার প্রমাণ করিতে হইবে

খরচের কথা।

আদালত ঐ প্রার্থনাপত্র সম্পর্কীয় সকল পক্ষের খরচ এবং সেই কাল পর্য্যন্ত উক্ত মোকদ্দমায় আনুষ্ঠানিক সকল কি কোন কার্য্যের খরচ যাঁহাদের দিবার আজ্ঞা তাঁহাদের দিতে হইবে

ঐ মোকদ্দমায় ভূতপূর্ব্ব নাবালগের এক পক্ষ হইয়া থাকা আবশ্যক হইলে, আদালত তাহাকে প্রতিবাদী করার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৫ ধারা আসন্ন বন্ধু নাবালগের নাম ধরিয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহা অসঙ্গত কি অনুচিত ঐ নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে পারিলে, তিনি একা বাদী হইলে সেই মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির নামে ঐ প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দেওয়া যাইবে। এবং আদালত ঐ মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত বলিয়া স্বদ্বোধমতে জানিবে,

খরচের কথা

সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া আদালত প্রার্থনাপত্র সম্পর্কীয় সকল পক্ষের খরচ ও মোকদ্দমার যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবার দরখাস্তের কথা।

৪৫৬ ধারা নাবালগের নামে কি পক্ষে বিস্তর বাদী প্রার্থনাপত্র দিলে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারিবে সেই মোকদ্দমার যে যে বিষয়ের সম্পর্ক থাকে সেই সেই বিষয়ে নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে প্রস্তাবিত অভিভাবকের কোন স্বার্থ নাই ও তিনি তৎপদে নিযুক্ত হওনের উপযুক্ত বা এই কথা সত্যাকরণার্থে ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় অ্যাফিডেবিট দিতে হইবে

মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকরূপে কার্য্য করিতে অভিলাষী এরূপ অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি না থাকিলে, আদালত আপনার কোন কার্য্যকারককে তদ্রূপ অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে ঐ কার্য্যকারকের উক্ত নাবালগের বিরুদ্ধে কোন স্বার্থ না থাকে

মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক কে হইতে পারেন ইহার কথা।

৪৫৭ ধারা সহপ্রতিবাদী সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে তাঁহার কোন স্বার্থ না থাকিলে তিনি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক বলিয়া নিযুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু বাদী কিম্বা কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না

অভিভাবক কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবার কথা

৪৫৮ ধারা অপ্রাপ্ত ব্যবহার প্রতিবাদীর মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণ প্রকাশ করা গেলে, আদালত তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবেন,

খরচার কথা

ও তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণ দ্বারা কোন পক্ষের যত খরচা লাগে তাঁহার ঐ খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে অভিভাবক মরিলে নূতন অভিভাবক নিযুক্ত করিবার কথা

৪৫৯ ধারা। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক মরিলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা অবসর করা গেলে, আদালত তাঁহার স্থানে নূতন অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন

মৃত খাতকের নাবালগ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের কথা।

৪৬০ ধারা মৃত এক পক্ষের অপ্রাপ্ত ব্যবহার উত্তরাধিকারির কিম্বা স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী পবল করিবার প্রার্থনা হইলে, আদালত ঐ নাবালগের মোকদ্দমা সম্পর্কীয়

অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন ও ডিক্রীদার ঐ অভিভাবকের নামে সেই প্রার্থনা হওয়ার নোটিস জারী করিবেন

আসন্নবন্ধু বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক কর্ত্তৃক ডিক্রী অনুসারে নাবালগের জন্য সম্পত্তি গ্রহণের কথা।

"৪৬১ ধারা (১) কোন আসন্ন বন্ধু বা মোকদ্দমার নিমিত্ত অভিভাবক আদালতের অনুমতি ব্যতীত—

(ক) ডিক্রী বা হুকুমের পূর্ব্বে আপোষ সূত্রেই কি অার—

(খ) কোন নাবালগের পক্ষে কোন ডিক্রী বা হুকুম অনুসারেই কি—

কোন নাবালগের পক্ষে কোন টাকা বা অপর অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন না

(২) যে স্থলে উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আসন্নবন্ধু বা মোকদ্দমার নিমিত্ত অভিভাবককে নাবালগের সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত বা ব্যক্ত করা হয় নাই অথবা আসন্ন বন্ধু বা মোকদ্দমার নিমিত্ত অভিভাবক ঐরূপে নিযুক্ত বা ব্যক্ত হইয়া টাকা বা অপর অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ সম্বন্ধে এমন কোন অযোগ্যতার অধীন থাকেন, যাহা আদালত জানেন সে স্থলে আদালত যদি তাঁহাকে সম্পত্তি গ্রহণ করিবার অনুমতি দেন, তাহা হইলে আদালতের মতে যেরূপ সিকিউরিটি লইলে ও যেরূপ আদেশ দিলে সম্পত্তিটি অপচয় হইতে যথেষ্টরূপে রক্ষিত হইবে এবং উহার যথোপযুক্ত নিয়োগ সুনিশ্চিত হইবে, আদালত সেইরূপ সিকিউরিটি চাহিবেন এবং সেইরূপ আদেশ দিবেন "

আদালতের অনুমতি বিনা আসন্ন বন্ধুর কি মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের রাজীনামা না করিবার কথা।

৪৬২ ধারা আসন্ন বন্ধু কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক যে মোকদ্দমায় আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবকস্বরূপ কর্ম্ম করেন আদালতের অনুমতি না পাইলে তিনি নাবালগের সপক্ষে সেই মোকদ্দমা লক্ষ্য করিয়া কোন একরারনামা কি রাজীনামা করিবেন না।

অনুমতি না পাইলে রাজীনামা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

আদালতের অনুমতি বিনা উক্ত প্রকারের কোন একরারনামা কি রাজীনামা করা গেলেও, নাবালগ ভিন্ন অন্য সকল পক্ষের বিরুদ্ধে তাহা ব্যর্থ হইতে পারিবে

উকিলের পরামর্শমতে নাবালকের অভিভাবক যদি কোন আপত্তি উঠাইয়া লয় তজ্জন্য আদালতের অনুমতি আবশ্যক হয় না মিবালি বঃ রমুভাই ই ল রি ১৫ ব ৫৯৪

আদালতের অনুমতি না লইয়া নাবালক প্রতিবাদীর অভিভাবক যদি স্বীকার করে যে বাদী শপথ করিয়া যাহ বলিবে তাহাতে সে বাধ্য হইবে তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার অসিদ্ধ হয় না চেঙ্গল বঃ লেক্ষাঠ ই ল রি ১২ মা ৪৮৩

নাবালকের পক্ষে মোকদ্দমা রফা করিতে হইলে আদালতের স্পষ্ট অনুমতি আবশ্যক শরৎচন্দ্র ঘোষ বঃ কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র ই ল রি ৯ ক ৮১০

আপোস রফার দ্বারায় নাবালকের উপকার হইবে এমত না জানিয়া আদালত তাহার মূলে ডিক্রী দিতে পারেন না রামচরণ রাহা বঃ মঙ্গল সরকার ১৬ উ বি ২২২

যদি মোকদ্দমা স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হয়, এবং যদি নাবালকের অভিভাবক ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সার্টিফিকেট দাতা জজের অনুমতি ভিন্ন আপোস রফা হইতে পারে না শিবনন্দন সিং বঃ কাহাসা কুমার ৬ আ ১৭৯

নাবালকের অভিভাবক কোন মোকদ্দমা অন্যায়মতে আপোসে রফা করিলে, অন্য কোন ব্যক্তি নাবালকের প্রত্যাসন্ন বন্ধু হইয়া সেই রফা রহিতের নালিশ করিতে পারে বিবি সলোমিন বঃ আবদুল আজিম ই ল রি ৬ ক ৬৮৭

নাবালক প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রী রহিত জন্য ছানি বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে দেবীদত্ত সাহু বঃ সুভদ্রা দেবী ২৫ উ রি ৪৪১ কামিনী বঃ বহিকভাই ই ল বি ১৩ ব ১৩৭

শেষোক্ত মোকদ্দমায় অবধারিত হইয়াছে যে অভিভাবকের অতর্কতা হেতু যদি নাবালকের বিরুদ্ধে ডিক্রি হয় এবং যদি সেই ডিক্রি সম্বন্ধে অন্য তঞ্চকতা দোষ না থাকে, তাহা হইলে সেই ডিক্রি কেবল নালিসের দ্বারা রহিত হইতে পারে

যে স্থলে ছানি বিচারের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নহে সে স্থলে নাবালক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে তাহার অভিভাবককে অন্যতম প্রতিবাদী করিয়া পৃথক নালিশ করিতে পারে। দেবীদত্ত সাহু বঃ সুভদ্রা দেবী ২৫ উ রি ৪৪৯

আপোষ রফার মূলে নাবালকের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পরে আদালত মঞ্জুর করিলে সেই নিষ্পত্তি আইনসিদ্ধ বটে কি না তাহার বিচার হইতে পারে না ... ই ল রি ১২ ক ৫০৩।

আদালত অবস্থা না জানিয়া প্রতারিত হইয়া যদি আপোষ রফায় অনুমতি দেন তাহা হইলে যে ডিক্রী প্রদত্ত হয় তাহা বাহাল থাকিতে পারে না বিবি সালেহন বঃ আবদুল আজিজ ই ল রি ৬ ক ৬৮৭

নাবালকের স্বার্থের বিরুদ্ধে আপোষ ডিক্রী হইলে তাহা একবারেই অসিদ্ধ গণ্য হয় না তবে নাবালক সেই ডিক্রী রহিত জন্য ছানি বিচারের প্রার্থনা বা নূতন নালিশ করিতে পারে হেমন্তকুমারী দেবী বঃ ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় ই ল রি ১৭ ক ৮৭৫ প্রি কৌ

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের প্রতি ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবার কথা।

৪৬৩ ধারা। ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইন মতে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে যাঁহাদিগকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া নির্ণয় করা যায়, ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত সকল ধারার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহাদের প্রতি সেই সেই ধারার বিধান খাটিবে

১৮৫৮ সালের ৩৫ আইন অনুসারে যে উন্মাদ বলিয়া অবধারিত না হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় না এবং সে স্বয়ং অথবা উকিলের দ্বারা মোকদ্দমা চালাইতে পারে উমাসুন্দরী দাসী বঃ রামজি হালদার ই ল রি ৭ ক ২৪২

স্বাধীনরাজ ও সরদার ও আদালতের অভিভাবকত্বাধীন ব্যক্তিদিগের কথা।

"৪৬৪ ধারা এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তাহা যে স্বাধীন রাজা বা সরদার আপন রাজ্যাধিকারের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন বা যাহার বিরুদ্ধে সেই রাজ্যাধিকারের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেবের বা কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে যাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কোন এজেণ্টের নামে বা অন্য কোন নামে উপস্থিত করা হয় তাঁহার প্রতি খাটিবে না, অথবা তাহার এরূপ কোন অর্থ করা যাইবে না যে, তদ্দ্বারা নাবালগদিগের দ্বারা বা বিরুদ্ধে কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তি বা অপর অসুস্থমনা ব্যক্তিদিগের দ্বারা বা বিরুদ্ধে মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন স্থানীয় আইনের বিধানের ব্যতিক্রম বা কোন রকমে অপকর্ষ ঘটিবে"

কোর্ট অব ওয়ার্ড সম্বন্ধে দেখ, বিশ্বেশ্বর রায় বঃ শশীশেখরেশ্বর রায় ই ল রি ১৭ ক ৬৮৮, ভুপেন্দ্র নারায়ণ বঃ বরদা প্রসাদ ই ল বি ১৮ ক ৫০০

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

সেনাপতিরা কি সৈনিকেরা ছুটি পাইতে না পারিলে আপনাদের নিমিত্ত বাদ প্রতিবাদ করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৪৬৫ ধারা গবর্ণমেণ্টের সৈনিক পদে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকারী কোন সেনাপতি কি সৈনিক মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, ও আপনি মোকদ্দমার বাদ প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে না পারিলে, আপনার পক্ষে বাদ কি প্রতিবাদ করণার্থে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন

সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ; এবং ঐ সেনাপতি কি সৈনিক (ক) সৈন্যাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ, কিম্বা সেই অধ্যক্ষই বাদী কি প্রতিবাদী হইলে তাঁহার অব্যবহিত অধীন সেনাপতির সাক্ষাৎ কিম্বা (খ) ঐ সেনাপতি কি সৈনিক সৈন্যসংক্রান্ত ষ্টাফ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে যে আফিসে কর্ম্ম করেন তাহার প্রধান কিম্বা উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ, ঐ ক্ষমতাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক ঐ ক্ষমতা-পত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে

তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে, ঐ ক্ষমতাপত্র উপযুক্তমতে সম্পাদন হইয়াছে, এবং যে সেনাপতি কি সৈনিক তাহা দিলেন তিনি আপনি ঐ মোকদ্দমায় বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে পারিলেন না, ঐ ক্রোড় স্বাক্ষরই ইহার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

ব্যাখ্যা —উক্ত সেনাপতি কি সৈনিক যে পল্টনে কি দলে কি ডিটাচমেণ্টে কি ডিপোতে থাকেন, যে সেনাপতি যৎকালে প্রকৃতরূপে সেই পল্টন প্রভৃতির অধ্যক্ষতা করেন, এই অধ্যায়ে "সৈন্যাধ্যক্ষ' শব্দে সেই সেনাপতিকে জানিতে হইবে

সৈনিক কর্ম্মচারির বিরুদ্ধ নালিশের বিচারাধিক র স্বন্ধে দেখ মহম্মদ সাহেব বঃ অ গ্রাস ই ল রি ১০ মা ৩১৯

পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

৪৬৬ ধারা সেনাপতি কি সৈনিক যে ব্যক্তিকে আপনার পরিবর্ত্তে মোকদ্দমার বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, ঐ সেনাপতি কি সৈনিক উপস্থিত হইলে যে প্রকারে করিতে পারিতেন ঐ ব্যক্তিও সেই প্রকারে মোকদ্দমায় স্বয়ং বাদ কি প্রতিবাদ করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সৈনিকের পক্ষে মোকদ্দমায় বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন

তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কি তাঁহার উকীলের উপর পরওয়ানা প্রভৃতি জারী হইলে উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা কোন ব্যক্তি ৪৬৫ ধারামতে কোন সেনাপতির কি সৈনিকের স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সৈনিকের নিমিত্ত কি তৎপক্ষে

ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত মতে নিযুক্ত কোন উকীলকে যে পরওয়ানা দেওয়া যায়, তাহা নিজ সেই পক্ষকে কিম্বা তাহার উকীলকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে।

সেনাপতি ও সৈনিকদিগকে পরওয়ানা দিবার কথা।

৪৬৮ ধারা সেনাপতি কি সৈনিক প্রতিবাদী হইলে, আদালত তাঁহার নামে জারী করিবার জন্যে তাঁহার দলের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন

যে সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট নকল পাঠান যায় তিনি যাঁহার নামে সমন লেখা গেল সাধ্যমতে তাঁহাকে দেওয়াইয়া, সেই ব্যক্তি যে তাহা পাইয়াছেন ঐ নকলের পৃষ্ঠে সেই ব্যক্তির লিখিত এই কথা সহিত ঐ নকলখানি আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন।

কোন কারণে ঐ নকল তদ্রূপে দেওয়া যাইতে না পারিলে, যে কারণে দেওয়া যাইতে পারিল না সেই কারণের এক লিপি সমেত, ঐ সমন যে আদালত হইতে বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবে

সেনানিবেশ স্থান প্রভৃতিতে ধৃত করণের পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৪৬৯ ধারা ডিক্রীজারীক্রমে কোন সেনানিবেশ স্থানের কি গড়ের কি সৈনিক মোকামের কি সৈনিক বাজারের সীমার মধ্যে ধৃত করিবার কিম্বা অন্য পরওয়ানা জারী করিতে হইলে, সেই পরওয়ানা জারী করণার্থ যে কর্ম্মকারককে দেওয়া যায় তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে ঐ পরওয়ানা দিবেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিবেন, ও ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট হইলে পরওয়ানায় যাঁহার নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি তাঁহার কর্তৃত্বাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে তিনি তাঁহাকে ধরাইয়া ঐ পরওয়ানা জারী করিবার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করিবেন

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহার কথা

৪৭০ ধারা ধনে কি সম্পত্তিতে পণধারীস্বরূপ স্বার্থভিন্ন যে ব্যক্তির অন্য স্বার্থ না থাকে, তিনি প্রকৃত স্বামিকে তাহা দিতে চেষ্টা করিলেও, যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে ঐ ধন কি সম্পত্তি পাইবার পরস্পর বিপরীত দাওয়া রাখেন, তবে সেই ধন কি সম্পত্তি কাহাকে দিতে হইবে ইহা নিষ্পত্তি করিবার ও আপনার পক্ষে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত ঐ পণধারী সকল দাওয়াদারের নামে বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে।

কিন্তু সকল পক্ষের স্বত্ব যাহাতে উপযুক্তমতে নির্ণয় হইতে পারে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, ঐ পণধারী বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না

তদ্রূপ মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কথা।

৪৭১ ধারা আবেদনপত্রে অন্য যে যে বর্ণনা লেখা আবশ্যক তদতিরিক্ত উক্ত বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে এই এই কথাও লিখিতে হইবে ;—

(ক) যে বিষয়ের দাওয়া হইতেছে সেই বিষয়ের পণধারীস্বরূপ বাদির যে স্বার্থ থাকে তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য স্বার্থ নাই এই কথা

(খ) প্রতিবাদিরা পৃথক পৃথক যে দাওয়া করেন তাহা

(গ) এই বিষয়ে বাদির ও প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তির মধ্যে যোগ নাই

যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহা আদালতে দিবার কথা।

৪৭২ ধারা যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে তাহা আদালতে দেওয়া যাইতে কিম্বা আদালতের সংরক্ষণে রাখা যাইতে পারিলে, বাদী সেই বিষয় আদালতে না দিলে বা অর্পণ না করিলে ঐ মোকদ্দমায় কোন আজ্ঞা পাইবার স্বত্ববান হইবেন না।

প্রথম শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪৭৩ ধারা প্রথম শ্রবণের সময়ে,

(ক) যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে তৎসম্পর্কে প্রতিবাদিদের নিকট বাদিকে সকল দায় হইতে মুক্ত করা গেল, আদালত ইহা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার খরচ পাইবার আজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিতে পারিবেন,

অথবা ন্যায় বিচারের কি সুবিধার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞান করিলে,

(খ) মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত সকল পক্ষকে রাখিতে পারিবেন।

এবং উভয় পক্ষের স্বীকার দ্বারা কিম্বা অন্য প্রমাণক্রমে করিতে পারেন দৃষ্টি করিলে,

(গ) যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহার উপর স্বত্ব নির্ণয় করিবেন, অথবা

(ঘ) প্রতিবাদিরা যেন আদালতের সম্মুখে আপন আপন দাওয়া উপস্থিত করেন এই নিমিত্ত বর্ণনাপত্র অর্পণ করিয়া ও প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও উক্ত দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন

কর্ম্মকারক ও প্রজা যে স্থলে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৭৪ ধারা এই অধ্যায়ের কোন কথার বলে, মুখ্য ব্যক্তিদের কি ভূম্যধিকারিদের অধীন দাওয়াদার ভিন্ন কোন ব্যক্তিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করাইবার জন্যে ঐ মুখ্য ব্যক্তিদের পক্ষ কর্ম্মকারকেরা তাঁহাদের নামে, কিম্বা প্রজারা ভূম্যধিকারিদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন আনন্দ অন্যায়মতে আমার নিকট হইতে ঐ আভরণ লইয়াছেন বলিয়া চন্দ্র বলরামের স্থানে সেই আভরণের দাওয়া করেন। বলরাম ঐ আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না

(খ) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন চন্দ্রের নিকট আনন্দের টাকা দেনা হওয়াতে তিনি চন্দ্রের নিকট ঐ ঋণের জামিন স্বরূপ অলঙ্কার রাখিবার কথা লিখিবেন পরে চন্দ্রের নিকট ঋণ শোধ হইয়াছে আনন্দ এই কথা কহিলে চন্দ্র তাহা স্বীকার করিলেন না ও দুই জনে বলরামের স্থানে ঐ অলঙ্কারের দাওয়া করেন এই স্থলে বলরাম আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন

বাদির খরচা পাইবার কথা।

৪৭৫ ধারা। মোকদ্দমা উপযুক্তরূপে উপস্থিত করা গেলে, যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে আদালত সেই বিষয় বাদির স্বত্বাধীনে রাখিয়া কিম্বা ফলজনক অন্য কোন উপায়ে, তাঁহার খরচ পাইবার বিধান করিবেন।

প্রতিবাদী ঐ পণধারির নামে নালিশ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৬ ধারা। বাদপতিবাদার্থক মোকদ্দমার প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি তৎকালেই সেই মোকদ্দমার বিষয় লইয়া ঐ পণধারির নামে মোকদ্দমা করিয়া থাকেন, তবে ঐ পণধারির নামে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালত ঐ বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় পণধারির সপক্ষে যে আদালত ডিক্রী করেন সেই আদালত হইতে ঐ ডিক্রী হওয়ার কথা নিয়মমতে জানিতে পাইলে, তাঁহার বিপক্ষে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবেন

খরচার কথা।

ও ঐ স্থগিত করা মোকদ্দমায় তাঁহার যে খরচা হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমায় সেই খরচার বিধান করা যাইতে পারিবে, কিন্তু সেই মোকদ্দমায় ঐ খরচার বিধান না হইলে যতদূর না হয় ততদূর সেই খরচা বাদপতিবাদার্থক মোকদ্দমায় তাহার খরচার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকার বিষয়ক বিধি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণবিষয়ক বিধি।

ক।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃতকরণবিষয়ক বিধি।

বাদী যে স্থলে জামিন লওয়ার প্রার্থনা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৭৭ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার মোকদ্দমা ভিন্ন কোন মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে,

প্রতিবাদী বাদিকে দেণা না দিবার কিম্বা তাঁহার বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা এড়াইবার জন্যে, কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা জারী হইবার বাধা কি বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে

(ক) পলায়ন করিয়াছেন কিম্বা আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা

(খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

(গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছেন কিম্বা আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন তদ্দৃষ্টে, মোকদ্দমায় ঐ প্রতিবাদির বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী জারী করণে বাদির বাধা কি বিলম্ব হইবে কি হইতে পারে ইহার যুক্তিমত সম্ভাবনা আছে,

বাদী আফিডেবিট করিয়া কি অন্যরূপে এই এই বিষয়ে আদালতের সুবোধ জন্মাইতে পারিলেই, মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে তাহার কার্য্যসাধন করিবার জন্যে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার জামিন লইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

জামিন না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্য প্রতিবাদিকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞার কথা।

৪৭৮ ধারা আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ■ অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাহা হইলে পর,

প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত কোন অভিপ্রায়ে,

(ক) পলায়ন করিয়াছেন কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা

(খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

(গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর কি আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

শেষোক্ত ভাবগতিকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন,

ইহা সুবোধমতে জানিলে, প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে, তাঁহাকে ধৃত করিয়া আদালতের সম্মুখে আনিবার পরওয়ানা প্রচার করিতে পারিবেন

প্রতিবাদী কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাঁহাকে টাকা গচ্ছিত করিতে কি জামিন দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭৯ ধারা প্রতিবাদী তদ্রূপ কারণ দর্শাইতে না পারিলে, তাঁহার বিপক্ষে যে দাওয়া উপস্থিত করা গিয়াছে আদালত তাঁহাকে সেই দাওয়ার পরিশোধের উপযুক্ত টাকা কি অন্য সম্পত্তি আদালতের গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা মোকদ্দমা যত কাল উপস্থিত থাকে, ও মোকদ্দমায় তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে যত কাল সেই ডিক্রীজারী কিম্বা তদনুসারে কার্য্য সাধন না হয়, ততকাল তাঁহাকে কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই তিনি উপস্থিত হইবেন, ইহার প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা করিবেন

মোকদ্দমায় প্রতিবাদির যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইতে পারে তিনি উক্ত প্রকারে উপস্থিত না হইলে, প্রতিভূ তত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হইবেন।

প্রতিভূ মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮০ ধারা প্রতিবাদির উপস্থিত হওনের প্রতিভূ যে আদালতে প্রতিভূ হইলেন, কোন সময়েই সেই আদালতে আপনার সেই প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রতিবাদির নামে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন, কিম্বা উচিত বোধ করিলে প্রথমেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার পরওয়ানা দিবেন

প্রতিবাদী ঐ সমন কি পরওয়ানামতে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে সমর্পণ করিলে, আদালত প্রতিভূর প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইবার আজ্ঞা দিয়া প্রতিবাদিকে নূতন প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন

প্রতিবাদী প্রতিভূ না দিলে কি নূতন প্রতিভূ পাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪৮১ ধারা প্রতিবাদী ৪৭৯ বা ৪৮০ ধারামত কোন আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম না করিলে, আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত, কিম্বা প্রতিবাদির বিপক্ষে বিচার হইলে ডিক্রী জারী না হওন পর্য্যন্ত, প্রতিবাদিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন কিন্তু এই ধারামতে কোন ব্যক্তির কোন স্থলেই ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ড ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহা পঞ্চাশ টাকার কি পঞ্চাশ টাকা মূল্যের অধিক না হইলে ছয় সপ্তাহের অধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে না

কিন্তু কোন ব্যক্তি তদ্রূপ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলে পর তাঁহাকে এই ধারামতে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে না

প্রতিবাদিকে ধৃত করা গেলে তাঁহার খোরাকীর কথা।

৪৮২ ধারা ডিক্রীমত খাতকের খোরাকী দেওনবিষয়ে ৩৩৯ ধারার বিধান এই অধ্যায়মতে ধৃত সকল প্রতিবাদির প্রতি খাটিবে

খ —নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করণের কথা।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রতিবাদির ডিক্রীমত কার্য্যসাধনের জামিন দিতে ও জামিন না দিলে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে প্রার্থনার কথা।

৪৮৩ ধারা প্রতিবাদির বিপক্ষে যে ডিক্রী হইতে পারে তিনি সেই ডিক্রীজারীর বাধা কিম্বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে

(ক) আপন সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

(খ) আদালতের এলাকার মধ্যে আপনার কোন সম্পত্তি রাখিয়া সেই এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন,

মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদী আফিডেবিট করিয়া কি অন্যরূপে এই এই বিষয়ে আদালতের হৃদবোধ জন্মাইতে পারিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে যে ডিক্রী হইতে পারে তিনি সেই ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন করিবার জামিন দেন ও জামিন না দিলে যত দিন আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয় তত দিন আদালতের এলাকার অন্তর্গত তাঁহার ঐ সম্পত্তির কোন অংশ ক্রোক করা যায়, বাদী আদালতে এমত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন

প্রার্থনার মর্ম্মের কথা।

আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে, সেই প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হয়, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে, ও তাহার আনুমানিক মূল্যও লিখিতে হইবে

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে আদালতে যে কদম দায়েব প কে সেই আদালতের অধিব বস্থিত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য স্থানীয় সম্পত্তি ক্রোক হয়।

প্রতিবাদিকে আদালতের জামিন দিবার কি কারণ দর্শাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৮৪ ধারা মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রী জারীর বাধা কি বিলম্ব ঘটাইবার জন্যে তিনি আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন কিম্বা আদালতের এলাকার মধ্যে আপনার কিছু সম্পত্তি রাখিয়া উক্ত অভিপ্রায়ে আপনি ঐ এলাকা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ও আর যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইলে পর, ইহা হয়োধমতে জানিলে, সময় নিরূপণ করিয়া প্রতিবাদির প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ঐ আজ্ঞাপত্রে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে তিনি সেই সময়ের মধ্যে তত টাকা জামিন দেন, কিম্বা আদেশ করা গেলেই আপনার উক্ত সম্পত্তি কি তাহার মূল্য, কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর হয় সেই অংশ উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে রাখেন কিম্বা উপস্থিত হইয়া জামিন না দেওনের কারণ দর্শান

আরও আদালত ঐ আজ্ঞাপত্রের মধ্যে প্রার্থনাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ নিয়মাধীনে ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কারণ দর্শান না গেলে কিম্বা জামিন দেওয়া না গেলে ক্রোক করিবার কথা

৪৮৫ ধারা প্রতিবাদী জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইতে না পারিলে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে আদেশমত জামিন না দিলে, প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় আদালত সেই সম্পত্তি, কিম্বা মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর বোধ হয় সেই অংশ ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

যদি প্রতিবাদী উক্ত কারণ দর্শান কিম্বা আদেশমত জামিন দেন, তবে প্রার্থনাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা গিয়া থাকিলে আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন

যে প্রকারে ক্রোক করা যাইবে তাহার কথা।

৪৮৬ ধারা। এই আইনে টাকার ডিক্রীজারী করিয়া সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে বিধান আছে, ঐ সম্পত্তি সেই বিধান মতে ক্রোক করা যাইবে।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

৪৮৭ ধারা। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর কোন দাওয়া উপস্থিত করা গেলে এই আইনে টাকার ডিক্রী জারী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তাহার উপর দাওয়া অনুসন্ধান লইবার যে বিধান হইয়াছে, সেই বিধানমতে উক্ত দাওয়ারও অনুসন্ধান লওয়া যাইবে

জামিন দেওয়া গেলে কিম্বা মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা

৪৮৮ ধারা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যদি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে প্রতিবাদী আদেশমত জামিন ও ক্রোক করিবার খরচার জামিন দিলেই কিম্বা মোকদ্দমা ডিসমিস হইলেই, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবেন

ক্রোক হইলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের স্বত্বের হানি না হইবার ও নীলাম হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হওয়ার কথ

৪৮৯ ধারা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করা গেলেও যাঁহারা মোকদ্দমার কোন পক্ষের মধ্যে নহেন, ক্রোক হওয়ার পূর্ব্বে এমত ব্যক্তিদের যে স্বত্ব ছিল তাহার হানি হইবে না, ও কোন ব্যক্তি প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রীদার হইলে তাঁহার ঐ ডিক্রীজারীক্রমে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি নীলাম হইবার প্রার্থনা করিতে বাধা নাই

এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি ডিক্রীজারীক্রমে পুনশ্চ ক্রোক করিতে না হইবার কথা।

৪৯০ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানের বলে সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকিলে, ও বাদির সপক্ষে ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রীজারীক্রমে ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ ক্রোক করিবার আবশ্যকতা নাই

গ।—অনুপযুক্ত কারণে ধৃত কি ক্রোক হইলে ক্ষতিপূরণ বিষয়ক বিধি

বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ধৃত কি ক্রোক করিবার আজ্ঞা পাওয়া গেলে ক্ষতিপূরণের কথা।

৪৯১ ধারা কোন মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তবে বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ঐ ধৃত কি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইয়াছিল, আদালত এমত জ্ঞান করিলে, কিম্বা বাদী মোকদ্দমায় হারিলে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব কারণ ছিল না আদালত এমত জ্ঞান করিলে

ধৃত কি ক্রোক করণদ্বারা প্রতিবাদির যে খরচ কি হানি হইয়াছে, আদালত প্রতিবাদির প্রার্থনামতে তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক সহস্র টাকার অধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, বাদির বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদির তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

উপবিধি।

কিন্তু ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না

এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, উক্ত ধৃত কি ক্রোক করণ প্রযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধবিষয়ক ও মোকদ্দমা চলনকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি

ক।—কিয়ৎকালীন নিষেধ বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৯২ ধারা (ক) মোকদ্দমায় যে সম্পত্তির বিষয়ের বিবাদ হইতেছে, মোকদ্দমার কোন পক্ষের দ্বারা তাহার অপচয় কি হানি হওয়ার কিম্বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়ার কিম্বা কোন ডিক্রী জারীক্রমে অন্যায়মতে নীলাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিম্বা

(খ) মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী আপনার সম্পত্তি স্থানান্তর কি হস্তান্তর করিবে বলিয়া ভয় দেখান কিম্বা তাহা করিতে উদ্যত আছেন,

কোন মোকদ্দমায় আফিডেবিট ক্রমে কি অন্য প্রকারে ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত আজ্ঞাপত্র দ্বারা সেই কার্য্য নিবারণ করিবার কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা সম্পত্তির অপচয় কি হানি কি হস্তান্তর কি বিক্রয় কি স্থানান্তর কি পরহস্তগত করা স্থগিত ও নিবারণ করণার্থে অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন, অথবা সেই নিষেধ সূচক বা অন্য আজ্ঞা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন

কোন ডিক্রী জারিতে দেনাদারের সম্পত্তি ক্রোক হইলে যদি কোন ব্যক্তি মোজাহাম দেয়, এবং সেই মোজাহাম না মঞ্জুর হওয়ায় দাবেদা নালিশ করে, তাহা হইলে সেই নালিশে তাহার প্রার্থনা অনুসারে নিলাম স্থগিতের জন্য কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা হইতে পারে ব্রজেন্দ্রকুমার বঃ রূপলাল ই ল রি ১২ ক ৩১৩, রূপলাল বঃ ব্রজকিশোরী ই ল রি ১০ আ ৮০

আপীল আদালতে মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ব্বে প্রথম আদালত এই ধারা অনুসারে কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা দিতে পারেন না গোসাই মণিপুরী বঃ গুরুদৎ সিং ই ল রি ১১ ক ১৪৬

চুক্তিভঙ্গ পুনশ্চ কি আর না করিবার নিষেধের কথা।

৪৯৩ ধারা প্রতিবাদির চুক্তিভঙ্গ কি অন্য অপকার নিবারণার্থ মোকদ্দমায় ক্ষতিপূরণের দাওয়া হইলে বা না হইলেও, যে চুক্তিভঙ্গের কি অপকারের নালিশ হয়, বাদী মোকদ্দমার আরম্ভের পর কোন সময়েই ও নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বা পরেও, প্রতিবাদির সেই চুক্তিভঙ্গ বা অপকার নিবারণার্থে কিম্বা সেই চুক্তি হইতে কি সেই সম্পত্তি কি স্বত্বসম্বন্ধে সেই প্রকারের যে কোন চুক্তিভঙ্গ বা অপকার জন্মে তাহা বারণ করণার্থে, আদালতে কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন

সেই নিষেধ যত দিন প্রবল থাকিবে তদ্বিষয়ের কিম্বা হিসাব রাখিবার কি জামিন দিবার কিম্বা অন্য বিষয়ের যে নিয়ম আদালত উচিত বোধ করেন সেই নিয়ম করিয়া আজ্ঞাপত্রদ্বারা ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিম্বা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন

এই ধারা কিম্বা ৪৯০ ধারামতে নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, প্রতিবাদী সেই আজ্ঞা না মানিলে, তাঁহাকে ছয় মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ করণ কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণ দ্বারা কি ঐ উভয় কার্য্য দ্বারা সেই আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায় তাহা একবৎসরের অধিক কাল প্রবল থাকিবে না সেই সময়ের অবসানে যদি প্রতিবাদী সেই আদেশমত কার্য্য না করিয়া থাকেন তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও আদালত তদুৎপন্ন টাকা হইতে বাদির ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা পাওয়া উচিত বোধ করেন দিতে পারিবেন, ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে প্রতিবাদিকে দিতে পারিবেন

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে কোন বালিকার বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে যাহার অধিকার নাই সে যদি তাহার বিবাহ দিতে উদ্যত হয় তাহ হইলে সম্প্রদানাধিকারী ব্যক্তি নিষেধ আজ্ঞার জন্য নালিশ করিয়া এই ধারা অনুসারে নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রতিবাদিকে নিরস্ত করাইয়া রাখিতে পারে ব্রহ্মময়ি বঃ ক শীচন্দ্র ঘোষ ব ই ল রি ৮ ক ২৬৬

যেরূপ কার্য্য করিবার লোক সর্ব্বদা পাওয়া যায় না সেইরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম কোন ব্যক্তি যদি নির্দ্ধারিত কালের জন্য অপর কোন ব্যক্তির বেতনভোগী কর্ম্মচারি হইতে স্বীকার করে তাহ হইলে সেই নিয়ম কালের মধ্যে সে সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং পরিত্যাগ করিলে তাহার নামে নালিশে, ডিক্রীর পূর্ব্বে, এই ধারা অনুসারে নিষেধ আজ্ঞা হইতে পারে মান্দ্রাজ রেলওয়ে বঃ রষ্ট ই ল রি ১৪ মা ১৮

নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে নোটিস দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার কথা।

৪৯৪ ধারা আদালত সর্ব্বদাই নিষেধসূচক আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন, কিন্তু বিলম্ব হইলে ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দেওনের অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে এমত বোধ করিলে ঐ নোটিস দিবার আজ্ঞা করিবেন না

প্রতিবাদীকে বিজ্ঞাপিত না করিয়া যে নিষেধ আ[illegible] হয় তাহার ৪৯৬ ধারা অনুসারে আদালত রহিত করিতে পারেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আপীল করিতে পারে অমলক্রাম বঃ সাহেব সিং ই ল রি ৭ অ ৫৫০

সমবায়িত সমাজের প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা ঐ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের ও কার্য্যকারকদের উপর প্রবল হওয়ার কথা।

৪৯৫ ধারা। সমবায়িত সমাজের কি প্রকাশ্য কোম্পানীর প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা কেবল ঐ সমাজ কি কোম্পানি আবদ্ধ হইবেন তাহা নয়, কিন্তু ঐ সমাজ কি কোম্পানীগত যে সকল ব্যক্তির ও কর্ম্মকারকদের কার্য্য বারণ করিতে চেষ্টা হয়, তাঁহারাও আবদ্ধ হইবেন

নিষেধসূচক আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত কি অসিদ্ধ করিবার কথা।

৪৯৬ ধারা নিষেধসূচক যে আজ্ঞা করা যায় কোন পক্ষ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আদালতে প্রার্থনা করিলে আদালত তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তিত কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

বিশিষ্ট কারণ বিনা নিষেধসূচক আজ্ঞা হইলে প্রতিবাদির ক্ষতিপূরণের কথা।

৪৯৭ ধারা আদালত যে নিষেধসূচক আজ্ঞা দিলেন অপ্রচুর কারণে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করা হইয়াছিল আদালত ইহা দেখিতে পাইলে কিম্বা

নিষেধসূচক আজ্ঞা বাহির হইলে পর মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে কিম্বা ত্রুটি প্রযুক্ত কি অন্য কারণে বাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব ছিল না আদালত ইহা দেখিতে পাইলে,

ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞার দ্বারা প্রতিবাদির যে খরচ কি হানি হইয়াছে আদালত প্রতিবাদির প্রার্থনামতে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, বাদির বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদীর তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

উপবিধি

কিন্তু ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না।

এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা হওনোপলক্ষে ক্ষতিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

খ —মোকদ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা।

কাঁচা দ্রব্য বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৮ ধারা অস্থাবর যে দ্রব্য স্বভাবতঃ ত্বরায় ক্ষয় পায় এমত দ্রব্য লইয়া বিবাদ হইলে, ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আদালত যে প্রণালী ও যে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই প্রণালীতে ও সেই সেই নিয়মে আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

বিবাদীয় বিষয় আটক প্রভৃতি করিবার আজ্ঞা ও প্রবেশ করণের ও নমুনা লওনের ও পরীক্ষা করণের অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৯ ধারা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়মে,

(ক) ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় কোন সম্পত্তি আটক রাখিবার কিম্বা রক্ষা করিবার কি দেখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ;

(খ) এবং পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষের অধিকারগত কোন ভূমিতে কি ঘরে কোন ব্যক্তির যাইবার কি প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, ও

(গ) পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ সন্ধান কি প্রমাণ পাইবার জন্যে যে নমুনা লওয়া কিম্বা যে যে বিষয়ের সমালোচনা করা কি পরীক্ষা করা আবশ্যক বা বিহিত বোধ হয় তাহা লওয়ার কি করার অনুমতি দিতে পারিবেন

এই আইনের পূর্ব্বভাগে পরওয়ানা জারী করিবার যে যে বিধান আছে, তাহার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে, সেই সেই বিধান এই ধারামতে প্রবেশ করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি খাটিবে

নোটিস দেওয়ার পর তদ্রূপ আজ্ঞা প্রার্থনা করা যাইবার কথা।

৫০০ ধারা সমন জারী হওয়ার পর কোন সময়ে প্রতিবাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর, বাদী ৪৯৮ বা ৪৯৯ ধারামত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

বাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর ও প্রার্থকের উপস্থিত হওয়ার পর কোন সময়েও প্রতিবাদী সেই প্রকারের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন

যেস্থলে অগৌণেই কোন পক্ষকে বিবাদীয় ভূমির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫০১ ধারা　গবর্ণমেন্টের রাজস্বদায়ী ভূমি কিম্বা যে তালুকাদি বিক্রয় হইতে পারে তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইলে সেই ভূমি কি তালুকাদি যাঁহার অধিকারে থাকে তিনি যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব কিম্বা স্থল বিশেষে ঐ তালুকাদির ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজানা দিতে তাচ্ছল্য করেন, ও যদি তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূমি কি তালুকাদি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার অন্য যে কোন পক্ষ ঐ ভূমিতে কি তালুকাদিতে স্বার্থের দাওয়া রাখেন তিনি (আদালতের বিবেচনামতে জামিন দিয়া বা না দিয়াও) বিক্রয়ের পূর্ব্বের বাকী রাজস্ব কি খাজানা দিলে, তাঁহাকে অগৌণেই ঐ ভূমির কি তালুকাদির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে

এবং আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উচিত বোধ করেন, আপন ডিক্রীতে বাকীদারের বিপক্ষে সেই হিসাবমতে সুদসুদ্ধ তদ্রূপ দত্ত টাকার ডিক্রী দিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার যে ডিক্রী করা যায় তন্মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আদেশ থাকিলে তাহাতে আদালত যে হারে আজ্ঞা করেন সেই হারে সুদ সহিত তদ্রূপ দত্ত টাকা ধরিতে পারিবেন

এই ধারা পাঠে আপাতত বোধ হইতে পারে বিরোধীয় জমিদারী সম্পত্তি বাকি খাজনার দায়ে নিলাম আদেশ হইবার পরে ও বাদী এই ধারা অনুসারে খাজনার টাকা আমানত করিয়া দিতে পারে কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আইন অনুসারে কোয়ার্টারের শেষ দিবসের পরে আর কেহ টাকা দিতে পারে না।

আদালতে টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত করিবার কথা।

৫০২ ধারা　যদি টাকা কিম্বা অন্য যে বিষয় অর্পণ করা যাইতে পারে তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইয়া থাকে ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত ন্যাসধারিস্বরূপে ঐ টাকা কি অন্য বিষয় রাখিতেছেন কিম্বা তাহা অন্য ব্যক্তির কি অন্যের প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে আদালত জামিন লইয়া বা না লইয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা হওয়ার অপেক্ষায় ঐ টাকা কি বিষয় আদালতে গচ্ছিত করিবার কিম্বা শেষোক্ত ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি।

গ্রাহকদিগকে আদালতের নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা

৫০৩ ধারা　স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয় কিম্বা যাহা ক্রোক করা যায় সেই সম্পত্তি আদায় বা রক্ষা করণের কিম্বা তাহার উত্তমরূপ সংরক্ষণের বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের জন্যে আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ আদালত,—

(ক)　ঐ সম্পত্তির গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে,

(খ)　ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে কি সংরক্ষণে থাকে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার কি সংরক্ষণ হইতে অবসর করিতে, ও

(গ) উক্ত গ্রাহকের সংরক্ষণে কি অধ্যক্ষতায় ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারিবেন ও

(ঘ) তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া ঐ সম্পত্তির খাজানার ও উপস্বত্বের উপর যত টাকা ফী কি কমিশ্যন উচিত বোধ করেন ঐ গ্রাহককে তাহা এবং মোকদ্দমা উপস্থিত ■ তাহার প্রতিবাদ করণার্থে, ও সম্পত্তির আদায় ও কার্য্যাধ্যক্ষতা ■ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করণার্থে ও তাহার খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থে, ■ সেই খাজানা ■ উপস্বত্ব প্রয়োগ ও ব্যয়াদি করণার্থে, এবং লিখিত নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করণার্থে, স্বামির নিজের যে ক্ষমতা থাকে ঐ গ্রাহককে সেই সকল, কিম্বা আদালত তন্মধ্যে যে যে ক্ষমতা উচিত বোধ করেন তাহা প্রদান করিতে পারিবেন।

গ্রাহকের দায়ের কথা।

তদ্রূপে যে প্রত্যেক জন গ্রাহক নিযুক্ত হন,

(ঙ) তিনি সেই সম্পত্তি সম্পর্কে যাহা প্রাপ্ত হইবেন তাহার হিসাব নিয়মিতরূপে দেওনের জামিন দিতে হইলে, আদালত যে জামিন উচিত বোধ করেন তিনি তাহা দিবেন,

(চ) ও আদালত যে যে সময়ে ও যে পাঠে হিসাব দেখাইবার আজ্ঞা করেন সেই সেই সময়ে ও সেই পাঠে দেখাইবেন,

(ছ) ও তদনুসারে তাঁহার স্থানে যে উদ্বর্ত্ত টাকা পাওনা থাকে তাহা আদালতের আজ্ঞামতে দিবেন,

(জ) ও তাঁহার ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি কিম্বা ঘোরতর তাচ্ছল্য দ্বারা সম্পত্তির হানি হইলে তিনি তাহার দায়ী হইবেন

ক্রোক করা সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে বা রক্ষণে থাকে তাঁহাকে অবসর করিতে মোকদ্দমার সকল পক্ষের কি তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন জনের কি একজনের বর্ত্তমান স্বত্ব না থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই সম্পত্তির অধিকার কি রক্ষণ হইতে তাঁহাকে অবসর করিতে আদালতের ক্ষমতা নাই

বিভাগের নালিশে বিভাজ্য সম্পত্তি এই ধারা অনুসারে রিসিবরের হস্তে সমর্পিত হইতে পারে পরেশনাথ বঃ অমৃতনাথ ই ল রি ১৭ ক ৬১৪

যে সম্পত্তি কেবল প্রতিবাদির দখলে থাকা প্রতীয়মান হয় তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কারণ না থাকিলে রিসিবর অর্থাৎ সংগ্রাহক নিযুক্ত হইতে পারে না সিদ্ধেশ্বরী দেবী বঃ অভয়েশ্বরী দেবী ই ল রি ১৫ ক ৮১৮

৭ই ধারা অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সংগ্রাহক নিজের নামে তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন সম্পত্তি সম্বন্ধে নালিশ করিতে পারে হরিদাস বঃ ম্যাগবেগর ই ল রি ১৮ ক ৪৭৭

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৩ ধারা অনুসারে নিয়োজিত সংগ্রাহক কোন প্রজার খাজানা বৃদ্ধির জন্য নোটিস দিতে পারিবে না ক্ষেত্রমোহন দত্ত বঃ ওয়েল্‌স্ ই ল রি ৮ ক ৭১৯, প্রবমণি বঃ ডেভিস্ ই ল রি ১৪ ক ৩২৩

ডিক্রীর পরেও রিসিবর নিযুক্ত হইতে পারে সুন্দরমণি বঃ মযদীন ই ল রি ৮ মা ২২৯।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত থাকা সময়ে অবধারিত হইয়াছিল যে রিসিবর নিযুক্ত করিয়া দেনদারের প্রাপ্য টাকা আদায় পূর্ব্বক ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে দীর্ঘকাল লাগিবার সম্ভাবনা থাকা স্থলে আদালত ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে পারেন না ঐরূপ স্থলে দেনাদারের সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আদেশ দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য মোহিনীমোহন বঃ রামকান্ত, ১০ উ রি ৩২২, রেগনুণ অচ্যুত রাম য় বঃ মহম্মদ ■ মা ২৭২

রিসিবর বাহাল হওয়ার পরে পরগণ বিরোধীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে রিসিবর তাহাতে বাধা হয় না গোপাল স্বামী বঃ শঙ্কর ই ল রি ৮ ম ৪১৮

যদি দেনাদারের প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য ডিক্রীদারের প্রতি ক্ষমতা দত্ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রীদার রিসিবর নিযুক্ত হওয়া গণ্য হয়, এবং ডিক্রীদার সেই টাকার জন্য দেনাদারের [illegible] নামে আবেদা নালিশ করিতে পারে [illegible] বসু বঃ [illegible] ই ল রি [illegible] ৭১

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে

কালেক্টর সাহেব যেস্থলে গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন তাহার কথা

৫০৪ ধারা　গবর্ণমেণ্টে যে ভূমির রাজস্ব দেয়, কিম্বা যাহার রাজস্ব নিরূপিত কি পরিক্রীত হইয়াছে এমত ভূমি হইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে ও কালেক্টর সাহেবের অধ্যক্ষতায় থাকিলে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের স্বার্থসাধন হইবে আদালত এমত বোধ করিলে, কালেক্টর সাহেবের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে ঐ ভূমির গ্রাহকতা পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন

এই অধ্যায়মতে যে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ের কথা।

৫০৫ ধারা　এই অধ্যায়মতে যে যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল কেবল হাইকোর্ট ও জিলার আদালত সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন কিন্তু জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতের বিচারপতি আপনার সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় গ্রাহকের নিযুক্ত হওয়া বিহিত বোধ করিলে, তিনি যাঁহাকে সেই পদের যোগ্য জ্ঞান করেন এমত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া, তাঁহাকে মনোনীত করিবার কারণ সহিত তাঁহার নাম জিলার আদালতে পাঠাইবেন, ও জিলার আদালত সেই বিচারপতির প্রতি ঐ মনোনীত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিবেন, কিম্বা তদ্বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন

সবর্ডিনেট জজ এই ধারা অনুসারে যে রিপোর্ট করেন তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলে না তবে জেলার জজের অনুমতি লইয়া যে আদেশ দেন তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলে বিরাজন কুমার বঃ রামচরণ ই ল রি ৭ ক ৭১১

পঞ্চম ভাগ।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বিধি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সালীসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমার উভয় পক্ষের অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫০৬ ধারা　মোকদ্দমা সংক্রান্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যে যে বিষয় লইয়া অনৈক্য হয় সকলেই তাহা সালীসীতে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহারা বিচার প্রকাশ হওয়ার

পূর্ব্ব কোন সময়ে আদালতে স্বয়ং কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে নিয়মক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপন আপন উকীলের দ্বারা মোকদ্দমা সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন

তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও বিশেষ যে বিষয় অর্পণ করিতে চেষ্টা হয় তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রে ব্যক্ত থাকিবে

পক্ষগণ সকলে সালিস মান্য সম্বন্ধে সম্মত না হইলে এই ধারা অনুসারে সালিসের হস্তে কোন মোকদ্দমা বিচারের ভার অর্পিত হইতে পারে না বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ উ রি ৪২৭ জয়প্রকাশলাল বঃ শিবগোলাম ই ল রি ১১ ক ৩৭

সকল পক্ষের সম্মতিমতে সালিস মান্য না হইলেও যে যে পক্ষের সম্মতিমতে সালিস মান্য হয়, সে পক্ষগণের সমক্ষে সালিসগণ যে নিষ্পত্তি করেন তাহাদিগের বিরুদ্ধে তাহা প্রশস্তরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বিজয়চন্দ্র বঃ ভৈরবচন্দ্র ১৫ উ রি ৪২৭, বিশ্বনাথ বঃ অনন্ত ৪ ক ল রি ৭৫

যদি কোন মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তি পক্ষ হইতে স্বত্ববান না থাকা বলিয়া কোন পক্ষ আপত্তি করে, এবং সেই আপত্তি সত্ত্বে সেই ব্যক্তিকে পক্ষ করা হয়, ও তদনন্তর অন্য পক্ষগণের প্রার্থনামতে সেই মোকদ্দমা সালিসের হস্তে বিচার জন্য সমর্পিত হয়, তাহা হইলে নূতন পক্ষীকৃত ব্যক্তি সালিস মান্য সম্বন্ধে সম্মতি না দেওয়া হেতুবাদে আপত্তিকারি পক্ষ সালিসের নিষ্পত্তি রহিত করাইতে পারে না জয়প্রকাশ বঃ শিবগোলাম ই ল রি ১১ ক ৩৭।

অপক্ষ ব্যক্তি সালিসের নিষ্পত্তি দ্বারা যেমত বাধ্য হইতে পারে না, সেইরূপ তদ্দ্বারা কোন স্বফল পাইতে পারে না অপক্ষ ব্যক্তি সালিসের নিষ্পত্তি অনুসারে কোন সম্পত্তি পাইতে স্বত্ববান বলিয়া অবধারিত হইলেও, সেই ব্যক্তি যদি বাস্তবিক আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি পাইতে স্বত্ববান না হয়, তাহা হইলে সালিসের নিষ্পত্তির মূলে সে কোন দাবি করিতে পারে না গঙ্গ সহায় বঃ হীরা সিংহ ই ল রি ২ অ ৮০৯ ৮১৬

সালিস মান্যের প্রার্থনা লিখিত দরখাস্ত দ্বারা করা আবশ্যক মুন্সিগাজি বঃ হামিদ ১৬ উ রি ১৮০

যদি কোন পক্ষের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তা সালিস মান্য সম্বন্ধে সম্মতি দেয়, এবং সেই কর্ম্মকর্ত্তা সম্মতি দেওয়ার পর সেই পক্ষ আপত্তি না করে, তাহা হইলে সে সালিসের নিষ্পত্তির পরে তাহার সম্মতি না থাকা হেতুবাদে তাহা অসিদ্ধ অবধারণ করাইতে পারে না উমিরমল বঃ চৈনমল ই ল রি ৯ বা ৪৫১

সালিস মান্যের প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়া কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না পেষ্টনজি বঃ মানিকজি ২ প্রি কৌ জ ১৬৪ অবলাকী কুঙার বঃ উদন সিংহ ১৫ উ রি ৩৩১; কিন্তু দেখ কোলি বঃ ভেকট ই ল রি ১৭ ক ২০০

সালিস মান্যের পরে বাদী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারে না শিবদাস বঃ দেবদত্ত ই ল রি ৯ অ ১৬৮

আপিল আদালত এই ধারা অনুসারে সালিস মান্যের অনুমতি দিতে পারেন ভগবান দাস বঃ নন্দলাল সেন ই ল রি ১২ ক ১৭৩ সুরেশচন্দ্র বঃ অম্বিকাচরণ ই ল রি ১৮ ক ৫০৭

সালীস মনোনীত করিবার কথা

৫০৭ ধারা উভয় পক্ষ এক বাক্য হইয়া যে প্রকারে স্থির করেন, তাঁহাদেরই দ্বারা সেই প্রকারে সালীস মনোনীত করা যাইবে

যে স্থলে আদালত সালীসকে মনোনীত করিবেন তাহার কথা।

সালীস বলিয়া কাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে এই বিষয়ে উভয় পক্ষের ঐক্য হইতে না পারিলে, কিম্বা যাঁহাকে মনোনীত করেন তিনি ঐ সালীসের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত

হইলে, ও আদালতের দ্বারা সালীস মনোনীত করা যায় উভয় পক্ষের এই ইচ্ছা কলে, আদালত সালীস মনোনীত কবিবেন

অর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

৫০৮ ধারা　বিবাদীয় যে বিষয় সালীসের নির্ণয় করিতে হইবে আদালত আজ্ঞাপত্রে তাঁহার প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিয়া মীমাংসা জানাইবার যে সময় যুক্তিসঙ্গত ধ করেন এমত সময় নিরূপণ করিবেন ও আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নির্দ্দেশ করিবেন

কোন বিষয় একবার সালীসীতে অর্পণ করা গেলে পশ্চাল্লিখিত বিধানের স্থল ভিন্ন ালত সেই বিষয় লইয়া সেই মোকদ্দমায় কার্য্য করিবেন ন

৬৮ ধ রা অনুসারে ছানি বিচার জন্য আপিল আদালত হইতে নিম্ন আ দালতে সে কদ্দমা ফে নিতে হইলে আদালত সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির আদেশ দিতে পারেন ন　নন্দলাল বঃ ফকিরচাঁদ ই ল রি ৭ ২৩

ারার্পণ পত্রে সময় নির্দ্ধারিত না থাক হেতু সালিস মাধ্য অসিদ্ধ হয় না　হরনারায়ণ বঃ ভগবন্ত ই ল ০ আ ১৩৭, ই ল রি ১৩ আ ৩০০ প্রি কৌ

সালিসের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে জন্য যে সময় প্রদত্ত হয় তাহ অন্ত হইলে পরে তাঁহারা যদি নিষ্পত্তি করেন হইলে সেই নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হয়　৫২১ ধারার শেষ ভাগ দেখ　আ রও দেখ ভগব ন দাস বঃ নন্দলাল রি ১২ ক ১৭৩, হরনারায়ণ বঃ ভগবন্ত ই ল রি ১৩ আ ৩০০ প্রি কৌ

নিরূপিত সময়ের মধ্যে সালিসগণ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ন করিলে, যে কোন পক্ষের প্রার্থনা অনুসারে লত সেই মোকদ্দম সালিসের হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া স্বয়ং বিচ র করিতে প রেন　গোপীনাথ বঃ রা ৬ বে ল রি ৭৪

য মোকদ্দম সম্বন্ধে আদালতের বিচারাধিকার ন থাক সেই মো কদ্দমা সেই আ দ লত শালিসের জন্য অর্পণ করিতে পারেন না　বল্লাং দাস বঃ গঙ্গ ই ল রি ৫ আ ৫০০

দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে মতের অনৈক্যের সম্ভাবন প্রযুক্ত তাহার বিধান করিবার কথা।

৫০৯ ধারা　দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে তাঁহাদের র অনৈক্য হইতে পারে বলিয়া ঐ আজ্ঞাপত্রে এই এই বিধান করা যাইবে,—

(ক) প্রধানপুরুষ নিযুক্ত করা যাইবে কিম্বা

(খ) সালীসের অধিকাংশ ব্যক্তি এক বাক্য হইলে সেই অধিকাংশের নিষ্পত্তি ন হওয়ার আজ্ঞা করা যাইবে, কিম্বা

(গ) সালীসদের প্রতি প্রধান পুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, কিম্বা

(ঘ) উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া অন্য যেরূপ বিধান করেন সেইরূপ করা যাইবে,—বা তাঁহারা একবাক্য হইতে না পারিলে আদালত যেরূপ নির্ণয় করেন সেইরূপ যাইবে

প্রধান পুরুষ নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে আদালত ার মীমাংসা জানাইবার যে সময় যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন এমত সময় নির্দ্ধার্য্য াবেন

একাধিক সালিস মান্য হওয়া স্থলে ভারার্পণ পত্রে মধ্যস্থ নিয়োগাদির আদেশ না থাকিলে সালিসগণ একমত হওয়া আবশ্যক জয়নিরাম বঃ রামহিত ১৯ উ রি ৪৭, এবং ঐরূপ স্থলে নিষ্পত্তিপত্রে সকল সালিসের স্বাক্ষর আবশ্যক নেম রায় বঃ ভাবত ২২ উ রি ১২৯

ঐরূপ স্থলে সালিসগণ আংশিকরূপে ভিন্নমত হইলে তাহাদের সংখ্যা নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হয় না। পানাউল্লা বঃ তমিজদ্দিন ২ উ রি ৩২

যদি সালিসগণের ভিন্নমত না হয় তাহা হইলে ভারার্পণ পত্রে মধ্যস্থ নিয়োগাদির আদেশ না থাক হেতু সালিসের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হইতে পারে না। গৌরচন্দ্র বঃ সূর্য্যচন্দ্র ১৭ উ রি ৩০

সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের মৃত্যু কি অক্ষমতা প্রভৃতি হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৫১০ ধারা। সালীস, কিম্বা এক জনের অধিক সালীস থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ, কিম্বা প্রমাণপুরুষ মরিলে, কিম্বা কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, কি তাচ্ছল্য করিলে, কিম্বা অশক্ত হইলে, কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে ও যে ভাবগতিকে গমন করেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে সেই মৃত বা অসম্মত বা তাচ্ছল্যকারী বা কার্য্য করিতে অশক্ত কি ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত ব্যক্তির স্থানে নূতন সালীসী কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সালীসী কার্য্য নিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হইবেন

যে স্থলে কোন সালিস কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়া তাহার পরে অস্বীকার করে, সেই স্থলে আদালত অন্য সালিস নিযুক্ত করিতে বা মোকদ্দমা স্বহস্তে উঠাইয়া লইতে পারেন যে স্থলে যাহাকে সালিস মান্য করা হয় সে প্রথমেই কার্য্য করিতে অস্বীকার করে সেই স্থলে এই ধারার প্রয়োগ হয় না। বিপিনবিহারী চৌধুরী বঃ অন্নদাপ্রসাদ মল্লিক ই ল রি ১৮ ক ৩২৪

সালিসগণ ভার গ্রহণ করিলে ও তাহারা পরে অস্বীকার করিতে পারে এবং তাহাদিগকে কার্য্য করিতে বাধ্য করিবার জন্য আদালত কোন আদেশ দিতে পারেন না এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সালিসগণ যদি নিষ্পত্তি না করে তাহা হইলে তাহাদের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হয় শিবচরণ বঃ রতিরাম ই ল রি ৭ অ ২০

কোন সালিস ভার গ্রহণ করিয়া পরে অস্বীকার করিলে আদালত তাহার স্থলে অন্য সালিস নিযুক্ত করিতে বাধ্য নহেন সদাসুখ বঃ শিবদয়াল ১ আগ্রা ১০৯

অনেক সালিসের মধ্যে এক জন কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে অপর সকলে যে নিষ্পত্তি করে তাহা কার্য্যকর হইতে পারে না নন্দরাম বঃ ফকিরচাঁদ ই ল রি ৭ আ ৫২৩, পামিরাজু বঃ বাপিরাজু ই ল রি ১২ মা ১১৩

কোন সালিস এস্তফা দিয়া তাহা মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে জয়মঙ্গল সিংহ বঃ মোহনরাম ১৫ উ রি ৩৮, ২৩ উ রি ৪২৯ হরনারায়ণ বঃ ভগবন্ত ই ল রি ১০ আ ১৩৭, ১৪০

সালিসের দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইলে আদালত স্বয়ং সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন; সেই জন্য মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারেন না মদনমোহন বঃ কানাই দাস ২৩ উ রি ২১।

আদালতের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হওয়ার কথা।

৫১১ ধারা সালীসীতে অর্পণ করণের আজ্ঞানুসারে সালীসেরা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া তাহা না করিলে মোকদ্দমার কোন পক্ষ সালীসদের নামে লিখিয়া প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার নোটিস দিতে পারিবেন সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর সাত দিনের মধ্যে, কিম্বা আদালত প্রত্যেক স্থলে আর যত সময় দেন সেই সময়ের মধ্যে, প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করা না গেলে যে পক্ষ পূর্ব্বোক্ত নোটিস দিলেন তিনি প্রার্থনা করিলে আদালত প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন

৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস নিযুক্ত হন তাঁহার ক্ষমতার কথা।

৫১২ ধারা ৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্রে তাঁহার নাম লেখা থাকিলে তাঁহার যদ্রূপ ক্ষমতা থাকিত তদ্রূপ ক্ষমতা থাকিবে

সাক্ষীদিগকে সমন করিবার কথা।

৫১৩ ধারা। আদালত আপনার সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমায় যে যে পরওয়ানা দিতে পারেন, সালীসেরা কি প্রমাণপুরুষ যে পক্ষদের ও যে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে চাহেন তাঁহাদের নামেও সেই প্রকারের পরওয়ানা দিবেন

ত্রুটি প্রভৃতি হেতুক দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তিরা সেই পরওয়ানা মতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা অন্য প্রকারে ত্রুটি করিলে, কিম্বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিলে, কিম্বা সালীসদের প্রতি অর্পিত তদন্ত লওন সময়ে কোন প্রকারে সালীসের কি প্রমাণপুরুষের আজ্ঞা করণের অপরাধী হইলে, আদালতের সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমায় তদ্রূপ অপরাধ করিলে তাঁহাদের যে অনিষ্ট ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড হইত, সালীসের কি প্রমাণপুরুষের আবেদনক্রমে আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহাদের সেই অনিষ্ট ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড হইতে পারিবে

মীমাংসা করিবার সময় বৃদ্ধির কথা।

৫১৪ ধারা আবশ্যকমত প্রমাণের কি সন্ধানের অভাবে কি অন্য কারণে সালীসেরা আজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মীমাংসা শেষ করিতে না পারিলে,

সালীসী কার্য্য নিরস্ত হওয়ার কথা।

আদালত উচিত বোধ করিলে মীমাংসা জানাইবার আর সময় দিতে ও সময়ে সময়ে সেই সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিম্বা সালীসীকার্য্য নিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া ঐ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন

পক্ষের আপত্তি না থাকিলে ও আদালত এই ধারা অনুসারে সালিসদিগকে সময় দিতে পারেন গোবিন্দ-চন্দ্র বঃ রামকৃষ্ণ ২ উ রি ২৯৭, হরনারায়ণ বঃ ভগবত ই ল রি ১০ অ ১৩৭, ই ল রি ১৩ অ ৩০০ প্রি কৌ।

নিয়মিত কাল অতীত হওয়ার পরেও আদালত সময় দিতে পারেন হরনারায়ণ বঃ ভগবন্ত ই ল রি ১০ অ ১৩৭; ই ল রি ১৩ অ ৩০০ প্রি কৌ।

নিয়মিত সময় গত হওয়ার পরে সালিসের নিষ্পত্তি দাখিল হইলে তদনন্তর আদালত আর সময় দিয়া সেই নিষ্পত্তি আইনসঙ্গত করিতে ও তাহার মূলে ডিক্রি দিতে পারেন না হরনারায়ণ বঃ ভগবন্ত ই ল রি ১৩ আ ৩০০ প্রি কৌ।

সালীসদের পরিবর্ত্তে প্রমাণ পুরুষের সালীসী করিতে পারিবার কথা

৫১৫ ধারা। প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে, তিনি নিম্নলিখিত স্থলে সালীসদের পরিবর্ত্তে সেই অর্পিত বিষয়ের বিচারে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন,

(ক) সালীসেরা মীমাংসা না করিয়া নিরূপিত সময় অতীত হইতে দিলে, কিম্বা

(খ) তাঁহারা একবাক্য হইতে পারেন না, আদালতে কিম্বা প্রমাণ পুরুষের নিকট এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া দিলে

মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবার কথা।

৫১৬ ধারা মোকদ্দমার মীমাংসা করা গেলে যে ব্যক্তিরা তাহা করিলেন তাঁহারা মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া আপনাদের সম্মুখে যে সাক্ষ্য লওয়া গেল ও যে দলীলের প্রমাণ হইল তৎসহিত ঐ মীমাংসাপত্র আদালতে অর্পণ করাইবেন মীমাংসাপত্র অর্পণ হওয়ার নোটিস উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

সালিসগণ নিষ্পত্তি সমাধা করিয়া ছাড়িবার পর তাহা সংশোধন করিতে পারেন না। দত্ত সিংহ বঃ মোসদ ই ল রি ৯ ক ৫।

সালিসের নিষ্পত্তিপত্র ও দলিলাদি এই ধারা অনুসারে আদালতে দাখিল করা উচিত, কোন পক্ষকে ঐ সমস্ত দেওয়া উচিত নহে। জয়মঙ্গল সিংহ বঃ মোহনরাম ১২ উ রি ৩৯৭

সালিসগণের নিকট যে সকল দলিল দাখিল হয় তাহা আদালতে দাখিল করিতে তাহারা বাধ্য নৃসিংহ বঃ ‧ কর ই ল রি ১৭ ক ৮৩২

সালিসের নিষ্পত্তি দাখিল হওয়ার বিষয় পক্ষদিগকে বিজ্ঞাপিত না করিয়া আদালত যদি তাহার মূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন, তাহা হইলে সেই নিষ্পত্তি বলবৎ থাকিতে পারে না। রঙ্গস্বামী বঃ মুত্তুস্বামী ই ল রি ১১ মা ১৪৪।

সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের বিশেষ বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিবার কথা।

৫১৭ ধারা আদালতের আজ্ঞাক্রমে কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা গেলে সালীসেরা কিম্বা প্রমাণপুরুষ সেই সম্পূর্ণ বিষয়ে কি তাহার একাংশে যে মীমাংসা করিলেন, আদালতের অনুমতি লইয়া আদালতের মত জানিবার নিমিত্ত বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা জানাইতে পারিবেন, ও আদালত তদ্বিষয়ে আপনার মত জানাইবেন, ও সেই মত মীমাংসায় সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার একাংশ হইবে।

কোন কোন স্থলে প্রার্থনামতে আদালতের মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

৫১৮ ধারা। আদালত আজ্ঞা করিয়া নিম্নলিখিত স্থলে মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিতে পারিবেন,

(ক) যে বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা যায় নাই মীমাংসার একাংশ এমত বিষয় ধরিয়া হইয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে, কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে সেই অংশ অন্য অংশ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে ও তদ্দ্বারা সেই অর্পিত বিষয়ের নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না হয়, কিম্বা

(খ) মীমাংসা লিখিবার পাঠ অশুদ্ধ হইলে, কিম্বা তন্মধ্যে কোন স্পষ্ট ভ্রম থাকিলে নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না করিয়া ঐ ভ্রম সংশোধন করা যাইতে পারিলে

সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ বিষয়ক আজ্ঞার কথা।

৫১৯ ধারা সালীসীতে অর্পণ করণের খরচার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, ও মীমাংসাপত্রে তদ্বিষয়ের প্রচুর বিধান না থাকিলে, আদালত ঐ খরচ বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

খরচার বিষয় আদেশ দিবার জন্য সালিসের উপর ভার না হইলে সালিসগণ তৎসম্বন্ধে কোন আজ্ঞা দিতে পারেন না। দাগড়ুবি তিলকচাঁদ বঃ ভুকনগোবিন্দ শেট ইন্দ রি ■ ব ৮২

যে স্থলে মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য শালিসের উপর ভার হয়, সে স্থলে শালিসগণ খরচ ও মোকদ্দমার অনন্তর কালীন সুদ সম্বন্ধে ডিক্রী দিতে পারেন মোহনলাল বঃ বাপু ম ১ বে অ রি ১৪৪ ও জে

মীমাংসা কি সালীসীতে অর্পিত বিষয় যে স্থলে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫২০ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে সেই সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন —

(ক) সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয় মীমাংসাপত্রে অনির্ণীত থাকিলে, কিম্বা সালীসীতে যাহা অর্পিত হয় নাই এমত বিষয় নির্ণীত হইলে,

(খ) মীমাংসা অনিশ্চিত হওয়াতে তদনুসারে কার্য্য সাধন হইতে না পারিলে।

(গ) মীমাংসার মুখে তাহা আইনসিদ্ধ নয় বলিয়া আপত্তি দৃষ্ট হইলে

শালিসের নিষ্পত্তির ব্যাখ্যার জন্য আদালত শালিসগণের বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন না গণেশী বঃ ছোটালাল ৩ আ ১১৭

শালিসের নিষ্পত্তিতে মূল দাবী সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ থাকে আদালত তদতিরিক্ত কোন বিষয়ের ডিক্রী দিতে পারেন না গোপালচন্দ্র বঃ ব্রজেন্দ্রকুমার ৪ ক ল রি ৩৩৮

যে স্থলে শালিসের নিষ্পত্তি ৫১৮ ধারা অনুসারে সংশোধন হওয়া সম্ভব নহে, সেই স্থলে উহা শালিসের নিকট পুনঃ প্রেরিত হইতে পারে মে হনকৃষ্ণ বঃ ভুবন ৭ উ রি ৪০৩

কোন অবশ্য বিচার্য্য তর্ক সম্বন্ধে শালিসগণ, যদি কোন রূপ নিষ্পত্তি করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে, সেই মোকদ্দমা আনুপূর্ব্বিক বিচার করিতে আদালত বাধ্য জনার্দ্দন মণ্ডল বঃ শম্ভুনাথ ই ল রি ১৬ ক ৮০৬

শালিসের নিষ্পত্তি আপাততঃ দেখিতেই আইনবিরুদ্ধ না হইলে আদালত এই ধারা অনুসারে সেই নিষ্পত্তি সংশোধন জন্য পুনরায় শালিসের নিকট পাঠাইতে পারেন না নানকচাঁদ বঃ নারায়ণ ই ল রি ২ আ ১৮১

শালিসের নিষ্পত্তি অকারণে পুনঃ প্রেরিত হওয়া হেতুবাদে, আদালত স্বয়ং বিচার করিয়া ডিক্রী দেওয়ার পরে, পরাজিত পক্ষ আপীল করিতে পারেন না আবদুর রহমন বঃ ইয়ার মহম্মদ ই ল রি ৩ আ ৬৩৬

মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার হেতুর কথা।

৫২১ ধারা। ৫২০ ধারামতে মীমাংসাপত্র ফিরিয়া দেওয়া গেলে, যদি শালীসেরা কি প্রমাণপুরুষ তাহা পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অস্বীকার করেন, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে কিন্তু নিম্নলিখিত কোন এক হেতু বিনা মীমাংসাপত্র অসিদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ

(ক) সালীসের কি প্রমাণপুরুষের উৎকোচ গ্রহণ কি অসদাচরণ ;

(খ) কোন পক্ষের যে যে বিষয় প্রকাশ করা উচিত এমত কোন বিষয় প্রতারণাক্রমে গোপনে রাখন কিম্বা ইচ্ছা করিয়া শালীসকে কি প্রমাণপুরুষকে ভুলাওন কি বঞ্চনা করণ ;

(গ) আদালত শালিসি বাতিল নিরস্ত করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার আজ্ঞা প্রচার করিলে পর মীমাংসা হওন ;

আর আদালত যে সময়ের অনুমতি দেন মীমাংসা সেই সময়ের মধ্যে করা না গেলে সিদ্ধ হইবে না

শালিসের নিষ্পত্তি সংশোধন জন্য আদালত পুনঃ প্রেরণ করিলে শালিসগণ যদি তাহা সংশোধন করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ ও অকর্মণ্য হয় সে হনরুম বঃ ভুবন ৭ উ রি ৪০৬; দেবনারায়ণ বঃ রাজমণি ৩ উ নি ১৬৮

বিচারের সময় সালিশগণ সকলে উপস্থিত থাকা আবশ্যক কোন সালিশ বিচারের সময় অনুপস্থিত থাকা প্রমাণ হইলে তাহা এই ধারানুসারে অযথাচরণ গণ্য হয় এবং তাহাদের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হয় শ্রীনাথ বঃ রাজচন্দ্র ৮ উ রি ১৭১, নন্দরাম বঃ ফকিরচাঁদ ই ল রি ৭ আ ৫২৩, থাসিনাজু বঃ বাসিরাজু ই ল রি ১২ ম ১১৩, রামগতি বঃ ঠাকুরদাস ২২ উ রি ৪১৮

পক্ষগণ যে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের প্রার্থনা করেন শালিসগণ তাহা না লইলে তাহাদিগের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হয় বযুবরদয়াল বঃ মদন কে ওর ১২ ক ল রি ৫৬৪

নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে শালিসগণ নিষ্পত্তি না করিলে তাহাদিগের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হয় ভগবান দাস বঃ নন্দলাল ই ল রি ১২ ক ১৭৩, হরনারায়ণ বঃ ভগবন্ত ই ল রি ১৩ আ ৩০০ পি কৌ

শালিসের নিষ্পত্তি অনুসারে ডিক্রী দিতে আদালত অস্বীকার করিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলে না অম্বিকা দাসী বঃ নবেন্দ্রচাঁদ পাল ই ল রি ১১ ক ১৭২

শালিসের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ অবধারণ করিয়া আদালত স্বয়ং যে নিষ্পত্তি করেন তাহার বিরুদ্ধে পরাজিত পক্ষ শালিসের নিষ্পত্তি অন্যায়রূপে অগ্রাহ্য করা হেতুবাদে আপিল করিতে পারে মথুরানাথ তেওয়ারি বঃ বৃন্দাবন তেওয়ারি ১৪ [illegible] বি ৩২৭

শালিসগণের অযথাচরণ হেতু তাহাদিগের নিষ্পত্তি অগ্রাহ্য হইলে হাইকোর্ট সেই আদেশ সংশোধন করিতে পারেন না ছত্রসিংহ বঃ গঙ্গা ৫ অ ২৯৭

মীমাংসানুসারে বিচার হইবার কথা

৫২২ ধারা আদালত পূর্ব্বোক্তমতে মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত ফিরিয়া দিবার কোন হেতু দেখিতে না পাইলে, এবং মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা না হইলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিলে,

সেই প্রার্থনা করিবার সময় অতীত হইলে পর আদালত মীমাংসা অনুসারে বিচার জানাইতে প্রবর্ত্ত হইবেন,

কিম্বা বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে, সেই বিষয়ে আপনার মতানুসারে বিচার জানাইতে প্রবর্ত্ত হইবেন

পরে ডিক্রী হইবার কথা।

তদ্রূপ যে বিচার জ্ঞাত করা যায় তদনুযায়ী ডিক্রী হইবে, ও এই আইন ডিক্রীজারী করিবার যে বিধান আছে তদনুসারে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে ঐ ডিক্রী যতদূর মীমাংসার অতিরিক্ত হয় কিম্বা তদনুযায়ী না হয় কেবল ততদূর তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, নতুবা ঐ ডিক্রীর উপর আপীল নাই।

শালিসের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ অবধারণ করাইবার প্রার্থনা ঐ নিষ্পত্তি দাখিলের দিবস হইতে ১০ দিবসের মধ্যে করা আবশ্যক তামাদি আইন ১৫৮ প্র

শালিসের নিষ্পত্তি দাখিলের তারিখ হইতে ১০ দিবসের মধ্যে আদালত ডিক্রী দিতে পারেন না গঙ্গানারায়ণ বঃ রামচাঁদ ২০ উ বি ৩১১

শালিসের বিচারকালে শালিসগণ আনুসঙ্গিকভাবে যখন যে আদেশ দেন, তাহার বিরুদ্ধে তৎকালে কোন পক্ষ আপত্তি না করিয়া শালিসের নিষ্পত্তি দাখিলের পরে এককালীন সমস্ত আপত্তি করিতে পারে। শিবনাথ বঃ রামনাথ ১ প্রি-কৌ ব ৬১৬

কিন্তু নিষ্পত্তি দাখিলের পরে দশ দিবসের মধ্যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করা উচিত ষষ্ঠীচরণ বঃ তারকচন্দ্র ১৫ উ রি ৯ ফু বে

নিষ্পত্তি দাখিলের পরে দশ দিবসের মধ্যে আপত্তি করা না হইলে পরে যদি ডিক্রী হয়, তাহা হইলে সেই ডিক্রী সম্বন্ধে শালিসগণ উৎকোচ লওয়া বা অসদাচরণ করা প্রভৃতি কোন আপত্তি চলে না। মসমুৎ চোবে বঃ পটমূর্ত্ত চোবেয়ানি ৭ উ রি ২০৫

শালিসের নিষ্পত্তিপত্র প্রকৃত না থাকা অথবা আপত্তিকারী তাহাতে কখন সম্মতি না দেওয়া হেতুবাদে ডিক্রীর পরে আপিল চলিতে পারে। প্রতাপচন্দ্র রুদ্র বঃ হরমণি দাস্যা ২৪ উ রি ১৮৮

শালিস মধ্যের আদেশ আইনসিদ্ধ না হইলে শালিসের নিষ্পত্তির মূলে যে ডিক্রী হয়, তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলিতে পারে। জয়প্রকাশলাল বঃ শিবগোলাম সিংহ ই ল রি ১১ ক ৩৭

নিয়মিত সময়ের মধ্যে শালিসের নিষ্পত্তি দাখিল না হওয়া সত্ত্বে যদি তাহার মূলে ডিক্রী হয়, তাহা হইলে সেই ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপিল চলিতে পারে। চুহামল বঃ হরিন স ই ল রি ৮ অ ৫৪৮

সকল পক্ষের সম্মতি ব্যতীত যদি কোন মোকদ্দমা সম্বন্ধে শালিসের উপর বিচারের ভারার্পণ হয়, তাহা হইলে সেই মোকদ্দমায় শালিসের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল চলিতে পারে। জয়প্রকাশ বঃ শিবগোলাম ই ল রি ১১ ক ৩৭

শালিসের নিষ্পত্তির সহিত আদালতের ডিক্রী অনৈক্য হইলে সেই ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপিল চলিতে পারে। জোযাহির সিংহ বঃ মুলরাজ ই ল রি ৮ অ ৪৪৯

আদালতের বিচারাধিকার না থাকিলে সালিসের নিষ্পত্তিমূলক ডিক্রী সম্বন্ধে আপিল চলিতে পারে। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ বঃ জানকীপ্রসাদ ই ল রি ১৬ ক ৪৮২

শালিসের নিষ্পত্তিতে যদি সুদ দিবার আদেশ না থাকে এবং যদি আদালত সুদ দেন, তাহা হইলে সে ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপিল চলিতে পারে। মোহনলাল বঃ জয়নারায়ণ ২৩ উ রি ১০৫

প্রথম আদালত শালিসের নিষ্পত্তি অগ্রাহ্য করিলে প্রথম আপিল আদালত যদি আপিল ডিক্রি করেন তাহা হইলে হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপিল চলিতে পারে। পরেশনাথ বঃ নবীনচন্দ্র ১২ উ রি ৯৩

শালিসের নিষ্পত্তি অনুসারে যে ডিক্রী হয়, তাহা জারির সময় যে সকল তর্ক উত্থাপিত হয়, তদ্বিরুদ্ধে আপিল চলে। হিমতুল বঃ বিবি হিরণ ১৩ উ রি ৭২

কোন মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিকার না থাকা সত্ত্বে যদি আদালত সেই মোকদ্দমা বিচারের ভার সালিসের উপর অর্পণ করেন অথবা যদি শালিসের নিষ্পত্তি অনুসারে ডিক্রী দেন, তাহা হইলে সেই ডিক্রী হাইকোর্ট সংশোধন বা রহিত করিতে পারেন। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ বঃ জানকীপ্রসাদ ই ল রি ১৬ ক ৪৮৩, বৈদ্যনাথ বঃ সুব্রহ্মণ্য ই ল রি ৮ মা ২৩৫

শালীসীতে অর্পণ করণের সম্মতিপত্র আদালতে অর্পণ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫২৩ ধারা। কোন ব্যক্তিরা নিয়মপত্র লিখিয়া আপনাদের মধ্যে কোন বিবাদ ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির, কিম্বা নিয়মপত্র যে বিষয়সম্পর্কীয় হয় সেই বিষয়ের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির শালীসীতে অর্পণ করিতে সম্মত হইলে, সেই নিয়মপত্রের উভয় কি কোন পক্ষ ঐ আদালতে ঐ পত্র অর্পণ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র দিতে হইবে, ■ উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কি স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদারদের এক কি কএক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া, কিম্বা সকলে ঐ প্রার্থনা উপস্থিত না করিলে প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে।

আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দেখাইবার নোটিসের কথা।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রার্থক ভিন্ন ঐ নিয়মপত্রের অন্য সকল ব্যক্তি-

দের নামে তাহিয়য়ের নোটিস দিবার আদেশ করি ঐ নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দর্শাইতে আদেশ করিবেন

বিশিষ্ট কারণ দর্শান না গেলে আদালত ঐ নিয়মপত্র গাথাইয়া রাখিবেন ও তদনুসারে সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবেন ও তন্মধ্যে সালীসের নাম না থাকিলে ও যাঁহাকে সালীস বলিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে এই বিষয়ে উভয় পক্ষ একবাক্য হইতে না পারিলে আদালত সালীসকেও মনোনীত করিবেন

১৮৭৭ সালের ১ আইনের ২১ ধারায় বিধান আছে যে, কোন বিবাদ সম্বন্ধে পক্ষগণ শালিস দ্বার নিষ্পত্তি করাইতে অঙ্গীকার করিলে সেই অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য বিশেষ প্রতিকারের নালিশ চলে না কিন্তু সেই অঙ্গীকার বলবৎ থাকিতে কোন পক্ষ সেই বিবাদ সম্বন্ধে নালিশ করিতে পারেন না। পরন্তু ঐরূপ স্থলে কোন পক্ষ সালিসের নিকট বিচার প্রার্থনা না করা হেতু মকদ্দমা স্থগিত হইতে পারে না যে, সে শালিসের বিচারে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে কুমুদচন্দ্র দাস বং চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় ই ল রি ৫ ক ৪৯৮

সালিসের দ্বার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাইবার অঙ্গীকার করিয়া যদি সকল পক্ষ সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাহা হইলে কোন পক্ষ কর্তৃক আদালতে নালিশ দায়ের হওয়া সম্বন্ধে অপর কোন পক্ষ আপত্তি করিতে পারেন না টহল বং বিশ্বেশ্বর ই ল রি ৮ অ ৫৭

সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞানুসারে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা।

৫২৪ ধারা এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান উক্ত প্রকারের অর্পিত নিয়মপত্রের সঙ্গে যতদূর সঙ্গত হয়, ৫২৩ ধারামতে সালীসীতে আদালতের অর্পণ করিবার আজ্ঞানুযায়ী সকল কার্য্যের প্রতি ও সালীসের মীমাংসার প্রতি ও তন্মূলক ডিক্রী প্রবল করণের প্রতি ততদূর খাটিতে পারিবে

পক্ষগণ যদি অঙ্গীকার করে যে সালিসগণ যাহা নিষ্পত্তি করিবেন, তৎসম্বন্ধে তাহারা কোন আপত্তি করিবে না ও তাহাই চূড়ান্ত হইবে, তথাপি যদি কোন পক্ষ প্রমাণ করিতে পারে যে, শালিসগণ অন্যায় আচরণ করিয়াছেন তাহা হইলে শালিসগণের নিষ্পত্তিতে তাহারা বাধ্য হয় না মারল রঙ্গ রেডি বং কালপ লি ই ল রি ৬ ম ৩৬৮

আদালতের হস্তক্ষেপকরণ বিনা সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা অর্পণ করিবার কথা।

৫২৫ ধারা যদি আদালতের হস্তক্ষেপ করণ বিনা কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা যায় ও তদ্বিষয়ের মীমাংসা হয়, তবে যে সম্পর্কীয় মীমাংসা হইল সেই বিষয়ে নিয়মতম যে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকে, ঐ মীমাংসার স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি সেই আদালতে মীমাংসাপত্র গাথিয়া রাখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিস্টরী করিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে এবং প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া সেই প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে

সালীসীর পক্ষদিগকে নোটিস দিবার কথা

আদালত প্রার্থক ভিন্ন সালীসীর অন্য ব্যক্তিদের নামে নোটিস দেওয়াইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া না রাখিবার কারণ দেখাইতে আদেশ করিবেন

৫০৬ ধারা হইতে ৫২২ ধারা পর্যন্ত দায়েরি মোকদ্দমায় শালিস মান্য বিষয়ক যে স্থলে মোকদ্দমা দায়ের হয় নাই কেবল শালিস মান্যের অঙ্গীকারপত্র লেখা হইয়াছে কিন্তু সেই অঙ্গীকার অনুসারে শালিসের হস্তে বিবাদের ভার অর্পিত হয় নাই, সেই স্থলে ৫২৩ ও ৫২৪ ধারার প্রয়োগ হয় যে স্থলে

কোন আদালতের অজ্ঞাতে কোন মোকদ্দমা বিচারের ভার শালিসের উপর অর্পিত হয় এবং শালিসগণ সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন সেই স্থলে ৫২৫ ও ৫২৬ ধারার প্রয়োগ হয়। জোন্স বঃ লেডগার্ড ই ল রি ৮ ■ ৩৪০

নাবালগের অভিভাবক নাবালগের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ শালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবার অর্পণ করিতে পারে। রমনকৃষ্ণশেট বঃ হরলাল শেট ই ল রি ১৯ ক ৩৩৪

যে বিবাদে কোন পক্ষ নাবালগ থাকে সেই বিবাদ সম্বন্ধে শালিস মান্য হওয়ার পরে শালিসের নিষ্পত্তি অনুসারে ডিক্রী পাইবার জন্য এই ধারা অনুসারে মোকদ্দমা হইলে, সেই শালিস মান্য ও সেই শালিসের নিষ্পত্তির দ্বারা নাবালগের উপকার হইবে জানিলে তবে আদালত ডিক্রী দিতে পারেন। ঐ নিষ্পত্তি দেখ আরও দেখ, রামনারায়ণ পরামাণিক বঃ শ্রীমতি দাসী ১ উ রি ২৮১, টেমকুলাল বঃ শুব্বল ম ২ মা ৪৭

আদালতের অজ্ঞাতে শালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে সেই নিষ্পত্তিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, সে এই ধারা অনুসারে ডিক্রী পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারে। ঐরূপ দরখাস্ত করিবার তামাদির নিয়ম শালিসের নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ছয় মাস। তামাদি আইন ১৭৬ প্র

শালিসের নিষ্পত্তি পত্রে যে তারিখ দেওয়া থাকে সেই তারিখ হইতে তামাদি গণন হয় না। যে তারিখে নিষ্পত্তি পত্র পক্ষদিগকে প্রদত্ত হয় সেই তারিখ হইতে তামাদি গণন হয়। দত্ত সিংহ বঃ দোযাদ বাহাদুর ই ল রি ■ ক ৫৭৫, শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় বঃ কৈলাসচন্দ্র চাট্টোপাধ্যায় ২১ উ রি ২৪৮

এই ধারা অনুসারে যে দরখাস্ত দাখিল হয় তাহা সত্যপে ঠযুক্ত হওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। জোন্স বঃ লেডগার্ড ই ল রি ৮ অ ৩৪০

দরখাস্তের সহিত শালিসের নিষ্পত্তিপত্র দাখিল হওয়া আবশ্যক। হিমৎ উল্লা বঃ হিরম্ ১৩ উ রি ৬২

শালিসের নিষ্পত্তি পত্র নষ্ট হওয়া প্রমাণ হইলে তৎসম্বন্ধে গৌণ প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে পারে। গোপী বঃ মহানন্দি ই ল রি ১৫ মা ৯৯

এই ধারা অনুযায়িক দরখাস্তে দাখিল পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। খোদাবক্স বঃ গোওলাবক্স ১৪ উ রি ২৫৫

মূল বিবাদ সম্বন্ধে যে আদালতের বিচারাধিকার না থাকে সেই আদালত এই ধারা অনুসারে দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। অমদাতাপ হোসেন বঃ গিরিশচন্দ্র রায় ১৫ উ রি ৫৫৬

শালিসের নিষ্পত্তি আদালতের অজ্ঞাতে হইলে কোন পক্ষ এই ধারা অনুসারে দরখাস্ত করিতে বাধ্য নহে, এবং তাহা না করিয়া তাহার নালিশ করিতে পারে। তাহার তাহার না করিলে নৈরন্তর্য ভাবে শালিসের নিষ্পত্তির মূলে ডিক্রীর প্রার্থনা করিতে পারে। নন্দশাহা বঃ রামচন্দ্র ই ল রি ১৫ ম ৪৭৪

যদি এই ধারা অনুযায়িক দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে দরখাস্তকারি আবেদা নালিশ করিতে পারে। পালত ভকত্ বঃ মনোহর ১৩ ক ল রি ১৭১

এই ধারা অনুযায়িক দরখাস্ত মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু যদি সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে প্রাঙ্ন্যায় দোষে মূল বিবাদ সম্বন্ধে আবেদ নালিশের বাধ হইতে পারে না। এই ধারা অনুযায়িক দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে কেবল এই মাত্র অবধারিত হয় যে শালিসের নিষ্পত্তির মূলে ডিক্রী হইতে পারে না কিন্তু তদ্দারা মূল বিবাদের কোন নিষ্পত্তি হয় না, এবং শালিসের নিষ্পত্তি অনুসারে ডিক্রী না হইলেও সেই নিষ্পত্তির স্বকীয় বলের কোন হানি হয় না। মহম্মদ নেওয়াজ খাঁ বঃ আলম খাঁ ই ল রি ১৮ ■ ৪১৪ প্রি কৌ

এই ধারা অনুযায়িক দরখাস্তে আবেদন পত্রের ষ্টাম্প দিতে হয় না। খোদাবক্স বঃ মোওলবক্স ১৪ উ রি ২৫৫, নীলধর বঃ মনোহর ই ল রি ১০ ক ১১

ঐ মীমাংসা অর্পণ ও প্রবল করণের কথা।

৫২৬ ধারা। মীমাংসার বিরুদ্ধে ৫২০ কি ৫২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিতে আজ্ঞা করিবেন; তাহা হইলে এই অধ্যায়ের বিধানমত মীমাংসার ন্যায় ঐ মীমাংসা বলবৎ হইবে

৫২০ ও ৫২১ ধারায় সালিসের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ অবধারণের যে সকল হেতু উল্লিখিত আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে আদালত ৫২৫ ধারা অনুসারে তাহার বিচার করিতে পারেন না। বাস্তবিক সালিস মান্য হইয়াছিল কি না, অথবা বাস্তবিক সালীসগণ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন কি না এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে ৫২৪ ধারা ও ৫২৬ ধারা অনুসারে তাহার মীমাংসা করিয়া সালিশের নিষ্পত্তি অনুসারে আদালত ডিক্রী দিতে পারেন না। শ্যামলনাথ বঃ জয়শঙ্কর দলসুকরাম ই ল রি ৯ ব ২০৪, হরনাথ বঃ নিস্তারিণী ই ল রি ১০ ক ৭৪, বিন্ধ্যেশ্বরী বঃ জানকী ই ল রি ১৬ ক ৪৮২

---

৫২৫ ধারা অনুসারে পক্ষদিগের নিযোজিত সালিসগণের নিষ্পত্তি দাখিল হইলে আদালত তাহা সংশোধন জন্য পুনঃ প্রেরণ করিতে পারেন না। দাগদাসু বঃ ভুকান ই ল রি ৯ ব ৮২

সালিসের নিষ্পত্তি আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরে যে কোন সময়ে তদনুসারে ডিক্রি পাইবার জন্য পক্ষগণ প্রার্থনা করিতে পারে; ঐরূপ দরখাস্ত সম্বন্ধে তামাদি আইনের প্রয়োগ হয় না। ঈশ্বরদাস বঃ দোসিবাই ই ল রি ৭ ব ৩১৬

সালিসের নিষ্পত্তির মূলে ডিক্রি দিবার প্রার্থনা আদালত অগ্রাহ্য করিলে, সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলে না। রাম চৌধুরী বঃ দীনবন্ধু ই ল রি ৭ ক ৪৯০

সালিসের নিষ্পত্তির মূলে আদালত এই ধারা অনুসারে ডিক্রি দিলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে না। শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় বঃ কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২১ উ রি ২৪৮, বিষ্ণু ভাও বঃ রাওজি ভাও জে খি ই ল রি ৩ ব ১৮

সালিসের নিষ্পত্তির সহিত আদালতের ডিক্রির অনৈক্য হইলে সেই ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল চলিতে পারে। উজি ফজল বঃ বহিমুন্নিসা ই ল রি ১৩ আ ৩৬৬

সালিসের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে যদি কোন পক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করে যে সে সালিস মান্য সম্বন্ধে সম্মতি দেয় নাই, অথবা সম্মতি দিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহা হইলে সেই নিষ্পত্তির মূলে যে ডিক্রি হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে। ষষ্ঠীচরণ বঃ তারকচন্দ্র ১৫ উ রি ৯ ফু বে

যে বিষয়ের জন্য সালিস মান্য হয় সালিসগণ তদতিরিক্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা করিলে তাহাদিগের নিষ্পত্তির মূলে যে ডিক্রি হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে। মানবিক্রম জামরিন বঃ মালিচেরি ই ল রি ৩ মা ৬৮

সালিস মান্যের অঙ্গীকার অস্পষ্ট হইলে তাহার মূলে যে ডিক্রি হয়, তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে, এবং তাহা আপিল আদালত রহিত করিতে পারেন। বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ বঃ জানকী ই ল রি ১৬ ক ৪৮২

৫২০ ও ৫২১ ধারায় যে সকল আপত্তির উল্লেখ আছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন আপত্তির মীমাংসা ৫২৫ ধারা অনুসারে আদালত করিতে পারেন না। যদি ঐরূপ আপত্তির মীমাংসা করিয়া আদালত সালিসের নিষ্পত্তি অগ্রাহ্য করেন অথবা তাহার মূলে ডিক্রি দেন, তাহা হইলে সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল না চলিলেও হাইকোর্ট তাহা সংশোধন করিতে পারেন। নীলধর বঃ মনোহর ই ল রি ১০ ক ১১, শ্যামলাল বঃ জয়শঙ্কর ই ল রি ৯ ব ২৫৪, মানবিক্রম বঃ মালিচেরি ই ল রি ৩ ম ৬৮; দাগদাসু বঃ ভুকন ই ল রি ৯ ব ৮২; বিন্ধ্যেশ্বরী বঃ জানকী ই ল রি ১৬ ক ৪৮২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

আদালতের মত জ্ঞাত হওয়ার জন্যে বর্ণনা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৭ ধারা। কোন ব্যক্তিরা বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত বলিয়া দাওয়া রাখিলে তাঁহারা নিয়মপত্র লিখিয়া আদালতের মত জানিবার জন্যে বিশেষ বিষয় বলিয়া সেই কথা ব্যক্ত করিয়া, এই মর্ম্মের বিধান করিতে পারিবেন যে, আদালত সেই বিষয়ে যাহা নির্ণয় করেন তদনুসারে,

(ক) তাঁহাদের একপক্ষ অন্য পক্ষকে উভয়ের নির্দ্ধারিত কি আদালতের নির্ণীত কতক টাকা দিবেন, কিম্বা

(খ) নিয়মপত্রে স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে তাহা দিবেন, কিম্বা

(গ) নিয়মপত্রে বিশেষ যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহাদের এক কি কয়েক ব্যক্তি তাহা করিবেন কিম্বা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন।

এই ধারামতে যে যে বিষয়ের বর্ণনা করা যায় তাহা ক্রমিক নম্বরযুক্ত দফায় বিভক্ত হইবে, ও তদ্দ্বারা যে বিবাদ উত্থিত হয় আদালতের তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবার নিমিত্তে যে যে বৃত্তান্তের ও দলীলের প্রয়োজন থাকে তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত হইবে

যে স্থলে বিষয়ের মূল্য ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

৫২৮ ধারা। কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিবার, কিম্বা বিশেষ কোন কার্য্য করিবার কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার নিমিত্ত ঐ নিয়মপত্র হইয়া থাকিলে, যে সম্পত্তি সমর্পণ করিতে হইবে, কিম্বা যে সম্পত্তির সঙ্গে উক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সম্পর্ক থাকে, নিয়মপত্রে তাহার আনুমানিক মূল্য লিখিতে হইবে

নিয়মপত্র মোকদ্দমার ন্যায় অর্পণ করিবার ও তাহার নম্বর দিবার কথা।

৫২৯ ধারা নিয়মপত্র পূর্ব্বলিখিত বিধি অনুসারে লেখা গেলে পর, নিয়মপত্রের উল্লিখিত বিষয় যত টাকার বা যত মূল্যের হয় তত টাকার বা তত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, ঐ নিয়মপত্র সেই আদালতে দাখিল করা যাইতে পারিবে।

দাখিল করা গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদার এক কি কয়েক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কয়েক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ নিয়মপত্রে রেজিষ্টরী করা যাইবে, ও যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তাহা উপস্থিত করিলেন তাঁহাদের ছাড়া নিয়মপত্রের ভাগী সকল ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া যাইবে।

উভয় পক্ষের আদালতের ক্ষমতাধীনে থাকার কথা

৫৩০ ধারা ঐ নিয়মপত্র দাখিল করা গেলে পর তৎপক্ষীয় ব্যক্তিরা আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন থাকিবেন ও নিয়মপত্রের লিখিত কথাক্রমে বদ্ধ থাকিবেন।

ঐ বিষয় শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৫৩১ ধারা সেই বিষয় পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় শুনিবার জন্যে লেখা যাইবে, ও সেই অধ্যায়ের বিধান সেই মোকদ্দমার প্রতি যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে

আদালত উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইয়া কিম্বা যে প্রমাণ লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইয়া

(ক) ঐ নিয়মপত্র তাঁহাদের দ্বারা যথোচিতরূপে সম্পাদন করা হইয়াছে, ও

(খ) তন্মধ্যে যে বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে সেই বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে স্বার্থ আছে, ও

(গ) তাহা নিষ্পত্তি করিবার যোগ্য,

এই এই কথা সুবোধমতে জানিলে, সাধারণ মোকদ্দমায় যেরূপ করিয়া থাকেন সেই রূপে ঐ বিষয় বিচার জানাইতে প্রবৃত্ত হইবেন, ও তদ্রূপে যে বিচার জানান তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও এই আইনে ডিক্রীজারী করিবার যে বিধান আছে সেই বিধানমতে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বিলঅফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির উপর সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

৫৩২ ধারা বাদী এই অধ্যায়মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে চাহিলে, এই ধারা যে কোন আদালতের প্রতি বর্ত্তে এই আইনের নির্দ্ধারিত পাঠে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়া সেই আদালতে বিলঅফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন কিন্তু এই আইনের চতুর্থ তফসীলে ১৭২ নম্বরের যে পাঠ আছে সমন সেই পাঠে, কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে অন্য যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে, লেখা যাইবে

আবেদনপত্র ও সমনপত্র সেই সেই পাঠে লেখা গেলে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিতমতে বিচারপতির নিকটে উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের অনুমতি না পাইলে, উপস্থিত হইবেন না ও মোকদ্দমার উত্তর দিবেন না

ও সেই অনুমতি না পাইলে, কিম্বা পাইয়াও তদনুসারে উপস্থিত হইয়া উত্তর না দিলে, বাদী সমনপত্রের উল্লিখিত টাকার অনধিকের ডিক্রী ও সুদের হার নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ঐ ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত সেই হারে সুদের ও হাইকোর্টের বিধিমতে নির্দ্ধারিত খরচের ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু বাদী ঐ নির্দ্ধারিত টাকার অধিক দাওয়া করিলে, খরচা নিয়মমতে নিরূপণ করা যাইবে, ও ঐ ডিক্রী অযোগেই প্রবল করা যাইতে পারিবে

সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে দিবার কথা।

প্রতিবাদীর উত্তর আপাততঃ প্রামাণ্য নহে আদালত এমত বোধ না করিলে, কিম্বা ঐ উত্তরের সরলতা বিষয়ে যুক্তিযুক্ত সন্দেহ না করিলে প্রতিবাদির প্রতি সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিতে কিম্বা তজ্জন্যে জামিন দিতে আজ্ঞা হইবে না

ব্যাখ্যা যে বিলের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, কেবল মিয়াদ অতীত হওনের সংযোগে সেই বিল প্রভৃতির দ্বারাই যে স্থলে আপাততঃ টাকা পাইবার স্বত্ব স্থাপন হইতে পারে, এই ধারা কেবল সেই স্থলের প্রতি খাটে এমত হয়।

এই ধারা অনুসারে নালিশ সম্বন্ধে তামাদির নিয়ম টাকা প্রাপ্য হওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাস তামাদি আইন, দ্বিতীয় সারণি ■ প্রকরণ হুণ্ডীর তাহা হুণ্ডী স্বীকারক সকলের নামে একযোগ নালিশ চলে বাঙ্গালব্যাঙ্ক বং কার্ত্তিকচন্দ্র ই ল রি ১৬ ক ৮০৪

প্রতিবাদী দোষ গুণ মূলক উত্তর দেখাইলে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবার কথা

৫৩৩ ধারা প্রতিবাদী প্রার্থনা করিলে, ও সমনে যত টাকা উল্লেখ হইল তাহা আদালতে দিলে, কিম্বা যে আফিডেবিটক্রমে প্রতিবাদ প্রকাশ হয়, বা যাহাতে নিদর্শন-পত্রধারির বিনিয়ম প্রাপণের প্রমাণ করা আবশ্যক এমত বৃত্তান্ত, কিম্বা ঐ প্রাপ্য পত্রের প্রতিপোষণার্থে আদালত অন্য যে বৃত্তান্ত প্রচুর বলিয়া জ্ঞান করেন এমত বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় আদালতের হৃদ্বোধজনক এমত আফিডেবিট দিলে, আদালত জামিন দেওন ■ ইস্যু নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ক যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার অনুমতি দিবেন।

ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৪ ধারা। ডিক্রী হইলে পর, আদালত গতিক বিশেষে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে ও আবশ্যক হইলে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলে, যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে সমনমতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন

আদালতের কার্য্যকারকের হস্তে বিল রাখিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা

৫৩৫ ধারা মোকদ্দমা যে বিল হুণ্ডী কি খৎমূলক হয়, আদালত এই অধ্যায়মতে কোন কার্য্যানুষ্ঠান কালে আদালতের কোন কার্য্যকারকের হস্তে সেই বিল প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা দিয়া বাদী যত দিন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের খরচার জামিন না দেন তত দিন ঐ সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবারও আজ্ঞা দিতে পারিবেন

বিল বা খৎ অমান্য হইলে অগ্রাহ্য হওয়ার কথা লেখাইবার খরচ আদায়ের কথা

৫৩৬ ধারা যে বিল অফ এক্‌চেঞ্জ কি খৎ অমান্য করা যায়, তাহা যে ব্যক্তির হাতে থাকে এই অধ্যায়মতে তাহার সেই বিলের কি খতের টাকা আদায় করিবার যে উপায় আছে, উক্ত প্রকারে অমান্য হওয়া প্রযুক্ত তাহা অগ্রাহ্য হওয়ার কথা কি তাহার টাকা দেওয়া গেল না এই কি অন্য কথা লেখাইতে যে খরচ লাগে, তাহাও ফিরিয়া পাইবার জন্য তাহার সেই উপায় থাকিবে

এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৩৭ ধারা ৫৩২ অবধি ৫৩৬ পর্য্যন্ত সকল ধারায় যে যে স্থলের বিধান হইয়াছে সেই সেই স্থল ভিন্ন এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর ন্যায় হইবে

এই অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তিবার কথা।

৫৩৮ ধারা ৫৩২ অবধি ৫৩৭ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান কেবল এই এই আদালতের প্রতি বর্ত্তে ;—

(ক) কলিকাতার ও মাদ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট

(খ) বাঙ্গুণের রিবার্ডর সাহেবের আদালত
(গ) কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত
(ঘ) করাচির জজ সাহেবের আদালত ও
(ঙ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতাপন্ন অন্য যে আদালতের প্রতি বর্ত্তান সেই আদালত

তদ্রূপে বর্ত্তান গেলে, সেই সেই বিধান সংক্রান্ত ক্ষমতার ও কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে যে ব্যক্তি যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহারও আজ্ঞা করিতে, ও তদ্রূপে যে যে বিধান বর্ত্তান যায় তাহা প্রবল করণার্থে যে যে বিধি আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহাও প্রণয়ন করিতে পারিবেন

উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হওনের পর এক মাসের মধ্যে ঐ ঐ বিধান তদনুসারে বর্ত্তিবে ও পূর্ব্বোক্তমতে প্রণীত বিধি আইনের তুল্য বলবৎ হইবে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত কোন জ্ঞাপনপত্র সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন কি রহিত করিতে পারিবেন

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাধারণের হিতার্থে দত্তধন বিষয়ক মোকদ্দমার বিধি।

সাধারণের হিতার্থে দত্তধন বিষয়ক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

৫৩৯ ধারা সাধারণের হিতজনক বা ধর্ম্মার্থ কার্য্যের নিমিত্ত স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ বিশ্বাসপূর্ব্বক ধনন্যাস হইলে, সেই বিশ্বাস ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া কথিত হইলে কিম্বা তদ্রূপ ন্যস্ত কোন ধন সম্পর্কীয় কার্য্য নিরূপণার্থে আদালতের আদেশ থাকা আবশ্যক বোধ হইলে, আডবোকেট জেনরল সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে কিম্বা ঐ ন্যস্ত ধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত দুই কি তদধিক ব্যক্তি আডবোকেট জেনরল সাহেবের লিখিত অনুমতি পাইয়া, হাইকোর্টে, কিম্বা উক্ত ন্যস্ত সমুদয় বিষয় কি তাহার কোন অংশ যে জিলার আদালতের দেওয়ানী এলাকার সীমার মধ্যে থাকে সেই আদালতের নিম্নলিখিত ডিক্রী পাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ;—

(ক) ঐ হিতজনক কার্য্যের নিমিত্ত দত্তধনের নূতন ন্যাসধারী নিযুক্ত করণার্থ,
(খ) ঐ দত্তধনের ন্যাসধারীদের প্রতি কোন সম্পত্তি বর্ত্তাইবার নিমিত্ত,
(গ) ধন যে যে কার্য্যার্থে দত্ত হইল তন্মধ্যে যাহার প্রতি যে অংশ নিরূপণ হইবে ইহার নির্ণয় করণার্থে,
(ঘ) ঐ দত্ত সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ পাট্টা কি ভাড়া করিয়া দিবার কি বিক্রয় করিবার কি বন্ধক রাখিবার কি বিনিময় করিবার অনুমতি দানার্থ,
(ঙ) ঐ [illegible] সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতার নিয়ম নিরূপণার্থে,

কিম্বা বিষয় বিবেচনায় আর বা অন্য যে উপকার আবশ্যক তাহা দানার্থ ডিক্রী

এই ধারার আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল, রাজধানী নগরের বাহিরে কালেক্টর সাহেব কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে

কার্য্যকারককে নিযুক্ত করিবেন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন

সাধারণের হিতজনক ;—ব্যক্তিবিশেষের অধিকৃত দেবত্রাদি সম্পত্তি সম্বন্ধে এই ধারা অনুসারে নালিশ চলে না কেবল সাধারণের হিতার্থ উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় যে দেবালয়ে অতিথি ভোজন করান হয়, অথবা জলসত্র দেওয়া হয় সেই সকল দেবালয় মাত্রই সাধারণের জন্য উৎসর্গীকৃত বলিয়া গণ্য হয় না সথাপ্পায়ার বঃ প্যারিয়া স্বামী ই ল রি ১৪ মা ১

কে নালিশ করিতে পারে ;—এই ধারা অনুসারে এডভোকেট জেনারল অথবা তাঁহার অনুমোদন মতে দুইজন কোন প্রকার স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি নালিশ করিতে পারে মফঃস্বলে এই ধারা অনুসারে এডভোকেট জেনারলের ক্ষমতা জেলার কালেক্টর পরিচালন করিতে পারেন কোন দেবত্র সম্পত্তির অপব্যয় বিনিয়োগ সম্বন্ধে যাহার নালিশ করিবার অধিকার আছে, সে এই ধারা অনুসারে এডভোকেট জেনারলের অনুমতি লইয়া নালিশ করিতে বাধ্য কি না তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে কলিকাতা হাইকোর্টের মতে যে যে স্থলে ৫৩৯ ধারার প্রয়োগ হইতে পারে, সেই সেই স্থলে অন্য প্রকারে নালিশ চলে না জক্তিফন্নেশা বিবি বঃ নাজিরণ বিবি ই ল রি ১১ ক ৩৩

সম্প্রতি বোম্বে হাইকোর্টও ঐরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন জিবন দাস বঃ ফিমজীবল্লভ দাস ই ল রি ১৭ ব ৬২৬, কিন্তু দেখ ঠাকুর সিং বঃ হরভুমনরসি ই ল রি ৮ ব ৪৩২ ৪৫১

এই ধারা অনুসারে নালিশ করিয়া কোন ট্রষ্টিকে পদচ্যুত করিতে পারা যায় কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে নরসিংহ বঃ আয়ানচেটী ই ল রি ১২ ম ১৫৭

সাধারণের হিতার্থ উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি কেহ অন্যায় পূর্ব্বক দখল করিলে সেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার জন্য নালিশ করিতে হইলে সেই নালিশ ৫৩৯ ধারার বিধান মতে করা আবশ্যক হয় না লক্ষ্মীবাস বঃ গণপতি বাই ই ল রি ৮ ব ৩৬৫

ষষ্ঠ ভাগ।

আপীল বিষয়ক বিধি।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মূল ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ না হইলে মূল সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবার কথা।

৫৪০ ধারা এই আইনে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনে ভাবান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীর উপর কিম্বা ডিক্রীর কোন অংশের উপর ঐ ঐ আদালতের নিষ্পত্তির আপীল শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতে আপীল করা যাইতে পারিবে এবং এই ধারানুসারে একতরফা মূল ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে

কেবল ডিক্রীর বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে আপিল হয় ডিক্রী শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ২ ধারা দেখ, এই সম্বন্ধে আর দেখ, মিনাক্ষী বঃ সুব্রহ্মণ্য ই ল রি ১১ ম ২৬ প্রি কৌ

নিষ্পত্তি পত্রে আদালত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা জয়পত্রের অন্তর্গত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে না, ও করিবার আবশ্যক হয় না আমাসুন্দরী বঃ দিগম্বরী ১৩ উ রি ১, রণবাহাদুর বঃ লুচো কুঙর ই ল রি ১১ ক ৩০১

কোন আদালতে আপিল করিতে হয় ;—মুন্সেফের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জেলার জজের নিকট আপিল করিতে হয়। ৫০০০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাবির মোকদ্দমায় সবর্ডিনেট জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জেলার জজের নিকট আপিল করিতে হয়। ৫০০০ হাজার টাকার উর্দ্ধ দাবির মোকদ্দমায় হাইকোর্টে আপিল করিতে হয়। ১৮৮৭ সালের ১২ আইনের ২১ ধারা।

নালিশী দাবির পরিমাণ অনুসারে আপিল সংক্রান্ত বিচারাধিকার নির্ণীত হয়। আদালত যে পরিমাণ টাকার ডিক্রী দেন তদনুসারে আপিলের বিচারাধিকার নির্ণীত হয় না। মহাবীর সিংহ বঃ বিহারীলাল ইং ল রি ১৩ অ ৩২০।

কে আপিল করিতে পারে ;—অপক্ষ ব্যক্তি আপিল করিতে পারে না। দেবীপ্রসাদ বঃ ব্রজমণি ২৪ উ রি ২৫৯।

মোকাবেলা প্রতিবাদী আপিল করিতে পারেন। রামদাস দাস বঃ হরিহর মুখোপাধ্যায় ২৩ উ রি ৮৬, গদাধর বঃ মনোমোহিনী ৭ উ রি ৩৬৬।

একজন প্রতিবাদী আর একজন প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারে না। গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ মনোমোহিনী দাসী ৭ উ রি ৩৬১।

কোন মোকদ্দমা দায়ের থাকা সময়ে বা ডিক্রী হওয়ার পরে কোন পক্ষ তাহার স্বত্ব হস্তান্তর করিলে সেই পক্ষের স্বত্বক্রেতা ৩৭২ ধারা বা ৩৩২ ধারা অনুসারে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে, এবং ঐরূপ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি আপিলাণ্ট হইয়া আপিল চালাইতে বা রেস্পণ্ডেণ্ট হইয়া আপিল সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারে। কোন পক্ষ আপিল করিবেন বলিয়া আইন অনুযায়িক অঙ্গীকারে বাধ্য হইলে তাহার পরে আপিল করিতে পারেন না। প্রতাপচন্দ্র দাস বঃ এরাটুন ইং ল রি ৮ ক ৪৫৫।

আপীল লিখিবার পাঠের কথা।

৫৪১ ধারা। আপীল মর্ম্মাত্মকপত্রের ন্যায় লিখিত হইয়া আপেলাণ্টের দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে,

মর্ম্মাত্মকপত্রের সঙ্গে যাহা দিতে হইবে তাহার কথা

ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার নকল ও ডিক্রী যে বিচারমূলক হয় (আপিল আদালত তাহার নকল বিনা কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতি না দিলে) তাহারও নকল আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের সহিত দিতে হইবে।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের কথা।

আপীলের ঐ মর্ম্মাত্মকপত্রে বাদানুবাদ কি বৃত্তান্ত না লিখিয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তদ্বিষয়ের আপত্তির হেতুমাত্র সংক্ষেপে ও ভিন্ন ভিন্ন দফা করিয়া লিখিতে হইবে, ও প্রত্যেক হেতুর ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে।

আপিলের অজুহত লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে ১৭৩ সংখ্যক আদর্শ দেখ।

উকিলের দ্বারা অজুহত দাখিল করিতে হইলে সেই অজুহতে উকিলের নিম্নলিখিত প্রকার সার্টিফাই করা আবশ্যক :—

আমি এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পাঠ করিয়া এই অজুহত প্রস্তুত করিয়াছি, এবং আমি এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে আমার বিবেচনায় উপরের লিখিত হেতুবাদ সমূহ যুক্তিমূলক এবং আইনসঙ্গত বটে। এবং বিচারের সময় আমি ঐ সকল হেতুবাদে আপিলাণ্টের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছি।

মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পাঠ না করিয়া আপিলের অজুহত প্রস্তুত ও দাখিল করিলে তাহা উকিলের ত্রুটি গণ্য হয়। নূর আহাম্মেদ ১৭ উ রি ৩০৮।

আপিলাণ্ট স্বয়ং যদি অজুহত দাখিল করিয়া পরে তাহার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করে, তাহা হইলেও সেই উকিল সেই অজুহত সার্টিফাই না করিয়া বিচারের সময়ে সওয়াল জবাব করিতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্র বঃ হরিশচন্দ্র ৩ উ রি ২১৬।

কোন উকিল নিজের মোকদ্দমায় স্বয়ং অজুহত সার্টিফাই করিতে পারেন না। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বঃ আমির মণ্ডল ১৪ উ রি ১৬৮।

আপিল দাখিল সম্বন্ধে তামাদির নিয়ম ;—জেলার জজের নিকট আপিল করিতে হইলে প্রথম আদালতের নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ৩০ দিবসের মধ্যে আপিল দাখিল হওয়া আবশ্যক তামাদি আইন ১৫২ প্র

হাইকোর্টে আপিল করিবার নিয়ম নিম্ন আদালতের ডিক্রির তারিখ হইতে ৯০ দিবস, তামাদি আইন ১৫৬ প্র

আপিল দাখিল সময়ে তামাদি গণনায় নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি পত্রের নকল পাইবার সময় বাদ পাওয়া যায়। তামাদি আইন ১২ ধারা।

বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক জন্য নিয়মিত কালের মধ্যে আপিল দাখিল না হইলে সেই নিয়মিত কাল গত হওয়ার পরেও আপিল দাখিল হইতে পারে তামাদি আইন ৫ ধারা

গণনার ভ্রম বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য হয় না দৈবলাম্ব বঃ কলসম ই ল রি ১ অ ২৫১

যদি রেস্পণ্ডেণ্ট ক্রস আপিল করে কিন্তু আপেলাণ্ট আপিল উঠাইয়া লওয়ায় ক্রস আপিল বাতিল হয়, তাহা হইলে ক্রস আপিলকারী যদি দেখাইতে পারে যে আপেলাণ্ট আপিল না করিলে সে আপিল করিত তবেই তাহাকে আপিলের অনুমতি দেওয়া হয় গৌর হরি বঃ প্রেমনাথ ই ল রি ১ ক ১৩১

আপিলাণ্ট আপিল উঠাইয়া লওয়ায় ক্রস আপিলের নির্ভর উপায় না থাকা হেতু নিয়মিত কাল গত হওয়ার পরেও আপিল দাখিল হইতে পারে না দিগম্বর মজুমদার বঃ বাদল খাঁ ই ল রি ৭ ম ৬৫৪ ৬৫৯

আপিলের প্রার্থনাকারী পীড়িত থাকিলেও, যে সময়ে আপিল দাখিল পক্ষে তামাদি আইনের ■ ধারা অনুসারে তাহা বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য হয় না মনসুর আলি বঃ পাঁচু বিবি ১ উ বি ২৩ মে

আপিলের প্রার্থনাকারির অর্থাভাব যথাসময়ে আপিল দাখিলের পক্ষে বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক গণ্য হইতে পারে না। হোসেনি বঃ মজফর নগরের কালেক্টর ই ল রি ৯ অ ৬৫৫

আইনসঙ্গত হেতু না থাকা সত্ত্বে ছানি বিচারের প্রার্থনা করা হইলে তাহা যথাসময়ে আপিল দায়েরের পক্ষে বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক গণ্য হইতে পারে না গোবিন্দ বঃ ভ ■ রি ই ল রি ১৪ ম ৮১, আগাখুল বঃ ঢাকার কালেক্টর ই ল রি ১৫ ক ২৪২।

আইন সঙ্গত হেতুর মূলে ছানি বিচারের প্রার্থনা করা হইলে আপিলের নিয়মিত কাল গত হওয়ার পরে আপিল করা যাইতে পারে রসূল বঃ হাসন ই ল রি ৯ ম ২৪৮

বিশিষ্ট কারণ না থাকার হেতু আপিলের নিয়মিত কাল গত হওয়ার পরে যদি আপিল গ্রহীত হয়, তাহা হইলে আপিল গ্রহণের পরেও অগ্রাহ্য হইতে পারে তামাদি আইন ৪ ধারার ৬ উ

যে যে হেতু ব্যক্ত থাকে আপেলাণ্টের কেবল সেই সেই হেতু ধরিতে পারিবার কথা।

৫৪২ ধারা আপেলাণ্ট আদালতের অনুমতি না পাইলে আপত্তির অন্য কোন হেতু ব্যক্ত করিতে পারিবেন না ও অন্য হেতুর প্রতিপোষকে তাঁহার কথা শুনা যাইবে না। কিন্তু আপীলের নিষ্পত্তি করণে আদালত আপেলাণ্টের প্রকাশিত কেবল সেই সেই হেতু ধরিতে আবদ্ধ নহেন

পরন্তু আপেলাণ্ট যে হেতু ব্যক্ত না করেন, রিস্পণ্ডেণ্ট এমত হেতু ধরিয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার প্রচুর সুযোগ না পাইলে, আদালত সেই হেতুর প্রতি নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন না

মর্ম্মাত্মকপত্র অগ্রাহ্য হইবার বা সংশোধন করিবার কথা।

৫৪৩ ধারা আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টমতে লেখা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইতে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিয়া দিবার জন্যে আপেলাণ্টকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে, কিম্বা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করা যাইতে পারিবে

আদালত এই ধারামতে কোন মর্ম্মাত্মকপত্র অগ্রাহ্য করিলে তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন

এই ধারামতে আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র সংশোধন করা গেলে, বিচারপতি কিম্বা তিনি এতৎ কার্য্যপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথার স্বাক্ষর করিবেন

আপিলের অজুহত অপ্রাসঙ্গিক বা নিম্ন আদালতের কুৎসামূলক হইলে আদালত তাহা সংশোধন জন্য প্রত্যর্পণ না করিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন ক্লাইভ ডুরান্ট ই ল রি ১৫ ব ৪৮৮

আপিল অগ্রাহ্য করা হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিল চলিতে পারে গোলাপরায় বঃ গঙ্গলাল ই ল বি ৭ আ ৪২ রঘুনাথ বঃ মিলু ই ল বি ৯ ব ৪৫২

আদালত কোন হেতুবাদ উল্লেখ না করিয়া আপিল অগ্রাহ্য করিতে পারেন না রঘুনাথ বঃ মিলু ই ল বি ৯ ব ৪৫২

অনেক বাদির কি প্রতিবাদীর সাধারণ হেতু মূলক ডিক্রী হইলে এক জনের সম্পূর্ণ ডিক্রী অন্যথা করাইতে পারিবার কথা।

৫৪৪ ধারা মোকদ্দমায় একের অধিক জন বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে যে হেতু ধরিয়া ডিক্রীর উপর আপীল হয় সকল বাদির কি সকল প্রতিবাদীর সেই হেতুতে সাধারণ সম্পর্ক থাকিলে বাদিদের কিম্বা প্রতিবাদীদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ ডিক্রীর বিপক্ষে আপীল করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আপীল আদালত সকল বাদির কিম্বা স্থল বিশেষে সকল প্রতিবাদির সপক্ষে ঐ ডিক্রী অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন

এই ধারা সম্বন্ধে দেখ শেখাত্রি বঃ কৃষ্ণ ই ই ল রি ৮ মা ১৯২

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহা স্থগিত ও জারী করণ বিষয়ক বিধি।

কেবল আপীল হওয়া প্রযুক্ত ডিক্রীজারী স্থগিত না হওয়ার কথা

৫৪৫ ধারা ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গিয়াছে, কেবল এই কারণে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবে না কিন্তু বিশিষ্ট কারণ থাকিলে, আপীল আদালত ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার সময় গত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার কথা।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা হইলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত বিশিষ্ট কারণে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কিন্তু যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন সেই আদালত এই এই বিষয় সুবোধমতে না জানিলে, এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না, যথা,

(ক) যে পক্ষ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, ঐ আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার গুরুতর হানি হইতে পারে, ও

(খ) অসঙ্গত বিলম্ব না করিয়া ঐ প্রার্থনা করা গিয়াছে, ও

(গ) প্রার্থক শেষে যে ডিক্রী কি আজ্ঞামতে আবদ্ধ হইবেন তাহা নিয়মমতে সাধন করিবার জামিন দিয়াছেন।

স্থাবর অস্থাবর উভয় প্রকারে সম্পত্তি সংক্রান্ত ডিক্রী সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় রাণী ইস্মায়েদ কুওয়া ৫ উ রি ৪৫৮

'এই ধারা অনুসারে জারি স্থগিতের প্রার্থনা করিতে হইলে এফিডেবিট করা আবশ্যক, এবং বিপক্ষকে নোটীস না দিয়া এই ধারা অনুসারে চূড়ান্ত আদেশ হইতে পারে না। মুলতানচাঁদ শিবরাম বঃ খাঁ সাহেব খোরসেদজি ই ল রি ১৫ ব ৫৩৩

আপিল দায়ের করিবার নিয়ম গত হইবার পূর্ব্বেও ডিক্রী জারি হইতে পারে, সাঁওতাল পরগণার কালেক্টর বঃ বিনদলাল। উ রি ৫৩ মো

এই ধারার দ্বিতীয় দফা অনুসারে ঐরূপ স্থলে উপযুক্ত কারণ থাকিলে ৫৭৮ ক দফামত জারি স্থগিত রাখিতে পারেন

কি পরিমাণ জামিন লওয়া আবশ্যক তাহা আদালত স্বয়ং বিচার করিতে বাধ্য, তদ্বিষয় নিষ্পত্তি জন্য আদালত কেবল সেরেস্তাদারের কৈফিয়তের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। সুনামৎ বাহাদুর ভুম কুমার বঃ জমাহরলাল পাড়ে ২০ উ রি ৫২

আদালত এই ধারা অনুসারে যে আদেশ দেন তাহা যে কোন সময়ে রহিত করিতে পারেন। মুন্সি আমির আলী ১৩ উ রি ৪০৩

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে। গাজি উদ্দিন বঃ ফকিরবক্স ই ল রি ৭ আ ৭৩, উদয়া আদিত্য দেব বঃ গ্রেগসিন ই ল রি ১২ ক ৬২৪

যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা জারী করিবার আজ্ঞা হইলে জামিনের কথা।

৫৪৬ ধারা যে ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত থাকে এমত ডিক্রীজারী করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আপেলাণ্ট বিশিষ্ট কারণ দেখাইলে যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি লওয়া গেলে তাহা ফিরিয়া দেওনের, কিম্বা ঐ সম্পত্তির মূল্য দেওনের, ও আপীল আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা নিয়মমতে সাধন করণের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কিম্বা যে আদালত ঐ ডিক্রী করিলেন, আপীল আদালত উক্ত কারণে সেই আদালতের প্রতি ঐ জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এবং টাকার ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা গেলে যদি সেই ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত থাকে, তবে ডিক্রীমত খাতক প্রার্থনা করিলে যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের বিবেচনায় জামিন দেওন প্রভৃতি বিষয়ক যে নিয়ম উচিত হয় তদনুসারে আপীলের নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় স্থগিত করা যাইবে।

আপিল দায়ের না থাকিলে কোন আদালত এই ধারা অনুসারে ডিক্রীদারের নিকট জামিন তলপের আদেশ দিতে পারেন না। ৬ উ রি ১৫ মো

টাকার ডিক্রীতে দেনাদার ডিক্রীর টাকা জামিন জন্য আমানত করিয়া দিলে জারি চলিতে পারে না; তবে যদি ডিক্রীদার জামিন দেয় তাহা হইলে জারি চলিতে পারে। ধঞ্জি জাই বঃ লিশবোয়া ই ল রি ১৩ ব ২৪১।

এই ধারার প্রথম দফানুসারে যে আদালত ডিক্রী দেন কেবল সেই আদালত ডিক্রীদারের নিকট জামিন তলপ করিতে পারেন। গোঁসাই মনিপুরী বঃ গুরুপ্রসাদ সিংহ ই ল রি ১১ ক ১৪০, ১৪৯

ডিক্রীদারের নিকট জামিন তলপ হইবার আদেশ হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলে। জয়পতি সিং বঃ সীতানাথ দাস ই ল রি ৮ ক ৪৭৭

গবর্ণমেণ্টের কি রাজকীয় কার্য্যকারকদের স্থানে ঐরূপ জামিন লইতে না হইবার কথা।

৫৪৭ ধারা ৫৪৫ ও ৫৪৬ ধারায় যে জামিনের কথা আছে, ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে তাহা লওয়া যাইবে না কিম্বা রাজকীয়

কার্য্যকারক আপন পদসংক্রান্ত কোন কার্য্য করেন বলিয়া সেই কার্য্যহেতুক তাঁহার নামে নালিশ হইলে, যদি গবর্ণমেণ্ট ঐ মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করেন তবে ঐ কার্য্যকারকের স্থানে সেই জামিন লওয়া যাইবে না।

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৫৪৮ ধারা আপীল রেজিষ্টরী করিবার একখানি বহী রাখিতে হইবে আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র গ্রাহ্য হইলে আপীল আদালত, কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারক ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করার তারিখ লিখিয়া ঐ বহীতে রেজিষ্টরী করিবেন

আপীলের রেজিষ্টরের কথা।

ঐ বহী আপীলের রেজিষ্টরী বহী নামে জানা যাইবে

আপেলাণ্টকে খরচার জামিন দিতে আপীল আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪৯ ধারা আপীল আদালত স্বীয় বিবেচনানুসারে রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার আজ্ঞা হওয়ার পূর্ব্বে, কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রার্থনামতে তৎপরে, আপেলাণ্টের স্থানে আপীলের কি মূল মোকদ্দমার কি উভয়ের খরচার জামিনের দাওয়া করিতে পারিবেন

"যদি এইরূপ জামিন দেওয়া হয় তাহা হইলে যে খরচার জন্য জামিনদাতা আপনাকে আপনি দায়ী করেন তাহা আপীল আদালতে ডিক্রী জারীক্রমে তাঁহার নিকট হইতে ঠিক এই ভাবে আদায় করা যাইতে পারিবে যেন তিনিই আপেলাণ্ট ছিলেন"

আপেলাণ্ট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা

কিন্তু আপেলাণ্ট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করিলে ও (সম্পত্তি সম্পর্কীয় আপীল হইলে) তাঁহার সেই সম্পত্তি ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি না থাকিলে ঐ আদালত এমত সকল স্থলে ঐ জামিনের দাওয়া করিবেন

আদালত যে সময়ের আজ্ঞা করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দেওয়া না গেলে, আদালত আপীল অগ্রাহ্য করিবেন

যে পাপরে আপিল করে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হয় না নসরুদ্দিন বঃ উজ্জ্বল বিশ্বাস ১০ উ রি ৩৮

আপেলাণ্ট স্বয়ং নিঃস্ব হইলেও সে যদি অন্যের উত্তেজনায় প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করা প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহার নিকট জামিন তলপ হইতে পারে যোগেন্দ্র দেব বঃ ফণীন্দ্র দেব ১৮ উ রি ১০২

আপেলাণ্ট যেরূপ জামিন দিবার প্রার্থনা করে, তাহা আদালত যতক্ষণ অনুমোদন না করেন, ততক্ষণ সেই জামিন সংক্রান্ত দলিল রেজিষ্টরী করা আবশ্যক হয় না ডন বঃ আমির উন্নেশা ১৩ উ রি ৪১

রেস্পণ্ডেণ্ট পররাষ্ট্রীয় প্রজা হইলেও তাহার নিকট জামিন তলপ হইতে পারে না ফ্রেমিং বঃ শিয়ারম্যান ৪ বে ল রি ৯৩ ওজে

আপেলাণ্টকে জামিন দিবার জন্য আপিল আদালত যে নিয়ম দেন তাহা পরে বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন সূর্য্যকুমার ই ল রি ২ ক ২৭২ বদরি নারায়ণ বঃ শিবকুমার ই ল রি ১৭ ক ৫১২ প্রি কৌ, মহান্ত মধুসূদন বঃ প্রসন্ন ই ল রি ১৭ ক ৫১৬ প্রি কৌ

এই ধারা অনুসারে জামিন না দেওয়ার হেতু আপিল অগ্রাহ্যের আদেশ হইলে সেই আদেশ ২ ধারা অনুসারে ডিক্রী বলিয়া গণ্য হয় এবং সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে সেরাজুল হক বঃ খাদেম হোসেন ই ল রি ৫ এলা ৩৮৬

অপেলাণ্টকে আপত্তি দর্শাইবার জন্য বিজ্ঞাপন না দিয়া এই ধারা অনুসারে আদালত আপিল অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সেরাজুল হক বঃ গোলাম হোসেন ই ল রি ॥ অ ৬৮০

এই ধারা অনুসারে আপিল অগ্রাহ্য হওয়ার পরে যদি অপিলাণ্ট জামিন দিতে পারে, তাহা হইলে আদালত সেই আপিল পুনরায় গ্রহণের আদেশ দিতে পারেন। বলবন্ত সিংহ বঃ দৌলত সিংহ ই ল রি ৮ আ ৩১০ প্রি কৌ

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে আপীল আদালতে নোটিস দিবার কথা

৫৫০ ধারা। আপীলের মধ্যাবকপত্র রেজিষ্টরী হয়ে গেলে পর যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালত সেই আদালতে আপীলের নোটিস পাঠাইবেন।

আপীল আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার কথা।

যে আদালতের কাগজপত্র আপীল আদালতের গচ্ছিত না হইয়া থাকে, এমত আদালত হইতে আপীল হইলে যে আদালত উক্ত নোটিস পান সেই আদালত সাধ্যমতে ত্বরায় মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র কিম্বা আপীল আদালত বিশেষ যে যে কাগজপত্র পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাহা পাঠাইবেন।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে দস্তাবেজের নকলের কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় কোন পক্ষ সেই আদালতে প্রার্থনাপত্র লিখিয়া সেই আদালতে গচ্ছিত যে যে কাগজপত্রের নকল করাইতে চাহেন, তাহা বিশেষ করিয়া যানাইতে পারিবেন ঐ প্রার্থকের খরচে সেই সকল কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করাইয়া তদনুসারে গচ্ছিত করা যাইবে।

নিম্ন আদালতে নোটিস না দিয়া আপীল ডিসমিস করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫১ ধারা। (১) আপীলাণ্ট বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার জন্য একটী দিন ধার্য্য করিবার পর এবং তিনি ঐ দিবস উপস্থিত হইলে তাঁহার কথা তদনুসারে শ্রবণ করিবার পর আপীল আদালত উপযুক্ত মনে করিলে যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে সে আদালতে আপীলের নোটিস প্রেরণ না করিয়া এবং রেস্পণ্ডেণ্টের বা তাঁহার উকীলের উপর নোটিস জারী না করিয়া আপীল ডিসমিস করিতে পারিবেন।

(২) ১ প্রকরণানুসারে যে দিবস ধার্য্য করা যায় সেই দিবসে অথবা অপর যে দিবসে শুনানি হইবে বলিয়া মুলতবি থাকে সেই দিবসে যদি আপীলাণ্ট স্বয়ং বা উকীল দিয়া উপস্থিত না হন তাহা হইলে ত্রুটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস করা যাইবে।

(৩) যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা হয় সেই আদালতকে এই ধারানুসারে আপীল ডিসমিস হওয়ার কথা জানাইতে হইবে।

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয় তদনুসারে ডিক্রী প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। মোদ রেজি বঃ শিব ই ল রি ৩ মা ১

আপীল শুনিবার দিনের কথা।

৫৫২ ধারা। যদি আপীল আদালত ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তি ধারানুসারে আপীল ডিসমিস না করেন তাহা হইলে আপীল শুনিবার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবেন।

আদালতের চলিত কার্য্য ও রিস্পাণ্ডেণ্টের বাসস্থান, ও আপীলের নোটিস জারী করিবার আবশ্যক সময় লক্ষ্য করিয়া, ঐ দিন এরূপে নিরূপণ করিতে হইবে, যেন রিস্পাণ্ডেণ্টের সেই দিনে উপস্থিত হইয়া আপীলের উত্তর দিবার প্রচুর অবকাশ থাকে

আপীল শুনিবার দিনের নোটিস প্রকাশ ও জারী করিবার কথা।

৫৫৩ ধারা তদ্রূপে নির্দ্ধারিত দিনের নোটিস আপীল আদালত ঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় আপীল আদালত সেই আদালতেও সেই প্রকারের নোটিস পাঠাইবেন, এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিবাদীর উপর উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার সমন যেরূপে জারী করিবার বিধান আছে ঐ নোটিস সেই প্রকারে আপীল আদালতে রিস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের উপর জারী করা যাইবে ও সেই সমনের প্রতি ও সমন জারী করণ সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের প্রতি যে যে বিধি খাটে, ঐ নোটিস জারী করণের পক্ষেও সেই সেই বিধি খাটিবে

আপীল আদালতের নিজে ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবার কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় আপীল আদালত সেই আদালতে ঐ নোটিস না পাঠাইয়া আপনি পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে রিস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের উপর ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবেন

পররাষ্ট্রীয় প্রজার নামে এই ধারা অনুসারে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে তাহা রেজিষ্টরী ডাকে পাঠান যাইতে পারে সোনাতন বক্সি বঃ গোপালচন্দ্র ১৫ উ রি ৩১

যে ব্যক্তি রেজিষ্টরি পত্র লইতে অস্বীকার করে সে সেই পত্রের মর্ম্ম অজ্ঞাত থাকা বলিয়া কোন মোকদ্দমায় আপত্তি করিতে পারে না লোথফ আলিমিয়া বঃ প্যারীমোহন রায় ১৬ উ রি ২২৩

নোটিসের মর্ম্মের কথা।

৫৫৪ ধারা রিস্পাণ্ডেণ্টকে যে নোটিস দেওয়া যায় তন্মধ্যে এই কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে যে, তিনি পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে আপীল আদালতে উপস্থিত না হইলে, কেবল অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে সেই আপীল শুনা যাইবে

শ্রবণকালীন কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আরম্ভ করিবার স্বত্বের কথা।

৫৫৫ ধারা পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে কিম্বা শ্রবণ করিবার দিনান্তর নিরূপিত হইলে সেই দিনে, আপীলের পোষকতায় আপেলাণ্টের কথা শুনা যাইবে আদালত যদি তখন একবারে আপীল ডিসমিস না করেন, তাহ হইলে আপীলের বিরুদ্ধে রিস্পাণ্ডেণ্টের কথা শুনিবেন, এবং তদ্রূপ স্থলে আপেলাণ্টের প্রত্যুত্তর দিবার স্বত্ব থাকিবে।

অবধারিত দিনের পূর্ব্বে উভয় পক্ষীয় উকিলের সমক্ষে এবং তাহাদের বাদানুবাদ শ্রবণান্তে যদি আপিল নিষ্পত্তি হয় তাহ হইলে হাইকোর্ট দ্বিতীয় আপিলে সেই নিষ্পত্তি রহিত করেন না হাকিমনেসা বঃ মকদ্দম ১ উ রি ২৮৭

আপেলাণ্টের ত্রুটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইবার কথা।

৫৫৬ ধারা পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে, কিম্বা আপীল শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, আপেলাণ্ট স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা উপস্থিত না হইলে ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস করা যাইবে

এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনিবার কথা।

আপেলাণ্ট উপস্থিত হইলে ও রিস্পাণ্ডেণ্ট উপস্থিত না হইলে, তাঁহার অনুপস্থানে কেবল অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনা যাইবে

আপিল বিচারের সময়ে যদি আপেলাণ্টের উকিল উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রস্তুত না থাকা হেতু সওয়াল জবাব করিতে না পারে, তাহা হইলে আদালত সেই আপিল অদমতদ্বির হেতু খারিজ করিতে পারেন, তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বঃ কিষ্টু রাম দাস ই ল রি ১২ ক ৬০৫

ঐরূপ অবস্থায় আপিল খারিজ হইলে ৫৫৮ ধারা অনুসারে পরে নম্বর বাহালের আদেশ হইতে পারে। ঐ নিষ্পত্তি দেখ, আরও দেখ মহেশচন্দ্র বঃ ঠাকুর দাস ২০ উ রি ৪২৫, বলদেব মিশ্র বঃ আহামেদ হোসেন ১৫ উ রি ১৪৩

বিচারের দিন অবধারিত না করিয়া আদালত আপেলাণ্টের অনুপস্থিতি হেতু আপীল খারিজ করিতে পারেন না। সুধামণি দাসী বঃ গুরুপ্রসাদ দত্ত উ রি ১৮৬৪ ১৭৬

এই ধারা অনুসারে আপিল এক তরফা ডিক্রি হইলে সেই ডিক্রির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিল চলে। মোদালত ই ল রি ২ ম ৭৫ তারাচাঁদ ঘোষ বঃ আনন্দ চন্দ্র ১০ উ রি ৪৫০

আপেলাণ্ট নোটিসের খরচা না দেওয়াতে নোটিস জারী না হইলে আপীল ডিসমিস করিবার কথা।

৫৫৭ ধারা। নোটিস জারীর খরচ বলিয়া যত টাকা প্রয়োজন আপেলাণ্ট আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ টাকা আমানত না করাতে রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর নোটিস জারী করা যায় নাই পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে কিম্বা আপীল শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে ইহা জানিতে পাওয়া গেলে, আদালত আপীল ডিসমিস হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

উপবিধি।

কিন্তু রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর নোটিস জারী করা না গেলেও যদি আপীল শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে তিনি আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা কিম্বা নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা করা যাইবে না।

ক্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইলে পর পুনশ্চ গ্রাহ্য হওয়ার কথা

৫৫৮ ধারা। ৫৫১ ধারার (২) প্রকরণ মতে কি ৫৫৬ কি ৫৫৭ ধারামতে আপীল ডিসমিস করা গেলে পর আপেলাণ্ট আপীল আদালতে আপীল পুনশ্চ গ্রাহ্য হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আপীল শুনিবার জন্য যে সময়ে তলব করা যায় আপেলাণ্ট বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে কিম্বা প্রয়োজনমত পূর্ব্বোক্ত টাকা গচ্ছিত করিতে পারেন নাই এই কথার প্রমাণ হইলে, আদালত তাঁহার উপর খরচা প্রভৃতি ধার্য্য করণের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়মানুসারে আপীল পুনরায় গ্রাহ্য করিতে পারিবেন

যে আদালত আপিল খারিজ করেন কেবল সেই আদালত নম্বর বাহালের আদেশ দিতে পারেন। যে আদালতে প্রথম আপিল দায়ের হয়, সেই আদালত নম্বর বাহালের আদেশ দিতে পারে না। সখারাম বঃ গোবিন্দ জ্যোতি ই ল রি ১৫ ব ১০৭

আপিল এক তরফা ডিক্রি হইলে এই ধারার প্রয়োগ হয় না। ঐরূপ অবস্থায় ৫৬০ ধারার প্রয়োগ হইতে পারে। তারাচাঁদ ঘোষ বঃ আনন্দচন্দ্র ১০ উ রি ৪৫০

কিরূপ কারণ উপযুক্ত গণ্য হইতে পারে তৎসম্বন্ধে দেখ নারায়ণ সিংহ বঃ ভৈরবচরণ ৮ ক ল রি ৩৫০, মহেশচন্দ্র বঃ ভগবান চন্দ্র ৩ উ রি ২৯ মে কিরাণি বঃ গুপ্ত ভট্ট ই ল রি ৮ ব ২৮

এই ধারা অনুযায়িক দরখাস্ত সম্বন্ধে তামাদির নিয়ম আপিল খারিজের দিবস হইতে ৩০ দিবস তামাদি আইন ১৬৮ প্র

নম্বর বাহালের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে ৫৮৮ ধারা দেখ

নম্বর বাহালের প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে না বলিয়া বোধ হয়

আপিলের নিয়ম গত হওয়ার পরে ও এই ধারা অনুসারে যে কোন পক্ষভুক্ত ব্যক্তিকে আপিল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্ট করিবার আদেশ দিতে পারেন। মাণিক্যময়ী বঃ বরদাপ্রসাদ ই ল রি ৯ ক ৩৫৫

আপিলান্টের সংক্রান্ত বিষয়ে ডিক্রীকেও আপিল আদালত রেস্পণ্ডেণ্ট করিতে পারেন। মোহান বঃ ধালক ই ল রি ১৩ অ ৭৮

শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করণের ও যাঁহাদিগকে স্বার্থী বলিয়া জ্ঞান হয় তাঁহাদিগকে রিস্পাণ্ডেণ্টদের মধ্যে আনিতে আদেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫৯ ধারা। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, কোন ব্যক্তি তথাকার মোকদ্দমার একপক্ষ হইলেও তাঁহাকে আপীলের একপক্ষ করা যায় নাই, কিন্তু আপীলের ফলে তাঁহার স্বার্থ আছে আদালত আপীল শুনিবার সময়ে ইহা দেখিতে পাইলে আপীল শুনিবার জন্যে দিনান্তর নিরূপণ করিয়া ঐ ব্যক্তিকেও রিস্পাণ্ডেণ্ট করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে রিস্পাণ্ডেণ্টের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাঁহার প্রার্থনামতে পুনশ্চ শুনিবার কথা।

৫৬০ ধারা। রিস্পাণ্ডেণ্টের অনুপস্থানে কেবল অন্য অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনা গিয়া রিস্পাণ্ডেণ্টের বিপক্ষে বিচার হইলে তিনি আপীল আদালতে আপীল পুনরায় শুনিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন; ও নোটিস নিয়মিতরূপে জারী করা হয় নাই কিম্বা আপীল শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব করা যায় রিস্পাণ্ডেণ্ট বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তিনি আদালতের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দিলে, আদালত রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর খরচা প্রভৃতি ধার্য্য করণের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে আপীল পুনরায় শুনিতে পারিবেন।

রেস্পাণ্ডেণ্ট আপিল আদালতে উকিল দিয়া হাজির হউক বা নাই হউক তাহার উকিলের অনুপস্থিতে আপিল এক তরফা ডিক্রি হইলে এই ধারা অনুসারে সেই ডিক্রি রহিত হইতে পারে। ঈশর বঃ সূর্য্যনারায়ণ ১১ ক ল রি ১৬৪

আপিল আদালতের এক তরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল চলে। অযোধ্যা বঃ বালমুকুন্দ ই ল রি ৮ আ ৩৫৪।

এক তরফা নিষ্পত্তির পুনরায় বিচার করিতে আপিল আদালত অস্বীকার করিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলে। ৫৮৮ ধারা দেখ।

আপিল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টের অনুপস্থিতে এক তরফা আপিল নিষ্পত্তি করিলে তাহা রহিত জন্য রেস্পাণ্ডেণ্ট পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে। আমির হাসন বঃ আহম্মদ ই ল রি ৯ অ ৩০

শুনিবার সময়ে স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করণের ন্যায় ডিক্রীর বিষয়ে রিস্পাণ্ডেণ্টের আপত্তি করিতে পারিবার কথা।

৫৬১ ধারা। কিন্তু এমত স্থলে এইটি প্রয়োজন হইবে যে, আপীল শুনিবার জন্য যে দিন অবধারিত হয় ৫৫৩ ধারানুসারে তাঁহার উপর বা তাঁহার উকীলের উপর যে তারিখে সেই দিনের নোটিস জারী করা হয় সেই তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কিম্বা আপীল আদালত যে অতিরিক্ত সময় দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন সেই অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে তিনি আপীল আদালতে ঐ আপত্তি দাখিল করেন।

নোটিস লিখিবার পাঠ ও তৎপ্রতি যে যে বিধান খাটে তাহার কথা।

সেই আপত্তির নোটিস মর্ম্মাত্মকপত্রের পাঠে লেখা যাইবে, এবং ৫৪১ ধারার বিধান আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের পাঠের ও মর্ম্মের বিষয়ে যতদূর বর্ত্তে, ঐ নোটিসেরও প্রতি ততদূর বর্ত্তিবে।

রেস্পাণ্ডেণ্ট যদি ঐ আপত্তির সঙ্গে আপীলাণ্ট বা তাঁহার উকীল কর্তৃক উহার নকল প্রাপ্তির একখানি স্বীকারপত্র দাখিল না করেন তাহা হইলে আপত্তি দাখিল হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব আপীল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচে আপীলাণ্ট বা তাহার উকীলের উপর ঐরূপ একখানি নকল জারী করাইবেন

৪৪ অধ্যায়ের বিধান সকল যতদূর খাটাইতে পারা যায় এই ধারানুযায়ী আপত্তির সম্বন্ধে ততদূর খাটিবে

যে পক্ষের অনুকূলে নিম্ন আদালত নিষ্পত্তি করেন নিষ্পত্তি পত্রে সেই পক্ষের বিরুদ্ধ কথা থাকিলেও অনেক স্থলে তাহার আপিল করা প্রয়োজন হইতে পারে না কিন্তু যদি তাহার বিপক্ষ আপিল করে তখন নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে আপত্তি করা তাহার আবশ্যক হইতে পারে মনে কর বাদির নালিশে প্রতিবাদী দুইটি আপত্তি করিল, তন্মধ্যে আদালত একটি অগ্রাহ্য করিলেন আর একটির মূলে বাদির নালিশ ডিসমিস করিলেন এই স্থলে যখন প্রতিবাদী আপিল করে তখন বাদির দেখান আবশ্যক হইতে পারে যে তাহার উভয় আপত্তির মূলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা নিম্ন আদালতের উচিত ছিল কিন্তু যতক্ষণ বাদী আপিল না করে ততক্ষণ নিম্ন আদালতের ডিক্রি সম্বন্ধে প্রতিবাদির আপিল করিবার কোন কারণ থাকে না তবে যখন বাদী আপিল করে, তখন প্রতিবাদির পক্ষেও নিম্ন আদালতের ডিক্রি সম্বন্ধে আপত্তি করা আবশ্যক হয় এই ধারায় ক্রস আপিলের যে বিধান আছে তাহা ঐরূপ স্থলের জন্য ঈশান ঘোষ বঃ হিল Marsh ১৫৭

এই ধারায় যেরূপ বিধান আছে তাহাতে বোধ হয় যে রেস্পাণ্ডেণ্ট ক্রস আপিল না করিলে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারে না সে যাহা হউক রেস্পণ্ডেণ্ট ক্রস আপিল না করিলেও নিম্ন আদালতের ডিক্রিতে যে কিছু দোষ থাকে তাহা আপিল আদালত বিবেচনা করিয়া বিচার করিতে বাধ্য ৫৪২ ধারা দেখ ; আরও দেখ, ভাগুজি বঃ বাপুজি ই ল রি ১৩ ব ৭৫

একজন রেস্পণ্ডেণ্ট আর একজনের বিরুদ্ধে ক্রস আপিল করিতে পারে না তারকনাথ রায় বঃ ভবনে-শ্বের ৭ উ রি ৩৯ ; গুণমণি দাসী বঃ পার্ব্বতী ১০ উ রি ৩২৬, কিন্তু দেখ টিমায়া রাও বঃ লক্ষ্মণ ই ল রি ■ মা ২১৫

আপিলাণ্টের আপিল আদম তদ্বিরে খারিজ হইলে রেস্পণ্ডেণ্টের ক্রস আপিলের বিচার হইতে পারে না বরদাকান্ত বঃ পিয়ারিমোহন ২৩ উ রি ৫৭

আপিলাণ্ট আপিল উঠাইয়া লইলে রেস্পাণ্ডেণ্টের ক্রস আপিলের বিচার হইতে পারে না কুমার গণেশ নারায়ণ ■ হ বঃ ওয়াট্‌সন কোং ২৩ উ রি ২২৯

কিন্তু আপিলের বিচার আরম্ভ হওয়ার পরে যদি আপিলাণ্ট মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে চাহে তথাপি রেস্পণ্ডেণ্টের ক্রস আপিলের বিচার হইতে পারে চুণ্ডি জগন্নাথ বঃ নিমকমহালের কালেক্টর ই ল রি ৯ ম ২৮

আপিলাণ্ট আপিল উঠাইয়া লওয়ার পরে যদি ক্রস আপিল অচল হয়, তাহা হইলে যে স্থলে আপিলের মিয়াদ গত হওয়ার পূর্বেও রেস্পণ্ডেণ্ট জাবেদা আপিল করিতে পারে ও যেস্থলে পারে না, তৎসম্বন্ধে দেখ, ৫৪১ ধারার টীকা।

এই ধারার বিধান ক্রস আপিল সম্বন্ধে প্রযোগ হয় ৫৮৭ ধারা দেখ

এই ধারার শেষ দফার বিধান অনুসারে রেস্পণ্ডেণ্ট পাপরে ক্রস আপিল করিতে পারে

ক্রস আপিলের অজুহাত জাবেদা আপিলের ন্যায় রচিত হওয়া আবশ্যক সারদাসুন্দরী বঃ গোবিন্দমণি ২৪ উ রি ১৭৯

ক্রস আপিলের বয়ম সম্বন্ধে ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারা দেখ।

আপীল আদালতের মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

৫৬২ ধারা "যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা যায় সেই আদালত প্রথম স্থলীয়" কোন বিষয় ধরিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে, এবং প্রথমস্থলীয় সেই বিষয়ে যে ডিক্রী করিলেন তাহা আপীলক্রমে অন্যথা করা গেলে, আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে আজ্ঞা করিয়া সেই আদালতে আপীলমতে করা ঐ আজ্ঞাপত্রের নকলের সঙ্গে মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইয়া রেজেষ্টরী বহীর আসল নম্বরমতে ঐ মোকদ্দমা পুনরায় গ্রাহ্য করিয়া দোষগুণক্রমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

যে মোকদ্দমা তদ্রূপে ফিরাইয়া পাঠান যায় তন্মধ্যে যে বা যে যে ইস্যু বিচার হইবে, আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে ইহারও আদেশ করিতে পারিবেন

ছানী বিচার জন্য নিম্ন আদালতে নথী প্রেরণের আদেশ হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারে ৫৮৮ ধারা দেখ

সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল না করিয়া নিম্ন আদালতে ছানি বিচার নিষ্পত্তির পরে, পরাজিত পক্ষ আপিল করিয়া সেই ছানি বিচারের আদেশ অন্যায়রূপে প্রদত্ত হওয়া বলিয়া আপত্তি করিতে পারে চেদালাল বঃ বাছুলা ই ল রি ১১ অ ৩৫, কবিবিস বঃ আমিরন্নেসা ১ প্রি কৌ স ৬২১

এই ধারা অনুসারে আপিল আদালত কর্ত্তৃক প্রথম আদালতে মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইলে, প্রথম আদালত সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে নূতন প্রমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নূতনরূপে বিচার করিতে পারেন কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঃ মগন ১০ উ রি ৪৯১, রামশঙ্কর সেন বঃ নীলকণ্ঠ বিশ্বাস [illegible] উ রি ৩৯২, তারিণীকান্ত বঃ কুঞ্জ ১২ উ রি ১১২, গদাধর বঃ শশীমণি ২১ উ রি ৭

যে পক্ষ প্রথম বিচারকালে অনুপস্থিত ছিল, সেও ছানি বিচারের সময় প্রমাণ দিতে চাহিলে আদালত তাহা লইতে পারেন কুঞ্জবিহারি বঃ তারিণীক গু ৮ উ রি ২৮৫

কোন মোকদ্দমার বৃত্তান্তের বিচার জন্য তাহা আপিল আদালত কর্ত্তৃক ছানিতে প্রেরিত হইলে, নিম্ন আদালত তাহাদি প্রাঙ্ন্যায় দোষাদির বিচার করিতে পারেন না শিবসহায় বঃ রামপ্রসাদ ২৪ উ রি ৩৩৩

ছানিবিচার জন্য আপিল আদালত হইতে আদ্য আদালতে মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইলে কোন পক্ষ আদ্য আদালতে তাহার প্রার্থনা বা জবাবের আকার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না রাধাকিশোর বঃ মহাতাপ চাঁদ ৩ উ রি ৫ মে নরেন্দ্রকুমার দত্ত বঃ ফ্রেঞ্চ ৩ উ রি ১৯৮

ছানি বিচারের আদেশ হওয়ার পরে প্রথম আদালত যে সকল কার্য্য করেন, তাহা সেই আদেশ উপরস্থ আপিল আদালত কর্ত্তৃক রহিত হওয়ার পরে, অসিদ্ধ গণ্য হয় ভটেঙ্গাভেলি কোং বঃ চেরা কোং ই ল রি ১২ ক ৪৫

ছানি বিচারের আদেশ হওয়ার পরে আদ্য আদালতে নূতনরূপে ওকালতনামা দেওয়ার আবশ্যক হয় না নবিনমণি বঃ জয়গোপাল ১ উ রি ২৭৬

আপিল আদালতের খরচা সম্বন্ধে আপিল আদালত কোন আদেশ না দিলে আদ্য আদালত তাহা দিতে পারেন না দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় বঃ রামকন্ত ১৩ উ রি ৩৯

জেলার জজের নিকট কোন মোকদ্দমা ছানিতে প্রেরিত হইলে তিনি সেই মোকদ্দমা অন্য বিচারকের হস্তে সমর্পিত করিতে পারেন না চৌধুরি হামেদ উল্লা বঃ মতিউন্নেসা ১৫ উ রি ৫৭৪

আপিল আদালত ছানিতে পাঠাইতে চাহিলে যে পক্ষ আপত্তি করে সে পক্ষ আপিল আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ছানিতে না পাঠান হেতু পরে আপত্তি করিতে পারেন না। নবলাল খাঁ বঃ অধিরাণী নারায়ণকুমারি ৩ উ রি ৫

একবার ছানি বিচারের আদেশ হওয়ার পরে তদনুসারে আদ্য আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহার বিরুদ্ধে আপিল হইলে আপিল আদালত পুনরায় ছানি বিচারের আদেশ দিতে পারেন। রাধাবল্লভ বঃ আনন্দময়ী উ রি ১৮৬৪, ৩৯, মে

ফিরাইয়া পাঠাইবার সীমার কথা।

৫৬৪ ধারা। ৫৬২ ধারার বিধানমতে না হইলে আপীল আদালত দ্বিতীয়বার নিষ্পত্তি করিবার জন্যে মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইবেন না।

এই ধারা সত্ত্বেও আপিল আদালত উচিত বোধ করিলে আরজি ফেরতের আদেশ দিতে পারেন। লেজাম্মল বঃ চিন্না ই ল রি ৬ মা ২০৯

কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে তাহা প্রচুর হইলে আপীল আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৫৬৫ ধারা। কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে আপীল আদালতের নিষ্পত্তি করিতে পারিবার জন্যে তাহা প্রচুর হইলে ঐ আপীল আদালত আবশ্যক হইলে পুনরায় ইস্থ নিরূপণ করিবেন ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যে হেতু ধরিয়া বিচার করেন আপীল আদালত সম্পূর্ণরূপে তদ্ভিন্ন [illegible] হেতু ধরিয়া বিচার করিলেও সেই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

যদি মিছিলে প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে আপিল আদালত নূতন ইস্থ করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন, মিছিলে প্রমাণ না থাকিলে ৫৬৬ ধারা অনুসারে ছানি বিচার জন্য নিম্ন আদালতে ইস্থ প্রেরণ করা আপিল আদালতের কর্তব্য। বাদি হুবায়া বঃ মদন পল্লী ই ল রি ৫ মা ৯৬

পক্ষগণের প্রার্থনা ও জবাবের বিপরীত ইস্থ করিয়া আপিল আদালত নথী স্থিত প্রমাণ অনুসারে এই ধারামতে আপিল নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। অফিসিয়াল ট্রাষ্টি বঃ কৃষ্ণচন্দ্র ই ল রি ১২ ক ২৩৯

যে তর্ক নিম্ন আদালতে উত্থাপিত হয়, এবং যাহার বিচার জন্য সমস্ত প্রমাণ নথিতে থাকে সেই তর্কের মীমাংসার জন্য, ছানি বিচারের আদেশ হইতে পারে না। রাধাপ্রসাদ বঃ লালসাহেব ১৭ আই এ ১৫০, ১৫৩

হাইকোর্ট খাস আপিলে বৃত্তান্তঘটিত তর্কের মীমাংসা করিতে পারেন না। শিবরতন বঃ ভাগকুমার ই ল রি ৫ অ ১৪

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, আপীল আদালতে যেস্থলে ইস্থ নিরূপণ করিয়া সেই আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৫৬৬ ধারা। আপীল আদালত দোষগুণানুসারে মোকদ্দমার ন্যায্যমতে নিষ্পত্তি করণার্থে যে ইস্থ কি বৃত্তান্তঘটিত যে কথা অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যদি উক্ত কোন ইস্থ ধার্য্য কি বিচার করিতে কিম্বা বৃত্তান্তঘটিত উক্ত কথা নির্ণয় করিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে আপীল আদালত আবশ্যক হইলে বিচার করণার্থে ইস্থ ধার্য্য করিয়া যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল

করা যায় সেই আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ স্থলে আর যে প্রমাণের প্রয়োজন থাকে ঐ আদালতের প্রতি তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন

ও ঐ আদালত সেই ইস্যুর বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন ও তদ্বিষয়ের প্রমাণের সহিত আপনার নির্ণয়পত্র আপীলআদালতে পাঠাইয়া দিবেন

আপিল হওয়ার পরে যে ইস্যুর বিচার জন্য আদেশ হয় তদ্ভিন্ন আদ্য আদালত অন্য কোন বিষয়ের বিচার করিতে পারেন না। শিবচন্দ্র লাহিড়ি বঃ জয়মালা ৭ ক ল রি ১০৩

ঐরূপ স্থলে আদ্য আদালত শালিসের হস্তে বিচারের ভার অর্পণ করিতে পারেন না নন্দরাম বঃ ফকির-চাঁদ ই ল রি ৭ আ ৫২৬।

এই ধারা অনুসারে খাস আপিলে হাইকোর্ট কোন ইস্যু আদ্য আদালতে পাঠাইতে পারেন না শবরি বঃ গণেশ ই ল রি ১৪ আ ২৭।

এই ধারা অনুসারে নিম্ন আদালতে ইস্যু প্রেরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, আপিল আদালত নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি বহিতের আদেশ দিতে পারেন না বনচারি ঘোষ বঃ আমানুদ্দিন বিশ্বাস ২৪ উ বি ১৩৭

এই ধারা অনুসারে নিম্ন আদালতে ইস্যু প্রেরণ করা আবশ্যক বোধ করিলে আপিলের নম্বর বাহাল রাখা আপিল আদালতের কর্ত্তব্য তদনন্তর যখন সেই ইস্যু সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি আপীল আদালতে প্রেরিত হয়, তখন আপিল আদালত আপিলের চূড়ান্ত বিচার করিতে পারেন ওয়াইজ বঃ ঈশানচন্দ্র ১৪ উ বি ৩৮০

এই ধারা অনুসারে যে আদেশ হয়, তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে না কালিকৃষ্ণ পাল বঃ রামচন্দ্র ৯ ক ল রি ৪৬১

ঐ নির্ণয়পত্র ও প্রমাণ কাগজপত্রের মধ্যে থাকিবার কথা।

৫৬৭ ধারা। নির্ণয়পত্র ও প্রমাণপত্র মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

নির্ণয়ের উপর আপত্তির কথা

ও কোন পক্ষ আপীল আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ নির্ণয়ের উপর আপত্তির মর্ম্মাত্মকপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন

আপীল নিষ্পত্তির কথা

ঐ মর্ম্মাত্মকপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে পর আপীল আদা-লত আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন

আপীল আদালতে অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার কথা।

৫৬৮ ধারা। আপীল আদালতে আপীলের কোন পক্ষের বাচনিক কি লিখিত অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার অধিকার নাই কিন্তু

(ক) যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যে প্রমাণ গ্রাহ্য করা উচিত তাহা যদি গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন, কিম্বা

(খ) আপীল আদালত বিচার জানাইতে পারিবার জন্যে কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণে যদি কোন দলীল আনাইবার কিম্বা কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার আদেশ করেন,

তবে আপীল আদালত সেই প্রমাণ উপস্থিত করিবার কিম্বা সেই দলীল গ্রহণ করি-বার কিম্বা সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

আপীল আদালত অন্য প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্যপত্রে সেই প্রমাণ গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারা অনুসারে আপিল আদালত সরজমিন তদন্তের আদেশ দিতে পারেন। রায় সুলতান বঃ লুৎফুন্নিসা ১৭ উ রি ৩০০

এই ধারা অনুসারে আপিল আদালত অন্যায় রূপে প্রমাণ গ্রহণ করিলে সেই হেতুবাদে আপিল আদালতের নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হয় না। জগদিন্দ্র বনাম রাধা গোবিন্দ বঃ ভবতারিণী ১৪ উ রি ১৯

এই ধারা অনুসারে যখন আপিল আদালত নূতন প্রমাণ গ্রহণ করেন তখন সেই আদেশ ও তাহার হেতুবাদ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এই ধারার শেষদফা দেখ, আরও দেখ শ্রীরাম চন্দ্র বঃ গোপালচন্দ্র ১ প্রি কৌ জ ৬৫১

পরন্তু নূতন প্রমাণ গ্রহণের হেতুবাদ লিপিবদ্ধ না করিয়াও যে প্রমাণ গৃহীত হয় তাহা অগ্রাহ্য গণ্য হয় না। গোপাল সিংহ বঃ ঝাকুরি রায় ই ল রি ১২ ক ৩৭, হকেজ আবদুল বঃ শ্রীকৃষ্ণ রায় ই ল রি ১১ ক ১৩৯

প্রথম আপিল আদালত নূতন প্রমাণ লইতে স্বীকার বা অস্বীকার করিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিল চলে না। কল্প সিংহ বঃ ঠাকুর সিংহ ১০ উ রি ৪২৯,

প্রথম আপিল আদালত এই ধারা অনুসারে প্রমাণ গ্রহণ করিলে হাইকোর্ট দ্বিতীয় আপিলে তাহার বলাবল সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। মহম্মদ কাসেম বঃ আবদুল লতিফ ২৩ উ রি ৫১, গোপাল সিংহ বঃ ঝাকরি রায় ই ল রি ১২ ক ৩৭

অন্য প্রমাণ লইবার নিয়মের কথা।

৫৬৯ ধারা। অন্য প্রমাণ লইবার অনুমতি হইলে আপীল আদালত সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, অথবা যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতের কিম্বা অধীন অন্য কোন আদালতের প্রতি ঐ প্রমাণ লইয়া আপীল আদালতে পাঠাইতে আদেশ করিতে পারিবেন।

প্রথম আদালতের প্রতি নূতন প্রমাণ লইবার আদেশ হইলে, সেই আদালত যখন প্রমাণ গ্রহণ করেন তখন কোন পক্ষ আপত্তি না করিলেও, আপিল আদালত পরে যখন সেই মোকদ্দমা বিচার করেন তখন পক্ষগণ নিম্ন আদালতের গৃহীত প্রমাণ অগ্রাহ্য বলিয়া আপত্তি করিতে পারে। রামজয় শর্ম্ম বঃ প্রাণকৃষ্ণ শর্ম্ম ২ উ রি ৮০

আপিল আদালত যে ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার আদেশ দেন আদ্য আদালত সেই ব্যক্তির ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করিতে পারেন না। বলাকিলায় বঃ রাধা সিংহ ১ উ রি ৩৫৭

বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার কথা

৫৭০ ধারা। যে যে স্থলে অন্য প্রমাণ লইবার আদেশ বা অনুমতি দেওয়া যায়, সেই সেই স্থলে যে যে বিষয়মাত্রের প্রমাণ লওয়া যাইবে আপীল আদালত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যপত্রের মধ্যে সেই সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন

আপীলের বিচার বিষয়ক বিধি।

যে সময়ে ও স্থানে বিচার প্রচার করা যাইবে তাহার কথা।

৫৭১ ধারা। আপীল আদালত উভয় পক্ষের কি তাঁহাদের উকীলের কথা শুনিলে পর ও আপীলক্রমে কিম্বা যে আদালতের ডিক্রীর উপর ঐ আপীল করা যায় সেই আদালতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে তাহার কোন অংশ দৃষ্টি করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহা দৃষ্টি করিলে পর হয় তৎকালেই, না হয় উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে অগ্র দিনের নোটিস দিয়া সেই দিনে, মুক্তদ্বার আদালতে বিচার প্রচার করিবেন।

উকিলের সওয়াল জবাব না শুনিয়া আপিল আদালত আপিল নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। লালা যজ্ঞেশ্বর সহায় বঃ গোপাললাল ১৫ উ রি ৫৪

ওজুহতে যে সকল হেতুবাদের উল্লেখ থাকে তদ্ব্যতীত আপিলাণ্ট সওয়াল জবাবের সময় আদালতের বিশেষ অনুমতি না লইয়া অন্য কোন হেতুর উপর নির্ভর করিতে পারেন না। ৫৪২ ধারা দেখ।

পক্ষসম্বন্ধে দোষের আপত্তি আপিল আদালতে প্রথম উত্থাপন করা যায় না। ফকিরাপা বঃ রুদ্রাপা ই ল রি ১৬ ব ১২০

পক্ষাভাব দোষের আপত্তি প্রথম আদালতে করা উচিত প্রথম আদালতে পক্ষাভাবের আপত্তি উত্থাপন করা না হইলে আপিল আদালতে তাহা উত্থাপিত হইতে পারে না। ধর্ম্মদাস বঃ শ্যাম সুন্দরী ১ প্রি কৌ জ ১৪৭, নুরুল হোসেন বঃ শিবসহায় ই ল রি ২০ ক ১।

বিচারাধিকার সম্বন্ধীয় আপত্তি আপিল আদালতে উত্থাপন করা যাইতে পারে নাগোমা বঃ শুব ই ল রি ১১ ম ১৯৭, রামরতন ভক্ত বঃ বকাউল্ল ১ উ রি ২৫৯

তামাদির আপত্তি আপিল আদালতেও উত্থাপিত হইতে পারে ওখেতন্নেশা বঃ কুচিল সন্দার ২ উ রি ৪৫

প্রাঙ্ন্যায় দোষের আপত্তি আপিল আদালতে উত্থাপিত করা যায় কৈলাসনাথ চাঁদ বঃ মনোমোহিনী দাসী Mush 276

যে বিষয়ের নথীতে প্রমাণ না থাকে সে বিষয়ে কেবল বাদির আবেদন বা প্রতিবাদির ওজুহাতের অন্তর্গত উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আপিল আদালত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। শক্রম্ন পটী বঃ মানিকরাম গাঙ্গুলী ১ উ বি ১৯৯

নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির যে অংশ সম্বন্ধে কোন পক্ষ আপিল না করে, আপিল আদালত তাহা রহিত করিতে পারেন না। কালিদাস বঃ ক্ষীরোদাসুন্দরী ১৬ উ বি ৩০০

তামাদির আপত্তি সম্বন্ধে প্রথম আদালত যে নিষ্পত্তি করেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন পক্ষ আপিল না করিলে, অন্য তর্ক সম্বন্ধীয় আপিলে আদালত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তামাদি হেতু আপিল ডিসমিস করিতে পারেন না। রঘুনাথ সিংহ বঃ পরেশরাম শাহাজা ই ল রি ■ ক ৬৩৫

তামাদি আইনের ৪ ধারায় যদিও বিধান আছে যে পক্ষগণ তামাদির আপত্তি না করিলে ■ তামাদি মোকদ্দমা ডিসমিস করা আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু যে মোকদ্দমা উপস্থিত না থাকে সে মোকদ্দমা তামাদি হওয়া বলিয়া তাহার আনুসঙ্গিক কোন তর্ক সম্বন্ধীয় আপিলে তাহা আপিল আদালত ডিসমিস করিতে পারেন না। ঐ নিষ্পত্তি দেখ, আরও দেখ আলিমনেসা বঃ সৈয়দহোসেন ৬ ক ল রি ২৬৭

প্রথম আদালত যে সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন আপিল আদালত বিশেষ কারণ ভিন্ন তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। নবীনচন্দ্র বঃ বঙ্গচন্দ্র ২৫ উ রি ৩৬৩

প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি স্পষ্ট ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে আপিল আদালত তাহা রহিত করিতে পারেন না ওয়াইস বঃ সন্দলয়ে ১ প্রি কৌ জ ৬৫৮, সেতাবদি বিশ্বাস বঃ মঙ্গাগদি মণ্ডল ২৫ উ বি ৩০

প্রথম আদালত স্বয়ং সরজমিন তদন্ত করিয়া যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন আপিল আদালত তাহা বিশেষ কারণ ভিন্ন রহিত করিতে পারেন না। বৃন্দাবন ভারতী বঃ রাজা ধনঞ্জয় ১৮ উ রি ৪৫২

বিচার যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

৫৭২ ধারা বিচারপত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিতে হইবে কিন্তু ইংরেজী ভাষা বিচারপতির মাতৃভাষা না হইলে ও ইংরেজী ভাষায় বোধগম্যরূপে বিচারপত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার মাতৃভাষায় কিম্বা আদালতের চলিত ভাষায় সেই বিচারপত্র লিখিতে হইবে।

বিচারপত্রে অনুবাদ করিবার কথা।

৫৭৩ ধারা বিচারপত্র আদালতের চলিত ভাষায় লেখা না গেলে ও কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে, ঐ বিচারপত্র সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইবে ■ সেই অনুবাদ ঠিক হইয়াছে ইহা নিশ্চয়মতে জানা গেলে পর, বিচারপতি কিম্বা এই কার্য্যে তাঁহার নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারক সেই অনুবাদে স্বাক্ষর করিবেন।

বিচারপত্রের মর্ম্মের কথা।

৫৭৪ ধারা আপীল আদালতের বিচারপত্রে এই এই কথা ব্যক্ত থাকিবে,—

(ক) নির্ণয় করিবার নানা বিষয়;

(খ) তাহার উপর নিষ্পত্তি ;
(গ) ঐ নিষ্পত্তির হেতু ; ও
(ঘ) যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা অন্যথা বা পরিবর্ত্তন করা গিয়া থাকিলে, আপেলাণ্ট যে উপকার পাইবার স্বত্ববান হন তাহা ;

তারিখে ও স্বাক্ষরের কথা।

ও বিচারপতি, কিম্বা যে যে বিচারপতি তাহাতে সম্মত হন তাঁহারা, বিচার প্রচার করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন

হেতুবাদ লিপিবদ্ধ ন করিয়া আপিল আদালত আপিল ডিক্রী বা ডিসমিস করিতে পারেন ন শ্রীকান্তদাস বঃ হরিদাস পাল ১১ ক ল রি ১৩১, ত্রিলোচন দত্ত বঃ ঈশানচন্দ্র ৩ উ রি ১৭৬, কামাত বঃ কামাত্ ই ল রি ৮ ব ৩৬৮

দুই বা তদধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে নিষ্পত্তির কথা।

৫৭৫ ধারা। দুই কি তদধিক জন বিচারপতি একত্র বসিয়া আপীল শুনিলে, সেই বিচারপতিদের, কিম্বা অধিকাংশের একমত হইলে সেই অধিকাংশের মতানুসারে আপীল নিষ্পত্তি করা যাইবে

যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করণের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ বিচারপতিরা সম্মত না হইলে, ঐ ডিক্রী স্থির থাকিবে।

কিন্তু দুয়ের অধিক জন বিচারপতি লইয়া যে আদালত গঠিত সেই আদালতের দুই জন বিচারপতি একত্র বসিয়া আপীল শুনিলে এবং আইনঘটিত কোন বিষয়ে ঐ দুই জনের মতের অনৈক্য হইলে, সেই আদালতের অন্য এক কি কয়েক জন বিচারপতির প্রতি ঐ আপীল অর্পণ করা যাইতে পারিবে ও যে বিচারপতিরা প্রথমে আপীল শ্রবণ করেন তাঁহাদিগকেও লইয়া যত জন আপীল শুনিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির একমত হইলে তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি হইবে।

যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা পরিবর্ত্তন কি অন্যথ করণের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ বিচারপতিরা সম্মত না হইলে, ঐ ডিক্রী স্থির থাকিবে

হাইকোর্ট এই ধারামতে আপীল অর্পণ করণের বিধান করণার্থে সময়ে সময়ে এই আইন সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

অসম্মতি লিখিতে হইবার কথা।

৫৭৬ ধারা। একের অধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে, আদালতের বিচার বিষয়ে কোন বিচারপতির মতের অনৈক্য হইলে, তাঁহার বিবেচনায় আপীলের উপর যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হওয়া উচিত ছিল তাহা লিখিবেন ও সেই নিষ্পত্তির কারণও লিখিয়া জানাইতে পারিবেন।

বিচারপত্রে যেরূপ আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা

৫৭৭ ধারা আদালতের যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই ডিক্রী স্থির রাখিবার, কিম্বা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিবার বিচারপত্র হইতে পারিবে অথবা আপীলক্রমে যে ডিক্রী হয় তাহা যে আকারে করা যাইবে কিম্বা আপীলে যে আজ্ঞা করা যাইবে, তদ্বিষয়ে আপীলের উভয়পক্ষ একবাক্য হইলে, আপীল আদালত তদনুসারে ডিক্রী কি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ভ্রম কি বেদাঁড়া প্রযুক্ত দোষ গুণের কি বিচারাধিপত্যের বিঘ্ন না ঘটিলে ডিক্রী অন্যথা কি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।

৫৭৮ ধারা। মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি কিম্বা যে কোন আজ্ঞা করা যায় তন্মধ্যে কি অন্য বিষয়ে ভ্রম কি ত্রুটি কি বেদাঁড়া হইলেও যদি তদ্দ্বারা মোকদ্দমার দোষ গুণের কিম্বা আদালতের বিচারাধিপত্যের কোন ব্যতিক্রম না হয়, তবে তৎপ্রযুক্ত আপীলক্রমে ডিক্রী অন্যথা করা কিম্বা গুরুতররূপে পরিবর্ত্তন করা যাইবে না, ও ফিরাইয়া পাঠান যাইবে না।

নিম্ন আদালত ষ্টাম্প বিহীন দলীল অন্য প্রকারে গ্রহণ করা হেতু আপিলে সেই নিষ্পত্তি রহিত হইতে পারে না। দেবচাঁদ বঃ হীর চাঁদ ই ল রি ১৩ ব ৪৪৯

নিম্ন আদালত অনেক মোকদ্দমা একত্র নিষ্পত্তি করা হেতু আপিল আদালত সেই সমস্ত নিষ্পত্তি রহিত করিতে পারেন না। আনন্দময়ী বঃ শিবচন্দ্র Marsh 455.

বাদির নালিশ পদসঙ্করতা দোষযুক্ত থাকা বলিয়া আপিল আদালত তাহা ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন না। কল্যাণ সিংহ বঃ গুরুদয়াল ই ল রি ৪ অ ১৬৩

বাদির দাবি কৃত সম্পত্তির মূল্য তাহার আবেদন পত্রে অযথারূপে অবধারিত থাকা হেতু যদি বিচারাধিকারের তারতম্য না হয়, তাহা হইলে সেই অযথা মূল্যাবধারণ জন্য আপিল আদালত বাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন না। রামেশ্বর দয়াল বঃ রাজকিশোর সিংহ ১৩ উ রি ৩২৫

বাদির দাবিকৃত সম্পত্তির মূল্য বাস্তবিক যদি ১০০০৲ টাকার ন্যূন হয় কিন্তু যদি যদি সেই সম্পত্তির মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক ধরিয়া সবর্ডিনেট জজ আদালতে বাদী নালিশ করে, তাহা হইলে সবর্ডিনেট জজের নিষ্পত্তি বিচারাধিকারাভাব হেতু আপিল আদালত এই ধারানুসারে রহিত করিতে পারেন না। মাতঙ্গ মণ্ডল বঃ হরিমোহন মল্লিক ই ল রি ১৭ ক ১৫৪

যেস্থলে কোন বিশেষ আইনানুসারে কেবল জেলার জজের বিচারাধিকার থাকে, এবং অন্য আদালতের অধিকার না থাকে সেই স্থলে সবর্ডিনেট জজ আদালতে নালিশ দায়ের হইলে, সবর্ডিনেট জজ যে নিষ্পত্তি করেন তাহা আপিলে রহিত হইতে পারে। লেডণ্ড বঃ বুল ই ল রি ৯ আ ১৯১

নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তিতে সমস্ত প্রমাণের সমালোচন না থাকিলে সেই হেতু আপিল আদালত সেই নিষ্পত্তি রহিত করিতে পারেন। নুরমহম্মদ বঃ জহুরআলি ১১ উ রি ৩৪

নিম্ন আদালত যদি কোন পক্ষের দলিল যথাসময়ের পরে গ্রহণ করেন তাহা হইলে আপিল আদালত সেই হেতু নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি রহিত করিতে পারেন না। গৌরশরণ দাস বঃ কানাই সিংহ ২ উ রি ২৭

কোন দলিল রেজিষ্টরী না থাকার আপত্তি আপিল আদালতে উত্থাপন করা যাইতে পারে। বাসাওয়া বঃ কলকাপ ই ল রি ২ ব ৪৮৯

আপীলে ডিক্রীবিষয়ক বিধি।

ডিক্রীর তারিখের ও মর্ম্মের কথা।

৫৭৯ ধারা। বিচার যে দিনে প্রচার করা যায় আপীল আদালতের ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ দিতে হইবে।

ঐ ডিক্রীর মধ্যে আপীলের নম্বর ও আপীলের সম্বন্ধাত্মকপত্র ও আপেলাণ্টের ও রিস্পণ্ডেণ্টের নাম ও বর্ণনা লেখা থাকিবে, ও যে উপকার করা যায় কিম্বা আপীলের অন্য যেরূপ নির্ণয় হয় তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

আরও আপীলের যত টাকা খরচা লাগে তাহা এবং ঐ খরচ ও মোকদ্দমার খরচা যে যে পক্ষের যে যে অংশমতে দিতে হইবে তাহাও ডিক্রীতে ব্যক্ত থাকিবে।

যে বা যে যে বিচারপতি ডিক্রী করেন তিনি কিম্বা তাঁহারা তদ্ধিষ্টে স্বাক্ষর করিয়া তারিখ লিখিবেন।

বিচারে কোন বিচারপতি অসম্মত হইলে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার অপ্রয়োজনের কথা।

কিন্তু একের অধিক জন বিচারপতি থাকিলে, ও তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইলে, আদালতের বিচার সম্বন্ধে যে বিচারপতির মতের অনৈক্য হয়, ডিক্রীতে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার প্রয়োজন নাই

বিচারপত্রের ও ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দিবার কথা

৫৮০ ধারা আদালতে উভয় পক্ষের প্রার্থনামতে ও তাঁহাদের খরচে, বিচারপত্রের ও ডিক্রীর সর্টিফিকেটযুক্ত নকল তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে ডিক্রীর সর্টিফিকেটযুক্ত নকল পাঠাইবার কথা।

৫৮১ ধারা বিচারের ও ডিক্রীর নকল আপীল আদালতের, কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে ঐ আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের সর্টিফিকেটযুক্ত হইয়া যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতে পাঠান যাইবে, ও তাহা মোকদ্দমার মূল আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নথীর সামিল করা যাইবে ও আপীল আদালতের বিচার দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবে

আপীল আদালতের ক্ষমতা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ন্যায় হইবার কথা।

৫৮২ ধারা পঞ্চম অধ্যায়মতে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তদ্বিষয়ে এই আইনক্রমে মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইয়াছে এই অধ্যায় মত আপীল মোকদ্দমায় আপীল আদালতের সেই সেই ক্ষমতা থাকিবে ও যতদূর সম্ভব সেই সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, এবং ২১ অধ্যায়ে যতদূর হইতে পারে আপীলের পক্ষের মৃত্যু, বিবাহ বা ঋণশোধ করণের অক্ষমতাহেতুক যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহাতে "বাদী" এই শব্দে বাদী আপেলাণ্ট বা প্রতিবাদী আপীলাণ্ট ও "প্রতিবাদী" এই শব্দে বাদী রেস্পণ্ডেণ্ট বা প্রতিবাদী রেস্পণ্ডেণ্ট ও এবং "মোকদ্দমা" এই শব্দে আপীলও বুঝায় বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

আপীলের কোন কোন মর্ম্মাত্মকপত্র বা বিচারপত্রে পুনরালোচনার দরখাস্ত সিদ্ধ হইবার কথা।

৫৮২ক ধারা যদি কোন আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র কিম্বা কোন বিচারপত্র পুনরালোচনার দরখাস্ত ঠিক মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত করা হইয়া থাকে কিন্তু কম ষ্ট্যাম্পের কাগজে লিখিত হইয়া থাকে এবং আবশ্যকীয় ষ্ট্যাম্পের পরিমাণ সম্বন্ধে আপীলাণ্ট বা দরখাস্তকারী ভুল প্রযুক্ত ষ্ট্যাম্প কম হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র বা দরখাস্ত ঠিক ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইলে যেরূপ কার্য্যকর ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ কার্য্যকর ও সিদ্ধ হইবে কিন্তু ভুল প্রকাশ হইবার পর আদালত যে যুক্তিসঙ্গত সময় ধার্য্য করিয়া দিবেন আপীলাণ্ট বা দরখাস্তকারী যদি সেই যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে আবশ্যকীয় ষ্ট্যাম্প না দেন তাহা হইলে আপীল বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হইবে

পূর্ব্বলিখিত সকল বিধান মায় ৩৭৩ক ধারার বিধান সকল এই অধ্যায়মত আপীলের প্রতি যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে

আপিল আদালত নালিস সংশোধনের অনুমতি দিতে পারেন ভগবানদাস বঃ নন্দলাল ই ল রি ১২ ক ১৭৮

অনেক নালিশ একত্র দায়ের হইলে আপিল আদালত তাহা পৃথক্ রূপে বিচার করিতে পারেন স্বরূপচন্দ্র বঃ মথুরামোহন ৪ ড রি ১০৯

আপিল অচল হইলে আপিল আদালত রেস্পণ্ডেণ্টকে খরচ দিতে পারেন রাজমণি দেবী বঃ চন্দ্রকান্ত ই ল রি ৮ ক ৪৪০

আপীল আদালতের ডিক্রী জারী করিবার কথা।

৫৮৩ ধারা এই অধ্যায়মত আপীলক্রমে যে ডিক্রী করা যায় তৎক্রমে সম্পত্তি ফিরিয়া পাওন প্রভৃতিরূপ কোন হিত পোষণের স্বত্ববান কোন পক্ষ সেই ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা যায় সেই আদালতে প্রার্থনা করিবেন; ও পূর্ব্ব ভাগে মোকদ্দমার ডিক্রীজারী করিবার নির্দ্ধারিত বিধিমতে সেই আদালত আপীলমুখে করা ঐ ডিক্রীজারী করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন

আপিল আদালতের ডিক্রিতে আপিলাণ্টকে কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ না থাকিলেও, নিম্ন আদালতের ডিক্রি অনুসারে যে সম্পত্তি হইতে সে দখলচ্যুত হয়, প্রথম ডিক্রি রহিত হওয়ার পরে আদ্য আদালত সেই সম্পত্তি তাহাকে ফেরত দেওয়াইতে বাধ্য বলবন্ত রায় বঃ সদরুদ্দিন ই ল রি ১৩ ব ৪৮৫

আপিল আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে পরাজিত পক্ষ আপিল করিলেও প্রথম আদালতের প্রতি সম্পত্তি ফেরত দেওয়া স্থগিত রাখিবার জন্য আপিল আদালত আদেশ দিতে পারেন না রাজকৃষ্ণ সিংহ বঃ নবদা দেবী ৬ উ রি ১১১ মে ফু বে

নিম্ন আদালতের ডিক্রি অনুসারে ডিক্রিদার যে সম্পত্তি পায়, আপিলে আদ্য ডিক্রি রহিত হওয়ার পরে আপিলাণ্ট সেই সম্পত্তি এই ধারামতে ডিক্রিজারির দ্বারা ফেরত না লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে নালিশ করিতে পারে কি না নিশ্চয় বলা যায় না যোগেশচন্দ্র দত্ত বঃ কালিচরণ দত্ত ই ল রি ৩ ক ৩০, আজিজদ্দিন হোসেন বঃ রামঅনুগ্রহ রায় ই ল রি ১৪ ক ৬০৫

আপিল আদালত কর্ত্তৃক নিম্ন আদালতের ডিক্রী রহিত হইলে আপিলাণ্ট এই ধারা অনুসারে ডিক্রীজারী দ্বারা কেবল তাহার সম্পত্তি ফেরত পায় এমন নহে, সেই সম্পত্তির ওয়াশিলাতও জারী দ্বারা পাইতে পারে মুকুন্দলাল বঃ মহাম্মদ সমী ই ল রি ১৪ ব ৪৮৪, কল্যাণসুন্দর বঃ অভিরেদেশঃ ই ল রি ১১ মা ২৬১

আপিল আদালতের ডিক্রীতে ওয়াশিলাতের আদেশ না থাকিলেও আদ্য আদালত তাহা দিতে পারেন বলবন্ত রাও বঃ সদরুদ্দিন ই ল রি ১৩ ব ৪৮৫, কল্যাণসুন্দর বঃ অভিরেদেশন ই ল রি ১১ ম ২৬১।

প্রথম আদালতের ডিক্রী অনুসারে পরাজিত পক্ষ ডিক্রীদারকে অপেক্ষা যে টাকা দেয় তাহা সে আপিল আদালত কর্ত্তৃক আদ্য আদালতের ডিক্রী রহিত হওয়ার পরে, এই ধারা অনুসারে, জারী দ্বারা ফেরত পাইতে পারে বাসুদেব বঃ বিষ্ণু ই ল রি ১১ ব ৭২৪

নিম্ন আদালতের ডিক্রী অনুসারে দেনাদারের সম্পত্তি ডিক্রীদার, যদি স্বয়ং নিলামে ক্রয় করে, তাহা হইলে আপিল আদালত কর্ত্তৃক নিম্ন আদালতের ডিক্রী রহিত হওয়ার পরে, সেই নিলাম অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এবং তখন ডিক্রীদার সেই সম্পত্তি পূর্ব্ব মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য হয় সদাশিব আয়ার বঃ মুট্টু সভাপতি চেটী ই ল রি ৫ মা ১০৬

প্রথম আদালতের ডিক্রী অনুসারে ডিক্রীদার যে সম্পত্তি পায়, তাহা যদি আপিল নিষ্পত্তির পূর্ব্বে সে বিক্রয় করে, তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে খরিদার নামে ডিক্রীজারী চলে না বেনরা বঃ মুন্সী খাদক ই ল রি ৭ অ ৬৮১

এই ধারা অনুসারে সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার ডিক্রীজারী আপিল আদালতের ডিক্রীর তারিখ হইতে ৩ বৎসর মধ্যে করা আবশ্যক সেখ আজিহোসেন বঃ সেখ মাজহোসেন ৪ ক ল রি ৫৭৭, নন্দরাম বঃ সীতারাম ই ল রি ৮ অ ৫৪৫।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

আপীলী ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপীলের কথা।

৫৮৪ ধারা　এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল হইয়া যে সকল ডিক্রী করা যায়, তাহার উপর নিম্নলিখিত কোন হেতুতে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে; আপীল আদালতের এক তরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধে এই ধারানুসারে আপীল হইতে পারিবে; যথা

দ্বিতীয় আপীলের হেতুর কথা।

(ক) নিষ্পত্তি বিশেষ কোন আইনের কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারের বিপরীত হওয়া হেতু,

(খ) নিষ্পত্তিতে আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচার সম্পর্কীয় কোন গুরুতর ইস্থ নির্ণয় না হওয়া হেতু,

(গ) এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালীতে গুরুতর ভ্রম কিম্বা দোষ হওয়া প্রযুক্ত দোষ গুণানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণে ভ্রম কি দোষ হওয়া সম্ভব হেতু

অন্য হেতুতে দ্বিতীয় আপীল হইতে না পারিবার কথা

৫৮৫ ধারা　৫৮৪ ধারার উল্লিখিত হেতু ভিন্ন কোন হেতুতে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না

কোন কোন মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল হইতে না পারিবার কথা

৫৮৬ ধারা　ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার ভাবাপন্ন মূল মোকদ্দমায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয় তাহার পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল নাই

দ্বিতীয় আপিল বিষয়ক বিধান।

৫৮৭ ধারা　এই অধ্যায়মতে আপীলের প্রতি ও ঐ আপীলক্রমে যে ডিক্রী করা যায় তাহা জারী করণের প্রতি একচত্বারিংশ অধ্যায়ের বিধান যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

যে যে আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারে তাহার কথা।

৫৮৮ ধারা　এই আইনমত এই এই আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে, তদ্রূপ অন্য আজ্ঞার উপর নয়—

(১) মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করণার্থ ২০ ধারামত আজ্ঞা

(২) বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দেওন না সংযোগ করণ বিষয়ক ৩২ ধারামত আজ্ঞা।

(৩) কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আদেশসূচক ৩৬ কি ৬৬ ধারামত আজ্ঞা।

(৪) নালিশের কোন হেতু সংযোগ করণার্থ ৪৪ ধারামত আজ্ঞা।

(৫) নালিশের কোন হেতু উঠাইয়া দেওনার্থ ৪৭ ধারামত আজ্ঞা।

(৬) সংশোধনার্থ কিম্বা উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করণার্থ আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবার আজ্ঞা।

(৭) এক ঋণ হইতে অন্য ঋণ বাদ দিবার কিম্বা বাদ দিতে অস্বীকার করিবার ১১১ ধারামত আজ্ঞা।

(৮) যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে, তদ্রূপ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করণার্থ ১০৩ ধারামত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের আজ্ঞা।

"(৯) কোন একতরফা ডিক্রী রদ করিবার আজ্ঞার জন্য ১০৮ ধারানুযায়ী দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা।"

(১০) ১১৩ ও ১২০, ১৭৭ ধারামত আজ্ঞা।

(১১) বর্ণনাপত্র কিম্বা ডিক্রীজারীর প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার কিম্বা সংশোধনার্থে ফিরাইয়া দিবার ২১৬ কি ২৪৫ ধারামত আজ্ঞা।

(১২) কোন দ্রব্য আটক করিয়া রাখিবার আদেশসূচক ১৪৩ ও ১৪৫ ধারামত আজ্ঞা।

(১৩) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণার্থ ১৬২ ধারামত আজ্ঞা।

(১৪) সম্পত্তি ক্রোক করণার্থ ১৬৮ ধারামত আজ্ঞা ও ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থ ১৭০ ধারামত আজ্ঞা।

(১৫) হস্তান্তর করণপত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি লিখিবার আপত্তি বিষয়ক ২৬১ ধারামত আজ্ঞা।

(১৬) স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দৃঢ় করিবার কি অসিদ্ধ করিবার কি অসিদ্ধ করিতে অস্বীকার করিবার, ২৯৪ ধারামত আজ্ঞা এবং ৩১২ ধারামত কি ৩১৩ ধারামত আজ্ঞা।

(১৭) ঋণশোধ করণের অক্ষমতা স্থলে ৩৫১ কি ৩৫২ কি ৩৫৩ কি ৩৫৭ ধারামত আজ্ঞা।

(১৮) ৩৬৬ ধারায় দ্বিতীয় প্রকরণমত কিম্বা ৩৬৭ কি ৩৬৮ ধারামত আজ্ঞা।

(১৯) মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ৩৭০ ধারামত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণার্থ আজ্ঞা।

(২০) মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস হওয়া অসিদ্ধ করিবার অস্বীকারসূচক ৩৭১ ধারামত আজ্ঞা।

(২১) আপত্তি অগ্রাহ্য করণার্থ ৩৭২ ধারামত আজ্ঞা।

(২২) মোকদ্দমা নিমিত্ত আসন্নবন্ধুর কি অভিভাবকের প্রতি খরচ দিবার আদেশসূচক ৪৪৪ কি ৪৫৫ কি ৪৫৮ ধারামত আজ্ঞা।

(২৩) বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় ৪৭৩ ধারার (ক) কি (খ) কি (ঘ) প্রকরণমত কিম্বা ৪৭৫ কি ৪৭৬ ধারামত আজ্ঞা।

(২৪) ৪৭৯ কি ৪৮০ কি ৪৮৫ কি ৪৯২ কি ৪৯৩ কি ৪৯৬ কি ৪৯৭ কি ৫০২ কি ৫০৩ ধারামত আজ্ঞা।

(২৫) সালিসীতে অর্পণ কার্য্য নিরস্ত করণার্থ ৫১৪ ধারামত আজ্ঞা।

(২৬) মীমাংসা পরিবর্ত্তনার্থ ৫১৮ ধারামত আজ্ঞা।

(২৭) ৫৫৮ ধারামতে আপীল পুনঃ গ্রাহ্য করিতে বা ৫৬০ ধারামতে পুনঃ শ্রবণ করিতে অস্বীকার করণের আজ্ঞা।

(২৮) ৫৬২ ধারামতে মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইবার আজ্ঞা।

(২৯) এই আইনের কোন বিধানানুসারে অর্থদণ্ড ধার্য্য করণের কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে কারাবন্ধন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করণের যে আজ্ঞা হয় তাহা।

এই ধারামত আপীলক্রমে যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবে।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকালে আনুষঙ্গিকরূপে যে সকল আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র আপিল করা সকল স্থলে আবশ্যক হয় না। হুগলী মধু বঃ প্রেমচাঁদ ইং ল রি কঃ ১৪৮।

আপিল আদালত হানিতে পাঠাইবার আদেশ দিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আপিল না করিয়া ও পরে খাস আপিলে অপিলাণ্ট হানির আদেশ অযথারূপে প্রদত্ত হওয়া বলিয়া আপত্তি করিতে পারে। সাবিত্রী বঃ রামজী ইং ল রি ১৪ ব ২৩২।

নিয়মগত হওয়ার পরে প্রথম আপিল আদালতে আপিল গ্রহণ করিলে, রেস্পণ্ডেণ্ট যদিও তখন আপত্তি না করে, কিন্তু খাস আপিলের সময় সে আপত্তি করিতে পারে। গৌরী দেওয়ান বঃ সুরেন্দ্রনাথ ১০ উ রি ১৭৮।

যে আদালত আপিল শুনিবেন তাহার কথা।

৫৮৯ ধারা। এই অধ্যায়ক্রমে কোন আজ্ঞার উপর আপীল করিবার অনুমতি থাকিলে, ঐ আজ্ঞা যে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় হয় সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে, কিম্বা হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালত আপিলী মোকদ্দমার বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিয়া ঐ আজ্ঞা করিলে হাইকোর্টে ঐ আপীল হইতে পারিবে।

আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৯০ ধারা। এই আইনমত আজ্ঞার উপর, কিম্বা বিশেষ কি স্থানীয় কোন আইনে অনুরূপ কার্য্যপ্রণালীর বিধান না থাকিলে সেই সেই আইনমত আজ্ঞার উপর যে আপীল হয়, তাহার প্রতি ৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

আজ্ঞার উপর অন্য কোনরূপ আপীল হইতে না পারিবার কিন্তু আপীলের মর্ম্মাত্মক লিপিতে ভ্রম প্রকাশ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫৯১ ধারা। এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, কোন আদালত আদৌ উপস্থিত বা আপিলী মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে না।

কিন্তু কোন ডিক্রীর উপর আপীল করা গেলে উক্তরূপ কোন আজ্ঞার অন্তর্গত যে ভ্রম কি দোষ কি বেদাড়ার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিঘ্ন ঘটে, আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রে তাহাও আপত্তির এক হেতু বলিয়া ব্যক্ত হইতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপরদের আপীলবিষয়ক বিধি।

পাপরস্বরূপ যাঁহারা আপীল করিতে পারিবেন তাঁহাদের কথা।

৫৯২ ধারা। এই কিম্বা অন্য কোন আইনমতে কোন ব্যক্তির আপীল করিবার অধিকার থাকিলেও, তিনি আপীলের দরখাস্তের প্রয়োজনমত স্ট্যাম্প দিতে অক্ষম হইলে, আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের সহিত দরখাস্ত অর্পণ করিয়া, ২৬, ৭৪১ ৭৪২ ও ৭৪৩

অধ্যায়ের বিধান যতদূর খাটিতে পারে ততদূর সেই বিধান মানিয়া পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি পাইতে পারিবেন

পাপরে আপিল করিতে হইলে আপিলের মাধ্যে নিয়মকাল মধ্যে ও তৎসহ অনুমতির দরখাস্ত দাখিল করা আবশ্যক বেটী বঃ আসাম উঃ ই ল রি ১২ অ। ৪৬১

পাপরে আপিল করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে নিয়মগত হওয়ার পরে প্রার্থনাকারী রসুম দিয়াও আপিল করিতে পারে না বিশ্বনাথ ব জগন্নাথ ই ল রি ১৩ অ ৩০৫

সাধারণতঃ যে পাপরে আপিল করিবার প্রার্থনা করে, সে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত দাখিল করা আবশ্যক নারিসী ই ল রি ৮ ম ৫০৪

আপীল গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

কিন্তু আদালত প্রার্থনাপত্র, এবং যে বিচারের ও ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা পাঠ করিলে পর, সেই ডিক্রী আইনের বিপরীত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন আচারের বিপরীত, কিম্বা প্রকারান্তরে ভ্রমাত্মক কি অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ না দেখিলে, সেই প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবেন

দীনতার অনুসন্ধান লওন বিষয়ক কথা।

৫৯৩ ধারা হয় আপীল আদালত, না হয় যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল করা যায় সেই আদালত আপীল আদালতের আদেশানুসারে সেই আদালত প্রার্থকের দৈন্যদশার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন

উপবিধি।

কিন্তু যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় প্রার্থক যদি সেই আদালতে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা কি আপীল করিতে অনুমতি পাইয়া থাকেন, তবে আপিল আদালত তাঁহার দীনতার বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার বিশেষ কারণ না জানিলে, তদ্বিষয়ে আর অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক হইবে না

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল বিষয়ক বিধি

"ডিক্রী" শব্দের অর্থ নির্ণয়ের কথা।

৫৯৪ ধারা এই অধ্যায়ে বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে, "ডিক্রী" শব্দের মধ্যে বিচার ও আজ্ঞাও ধরিতে হইবে

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে যে স্থলে আপীল হইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৯৫ ধারা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সময়ে সময়ে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের নানা আদালত হইতে আপীল বিষয়ক যে যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই সেই বিধিও নিম্নলিখিত বিধান মানিয়া

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট এই এই ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবে

(ক) হাইকোর্ট কিম্বা শেষ আপীল বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালত আপীলক্রমে শেষ যে ডিক্রী করেন তাহার উপর,

(খ) হাইকোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া যে শেষ ডিক্রি করেন তাহার উপর ও

(গ) নিম্নলিখিত বিধানমতে কোন মোকদ্দমা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপিল হইবার উপযুক্ত বলিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, কোন ডিক্রির উপর

বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যের কথা

৫৯৬ ধারা　৫৯৫ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত প্রত্যেক স্থলে

মোকদ্দমা প্রথম যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতে বিবাদীয় বিষয় বা তাহার মূল্য দশ সহস্র টাকা কি তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে আপিল করা যায় তন্মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য ততই কি তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক।

কিম্বা ডিক্রির মধ্যে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে তত টাকার কিম্বা তত মূল্যের সম্পত্তির কি তৎসম্পর্কে কোন দাওয়া কি বিবাদ থাকা আবশ্যক,

ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপিল হয় সেই আদালত অব্যবহিত নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থির করিয়া যে ডিক্রী করেন তাহার উপর ঐ আপীল হইলে আপীলী মোকদ্দমার মধ্যে আইনঘটিত কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকা আবশ্যক

কোন কোন আপীল হওয়ার বাধার কথা।

৫৯৭ ধারা। ৫৯৫ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও,

মহারাণী বিক্টোরিয়া ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে স্থাপিত হাইকোর্টের এক জন জজের, কিম্বা ডিবিজন কোর্টের এক জন জজের, কিম্বা জজদের মধ্যে যত জনের এক মত হয় তত জনের বিপক্ষ মত থাকিলে তাঁহারা হাইকোর্টের তৎকালীন সমুদয় জজের অধিকাংশ না হইলে ঐ হাইকোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের, কিম্বা ঐ হাইকোর্টের দুই কি তদধিক জন জজ লইয়া যে ডিবিজন কোর্ট হয় সেই কোর্টের, নিষ্পত্তির উপর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হইতে পারিবে না।

ও ৫৮৬ ধারামতে যে ডিক্রি চূড়ান্ত হয় তাহার উপর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপিল নাই

যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় সেই আদালতের নিকট প্রার্থনার কথা

৫৯৮ ধারা। কোন ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল করিতে চাহিলে, যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় সেই আদালতে তাহার প্রার্থনা করিতে হইবে।

মূল্যের কি যোগ্যতার সর্টিফিকেটের কথা।

৬০০ ধারা। ৫৯৮ ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে আপীলের হেতু লিখিতে হইবে, এবং যত টাকার কি যে মূল্যের সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় তাহা ও মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে মোকদ্দমা ৫৯৬ ধারার বিধান অনুযায়ী, কিম্বা প্রকারান্তরে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হওয়ার যোগ্য, এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট প্রার্থনা করিতে হইবে

আদালত ঐ দরখাস্ত পাইলে, ঐ সর্টিফিকেট না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে বিপক্ষ পক্ষের নামে নোটিস জারী করিবার আদেশ করিতে পারিবেন

সর্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করণের ফলের কথা।

৬০১ ধারা সেই সর্টিফিকেট দিতে অস্বীকার হইলে দরখাস্ত ডিস্মিস্ হইবে

পরন্তু যে ডিক্রীর উপর নালিশ হয় তাহা যদি হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের শেষ ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ আদালত যে হাইকোর্টের অধীন হয় সেই হাইকোর্টে সর্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিবার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে

সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে জামিনের ও টাকা আমানতের কথা

৬০২ ধারা সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, যে ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় তাহার তারিখ অবধি ছয়মাস কিম্বা সর্টিফিকেট দেওনের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ ইহার মধ্যে যেটি শেষে পড়ে, প্রার্থক সেই সময়ের মধ্যে

(ক) রিস্পাণ্ডেণ্টের খরচার জামিন দিবেন ও

(খ) নিম্নলিখিত একখানি পত্র ছাড়া মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র অনুবাদ করিবার ও তাহার পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি ও সূচীপত্র করিয়া ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবার যত টাকা খরচ লাগে তাহা আমানত করিবেন,—বার্জ্জিত পত্র এই, এই,

(১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে আজ্ঞা তৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে কেবল দাঁড়ামত যে দলীল ত্যাগ করিবার আদেশ থাকে তাহা

(২) উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া যে যে পত্রাদি ত্যাগ করেন তাহা

(৩) এতৎকার্য্যার্থে আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যে যে হিসাবে কি হিসাবের যে যে অংশ অনাবশ্যক জ্ঞান করেন ও উভয় পক্ষ যাহা দিবার জন্যে বিশেষমতে প্রার্থনা করেন তাহা

(৪) হাইকোর্ট অন্য যে যে দলীল ত্যাগ করিবার আদেশ করেন তাহা।

আরো প্রার্থক পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রভিন্ন অন্য সকল কাগজপত্রের নকল ভারতবর্ষে ছাপাইতে ইচ্ছা করিলে ঐ নকল ছাপাইবার জন্যে যত টাকা খরচ লাগে তিনি এই ধারার প্রথম প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই টাকাও গচ্ছিত করিবেন

আপীল গ্রাহ্য হওনের ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা

৬০৩ ধারা আদালতের হৃদ্বোধমতে উক্ত জামিন সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে ও টাকা গচ্ছিত করা গেলে, আদালত

(ক) আপীল গ্রাহ্য হইল বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন, ও

(খ) রিস্পাণ্ডেণ্টকে তাহার নোটিস দিতে পারিবেন, তৎপরে

(গ) পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রছাড়া অন্য সকল কাগজপত্রের পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি আদালতের মোহরে অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবেন, ও

(ঘ) কোন পক্ষ মোকদ্দমার অন্তর্গত কোন কাগজপত্রের এক কি কএকখানি প্রামাণিক প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে ও তাহা প্রস্তুত করিবার যুক্তিমত খরচ দিলে, তাঁহাকে দিবেন

জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ করিবার কথা

৬০৪ ধারা। আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে কারণ দর্শান গেলে, আদালত উক্ত কোন জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ করিয়া তদ্বিষয়ের অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্য জামিন কি টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা

৬০৫ ধারা আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পর ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্র ভিন্ন অন্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি প্রেরণের পূর্ব্ব কোন সময়ে, উক্ত জামিন প্রচুর নয় বলিয়া বোধ হইলে,

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্র ভিন্ন অন্য কাগজপত্র অনুবাদ করিবার ও তাহার প্রতিলিপি করিবার ও ছাপাইবার ও সূচীপত্র করিবার ও তাহা প্রেরণ করিবার জন্যে আর টাকা প্রয়োজন হইলে,

আদালত আপেলাণ্টের প্রতি ঐ আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য ও প্রচুর জামিন দিবার, কিম্বা সেই সময়ের মধ্যে আদেশমত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিবার ফলের কথা।

৬০৬ ধারা আপেলাণ্ট সেই আজ্ঞামতে কার্য্য না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করা যাইবে,

ও এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা না হইলে আপীলী কার্য্য চলিবে না,

ইতিমধ্যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল সেই ডিক্রীজারী স্থগিত করা যাইবে না

আমানতের উদ্বর্ত্ত টাকা ফিরাইয়া দিবার কথা।

৬০৭ ধারা পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্র ভিন্ন অন্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করা গেলে পর, আপেলাণ্ট ৬০২ ধারামতে যে টাকা আমানৎ করেন তাহার মধ্যে কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন

আপীল উপস্থিত থাকিতে আদালতের ক্ষমতার কথা

৬০৮ ধারা এই অধ্যায়মতে কোন আপীল গ্রাহ্য হইলেও যে আদালত আপীল গ্রাহ্য করিলেন সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল তাহা নিয়ম ব্যতিরেকে প্রবল করা যাইবে

কিন্তু মোকদ্দমায় স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কারণ দেখাইলে, কিম্বা আদালত কোন কারণ জানিয়া উচিত বোধ করিলে,

(ক) বিবাদীয় কোন অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ আটক রাখিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপীল মুখে যে আজ্ঞা করেন আদালত সেই আজ্ঞা যথোচিতরূপে সাধন হইবার যে জামিন বিহিত বোধ করেন রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে এমত জামিন লইয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা প্রবল হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, কিম্বা

(গ) যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল তদনুসারে, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপীল মুখে যে আজ্ঞা করেন আদালত সেই আজ্ঞানুসারে, যথোচিতরূপে কার্য্যসাধন হইবার যে জামিন বিহিত বোধ করেন আপেলাণ্টের স্থানে সেই জামিন লইয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন, কিম্বা

(ঘ) আদালতের সাহায্যপ্রার্থক কোন পক্ষের প্রতি যে যে নিয়ম বর্ত্তান উচিত বোধ করেন তাহা বর্ত্তাইতে পারিবেন কিম্বা যে বিষয় লইয়া আপীল হয় তদ্বিষয়েই অন্যথে আদেশ করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

জামিন প্রচুর নয় দেখা গেলে তাহা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৬০৯ ধারা কোন পক্ষ যে জামিন দিলেন, আপীল উপস্থিত থাকিবার কোন সময়ে সেই জামিন প্রচুর নয় বোধ হইলে আদালত অন্য পক্ষের প্রার্থনামতে অন্য জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

যদি আদালতের আদেশানুসারে ঐ অধিক জামিন দেওয়া না যায়, তবে প্রথমোক্ত জামিন আপেলাণ্টের দ্বারা দেওয়া গিয়া থাকিলে যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় আদালত রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রার্থনাক্রমে আপেলাণ্টের সেই জামিন না দেওনের ন্যায় সেই ডিক্রীজারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ও প্রথমোক্ত জামিন রিস্পাণ্ডেণ্টের দ্বারা দেওয়া গেলে, আদালত যতদূর পারেন ডিক্রী জারীর অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, যে জামিন অপ্রচুর বলিয়া দৃষ্ট হইল তাহা দেওন সময় পক্ষের যে যে অবস্থা ছিল তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই সেই অবস্থায় রাখিবেন, কিম্বা আপীলের বিষয়সম্পর্কে যে আদেশ উচিত বোধ করেন করিবেন

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা

৬১০ ধারা কোন ব্যক্তি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল কি জারী করাইতে চাহিলে, যে আদালত হইতে শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল করা যায় তিনি সেই আদালতে দরখাস্ত দিবেন, ও আপীলক্রমে যে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় ও যাহা প্রবল কি জারী করাইতে চেষ্টা করেন, দরখাস্তের সঙ্গে সেই ডিক্রীর কি আজ্ঞার সর্টিফিকেটযুক্ত নকলও দিবেন

ঐ আদালত, প্রথম যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই ডিক্রীকারী আদালতে, অথবা শ্রীশ্রীমতীর আজ্ঞাপত্রে অন্য আদালতে, পাঠাইবার আদেশ থাকিলে সেই আদালতে, শ্রীশ্রীমতীর ঐ আজ্ঞা প্রেরণ করিবেন ও কোন এক পক্ষের প্রার্থনামতে ঐ আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করাইবার প্রয়োজনমতে উপদেশ দিবেন, ও ঐ আজ্ঞা উক্ত প্রকারে যে আদালতে প্রেরণ করা যায়, সেই আদালত ঐ উপদেশ মানিয়া আপনার মূল্য ডিক্রী জারী করিবার নিয়মমতে, ও তৎপ্রতি যে যে বিধি খাটে তদনুসারে, সেই আজ্ঞাও প্রবল কি সাধন করাইবেন

আজ্ঞার যে অংশে রেস্পণ্ডেণ্টকে খরচা দিবার কথা থাকে সেই অংশ আপীলাণ্টের বিরুদ্ধে যে প্রকারে জারী করা যাইতে পারে ঠিক সেই প্রকারে খরচার জামীনদারের বিরুদ্ধে জামীনদার যে পরিমাণ আপনাকে দায়ী করিয়াছেন সেই পরিমাণে জারী করা যাইতে পারিবে।

"কিন্তু প্রত্যেক স্থলে আদালত যেরূপ লিখিত নোটিস যথেষ্ট মনে করেন জামীনদারকে সেইরূপ লিখিত নোটিস দেওয়া চাই"

উক্ত আজ্ঞাক্রমে ভারতবর্ষে টাকা দিতে হইলে ও ব্রিটনদেশের চলিত মুদ্রার নাম উল্লেখ করিয়া তাহা ব্যক্ত থাকিলে, রাজকীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যাপার নিষ্পত্তি করণ কার্য্যে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অর্থকোষের লার্ড কমিশ্যনর সাহেবদের সম্মতিক্রমে যৎকালে মুদ্রাবিনিময়ের যে নিয়ম ধার্য্য করেন, উক্ত টাকা সেই নিয়মানুসারে দেওয়া যাইবে

ডিক্রীজারী করণ সম্পর্কীয় আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৬১১ ধারা　যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করান, সেই আদালত আপনার ডিক্রী প্রবল কি সাধন সম্পর্কীয় কোন আজ্ঞা করিলে তাহার উপর যে প্রকারে ■ যে যে বিধিমতে আপীল হইতে পারে, শ্রীশ্রীমতীর ঐ আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করণ সম্পর্কীয় কোন আজ্ঞা করিলে তাহার উপর সেই প্রকারে ■ সেই সেই বিধিমতে আপীল হইতে পারিবে

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬১২ ধারা　হাইকোর্ট সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত কার্য্যের বিধান করণার্থে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক)　৬০০ ধারামতে নোটিস জারী করিবার বিধান

(খ)　হাইকোর্টের অধীন যে আদালতের শেষ আপীল সংক্রান্ত বিচারাধিপত্য থাকে, ৬০১ ও ৬০২ ধারামতে সেই আদালতের সর্টিফিকেট দেওন কি দিতে অস্বীকার করণ বিষয়ক বিধান

(গ)　৬০২ ও ৬০৫ ও ৬০৯ ধারামতে যত টাকার ও যে প্রকারের জামিন দিতে হইবে তাহার বিধান

(ঘ)　ঐ জামিনের পরীক্ষা লওনের বিধান

(ঙ)　কাগজপত্র নকল করিবার খরচের অনুমান করণের বিধান

(চ)　ঐ নকল প্রস্তুত ও পরীক্ষা করণের ও তাহাতে সর্টিফিকেট লিখনের বিধান

(ছ)　অনুবাদ পুনরালোচন ও প্রামাণিক করণের বিধান

(জ)　কাগজপত্রের প্রতিলিপির সূচীপত্র, ও তন্মধ্যে যে পত্র ধরা যায় নাই তাহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করণের বিধান

(ঝ)　ব্রিটিস ভারতবর্ষের মধ্যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল সংক্রান্ত যে খরচ লাগে তাহা আদায় করিবার বিধান

ও এই অধ্যায়ের বিধি প্রবল করণসংক্রান্ত অন্য অন্য বিষয়ের বিধান

বিধি প্রকাশ করিবার কথা

উক্ত সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং প্রকাশ করা গেলে হাইকোর্টে ও তাঁহার অধীন শেষ আপীলের বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট আদালতে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে

এক্ষণে যে বিধি আছে তাহা আইন সিদ্ধ করিবার কথা

৬১৩ ধারা　মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল সম্বন্ধীয় যে সকল বিধি ইতিপূর্ব্বে কোন হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়া এই আইন প্রচলিত হওনের প্রাক্কালে বলবৎ ছিল, তাহা এই আইনের সঙ্গে যত দূর সঙ্গত হয়, তত দূর এই আইনমতে প্রণীত ও প্রকাশিত বলিয়া জ্ঞান হইবে

রাঙ্গুণের রিকর্ডর সাহেবের কথা।

৬১৪ ধারা　৫৯৭ ও ৬১২ ধারার "হাইকোর্ট" শব্দের মধ্যে রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবও গণ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার প্রতি আপনার আদালত ভিন্ন অন্য আদালতের মাননীয় বিধি করিবার ক্ষমতাপ্রদত্ত হইল না

বঙ্গীয় ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণের অর্থের কথা।

৬১৫ ধারা ১৮২৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণে যে যে বিধির ও নিষেধের উল্লেখ আছে, তাহা এই আইনমতে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের নিষ্পত্তির উপর আপীলের প্রতি বর্ত্তনীয় বিধি ও নিষেধ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

শ্রীশ্রীমতীর ইচ্ছা রক্ষার কথা।

৬১৬ ধারা (ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্বেচ্ছামতে আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের কি অন্য কোন আজ্ঞা করণের যে সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ ক্ষমতা আছে তাহার যে বাধকতা হইল, কিম্বা

ও জুডিশ্যল কমিটীর সম্মুখে কার্য্য চলনের বিধি রক্ষার কথা।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল উপস্থিত করণ বিষয়ে কিম্বা প্রিবি কৌন্সিলের জুডিশ্যল কমিটির সম্মুখে আপীলী মোকদ্দমা চালাইবার বিষয়ে ঐ জুডিশ্যল কমিটীর প্রণীত যে বিধি যে সময়ে প্রচলিত থাকে তৎপ্রতি যে হস্তক্ষেপ করা গেল,

এই আইনের কোন কথার এমত ভাব বুঝিতে হইবে না।

আরও অপরাধের কিম্বা আডমিরলটির কি বৈস আডমিরলটীর (অর্থাৎ সমুদ্রপথে কৃত কোন অপরাধের) বিচারাধিপত্যের প্রতি কিম্বা প্রাইজ কোর্টের আজ্ঞার ও ডিক্রীর উপর আপীলের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তে না।

সপ্তম ভাগ।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টে প্রশ্ন করণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

হাইকোর্টে প্রশ্ন করণ বিষয়ক কথা।

৬১৭ ধারা। যে মোকদ্দমায় কি আপীলে ডিক্রী চূড়ান্ত হয় তাহা শ্রবণের পূর্ব্বে কি শ্রবণ সময়ে, কিম্বা উক্ত কোন ডিক্রীজারী করণ সময়ে, আইন ঘটিত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারঘটিত কোন প্রশ্ন, কিম্বা যে দলীলের অর্থানুসারে মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্পর্কীয় ফল দর্শে সেই দলীলের অর্থঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, ও যে আদালত মোকদ্দমার কি আপীলের বিচার বা ডিক্রীজারী করিতেছেন সেই আদালতের তদ্বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকিলে, ঐ আদালত আপনার প্রবৃত্তিক্রমে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্তের ও সন্দিগ্ধ বিষয়ের বর্ণনাপত্র লিখিয়া ঐ বিষয়ে আপনার মত সহিত ঐ বর্ণনাপত্র হাইকোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন।

কোন মোকদ্দমার বিচার প্রসঙ্গে যে তর্ক উপস্থিত হয় কেবল সেই তর্ক সম্বন্ধে নিম্ন আদালত হাইকোর্টে এস্তমেজাজ করিতে পারেন গণেশ বিস্ত বঃ ডিমোজ ই ল রি ১২ ব ৭৮

যে স্থলে নিম্ন আদালত চূড়ান্ত ডিক্রী দিতে পারেন কেবল সেই স্থলে এই ধারা অনুসারে হাইকোর্টে এস্তমেজাজ করিতে পারেন ভারতসচীব বঃ ফজুল আলী ই ল রি ১৮ ক ২৩০, রামফল বঃ দুর্গা ই ল রি ৭ অ ৮১৫

হাইকোর্টের মতের অপেক্ষায় আদালতের ডিক্রী করিতে পারিবার কথা

৬১৮ ধারা আদালত মোকদ্দমায় কার্য্য স্থগিত করিতে কিম্বা হাইকোর্টে প্রশ্ন উপস্থিত করা গেলেও কার্য্য চালাইতে পারিবেন, ও জিজ্ঞাসিত বিষয় হাইকোর্টের যে মত হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া ডিক্রী বা আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কিন্তু হাইকোর্টে প্রশ্ন উপস্থিত করা গেলে, তদ্বিষয়ে ঐ কোর্টের বিচারের নকল না পাওন পর্য্যন্ত কোন স্থলেই ডিক্রীজ রী কি সম্পত্তি বিক্রয় কি ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে হইবে না

হাইকোর্টের বিচারপত্র পাঠাইবার ও তদনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা

৬১৯ ধারা যে মোকদ্দমা সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা যায় হাইকোর্ট তাহার উভয় পক্ষের কি তাঁহাদের উকীলদের কথা শ্রবণ করিয়া, উক্ত অর্পিত বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন ও আপনার বিচারপত্রের প্রতিলিপিতে রেজিষ্ট্রার স্বাক্ষর করিলে যে আদালত হইতে প্রশ্ন অর্পণ করা যায় ঐ প্রতিলিপি সেই আদালতে পাঠাইবেন, তাহা পাইলে সেই আদালত হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন

হাইকোর্টে অর্পণ করিবার খরচের কথা।

৬২০ ধারা হাইকোর্টের মত জানিবার জন্যে প্রশ্ন উপস্থিত করাতে খরচ লাগিলে, তাহা মোকদ্দমার খরচ বলিয়া ধরা যাইবে

যে আদালত প্রশ্ন করেন তাহার ডিক্রী পরিবর্ত্তনাদি করিবার ক্ষমতার কথা

৬২১ ধারা এই অধ্যায়মতে কোন বিষয় হাইকোর্টে অর্পণ করা গেলে, হাইকোর্ট সেই বিষয় সংশোধন করিবার জন্যে ফিরাইয়া পাঠাইতে পারিবেন, ও যে মোকদ্দমায় ঐ প্রশ্ন উত্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় যে আদালত প্রশ্ন অর্পণ করেন, সেই আদালত যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলেন হাইকোর্ট তাহা পরিবর্ত্তন কি রহিত কি অসিদ্ধ করিয়া, তদ্বিষয়ে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

হাইকোর্টে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে না সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা

৬২২ ধারা। কোন আদালত যে মোকদ্দমা করেন, সেই নিষ্পত্তির উপর হাইকোর্টে আপীল হইতে না পারিলেও, সেই আদালত আইনমতে আপনার প্রতি অনর্পিত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তদ্রূপ অর্পিত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন কিম্বা স্বীয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া অবৈধমতে কি গুরুতর অনিয়ম সহকারে কার্য্য করিয়াছেন দৃষ্ট হইলে, হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইয়া, মোকদ্দমায় যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

নথি তলপ করিতে পারেন ;—কোন পক্ষ প্রার্থনা না করিলে কলিকাতার হাইকোর্ট নথি তলপ করেন না মহম্মদ ফয়েজ বঃ গোলোকদাস ৭ ক ল রি ১১১

এই ধারা অনুসারে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি সংশোধনের প্রার্থনা যুক্ত নীচ সঙ্গত নব জ এক্ত বাল-মুকুন্দ বঃ শিবতন ই ল রি ৬ আ ১২৫

যে মোকদ্দমায় আপিল না থাকে ;—যে মোকদ্দমায় আপিল থাকে সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত নিষ্পত্তি সংশোধন জন্য হাইকোর্ট নথি তলপ করিতে পারেন না। রামকৃষ্ণ বঃ তারাদাস ১২ ক ল রি ৪৪৯।

যে স্থলে আপিল না থাকা সত্বে কোন পক্ষ হাইকোর্টে আপিল করে, সেই স্থলে হাইকোর্ট এই ধারা অনুসারে নিম্ন আদালতের আদেশ সংশোধন করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয়। ভৈরব বঃ ওয়াজদন্নিছা ৬ ক ল রি ২৩৪। দুর্গানারায়ণ সেন বঃ রামলাল ছুতার ই ল রি ৭ ক ৩৩০, বিশ্বেশ্বরী বঃ জানকীপ্রসাদ ই ল রি ১৬ ক ৪৮২।

যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে ;—এই ধারা অনুসারে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের আনুষঙ্গিক আদেশ রহিত করিতে পারেন না বলিয়া বোধ হয়। ওমরাও মেরজ বঃ জান্স ১২ ক ল রি ১৪৮, কিন্তু দেখ ধ পি বঃ রণপ্রসাদ ই ল রি ১৪ ক ৭৬৮।

বিচারাধিপত্য ;—যে মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের বিচারাধিকার থাকে তাহা সেই আদালত ভ্রান্তরূপে নিষ্পত্তি করিলেও বিচারাধিকারের অন্যায় পরিচালন গণ্য হয় না। আমির হোসেন খাঁ বঃ শিববকস সিংহ ই ল রি ১১ ক ৬ প্রি কৌ।

গুরুতর অনিয়ম সহকারে ;—যে ভ্রমের দ্বারা কোন পক্ষের ক্ষতি না হয়, সেই ভ্রম সংশোধন জন্য হাইকোর্ট এই ধারা অনুসারে নথি তলপ করিতে পারেন না, যে ভ্রম দ্বারা পক্ষগণের ক্ষতি হয় সেই ভ্রমযুক্ত নিষ্পত্তি হাইকোর্ট সংশোধন করিতে পারেন। শিবরত্নবগলা বঃ শিবচন্দ্র সিংহ ই ল রি ১৩ ক ২২৫।

আইন বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি ;—কিরূপ নিষ্পত্তি আইন বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। পক্ষগণ যে বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না করে নিম্ন আদালত সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহাদিগের উক্তি ও স্বীকারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করিলে, হাইকোর্ট তাহা সংশোধন করিতে পারেন। গোরক্ষ বঃ বিটল ই ল রি ১১ ব ৪৩৫।

কোন প্রমাণ না থাকা সত্বে নিম্ন আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা হাইকোর্ট এই ধারা অনুসারে সংশোধন করিতে পারেন। শীডস বঃ উইলকিন্‌সন্ ই ল রি ৯ অ ৩৯৮।

কোন বিশেষ আইন অনুসারে নিম্ন আদালত যদি ভ্রমক্রমে বিচারাধিকার না থাকা অবধারণ করেন তাহা হইলে হাইকোর্ট এই ধারা অনুসারে সেই নিষ্পত্তি সংশোধন করিতে পারেন। জগবন্ধু বঃ যাদুঘোষ ই ল রি ১৫ ক ৪৭।

নিষ্পত্তি পত্রের সহিত ডিক্রি অনৈক্য হইলে নিম্ন আদালত যদি ডিক্রি সংশোধনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে হাইকোর্ট সেই ডিক্রি সংশোধনের জন্য এই ধারা অনুসারে আদেশ দিতে পারেন। বালমুকুন্দ বঃ শিবরতন ই ল রি ৬ অ ১২৫।

অষ্টম ভাগ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি।

বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনার কথা।

৬২৩ ধারা। (ক) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর এতৎক্রমে আপীল হইবার অনুমতি থাকিলেও আপিল উপস্থিত করা যায় নাই, তদ্দ্বারা, কিম্বা

(খ) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর এতৎক্রমে আপীল করিবার অনুমতি নাই তদ্দ্বারা, কিম্বা

(গ) ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত হইতে প্রশ্ন অর্পিত হইয়া যে বিচার করা যায় তদ্দ্বারা, কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করিলে,

ও ঐ ডিক্রী করণ কিম্বা ঐ আজ্ঞা হওন সময়ে উপর্যুক্তমতে যত্ন করিলেও যে বিষয়ের কি প্রমাণের কথা জ্ঞাত ছিলেন না, কিম্বা যাহা উপস্থিত করিতে পারিতেন না, এমন

নূতন ও গুরুতর বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়াতে, কিম্বা কাগজপত্রের মুখেই যে ভুল কি ভ্রম দৃষ্ট হয় তৎপ্রযুক্ত, কিম্বা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে, তিনি আপনার বিপক্ষ ডিক্রীর কি আজ্ঞার সমালোচন হওয়ার ইচ্ছুক হইলে,

যে আদালত ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা করেন সেই আদালতে, কিম্বা উক্ত আদালতের কার্য্য অন্য আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে সেই আদালতে বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন ব্যক্তি ডিক্রীর উপর আপীল না করিলে, অন্য ব্যক্তির আপীল উপস্থিত থাকিতেও তিনি ঐ বিচারের সমালোচন প্রার্থনা করিতে পারিবেন কিন্তু প্রার্থক ও আপেলাণ্ট এই উভয় পক্ষে আপীলের হেতু সাধারণ হইলে, কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্ট হওয়াতে যে বিষয়ের সমালোচন প্রার্থনা করেন তাহা আপীল আদালতে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলে, ঐ সমালোচন প্রার্থনা করিতে পারিবেন না

নূতন প্রমাণের বলে ছানির দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা সত্যপাঠযুক্ত হওয়া আবশ্যক বেলাতক্রে যে ব বঃ প্রাণকৃষ্ণ রায় ১২ উ বি ৪৬১

আইনঘটিত তর্কের মূলে ছানির প্রার্থনা করিতে হইলে আপিলের অনুহতের ন্যায় ছানির দরখাস্তে উকিলের সার্টিফিকেট আবশ্যক টুও আউও বঃ বৃটিশ ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানি ২৪ উ বি ৪৩০

ছানির দরখাস্ত সাধারণতঃ ডিক্রির তারিখ হইতে ৯০ দিবসের মধ্যে দাখিল হওয়া আবশ্যক ত স দি আইন ১৭৩ প্র

৯০ দিবসের পরে ছানির দরখাস্ত করিতে হইলে সেই দরখাস্ত পূর্ব্বে দাখিল না হওয়ার বিশেষ হেতু দেখাইতে হয় তামাদি আইন ■ ধারা ২ দফা।

৯০ দিবসের মধ্যে ছানির দরখাস্ত করিতে হইলে আপিলে যে পরিমাণ ষ্ট্যাম্প লাগে তাহার অর্দ্ধেক ষ্টাম্প দিতে হয় ১৮৭০ সালের ৭ আইনের প্রথম সারণি দেখ

৯০ দিবসের পরে ছানির প্রার্থনা করিতে হইলে সম্পূর্ণ ষ্টাম্প লাগে ঐ আইন দেখ

২০৬ ধারা অনুসারে ডিক্রির লিপি প্রমাদ সংশোধনের প্রার্থনা এই ধারা অনুসারে পুনর্বিচারের প্রার্থনা বলিয়া গণ্য হয় না জয়কৃষ্ণ বঃ আতাও রহমান ই ল রি ৬ ক ২২।

যে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ;—অপক্ষ ব্যক্তি পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে না

ডিক্রি ■ আজ্ঞা ;—দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচার উপলক্ষে যে সকল আজ্ঞা প্রদত্ত হয় কেবল তাহারই পুনর্বিচার এই ধারা অনুসারে হইতে পারে সিং বঃ ভারত সচিব ই ল রি ৬ ক ৩৪০, ৩৪৬, শ ও বরণ বঃ গোবিন্দনাথ ই ল রি ১২ ক ১২৯, ১৩৭

যে স্থলে মোকদ্দমায় অবধারিত হয় যে ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৫ ধারানুসারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা অন্য কোন জজ বা কর্ম্মচারী কেউ ফির পরিমাণ সম্বন্ধে যে নিষ্পত্তি করেন, আপিল বা ছানি বিচার দ্বারা তাহার অন্যথা হইতে পারে না ই ল রি ১২ আ ১৫৭ পৃষ্ঠা দেখ

যে মোকদ্দমা সম্বন্ধে আপিল হইতে পারে কিন্তু হয় নাই ,—আপিল দায়ের হওয়ার পরে ছানি বিচারের প্রার্থনা চলে না। নবীনচন্দ্র বঃ টাবনার ই ল রি ১৩ ব ৫২০, ৫৩৩ প্রি কৌ

ছানির প্রার্থনা দাখিল হওয়ার পরে যদি আপিল হয় তাহা হইলে ছানি বিচারের প্রতিবন্ধক হয় না ঠাকুরপ্রসাদ বঃ বালকরাম ১২ ক ল রি ৬৪।

আপিল উঠাইয়া লওয়ার পরে যে কোন পক্ষ ছানির প্রার্থনা করিতে পারে পাণ্ড বঃ দেবজি ই ল রি ৭ ব ২৮৭

নূতন প্রমাণ ;—যে নূতন প্রমাণের বলে কোন পক্ষ ছানির প্রার্থনা করে সেই প্রমাণ প্রাসঙ্গিক ও বিশেষ বলবান্ হওয়া আবশ্যক হীরালাল বঃ রামতারক ২৩ উ রি ৩২৩, সাহেবজান বঃ সফদর লী ২২ উ রি ২৮৮

হাইকোর্ট নূতন প্রমাণ লইয়া খাস আপিলের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ছানি বিচার করিতে পারেন না। ভৈরবনাথ বঃ কালীচন্দ্র ১৬ উ রি ১১২

খাস আপিল দায়ের থাকার সময়ে হাইকোর্ট আপিলাণ্টকে ঐ আপিল উঠাইয়া লইয়া নিম্ন আদালতে ছানি বিচারের প্রার্থনা করিবার অনুমতি দিতে পারেন। পাণ্ড বঃ দেবজি ৭ ব ২৮৭

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণ বিষয়ক কথা

৬২৬ ধারা সমালোচন করিবার প্রচুর কারণ নাই আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন

প্রার্থনা গ্রাহ্য করণ বিষয়ক কথা।

সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত, আদালতের এই মত হইলে, তাহার অনুমতি দিবেন, ও বিচারপতি স্বহস্তে সেই মতের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন

উপবিধি।

পরন্তু (ক) যে ডিক্রীর সমালোচন প্রার্থনা করা যায়, বিপক্ষ পক্ষ যেন উপস্থিত হইয়া সেই ডিক্রীর পোষকতাপোষক কথা শুনাইতে পারেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে নোটিস দেওয়া না গেলে তদ্রূপ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না, এবং

(খ) প্রার্থক নিজ কংনমতে যাহা জানিতেন না কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞা হওন সময়ে যাহা উপস্থিত করিতে পারিতেন না এমত নূতন বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত সমালোচনের প্রার্থনা হইলে, তাঁহার সেই উক্তির অতি দৃঢ় প্রমাণ না হইলে ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না

এবং

(গ) যে বিচারপতি রায় প্রকাশ করেন ৬২৪ ধারানুসারে তাঁহার নিকট যে দরখাস্ত করা হয় তাহার মীমাংসা ঐ বিচারপতি এই ধারার (ক) নিয়মবিধি অনুসারে নোটিস দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে, তাঁহার উপর পদধারিকর্তৃক করা যাইতে পারিবে

যদি আদালতের এমত বোধ হয় যে ছানি মঞ্জুর করিবার সঙ্গত কারণ আছে, তাহা হইলে সেই বিষয় চূড়ান্ত আদেশ দিবার জন্য একটি দিন অবধারিতপূর্ব্বক প্রতিপক্ষকে নোটিস দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য হরমোহন বঃ মহেন্দ্রনাথ ১৬ উ বি ১৩৫

প্রতিপক্ষের আপত্তি শ্রবণ না করিয়া আদালত ছানিবিচারের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন না রাজেন্দ্রপ্রতাপ বঃ ভাওয়াবল ১৪ উ বি ১০৫

সম্যক্ প্রমাণ,—নূতন প্রমাণের বিষয় ছানির প্রার্থী কারী পূর্ব্বে অজ্ঞাত থাকার বিশিষ্ট প্রমাণ না লইয়া যদি কোন আদালত ছানি মঞ্জুরপূর্ব্বক পুনর্বিচার করে তাহা হইলে সেই পুনর্বিচার আপিলে রহিত হইতে পারে খেলচন্দ্র বঃ প্রাণকৃষ্ণ ১২ উ বি ৪৬১, নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী বঃ মেডিস ১৫ উ বি ৪৩২

আদালতে দুই কি তদধিক জন জজ থাকিলে সমালোচনের প্রার্থনাপত্রের কথা

৬২৭ ধারা যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার সমালোচনের প্রার্থনা করা যায় তাহা যে বা যে যে বিচারপতি করিলেন, তিনি কি তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ঐ সমালোচনের প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণ সময়ে ঐ আদালতে নিযুক্ত থাকিলে, ও প্রার্থনা হওয়ার অব্যবহিত পর ছয় মাস পর্য্যন্ত অনুপস্থান হেতুক কি অন্য কারণে ঐ প্রার্থনার উল্লিখিত ডিক্রী কি আজ্ঞা বিবেচনা করিতে তাঁহার কি তাঁহাদের বাধা না থাকিলে, ঐ বিচারপতি কি বিচারপতিগণ কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ঐ প্রার্থনা শুনিবেন, ও ঐ আদালতের অন্য বিচারপতি কি বিচারপতিরা ঐ প্রার্থনা শুনিবেন না

প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৬২৮ ধারা একের অধিক জন বিচারপতি সমালোচনের প্রার্থনা শ্রবণ করিলে, ও তাঁহাদের যত জনের একমত হয় তত জনের বিপরীত মত হইলে, প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে

অধিকাংশ ব্যক্তির একমত হইলে অধিকাংশের সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি হইবে

অগ্রাহ্য করণের আজ্ঞা চূড়ান্ত হওয়ার কথা

৬২৯ ধারা । আদালত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে,

গ্রাহ্য হইতে আপত্তির কথা।

কিন্তু গ্রাহ্য হইলে, নিম্নলিখিত কোন হেতুতে সেই গ্রাহ্য হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করা যাইতে পারিবে,—

(ক) ঐ গ্রাহ্য করণের আজ্ঞা ৬২৪ ধারার বিধানের বিরুদ্ধ, কিম্বা

(খ) ৬২৬ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে, কিম্বা

(গ) প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পর ও বিশিষ্ট কারণ না থাকিতেও উহা গ্রাহ্য হইয়াছে

ঐ প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য করণের আজ্ঞার উপর ঐ আপত্তি তৎক্ষণাৎ আপীলক্রমে করা যাইতে পারিবে, কিম্বা মোকদ্দমার শেষ ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর কোন আপীল হইলে ঐ আপত্তি করা যাইতে পারিবে

প্রার্থকের উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে, তিনি সেই অগ্রাহ্য হওয়া প্রার্থনাপত্র পুনর্বার নথীর শামিল করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও সেই প্রার্থনাপত্র শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব করা যায়, প্রার্থক বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র পুনরায় নথীর শামিল করিতে আজ্ঞা করিয়া, তাহা শুনিবার দিন ধার্য্য করিবেন

প্রার্থক বিপক্ষ পক্ষকে শেষোক্ত প্রার্থনা হওয়ার নোটিস লিখিয়া না দিলে এই ধারামত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

সমালোচন করিয়া, কিম্বা সমালোচনের প্রার্থনাক্রমে, যে আজ্ঞা করা যায় সেই আজ্ঞার সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না

ছানি বিচারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে যদিও সেই আদেশ এই ধারা অনুসারে চূড়ান্ত হয়, কিন্তু তজ্জন্য অন্য হেতুবাদ মূলে পুনর্বার ছানির প্রার্থনার প্রতিবন্ধক হয় না গোবিন্দরাম বঃ ভোলানাথ ই ল রি ১০ ক ৪৩২

ছানি বিচারের প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে একবার আপিল চলে ধ্যান সিংহ বঃ চন্দন সিংহ ই ল রি ১১ ক ২৯৬

ছানি বিচারের প্রার্থনা করিবার নিয়ম ডিক্রি বা আজ্ঞার তারিখ হইতে ৯০ দিবস তামাদি আইন ১৭৩ প্র

৯০ দিবসের মধ্যে ছানির প্রার্থনা করা না হইলে, বিলম্বের কারণ দেখাইতে হয়, এবং তাহা না পারা সত্ত্বে ছানি মঞ্জুর হইলে পরে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা অসিদ্ধ হয় লক্ষ্মণ সিংহ বঃ সমসের সিংহ ৩ প্রি কৌ ■ ৬৭

যে সময়ে দরখাস্তকারির পক্ষে আপিল দায়ের থাকে, ছানি বিচারের তামাদি গণনায় সেই সময় সে বাদ পায় না গোলাম হোসেন বঃ সৈয়দ মুস ই ল রি ৮ ব ২৫০

যদি নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কোন পক্ষ আপিল করিয়া আপিল উঠাইয়া লয়, এবং সেইজন্য তাহার বিপক্ষ ক্রস আপিল করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই হেতু সেই বিপক্ষ ছানি করিবার জন্য তামাদি গণনায় সেই আপিল দায়ের থাকার সময় বাদ পায় না বলিয়া বোধ হয় চূড়ামণি বঃ ঈশ্বরাপন্ন ই ল রি ১৬ ব ২৪৯

নথিস্থিত দলিলের মর্ম্ম অবগত না থাকা, নিয়মিত কাল গত হওয়ার পরে ■ নি বিচারের প্রার্থনা গৃহীত হইবার কারণ নহে গোপালচন্দ্র বঃ গঙ্গে মন ই ল রি ১৩ ক ৬২

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টরী করিবার ও পুনঃ শ্রবণের আজ্ঞার কথা

৬৩০ ধারা সমালোচনের প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টরী বহীতে সেই কথা সংক্ষেপে লেখা যাইবে, ও আদালত তৎকালেই মোকদ্দমা পুনঃশ্রবণ করিতে কিম্বা পুনঃশ্রবণের বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

পুনর্ব্বিচার মঞ্জুর করিলে আদালত সমগ্র মোকদ্দমা পুনরালোচিত করিতে বাধ্য নহেন আদালত যত দূর আবশ্যক বিবেচনা করেন কেবল ততদূর সেই মোকদ্দমা লইতে পুনরালোচিত হইতে পারে ধরণীধর বঃ আগ্রা ব্যাঙ্ক ই ল বি ৫ ক ৮৯, হরবংশ সহায় বঃ ঠাকুরপ্রসাদ ই ল বি ৯ ক ২০৯

যদি ছানি বিচার প্রার্থনাকারী কোন নুতন প্রমাণ দিতে না চাহে, তাহা হইলে তাহার বিপক্ষ নুতন প্রমাণ দিতে পাবে না বাণীমাধব বঃ সাহাজাদা ২০ উ রি ২২৫

ছানি বিচারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে প্রথম নিষ্পত্তির তারিখ হইতে নিয়মিত সময়ের পরে আপিল চলে না সৌদামিনী দাসি বঃ মহারাজ মাহাতাবচাঁদ ৬ উ বি ১০২ মে রুল।

নবম ভাগ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

চার্টরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি

কেবল কোন কোন হাইকোর্টের প্রতি এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

৬৩১ ধারা ভারতবর্ষের মধ্যে হাইকোর্ট স্থাপন করণার্থ আইন নামক মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে যে হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে বা পশ্চাৎ হইবে এই অধ্যায় কেবল সেই সেই হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

হাইকোর্টের প্রতি এই আইন খাটিবার কথা।

৬৩২ ধারা এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইনের বিধান পূর্ব্বোক্ত হাইকোর্টের প্রতি খাটিবে

স্বীয় বিধিমতে হাইকোর্টের বিচার লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

৬৩৩ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে কোন বিধি করিয়া যেরূপে আদেশ করেন সেই-রূপে প্রমাণ লইবেন ও বিচার ও আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন

খরচা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিবার ও পশ্চাৎ খরচ সম্পর্কে জারী করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৩৪ ধারা দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ ক্ষমতাক্রমে যে ডিক্রী করা যায়, সেই মোকদ্দমায় যত খরচা লাগে টাক্স করণের দ্বারা ইহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে সেই ডিক্রী প্রবল করা উচিত, হাইকোর্ট এমত বোধ করিলে, ডিক্রীর যে অংশে খরচ সম্পর্কীয় কথা আছে তদ্ভিন্ন ঐ ডিক্রীর অন্য অংশ অগৌণেই জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন,

ও ঐ ডিক্রীর যে অংশে খরচ সম্পর্কীয় কথা আছে, যত খরচ লাগিবে টাক্স করণ দ্বারা ইহা নির্ণয় করা গেলেই. সেই অংশ সম্পর্কে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনুমতি না পাইলে কোর্টে কোন ব্যক্তির বক্তৃতা করিতে না পারিবার কথা

৬৩৫ ধারা কোর্টের প্রতি চার্টরক্রমে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে কোর্ট তদনুসারে কার্য্য করিয়া, অনুমতি না দিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতামতে কার্য্যকারি কোর্টে কোন ব্যক্তির পক্ষ হইয়া অন্য ব্যক্তির বক্তৃতা করিবার কি সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার কিম্বা এডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি বিষয়ে হাইকোর্টের বিধি করণের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা যে দেওয়া গেল, এই আইনের কোন কথাতে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

যাহার দ্বারা হাইকোর্টের পরওয়ানা জারী হইতে পারিবে ইহার কথা।

৬৩৬ ধারা দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ পক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ কিম্বা সাধারণাতীত ক্ষমতামতে এবং বিবাহ ও উইল বিষয়ক বিচার ও যাঁহারা উইল না লিখিয়া মরেন তাঁহাদের বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতামতে কার্য্য হওনক্রমে, ৬৪ ধারামতে প্রতিবাদিদের নামে প্রচারিত সমন ভিন্ন ও ডিক্রী জারীর পরওয়ানা ও ৫৫৩ ধারামতে নোটিস ভিন্ন দলীল তলবিনা দেওয়াইবার যে নোটিস ও সাক্ষিদের নামে যে সমন, ও আদালত সম্পর্কীয় অন্য যে পরওয়ানা বাহির হয়, তাহা মোকদ্দমার আটর্ণিদের দ্বারা কিম্বা তাঁহাদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা, কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে কোন বিধি কি আজ্ঞাক্রমে অন্য যে ব্যক্তিদের দ্বারা জারী করিবার আদেশ করেন তাঁহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচার সম্পর্কীয় নয় রেজিষ্ট্রারের দ্বারা সেই কার্য্য হইতে পারিবার কথা।

৬৩৭ ধারা বিচার কার্য্য নয় কিন্তু বিচার কার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া যে কার্য্য এই আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা, এবং ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থে নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে, তাহা কোর্টের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা, কিম্বা কোর্টের অন্য যে কার্য্যকারককে ঐ কোর্ট সেই কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে কার্য্য, বিচার কার্য্য নয়, ও যাহা বিচার কার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া জানা যাইবে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের ক্ষমতা পক্ষে হাইকোর্টের প্রতি যে যে ধারা না খাটে তাহার কথা।

৬৩৮ ধারা। হাইকোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণ পক্ষে সাধারণ বা সাধারণাতীত ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে, ঐ কোর্টের প্রতি এই আইনের এই এই অংশ বর্ত্তিবে না, যথা ১৬ ও ১৭ ও ১৯ ধারা ও ৫৪ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণ ৫৭ ও ১১৯ ও ১৬০ ও ১৮২ অবধি ১৮৫ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ১৮৭ ও ১৮৯ ও ১৯০ ও ১৯১ ও সাক্ষ্য লওনের নিয়ম বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ১৯২ ধারা ও ১৯৮ অবধি ২০৬ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও মর্ম্মাত্মকপত্র লিখন বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ৪০৯ ধারা।

এবং আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতাপক্ষে কার্য্যকরণ কালে ৫৭৯ ধারা হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে না।

ঋণ শোধে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্যের প্রতি এই আইন না বর্ত্তিবার কথা

যোত্রহীন ঋণীদের বিচারার্থে আদালতস্বরূপ কোন হাইকোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করণ সম্পর্কে এই আইনের কোন কথা বিস্তৃত হইবে না বা বর্ত্তিবে না।

পাঠ নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা

৬৩৯ ধারা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে আপনার আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের বিবরণ লিখিবার পাঠের বিধান ও আমলাগণের যে যে বহী রাখিতে ও তন্মধ্যে যে যে কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে তাহার বিধি করিতে সক্ষম হইবেন

দশম ভাগ।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি

কোন কোন স্ত্রীলোকদের আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার কথা।

৬৪০ ধারা দেশের আচার ও রীত্যনুসারে যে স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক প্রকাশ্য স্থানে আনা উচিত নয় তাঁহারা স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিবেন

কিন্তু যে স্থলে এই আইনে স্ত্রীলোকদিগকে ধরা নিষিদ্ধ হয় নাই সেই স্থলে দেওয়ানী পরওয়ানা জারীকরণক্রমে ঐ প্রকারের স্ত্রীলোককে যে ধরা যাইতে পারে না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক মাত্র এই ধারার অনুসারে আদালতে উপস্থিত হইবার দায় হইতে বর্জ্জিত নহে; কেবল যাঁহারা দেশাচার অনুসারে কখন গৃহের বাহিরে যান না তাঁহারা আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য নহেন ডেভিস বঃ মিডলটন ৮ উ রি ২৮২

দ্বাদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা বালিকার সম্বন্ধে এই ধারার প্রয়োগ হইতে পারে ময়ন খ সিংহ বঃ মূর্ত্তি কুঁওার ২৪ উ রি ৩৭৫

এই ধারার প্রয়োগ অপ্রয়োগ সম্বন্ধে আরও দেখ, বগু জি বঃ বাঙ্গুবাই ই ল রি ১৪ ব ৫৮৪

কোন কোন ব্যক্তিকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা

৬৪১ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির শ্রেণী বিবেচনায় তাঁহাকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার স্বত্ববান্ জ্ঞান করিলে, রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই অনুমতি রহিতও করিতে পারিবেন।

যাঁহাদিগকে মুক্ত করা যায় আদালতে তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট রাখিবার কথা

যাঁহাদিগকে তদ্রূপে মুক্ত করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে হাইকোর্টে তাঁহাদের নাম ও নিবাস জানাইবেন ও তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট সেই কোর্টে রাখা যাইবে ও

তদ্রূপ যে ব্যক্তিরা হাইকোর্টের অধীন যে যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করেন তাঁহাদের নাম নির্দ্দিষ্ট সেই সেই অধীন আদালতে রাখিতে হইবে

সেই অনুগ্রহের দাওয়া হইলে আমীন নিযুক্ত করার প্রয়োজন হওয়াতে খরচার কথা।

তদ্রূপে মুক্ত করা কোন ব্যক্তির সেই মুক্তি রূপ অধিকারের দাওয়া করাতে যদি তাঁহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে আমীন নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তবে যিনি তাঁহার সাক্ষ্য চাহেন তিনি সেই আমীনের খরচা না দিলে ঐ ব্যক্তির নিজেই ঐ খরচ দিতে হইবে

এই ধারা অনুসারে যাহারা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য নহেন, তাহারা নিজের মোকদ্দমাতে নিজে সাক্ষী হইলে কমিসনের দ্বারা সাক্ষ্য দিতে পারেন জগদিন্দ্রনারায়ণ বঃ সূর্য্য কুমার চৌধুরী Marsh ৬২৭।

যাঁহারা আসেধ হইতে মুক্ত তাঁহাদের কথা।

৬৪২ ধারা কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট কি অন্য বিচারপতি যে সময়ে আপন আদালতে যাইতেছেন কি অধিবেশন করেন কি তথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন সেই সময়ে তাঁহাকে ধৃত করা যাইতে পারিবে না

৩৩৭ক ধারার (৫) প্রকরণের এবং ২৫৬ ও ৬৪৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন যে বিষয়ে যে আদালত বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন কিম্বা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রবল ভাবে বিশ্বাস করেন, সেই আদালতে সেই বিষয় উপস্থিত থাকিলে, উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উকীল ও মোক্তার ও রেবিনিউ এজেন্ট ও স্বীকৃত কর্ম্মকারক ও সমনক্রমে কার্য্যকারি তাঁহাদের সাক্ষিগণ ঐ বিষয় উপলক্ষে যে সময়ে ঐ আদালতে যাইতেছেন কি উপস্থিত থাকেন ও যে সময়ে ঐ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে দেওয়ানী পরওয়ানামতে ধৃত করা যাইবে না

২৫৬ ধারা অনুসারে কোন কোন স্থলে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনা অনুসারে ডিক্রীর পরক্ষণেই আদালত জারির আদেশ দিতে পারেন

যে দেনদার তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রির টাকা না দেয় সে কি জন্য কারাবদ্ধ হইবে না তাহার হেতু দর্শাইবার পদ্ধতি ৩৩৭ (ক) ধারায় বিধিবদ্ধ আছে

বাঙ্গালা নিবাসী এক ব্যক্তি মান্দ্রাজে একটী মোকদ্দমার তদ্বির জন্য গিয়া সেই মোকদ্দমার দিন পরিবর্ত্তন হওয়ায় সে তথায় বাস করিতেছিল ইতিমধ্যে তাহার একজন ডিক্রিদার তাহাকে নাতক পরওয়ানা দ্বারা গ্রেপ্তার করায় এই অবস্থায় অবধারিত হয় যে উক্ত পরওয়ানার বলে সে গ্রেপ্তার হইতে পারে না শিবব্রহ্ম ই ল রি ৪ মা ৩১৭

এই সম্বন্ধে আরও দেখ, অমৃতলাল দে ই ল রি ১ ক ৭৮

কোন কোন অপরাধের স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৪৩ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় অন্য কোন মোকদ্দমা কি মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্য চলন সময়ে কিম্বা মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ৪৬৩, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬ কি ৪৭৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট যে কোন অপরাধের অভিযোগ হইতে পারে তাহা মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত লওনার্থে প্রেরণ করিবার প্রচুর কারণ আছে, আদালত এরূপ বোধ করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের উঠিয়া না যাওনের সময় পর্য্যন্ত আটক রাখিয়া, প্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার হাজির জামিন লইতে পারিবেন

আদালত মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগসংক্রান্ত প্রমাণ ■ দলীল পাঠাইবেন ও কোন ব্যক্তিকে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন

মাজিষ্ট্রেট সেই অভিযোগ গ্রহণ করিয়া তৎসম্পর্কে আইন অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন

চতুর্থ তফসীলের পাঠের ব্যবহারের কথা

৬৪৪ ধারা   ৬০৯ ধারায় ও মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারায় হাইকোর্টের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে তাহা প্রবল মানিয়া এই আইনের চতুর্থ তফসীলের উল্লিখিত নানা পাঠের কথা প্রত্যেক স্থলের ভাবগতিকের প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ ঐ পাঠের উল্লিখিত কার্য্যপক্ষে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে

অধীন আদালতের ভাষার কথা।

৬৪৫ ধারা   এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে যে ভাষা চলিত আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত সেই অধীন আদালতে সেই ভাষা চলিত থাকিবে

কিন্তু যে ভাষাটি উক্ত কোন আদালতের চলিত ভাষা হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন

দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার পুরস্কারাদির মোকদ্দমায় আসেসরদের কথা।

৬৪৫ক ধারা   দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার বা জাহাজাদি টানিয়া লইবার বা জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিবার কোন আডমিরাল্টীর বা বৈস আডমিরাল্টীর মোকদ্দমার আদালত প্রথম স্থলীয় বিচারাধিপত্যক্রমে বা আপীলী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবার সময়ে, উচিত বোধ করিলে, সময়ে সময়ে আজ্ঞা করিয়া যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে আপনার সাহায্যার্থে দুইজন উপযুক্ত আসেসর সমন করিতে পারিবেন, এবং ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে অবশ্য অবশ্য সমন করিবেন, এবং তদনুসারে উক্ত আসেসরেরা উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিবেন

আদালত আজ্ঞা করিয়া যে ফী নির্দ্দিষ্ট করেন, উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উক্তরূপ প্রত্যেক জন আসেসর সেই ফী পাইবেন প্রত্যেক স্থলে আদালতে যাঁহাদের প্রতি আদেশ করেন, মোকদ্দমাকারী সেই ব্যক্তিরা ঐ ফী দিবেন।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারদের মোকদ্দমার বর্ণনা করিবার কথা।

৬৪৬ ধারা। আইনঘটিত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারঘটিত বিষয়ে, কিম্বা দলীলের যে অর্থ দ্বারা নিষ্পত্তির দোষ গুণের পক্ষে ফল দর্শিতে পারে সেই অর্থবিষয়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারের কোন সন্দেহ থাকিলে, তিনি বিচারপতির মত জানিবার নিমিত্ত সেই বিষয়ের বর্ণনা করিতে পারিবেন; এবং এই আইনে বিচারপতির কোন বিষয় বর্ণনাকরণ সম্পর্কে যে যে বিধান আছে, প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে সেই সেই বিধান রেজিষ্ট্রারের উক্ত বিষয় বর্ণনা করণের প্রতি বর্ত্তিবে

ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার এলাকা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হাইকোর্টে অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

"৬৪৬ক ধারা। (১) যে আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় সেই আদালত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়ে যদি এরূপ সন্দেহ করেন যে ঐ মোকদ্দমা কোন ছোট আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য কি না, তাহ হইলে ঐ মোকদ্দমার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহের হেতুর একটি বিবরণ-সহ তিনি হাইকোর্টে নথী অর্পণ করিতে পারিবেন।"

"(২) ঐ নথি এবং বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া হাইকোর্ট ঐ আদালতকে এইরূপ হুকুম করিতে পারিবেন যে, তিনি হয় ঐ মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন নয় ঐ মোকদ্দমা বিচারার্থে আনিতে সমর্থ বলিয়া তিনি তাঁহার ঐ হুকুমে অপর যে আদালতকে ব্যক্ত করেন, সেই আদালতে দিবার জন্য আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবেন

ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার এলাকা সম্বন্ধে ভ্রমক্রমে আদালতে যে কার্য্য করা যায় তাহা পুনরালোচনার্থ অর্পণ করিবার জন্য জিলার আদালতকে ক্ষমতা দিবার কথা।

'৬৪৬খ ধারা। (১) কোন জিলার আদালত যদি দেখেন যে তাঁহার অধীন কোন আদালত কোন মোকদ্দমা কোন ছোট আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য কি বিচার্য্য নয় বলিয়া ভুল মীমাংসা করিবার দরুণ আইনক্রমে উহাতে যে বিচারাধিকার অর্পিত হইয়াছে তাহা পরিচালন করে নাই কিম্বা ঐ প্রকারে উহাতে যে বিচারাধিকার অর্পিত হয় নাই তাহা পরিচালন করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ জিলার আদালত যে সকল হেতুতে মোকদ্দমার প্রকৃতি সম্বন্ধে অধীন আদালতের মত ভ্রান্ত বিবেচনা করেন তাহার একটি বিবরণ সহ নথি হাইকোর্টে অর্পণ করিতে পারিবেন, এবং কোন পক্ষ তাঁহাকে এইরূপ করিতে বলিলে এইরূপ করিবেন

(২) ঐ নথি এবং বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া হাইকোর্ট মোকদ্দমায় যেরূপ হুকুম দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ হুকুম দিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারানুসারে হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা অর্পিত হয় তাহাতে ডিক্রীর পরের কোন কার্য্য সম্বন্ধে হাইকোর্ট অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেরূপ হুকুম করা ন্যায্য ও উচিত দেখেন সেইরূপ হুকুম করিতে পারিবেন

(৪) এই ধারানুসারে কার্য্য করণার্থ কোন জিলার আদালত কাগজপত্র বা সম্বাদ প্রেরণ করিবার যে আদেশ করেন ঐ আদালতের অধীন কোন আদালত তাহা পালন করিবেন

মোকদ্দমাঘটিত বিবিধ কার্য্যের কথা।

৬৪৭ ধারা। এই আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী যতদূর খাটিতে পারে, মোকদ্দমা ও আপীল ভিন্ন দেওয়ানী কোন আদালতে মোকদ্দমাঘটিত সকল কার্য্যে ততদূর খাটাইতে হইবে

আফিডেবিট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিবার কথা।

কোন আফিডেবিট যে বিষয় সম্পর্কীয় হয় উক্ত প্রকারের মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে সেই সেই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ সেই আফিডেবিট গ্রাহ্য হইবার

বিধি করিতে পারিবেন, ও সেই সেই বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রচার করা গেলে, আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

"ব্যাখ্যা —ডিক্রীজারির যে সকল দরখাস্ত মোকদ্দমার অন্তর্গত কার্য্য এই ধারা সেই সকল দরখাস্ত সম্বন্ধে খাটিবে না।"

কোন বিশেষ আইন দ্বারা কোন বিশেষ আদালতকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তদনুসারে সেই আদালত সেই ক্ষমতা পরিচালনা করিলে তাহার আদেশের বিরুদ্ধে যদি আপিল চলিবার স্পষ্ট বিধান সেই বিশেষ আইনে থাকে তবে আপিল চলে, নতুব এই ধারার বিধান অনুসারে আপিল চলে না মিনাক্ষি বঃ সুব্রহ্মণ্য ই ল রি ৯ মা ২৬ প্রি কৌ

উপরোক্ত মোকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সল অবধারণ করেন যে ১৮৬৩ সালের ২০ আইন অনুসারে জেলার জজ কোন দেব স্থান সংক্রান্ত কমিটির মেম্বর নিযুক্ত করিলে, হাইকোর্ট সেই নিয়োগ রহিত করিতে পারেন না ই ল রি ৯ মা ২৬

কোর্ট ফি আইনের ৫ ধারা অনুসারে কোন হাইকোর্টের জজ ব কর্মচারী যে নিষ্পত্তি করেন তাহার বিরুদ্ধে আপিল চলে না বালকৃষ্ণ ব গোবিন্দ ই ল রি ১২ অ ১৫৭

যে ব্যক্তিকে ধৃত বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা জিলার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৪৮ ধারা ডিক্রীজারী সম্পর্কে না হইয়া এই আইনের কোন বিধানক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিতে কিম্বা কোন সম্পত্তি ক্রোক করিতে কোন আদালতের ইচ্ছা হইলে এবং ঐ আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে উক্ত ব্যক্তির বাস হইলে কি ঐ সম্পত্তি থাকিলে, আদালত আপন বিবেচনামতে ধৃত করিবার পরওয়ানা কিম্বা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যে জিলার আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ব্যক্তি বাস করে বা ঐ সম্পত্তি থাকে সেই আদালতে আপন পরওয়ানার আজ্ঞার নকল ও ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি ক্রোক করিতে অনুমান যত খরচ লাগিবে তাহাও পাঠাইবেন

ঐ জিলার আদালত সেই নকল ও টাকা পাইলে আপনার আমলাগণের কিম্বা আপনার অধীন কোন আদালতের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে ধৃত বা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন, ও যে আদালত ঐ পরওয়ানা বা আজ্ঞা দিলেন বা করিলেন, সেই আদালতে ঐ ধৃত বা ক্রোক হওয়ার কথা জ্ঞাত করিবেন

"এবং এই ধারানুসারে যে আদালত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করেন তিনি যে আদালত ধৃত করিবার পরওয়ানা বাহির করিয়াছিলেন সেই আদালতে ধৃত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু কি জন্য তাঁহাকে শেষোক্ত আদালতে পাঠান হইবে না প্রথমোক্ত আদালতের সন্তোষজনকরূপে তিনি যদি তাহা বুঝান কিম্বা শেষোক্ত আদালতে তাঁহার উপস্থিতির জন্য অথবা (মোকদ্দমাটি ৩৪ অধ্যায়ানুযায়ী হইলে) সেই আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে যে ডিক্রী করেন তাহা শোধ করিবার জন্য তিনি যদি যথেষ্ট জামিন দেন তাহা হইলে যে আদালত ধৃত করেন সেই আদালত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন"।

"এই ধারানুসারে যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তিনি বা যে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়মস্থিত বা মান্দ্রাজ বা বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের অথবা রেঙ্গুণের রেকর্ডরের আদালতের সাধারণ আদিম দেওয়ানী এলাকার স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকিলে ধৃত করিবার পরওয়ানার বা ক্রোক করিবার হুকুমের নকল এবং ধৃত করিবার বা ক্রোক করিবার সম্ভবমত খরচের টাকা কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই বা রেঙ্গুন এই কয়টী স্থানের মধ্যে যে স্থলে যে স্থানটি হয় সেই স্থলের সেই স্থানের ছোট

আদালতে পাঠাইতে হইবে এবং সেই আদালত ঐ নকল ও টাকা প্রাপ্ত হইয়া এই ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন যে তিনিই সেই জিলার আদালত

ধৃত বা বিক্রয় করণার্থ কি টাকা দেওনার্থ সকল দেওয়ানী পরওয়ানার প্রতি যে বিধি খাটিবে তাহার কথা।

৬৪৯ ধারা কোন দেওয়ানী আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি বিক্রয় কি টাকা আদায় করণার্থে আদালতের যে কোন পরওয়ানা জারী করিতে চাহেন কি আজ্ঞা করেন, সেই পরওয়ানা জারীকরণের প্রতি ১৯ উনবিংশ অধ্যায়ের লিখিত বিধি খাটিবে

পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ না পাইলে উক্ত অধ্যায়ের "যে আদালত ডিক্রী করেন" কি তদ্ভাবের কথায় যে ডিক্রী জারী করিতে হইবে তাহা আপীলক্রমে ডিক্রী হইলে, যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা যায় সেই আদালতকেও বুঝাইবে এবং যে ডিক্রী জারী করিতে হইবে তাহা যে আদালতের ডিক্রী সেই আদালত উঠিয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা সেই ডিক্রী জারী করিবার ক্ষমতাপন্ন না থাকিলে যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছিল ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিবার সময়ে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে যে আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিত, সেই আদালতকেও বুঝাইবে

সাক্ষিবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

৬৫০ ধারা এই আইনমতে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে যে সকল ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার আদেশ থাকে, তাঁহাদের সকলের প্রতি সাক্ষীদের বিষয়ক ১৪ চতুর্দ্দশ ও ১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিধান খাটিবে

ভিন্নদেশীয় সমন জারী করিবার কথা।

৬৫০ক ধারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানের কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত যে সমন বাহির করেন তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতে পাঠান যাইতে পারিবে ও শেষোক্ত আদালতের সমনের ন্যায় জারী করা যাইতে পারিবে কিন্তু এরূপ স্থলে প্রয়োজন যে যে আদালত ঐ সমন বাহির করেন সেই আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতাক্রমে সংস্থাপিত "বা রাখিয়া দেওয়া" হইয়াছে কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেট জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সেই আদালতের প্রতি এই ধারার বিধান বর্ত্তিবার আদেশ করিয়াছেন

এই ধারামতে যে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐরূপ জ্ঞাপনপত্রক্রমে তাহা রহিত করিতে পারিবেন, কিন্তু রহিত করণের পূর্ব্বে যে সমন জারী হইয়াছে তাহার জারী হওয়া অসিদ্ধ হইবে না

কার্য্যপ্রণালীর আনুষঙ্গিক বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৫২ ধারা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে আপনার কার্য্যপ্রণালী কিম্বা আপনার তত্ত্বাধীন দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের বিধান করণার্থে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন। তদ্রূপ সকল বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করা গেলে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে

"(ভারতবর্ষে হাইকোর্ট স্থাপন করণার্থ আইন নামক) ২৪ ও ২৫ বিক্টোরিয়া, ১০৭ অধ্যায়ানুসারে স্থাপিত কোন হাইকোর্ট কোন প্রেসিডেন্সী নগরের সীমার অন্তর্গত নয় উহার এলাকাধীন এমন কোন প্রদেশের কোন অংশের নিমিত্ত কার্য্যপ্রণালী হইতে ভিন্ন এমন কোন বিষয়সম্বন্ধে ঐ আইনের ১৫ধারানুসারে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন ঐ আইনানুসারে স্থাপিত নয়, এমন কোন হাইকোর্ট অগ্রে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মঞ্জুরি লইয়া সময়ে সময়ে সেইরূপ বিষয়ের সেই বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্ত বিষয় সকল নিয়মিত করিবার জন্য এই ধারানুসারে প্রণীত ও প্রকাশিত বিধি সকল যে প্রকারে প্রকাশিত হয় ও যেরূপ বলবৎ হয় এইরূপে প্রণীত বিধি সকল সেই প্রকারে প্রকাশিত হইবে ও সেইরূপ বলবৎ হইবে"

ডিক্রীমত খাতকের পীড়ার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

"৬৫৩ ধারা (১) এই আইনানুসারে ধৃত করিবার পরওয়ানা দিবার পর, যে কোন সময়ে আদালত যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরওয়ানা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার গুরুতর পীড়ার হেতুতে ঐ পরওয়ানা রদ করিতে পারিবেন

"(২) কোন ডিক্রীমত খাতক এই আইনানুসারে ধৃত হইলে, আদালত যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, তাঁহার শারীরিক অবস্থা কারাবাসের যোগ্য নয়, তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

"(৩) কোন ডিক্রীমত খাতককে জেলে পাঠান গেলে—

(ক) তিনি কোন ছোয়াচে বা সংক্রামক রোগ ভোগ করিতেছেন বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, অথবা

(খ) তিনি কোন গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া, যে আদালত তাঁহাকে জেলে পাঠাইয়াছেন কিম্বা ঐ আদালত যে আদালতের অধীন সেই আদালত—

তাঁহাকে জেল হইতে মুক্তি দিতে পারিবেন.

"(৪) এই ধারানুসারে যে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে তাঁহাকে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবে কিন্তু ৩৪২ ধারায় বা ৪৮১ ধারায়, যেখানে যেটী খাটে, যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহার মোট কারাবাসের সময় সেই সময়ের অধিক হইবে না"

ধারা সম্পূর্ণ।

তফসীল।

(১৮৮২ সালের ১৪ আইন সংক্রান্ত)

প্রথম তফসীল।

(৩ ধারা দেখ)

(যে যে আইন রহিত হইল)

সাল ও নম্বর।	বিষয় কি নাম।	কতদূর রহিত করা গেল।
১৮৭৭ সাঃ ১০ আইন	দেওয়ানী আদালতের কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই
১৮৭৯ সাঃ ১২ আইন	১৮৭৭ সালের ১০ আইন প্রভৃতি সংশোধনার্থ	এক অবধি এক শত তিন পর্য্যন্ত সকল ধারা।
১৮৮০ সাঃ ৭ আইন	সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক	পঁচাশি ধারা

দ্বিতীয় তফসীল।

(৫ ধারা দেখ)

এই আইনের যে যে অধ্যায় ও ধারা মফঃস্বলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আদালতে প্রচলিত হইবে তাহার নির্ঘণ্টপত্র।

উপক্রমণিকা ১, ২, ৩ [illegible] ধারা

১ অধ্যায় আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা ১১ ধারা ভিন্ন

২ অধ্যায় —মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি, ২০ ধারার [illegible] ও ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা ভিন্ন

৩ অধ্যায় উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়াবিষয়ক বিধি

৪ অধ্যায় —মোকদ্দমার আকার বিষয়ক ৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার (ক) বিধি ভিন্ন

৫ অধ্যায় —মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায় —সমন বাহির করণ ও জারী করণ বিষয়ক বিধি, ৭৭ ধারা ভিন্ন

৭ অধ্যায় —উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি

৮ অধ্যায় —১১১ ধারা দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি

৯ অধ্যায় —আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি ১১৯ ধারা ভিন্ন

১০ অধ্যায় —দলীলের সন্ধান লওন ও দলীল গ্রাহ্য প্রভৃতি করণ বিষয়ক বিধি

১২ অধ্যায় —১৫৫ ধারার ১ প্রকরণ কোন পক্ষ প্রথম উপস্থিত না হইলে বিচারের কথা

১৩ অধ্যায় —মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি

১৪ অধ্যায় —সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি

১৫ অধ্যায় —মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি, ১৮২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারা ভিন্ন

১৭ অধ্যায় —বিচার ও ডিক্রীবিষয়ক বিধি, ২০৪ ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫ ধারা ভিন্ন

১৮ অধ্যায় —খরচা বিষয়ক বিধির ২২০, ২২১ ও ২২২ ধারা

১৯ অধ্যায় —ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধির ২২৩ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ও ২৩৯ অবধি ২৫৮ পর্য্যন্ত ধারা ও স্ত্রী পুনঃ প্রাপণ বিষয়ক কথা ছাড়া ২৫৯ ধারা ও স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কথা ভিন্ন ২৬৬ ধারা ও ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক ডিক্রীর যত সহিত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ২৭৩ ধারা ও ২৭৫ অবধি ২৮০ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ২৮৩ ধারা ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ২৮৪ ধারা ও ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২ ধারা ও (২৯৭ ধারাগত পুনঃ বিক্রয় করণ বিষয়ক কথা সম্পর্কে) ২৯৩ ধারা ও ২৯৪ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ও অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ৩৩৬ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত সকল ধারা

২০ অধ্যায় —৩৬০ ধারা কোন কোন অ দ ল তকে ঋণশোধ করণার্থ ক্ষমতাসম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্য প্রদানের কথা

২১ অধ্যায় —কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কিম্বা দেউলিয়া করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি

২২ অধ্যায় —মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি

২৩ অধ্যায় —আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি

২৪ অধ্যায় —খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি

২৫ অধ্যায় —ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি

২৬ অধ্যায় —পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

২৭ অধ্যায় —গবর্ণমেন্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

২৮ অধ্যায় —ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্ন দেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি ৪৩৩ ধারার প্রথম পদ ছাড়া

২৯ অধ্যায় —সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায় —ট্রষ্টীদের ও অছি ও ধনাধ্যক্ষদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায় —নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

৩২ অধ্যায় —সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

৩৩ অধ্যায় —বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায় —নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কথা ভিন্ন

৩৬ অধ্যায় —গ্রাহকদের নিযুক্ত করণের বিধি

৩৭ অধ্যায় —সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধির ৫০৬ অবধি ৫২৬ পর্য্যন্ত সকল ধারা

৩৮ অধ্যায় —উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৬ অধ্যায় হাইকোর্টে প্রশ্ন করণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি

৪৭ অধ্যায় বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি

৪৯ অধ্যায় —বিবিধ বিধির ৬৪০ অবধি, ৬৪৭ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ৬৪৯ অবধি ৬৫২ পর্য্যন্ত সকল ধারা

তৃতীয় তফসীল।

(৭ ধারা দেখ)

বোম্বায়ের আইন।

বোম্বায়ের ১৮২৭ সালের ২৯ আইন

ঐ ১৮৩০ সালের ৭ আইন

ঐ ১৮৩১ সালের ১ আইন

ঐ ১৮৩১ সালের ১৬ আইন

১৮৩৫ সালের ১৯ আইন

১৮৪২ সালের ১৩ আইন

চতুর্থ তফসীল।

(৬৪৪ ধারা দেখ)

বাদানুবাদ ও ডিক্রী লিখিবার পাঠ।

ক—প্রথমভাগ আবেদন পত্র।

১ নম্বর

ঋণ আদায়ের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

পূর্ব্বোক্ত বাদী আনন্দ নিম্নলিখিত বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীকে এই নিয়মে এত টাকা ঋণ দেন যে, দাওয়া হইলেই (কিম্বা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে) ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দেন, তদ্ভিন্ন ঐ ঋণ শোধ করেন নাই

বাদী মিয়াদ বিষয়ক আইন হইতে মুক্তি পাইবার দাওয়া করিলে এই মর্ম্মের কথাও লিখিবেন

৩ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত নাবালগ [কিম্বা ক্ষিপ্তমনা] ছিলেন

৪ বাদীর প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী পান

[মন্তব্য —ঋণ শোধ করিবার নির্দ্ধারিত তারিখ লিখিবার এইমাত্র অভিপ্রায় যে সুদ চলনের তারিখ স্থির করা যায় অতএব সুদের দাওয়া না হইলে ঐ কথা ত্যাগ করা যাইতে পারিবে]

---

২ নম্বর

বাদীর ব্যয়ের জন্যে প্রাপ্ত টাকার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ ও লীগগন এই বর্ণনা করিতেছেন, —

১। বাদীদের ব্যয়ের নিমিত্তে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে শ্রীঈশানের নিকট এত টাকা [কিম্বা, অমুক ব্যাঙ্কের নামে এত টাকার চ্যাক] পান।

২ প্রতিবাদী তদনুসারে ঐ টাকা দেন নাই

৩ বাদীদের প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী পান

---

৩ নম্বর

বণিকের প্রতিনিধি যে মাল বিক্রয় করেন তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন, —

১ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী ও ঈশান প্রতিবাদীকে কমিশন মতে বিক্রয় করিবার জন্যে [এক হাজার পীপা ময়দা, কিম্বা, স্থল বিশেষে, পাঁচ শত মণ চাউল প্রভৃতি] দেন উক্ত ঈশান পশ্চাৎ মরেন।

২ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে [কিম্বা, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে বাদির অজ্ঞাত কোন দিনে] এত টাকার নিমিত্ত উক্ত মাল বিক্রয় করেন

৩ ঐ মালের উপর প্রতিবাদীর কমিশন ও খরচ এত টাকা

৪। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ প্রতিবাদীর নিকটে ঐ মালের উৎপন্ন টাকা চাহেন।

৫ প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৪ নম্বর

বৃত্তান্ত সম্পর্কে বাদীর ভ্রম হেতুক প্রতিবাদী টাকা পাওয়াতে সেই টাকার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খাটি রূপার তোলা প্রতি এত টাকা দরে প্রতিবাদীর নিকট এত বাট রূপা ক্রয় করিতে ও প্রতিবাদী তাহা বিক্রয় করিতে নিয়ম করেন

২ বাদী ঈশান নামক ব্যক্তির দ্বারা সেই রূপা পরখাই করান প্রতিবাদী সেই পরখাই কার্য্যের খরচ দেন প্রত্যেক বাটে খাঁটি ১৫০০ তোলা রূপা আছে, উক্ত ঈশান ইহা বলাতে, বাদী তদনুসারে প্রতিবাদীকে এত টাকা এত আনা দেন

৩ উক্ত প্রত্যেক বাটে কেবল ১২০০ তোলা খাঁটি রূপা ছিল

৪ বাদী উক্ত প্রকারে যে অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন প্রতিবাদী তাহা ফিরিয়া দেন নাই [ডিক্রীর প্রার্থনা]

[মন্তব্য —টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া না হইলেও চলিতে পারে কিন্তু দাওয়া না করিলে সুদের কি খরচার পক্ষে কিছু হানি হইতে পারে]

---

৫ নম্বর

প্রতিবাদীর আদেশমতে অন্য ব্যক্তিকে টাকা দেওয়া গেলে তাহার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর আদেশ মতে [বা তাঁহার অনুমতি ক্রমে] ঈশান নামক কোন ব্যক্তিকে এত টাকা দেন

২ তদ্ধেতুক প্রতিবাদী বাদীর দাওয়ামতে [কিম্বা অন্য প্রকারে] সেই টাকা ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন, [কিম্বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন]

৩ [অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদীর স্থানে ঐ টাকা চাহিলেও] প্রতিবাদী তাহা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

[মন্তব্য —আদেশ কি অনুমতি কেবল ভাবদ্বারা জানা গেলে, যে যে বৃত্তান্ত ক্রমে ঐ ভাব বোধ হয় আবেদনপত্রে তাহা লিখিতে হইবে]

---

৬ নম্বর

নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া দেওয়া গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছে,—

১। অমুক স্থানবাসী মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে (একশত পিপা ময়দা, কিম্বা, নিম্নলিখিত তফসীলের উল্লিখিত মাল, কিম্বা, নানা-প্রকারের দ্রব্য) প্রতিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন

২ সেই মাল প্রভৃতি দেওয়া গেলেই [কিম্বা আবেদনপত্র অর্পণ করিবার পূর্ব্বে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে] প্রতিবাদী তাহার জন্যে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন

৩ তিনি সেই টাকা দেন নাই

৪ উক্ত ঈশান জীবিতাবস্থায় উইল লিখিয়া বাদীকে অছি বলিয়া নিযুক্ত করেন।

৫ উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরেন

৬ বাদী অমুক আদালতের অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত উইলের প্রোবেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

৭ বাদী পূর্ব্বোক্তরূপ অছি বলিয়া [ডিক্রী প্রার্থনা করেন]

[মন্তব্য টাকা দিবার দিন নিরূপণ হইয়া থাকিলে সেই দিনাবধি সুদের হিসাব ধরা যাইতে পারিবে বলিয়া ঐ দিনও নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা উচিত]

---

৭ নম্বর

মাল যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেওয়া গেলে সেই মূল্য
পাইবার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নিকট [ঘরের নানা প্রকার আসবাব] বিক্রয় করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, কিন্তু তাহার জন্যে যে মূল্য দিতে হইবে তাহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই

২ ঐ ঐ দ্রব্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা

৩ প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

[মন্তব্য দ্রব্যের যে মূল্য যুক্তিসঙ্গত, আইনে তত্তই দিবার প্রতিজ্ঞা ভাবতঃ বোধ হয়

---

৮ নম্বর

প্রতিবাদীর আদেশমতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মাল অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া
গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর [নিকট এক শত পিপা ময়দা] বিক্রয় করেন ও প্রতিবাদীর আদেশমতে ঈশান নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করেন

২। প্রতিবাদী তজ্জন্য বাদীকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন

৩ তিনি সেই টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

---

৯ নম্বর

প্রতিবাদিনীর সপক্ষ উইলকারকের স্পষ্ট আদেশ বিনা তাঁহার পরিবারকে
যুক্তিসঙ্গত মূল্যে আবশ্যক দ্রব্য দেওয়াতে সেই মূল্য
পাইবার আবেদন পত্র
(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে মৃত জানকীনাথের স্ত্রী শ্রীমতী বামার আদেশমতে তাঁহার [আহারীয় বস্ত্রাদি] নানা প্রকারের দ্রব্য দেন, কিন্তু মূল্যের কোন স্পষ্ট নিয়ম করা যায় নাই

২ সেই সেই দ্রব্য উক্ত স্ত্রীর পক্ষে আবশ্যক ছিল

৩ ঐ ঐ দ্রব্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা

৪ উক্ত জানকীনাথ সেই মূল্য দিতে সম্মত হন নাই

৫ প্রতিবাদিনী উক্ত জানকীনাথের শেষ উইলক্রমে তাঁহার নিরূপিত অছি

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

১০ নম্বর

নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় হওয়াতে সেই মূল্য পাইবার
আবেদন পত্র
(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে মৃত ঈশানের নিকট [আপনার অমুক স্থানের ক্ষেত্রস্থ সমুদয় ফসল] বিক্রয় করেন

২ উক্ত ঈশান তজ্জন্যে বাদীকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন

৩ তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

৪ প্রতিবাদী উক্ত ঈশানের সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষ

[ডিক্রী প্রার্থনা]

১১ নম্বর

যুক্তিসঙ্গত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় হওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদন পত্র
(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদিকে [আপনার অমুক স্থানের বাগানের সমস্ত ফল] বিক্রয় করেন, কিন্তু মূল্যের কোন স্পষ্ট নিয়ম করা যায় নাই

২। তাহার যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই।

৪ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত ঈশানকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া, বাদীকে তাঁহার সম্পত্তির

কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া বাঁহাতে ঐ সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন

৫। পূর্ব্বোক্ত কমিটী স্বরূপ বাদী [ডিক্রী প্রার্থনা করিতেছেন]

[মন্তব্য ক্ষিপ্তমনার সম্পত্তি হাইকোর্টের আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতাধীনে না থাকিলে, উক্ত ৪ ও ৫ দফার পরিবর্ত্তে এই এই দফা লিখিতে হইবে]

৪ অমুক স্থানের দেওয়ানী আদালত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে বিচার করিয় উক্ত শ্রীঈশানকে ক্ষিপ্তমনা ও আপনার বিষয় ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করিবার অক্ষম বলিয়া বাদীকে তাঁহার সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন

৫ পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ধ্যক্ষস্বরূপ বাদী [ডিক্রীর প্রার্থনা করিতেছেন]

---

১২ নম্বর

প্রতিবাদির আদেশ মতে দ্রব্য প্রস্তুত করা গেলে পর অগ্রাহ্য হওয়াতে তাহার মূল্য পাইবার আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন, —

১ অমুক স্থানবাসি শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীর সঙ্গে এই করার করেন, যে, বাদী তাঁহার জন্যে [৬ খানি মেজ ও পঞ্চাশ খানি চৌকী] প্রস্তুত করিয়া ঈশানকে দিলে ঈশান তাহার এত টাকা মূল্য দিবেন

২ বাদী উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঈশানকে দিতে চাহেন ও সেই অবধি তাহা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩ উক্ত ঈশান তাহা গ্রাহ্য করেন নাই ও তাহার মূল্য দেন নাই

৪ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত ঈশানকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া প্রতিবাদিকে তাঁহার সম্পত্তির কমিটী (ভারবাহী) স্বরূপ নিযুক্ত করেন

৫ অতএব প্রতিবাদির হস্তে ঈশানের যে সম্পত্তি আছে তাহা হইতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসমেত এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করিতেছেন

---

১৩ নম্বর

মাল নীলামে বিক্রয় হইলে তাহার মূল্য না পাওয়াতে পুনশ্চ নীলাম হইয়া কম মূল্যে বিক্রয় হইলে বাকী টাকা পাইবার আবেদন পত্র

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে [নানা প্রকারের বণিক দ্রব্য] এই নিয়মে নীলাম করেন যে, কোন দ্রব্যের ক্রেতা নীলামের পর [দশ দিনের] মধ্যে আপনার ক্রীত দ্রব্যের মূল্য দিয়া ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিয়া না লইলে, সেই দ্রব্য পুনবায় ক্রেতার ঝুকিতে নীলাম হইবে, প্রতিবাদীকেও সেই নিয়ম জ্ঞাত করা গিয়াছিল।

২ প্রতিবাদী সেই নীলামে [একুশ্রুড়ি বাসনাদি] এত টাকা মূল্যে ক্রয় করেন

৩ বাদী সেই দিনে ও তাহার পর [দশ দিন পর্য্যন্ত] প্রতিবাদীকে সেই দ্রব্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রতিবাদী ইহার নোটিস পাইয়াছিলেন।

৪ প্রতিবাদী উক্ত যে দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন নীলামের পর দশ দিনের মধ্যে ও তাহার পরেও সেই দ্রব্য লইয়া যান নাই, তাহার মূল্যও দেন নাই।

৫ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদির ঝুঁকিতে সেই (এক ঝুড়ি বাসনাদি) এত টাকায় পুনর্বার নীলাম করেন।

৬ তদ্রূপে পুনর্বার নীলাম করিবার খরচ এত টাকা লাগে

৭ ইহাতে যে এত টাকা কম পড়িল প্রতিবাদী তাহা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

[৪ দফা বিষয়ক মন্তব্য বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিবার নিয়ম না করিলে, ক্রেতার তাহা লইয়া যাইতে হইবে ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ৯৩ ধারা দেখ]

---

১৪ নম্বর

হস্তান্তরী কৃত ভূমির ক্রয়ের টাকা পাইবার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট অমুক নগরের অন্তর্গত অমুক নম্বরের বাটী ও ভূমি, কিম্বা, অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামক এক জমা, কিম্বা অমুক স্থানের অন্তর্গত এক খণ্ড ভূমি] বিক্রয় [ও হস্তান্তর] করিয়া দেন

২ প্রতিবাদী উক্ত [বাটী ও ভূমির, কি জমার কি ভূমির] নিমিত্ত বাদিকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন

৩ তিনি ঐ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

[মন্তব্য হস্তান্তরকরণ না হইয়া থাকিলে ১ দফায় এই কথা লিখিতে হইবে, প্রতিবাদির নিকট গৃহাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে অধিকার দেওয়ান যায়]"

---

১৫ নম্বর

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার চুক্তি হইলে ও হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া গেলে ক্রয়ের টাকা পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে অমুক স্থানের আপোষে এই নিয়ম হইয়াছিল যে বাদী প্রতিবাদীর নিকট [অমুক নগরের অমুক নং বাটী কিম্বা, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলরোডে ও বাদীর অন্য অন্য ভূমিতে সীমাবদ্ধ অমুক স্থানের অন্তর্গত এক শত বিঘা ভূমি] এত টাকায় বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী তাহা ক্রয় করিবেন

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী উক্ত টাকা পাইবার নিয়মে প্রতিবাদীকে সেই সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র দিতে চাহিয়াছিলেন কিম্বা সেই

পত্রে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রস্তাব করিয়াছিলেন]; এখনও তাহাতে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন

৩ প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

১৬ নম্বর

নির্দ্ধারিত বেতনে কর্ম্ম করাতে বেতন পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীকে বৎসর এত টাকা বেতন দিবার নিয়মে কেরাণীর কর্ম্ম দেন

২ বাদী [উক্ত দিবসাবধি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত প্রতিবাদীর নিকট [কেরাণীর কর্ম্ম করেন]

৩ প্রতিবাদী ঐ বেতন দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

১৭ নম্বর

যুক্তিসঙ্গত বেতনে কর্ম্ম করিবার নিয়মে বেতনের নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদীর আদেশমতে তাঁহার নিমিত্ত নানা প্রকারের চিত্র ও নক্শা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন কিন্তু ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত যত বেতন দেওয়া যাইবে ইহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই

২ উক্ত কর্ম্মের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা

৩ প্রতিবাদী তাহা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা

১৮ নম্বর

কর্ম্মের ও সরঞ্জামের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়াতে মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশমতে তাঁহার নিমিত্ত অমুক নামক পুস্তক ছাপাইবার কাগজ দিয়া এক সহস্র খানি পুস্তক ছাপাইয়া তাঁহাকে দেন

২। তজ্জন্য প্রতিবাদী এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন

৩। ঐ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]।

১৯ নম্বর

যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কর্ম্ম ও সরঞ্জাম দিবার নিয়ম হওয়াতে ঐ মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশ মতে তাঁহারই নিমিত্ত [অমুক স্থানের অমুক নং] বাটী নির্ম্মাণ করেন ও নির্ম্মাণার্থে সকল দ্রব্য ও সরঞ্জাম যোগাইয়া দেন, কিন্তু সেই কর্ম্মের ও সরঞ্জামের নিমিত্ত কি মূল্য দিতে হইবে ইহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই।

২ উক্ত কর্ম্মের ও সরঞ্জামের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা

৩। প্রতিবাদী তাহা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

২০ নম্বর

পাট্টার নির্দ্ধারিত ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদীর সঙ্গে নিয়ম করিয়া ঐ নিয়মপত্রে দুইজনে স্বাক্ষর করেন তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল

[কিম্বা, নিয়মপত্রের মর্ম্ম লেখা যাইতে পারিবে।]

২ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [এক মাসের] এত টাকা ভাড়া দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

অন্য পাঠ

১ বাদী প্রতিবাদিকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর এত টাকা ভাড়ার নিয়মে চৌরঙ্গী রাস্তার ২৭ নং বাটী ভোগ করিতে দেন। তিন তিন মাসের কিস্তি করিয়া ঐ ভাড়া দিবার নিয়ম হইয়াছিল।

২। ঐ ভাড়ার এত কিস্তি দেনা হইলেও দেওয়া যায় নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

২১ নম্বর

নির্দ্ধারিত ভাড়া দিয়া ভোগ দখলের নিয়ম হওয়াতে ঐ ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক অমুক মাসের প্রথম দিনে এত টাকা ভাড়া দিবার নিয়মে অমুক স্থানে বাদীর নিকট [অমুক পথের অমুক বাটী] ভাড়া করিয়া লন

২ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত ঐ বাটী দখল করেন।

৩ অমুক সালের অমুক মাসের প্রথম দিনে উক্ত ভাড়ার একাংশ এত টাকা পাওনা হইলে প্রতিবাদী দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

২২ নম্বর

যুক্তিসঙ্গত ভাড়া দিয়া ভোগ দখল করিবার নিয়ম হওয়াতে তাড় পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

মৃত জানকীনাথের উইলক্রমে নিরূপিত অছি উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ উক্ত জানকীনাথের অনুমতিক্রমে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [অমুক পথের অমুক নম্বরের বাটী] দখল করেন, কিন্তু উক্ত বাটীর ভোগের নিমিত্ত কত টাকা দিতে হইবে ইহার কোন নিয়ম হয় নাই

২ উক্ত কালের নিমিত্ত উক্ত ভোগের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা

৩ প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই

৪ উইলক্রমে নিরূপিত উক্ত অছিস্বরূপ বাদী এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন

২৩ নম্বর

আহারের ও বাসার খরচ পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদীর অনুমতিক্রমে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [অমুক পথের অমুক নং বাটীর অন্তর্গত] কোন কোন ঘরে থাকিতেন, ও তাঁহার আদেশমতে বাদী তাঁহাকে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য ও চাকর ও প্রয়োজনীয় অন্য অন্য দ্রব্য দিতেন

২। তদ্বিবেচনায় প্রতিবাদী তাঁহাকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন [কিম্বা, আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের ও চাকরের ও আবশ্যক অন্য অন্য দ্রব্যের নিমিত্ত যত টাকা দেওয়া যাইবে ইহার কোন নিয়ম করা যায় নাই কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা]

৩ প্রতিবাদী তাহা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

২৪ নম্বর

বোঝাই মালের ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদীর আদেশমতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে [আপনার মালের নৌকায় কি অন্য প্রকারে] অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে [এক হাজার পিপা গমদা কি নানা প্রকারের মাল] চালান করেন

২ প্রতিবাদী [পিপা প্রতি এক টাকার হিসাবে] ঐ মাল বোবাইয়ের ভাড়া বাদীকে দিতে অঙ্গীকার করেন [কিম্বা ঐ মাল চালানের নিমিত্ত কত টাকা ভাড়া দেওয়া যাইবে ইহাব কোন নিয়ম হয় নাই কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত ভাড়া এত টাকা]
৩ প্রতিবাদী তাহা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

২৫ নম্বর

নৌকাদির ভাড়াব নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন –

১ বাদী অমুক সালেব অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীর আদেশমতে [আপনাব অমুক নামক জাহাজে] তাঁহাকে অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে পঁহুছাইয়া দেন
২ প্রতিবাদী তজ্জন্যে বাদীকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন [কিম্বা, উক্তযাত্রার ভাড়ার বিষয়ে কোন নিয়ম করা যায় নাই কিন্তু তাহাব যুক্তিসঙ্গত ভাড়া এত টাকা].
৩ প্রতিবাদী তাহা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

২৬ নম্বর

মীমাংসাব উপলক্ষে আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ [বাদী ১০ পিপা তৈলের মূল্য চাহিলে, প্রতিবাদী তাহা দিতে সম্মত না হওয়াতে] বাদীব ও প্রতিবাদীব মধ্যে বিবাদ হইলে তাঁহাবা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে একবাক্য হইয়া ঈশানকে ও গগনকে সালীস মানিয়া তাঁহাদের মীমাংসার নিমিত্ত সেই বিবাদ অর্পণ করেন [কিম্বা নিয়মপত্র লিখিয়া দেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে]
২ উক্ত সালীসেরা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে এই মীমাংসা করেন, যে প্রতিবাদী [বাদীকে এত টাকা দিবেন]
৩ প্রতিবাদী তাহা দেন নাই

[ডিক্রীব প্রার্থনা]

[মন্তব্য —সালীসীতে অর্পণ করিবার নিয়মপত্র আদালতে গাঁথিয়া রাখা না গেলে এই পাঠ খাটিবে]

২৭ নম্বর

ভিন্নদেশীয় বিচারেব উপলক্ষে আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক দেশের [বা রাজ্যের] অন্তর্গত অমুক স্থানে বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে কোন মোকদ্দমা সেই দেশে (যা-

রাজ্যের) অমুক আদালতে উপস্থিত থাকাতে ঐ আদালত বিচার করিয়া নির্ণয় করেন যে প্রতিবাদী উক্ত তারিখ অবধি সুদসুদ্ধ বাদীকে এত টাকা দিবেন

২ প্রতিবাদী ঐ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা।

কেবল টাকা দিবার নিদর্শনপত্রের উপর আবেদনপত্রের পাঠ

২৮ নম্বর

বার্ষিক বৃত্তি দিবার খতের উপর

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদিকে এত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞাক্রমে একখানি নিবন্ধপত্র দ্বারা এই নিয়মানুসারে আবদ্ধ হন, যে বাদী যত দিন জীবিত থাকেন তত দিন প্রতিবাদী তাঁহাকে প্রতি বৎসর ছয় ছয় মাসে অর্থাৎ অমুক মাসের অমুক তারিখে ও অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দিলে ঐ নিবন্ধপত্র ব্যর্থ হইবে

২ তৎপরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ঐ বার্ষিক বৃত্তির উক্ত ষাণ্মাসিক টাকার মধ্যে অমুক অমুক ছয় মাসের এত টাকা পাওনা হইলেও তাহা এখনও দেওয়া যায় নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

২৯ নম্বর

অঙ্গীকারপত্র লেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া এই অঙ্গীকার করেন যে উক্ত তারিখ অবধি এত [দিন] গত হইলে পর বাদির এত টাকা দিবেন সেই খতের মিয়াদ অতীত হইয়াছে

২ প্রতিবাদি [অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দেন তদ্ভিন্ন আর] টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

[মন্তব্য নোটিস পাইবার পর খতের টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে, ১ ও ২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে]

১ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া এই অঙ্গীকার করেন যে নোটিস পাইলে পর এত মাস গত হইলে বাদীকে এত টাকা দিবেন

২ তৎপরে বাদী প্রতিবাদিকে এই মর্ম্মের নোটিস দেন যে ঐ নোটিস পাইলে পর এত মাস গত হইলে বাদিকে এত টাকা দিবেন।

৩। ঐ টাকা দিবার মিয়াদ গত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই

[বিশেষ স্থানে খতের টাকা দিতে হইলে, এইরূপে লেখা যাইবে।]

১ "প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া "

অঙ্গীকার করেন যে ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে মান্দ্রাজের ঐ কোম্পানির বাড়ীতে বাদিকে এত টাকা দিবেন, ঐ খতের মিয়াদ অতীত হইয়াছে

২ সেই টাকা পাইবার নিমিত্ত ঐ খৎ নিয়মিতরূপে পূর্ব্বোক্ত ঐ কোম্পানির বাড়ীতে উপস্থিত করা গিয়াছিল, কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই

প্রতিবাদির লিখিত বর্ণনাপত্র

অমুক আদালতে

পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। যে খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে প্রতিবাদী নিম্নলিখিত ভাবগতিকে সেই খৎ লিখিয়া দেন,—বাদী ও প্রতিবাদী কএক বৎসরাবধি নীলকরস্বরূপ অংশিভাবে কর্ম্ম করিতেন, পরে তাঁহাদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, তাঁহাদের ঐ অংশিত্ব লোপ করা যায় ও বাদী ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অবসৃত হইবেন, ও প্রতিবাদী ঐ অংশিত্ব ব্যবসায়ের সমস্ত স্থিত ও দায় গ্রহ করিয়া সেই দায়ের টাকা বাদ দিলে পর স্থিতে বাদির যে অংশ থাকে তাঁহাকে তাহার মূল্য দিবেন

২ তাহা হইলে বাদী ঐ অংশিত্ব ব্যবসায়ের খাতাবহী দৃষ্টি করিতে ও অংশিত্ব সম্পর্কীয় স্থিতের ও দায়ের অবস্থার অনুসন্ধান লইতে স্থির করিয়া, উক্ত খাতাবহী দেখিয়া ও উক্ত অনুসন্ধান লইয়া প্রতিবাদিকে কহিলেন যে, কুঠীর স্থিত লক্ষ টাকার অধিক ও দায় ৩০,০০০ টাকার কম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যবসায়ের স্থিত ৫০,০০০ টাকার কম ছিল ■ ব্যবসায়ের স্থিত হইতে দায় অতি অধিক

৩ উক্ত যে খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে, প্রতিবাদী ঐ দ্বিতীয় দফার উল্লিখিত ভ্রান্তিজনক কথা সত্য বোধ করিয়া ঐ খৎ লিখিয়া দেন ও সেই খৎ লিখিয়া দিবার অন্যরূপ প্রবৃত্তি ছিল না

---

৩০ নম্বর

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা খতের টাকা প্রথম যে ব্যক্তির পাওনা হয় ঐ পত্রলেখকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন, —

১ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া (ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে) ঈশানের আদেশমতে (কিম্বা ঈশানকে কি তাঁহার আদেশমতে) এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন সেই পত্রের মিয়াদ গত হইয়াছে

২ উক্ত ঈশান ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে সেই খৎ দেন

৩ প্রতিবাদী ঐ খতের টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

---

৩১ নম্বর

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা তৎপশ্চাৎ অন্য ব্যক্তির টাকা পাওনা হইলে পত্রলেখকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ [পূর্ব্বোক্ত পাঠের ন্যায়]

খৎ লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া ঐ পত্র ক্রমে) এই অঙ্গীকার করেন যে, গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিব (ও ঐ তারিখের পর এতদিন গত হইলে ঐ টাকা দেনা হইবে) সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে উক্ত গগন ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদিকে দেন ও প্রতিবাদী পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দেন ।

২ ও ৩ ও ৪ দফা (৩৩ নং পাঠের ঐ ঐ দফার ন্যায়)

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৩৫ নম্বর

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি লেখা যায় মধ্যবর্ত্তী পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া (কিম্বা, ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া) ঐ পত্রক্রমে এই অঙ্গীকার করেন যে গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে ঐ খতের এত টাকা দিব, [ঐ তারিখের পর এতদিন গত হইলে সেই টাকা দেনা হইবে] সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে উক্ত গগন ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদিকে দেন, প্রতিবাদী [ও অন্যে] পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদির প্রতি ঐ খৎ হস্তান্তর করিয়া দেন

২, ৩, ও ৪ দফা [৩৩ নং পাঠের ঐ ঐ দফার ন্যায়]

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৩৬ নম্বর

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি করা যায় পত্রলেখকের ও প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে, দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র, ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীগগন প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [ঐ তারিখের পর ৭৩ মাস গত হইলে] প্রতিবাদী শ্রীঈশানের আদেশমতে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে

২ উক্ত ঈশান ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদী শ্রীগগনকে দেন, তিনি ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দেন

৩ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ খৎ উক্ত চন্দ্রের নিকট উপস্থিত করা যায় [কিম্বা উপস্থিত না করিবার কারণসূচক বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে] কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই

৪ উক্ত ঈশান ও গগন তাহার নোটিস পাইয়াছেন ।

৫ তাঁহারা ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৩৭ নম্বর

হুণ্ডী স্বীকারকারির নামে হুণ্ডী লেখকের আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া (ঐ তারিখের পর এতদিন গত হইলে কিম্বা হুণ্ডী পাইলেই) বাদিকে এত টাকা দিতে আদেশ করেন ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে

২ প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন (যদি হুণ্ডী দেখাইবার পর কতকদিন মিয়াদ গত হইলে টাকা দিবার আদেশ থাকে, তবে স্বীকার করিবার তারিখ লিখিতে হইবে, মিয়াদ না থাকিলে তারিখ লিখিবার প্রয়োজন নাই।)

৩ প্রতিবাদী দেন নাই

৪ তৎপ্রযুক্ত হুণ্ডী উপস্থিত করণ ও টাকা না দেওনের কথা লিখন ও ঐ হুণ্ডী অগ্রাহ্য করণ সম্পর্কে বাদির আর আর খরচ লাগিয়াছে

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

(মন্তব্য হুণ্ডীর টাকা বাদি ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রাপ্য হইলে, ১, ২, ৩ দফার পরিবর্ত্তে এই এই দফা লিখিতে হইবে)

১ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া ঐ হুণ্ডীর তারিখ অবধি এত মাস গত হইলে ঈশানকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করেন, সেই মিয়াদ গত হইয়াছে

২ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশানকে ঐ হুণ্ডী দেন।

৩ প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন কিন্তু টাকা না দেওয়াতে বাদিকে হুণ্ডী ফিরাইয়া দেওয়া যায়।

---

৩৮ নম্বর

যে ব্যক্তি টাকা পাইবেন স্বীকারকারীর নামে তাহার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া, তৎক্রমে ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে বাদীকে এত টাকা দিতে আদেশ করেন, ও প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন ; সেই হুণ্ডী মিয়াদ গত হইয়াছে

২ প্রতিবাদী টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

---

৩৯ নম্বর

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা প্রথম যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারির নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর

নামে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া) তৎক্রমে ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করেন, ও প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন। হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে

২ উক্ত গগন হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দেন

৩ প্রতিবাদী ঐ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৪০ নম্বর

পৃষ্ঠে লিখিত দ্বারা পশ্চাৎ যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারির
নামে তাঁহার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ১ দফার শেষ পর্য্যন্ত ঐ পাঠের ন্যায়।)

২ উক্ত শ্রীগগন (ও অন্যেরা) ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে তাহা হস্তান্তর করিয়া দেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডীর টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৪১ নম্বর

হুণ্ডী অগ্রাহ্য হওয়াতে হুণ্ডীলেখকের নামে টাকা প্রাপণীয়
ব্যক্তির আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ঈশানের নামে হুণ্ডী লিখিয়া (ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে) বাদীকে এত টাকা দিতে আদেশ করেন

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য ঐ হুণ্ডী ঈশানকে নিয়মমতে দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন।

৩ প্রতিবাদিকে নিয়মমতে ইহার নোটিস দেওয়া হয়

৪। তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৪২ নম্বর

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা প্রথম যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের
নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে শ্রীগগনের নামে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া] তৎ-

ক্রমে উক্ত গগনকে ঐ হুণ্ডী দেখান গেলে পর [এতদিন গত হইলে, কিম্বা হুণ্ডীর তারিখের পর এত দিনে, কিম্বা হুণ্ডী দেখান গেলেই,] প্রতিবাদির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করেন [ও উক্ত গগন অমুক সালের অমুক তারিখে তাহা স্বীকার করেন] ও প্রতিবাদী হুণ্ডী পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দেন, সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ হুণ্ডী গগনকে দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন

৩। প্রতিবাদিকে নিয়মমতে ইহার নোটিস দেওয়া হয়।

■ তিনি ঐ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৪৩ নম্বর

হুণ্ডীর পৃষ্ঠলিপি বিশেষ হওয়াতে পৃষ্ঠলিখন দ্বারা পশ্চাৎ যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে গগন নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া) তৎক্রমে জানকীনাথের প্রতি ঐ হুণ্ডী লিখিবার পর এত দিন গত হইলে [কিম্বা প্রকারান্তরে] প্রতিবাদির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করেন, ও উক্ত জানকীনাথ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন [না করিলে এই পদ ত্যাগ করা যাইতে পারিবে] প্রতিবাদী হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া ঈশানকে দেন। সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে

২ উক্ত ঈশান (ও অন্য ব্যক্তিরা) হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দেন

৩ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে উক্ত জানকীনাথের নিকট হুণ্ডী উপস্থিত করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল

৪ প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইয়াছিলেন

■ তিনি হুণ্ডীর টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৪৪ নম্বর

পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে গগনের নামে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া) তৎক্রমে তাঁহাকে এই আদেশ করেন যে, ঐ হুণ্ডী দেখিবার পর এত দিন গত হইলে (কিম্বা প্রকারান্তরে) তিনি জানকীনাথের আদেশমতে এত টাকা দিবেন (উক্ত গগন তাহা স্বীকার করেন) উক্ত জানকীনাথ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা প্রতিবাদিকে দেন, প্রতিবাদী পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দেন ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের নিমিত্ত উক্ত গগনের নিকট হুণ্ডী উপস্থিত করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য হয়

৩ প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পান

৪ তিনি টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৪৫ নম্বর

পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় মধ্যবর্ত্তি পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া) তৎক্রমে গগন নামক কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ হুণ্ডী দেখিলে পর এত দিন গত হইলে (কি প্রকারান্তরে) জানকীনাথ নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিবার আদেশ করেন ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে (উক্ত গগন তাহা স্বীকার করেন) এবং উক্ত জানকীনাথ পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদীকে ঐ হুণ্ডী দেন, পরে প্রতিবাদী (ও অন্যেরা) পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দেন।

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে উক্ত গগনকে হুণ্ডী দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন

৩ প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পান

৪ তিনি ঐ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৪৬ নম্বর

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় হুণ্ডীলেখকের ও স্বীকারকারির ও পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীগগন প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদী ঈশানের নামে হুণ্ডী লিখিয়া, উক্ত ঈশানকে আজ্ঞা করেন যে (ঐ হুণ্ডী দেখিলে পর এত দিন গত হইলে) প্রতিবাদী গগনের আদেশমতে এত টাকা দেন ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঈশান ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন

৩ উক্ত গণন পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে সেই হুণ্ডী দেন

৪ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ হুণ্ডী ঐ ঈশানকে দেখান গেলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন

৫ অন্য প্রতিবাদীগণ ইহার উপযুক্ত নোটিস পান

৬ তাঁহারা ঐ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

---

৪৭ নম্বর

ভিন্নদেশীয় হুণ্ডীর টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্য হয়, হুণ্ডী স্বীকার না হওয়া প্রযুক্ত হুণ্ডীলেখকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদী অমুক স্থানে ঈশান নামক এক ব্যক্তির নামে কলিকাতার হুণ্ডী লিখিয়া তাঁহাকে এই আদেশ করেন যে হুণ্ডী দেখিলে পর (৯০ দিন) গত হইলে তিনি লণ্ডন নগরে বাদীকে এত পৌণ্ড দেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করাইয়া লইবার জন্যে উক্ত ঈশানকে দেখান গেলে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন ও নিয়মমতে তাহার প্রোটেষ্ট হয় (অর্থাৎ টাকা পাওয়া হয় নাই এই কথা উকীলের দ্বারা হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লেখাইয়া হুণ্ডীলেখকের নামে পাঠান যায়)

৩ প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পান

৪ তিনি ঐ হুণ্ডীর টাকা দেন নাই

৫ প্রতিবাদীকে যে সময়ে প্রটেষ্টের নোটিস দেওয় যায় সেই সময়ে এত পৌণ্ডের এত টাকা এত আনা মূল্য ছিল

অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি [শতকরা দশ টাকার হিসাবে] হানিপূরণ ও সুদসুদ্ধ প্রতিবাদীর বিপক্ষে এত টাকার ডিক্রী পান

---

৪৮ নম্বর

যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারীর নামে তাঁহার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তি প্রতিবাদীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া তাঁহার প্রতি এই আদেশ করেন যে ঐ হুণ্ডীর তারিখের পর [কিম্বা হুণ্ডী দেখিলে পর] এত দিন গত হইলে তিনি বাদীকে এত টাকা দেন ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন।

৩ তিনি ঐ হুণ্ডীর টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

---

৪৯ নম্বর।

সমুদ্রগত বিপত্তি দ্বারা জাহাজ মারা পড়িলে অনির্দ্দিষ্ট টাকার সামুদ্রিক বিমাপত্র ধরিয়া আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ অমুক নামক জাহাজ নিম্নলিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল সেই সময়ে বাদী সেই জাহাজের স্বামী ছিলেন [কিম্বা সেই জাহাজে তাঁহার স্বার্থ ছিল]

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীদিগকে এত টাকা দেওয়া গেলে [কিম্বা বাদী তৎকালে এত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলে প্রতিবাদীরা তাঁহার পক্ষে ঐ জাহাজের উপর বিমাপত্র করিয়া দেন ; তাহার প্রতিলিপি এই পত্রের সঙ্গে দেওয়া গেল কিম্বা তৎক্রমে তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে ঐ জাহাজের এই যাত্রাকালে সমুদ্রজন্য সঙ্কট দ্বারা কি অগ্নিদ্বারা কিম্বা ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত অন্য কারণে জাহাজ নষ্ট হইলে বা তাহার হানি হইলে, তৎপ্রযুক্ত বাদীর যত হানি ও ক্ষতি হয় বাদির হানির ও স্বার্থের প্রমাণ হইলে পর এত দিনের মধ্যে তাঁহারা এত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার সকল ক্ষতি ও হানি পূরণ করিয়া দিবেন]

৩ উক্ত জাহাজ বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমন কালে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সমুদ্র জন্য সঙ্কট দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে

৪ ইহাতে বাদির এত টাকা হানি হইয়াছে।

৫ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিদিগকে আপনার হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দেন ও উক্ত বিমাপত্রের নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম উচিতমতে করেন

৬ প্রতিবাদিরা সেই হানির টাকা পরিশোধ করেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৫০ নম্বর

অগ্নিদ্বারা বোঝাই মাল নষ্ট হইলে, নির্দ্দিষ্ট টাকার বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক নামক জাহাজ নিম্নলিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল সেই সময়ে বাদী ঐ জাহাজগত [একশত গাইট তুলার] স্বামী ছিলেন [কিম্বা ঐ তুলাতে তাঁহার স্বার্থ ছিল]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদিকে এত টাকা দিলে (কি দিবার অঙ্গীকার করিলে) প্রতিবাদী তাঁহার নামে ঐ মালের উপর বিমাপত্র করিয়া দেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল [কিম্বা তৎক্রমে এই প্রতিজ্ঞা হয় যে, অমুক স্থানে ঐ মাল জাহাজ হইতে নামাইয়া দিবার পূর্ব্বে অগ্নি দ্বারা কি উল্লিখিত অন্য কারণে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে প্রতিবাদী বাদিকে এত টাকা দিবেন, কিম্বা মালের একাংশ নষ্ট হইলে তদ্দ্বারা বাদির যত হানি হয় ঐ মালের সম্পূর্ণ মূল্যের উপর শতকরা এত টাকা পর্য্যন্ত সেই হানিপূরণ করিয়া দিবেন]

৩ উক্ত বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমন সময়ে অমুক স্থানে, অমুক সালের অমুক

মাসের অমুক তারিখে ঐ মাল অগ্নি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় (কিম্বা যে রূপে ঘটিয়া থাকে, লিখ)

৪ ও ৫ দফা [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৫ ও ৬ দফার ন্যায়]

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৫১ নম্বর

মালের ভাড়া সম্পর্কীয় নির্দিষ্ট টাকার বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক নামক জাহাজের অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে যাত্রা কালে তাহার বোঝাই মালের যত ভাড়া পাওয়া যাইত, নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ জাহাজের নষ্ট হওন সময়ে ঐ ভাড়ায় বাদির স্বার্থ ছিল ও তৎকালে ভাড়া দিবার নিয়মে অনেক মাল জাহাজে তুলিয়া লওয়া গিয়াছিল

২ বাদী বিমাপত্রের নিমিত্ত এত টাকা দেওয়াতে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ঐ ভাড়ার উপর বাদীকে বিমাপত্র দেন; তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে [কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার মর্ম্ম এই]

৩ উক্ত বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমন কালে সমুদ্র জন্য সঙ্কট দ্বারা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ জাহাজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে

৪ বাদী উক্ত জাহাজের ঐ বোঝাই মালের ভাড়ার কোন অংশ পান নাই ও পূর্ব্বোক্তমতে নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত ঐ যাত্রায় ভাড়া উপার্জ্জন হয় নাই

৫ ও ৬ দফা [৪৯ নং পাঠের ন্যায়]

[ডিক্রীর প্রার্থনা

৫২ নম্বর

জাহাজ রক্ষা করিবার জন্যে মাল প্রভৃতি জলে ফেলিয়া দেওয়া গেলে অন্য মালের স্বামিরা হানি পূরণার্থে যে টাকা দেন তন্নিমিত্ত আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক নামক জাহাজের অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে যাইবার কালে ঐ জাহাজ পশ্চাৎ লিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল বাদী সেই সময়ে সেই জাহাজগত [একশত গাঁইট তুলার] স্বামী ছিলেন [কিম্বা ঐ তুলাতে বাদির স্বার্থ ছিল]

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে এত টাকা [দিবার অঙ্গীকার করিলে] প্রতিবাদী তাহার উক্ত মালের উপর বাদীকে বিমাপত্র করিয়া দেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল [কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার মর্ম্ম এই]

৩ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমনকালে, সমুদ্র জন্য সঙ্কট দ্বারা ঐ জাহাজের নষ্ট হইবার অত্যন্ত আশঙ্কা থাকাতে, রসী কাচী প্রভৃতি সরঞ্জামের অনেকাংশ, কাপ্তানের ও খালাসিদের জলে ফেলিয়া দিতে হয় ও তাঁহারা জলে ফেলিয়া দেন।

৪। তৎপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ বাদির এত টাকা দিতে হওয়ায় তিনি তাহা দেন।

৫। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট আপনার

হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দেন ও বিমাপত্রের নিয়মানুসারে তাঁহার যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহাও উচিতমতে করেন

৬ প্রতিবাদী ঐ হানিপূরণের টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৫৩ নম্বর

বিশেষ হানি হওয়াতে সেই হানিপূরণের নিমিত্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ ও ২ [পূর্ব্ব পাঠের ন্যায়]

৩ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মহাসাগরে গমনকালে উক্ত জাহাজে তরঙ্গ লাগিয়া উক্ত [তুলার] এত টাকা পর্য্যন্ত হানি হয়

৪ ও ৫ [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৫ ও ৬ দফার ন্যায়]

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৫৪ নম্বর

অগ্নিজন্য ক্ষতি নিষ্কৃতির বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণন করিতেছেন —

১। [অমুক নগরের অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের বসতবাটী] যে সময়ে নিম্নলিখিত প্রকারে অগ্নি দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল [কিম্বা ঐ বাটীর হানি হইয়াছিল] সেই সময়ে বাদী ঐ বাটীর স্বামী ছিলেন [কিম্বা ঐ বাটীতে বাদির স্বার্থ ছিল]

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দেওয়াতে প্রতিবাদীরা উক্ত বাটীর উপর বাদিকে বিমাপত্র দেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল, [কিম্বা ঐ বিমাপত্রের মর্ম্ম এই]

৩ অমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে অগ্নি দ্বারা উক্ত [বসত বাটী] সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় [কিম্বা তাহার অত্যন্ত হানি হয়]

৪ তৎপ্রযুক্ত বাদির এত টাকা হানি হয়।

৫ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির নিকট আপনার উক্ত হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দেন ও উক্ত বিমাপত্রের নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য অন্য সকল কর্ম্ম উচিতমত সম্পাদন করেন

৬ প্রতিবাদী উক্ত হানিপূরণার্থ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৫৫ নম্বর।

ভাড়ার টাকা দিবার প্রতিভূর নামে আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির নিকট [অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী] বৎসর এত টাকা ভাড়া দিবার ও (মাসে মাসে) ঐ ভাড়া দিবার নিয়মে এত বৎসর মিয়াদে ভাড়া করিয়া লন

২ উক্ত বাটী উক্ত ঈশানকে ভাড়া করিয়া দিলে প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে ঐ ঘরের ভাড়া নিয়মিতরূপে দেওনের প্রতিভূ বলিয়া নিয়ম করেন

৩ ১৮ সালের অমুক মাসের এত টাকা ভাড়া দেওয়া যায় নাই

[নিয়মপত্রের নিয়মানুসারে প্রতিভূকে নোটিস দিবার প্রয়োজন হইলে, এই কথাও লিখিতে হইবে]

■ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী ঐ প্রতিবাদীকে উক্ত ভাড়া না দেওয়ার নোটিস দিয়া সেই ভাড়া চাহেন

■ তিনি ঐ টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

খ - চুক্তিভঙ্গহেতুক হানিপূরণ পাইবার আবেদনপত্র

৫৬ নম্বর

ভূমি হস্তান্তর করিবার নিয়মভঙ্গ হেতু আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন

১ বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে নিয়মপত্র লিখিয়া দেন তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে

অথবা, প্রতিবাদী অমুক স্থান প্রভৃতিতে বাদির সঙ্গে এই নিয়ম করেন যে বাদী তৎকালে এত টাকা আমানৎ করিলেও পশ্চাল্লিখিতমতে আর দশহাজার টাকা দিলে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির নামে অমুক নগরের অন্তর্গত অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর দায় ব্যতীত উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দিবেন ও বাদী সেই হস্তান্তরকরণপত্র পাইলে দশহাজার টাকা দিতে সম্মত হন

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির স্থানে সম্পত্তির হস্তান্তর করণপত্র চাহিয়া ঐ প্রতিবাদিকে এত টাকা দিতে চাহেন। [অথবা প্রতিবাদির দ্বারা যাহাতে বাদির সেই নিয়মপত্রানুযায়ি কার্য্য করাইবার অধিকার জন্মে এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সকল সময় গত হইয়াছে]

৩ প্রতিবাদী বাদির নামে ঐ সম্পত্তির কোন হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দেন নাই [অথবা, শ্রীঅমুক এত টাকার নিমিত্ত শ্রীঅমুকের নিকট ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক আফিসে ঐ বন্ধকীপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে ■ এখনও উক্ত বন্ধকের টাকা শোধ করা যায় নাই। কিম্বা অধিকারের "আর আর দোষ আছে]

■ তৎপ্রযুক্ত বাদী পূর্ব্বোক্ত যত টাকা আমানত রাখিয়াছেন তাহা এবং উক্ত ক্রয়কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যে আর আর যে টাকা দিয়াছেন তাহাও এত দিন বদ্ধ থাকাতে ব্যবহার করিতে পারেন নাই, এবং প্রতিবাদির অধিকারের অনুসন্ধান লওনার্থে ও নিয়মপত্রানুসারে আপনার যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহার উদ্যোগ করাতে আর আর খরচের হানি হইয়াছে, এবং ঐ নিয়মপত্রানুসারে প্রতিবাদির যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাঁহার দ্বারা সেই সেই কর্ম্ম করাইবার চেষ্টায় আর আর খরচ হইয়াছে

অতএব বাদী ক্ষতিপূরণ বলিয়া এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

৫৭ নম্বর

ভূমি ক্রয় করিবার নিয়মভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়ম পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করেন যে বাদী অমুক গ্রামের অন্তর্গত চল্লিশ বিঘা ভূমি প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী এত টাকা দিয়া বাদির স্থানে ঐ ভূমি ক্রয় করিবেন]

২ বাদী সম্যক্ প্রকারে ঐ সম্পত্তির স্বামী হইয়া [ও ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায়ের ভার নাই প্রতিবাদিকে ইহা দেখাইয়া] অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির উক্ত টাকা দেওনমতে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র দিতে চাহেন, (অথবা উপযুক্ত নিদর্শনপত্রক্রমে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও তাহা দিতে প্রস্তাব করেন ।

৩ প্রতিবাদী টাকা দেন নাই

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

---

৫৮ নম্বর।

অন্য পাঠ

স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় সম্পন্ন না করাতে আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের নিয়মপত্রানুসারে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছিল যে বাদী নিম্নলিখিত নিয়ম ও সর্ত্তমতে প্রতিবাদির নিকট এত টাকা মূল্যের একটা ঘর ও ভূমি বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী বাদির স্থানে সেই মূল্যে তাহা ক্রয় করিবেন,—নিয়ম প্রভৃতি এই,

(ক) উক্ত নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করণ সময়ে প্রতিবাদী ঐ ক্রয়ের টাকার একাংশ এত টাকা বাদিকে দিবেন, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অবশিষ্ট টাকা দিবেন, সেই তারিখে ঐ বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

(খ) বাদী ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে ঐ বাটীতে বিশিষ্ট অধিকার স্থির করিয়া দেখাইবেন, ও পূর্ব্বোক্ত মূল্যের উক্ত অবশিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে প্রতিবাদির খরচে ঐ বাটীর উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রতিবাদিকে দিবেন।

২ প্রতিবাদির দ্বারা যাহাতে বাদির ঐ নিয়মপত্রানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করাইবার অধিকার জন্মে এমন আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সকল সময় গত হইয়াছে তথাপি প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত ক্রয়ের টাকার অবশিষ্ট অংশ বাদিকে দেন নাই

৩। ইহাতে ঐ নিয়মপত্রানুযায়ী আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার উদ্যোগ করণে বাদির খরচের হানি হইয়াছে ও প্রতিবাদির দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করাইবার জন্যে উদ্যোগ করণে তাঁহার আরও খরচ হইয়াছে

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৫৯ নম্বর

বিক্রীত মাল না দেহনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করেন যে প্রতিবাদী ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে (এক শত পিপা ময়দা) দিলে বাদী তাহা পাইলে পর তজ্জন্যে এত টাকা দিবেন

২ প্রতিবাদী সেই দিনে উক্ত দ্রব্য দিলে তাঁহাকে ঐ টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও দিতে প্রস্তাব করেন

৩ প্রতিবাদী সেই দ্রব্য দেন নাই, তৎপ্রযুক্ত সেই দ্রব্য দিলে বাদির যে লভ্য হইত তিনি তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৬০ নম্বর।

কর্ম্ম দিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করেন যে বাদী [হিসাব নবীশ কিম্বা দোকানের প্রধান কর্ম্মকারক প্রভৃতি] স্বরূপ প্রতিবাদির নিকট চাকরী করিবেন, ও প্রতিবাদী (এক বৎসরের নিমিত্ত) বাদিকে সেই কর্ম্মে রাখিয়া তাঁহাকে (মাসে মাসে) এত টাকা বেতন দিবেন

২ বাদী ১৮ সালের অমুক মাসে অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট উপরোক্ত চাকরী করিতে আরম্ভ করেন ও তদবধি এখনও বৎসরের অবশিষ্টকাল সেই চাকরীতে থাকিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন ও প্রতিবাদিকে সর্ব্বদাই এই কথার নোটিস দেওয়া গিয়াছে

৩ প্রতিবাদী ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অন্যায়মতে বাদীকে কর্ম্মচ্যুত করেন ও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তমতে কর্ম্ম করিতে দিতে অথবা তাঁহার কর্ম্মের বেতন দিতে চাহেন না

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৬১ নম্বর

কর্ম্ম দিবার চুক্তি হইয়া কর্ম্ম না দেওয়া গেলে ঐ চুক্তিভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন, —

১ (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ন্যায়)

২ বাদী ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট চাকরী করিতে উদ্যত ছিলেন ও অদ্যাপি করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন

৩ প্রতিবাদী বাদিকে সেই কার্য্য করিতে দিতে অথবা সেই কার্য্যের বেতন দিতে চাহেন না।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৬২ নম্বর

চাকরী করিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন, —

১ বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করেন যে, বাদী বৎসর ৫০ টাকা বেতন দিয়া প্রতিবাদিকে কর্ম্ম দিবেন ও প্রতিবাদী এক বৎসর পর্য্যন্ত (চিৎকর) স্বরূপ বাদির নিকট কর্ম্ম করিবেন

২। ঐ নিয়মানুসারে বাদির যাহা কর্ত্তব্য ছিল তিনি তাহা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন [ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহা করিতে উদ্যত ছিলেন]

৩ প্রতিবাদী উপরোক্ত তারিখে বাদির নিকট কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তৎপরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি পূর্ব্বোক্তমতে বাদির নিকট কর্ম্ম করিতে অসম্মত হন

(ডিক্রীর প্রার্থনা)

---

৬৩ নম্বর

উপযুক্তমতে কর্ম্ম না করণ প্রযুক্ত গৃহনির্ম্মাতার নামে আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়মপত্রের নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল

[অথবা, চুক্তির মর্ম্ম এই]

২ [উক্ত নিয়মপত্রক্রমে বাদীর যে সকল নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ছিল তাহা উপযুক্তমতে পালন করেন]

৩ প্রতিবাদী উক্ত নিয়ম পত্রের উল্লিখিত ঘর কদর্য্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও কারিগরের উপযুক্ত রীতিতে করেন নাই

(ডিক্রীর প্রার্থনা)

---

৬৪ নম্বর

কর্ম্মশিক্ষার্থির পিতার কি অভিভাবকের নামে কর্ত্তার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বীয় স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত * নিয়মপত্র করেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল

(অথবা, ঐ নিয়মপত্রের মর্ম্ম লিখিতে হইবে)

২। ঐ নিয়মপত্র করা গেলে পর বাদী পূর্ব্বোক্ত কালের নিমিত্ত উক্ত শিক্ষার্থিস্বরূপে উক্ত (শিক্ষার্থিকে) আপন কর্ম্মে গ্রহণ করেন ও উক্ত নিয়মপত্রানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিয়াছেন ও করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন

---

* ১৮৫০ সালের ১৯ আইনে নিয়মপত্র লিখিবার যে পাঠ দেওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পিতার কি অভিভাবকের মোহর দিবার আদেশ আছে

৩ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত (শিক্ষার্থী) ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদির কর্ম্মে অনুপস্থিত ছিলেন ও তদবধি অনুপস্থিত আছেন।

(ডিক্রীর প্রার্থনা)

৬৫ নম্বর

কর্ত্তার নামে কর্ম্মশিক্ষার্থির আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন, -

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ও তদীয় পিতা শ্রীঈশানের সঙ্গে আপনাদের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত নিয়মপত্র করেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল

২। ঐ নিয়মপত্র করা গেলে পর বাদী ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত মিয়াদের নিমিত্ত শিক্ষার্থিস্বরূপ কর্ম্ম করিবার জন্যে প্রতিবাদির নিকট কর্ম্ম করিতে গেলেন ও ঐ নিয়ম পত্রানুসারে আপনার যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহা সর্ব্বদাই করিয়াছেন

৩ প্রতিবাদী (বাদিকে অমুক কর্ম্মের শিক্ষা দেন নাই) কিম্বা, তাহার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিয়াছেন কি উপযুক্ত আহারাদি দেন নাই, কিম্বা অন্য যে অত্যাচারক্রমে নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

৬৬ নম্বর।

কেরাণির বিশ্বস্ততা বিষয়ক প্রতিজ্ঞা পত্রের উপর আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তিকে কেরাণির কর্ম্ম দেন

২ প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির নিকট এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, উক্ত ঈশান বাদির কেরাণী হইয়া বিশ্বস্তমতে কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা বাদির নিমিত্ত যে সকল টাকা কি ঋণের প্রামাণপত্র কি অন্য সম্পত্তি পান তাহার হিসাব না দিলে, তজ্জন্যে বাদির যে হানি হয় প্রতিবাদী এত টাকা পর্য্যন্ত সেই হানিপূরণ করিবেন

[অথবা, ২ প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে বাদিকে দণ্ডস্বরূপ এত টাকা দিতে এই নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে উক্ত ঈশান বাদির কেরাণী ও খাজাঞ্চী হইয়া বিশ্বস্তমতে কর্ম্ম করিলে ও বাদির পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ যে সময়ে যে সকল টাকা ও ঋণের প্রমাণপত্র কি অন্য সম্পত্তি তাঁহার হাতে থাকে বাদিকে তাহার যথার্থ হিসাব দিলে, এই প্রতিজ্ঞাপত্র নিষ্ফল হইবে, প্রকারান্তরে নয়]

[অথবা, ২ প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে বাদির নিকট প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল]

৩ উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ ও অমুক সালের অমুক তারিখের মধ্যে বাদির নিমিত্ত নগদ এত টাকা ও এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি পাইলেও তাহার কোন হিসাব দেন নাই ও সেই টাকা অদ্যাপি প্রাপ্তব্য আছে ও বাদিকে দেওয়া যায় নাই। ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৬৭ নম্বর

ভূম্যধিকারির নামে বিশেষ হানি ধরিয়া প্রজার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিদর্শনপত্র লিখিয়া বাদির নিকট এত বৎসর মিয়াদে অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী ভাড়া দিয়া বাদির সঙ্গে এই নিয়ম করেন যে বাদী ও তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তগণ উক্ত মিয়াদের নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে ঐ বাটী ভোগ দখল করিবেন

২ বাদির যাহাতে এই মোকদ্দমা করিবার অধিকার জন্মে এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে।

৩ উক্ত মিয়াদ চলন সময়ে ঐ ঘরের বৈধ স্বামী ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আইনমতে বাদিকে ঐ ঘর হইতে উঠাইয়া দেন ও অদ্যাপি তাঁহাকে আর অধিকার করিতে দেন নাই

৪ এই কারণে বাদী আর (সেই স্থানে দরজীর কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না ও তথা হইতে উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহার এত টাকা খরচ করিতে হইল ও উঠিয়া যাওয়াতে গগনের ও জানকীনাথের স্থানে আর কর্ম্ম পাইতে পারিলেন না)

(ডিক্রীর প্রার্থনা)

---

৬৮ নম্বর

অস্থাবর দ্রব্যের নির্দ্দোষিতাসূচক বাক্য লঙ্ঘনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাষ্পীয় কল উত্তমরূপে চলিবে বলিয়া নিশ্চিত বাক্য কহাতে, তাঁহার স্থানে সেই কল ক্রয় করিয়া তজ্জন্যে এত টাকা দিতে বাদির প্রবৃত্তি জন্মান

২ উক্ত কল তৎসময়ে উত্তমরূপে চলিবার উপযুক্ত ছিল না, তদ্ধেতুক তাহার মেরামত করণে বাদির খরচ হইয়াছে ও কল দ্বারা তাঁহার যে লভ্য হইতে পারিত মেরামত করিবার সময়ে বাদী সেই লভ্যে বঞ্চিত হইয়াছেন।

(ডিক্রীর প্রার্থনা)

---

৬৯ নম্বর

নিষ্কৃতিসূচক নিয়মপত্রের উপর আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী ও প্রতিবাদী আনন্দচন্দ্র কোম্পানির নামে কোন ব্যবসায়ের অংশী হইয়া, অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অংশিত্ব লোপ করিয়া, পরস্পর এই নিয়ম করেন যে, অংশিত্ব সম্পর্কীয় যত সম্পত্তি আছে প্রতিবাদী তাহা লইয়া রাখিবেন ও কোম্পানির যত ঋণ আছে প্রতিবাদী তাহা শোধ করিবেন, ও ঐ কোম্পানির কোন ঋণহেতুক বাদির উপর যে দাওয়া হইতে পারে, প্রতিবাদী তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষ্কৃতি দিবেন ।

৭২ নম্বর

বসতবাটীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১ প্রতিবাদী বাদির অমুক নামক বসতবাটিতে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ শোরশার ও গোলযোগ করিয়া বসতবাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ঐ বাটী সংলগ্নদ্রব্য নামাইয়া তাহা শুদ্ধ বাদির মাল হরণ করিয়া লইয়া, নিজ প্রতিবাদির ব্যবহারার্থে বিক্রয়াদি করিয়া বাদিকে সপরিবারে ঐ বাটী হইতে বেদখল করিয়া বাহির করিয়া দেন ও তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ সেইরূপে বাহিরে রাখেন

২ তৎপ্রযুক্ত বাদির স্বীয় কার্য্য চালাইতে বাধা হইয়াছিল ও আপনার ও পরিবারের বাস করিবার জন্যে অন্য ঘর করিয়া লওতে খরচ হইয়াছে

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৭৩ নম্বর

অস্থাবর দ্রব্যের উপর অনধিকার প্রবেশহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক ।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির রম শরাবের দশ পিপা ভাঙ্গিয়া সেই শরাব পথে গড়াইয়া পড়িতে দেন [কিম্বা, বাদির মাল অর্থাৎ লৌহ ও চাউল ও ঘরের লওয়াজিমা বা আর যাহা হউক কাড়িয়া লইয়া] স্থানান্তর করিয়া আপনার ব্যবহারার্থে বিক্রয়াদি করেন

কিম্বা, বাদির গরু ও বলদ কাড়িয়া লইয়া খোঁয়াড়ে আনাইয়া অনেকক্ষণ বদ্ধ করিয়া রাখেন

২ তৎপ্রযুক্ত বাদী তৎকালে সেই গরু ও বলদ দ্বারা যে উপকার পাইতেন তাহাতে বঞ্চিত হন ও তাহাদের আহার দেওনে ও মুক্ত করিয়া লওনে তাঁহার খরচ লাগে। আর অমুক হাটে তাঁহার সেই গবাদি বিক্রয় করিবার কল্পনা ছিল, তাহাও করিতে পারেন নাই, ও বাদির পক্ষে সেই গরুর ও বলদের মূল্য ন্যূন হইয়া পড়িয়াছে (ইত্যাদি বৃত্তান্তানুসারে আর যে যে হানি হয় তাহা লিখিতে হইবে)

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৭৪ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অবৈধ ব্যবহারকরণ বিষয়ক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিম্নলিখিত তফসীলের নির্দিষ্ট মাল [কিম্বা, এক হাজার পিপা ময়দা] বাদির অধিকারে ছিল

২ প্রতিবাদী সেই দিনে অমুক স্থানে সেই দ্রব্য লইয়া নিজ কার্য্যে ব্যবহার করেন ও সেই দ্রব্যের ব্যবহার ও অধিকার করণে বাদিকে অন্যায়মতে বঞ্চিত করেন

[ডিক্রীর প্রার্থনা

তফসীল

৭৫ নম্বর

মাল দিতে সম্মত না হওয়াতে আড়তদারের নামে আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১ প্রতিবাদী এত টাকা পাইবার (কিম্বা মাসে মাসে কি অন্য সময়ান্তরে পিপা প্রতি এত টাকা পাইবার) নিয়মে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার গুদামে (এক শত পিপা ময়দা) রাখিতে ও সেই টাকা পাইলে বাদিকে ঐ দ্রব্য ফিরিয়া দিতে করার করেন

২। তাহাতে বাদী প্রতিবাদির নিকট সেই [এক শত পিপা ময়দা] গচ্ছিত করিয়া রাখেন

৩ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী সেই মাল ফিরিয়া দিতে বলিয়া প্রতিবাদীকে এত টাকা দিতে [কিম্বা, আড়তে মাল রাখিবার যত ভাড়া পাওনা ছিল তাহা দিতে] চাহেন, কিন্তু প্রতিবাদী তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত হন না

৪ তৎপ্রযুক্ত শ্রীঈশানের নিকট বাদী ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলেন না ও তাহা বাদির পক্ষে হারাইয়া গেল

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৭৬ নম্বর

প্রতারণা দ্বারা সম্পত্তি লওন হেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী যেন প্রতিবাদির নিকট কএক দ্রব্য বিক্রয় করেন এই প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির এমত জ্ঞান জন্মাইয়া দেন যে, প্রতিবাদী ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও সকল ঋণ শোধ হইলে পর তাঁহার এত টাকা থাকিবে

২ তদ্দ্বারা বাদী প্রবৃত্তি পাইয়া প্রতিবাদির নিকট এত টাকা মূল্যের (ধান্যাদি) বিক্রয় (করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ) করেন

৩ প্রতিবাদির উক্ত কথা মিথ্যা [বা, যাহা মিথ্যা কহিয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] ও প্রতিবাদী তৎকালে তাহা মিথ্যা জানিতেন।

৪ প্রতিবাদী সেই দ্রব্যের মূল্য দেন নাই কিম্বা ঐ দ্রব্য প্রতিবাদির হস্তে সমর্পণ করিয়া না দেওয়া গেলে [উক্ত মাল প্রস্তুত করিয়া জাহাজে তুলিতে ও তাহা ফিরিয়া পাইবার উদ্যোগ করিতে বাদির এত টাকা খরচ লাগিয়াছে

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৭৭ নম্বর

পশ্চাৎ মূল্য পাইবার অপেক্ষায় অন্য ব্যক্তিকে দ্রব্য দিবার প্রবৃত্তি প্রতারণা ভাবে জন্মাওনহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে জানান যে ঈশান ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও উত্তম বিশ্বাসপাত্র ও সমস্ত ঋণ ছাড়া তাঁহার

এত টাকা আছে [অথবা, ঈশান তৎকালে ভারি পদে নিযুক্ত আছেন ও তাঁহার অবস্থা উত্তম, ও ধার দিলে তাঁহার প্রতি নিরুদ্বেগে বিশ্বাস হইতে পারে]

২ তৎপ্রযুক্ত বাদী প্রবৃত্তি পাইয়া উক্ত ঈশানকে এত মাসের জন্যে হাওলাৎ হিসাবে এত টাকা মূল্যের [ধান্য] দেন

৩ প্রতিবাদির উক্ত সকল কথা মিথ্যা ও তিনি তৎকালে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন ও বাদিকে বঞ্চনা ও প্রতারণা করিবার [কিম্বা বাদিকে বঞ্চনা করিয়া অপকার করিবার] অভিপ্রায়ে ঐ কথা কহা হয়

৪ হাওলাতের পূর্ব্বোক্ত মিয়াদ গত হইলেও [উক্ত ঈশান ঐ দ্রব্যের মূল্য দিলেন না কিম্বা,] ধান্যের মূল্য দেন নাই ও পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা বাদির পক্ষে একেবারে হারাণ হইয়াছে

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৭৮ নম্বর

বাদির ভূমির নিম্নভাগের জল ঘোলা করণ হেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামে খ্যাত কতক ভূমি ও তদন্তর্গত কূপ ও কূপের অন্তর্গত জল বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল, ও সেই কূপের ও তদন্তর্গত জলের ব্যবহার করণে ও তজ্জন্য উপকার প্রাপণে তাঁহার অধিকার ছিল ও যে উনুই ও স্রোত হইতে সেই কূপের জল সম্পোষ্য হয় তাহা ঘোলা কি ময়লা না হইয়া কূপে গিয়া পড়ে তাঁহার এমত অধিকার ছিল

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অন্যায়মতে উক্ত কূপ ও তদন্তর্গত জল ও যে উনুইর ও স্রোতের জল ঐ কূপে গিয়া পড়ে তাহাও ঘোলা ও ময়লা করেন

৩ পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে উক্ত কূপের অন্তর্গত উক্ত জল পরিষ্কার ও গৃহ কার্য্যের ও আবশ্যক অন্যান্য কার্য্যের অনুপযুক্ত হয় ও বাদী ও তাঁহার পরিবারীয় লোক সেই কূপের ও জলের ব্যবহারে ও তজ্জন্য উপকারে বঞ্চিত হইয়াছেন

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৭৯ নম্বর

অস্বাস্থ্যজনক ব্যবসায় করণ বিষয়ক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামে খ্যাত ভূমি বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল

২ প্রতিবাদী খনির লোহ গলাইবার কর্ম্ম চালাইতেছেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অন্যায়মতে অনবরত সেই কারখানা হইতে দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যজনক ধূম ও অন্যান্য প্রকারের বাষ্প ও পীড়াজনক দ্রব্য উদগত করাইলে তাহা উক্ত ভূমির ঊর্দ্ধভাগে ও চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপক হইয়া বায়ু মলিন করে ও ঐ ভূমির উপরিভাগে সেই সকল দ্রব্য পড়িয়া থাকে

৩ উক্ত ভূমিতে বাদির যে যে বৃক্ষ ও বেড়া ছিল ও যে শাবশস্তী ও ফসল হইতেছিল তাহার হানি হইয়াছে ও তাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে ও উক্ত ভূমিতে বাদির যে গবাদি ও অন্য যে পশ্বাদি ছিল তাহাও অসুস্থ হইয়াছে ও অনেকগুলি ঐ রোগে মরিয়া গিয়াছে

৪ বাদী সেই ভূমিতে গবাদি চরাইতেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণেই আর চরাইতে পারিলেন না ও গো মেষাদি যত পশুপক্ষী পালিতেন তাহা ত তাঁহার স্থানান্তর করিয়া দিতে হইল, ও ঐ ভূমির ব্যবহার ও ভোগ করণে যত লাভ ও উপকার হইত, তাহাও হইতে পারিল না

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৮০ নম্বর

পথাবরোধ করণ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক গ্রামের অন্তর্গত বাটী বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল

২ তিনি ও তাঁহার চাকরেরা সেই বাটী হইতে (গাড়ী করিয়া কিম্বা হাঁটিয়া) বৎসরের সকল সময়ে বিশেষ এক ক্ষেত্রের উপর দিয়া রাজপথে যাইতে ও উক্ত রাজপথ হইতে উক্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া উক্ত বাটীতে ফিরিয়া যাইতে স্বত্ববান্ ছিলেন

৩ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ পথ এমন করিয়া অবরোধ করেন যে, বাদী (গাড়িতে কি হাঁটিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে) ঐ পথ দিয়া যাইতে পারেন না, (ও তদবধি সেই পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে)

৪ (ইহাতে বিশেষ হানি ঘটনে তাহা লিখিতে হইবে)

[ডিক্রীর প্রার্থনা

অন্য প্রকার

১ অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান পর্য্যন্ত যে রাজপথ যায় প্রতিবাদী অন্যায় মতে সেই পথে গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটির ও পাথরের এমন ঢিবি করিয়া রাখেন যে পথ অবরুদ্ধ হয়

২ তৎপ্রযুক্ত বৈবশাৎ সেই পথ দিয়া গমন কালে বাদির ঐ মাটির ও পাথরের ঢিবিতে পড়িয়া (কিম্বা, ঐ গর্ত্তে পড়িয়া) হাত ভাঙ্গে ও অত্যন্ত বেদনা হওয়াতে অনেক দিন তিনি আপন কর্ম্মে যাইতে পারেন না ও ডাক্তরের খরচও তাঁহার দিতে হয়।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৮১ নম্বর

প্রণালী অন্য মত করণ প্রযুক্ত আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক জিলার অমুক মৌজার অন্তর্গত অমুক নামক [জলস্রোতের] ধারে একটি কল বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাহার অধিকারে ছিল

২ তদ্রূপ অধিকার থাকা প্রযুক্ত ঐ কল চালাইবার নিমিত্ত ঐ জলের ব্যবহার করণে বাদির স্বত্ব ছিল

৩ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ নদীর পাড় কাটিয়া অন্যায় মতে স্রোত অন্য মুখ করেন তাহাতে বাদির বলে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প জল আসিতে থাকে

৪ তৎপ্রযুক্ত বাদী যাঁতায় দিন এত বস্তার অধিক গোম পিষিতে পারেন না, কিন্তু উক্ত স্রোত অন্যমুখ করিবার পূর্ব্বে দিন এত গোম পিষিতে পারিতেন

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৮২ নম্বর

সেঁচিবার নিমিত্তে জলের ব্যবহার করিবার স্বত্ব অবরোধ হেতুক আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ অমুক জিলা প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমি বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল; ও সেই ভূমিতে সেঁচিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ কোন জলস্রোতের জলের একাংশ লইয়া ব্যবহার করিবার স্বত্ব ছিল

২ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ স্রোতের জল অন্যায়মতে অবরোধ ও অন্য মুখ করিয়া বাদির উক্ত জলের সেই অংশ লইয়া ব্যবহার করিবার বাধা দেন

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৮৩ নম্বর।

ভাড়াদারের দ্বারা অপকার প্রযুক্ত আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত বৎসর মিয়াদে অমুক পথের অমুক নং বাটী বাদির স্থানে ভাড়া করিয়া লন

২ প্রতিবাদী তদনুসারে ভাড়া করিয়া ঐ বাটী অধিকার করেন

৩ তদ্রূপ অধিকার করণ সময়ে প্রতিবাদী ঐ বাটীর অত্যন্ত অপকার করেন (ঘরের দেয়াল বিকৃত করেন, মেজ্যা খুঁড়িয়া ফেলেন, দ্বার ভাঙ্গিয়া দেন ইত্যাদি যে যে হানি করেন তাহা সাধ্যমতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে)

অতএব বাদী হানিপূরণ স্বরূপ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন

৮৪ নম্বর

আক্রমণ ও প্রহার প্রযুক্ত আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে মারেন

এই কারণে বাদী হানিপূরণ স্বরূপ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

৮৫ নম্বর

আক্রমণ করিয়া মারিয়া বিশেষ হানিকরণ প্রযুক্ত আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির প্রতি আক্রমণ করিয়া অচেতন না হওন পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রহার করেন

২ তৎপ্রযুক্ত বাদী [সেই অবধি ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত] স্বীয় কর্ম্মে যাইতে পারেন না ও ডাক্তরকে তাঁহার এত টাকা দিতে হয় ও সেই কাল অবধি আপন (ডাইন হাতে) কার্য্য করিতে পারেন না (কিম্বা অন্য যে হানি হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে)

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৮৬ নম্বর

আক্রমণ ও অন্যায়মতে আটক রাখন প্রযুক্ত আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, বাদির প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে এতদিন (বা এত ঘণ্টা) আটক করিয়া রাখেন (বিশেষ হানি হইলে এইরূপে লিখিতে হইবে)

২ তদ্ধেতুক বাদির শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল ও তাঁহার লজ্জা হয় ও মানের ও অবস্থার অত্যন্ত হানি হয় ও মনোযোগে ও অবধানতায় আপনার কার্য্য চালাইতে পারেন না ও আপন পরিবারের ভরণপোষণের চেষ্টা করিতে পারেন না ও ঐ আটক হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার খরচও হয় (ইত্যাদি যে যে হানি হয় তাহা লিখিতে হইবে)

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৮৭ নম্বর

অনবধানতা হেতু রেলপথে যাওন সময়ে অপকার হওয়াতে তদ্বিষয়ের আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদীগণ চড়নদারদিগকে রেলপথে অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সাধারণ বাহকস্বরূপ ছিলেন

২ সেই দিনে বাদী ঐ রেলপথে প্রতিবাদিদের একখানি গাড়িতে চড়নদার ছিলেন

৩। তিনি চড়নদার হইয়া যাইতেছিলেন এমত সময়ে অমুক স্থানে (কিম্বা অমুক ষ্টেশনের নিকট, কিম্বা, অমুক ষ্টেশনের ও অমুক ষ্টেশনের মধ্য কোন স্থানে) প্রতিবাদিগণের কর্ম্মচারিদের অনবধানতা ও কর্ম্মে অপটুতা হেতুক ঐ রেলপথে ট্রেনে ২ পরস্পর সংঘটন হওয়াতে বাদির অনেক প্রকারের অপকার হইয়াছিল (তাঁহার পা ভাঙ্গে, মাথায় আঘাত লাগে, ইত্যাদি বিশেষ যে হানি হইয়াছিল তাহা লিখিতে হইবে) তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ডাক্তারের খরচ লাগে, ও বিক্রেতাস্বরূপ তাঁহার যে কর্ম্ম ছিল তাহা করিতে একেবারে অক্ষম হন।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

(অথবা এইরূপে,—২ সেই দিনে, বাদী বৈধমতে প্রতিবাদিগণের রেলপথ পার হইতেছিলেন, এমত সময়ে প্রতিবাদিগণ আপনাদের কর্ম্মচারিদের দ্বারা ঐ রেলপথের উপর ও তাহা দিয়া কলের গাড়ি ও তৎসংযুক্ত ট্রেন এমন অনবধানতায় ও অপটুভাবে চালান যে সেই কলের গাড়ি ও ট্রেন আসিয়া বাদির গাত্রে লাগিলে বাদির ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ৩ দফার ন্যায় লিখিতে হইবেক)

---

৮৮ নম্বর

অমনোযোগে গাড়ি চালাওন দ্বারা হানিহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী চামার, অমুক স্থানে কর্ম্ম চালাইতেছেন প্রতিবাদি অমুক স্থানের সওদাগর

২ (১৮৭৫ সালের ২৩ তারিখ) অপরাহ্ণ ন্যূনাধিক ৩টার সময়ে বাদী কলিকাতা নগরের চৌরঙ্গীর রাস্তার পূর্ব্বধার দিয়া যাইতে যাইতে ঐ চৌরঙ্গীর রাস্তার সঙ্গে হারিংটন ষ্ট্রীট নামক রাস্তা যে স্থানে মিলিয়া যায় বাদির সেই স্থানে পার হইয়া যাইতে হয়, পার হইতে হইতে অন্য পার্শ্বে মনুষ্যদের হাঁটিয়া যাইবার যে পথ আছে সেই পার্শ্বে পঁহুছিতে পারে নাই এমন সময়ে প্রতিবাদির চাকরদের জিম্মায় ও তাহাদের তত্ত্বাধীন দুই ঘোড়ার গাড়ী হঠাৎ ও সাবধানতা না জন্মাইয়া তাহাদের অমনোযোগে অত্যন্ত বেগে ও সঙ্কটজনকরূপে হারিংটন ষ্ট্রীট হইতে ঐ চৌরঙ্গী রাস্তায় ঘুরিয়া আইল তাহাতে বাদির গায়ে গাড়ীর বম লাগিলে সে পড়িয়া গেল ও দুই ঘোড়া তাহার গায়ের অনেক স্থানে দলাইল

৩ ঐ আঘাতে ও পতনে ও ঘোড়ার পায়ের চাপনে বাদির বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল ■ পার্শ্ব ■ পিঠে এবং শরীরের অন্তর্ভাগেও ক্ষত বিক্ষত ও হানি হইল; তৎপ্রযুক্ত বাদী বেদনাযুক্ত হইয়া চারিমাস পীড়িত ছিল ও আপন কর্ম্মে যাইতে পারে নাই ও ঔষধের ■ চিকিৎসাদির জন্যে তাহার অনেক খরচ ও ব্যবসায়ের ও লভ্যের অনেক হানি হইয়াছে

বাদী হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার দাওয়া করে

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

প্রতিবাদী লিখিত বর্ণনাপত্র

১ প্রতিবাদী কহেন যে আবেদনপত্রের উল্লিখিত গাড়ী তাঁহার নিজের নয় ও প্রতিবাদির চাকরদের জিম্মায় কি তত্ত্বাবধীনে ছিল না ঐ গাড়ী কলিকাতায় অমুক রাস্তার আড়গড়াওয়ালা শ্রীঅমুকের গাড়ী, প্রতিবাদী তাঁহার স্থানে গাড়ী ও ঘোড়া ভাড়া করিয়া লন ঐ গাড়ী যাহার জিম্মায় ও তত্ত্বাবধীনে ছিল সে উক্ত শ্রীঅমুকের চাকর

২। প্রতিবাদী আরও কহেন যে হারিংটন ষ্ট্রীট হইতে বাহির হওন সময়ে ঐ গাড়ী অমনোযোগে চালান হয় নাই ও হঠাৎ কি সাবধানতা না জন্মাইয়া কি অতিবেগে কি সঙ্কটজনকরূপে চালান যায় নাই

৩ প্রতিবাদী আরও কহেন যে বাদী যুক্তিসঙ্গতমতে সতর্ক থাকিয়া মনোযোগ করিলে অবশ্যই ঐ গাড়ী আসিতে দেখিত, তাহা হইলে গাড়ী চাপা পড়িত না

৪ প্রতিবাদী আবেদনপত্রের তৃতীয় দফায় উল্লিখিত বর্ণনা গ্রাহ্য করেন না

৮৯ নম্বর

কথাই অপবাদজনক হওয়াতে লিখিত অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নাম সম্বাদপত্রে (কিম্বা শ্রীঈশানের নামে পত্র লিখিয়া) বাদীর বিষয়ে এই এই কথা প্রচার করেন

(ঐ সকল কথা ঠিক লিখিতে হইবে)

২। উক্ত প্রচারিত কথা মিথ্যা ও দ্বেষজনক।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

মন্তব্য —আদালতে যে ভাষা চলিত থাকে অপবাদ তদ্ভিন্ন কোন ভাষায় প্রচারিত হইলে, যে ভাষায় প্রচার করা যায় সেই ভাষায় ঐ অপবাদজনক প্রত্যেক কথা লিখিয়া তাহার পর এই কথা লিখিতে হইবে "উক্ত সকল কথা অমুক ভাষায় অনুবাদিত হইলে তাহার ভাব ও মর্ম্ম এই ও যাহাদের নিকট প্রচার করা গিয়াছিল তাহারাও সেই ভাব মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, অর্থাৎ [এইস্থলে আদালতের চলিত ভাষায় ঐ অপবাদজনক প্রত্যেক কথার অনুবাদ করিয়া লিখিতে হইবে]

৯০ নম্বর

কথাই অপবাদজনক না হইলে লিখিত অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ও তৎপূর্ব্বে অমুক নগরের মধ্যে সওদাগর [আছেন ও ছিলেন]

২। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নামক সম্বাদপত্রে [কিম্বা, শ্রীঈশানের নামে পত্র লিখিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে প্রচার করা গেল তাহা লিখিতে হইবে] বাদীর বিষয়ে নিম্নলিখিত কথা প্রচার করেন

"এই নগরের সওদাগর শ্রীআনন্দ বিনা আড়ম্বরে ভিন্নদেশে গমন করিয়াছেন"

"লোকে বলে যে তাঁহার এত টাকা পর্য্যন্তের উত্তমর্ণেরা উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার ঠিকানা জানিতে চেষ্টা করিতেছে"

৩। প্রতিবাদীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, [বাদী আপন উত্তমর্ণদের নিকট হইতে গুপ্ত থাকিবার ও প্রতারণাপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাপ্য না দিবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করিয়াছেন]

৪। উক্ত প্রচারিত কথা মিথ্যা ও দ্বেষজনিত

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৯১ নম্বর

কথাই নালিশের যোগ্য হইলে বাচনিক অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঈশানের (কিম্বা নানা লোকের) শ্রুতিগোচরে বাদীর বিষয়ে মিথ্যা ও দ্বেষজনক এই কথা কহেন ("সে চোর")।

২ উক্ত কথা প্রযুক্ত শ্রীঅমুকের নিকট বাদির অমুক যে কর্ম্ম ছিল সেই কর্ম্ম গেল।

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৭২ নম্বর

কর্ম্ম পাইবার যোগ্য না হইলে বাচনিক অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঈশানকে বাদির বিষয়ে মিথ্যা ও দ্বেষভাবে এই কথা কহিয়াছিল "সেই যুবার ধর্ম্মজ্ঞানের নমনীয় শক্তি চমৎকার"

২। বাদী তৎকালে কেরাণীস্বরূপ কর্ম্ম পাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং প্রতিবাদির সেই কথার তাৎপর্য্য এই যে বাদী কেরাণীস্বরূপ বিশ্বাসযোগ্য নয়

৩ ঐ কথাপ্রযুক্ত উক্ত শ্রীঈশান বাদিকে কেরাণীর কর্ম্ম দিতে অসম্মত হন

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৭৩ নম্বর

দ্বেষপূর্ব্বক অভিযোগহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক অপরাধের অভিযোগ করিয়া সেই সহরের মাজিষ্ট্রেট (কিম্বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষ) শ্রীঅমুক সাহেবের স্থানে গেরেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করাতে, বাদিকে তদনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়, ও (এত দিন বা এত ঘণ্টা) কারাবদ্ধ করা হয় ও বাদী মুক্ত পাইবার জন্যে এত টাকা হাজিরজামিন দেন

২ প্রতিবাদী দ্বেষপূর্ব্বক যুক্তিসঙ্গত কি সম্ভব কারণ না থাকিতেও, উক্ত কার্য্য করেন

৩ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করিয়া বাদিকে নিষ্কৃতি করেন

৪ বাদী ইহার পূর্ব্বে জানিতেন না এবং অনেক ব্যক্তি তাঁহার উক্ত প্রকারে গ্রেপ্তার হওয়ার কথা শুনিয়া ও বাদিকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সঙ্গে আর কারবার করেন না কিম্বা উক্ত প্রকারে গ্রেপ্তার হওয়া প্রযুক্ত শ্রীঈশানের নিকট বাদির কেরাণীগিরি কর্ম্ম গিয়াছে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যহেতুক বাদির শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল ও পীড়া হইয়া কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না ও তাঁহার মানের হানি হইয়াছে এবং কারাবাস হইতে মুক্তি পাইবার ও ঐ অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে তাহার খরচ পড়িয়াছে [ডিক্রীর প্রার্থনা]

গ —বিশেষ সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

৭৪ নম্বর

স্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রাপণার্থ একক স্বামির আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ মৌজে পুং (অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক নামক মহালের কিম্বা মহালের একাংশের

একক স্বামী, ঐ মহালের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এত টাকা ও মূল্য অনুমান এত টাকা; কিম্বা কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর) একক স্বামী (ঐ বাটীর মূল্য অনুমান এত টাকা)

২ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে জানকীনাথ বেআইনীমতে ঐ মহাল (কি অংশ কি বাটী) হইতে উক্ত যদুনাথকে বেদখল করেন

৩ তৎপরে উক্ত যদুনাথ উইল না লিখিয়া উক্ত বাদি আনন্দকে আপনার উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিয়াছেন

৪ প্রতিবাদী বাদিকে ঐ মহালের (কি অংশের কি বাটীর) অধিকার দেন না অতএব বাদী

(১) ঐ বাড়ির অধিকার পাইবার,

(২) অধিকার করিতে না দেওনপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা পাইবার ডিক্রী প্রার্থনা করেন

অন্য পাঠ।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিদর্শনপত্র লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি মাসে ৩০০৲ টাকা ভাড়া পাইবার নিয়মে পাঁচ বৎসর মিয়াদে প্রতিবাদিকে অমুক স্থানে রসেল ষ্ট্রীটের ৫২ নম্বরের ঘর ও বাটী ভাড়া দেন।

২ উক্ত নিদর্শনপত্রক্রমে প্রতিবাদী ঐ ঘর ও বাড়ী উত্তম অবস্থায় ও প্রজা যাহাতে থাকিতে পারে এমতে মেরামত করিয়া রাখিবার নিয়ম করেন

৩ উক্ত নিদর্শনপত্রে ঐ ঘর ফিরিয়া লইবার এই মর্ম্মের এক প্রকরণ ছিল যে ঐ নিদর্শনপত্রক্রমে যত টাকা ভাড়া দিবার নিয়ম হইয়াছে সেই টাকার দাওয়া হউক বা না হউক একুশ দিন পর্য্যন্ত বাকী থাকিলে, কিম্বা প্রতিবাদী যে কর্ম্ম করিবার নিয়ম করেন তাহার কোন অংশে ত্রুটি করিলে, বাদির ঐ ঘর ও বাড়ী ফিরিয়া লইবার স্বত্ব থাকিবে

৪ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এক মাসের ভাড়া বাকী ছিল, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আর এক মাসের ভাড়া বাকী পড়ে, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ দুই মাসের ভাড়া একুশ দিন পাওনা ছিল এবং এখনও বাকী আছে।

৫ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঘর ও বাড়ী সদবস্থায় ছিল না, ও প্রজা যাহাতে বাস করিতে পারে, এমতে মেরামত করিয়া রাখা যায় নাই, ও যাহাতে সেই সদবস্থা হয় ও প্রজার থাকিবার উপযুক্ত করা যায়, এমতে মেরামত করিতে অনেক টাকা লাগিবে, ও বাদির ঐ ঘর ফিরিয়া লইবার যে স্বত্ব তাহার মূল্য অতিশয় ন্যূন হইয়াছে অতএব বাদির এই এই দাওয়া,

১ ঐ ঘর ও বাড়ীর অধিকার ফিরিয়া পান

২ বাকী ভাড়া এত টাকা পান

৩ প্রতিবাদির মেরামত না করাতে তাঁহার নিয়মভঙ্গের হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা পান

৪ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি ঐ ঘরের অধিকার ফিরিয়া পাইবার তারিখ পর্য্যন্ত ঐ ঘর ও বাড়ী দখল করা প্রযুক্ত এত টাকা পান

৯৫ নম্বর

প্রজার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১ শ্রীঈশান নামক এক ব্যক্তি [কলিকাতা নগরের অমুক স্থানবর্ত্তি অমুক চতুঃসীমাবদ্ধ এক খণ্ড ভূমির] একক স্বামী তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা

২ উক্ত শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি এত বৎসর মিয়াদে উক্ত ভূমি পাট্টা করিয়া দেন

৩ প্রতিবাদী বাদিকে সেই ভূমি অধিকার করিতে দেন না

[ডিক্রীর প্রার্থনা]

৯৬ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়মতে হরণহেতুক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির এক শত পিপা ময়দা ছিল (কিম্বা, তাঁহার অধিকারে ছিল) তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।

২ প্রতিবাদী সেই দিনে অমুক স্থানে সেই দ্রব্য হরণ করিয়া লইয়াছেন।

অতএব বাদির প্রার্থনা এই যে,—

(১) উক্ত মালের অধিকার, কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার,

(২) ও তাহা আটক রাখন প্রযুক্ত হানিপূরণ স্বরূপ এত টাকার ডিক্রী পান।

৯৭ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়মতে আটক রাখনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী নিম্নলিখিত তফসীলের উল্লিখিত মালের [কিম্বা অমুক অমুক দ্রব্যের] স্বামী ছিলেন (কিম্বা অধিকারিত্ব স্বত্বের প্রামাণসূচক অন্য বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে) তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা

২ সেই তারিখ অবধি এই মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের সময় পর্য্যন্ত প্রতিবাদী বাদির ঐ দ্রব্য আটক করিয়া রাখিয়াছেন

৩ এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অমুক সালের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির নিকট সেই দ্রব্য চাহেন, কিন্তু তিনি দিতে অস্বীকার করেন

অতএব বাদির প্রার্থনা এই যে,—

(১) উক্ত দ্রব্যের অধিকার পাইবার কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার,

(২) ও ঐ দ্রব্য আটক রাখা প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা ডিক্রী পান

তফসীল

৯৮ নম্বর

কোন ব্যক্তি প্রতারণাপূর্ব্বক দ্রব্য ক্রয় করিয়া নোটিস পাওয়া অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিলে তাঁহাদের নামে আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী[illegible] এই বর্ণনা করিতেছেন,

১ চন্দ্র নামক প্রতিবাদির নিকট বাদী কোন কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে যেন প্রবৃত্ত হন এই কারণে প্রতিবাদী যে স্বীয় ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও সকল দায় শোধ হইলে পর যে তাহার এত টাকা থাকিবে। অমুক স্থলে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে এই কথা জানান

২ তৎপ্রযুক্ত বাদী উক্ত চন্দ্রের নিকট (এক শত বাক্স চা) বিক্রয় করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হন ঐ দ্রব্যের মূল্য অনুমান এত টাকা

৩ প্রতিবাদির পূর্ব্বোক্ত কথা মিথ্যা ও উক্ত চন্দ্র তৎকালে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন [কিম্বা, উক্ত কথা বলনসময়ে উক্ত চন্দ্র ঋণ শোধ করিতে অক্ষম ছিলেন ও আপনাকে অক্ষম বলিয়া জানিতেন]

৪ পশ্চাৎ উক্ত চন্দ্র মূল্য না দিয়া কিম্বা তাহার কথা যে মিথ্যা ঈশান ইহার নোটীস পাইলেও ঐ দ্রব্য ঈশান নামক প্রতিবাদির হস্তগত করিয়া দেন

অতএব বাদির প্রার্থনা এই যে —

(১) উক্ত দ্রব্যের অধিকার পাইবার কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার,

(২) ও উক্ত দ্রব্য আটক রাখা প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা ডিক্রী পান

ঙ —বিশেষ উপকার প্রাপণার্থ মোকদ্দমার আবেদনপত্র

৯৯ নম্বর

ভ্রমযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধ করিবার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন, —

১ প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে কহেন যে অমুক স্থানে ঐ প্রতিবাদীর [দশ বিঘা] পরিমাণ এক খণ্ড ভূমি আছে।

২ বাদী সেই কথা সত্য বোধ করিয়া এত টাকা মূল্যে সেই ভূমি ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া একখানি নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করেন তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল কিন্তু তাঁহাকে ঐ ভূমির হস্তান্তর করণপত্র করিয়া দেওয়া যায় নাই

৩ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিকে ঐ ক্রয়ের টাকার একাংশ এত টাকা দিয়াছেন

৪। বস্তুতঃ ভূমির পাঁচ বিঘা মাত্র পরিমাণ। অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে,—

(১) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি সুদসহ এত টাকা পান,

(২) ও ক্রয় করিবার উক্ত নিয়মপত্র ফিরিয়া দেওয়া ও রদ করা যায়

১০০ নম্বর

অপচয় নিবারণার্থ আজ্ঞা পাইবার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১। বাদী অমুক সম্পত্তির (সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে) একক স্বামী।

২ প্রতিবাদী বাদির স্থানে পাট্টা পাইয়া ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন

৩ প্রতিবাদী বাদির অনুমতি বিনা [অনেক বহুমূল্য বৃক্ষ ছেদন করিয়াছেন ও বিক্রয় করিবার জন্যে আর কএকটা বৃক্ষ ছেদন করিব বলিয় ভয় দেখাইতেছেন]

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে উক্ত বাড়ীর মধ্যে প্রতিবাদী-আর কোন অপচয় না করেন কি অন্যকে করিতে না দেন তাঁহার প্রতি এমত নিষেধ সূচক আজ্ঞা করা যায়

[ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকার প্রার্থনাও হইতে পারিবে]

---

১০১ নম্বর

অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণার্থ আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,

১। বাদী (কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর) একক স্বামী আছেন ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে ছিলেন

২। প্রতিবাদী (সেই রাস্তার ধারে এক খণ্ড ভূমির) একক স্বামি আছেন ও পূর্ব্বোক্ত সকল সময়ে ছিলেন

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার উক্ত ভূমিখণ্ডে গবাদি জবাই করিবার স্থান স্থাপন করিয়া অদ্যাপি তাহা রাখিতেছেন ; ও সেই দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই গবাদি আনাইয়া তথায় জবাই করিতেছেন [এবং বাদির উক্ত বাটীর সম্মুখপথে রক্ত ও নাড়ী ভূঁড়ী ফেলাইতেছেন]

৪ [পূর্ব্বোক্ত কারণ বাদির সেই বাটী হইতে উঠিয়া যাইতে হইয়াছে ও তাহা ভাড়া দিতে পারেন নাই]

অতএব সেই অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণ করা যায় বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন

---

১০২ নম্বর

জলপ্রণালী অন্যমুখ করিবার নিষেধার্থ আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

[৮১ নং পাঠের ন্যায়]

অতএব প্রতিবাদির প্রতি পূর্ব্বোক্তমতে জল অন্যমুখ করিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা করা যায়, বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন

---

১০৩ নম্বর

অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হইবার ভয় দেখান যাওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার ও নিষেধ আজ্ঞার জন্যে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১। বাদী (স্বীয় পিতামহের প্রতিমূর্ত্তির) স্বামী আছেন ও নিম্নলিখিত সকল সময়েই ছিলেন, (সেই প্রতিমূর্ত্তি অতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল) ও

তাহার দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি আর নাই (কিম্বা অর্থ দ্বারা ঐ দ্রব্যের হানির প্রতিকার হইতে পারে না এই মর্ম্মাত্মক কোন বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে)

২ বাদী নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট তাহা রাখেন

৩ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির স্থানে তাহা ফেরত চাহেন ও তাহা রক্ষা করণের সকল খরচ দিতে প্রস্তাব করেন

৪ প্রতিবাদী বাদিকে তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত নহেন, ও তাঁহার প্রতি তাহা ফিরিয়া দিবার আদেশ করা গেলে তাহা লুকাইয়া রাখিবেন কি স্থানান্তর করিবেন কি কাটিবেন কি তাহার অপকার করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন

৫ (উক্ত প্রতিমূর্ত্তির) হানি হইলে যত টাকা হউক তদ্দ্বারা বাদির উপযুক্ত হানিপূরণ হইতে পারে না

অতএব বাদী এই প্রার্থনা করেন যে,

(১) নিষেধ আজ্ঞা দ্বারা প্রতিবাদিকে ঐ (প্রতিমূর্ত্তি) স্থানান্তর করিতে কি তাহার অপকার করিতে কি তাহা লুকাইয়া রাখিতে নিবারণ করা যায়,

ও তিনি বাদিকে তাহা ফিরিয়া দেন

---

১০৪ নম্বর

বাদ প্রতিবাদার্থক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন —

১ নিম্নলিখিত দাওয়ার তারিখের পূর্ব্বে গগন নামক এক ব্যক্তি [নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্যে] বাদির নিকট অমুক সম্পত্তি [সম্পত্তির বর্ণনা করিতে হইবে] গচ্ছিত রাখেন

২। [উক্ত গগন প্রতিবাদি চন্দ্রের নামে নিরূপণপত্র করিয়া তাঁহার প্রতি ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া] উক্ত প্রতিবাদী দাওয়া করিতেছেন

৩। (উক্ত গগন ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া আমাকে দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া) প্রতিবাদী শ্রীঈশানও তাহা দাওয়া করিতেছেন

৪ বাদী ঐ ঐ প্রতিবাদিদের স্বত্বের মর্ম্ম অবগত নহেন

৫ ঐ সম্পত্তির উপর বাদির কোন দাওয়া নাই ও আদালত যাঁহাকে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন

৬ বাদিদের কোন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগ করিয়াই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় নাই।

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন,

(১) প্রতিবাদিগণের প্রতি নিষেধ আজ্ঞা করণদ্বারা ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে বাদির নামে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য চালাইতে নিবারণ করা যায়

(২) ঐ সম্পত্তির উপর তাঁহাদের দাওয়া বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করিতে আদেশ করা যায়

(৩) তাঁহাদের সেই মোকদ্দমা উপস্থিত থাকনসময়ে কোন ব্যক্তির প্রতি সেই সম্পত্তি লইয়া রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়

(৪) সেই [ব্যক্তির] প্রতি ঐ সম্পত্তি দেওয়া গেলে পর তৎসম্পর্কে উক্ত কোন প্রতিবাদির নিকট বাদিকে দায় হইতে মুক্ত করা যায়।

১০৫ নম্বর

উত্তমর্ণদ্বারা ধনাধ্যক্ষতাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ অমুক স্থানবাসী মৃত ঈশান মরণকালে বাদির নিকট এত টাকা ঋণী ছিলেন ও তাঁহার সম্পত্তির উপর এখনও ঐ ঋণের দায় আছে [এই স্থলে ঋণের ভাব ও নিদর্শনপত্র থাকিলে তাহারও বর্ণনা করিতে হইবে]

২ ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উইল লিখিয়া চন্দ্রকে আপন উইল অনুযায়ী অছির পদে নিযুক্ত করিয়া যান [কিম্বা আপনার সম্পত্তি অমুকের প্রতি ন্যস্ত করিয়া কিম্বা স্থল বিশেষে উইল না লিখিয়া মরেন]

৩ উক্ত চন্দ্র ঐ উইল প্রমাণীকৃত করেন, [কিম্বা মৃত ব্যক্তির ধনাধ্যক্ষতাপত্র অমুককে দেওয়া যায়]

৪ প্রতিবাদী উক্ত ঈশানের অস্থাবর [ও স্থাবর সম্পত্তির কিম্বা স্থাবর সম্পত্তির উৎপন্ন টাকা] অধিকার করিয়া লইয়াছেন কিন্তু বাদির উক্ত ঋণ শোধ করেন নাই

৫ উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে মরিয়াছেন

৬ বাদির প্রার্থনা এই যে, উক্ত মৃত ঈশানের অস্থাবর [ও স্থাবর] সম্পত্তির হিসাব লওয়া যায়, ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে তাহার ধনাধ্যক্ষতা করা যায়

---

১০৬ নম্বর

উইলক্রমে নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির প্রাপণীয় ব্যক্তিদের দ্বারা ধনাধ্যক্ষতাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

[১০৫ নং পাঠ এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে]

[১ দফা ত্যাগ করিয়া ২ দফা এইরূপে আরম্ভ করিতে হইবে] অমুক স্থানবাসী মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে আপনার উইল লিখিয়া চন্দ্রকে ঐ উইল অনুযায়ী অছির পদে নিযুক্ত করেন, ও সেই উইলক্রমে বাদিকে [যাহা প্রদান করা গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] দিয়া যান

৪ দফার পরিবর্ত্তে এই কথা

উক্ত ঈশানের অস্থাবর সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত [যাহা প্রদান করা গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] প্রতিবাদির অধিকারে আছে

৬ দফার প্রথম কথার পরিবর্ত্তে এই মর্ম্মের কথা লিখিতে হইবে, বাদির প্রার্থনা এই যে, প্রতিবাদির প্রতি উক্ত [যাহা প্রদান করা গেল বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] বাদিকে দিতে আজ্ঞা করা যায় অথবা যে প্রভৃতি।

---

১০৭ নম্বর

উইলক্রমে ধন প্রাপণীয় ব্যক্তিদের দ্বারা ধনাধ্যক্ষতাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

[১০৫ নং পাঠ এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে]

[২ দফা ত্যাগ করিয়া দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে]

অমুক স্থানবাসী মৃত ঈশান, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়ম মতে

আপনার শেষ উইল দ্বারা . . . চন্দ্রকে ঐ উইলের অনুযায়ী অছির পদে নিযুক্ত করেন, ও সেই উইলক্রমে বাদিকে এত টাকা দিয়া যান

৪ দফায় 'ঋণ' শব্দের পরিবর্তে "প্রাপ্য ধন" শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে

অন্য পাঠ

শ্রীঈশান .. বাদী
শ্রী . . গণ প্রতিবাদী

উপরোক্ত বাদী শ্রীঈশান এই বর্ণনা করিতেছেন, -

১ কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীআনন্দ (১৮৭৩ সালের মার্চ মাসের ৭ম দিনে) নিয়মমতে আপনার উইল লিখিয়া প্রতিবাদিকে ও শ্রীমনোমোহনকে অছির পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট আপন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই নিয়মে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া যান যে, বাদির যাবজ্জীবন ঐ সম্পত্তির ভাড়া ও আয় তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে, বাদির মরণকালে যদি তাঁহার একুশ বৎসর বয়স্ক সন্তান না থাকেন, কিম্বা একুশ বৎসর বয়স্ক কি বিবাহিতা কন্যা না থাকেন, তবে বাদির মরণকালেও তাঁহার উক্ত প্রকার সন্তান সন্ততি অভাবে উক্ত আনন্দ উইল না লিখিয়া মরিলে যিনি আইন মতে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতেন, তাঁহারই নিমিত্ত আপনার স্থাবর সম্পত্তি ও যাঁহারা অস্তবন্ধ হইতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত আপনার অস্থাবর সম্পত্তি ন্যাসস্বরূপ রাখিবেন উইলকারকের বর্তমানে (উক্ত মনমোহন মরেন)

২ উইলকারক (১৮৭৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে মরিলে, প্রতিবাদী (১৮৭৮ সালের অক্টোবর মাসের চতুর্থ দিবসে) ঐ উইল সপ্রমাণ করিয়া লন বাদির বিবাহ হয় নাই

৩ উইলকারকের মরণসময়ে তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব ছিল, প্রতিবাদী স্থাবর সম্পত্তির খাজনা ও ভাড়া আদায় করিতে লাগিলেন ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিলেন ও স্থাবর সম্পত্তির একাংশ নিলাম করিয়াছেন

বাদির প্রার্থনা এই যে

(১) এই আদালতে উক্ত আনন্দের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা কার্য্য করা যায় ও তদ্দরুণ যে আদেশ করা ও যে হিসাব লওয়া উচিত তাহা করা ও লওয়া যায়

(২) আদালতের ভাব বিবেচনায় আর কি অন্য যে উপকার প্রয়োজন তাহা করা যায়

শ্রীঈশান ... ... বাদী।
শ্রী . . গণ . . প্রতিবাদী

প্রতিবাদির লিখিত বর্ণনা

১ আনন্দের উইলে তাঁহার ঋণশোধ করিবার আদেশ ছিল ও তিনি ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইয়া মরেন মরণকালে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ছিল প্রতিবাদী তাহা বিক্রয় করিলে তদ্দ্বারা খরচ বাদে নিট এত টাকা উৎপন্ন হয় উইলকারকের অস্থাবর কতক প্রাপ্যও ছিল, প্রতিবাদী তাহা আদায় করেন ও তদ্দ্বারা নিট এত টাকা উৎপন্ন হয়

২। প্রতিবাদী উক্ত মতে টাকা ও স্থাবর সম্পত্তির খাজনা ও ভাড়া বলিয়া যে এত টাকা পান, উইলকারকের সমাধি কার্য্যে ও উইলসংক্রান্ত খরচে ও উইলকারকের কোন কোন ঋণ শোধে সেই সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

৩ প্রতিবাদী সকল হিসাব লিখিয়া [১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসের দশম দিবসে] বাদির নিকট তাহার এক কিতা নকল পাঠাইয়া ঐ হিসাব সপ্রমাণ করণার্থে বাদিকে স্বচ্ছন্দে সকল ভৌচর দেখাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বাদী প্রতিবাদির প্রস্তাবমতে কার্য্য করিলেন না।

৪ প্রতিবাদির নিবেদন এই যে এই মোকদ্দমার সকল খরচ বাদির দেওয়া উচিত।

১০৮ নম্বর

ন্যাস সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন বিষয়ক আবেদনপত্র অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

উপকার প্রাপণীয় বা উপকার প্রাপণীয়দের মধ্যে একজন অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদির পিতা ও মাতা শ্রীঈশানের ও শ্রীমতী হরমণির বিবাহ কালে, বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ তারিখের যৌতুক ধন নিরূপণপত্রের [অথবা, শ্রীচন্দ্র নামক প্রতিবাদির এবং ঈশানের অন্য অন্য উত্তমর্ণদের উপকারার্থে ঈশানের সম্পত্তি ও বিষয় নিরূপণপত্রের ন্যাসধারিদের মধ্যে একজন ছিলেন

২ উক্ত শ্রীআনন্দ আপনার উপর উক্ত ন্যাসের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও উপরোক্ত নিরূপণপত্রক্রমে স্থাবর ও অস্থাবর যে সম্পত্তি হস্তান্তর [বা নিরূপণ] করা গেল তাহা [কিম্বা তাহার উৎপন্ন টাকা] বাদির অধিকারে আছে।

৩ উক্ত শ্রীচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত পত্রক্রমে উপকারজনক স্বত্বের অধিকারী বলিয়া দাওয়া করিতেছেন

৪ বাদী উক্ত স্থাবর সম্পত্তির যে সকল খাজনা ও লভ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন [ও উক্ত স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি কি তাহার একাংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি কি তাহার একাংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা কিম্বা, উক্ত ন্যাসধারী স্বরূপ ঐ ন্যাস সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনে যে টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন] তাহার হিসাব দিতে ইচ্ছুক আছেন এবং তাঁহার প্রার্থনা এই যে, আদালত উক্ত ন্যাসসংক্রান্ত কার্য্যে হিসাব লন ও উক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের ও তদ্রূপ ধনাধ্যক্ষতায় অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহাদের উপকারার্থে উক্ত শ্রীচন্দ্রের ও আদালত তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত অন্য যে ব্যক্তিদিগকে আদেশ করেন তাহাদের সাক্ষাৎ আদালতেই উক্ত সম্পত্তির ন্যাসসংক্রান্ত সমুদয় ধনাধ্যক্ষতা কার্য্য করা যায়, অথবা উক্ত [illegible] উপযুক্ত [illegible]।

[মন্তব্য উপকার প্রাপণীয় ব্যক্তির দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, উইল ক্রমে ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্রের প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পাঠের ন্যায় আবেদনপত্র লেখা যাইতে পারিবে]

১০৯ নম্বর।

বন্ধকী দেনা বিক্রয়করণ বিষয়ক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ প্রতিবাদী এত টাকা কর্জ লইয়া বৎসর শতকরা ৩ টাকার হিসাবে সুদ দিবার নিয়মে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে

ঐ আসল টাকার ও সুদের জামিনস্বরূপ বং কীগজ লিখিয়া বাদির ও তাহার উত্তরাধি-কারিদের [কিম্বা অছিদের কি ধনাধ্যক্ষদের] ও আসৈনদের প্রতি এই আদালতে এলাকার অন্তর্গত বাগান ও বাহিরঘর প্রভৃতি সহিত এক বাটী হস্তান্তর (কি নিরূপণ) করিয়া দেন ও উক্ত প্রতিবাদী যে দিন উক্ত আসল টাকা ও সুদ দিয়া ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার নিয়ম করেন সেই দিন বহুকাল গত হইয়াছে

২ উক্ত বন্ধকের উপর উক্ত প্রতিবাদির স্থানে বাদীর আসল ও সুদ এত টাকা এখন প্রাপ্য আছে

৩ বাদির প্রার্থনা এই এই (ক) আদালত প্রতিবাদির প্রতি আদালতের নির্দ্ধারিত কোন দিনে উক্ত এত টাকা ও এই আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ টাকা না দেওন পর্য্যন্ত আর যত সুদ পাওনা হইবে তাহা ও এই মোকদ্দমার খরচা দিতে আজ্ঞা করেন, আর তিনি ঐ টাকা না দিলে উক্ত বন্ধকী বাড়ীর উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা যায় ও সেই বাড়ী বাদির অধিকার করিয়া দেওয়া যায় অথবা (খ) বাড়ী বিক্রীত হইয়া তদুৎপন্ন টাকা হইতে উক্ত আসল টাকা ও সুদ ও খরচ দেওয়া যায় ও (গ) সেই উৎপন্ন টাকাতে ঐ সমুদয় টাকা শোধ করিতে না কুলাইলে প্রতিবাদী অবশিষ্ট টাকা শোধ না করণ পর্য্যন্ত বৎসর শতকরা ছয় টাকার হিসাবে সুদ সুদ্ধ বাদিকে ঐ টাকা দেন ও (ঘ) তদর্থে আদালত প্রয়োজনীয় সকল আজ্ঞা করেন ও হিসাব লন।

---

১১০ নম্বর

বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণবিষয়ক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

(১০৯ নং পাঠ এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে)

১ দফার উল্লিখিত বৃত্তান্ত এবং ব্যক্তিদের নাম একের স্থানে অন্যটি পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে হইবে—

২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে —

২। এইক্ষণে ঐ বন্ধকের উপর বাদির স্থানে প্রতিবাদির আসল ও সুদসুদ্ধ এত টাকা পাওনা আছে বাদী প্রতিবাদিকে সেই টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন এবং এই আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে প্রতিবাদি ইহার নোটিস পাইয়াছেন

৩ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে, —

৩ বাদির প্রার্থনা এই যে তিনি উক্ত বাড়ী বন্ধক হইতে উদ্ধার করিতে পান এবং আদালত যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে সুদসুদ্ধ উক্ত এত টাকা ও আদালত খরচার আজ্ঞা করিলে যত টাকা আজ্ঞা করেন তত্তই দেওয়া গেলে আদালত প্রতিবাদির প্রতি সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া বাদির হস্তে ফিরিয়া দিতে আদেশ করেন, এবং সেই হস্তান্তরকরণ পত্র প্রস্তুত করিয়া সম্পাদন করণার্থে এবং অন্য যে কিছু করা গেলে বাদী বন্ধক হইতে মুক্তভাবে সেই সম্পত্তির অধিকার পাইতে পারেন আদালত সেই সকল কার্য্য করণার্থে উপযুক্ত সকল আদেশ করেন

---

১১১ নম্বর

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনার্থ আবেদনপত্র (১ নং)

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। উপরোক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের স্বাক্ষরিত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক

তারিখের নিয়মপত্রক্রমে উক্ত শ্রীচন্দ্র এত টাকা দিয়া বাদির স্থানে ঐ নিয়মপত্রের বর্ণিত ও উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে (বা এত টাকা লইয়া বাদির নিকট বিক্রয় করিতে) চুক্তি করেন

২ উক্ত নিয়মপত্রমতে উক্ত চন্দ্রের যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য, বাদী তাঁহাকে সেই সেই কার্য্য নির্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে বলিলেও প্রতিবাদী তাহা করেন নাই।

৩ ঐ নিয়মপত্রমতে বাদী শ্রীআনন্দের পক্ষে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহা নির্দিষ্ট-মতে সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন, এখনও আছেন, ও উক্ত শ্রীচন্দ্র ইহার নোটিস পাইয়াছেন

অতএব বাদী এই প্রার্থনা করেন যে উক্ত নিয়মপত্রমতে শ্রীচন্দ্রের যাহা যাহা কর্ত্তব্য হয়, আদালত তাঁহার প্রতি সেই সেই কর্ম্ম নির্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে এবং উক্ত শ্রীআনন্দ যাহাতে ঐ সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন এমত সকল কার্য্য করিতে (কিম্বা উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর করণপত্র ও অধিকার গ্রহণ করিতে) ও মোকদ্দমার খরচা দিতে আজ্ঞা করেন

(মন্তব্য কোন নিয়মপত্র ব্যর্থ করিবার জন্যে সমর্পণ করণার্থে মোকদ্দমা হইলে, ২ ও ৩ দফা ত্যাগ করিয়া, ঐ নিয়মপত্র ব্যর্থ করিবার জন্যে সমর্পণ করিবার প্রার্থনা যে যে কারণে করা যায় অর্থাৎ বাদী ভুলক্রমে কিম্বা তাড়িত হইয়া কিম্বা প্রতিবাদির প্রতারণা-হেতুক তাহাতে স্বাক্ষর করেন, ইত্যাদি কারণের বর্ণনাসূচক এক দফা লিখিয়া যে যে উপকার পাইবার চেষ্টা হয় তদনুসারে প্রার্থনা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে)

---

১১২ নম্বর।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনার্থ আবেদনপত্র (১ নং)

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ ইহার সঙ্গে যে নিয়মপত্র দেওয়া গেল অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সেই নিয়মপত্রের নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে প্রতিবাদির সম্যক্ প্রকারে অধিকার ছিল

২ সেই দিনে বাদী ও প্রতিবাদী নিয়মপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

৩ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিকে এত টাকা দিতে উদ্যত হইয়া ঐ সম্পত্তির হস্তান্তরকরণপত্র চাহেন

৪ বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পুনরায় হস্তান্তরকরণপত্র চাহেন। [কিম্বা, প্রতিবাদী বাদিকে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে অস্বীকার করেন]

৫ প্রতিবাদী সেই হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দেন নাই

৬ বাদী এখনও প্রতিবাদীকে সেই সম্পত্তির ক্রয়ের টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে,

(১) প্রতিবাদী (সেই নিয়মপত্রের নিয়মানুসারে) বাদিকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দেন

(২) ও এতদিন তাহা না দেওন প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা দেন

বেতনাদির দাওয়া

বাদী কেরাণি [বা অন্য কর্ম্মকারকস্বরূপ] বাকী বেতন বলিয় এত টাকার দাওয়া করেন

সুদের দাওয়া

বাদী যে টাকা ঋণ দেন তাহার উপর সুদ বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন

জাহাজ দ্বারা হানিপূরণার্থ টাকার দাওয়া

জাহাজ দ্বারা হানিপূরণার্থ অংশাংশক্রমে যে টাকা পাওয়া যাইতে পারে তাহা বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া

মালের ভাড়ার দাওয়া

বাদী মালের ভাড়া ও গড়হেরী বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন

ব্যাঙ্করের হাতে গচ্ছিত টাকার দাওয়া

ব্যাঙ্করস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট বাদী এত টাকা গচ্ছিত রাখেন বলিয়া তাহা পাইবার দাওয়া করেন

উকীলস্বরূপ রসুমাদির দাওয়া।

বাদী উকীলস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া রসুম বলিয়া এত টাকার ও অন্য অন্য খরচ বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন

কমিশ্যনের দাওয়া

বাদী (নীলামদার কি জুলার দালাল প্রভৃতি যে কর্ম্ম করিলেন তদ্দারা প্রাপ্য) কমিশ্যন বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন

চিকিৎসা প্রভৃতির নিমিত্ত দাওয়া

চিকিৎসকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া

বিবাহপণের নিমিত্ত দেওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া

বাদী বিবাহপণের নিমিত্ত এত টাকা দিয়া তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন

গুদামের ভাড়ার দাওয়া

মাল গুদামজাত করাতে বাদির এত টাকার দাওয়া

মালবহনের ভাড়ার দাওয়া

রেলওয়ে দ্বারা মাল বহন প্রযুক্ত বাদির এত টাকার দাওয়া।

ঘরের ভোগাধিকার প্রযুক্ত দাওয়া

ঘরের ভোগাধিকার হেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া

মালের ভাড়ার দাওয়া

(লওয়াজিমার) ভাড়া বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া

কর্ম্মের নিমিত্ত দাওয়া

(সরবেয়র প্রভৃতিস্বরূপ) কর্ম্ম করাতে বাদির এত টাকার দাওয়া

আহারের ও বাসার নিমিত্তে দাওয়া

আহারাদি ও বাসা হেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া

স্কুলের ফীর দাওয়া।

অমুক নামক বালককে (আহারাদি ও বাসস্থান ও) শিক্ষা দেওনহেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া

যে টাকা পাওয়া গেল তাহার দাওয়া

প্রতিবাদী বাদির উকীল (বা কর্ম্মকারক বা তহশীলদার প্রভৃতি) স্বরূপ যে টাকা পান বাদির সেই এত টাকার দাওয়া

পদের ফী পাইবার দাওয়া

প্রতিবাদী অমুক পদের কর্ম্ম করার ছলে যে ফী পান ঐ ফী বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া

অতিরিক্ত টাকার দাওয়া

বাদী রেলওয়ে দ্বারা মাল চালান করিলে ভাড়া বলিয়া তাঁহার স্থানে অতিরিক্ত টাকা লওয়া যায়, ইহাতে বাদির এত টাকা পাইবার দাওয়া

প্রতিবাদী অমুক কর্ম্ম করিয়া অতিরিক্ত ফী লওয়াতে বাদির এত টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া

পণধারির স্থানে টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া

পণধারিস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট এত টাকা গচ্ছিত থাকাতে বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া

পণধারির স্থানে টাকা পাইবার দাওয়া

পণধারিস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট এত টাকা গচ্ছিত হওয়াতে ও সেই টাকা বাদির প্রাপ্য হওয়াতে বাদির তাহা পাইবার দাওয়া

কর্ম্মকারকের হাতে ন্যস্ত টাকার দাওয়া।

বাদির কর্ম্মকারক স্বরূপ প্রতিবাদির হাতে এত টাকা ন্যস্ত থাকাতে বাদির ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

প্রতারণা দ্বারা প্রাপ্ত টাকার দাওয়া

বাদির স্থানে প্রতারণা দ্বারা এত টাকা হরণ করা যাওয়াতে বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া।

ভ্রমক্রমে দেওয়া টাকার দাওয়া।

বাদী ভ্রমক্রমে প্রতিবাদিকে এত টাকা দেওয়াতে বাদির সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া

কোন কার্য্য হেতুক টাকা দেওয়া গেলে সেই কার্য্যসাধন না হওয়া প্রযুক্ত ঐ টাকার দাওয়া

(কোন কার্য্য করিবার নিমিত্ত কিম্বা না করা প্রযুক্ত কিম্বা হুণ্ডীর টাকা দেওনার্থে কি হুণ্ডীর টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত) প্রতিবাদিকে এত টাকা দেওয়া গিয়াছিল, বাদির সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া

কএকখানি ঘোড়ার নিরূপণ করিবার কথা হওয়াতে বাদী এত টাকা গচ্ছিত করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন

প্রতিবাদির নিমিত্ত প্রতিভূর দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া

বাদী প্রতিবাদীর প্রতিভূস্বরূপ তাহার নিমিত্ত এত টাকা দেওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন

খাজানা দেওয়া গেলে তাহার দাওয়া

প্রতিবাদির স্থানে এত টাকা খাজানা পাওনা থাকাতে বাদী তাহা দিলে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন

উপকারার্থে হুণ্ডীর উপর দত্ত টাকা পাইবার দাওয়া

যে হুণ্ডী স্বীকার করা গিয়াছে (কি যাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা গিয়াছে) তাহার উপর বাদী প্রতিবাদির উপকারার্থে এত টাকা দেওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

জামিনের টাকার দাওয়া।

বাদী প্রতিভূস্বরূপ টাকার একাংশ দেওয়াতে তাঁহার সেই এত টাকা পাইবার দাওয়া।

সংখ্যাতকের দত্ত টাকার দাওয়া।

বাদির ও প্রতিবাদির একত্র যে খং ছিল, বাদী তাহা শোধ করাতে প্রতিবাদির স্থানে তাহার একাংশ এত টাকার দাওয়া করেন

খাতের উপর যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দেওয়াতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া

প্রতিবাদির খাতের উপর টাকার দাওয়া হওয়াতে বাদী তাহা দিলে প্রতিবাদী তাঁহার ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে আবদ্ধ হওয়াতে বাদির এত টাকার দাওয়া

মীমাংসাক্রমে দেয় টাকার দাওয়া

মীমাংসাক্রমে দেয় বাদির এত টাকার দাওয়া

জীবনের নিমিত্ত বিমাপত্র হেতু দাওয়া

মৃত গুণমণির জীবনের উপর এত টাকার যে বিমাপত্র ছিল বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া

খতের টাকার দাওয়া

আসল ও সুদ এত টাকার খতের উপর বাদির এত টাকার দাওয়া

ভিন্নদেশীয় নিষ্পত্তির উপর দাওয়া

রুশীয়া রাজ্যের অন্তর্গত অমুক আদালতের নিষ্পত্তির উপর বাদির এত টাকার দাওয়া

হুণ্ডী প্রভৃতির উপর দাওয়া

প্রতিবাদী যে চ্যাক দেন তাহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া

প্রতিবাদী যে হুণ্ডী স্বীকার করেন (বা যাহা লিখেন বা যাহার পৃষ্ঠলিপি লিখেন) তাহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া

প্রতিবাদী যে খৎ লিখেন (বা যাহার পৃষ্ঠলিপি লিখেন) তাহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া

প্রতিবাদী শ্রীআনন্দ হুণ্ডী স্বীকার করিলে ও প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র ঐ হুণ্ডী লিখিলে (কি তাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিলে) তাঁহাদের নামে বাদির এত টাকার দাওয়া

প্রতিভূর উপর দাওয়া

প্রতিবাদী বিক্রীত কোন দ্রব্যের জামিন হওয়াতে তাঁহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া

বিক্রীত কোন দ্রব্যের মূল্য নিমিত্ত [কিম্বা বাকী খাজানা কিম্বা খং বলিয়া কিম্বা বাদীর নিমিত্ত কর্মকারকস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীআনন্দ যে টাকা পান, তন্নিমিত্ত কিম্বা অন্য প্রকারে] প্রতিবাদী শ্রীআনন্দ দায়ী ও প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র প্রতিভূ হওয়াতে, তাঁহাদের উপর বাদির এত টাকার দাওয়া

খাতের উপর দাওয়া

খাতের উপর দাওয়া স্বরূপ বাদির এত টাকার দাওয়া

খরচা প্রভৃতি বিষয়ক পৃষ্ঠলিপি

(উপরোক্ত পাঠের কথার সঙ্গে সঙ্গে এই এই কথাও লিখিতে হইবে) খরচার নিমিত্ত এত টাকা এবং যত টাকার দাওয়া হয় তাহা এই আবেদনপত্র জারী হওয়ার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে [কিম্বা আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিতে হইলে আজ্ঞাপত্রে উপস্থিত হইবার যে মিয়াদ থাকে সেই মিয়াদ উল্লেখ করিয়া এত দিনের মধ্যে] বাদিকে কি তাঁহার উকীলকে দেওয়া গেলে এই মোকদ্দমা ঘটিত আর সকল কার্য্য স্থগিত হইবে।

হানিপূরণ পাইবার ও অন্যান্য দাওয়ার কথা

কর্ম্মকারক প্রভৃতিবর্গ।

বাদিকে নিয়োগীস্বরূপ কর্ম দিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

বাদী বিশেষ নিয়মে প্রতিবাদির নিকট কর্ম্ম করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহাকে অন্যায়মতে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে বাদির হানিপূরণের ও [বাকী বেতন বলিয়া এত টাকার] দাওয়া।

প্রতিবাদী বাদির কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অন্যায়মতে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে বাদির হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার দাওয়া।

বাদির নিকট প্রতিবাদী কর্ম্মকারক [প্রভৃতি] হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করাতে বাদির হানিপূরণ পাইবার ও প্রতিবাদী কর্ম্মকারক প্রভৃতিস্বরূপ এত টাকা পাইয়াছিলেন বলিয়া] সেই টাকা পাইবার দাওয়া।

কর্ম্ম শিক্ষার্থির দাওয়া

প্রতিবাদির [কি বাদির] নিকট শ্রীঅমুকের কর্ম্ম শিক্ষার্থি হওয়ার নিদর্শনপত্রের নিয়মভঙ্গহেতুক বাদির হানিপূরণ পাইবার দাওয়া।

সালিসীতে অর্পণ বিষয়ক দাওয়া

শ্রীঅমুকের মীমাংসা অনুসারে কার্য্য না হওয়াতে বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

আক্রমণ প্রভৃতি হেতুক দাওয়া

আক্রমণ করণ (ও অন্যায়মতে আটক রাখন ও ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক অভিযোগ করণ হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

স্বামীর ও স্ত্রীর দাওয়া

বাদির প্রতি আক্রমণ (ও তাঁহাকে অন্যায়মতে আটক রাখন হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

স্বামীর ও স্ত্রীর বিপরীত দাওয়া

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক আক্রমণ করাতে বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

উকীলের বিরুদ্ধে দাওয়া

প্রতিবাদী বাদির পক্ষ উকীল হইয়া অবহেলা দ্বারা যে হানি জন্মান বাদির সেই হানিপূরণের দাওয়া।

নিক্ষেপণ বিষয়ক দাওয়া

মাল রক্ষা করিবার অবহেলা হেতুক (ও অন্যায়মতে আটক রাখন হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

পণ দেওন বিষয়ক দাওয়া

পণ দেওয়া দ্রব্য রাখিবার অবহেলা হেতুক (ও অন্যায়মতে আটক রাখন হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

ভাড়া বিষয়ক দাওয়া

ঘোড়া (কি গাড়ী) ভাড়া দেওয়াতে তাহা রক্ষা করিবার অবহেলা হেতুক (ও অন্যায়মতে প্রভৃতি) বাদির হানি পূরণের দাওয়া।

ব্যাঙ্কারের উপর দাওয়া।

বাদির চ্যাকে টাকা দিতে অন্যায়মতে অবহেলা করণহেতুক (কিম্বা না দেওনহেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

হুণ্ডীবিষয়ক দাওয়া

বাদির হুণ্ডী স্বীকার করিবার চুক্তি ভঙ্গ হেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া

নিবন্ধপত্র হেতুক দাওয়া

অমুক ব্যবসায় না করিবার নিয়মে যে নিবন্ধপত্র লেখা যায় তাহার উপর বাদির দাওয়া

বাহকের উপর দাওয়া

রেলওয়ের দ্বারা বাদির মাল চালান করিবার অসম্মতি হেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া

রেলওয়ের দ্বারা বাদিকে লইয়া যাইবার অসম্মতি হেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া

রেলওয়ের দ্বারা কয়লা চালান করিয়া পঁহুছাইয়া দেওন সম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্ঘন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

সমুদ্রপথে কল চালান করিয়া পঁহুছাইয়া দেওন সম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্ঘন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চার্টর পার্টি বিষয়ক দাওয়া

(মেরি) নামক জাহাজের ভাড়া দিবার নিয়মলঙ্ঘন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

মাল ফিরিয়া পাইবার ও হানিপূরণের দাওয়া

বাদী ঘরের দওয়াজিমা (প্রভৃতি) ফিরিয়া পাইবার কি তাহার মূল্য পাইবার ও তাহা আটক রাখা হেতুক হানিপূরণ পাইবার দাওয়া করেন

বঞ্চিত করা প্রযুক্ত হানিপূরণের দাওয়া

মাল ও ঘরের দওয়াজিমা প্রভৃতি হইতে বাদিকে অন্যায়মতে বঞ্চিত করণপ্রযুক্ত বাদির দাওয়া

অপবাদ হেতুক দাওয়া

লিখিত অপবাদহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

বাচনিক অপবাদ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

অন্যায়মতে ক্রোককরণ প্রযুক্ত দাওয়া

অন্যায়মতে ক্রোক করণপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

(যে ক্রোকের নালিশ হয় তাহা অন্যায়, কি অতিরিক্ত ভাবের কি অনিয়মিত হইলে এই পাঠ চলিতে পারিবে)

বেদখল করণ হেতুক দাওয়া

বাদী অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের ঘরের কিম্বা অমুক জিলার অমুক পরগণার অন্তর্গত অমুক মৌজার অধিকার ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন

স্বত্ব স্থাপন ও খাজনা আদায় করণার্থ দাওয়া

বাদী অমুক সম্পত্তিতে এই স্থলে সম্পত্তির বর্ণনা লিখিবে আপনার স্বত্ব স্থাপন ও তাহার খাজানা আদায় করিবার দাওয়া রাখেন

[পূর্ব্বের দুই পাঠ একত্র ভাবে লেখা যাইতে পারিবে]

জলকর বিষয়ক দাওয়া

বাদির মৎস্য ধরিবার স্বত্ব লঙ্ঘন হওয়াতে তিনি হানিপূরণের দাওয়া করেন

প্রতারণাহেতুক দাওয়া

ঘোড়া (কি ব্যবসায় কি শ্যার প্রভৃতি) বিক্রয় করণ সময়ে প্রতারণা পূর্ব্বক মিথ্যা বর্ণনা করাতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

শ্রীঅমুকের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে প্রতারণাপূর্ব্বক মিথ্যা বর্ণনা করাতে বাদী হানি-পূরণের দাওয়া করেন

প্রাতিভাব্য হেতুক দাওয়া

শ্রীঅমুকের নিমিত্ত প্রাতিভাব্যের চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদী দ্রব্য ক্রোক করণার্থে প্রতিবাদির সপক্ষ কর্ম্মকারক হওয়াতে বাদিকে ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

বিমাপত্র সম্পর্কীয় দাওয়া

[বযাল চার্টর] নামক জাহাজের উপর যে বিমাপত্র দেওয়া যায় তৎসম্পর্কীয় হানি-হেতুক ও তদগত মালের ভাড়ার উপর (কিম্বা বিমাপত্রের নিমিত্ত দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত) বাদির দাওয়া

[যে হানি হেতুক দাওয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণ কি অংশ মাত্র হইলেও এই পাঠ চলিতে পারিবে]

অগ্নিজন্য ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতিপত্র সম্পর্কীয় দাওয়া

ঘরের ও লওয়াজিমার হানিহেতুক অগ্নিজন্য ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতিসূচক বিমাপত্রের উপর বাদী দাওয়া করেন

ঘরের উপর বিমাপত্র দিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ঘর মেরামত করিয়া রাখিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত দাওয়া

ইজারার পাট্টার উল্লিখিত নিয়মভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

চিকিৎসক সম্পর্কীয় দাওয়া

প্রতিবাদী চিকিৎসক হইয়া তাঁহার তাচ্ছল্য হেতুক বাদির যে হানি হয় তৎপযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

হানিজনক পশ্বাদি বিষয়ক দাওয়া

প্রতিবাদির কুক্কুর দ্বারা হানি হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

তাচ্ছল্য ঘটিত দাওয়া

প্রতিবাদী কি তাঁহার চাকরেরা অমনোযোগে গাড়ী চালাবাহতে হানি হওয়া পযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

প্রতিবাদির রেলওয়ে গাড়িতে বাদী চড়নদার হইয়া যাইতেছেন এমন সময়ে প্রতি-বাদির চাকরদের তাচ্ছল্যহেতুক বাদির হানি হওয়াতে তিনি সেই হানিপূরণের দাওয়া করেন

বাদী প্রতিবাদির রেলওয়ে ষ্টেশনে ছিলেন এমন সময়ে ঐ ষ্টেশনের অসদ্ব্যবস্থা হেতুক হানি হওয়াতে তিনি সেই হানিপূরণের দাওয়া করেন

১৮৫৫ সালের ১৩ আইন সম্পর্কীয় দাওয়া

শ্রীঅমুক প্রতিবাদির রেলওয়ের গাড়িতে চড়নদার হইয়া যাইতেছিলেন এমন সময়ে প্রতিবাদির চাকরদের তাচ্ছল্যহেতুক উক্ত শ্রীঅমুকের অত্যন্ত আঘাত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে, বাদী তাঁহার উইলক্রমে নিরূপিত অছিস্বরূপ তাঁহার মৃত্যু জন্য হানিপূরণের দাওয়া করেন

বাগদান সম্পর্কীয় দাওয়া

বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মালবিক্রয় করণ সম্পর্কীয় দাওয়া।

কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দেওনের চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

তুলা (প্রভৃতি) না দেওয়া প্রযুক্ত (কিম্বা অপেক্ষাকৃত অল্প দিয়া কিম্বা অল্প গুণের তুলা প্রভৃতি দিয়া কিম্বা বিক্রয়ের চুক্তিভঙ্গের অন্য কারণে) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

ঘোড়ার বিষয়ে যে নিশ্চিত কথা কহা যায় তাহা সত্য না হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

ভূমি বিক্রয় সম্বন্ধীয় দাওয়া

ভূমি বিক্রয় (কি ক্রয়) করিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

ঘর ভাড়া দিবার (কি ভাড়া করিয়া লইবার) চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

সাধারণের অনুষ্ঠকার্য্য ও ঘরের সংলগ্ন দ্রব্য ও ব্যবসায়ের স্থিত সহিত সাধারণের আমোদার্থ গৃহের পাট্টা বিক্রয় (কি ক্রয়) করিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

ভূমির হস্তান্তর করণপত্রে স্বত্বের (কিম্বা নিষ্কণ্টকে ভোগ করণ প্রভৃতির) যে নিয়ম থাকে সেই নিয়ম ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করণ হেতুক দাওয়া

প্রতিবাদী বাদির ভূমিতে অন্যায়মতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কূপ হইতে জল তোলন প্রযুক্ত (কিম্বা ঘাসকাটা কিম্বা বড় বড় বৃক্ষচ্ছেদন, কি বেড়া ভাঙ্গন, কি দ্বার উঠাইয়া লওন, কি পথব্যবহার করণ, কি মেষ দিয়া ঘাস চরান, কি তথায় বালি ফেলন, কি তথা হইতে কাঁকর তুলিয়া লওন, কিম্বা নদী হইতে পাথর তুলিয়া লওন প্রযুক্ত) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

রক্ষা করণার্থ উপায় বিষয়ক দাওয়া।

বাদির ভূমি (কি ঘর কি খনি) রক্ষা করণার্থ স্তম্ভাদি অন্যায়মতে হরণ হওয়াতে বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন

পথ সম্পর্কীয় দাওয়া

পথ (রাজপথ কি মফঃস্বল পথ) অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

জলপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ক দাওয়া

জলপ্রণালী অন্যায়মতে অন্যমুখ করা প্রযুক্ত (বা অবরোধ বা মলিন করা বা তাহার জল বহন নিবারণ করা প্রযুক্ত) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

বাদির ভূমির উপর (বা বাদির খনির মধ্যে) অন্যায়মতে জল পড়িতে দেওন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

বাদির কূপের জল ব্যবহার করিতে অন্যায়মতে বাধা দেওয়া প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

চরাণ ভূমি সম্পর্কীয় দাওয়া

বাদির গো মেষাদি চরাইবার স্বত্ব লঙ্ঘন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

পশু চরাইবার যে প্রকারের স্বত্ব হউক এই পাঠ চলিতে পারিবে।

আলো বিষয়ক দাওয়া

বাদির ঘরে আলো প্রবেশের বাধা দেওন প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

পেটেণ্ট বিষয়ক দাওয়া

বাদী যে পেটেণ্ট পাইয়াছেন তাহার লঙ্ঘন প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ক দাওয়া

বাদির গ্রন্থস্বত্বের অপলাপ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

ব্যবসায়ির চিহ্নসম্পর্কীয় দাওয়া

বাদির ব্যবসায়ির চিহ্ন অন্যায়মতে ব্যবহার হওয়া (বা, তদনুরূপ চিহ্ন করা প্রযুক্ত) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

কর্ম্মবিষয়ক দাওয়া

জাহাজ নির্ম্মাণ (কি গৃহাদি মেরামত প্রভৃতি) করিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

জাহাজ নির্ম্মাণাদি করিবার জন্যে বাদিকে কর্ম্ম দিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানি-পূরণের দাওয়া করেন

অনিষ্টজনক কর্ম্ম হেতুক দাওয়া

প্রতিবাদির কুঠী প্রভৃতি হইতে হানিজনক বাষ্প উঠিয়া বাদির ঘরের ও বৃক্ষের ও ফসলাদির হানি হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

প্রতিবাদির কারখানাতে (কি আস্তাবল প্রভৃতিতে) অনেক গোল হওয়াতে অনিষ্টজনক কর্ম্মপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

নিষেধসূচক আজ্ঞা সম্পর্কীয় দাওয়া

[পৃষ্ঠলিপিতে এই কথা সংযোগ করিতে হইবে ও নিষেধসূচক আজ্ঞা হওয়ার

ভূমি পাইবার কিম্বা ভূমিতে স্বত্ব স্থাপন করিবার কি উভয়ের দাওয়া হইলে পৃষ্ঠ-লিপিতে এই এই কথা সংযোগ করিতে হইবে]

ওয়াসিলাৎ

ও ওয়াসিলাতের

বাকী খাজানা

ও খাজানার হিসাব পাইবার কিম্বা বাকী খাজানার

নিয়মভঙ্গ হওন

ও (মেরামৎ প্রভৃতি) করিবার নিয়মভঙ্গ প্রযুক্ত

১ মৃত ব্যক্তির ধনাধ্যক্ষতা করাইয়া লওনার্থে মহাজনের দাওয়া

অমুক স্থানবাসি মৃত অমুকের মহাজনস্বরূপ বাদী উক্ত অমুকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা করাইয়া লইবার দাওয়া করেন উক্ত অমুকের ধনাধ্যক্ষস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের নামে [ও আইনমতে তাহার উত্তরাধিকারিস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীঈশা-নের ও শ্রীগগনের নামে] মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল

২ মৃত ব্যক্তির ধনাধ্যক্ষতা করাইয়া লওনার্থে তাঁহার উইলক্রমে ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া

মৃত অমুক ব্যক্তির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উইলক্রমে, বাদী ধন প্রাপণীয় হইয়া উক্ত অমুকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা করাইয়া লইবার দাওয়া করেন উক্ত অমুকের উইলক্রমে নিরূপিত আছি বলিয়া প্রতিবাদি শ্রীচন্দ্রের

নামে [ও উইলক্রমে স্থাবর সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিস্বরূপ প্রতিবাদী ঈশানের ও শ্রীচরণের নামে] মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল

৩ অংশিত্ব বিষয়ক দাওয়া

(অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের অংশিত্ব পত্রক্রমে) বাদির ও প্রতিবাদির যে অংশিত্ব ব্যবসায় আছে বাদী সেই ব্যবসায়ের হিসাব লইয়া ঐ অংশিত্ব সম্পর্কীয় ব্যাপার বন্ধ করাইবার দাওয়া করেন

৪ বন্ধক গ্রহীতার দাওয়া।

(উভয় পক্ষের মধ্যে) [অধিকারবর্জিত বন্ধক গচ্ছিত করিয়া] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের বন্ধকী পত্রক্রমে বাদির আসল ও সুদ ও খরচা সুদ্ধ যত টাকা পাওনা আছে বাদী তাহার হিসাব লইবার ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার বা ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার দাওয়া করেন

৫। বন্ধকদাতার দাওয়া

অমুক তারিখের যে বন্ধকীপত্র অমুক অমুক [পক্ষের] মধ্যে করা যায় তদনুসারে বাদির কিছু দেনা থাকিলে কত টাকা দেনা আছে বাদী ইহার হিসাব লইবার ও ঐ পত্রে লিখিত সম্পত্তি উদ্ধার করিবার দাওয়া করেন

৬। অংশ বৃদ্ধি করণ বিষয়ক দাওয়া

অমুক তারিখের ধন নিরূপণপত্রক্রমে অমুকের কনিষ্ঠ সন্তানাদির অংশ বলিয়া এত টাকা নিরূপণ হওয়াতে বাদী তাহাদের সেই অংশ বৃদ্ধি করিবার দাওয়া করেন

৭ ন্যাসসাধন বিষয়ক দাওয়া

অমুক অমুক [উভয় পক্ষের] মধ্যে অমুক তারিখের পত্রক্রমে যে ন্যাস নিরূপণ হয় বাদী সেই ন্যাস নিরূপণের অনুযায়ি কার্য্য সাধন হইবার দাওয়া করেন

৮ নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন হইবার দাওয়া

অমুক অমুক [উভয় পক্ষের] মধ্যে অমুক তারিখের যে নিদর্শনপত্র করা যায় বাদী তাহা রহিত বা সংশোধন হইবার দাওয়া করেন

৯ নির্দিষ্ট কার্য্য সাধনার্থ দাওয়া

বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট অমুক স্থানের অন্তর্গত কাণক খণ্ড নিষ্কর ভূমি বিক্রয় করিবার যে নিয়ম করেন, বাদী সেই নিয়মের নির্দিষ্ট কার্য্য সাধন হইবার দাওয়া করেন

---

১১৫ নম্বর

প্রোবেট

১। উইলক্রমে নিরূপিত আছি কি ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ ভাবে উইল উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ক দাওয়া

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের চরম উইলক্রমে নিরূপিত আছি বলিয়া সেই উইল প্রবল করিবার দাওয়া করেন তুমি উক্ত মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গদের (কিম্বা আত্মকুটুম্বদির) মধ্যে এক জন বলিয়া তোমার নামে এই সমন দেওয়া গেল

২। সাধারণভাবে যে প্রোবেট দেওয়া যায় তাহা অসিদ্ধ করণের চেষ্টায় মৃত ব্যক্তির

পূর্ব্বলিখিত উইলক্রমে নিরূপিত অছির কি ধন প্রাপণীয় ব্যক্তির কি অন্তরঙ্গ প্রভৃতির দাওয়া

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের চরম উইলক্রমে নিরূপিত অছি বলিয়া উক্ত মৃত ব্যক্তির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের কথিত উইলের প্রবেট অসিদ্ধ করাইবার দাওয়া করেন তুমি উক্ত কথিত উইলক্রমে নিরূপিত অছি (কিম্বা অন্য যাহা হয়) বলিয়া তোমার নামে এই সমন দেওয়া গেল

৩ কোন ব্যক্তি উইল না লিখিয়া মরিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধনাধ্যক্ষতাপত্র দেওয়া গেলে পর উইলক্রমে নিরূপিত অছির কি ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া

অমুক স্থানবাসি অমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উইলক্রমে নিরূপিত অছি বলিয়া দাওয়া করেন

তুমি উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা করিবার যে পত্র পাইয়াছ উক্ত বাদী তাহা অসিদ্ধ হইবার ও ঐ উইলের প্রবেট পাইবার দাওয়া করেন

৪ কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বলিয়া তাঁহার ধনাধ্যক্ষতাপত্র পাইবার দাওয়া রাখিলে ও অন্তরঙ্গস্বরূপ তাহার স্বার্থ বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার দাওয়া

অমুক স্থানবাসি অমুক উইল না লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী আপনাকে তাঁহার ভ্রাতা ও একক অন্তরঙ্গ বলিয়া দাওয়া রাখিয়া ঐ অন্তরঙ্গস্বরূপ তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা পত্রপ্রাপ্ত হইবার দাওয়া করেন তুমি এই বিষয়ে সতর্ক থাকা পত্র অর্পণ করিয়া আপনাকেই উক্ত মৃত ব্যক্তির একক অন্তরঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছ [প্রভৃতি কারণে] তোমার নামে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল।

৯।— বিবিধ আবেদনপত্র।

১১৬ নম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারা।

অমুক স্থানে অবস্থিত অমুক স্থানের অমুক আদালত।
অমুক সালের দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর

আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখ।	মোকদ্দমার নম্বর।	বাদী।			প্রতিবাদী			দাওয়া।		উপস্থিত হওন		ডিক্রী।					আপীল		ডিক্রীজারী					ডিক্রীজারী বিবরণ		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম।	বর্ণনা	বাসস্থান	বিশেষ কথা	যত টাকার বা যত মূল্যের	[illegible] হেতু ১১০ [illegible] উপস্থিত হয়	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	বাদী	প্রতিবাদী	তারিখ	যাহার পক্ষে	যে বিষয়ের বা যত টাকার	আপীলের তারিখ	আপীলের ডিক্রী	প্রার্থনাপত্রের তারিখ	আজ্ঞার তারিখ	যাহার বিপক্ষে	যে বিষয়ের ও টাকার ডিক্রী হইলে যত টাকার	যত টাকা খরচ।	আদালতে যত টাকা দেওয়া গেল	মুক্ত করা গেল	ডিক্রীমতে টাকা দেওন বা ব্যক্তিকে মুক্ত করণ ভিন্ন অন্য বিষয় হইলে তাহার মর্ম্ম ও প্রত্যেক বিবরণের তারিখ

১১৭ নম্বর

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থ সমনের পাঠ

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক মহাশয়েষু

শ্রীঅমুক তোমার নামে অমুক বিষয়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অমুক বারে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে তোমাকে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিতরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া এই এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এতৎক্রমে সমন (আহ্বান) করা গেল তোমার উপস্থিত হইবার যে দিন নিরূপণ হইল তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার নির্দ্ধারিত দিন হওয়াতে সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে হইবে আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তুমি পূর্ব্বোক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে তোমার অনুপস্থানে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করা যাইবে আর বাদী অমুক অমুক যে যে দলীল দেখাইতে ইচ্ছা করেন তাহা এবং তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যে যে দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে আনিবা কিম্বা তোমার উকীলের দ্বারা পাঠাইবা

১ নোটিস। তোমার সাক্ষিরা স্বেচ্ছামতে আসিবে না এমত অনুভব হইলে তুমি বিচারের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাঁহাদের প্রয়োজন মত খোরাকী আমানৎ করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন সাক্ষিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ও ঐ সাক্ষির প্রতি কোন দলীল দেখাইতে তোমার আদেশ করিবার স্বত্ব থাকিলে সেই দলীলও আনাইবার নিমিত্ত তুমি এই আদালতের সমন পাইতে পারিবা

২ নোটিস যদি বাদির দাওয়া স্বীকার কর তবে তোমার কিম্বা তোমার সম্পত্তির বা আবশ্যকমতে উভয়ের উপর সবারসীমতে ডিক্রী জারী না হয় এই কারণে মোকদ্দমার খরচাসুদ্ধ তোমার ঐ টাকা আদালতে দেওয়া উচিত

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

মন্তব্য —লিখিত বর্ণনাপত্র দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, এই কথা লিখিত হইবে,—তোমার প্রতি [কিম্বা, স্থলবিশেষে অমুক পক্ষের প্রতি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বর্ণনাপত্র দিতে আদেশ করা গেল।

১১৮ নম্বর
ইস্যু নিরূপণ করণার্থ সমনের পাঠ
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা।
(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু

শ্রীঅমুক তোমার নামে অমুক বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক বারে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে তোমাকে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এতৎক্রমে সমন করা গেল আরও তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে তোমার অনুপস্থানে ইস্যু নিরূপণ করা যাইবে আরও বাদী অমুক অমুক যে দলীল দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা এবং তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যে যে দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে আনিবা, কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা পাঠাইবা।

১ নোটিস।—তোমার সাক্ষিরা স্বেচ্ছামতে আসিবে না এমত অনুভব হইলে তুমি বিচারের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাঁহাদের প্রয়োজনমত খোরাকী আমানৎ করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন সাক্ষিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ও ঐ সাক্ষির প্রতি কোন দলীল দেখাইতে তোমার আদেশ করিবার স্বত্ব থাকিলে সেই দলীলও আনাইবার নিমিত্ত তুমি এই আদালতের সমন পাইতে পারিবা।

২ নোটিস।—যদি বাদির দাওয়া স্বীকার কর, তবে তোমার কিম্বা তোমার সম্পত্তির বা আবশ্যকমতে উভয়ের উপর সরাসরীমতে ডিক্রী জারী না হয় এই কারণে মোকদ্দমার খরচাসুদ্ধ তোমার ঐ টাকা আদালতে দেওয়া উচিত।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

মন্তব্য —লিখিত বর্ণনাপত্র দেওয়ার প্রয়োজন হইলে এই কথা লিখিত হইবে,—তোমার প্রতি (কিম্বা স্থল বিশেষে অমুক পক্ষের প্রতি) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বর্ণনাপত্র দিতে আদেশ করা গেল

---

১১৯ নম্বর
উপস্থিত হইবার সমনের পাঠ
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৮ ধারা
মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে　　　　বাদী
শ্রীঅমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা] সমীপেষু　　　　প্রতিবাদী
[বা]

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক (বাদীর নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিতে হইবে) এই আদালতে তোমার নামে (রেজিষ্টরী লিখনমতে দাওয়া বিশেষ করিয়া লিখিয়া) এই দাওয়া ঘটিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন; অতএব উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে তোমাকে (স্বয়ং উপস্থিত হইবার বিশেষ আদেশ না থাকিলে এইরূপে লিখিতে হইবে "স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া") এই আদালতে উপস্থিত হইবার জন্যে সমন করা গেল [মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন হইলে এই স্থলে এই আদেশও লিখিতে হইবে "তোমার উপস্থিত হইবার যে দিন নিরূপণ হইল, তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দ্ধারিত দিন, অতএব সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করাইতে হইবে"] আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থানে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নির্ণয় করা যাইবে আরো বাদী অমুক অমুক যে দলীল [বাদী যে যে দলীল আনাইবার প্রার্থনা করিবেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] দেখিতে বাঞ্ছা করেন তাহা, এবং তুমি আপনার উত্তরের পোষকতায় যে যে দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে করিয়া আনিবা [কিম্বা আপন মোক্তারের দ্বারা পাঠাইবা]

---

১২০ নম্বর

অন্য আদালতের এলাকায় জারী করিবার জন্য সমন পাঠাইবার আজ্ঞাপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮৫ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ

উক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র এইক্ষণে অমুক স্থানে বাস করিতেছেন, কিন্তু মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব এই আদালতের এলাকার মধ্যে উৎপত্তি হইয়াছে আবেদনপত্রে এই কথা ব্যক্ত থাকাতে, এই দরখাস্তের নকল সহিত উক্ত প্রতিবাদির নামে জারী করিবার সমন অমুক আদালতে পাঠাইবার ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ সমন ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করা গেল

মোহর

বিচারপতি

---

১২১ নম্বর

অন্য আদালতের সমন ফিরিয়া পাঠান গেলে তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মের লিপি থাকিবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮৫ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক আদালতের নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের নামে জারী করিবার জন্য (সমনের সঙ্গে) অমুক আদালতের রুবকারী পাঠ করা গেল

পরওয়ানার পৃষ্ঠে বেলিফের লিখিত অমুক অমুক কথা পাঠ করা গেলে ও অমুককে ও শ্রীঅমুককে নিয়মমত (শপথ) কিম্বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া আমা দ্বারা উক্ত কথার প্রমাণ গ্রহণ করা গেলে এই রুবকারির নকলের সঙ্গে ঐ (সমন) অমুক আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার আজ্ঞা হইল

মোহর

বিচারপতি

মন্তব্য —সমন ভিন্ন অন্য পরওয়ানা পূর্ব্বোক্তমতে জারী করিতে হইলে এই পাঠের ব্যবহার হইতে পারিবে

১২২ নম্বর
প্রতিবাদির বর্ণনাপত্র।
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারা।
(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

নিম্নলিখিত প্রতিবাদী (কিম্বা প্রতিবাদীদের একজন) আমি উক্ত আবেদনপত্রের উল্লিখিত মৃত ঈশানের উইল মতে (কিম্বা আবেদনপত্রে উল্লিখিত ঈশানের আইনমত উত্তরাধিকারী, কি অস্তরাধ, কি প্রতিবঙ্গদের মধ্যে একজন বলিয়া) সকল স্বার্থ অস্বীকার করিতেছি

অথবা, নিম্নলিখিত প্রতিবাদী আমি ইহা কহিতেছি, যে আমি (আবেদনপত্রের যে যে কথা স্বীকার করা বা স্বীকার না করা যায় আবেদনপত্রের কথা ধরিয়া তাহা লিখিতে হইবে) স্বীকার করি (বা স্বীকার করি না)

অথবা, নিম্নলিখিত প্রতিবাদী আমি ইহা কহিতেছি যে, আইনমতে যাহা প্রবল করা যাইতে পারে, আবেদনপত্রের উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা এমত কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। [অথবা, উক্ত আবেদনপত্র দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে আমি ঈশান নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে একত্র দায়ী আছি, কিন্তু তিনি মোকদ্দমার এক পক্ষ নহেন ও আবেদনপত্রের কথানুসারে যেমন বোধ হইতে পারে আমি তেমন স্বতন্ত্র দায়ী নহি অথবা, উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত আনন্দের সঙ্গে গগনকেও বাদিস্বরূপ একত্র করা উচিত ইহা আবেদনপত্রদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি স্থলবিশেষে যাহা লেখা উচিত লেখা যাইবে]

অথব, উক্ত বন্ধকপত্রে বাদির যে স্বার্থ ছিল তিনি জানকীনাথ নামক এক ব্যক্তির প্রতি তাহা (বা বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করণের স্বত্ব) হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন (অথবা মোকদ্দমাক্রমে যে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিতে চেষ্টা হইতেছে, আমি এত টাকা পাইবার নিমিত্ত অন্য দায়স্বরূপ হরনাথের প্রতি সেই বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব হস্তান্তর কি নিরূপণ করিয়া দিয়াছি।)

অথবা, অংশস্থ লোপ হইতে পর বাদী একখানি নিদর্শন পত্র লিখিয়া তদ্দ্বারা অংশি-

ন্তের সকল ঋণ ও দায় শোধ করিবার ও ঐ অংশিত্ব ভাবে যে ব্যবসায় হইতেছিল তৎ সম্পর্কে আমার উপর আপনার ও অন্যদের দাওয়া ও দাবি হইতে আমাকে সাধারণমতে মুক্ত করিবার নিয়ম করিয়াছেন [কিম্বা স্থল বিশেষে যাহা লিখিতব্য তাহা লিখিতে হইবে।]

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

১২৩ নম্বর

প্রশ্ন

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নং মোকদ্দমা

শ্রীআনন্দ বাদী

শ্রীচন্দ্র ও শ্রীঈশান ও শ্রীগগন প্রতিবাদী

পূর্ব্বোক্ত শ্রীআনন্দের [বা শ্রীচন্দ্রের] সপক্ষে পূর্ব্বোক্ত শ্রীঈশানের ও শ্রীগগনের বা শ্রীআনন্দের] নিকট এই এই প্রশ্ন করিতে হইবে

১

২

প্রতিবাদি শ্রীঈশানের অমুক অমুক নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে

প্রতিবাদী শ্রীগগনের অমুক অমুক নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে

১২৪ নম্বর

দলীল উপস্থিত করণার্থ নোটিস দিবার পাঠ

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩১ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নং মোকদ্দমা

শ্রীআনন্দ বাদী

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

তোমার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আবেদনপত্রে [কি লিখিত বর্ণনাপত্রে কি আফিডেবিটে] নিম্নলিখিত যে যে দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, বাদী [কি প্রতিবাদী] তাহা দেখিবার জন্যে তোমার প্রতি সেই সেই দলীল উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন ইহা জানিবা

(যে যে দলীল দেখিবার প্রয়োজন তাহা নির্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে)

বাদির [কিম্বা প্রতিবাদির] পক্ষে উকীল শ্রীঅমুক

প্রতিবাদির [কি বাদির] উকীল

শ্রীঅমুক সমীপেষু

১২৫ নম্বর

উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সমন

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৫৭ ও ১৬৩ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

শ্রীঅমুক সমীপেষু

উপরোক্ত মোকদ্দমায় অমুক ব্যক্তির সপক্ষে [অমুক কার্য্য] করণার্থে তোমার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, অতএব অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে এই আদালতে [স্বয়ং উপস্থিত হও] ও অমুক অমুক দলীল আপনার সঙ্গে আনিও কিম্বা পাঠাইও তোমার প্রতি তদ্বৎক্রমে এই আদেশ করা গেল।

তোমার পাথেয় প্রভৃতি অন্য অন্য খরচের ও এক দিনের খোরাকীর নিমিত্তে এত টাকা ইহার সহিত পাঠান যাইতেছে এই আজ্ঞামতে কর্ম না করিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৭০ ধারায় উপস্থিত না হওয়ার যে ফল নির্দ্দেশ হইয়াছে তোমার পক্ষে সেই ফল বর্ত্তিবে

নোটিস (১) যদি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত না হইয়া কেবল দলীল দেখাইবার নিমিত্ত তোমার নামে সমন দেওয়া যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত দিনে ও ঘণ্টায় এই আদালতে ঐ দলীল উপস্থিত করাইলে, তুমি সমন অনুসারে কার্য্য করিয়াছ বলিয়া জ্ঞান হইবে

(২)—উক্ত এক দিনের অধিক তোমার থাকিতে হইলে, সেই দিনের পর যত দিন উপস্থিত থাকিতে হইবে তাহার প্রতি দিনের নিমিত্তে তোমাকে এত টাকা দেওয়া যাইবে

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

---

১২৬ নম্বর

অন্য পাঠ

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

বাদী।

প্রতিবাদী

শ্রীঅমুক [নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিতে হইবে] সমীপেষু

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় বাদির [কি প্রতিবাদির] সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার এবং দলীল [যে যে দলীল আনিবার আদেশ থাকে সাধ্যমতে নিশ্চিত ভাবে তাহার বর্ণনা লিখিতে হইবে। কেবল সাক্ষ্য দিবার, কিম্বা কেবল দলীল দেখাইবার জন্যে সমন হইলে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে] দেখাইবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ন এত ঘণ্টার সময়ে এই আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্তে তোমাকে সমন করা গেল ও যত কাল তোমার সাক্ষ্য না লওয়া যায়, [কিম্বা তুমি যত কাল দলীল উপস্থিত না কর] ও আদালত ভঙ্গ না হয়, কিম্বা আদালতের অনুমতি না পাও, ততকাল তোমার তথা হইতে চলিয়া যাইতে হইবে না

ডিক্রী লিখিবার পাঠ।

১২৭ নম্বর

টাকার সামান্য ডিক্রী।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক

এত টাকার দাওয়া—

এই মোকদ্দমা শেষ নিষ্পত্তি করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের ও প্রতিবাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের সাক্ষাতে শ্রীঅমুকের

সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, এই আজ্ঞা হইল যে, শ্রীঅমুক শ্রীঅমুককে এত টাকা দেন ও তাহার উপর অমুক তারিখ অবধি টাকা না দেওন পর্য্যন্ত [বৎসর] শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদও দেন এবং এই আদালতের আমলা দ্বারা এই মোকদ্দমার যত খরচা ধার্য্য হয়, ধার্য্য হওয়ার তারিখ অবধি তাহা না দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত অমুককে উক্ত হারে সুদসুদ্ধ ঐ খরচা দেন

মোকদ্দমার খরচা

বাদী		টাকা	প্রতিবাদী	টাকা
১	আবেদনপত্রের ষ্ট্যাম্প		মোক্তারনামার ষ্টাম্প	
২	মোক্তারনামার ঐ ...		দরখাস্তের ঐ	
৩	দস্তাবেজের ঐ ..		উকীলের রসুম .	
৪	এত টাকার উপর উকীলের রসুম .		সাক্ষিদের খোরাকী ..	
৫	অনুবাদ করণের ফী ..		পরওয়ানা জারী ..	
৬	সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়ার খোরাকী		অনুবাদ করণের ফী .	
৭	জামীনের ফী ...		জামীনের ফী	
৮	পরওয়ানা জারী .			
৯	ইত্যাদি ..			
	মোট ...		মোট ...	

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

১২৮ নম্বর

বন্ধকগ্রহীতার বিক্রয় দ্বারা খালাস করণের বিষয়ে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ডিক্রী

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

আবেদনপত্রের উল্লিখিত বন্ধকীপত্রক্রমে [কিম্বা টাকা না পাওন পর্য্যন্ত দ্রব্য রাখিবার স্বত্ব ক্রমে] বাদির আসল ও সুদসুদ্ধ যত টাকা পাওনা আছে তাহার হিসাব লইবার ও বাদির এই মোকদ্দমার খরচা ধার্য্য করিবার জন্যে এই বিষয় রেজিষ্টারের [কিম্বা টাক্সিং আফিসরের] প্রতি অর্পণ করিতে আজ্ঞা হইল ও রেজিষ্টার [কিম্বা টাক্সিং আফিসর] পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা পাওনা বলিয়া নির্ণয় করেন তাহা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আদালতে নিক্ষেপ করেন এই আজ্ঞা করা গেল আর এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ বলিয়া বাদির পাওনা যত টাকার সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, ঐ পাওনা টাকা আদালতে নিক্ষেপ করিবার

তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবাদী ঐ টাকা ও উক্ত খরচা আদালতে দিলে, বাদী স্বকৃত বা আপনার দ্বারা কি আপনা হইতে কি আপনার অধীন দাঁওয়াদারের কৃত সমস্ত দায় হইতে পরিষ্কার ও মুক্ত করিয়া সেই বন্ধকী সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফিরিয়া দেন, ও তৎসম্পর্কীয় যে সকল দলীল তাঁহার জিম্মায় কি অধিকারে থাকে তাহা প্রতিবাদির প্রতি বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করেন ও সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফিরিয়া দেওয়া গেলে, ও সেই দলীল অর্পণ করা গেলে পর, আসল ও সুদ ও খরচা বলিয়া পূর্ব্বোক্তমতে যে টাকা দেওয়া গেল, রেজিষ্টার [কিম্বা টাক্সিং আফিসর] বাদিকে সেই টাকা দেন কিন্তু প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে আদালতে সেই আসল টাকা ও সুদ ও খরচা না দিয়া থাকেন, তবে এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ বন্ধকী বাড়ী [কিম্বা খ না দেওন পর্য্যন্ত অধিকারে রাখিবার স্বত্বাধীন ঐ বাড়ী] রেজিষ্ট্রারের [বা টাক্সিং আফিসরের] অনুমতিক্রমে বিক্রয় করা যায় আরো এই আজ্ঞা হইল, যে পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা বাদির পাওনা বলিয়া নির্ণয় হইল, তাহা নিয়মমতে তাঁহাকে দেওনার্থে ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে প্রতিবাদিকে কিম্বা তাহা পাইবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিকে দেওনার্থে ঐ বিক্রয় দ্বারা উৎপন্ন টাকা বিক্রয়ের খরচ দিবার পর আদালতে অর্পণ করা যায়

---

১২৯ নম্বর

বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার শেষ ডিক্রী

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আবেদনপত্রের উল্লিখিত বন্ধনক্রমে বাদির পাওনা বলিয়া আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা আদালতে নির্দ্দেশ করা যায় প্রতিবাদী এই মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আজ্ঞানুসারে ঐ এত টাকা আপনাকে দেন নাই, ও উক্ত অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি ছয় মাস মিয়াদ গত হইয়াছে আদালত ইহা দেখিতে পাওয়াতে,

এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ বন্ধকী বাড়ী উদ্ধার করিতে প্রতিবাদির যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত ও নিঃশেষিত হয়

---

১৩০ নম্বর

অনাধ্যক্ষতাপত্র বিষয়ক মোকদ্দমার—

প্রথম স্থলীয় আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

নিম্নলিখিত হিসাব ও অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা হইল,—যথা,

উত্তমর্ণের মোকদ্দমায়,—

১। বাদির এবং মৃত ব্যক্তির অন্য সকল উত্তমর্ণের যত টাকা পাওনা থাকে তাহার হিসাব লওয়া যায়

উইলক্রমে সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের মোকদ্দমায়,—

২ মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে যত ধনাদি নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার হিসাব লওয়া যায়।

অংশরক্ষের মোকদ্দমায়,

যিনি উইল না লিখিয়া মরিয়াছেন, বাদী তাঁহার অন্তরঙ্গ [কিম্বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি-

দের মধ্যে একজন। বরিঃ যে বিষয় কি বিবেবে যে অংশ পাইতে স্বত্বান হন ইহার অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়া যায়।

[প্রথম দফার পরে, আবশ্যক হইলে, উত্তমর্ণের মোকদ্দমায় ঐ আজ্ঞাপত্রে উইল ক্রমে সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের ও আইনমত উত্তরাধিকারিদের ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের পক্ষে অনুসন্ধান ও হিসাব লইবার আজ্ঞা থাকিবে উত্তমর্ণ ভিন্ন অন্য দাওয় দারের মোকদ্দমায় প্রথম দফার পরে উত্তমর্ণদের অনুসন্ধান ইত্যাদি হিসাব লওয়ার আজ্ঞা সর্বদা দেখা যাইবে ও অন্যদের অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার আবশ্যক হইলে, দাঁড়মত প্রথম কথা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদেরও অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার আজ্ঞা থাকিবে উত্তমর্ণের মোকদ্দমার ন্যায় এই পাঠের অন্য সকল কথা চলিবে]

৩। সমাধিকরণ ও উইল সম্পর্কীয় খরচের হিসাব

৪ মৃত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রতিবাদির হস্তগত কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কি তাঁহার ব্যবহারার্থে অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে তাহার হিসাব

৫ মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ এখনও আদায় ও প্রয়োগ না হইয়া থাকিলে কোন্ অংশ তদ্রূপে আদায় ও প্রয়োগ করা যায় নাই ইহার অনুসন্ধান লওয়া যাইবে

৬ আরও এই আজ্ঞা করা গেল যে যত টাকা প্রতিবাদির হস্তগত হইয়াছে কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কি তাঁহার ব্যবহারার্থে অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়, প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে সেই সকল টাকা আদালতে দেন

৭। ও মোকদ্দমার অভিপ্রায় সফল করিবার জন্যে রেজিষ্ট্রার মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহা তদনুসারে বিক্রয় করা ও তদুৎপন্ন টাকা আদালতে দেওয়া যায়।

৮ আর এই মোকদ্দমায় [কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে] ঐ [illegible] সম্পত্তি গ্রাহক হইয়া মৃত ব্যক্তির [illegible] সকল [illegible] ও তাঁহার অস্থাবর যে সম্পত্তি অন্যদের হস্তে থাকে তাহা [illegible] আদায় করিয়া রেজিষ্ট্রারের হাতে দেন। এবং আপনার কর্তব্য কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করিবার প্রতিভূস্বরূপ এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেন]

৯ আরো এই আজ্ঞা হইল যে মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তিতে মোকদ্দমার অভিপ্রায় সফল করণার্থে অপ্র[illegible] দৃষ্ট হইলে, নিম্ন লিখিত বিষয়েরও অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়া যায়, অর্থাৎ

(ক) মৃত ব্যক্তির মরণ সময়ে স্থাবর যে যে সম্পত্তি তাঁহার অধিকারগত ছিল কিম্বা ঐরূপ যে যে সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ছিল ইহার অনুসন্ধান;

(খ) মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তির উপর কিম্বা তাহার কোন অংশের উপর কোন দায় থাকিলে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান,

(গ) ঐ দায়ক্রমে যে ব্যক্তির যত পাওনা আছে সাধ্যমতে ইহার হিসাব লওয়া যায় ও টাকা প্রাপণীয়দের মধ্যে যাহারা নিম্নলিখিত আজ্ঞামতে সম্পত্তি বিক্রয় হওন বিষয়ে সম্মত হন তাহাদের ক্রমিক অগ্রগণ্যতার বন্দোবস্তও তৎসঙ্গে দেওয়া যায়

১১ ও মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে মোকদ্দমার অভিপ্রায় সফল করণার্থে আদালতে অর্পিত [illegible] পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির যে অংশ বিক্রয় করা প্রয়োজন, তাহা উক্ত ন্যায়ক্রমে টাকা প্রাপণীয় যে ব্যক্তিরা ঐ বিক্রয় করণে সম্মত হন তাঁহা-

দের পক্ষে সকল দায় ব্যতীত ও যাঁহারা সম্মত নহেন তাহাদের পক্ষে দায় বলবৎ রাখিয়া বিচারপতির অনুমোদনক্রমে বিক্রয় করা যায়

১১ আরো এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কার্য্যের ভার গগন বাবুর প্রতি অর্পিত হয় ও তিনি রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনের অপেক্ষায় বিক্রয়ের নিয়ম ও চুক্তি প্রস্তুত করিবেন ও কোন সন্দেহ কি সঙ্কট উপস্থিত হইলে, নিষ্পত্তি করিবার জন্যে বিচারপতির সম্মুখে তদ্বিষয়ের কাগজপত্র অর্পণ করা যাইবে।

১২ আরো এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোল্লিখিত অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে রেজিষ্ট্রার আদালতের রীত্যনুসারে সম্বাদপত্রে ইস্তিহার দেন, কিম্বা ঐ অনুসন্ধান লওয়ার কার্য্য ফলোপযোগি মতে সুপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত তিনি যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে অনুসন্ধান লন

১৩ আরো এই আজ্ঞা হইল যে উক্ত অনুসন্ধান ও হিসাব লইবার ও অন্য অন্য সকল কার্য্য করিবার আজ্ঞা করা গেল তাহ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে লওয়া যায় ও সম্পাদন করা যায় এবং রেজিষ্ট্রার ঐ অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার ফলের সর্টিফিকেট ও অন্য যে সকল কার্য্য করিবার আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা সমাপ্ত হওয়ার সর্টিফিকেট লিখিয়া, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উভয় পক্ষের দৃষ্টির জন্যে আপনার তদ্বিষয়ক সর্টিফিকেট প্রস্তুত রাখেন

১৪। শেষে এই আজ্ঞাও হইল যে, চূড়ান্ত ডিক্রী করিবার জন্যে এই মোকদ্দমা কি বিষয় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে

[মোকদ্দমা বিশেষের প্রতি এই আজ্ঞার যে অংশ খাটে কেবল সেই অংশের ব্যবহার করিতে হইবে]

---

১৩১ নম্বর

উইলক্রমে ধনাদি প্রাপণীয় ব্যক্তি ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা

১ উইলকারক শ্রীঅমুকের সম্পত্তির জন্যে উক্ত সর্টিফিকেট অনুসারে প্রতিবাদির নিকটে এত টাকা বাকী পাওনা দৃষ্ট হওয়াতে, প্রতিবাদির প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে সেই টাকা এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে এত টাকা সুদ, সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা হইল।

২ উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার (কিম্বা টাক্সিং আফিসর) এই মোকদ্দমায় বাদির ও প্রতিবাদির খরচা ধার্য্য করুন ও তদ্রূপে ধার্য্য করা গেলে পর, পূর্ব্বোক্তমতে যে এত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা হইল তাহা হইতে উক্ত খরচার টাকা নিম্নলিখিত মতে দেওয়া যাউক,—

(ক) বাদির মোক্তার কি উকীল শ্রীঅমুককে বাদির খরচা ও প্রতিবাদির মোক্তার কি উকীল শ্রীঅমুককে প্রতিবাদির খরচা দেওয়া যাউক

(খ) এবং (কোন ঋণ দেনা থাকিলে) পূর্ব্বোক্তমতে বাদির ও প্রতিবাদির খরচা দেওয়া গেলে পর উক্ত এত টাকার মধ্যে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা হইতে রেজিষ্ট্রারের সর্টিফিকেট সংযুক্ত অমুক তফসীলের লিখিত উত্তমর্ণদের যাহার যত টাকা পাওনা থাকে

তাঁহাকে তত টাকা এবং কোন খরচের উপর সুদ চালিলে তৎপশ্চাৎ যত সুদ পাওনা হয় তাহাও দেওয়া যাউক ও সেই টাকা দেওয়া গেলে পর, অমুক তফসীলের উল্লিখিত উইলক্রমে ধন প্রাপণীয় নানা ব্যক্তিদের যে যে টাকা পাওনা থাকে তাহা ও ঐ টাকার উপর (তৎপশ্চাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণীকৃত) যে সুদ পাওনা হয় তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া যাউক

তৎপরে কিছু টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিলে উইলক্রমে উদ্বর্ত্ত ধন প্রাপণীয় ব্যক্তিকে সেই উদ্বর্ত্ত দেওয়া যাউক

উইলক্রমে নিরূপিত অছি উইলক্রমে নিরূপিত ধন দেওন বিষয়ে স্বয়ং দায়ী হইলে, ধন প্রাপণীয় ব্যক্তি ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা

১। উইলক্রমে বাদির পক্ষে এত টাকা নিরূপণ হওয়াতে প্রতিবাদী স্বয়ং ঐ টাকার দায়ী আছেন ইহা নির্দ্দেশ করা গেল

২ ও উক্ত নিরূপিত ধনের উপলক্ষে আসল ও সুদ যত টাকা পাওনা আছে তাহার হিসাব লইবার আজ্ঞা হইল

৩ এবং রেজিষ্ট্রার আসল ও সুদ যত টাকা পাওনা বলিয়া সর্টিফিকেট দেন, রেজিষ্ট্রারের সেই সর্টিফিকেটের তারিখ অবধি এত সপ্তাহের মধ্যে বাদিকে প্রতিবাদির তত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল

৪। আরো বাদির মোকদ্দমার খরচা প্রতিবাদির দিবার আজ্ঞা হইল, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইলে রেজিষ্ট্রারের দ্বারা তাহা ধার্য্য হইবে

অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৪ ধারা

১ ঈশান উইল না করিয়া মরিলে, উক্ত সর্টিফিকেট অনুসারে ঐ ঈশানের অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত উক্ত প্রতিবাদিনীর নিকট এত টাকা বাকী পাওনা দৃষ্ট হওয়াতে, উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার এই মোকদ্দমার বাদির ও প্রতিবাদিনীর খরচা ধার্য্য করুন ও উক্ত বাদির ও উক্ত রেজিষ্ট্রারের দ্বারা ঐ খরচা ধার্য্য হইলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবাদিনীর ঐ টাকা হইতে বাদির ঐ খরচার টাকা বাদিকে দিউন ও খরচা ধার্য্য হইলে পর প্রতিবাদিনী ঐ টাকা হইতে আপনার খরচা লউন

২ পূর্ব্বোক্তমতে বাদির ও প্রতিবাদিনীর খরচা দেওয়া গেলে পর ঐ এত টাকার মধ্যে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে প্রতিবাদিনীর প্রতি নিম্নলিখিত মতে সেই টাকা দিবার ও প্রয়োগ করিবার আজ্ঞা হইল,—

(ক) রেজিষ্ট্রারের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতে খরচা ধার্য্য করা গেলে পর প্রতিবাদিনী এক সপ্তাহের মধ্যে বাদী আনন্দকেও উইল বিনা মৃত ঈশানের অন্তরঙ্গদের মধ্যগত ভগিনী বলিয়া আনন্দের স্ত্রী চন্দ্রমণির স্বত্বহেতুক তাহাকে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তিন অংশের এক অংশ দিউন

(খ) প্রতিবাদিনী উক্ত মৃত ঈশানের মাতা ও অন্তরঙ্গদের অন্য জন হওয়াতে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তিন অংশের এক অংশ আপনার নিমিত্তে রাখিবেন।

(গ) ও রেজিষ্ট্রারের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে খরচা ধার্য্য হইলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে, প্রতিবাদিনী উক্ত মৃত ঈশানের ভ্রাতা ও অন্য অত্তরঙ্গ বলিয়া গগনকে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তিন অংশের অবশিষ্ট এক অংশ দিউন

১৩২ নম্বর

অংশিত্ব লোপকরণ বিষয়ক আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৫ ধারা

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে আবেদনপত্রের উল্লিখিত অংশিত্ব অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি লুপ্ত বলিয়া জ্ঞান করা উচিত ইহা নির্দ্দেশ করা গেল, ও সেই দিনাবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হওয়ার কথা গেজেট পত্রেতে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা হইল

ও এই মোকদ্দমায় ঐ অংশিত্ব সম্পর্কীয় যে সম্পদ ও বিষয় আছে শ্রীঅমুকের প্রতি তাহার গ্রাহক হইয়া খাতাবহী মতে বাকী পাওনা ঋণ ও অংশিত্ব সম্পর্কীয় দাওয়া আদায় করিতে আজ্ঞা হইল

আরো নিম্নলিখিত হিসাব লইবার আজ্ঞা হইল,—

১ উক্ত অংশিত্ব সম্পর্কে এই সময়ে যে টাকা প্রাপণীয় হয় তাহার ও সম্পদের ও বিষয়ের হিসাব

২ উক্ত অংশিত্ব সম্পর্কীয় ঋণের ও দায়ের হিসাব

৩ এই মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদির নিষ্পত্তি করা (এ) চিহ্নিত যে হিসাব অর্পণ করা যায় তাহা ধরিয়া ও তৎপশ্চাৎ নিষ্পত্তি করা কোন হিসাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া বাদির ও প্রতিবাদির পরস্পর সকল কার্য্য ব্যাপারের হিসাব

আরও আবেদনপত্রের লিখনানুসারে বাদী ও প্রতিবাদী যে ব্যবসায় করিতেন সেই ব্যবসায় সংক্রান্ত ক্রেতা বিক্রেতাদের অনুগ্রহ কার্য্য ও ব্যবসায় সংক্রান্ত সম্পদ ঐ ব্যবসায়ের বাটীতে নীলাম করিবার আজ্ঞা হইল এবং অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে রেজিষ্ট্রার ঐ নীলামে সকল বা কোন কোন লাটের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাহার কম মূল্যে বিক্রয় করিবেন না ও সেই নীলামে উক্ত কোন পক্ষেরও ডাকিবার অনুমতি থাকিবে

আরো অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে উক্ত হিসাব লইবার ও অন্য যে সকল কর্ম্ম করিতে আদেশ হইল তাহাও সম্পাদন করিবার আজ্ঞা হইল এবং রেজিষ্ট্রারের প্রতি সকল হিসাবের ফলের ও অন্য সকল কার্য্য সম্পাদন হইবার সর্টিফিকেট লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উভয় পক্ষের দৃষ্টির জন্য প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা হইল

শেষে এই আজ্ঞা হইল যে চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার জন্যে এই মোকদ্দমা অমুক সালের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে

১৩৩ নম্বর

অংশিত্ব বিষয়ক শেষ ডিক্রী

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এইক্ষণে এত টাকার যে তহবীল আদালতে আছে তাহার টাকা নিম্নলিখিতমতে প্রয়োগ করিবার আজ্ঞা হইল

১ রেজিষ্ট্রারের সর্টিফিকেট অনুসারে অংশিত্ব সম্পর্কে সর্ব্বশুদ্ধ এত টাকা যে ঋণ আছে তাহা শোধ করা যাইবে

২ এই মোকদ্দমার সকল ব্যক্তির খরচা সর্ব্বশুদ্ধ এত টাকা দেওয়া যাইবে [ডিক্রী লিখিবার পূর্ব্বে ঐ খরচা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইতে হইবে]

৩ অংশিত্ব সম্পর্কীয় স্থিতের এত টাকা বাদির অংশ বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, ও আদালতে এইক্ষণে যে এত টাকা আছে অংশিত্বসম্পর্কীয় স্থিতের প্রতিবাদির অংশ বলিয়া তাহার উদ্বর্ত্ত এত টাকা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে

[অথবা, অংশিত্বের হিসাবের উপলক্ষে বাদির (কি প্রতিবাদির) যে এত টাকা প্রাপ্য বলিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া গেল, সেই টাকার একাংশের পরিশোধে উক্ত এত টাকার মধ্যে অবশিষ্ট টাকা ঐ বাদিকে [কি প্রতিবাদিকে] দেওয়া যাইবে

তাহা হইলে পর বাদির (কি প্রতিবাদির) বাকী যে এত টাকা তৎকালে তাঁহার প্রাপ্য থাকে, প্রতিবাদী (কি বাদী) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে সেই টাকা দিবেন

১৩৪ নম্বর

ডিক্রী জারী হইতে না পারিবার সর্টিফিকেট।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২২ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় এই আদালতের যে ডি[illegible] য়াছিল ও যাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে, এই আদালতের এলাকা[illegible] জারী করিয়া সেই ডিক্রী শোধ করিবার কোন টাকা পাওয়া যায় নাই [কিম্বা স্থল বিশেষে সেই ডিক্রীর অংশমাত্র শোধ করিবার টাকা পাওয়া গিয়াছে; ও অংশমাত্র হইলে যত দূর শোধ হইল তাহা লিখিতে হইবে]

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

১৩৫ নম্বর

ডিক্রী জারী করিতে না হইবার কারণ দেখাইবার নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৪৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের বিবিধ প্রকারের নং মোকদ্দমা
অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইয়া অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক এই আদালতে সেই ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ঐ ডিক্রী জারী করিতে না হইবার কোন কারণ থাকিলে সেই কারণ জানাইবার নিমিত্ত তোমার প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের উকীলের দ্বারা কিম্বা উপযুক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত মোক্তারের দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইবার নোটিস এতৎক্রমে দেওয়া গেল

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

১৩৬ নম্বর

টাকার ডিক্রীজারী করণার্থে প্রতিবাদির অধিকারগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৫৪ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

আদালতের নেজির সমীপেষু

অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে শ্রীঅমুকের প্রতি পার্শ্বলিখিত হিসাবমতে বাদিকে এত টাকা দিতে আজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত এত টাকা দেওয়া যায় নাই।

ডিক্রী		টাকা
আসল	...	
সুদ	...	
খরচা	...	
ডিক্রীর খরচা		
তাহার উপর সুদ	...	
ক্রোকের মোট সর্ব্বসুদ্ধ	...	

অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল,—এতৎ সংযুক্ত তফসীলে উক্ত শ্রীঅমুকের যে অস্থাবর সম্পত্তি লেখা আছে বা উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে যে সম্পত্তি দেখাইয়া দেন, তাহা ক্রোক কর আর উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে উক্ত এত টাকা ও এই ক্রোক করিবার খরচ আর এত টাকা না দিলে তুমি এই আদালত হইতে অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি রাখ

তোমার প্রতি আরও এই আজ্ঞা হইল এই পরওয়ানা যে তারিখে ও যে প্রকারে জারী করা যায় তাহার কথা কিম্বা জারী করিতে না পারিলে তাহার কারণ এই পরওয়ানা পৃষ্ঠে লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ফিরাইয়া দিও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

তফসীল

মোহর

বিচারপতি।

১৩৭ নম্বর

বেলিফের নামে ভূমি প্রভৃতির অধিকার দেওয়াইবার পরওয়ানা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৩ ধারা

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

আদালত বেলিফ সমীপেষু

অমুক স্থানবর্ত্তি যে অমুক ভূমি এইক্ষণে শ্রীঅমুকের অধিকারে আছে এই মোকদ্দমার বাদী শ্রীঅমুকের পক্ষে ঐ ভূমির অধিকার পাইবার ডিক্রী হইয়াছে এই হেতুক তোমার প্রতি উক্ত শ্রীঅমুককে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইতে আজ্ঞা করা গেল ও ডিক্রীতে বদ্ধ কোন ব্যক্তি তথা হইতে উঠিয়া যাইতে সম্মত না হইলে তোমার প্রতি এতৎক্রমে তাঁহাকে উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি।

১৩৮ নম্বর

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা

অন্য ব্যক্তির আধুনিক অধিকারে রাখিবার স্বত্বাধীনে প্রতিবাদির যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার অধিকার থাকে এমত সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

অমুক সমীপেষু

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, অতএব শ্রীঅমুকের দাওয়ার অধীনে উক্ত শ্রীঅমুকের অধিকারগত নিম্নলিখিত যে সম্পত্তি অর্থাৎ অমুক অমুক যে দ্রব্য প্রতিবাদির পাইবার স্বত্ব থাকে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীঅমুকের স্থানে প্রতিবাদিকে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার এবং উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি এই আদালতের

অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তদ্রূপে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি।

---

১৩৯ নম্বর

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রক্রমে অবক্ষিত ঋণ লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য করিতে এটি করিয়াছেন, ও কথিত আছে যে তোমার স্থানে উক্ত প্রতিবাদির কোন ঋণ অর্থাৎ এত টাকা পাওনা আছে, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত তোমার স্থানে ঐ ঋণের টাকা গ্রহণ করিতে ও তিনাদিকে নিবারণ ও নিষেধ করিবার ও তোমার প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই ঐ ঋণ কি তাহার কোন অংশ দিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

---

১৪০ নম্বর

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোকবিষয়ক আজ্ঞা

প্রকাশ্য কোম্পানি প্রভৃতির শ্যার লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক ও অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক তারিখে

শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানির অমুক অমুক স্বত্ব কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে কিম্বা তাহার কোন ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে প্রতিবাদী তোমার প্রতি নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও তদনুসারে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে এবং তদ্রূপ হস্তান্তর করণ কার্য্য হইবার অনুমতি দিতে কিম্বা উক্ত কোন টাকা দিতে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ শ্রীঅমুক তোমাকে নিবারণ ও নিষেধ করা গেল

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

---

১৪১ নম্বর

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা

স্থাবর সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৪ ধারা

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তোমার বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল তুমি সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছ, অতএব নিম্নলিখিত তফসীলে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য কোন প্রকারে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে অমুক নামক তোমার প্রতি নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও তৎক্রমে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে, ও সকল ব্যক্তিকে ক্রয় করণ কি দানক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

তফসীল

মোহর

বিচারপতি।

১৪২ নম্বর

কোক বিষয়ক আজ্ঞা

আদালতে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত ধন কি কোন নিদর্শনপত্র ক্রোক হইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭২ ও ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

বাদী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে তোমার হস্তগত কতক ধন [এই পত্র যাঁহার নামে লেখা যায় ঐ ধন তাঁহার হস্তগত বলিয়া জ্ঞান করিবার হেতু ও কি কারণে তাঁহার হস্তগত আছে ইত্যাদি কথা এই স্থলে লিখিতে হইবে] ক্রোক করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব এই আদালতে অন্য আজ্ঞা না প্রাপণ পর্য্যন্ত তোমার প্রতি সেই ধন স্বীয় অধিকারে রাখিতে আদেশ করা গেল

তব আজ্ঞাকারী।

মোহর

বিচারপতি।

১৪৩ নম্বর

বাদি প্রভৃতিকে অন্য ব্যক্তির হস্তগত ধনাদি দিবার আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৭ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের নেজিরু ও শ্রীঅমুক সমীপেষু —

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল সেই ডিক্রীজারীক্রমে নিম্নলিখিত সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে অতএব এই আজ্ঞা হইল যে, তুমি শ্রীঅমুক উক্ত ক্রোক করা সম্পত্তি অর্থাৎ এত টাকা নগদ ও এত টাকার ব্যাঙ্কনোট, কিম্বা তাহার যে অংশে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন করিতে কুলাইবে সেই অংশ শ্রীঅমুককে দিবা ও এই আদালতের নেজিরু ভূমি ঐ ডিক্রী সাধন করিবার জন্যে যতদূর আবশ্যক ততদূর ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করিবার নির্দ্ধারিত নিয়মমতে ঐ সম্পত্তি নীলাম করিবা ও নীলাম করিয়া যত টাকা আদায় হয় তাহা কিম্বা তাহার যে অংশে ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করিতে কুলাইবে সেই অংশ উক্ত শ্রীঅমুককে দেও ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে দেওয়া যাইবে

[টু]

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

বিচারপতি।

---

১৪৪ নম্বর

ক্রোককারি উত্তমর্ণের নামে নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক-সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমার ডিক্রীজারীক্রমে তোমার অনুরোধে অমুক অমুক যে দ্রব্য ক্রোক করা গিয়াছে, শ্রীঅমুক এই আদালতে সেই ক্রোক উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ক্রোককারি উত্তমর্ণস্বরূপ তোমার দাওয়ার পোষকতা করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অমুক বারে এই আদালতে তোমার স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের উপযুক্তমতে শিক্ষিত উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার এই নোটিস তোমাকে দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর।

বিচারপতি।

---

১৪৫ নম্বর।

টাকার ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম করিবার পরওয়ানা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

এই পত্রক্রমে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল, অমুক সালের অমুক নম্বরের

মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের সপক্ষে ডিক্রী হইয়া সেই ডিক্রীজারীক্রমে এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পরওয়ানামতে যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, তুমি এতদিন থাকিতে এই আদালত ঘরে নোটিস লটকাইয়া প্রচার করিয়া ও উপযুক্ত-মতে ঘোষণা * করাইয়া ঐ ক্রোক করা অমুক অমুক সম্পত্তি কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় করিলে ঐ ডিক্রীর ও খরচার বাকী অমুক অংশ বলিয়া এত টাকা আদায় হইতে পারে তাহা বিক্রয় কর

আরো তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল এই পরওয়ানা যে প্রকারে জারী করা যায় তাহার কিম্বা জারী হইতে না পারিলে তৎকারণের সর্টিফিকেট এই পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এই পরওয়ানা ফিরাইয়া দেও

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি।

---

১৪৬ নম্বর

ডিক্রিজারীক্রমে বিক্রীত অস্থাবর সম্পত্তি যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার নামে নোটিস

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০০ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক যে সম্পত্তি এইক্ষণে তোমার অধিকারগত আছে, পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী-জারীক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় করা গেলে শ্রীঅমুক তাহা ক্রয় করিয়াছেন, অতএব উক্ত শ্রীঅমুক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিদের নিকট সেই অমুক সম্পত্তি সমর্পণ করিতে তোমার প্রতি নিষেধ হইল

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

---

* যে সম্পত্তি যে সময়ে ও যেস্থানে নীলাম করা যাইবে ও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে যত টাকা রাজস্ব [illegible] টাকা। ডিক্রীদারের নিমিত্ত নীলাম করিবার হুকুম হইলে ও ২৮৭ ধারার অন্য যে বিশেষ বিবরণ নির্দিষ্ট করিবার আদেশ আছে তাহা যতদূর জানা ও অবগত হইতে পারে ঘোষণাতে এই সকল কথা দিবে

১৪৭ নম্বর

ডিক্রীজারীক্রমে ঋণ বিক্রয় হইলে ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ ঋণের টাকা না দিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে
অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক ও
শ্রীঅমুক সমীপেষু

শ্রীঅমুক তোমার স্থানে শ্রীঅমুক তোমার যে এত টাকা ঋণ পাওনা আছে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইয়া শ্রীঅমুক ঐ প্রাপ্য ঋণ ক্রয় করিয়াছেন, অত এব শ্রীঅমুক তোমার প্রতি এই নিষেধ হইল যে তুমি ঐ ঋণের টাকা গ্রহণ না কর ও শ্রীঅমুক তোমার প্রতি নিষেধ হইল যে তুমি উক্ত শ্রীঅমুক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ ঋণের টাকা না দেও

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

১৪৮ নম্বর

ডিক্রী জারীক্রমে শ্যার বিক্রয় হইলে তাহা হস্তান্তর না করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে
অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক ও
অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ অমুক সমীপেষু

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রীজারীক্রমে যে নীলাম হইয়াছে, শ্রীঅমুক সেই নীলাম উক্ত কোম্পানির কএকখানি শ্যার অর্থাৎ শ্রীঅমুক তোমার নামের অমুক অমুক শ্যার ক্রয় করিলেন, অতএব এই আজ্ঞা হইল যে শ্রীঅমুক তোমার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা শ্রীঅমুক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে শ্যার হস্তান্তর করিয়া দিতে ও তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ করা যায় ও এতদ্দ্বারা নিষেধ করা যাইতেছে, এবং উক্ত কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমুক তোমার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা উক্ত শ্রীঅমুক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত শ্যার হস্তান্তর করিবার অনুমতি দিতে ও তদ্রূপ কোন টাকা দিতে নিষেধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

বিচারপতি।

---

১৪৯ নম্বর

ভূমি ইত্যাদির নীলাম সিদ্ধ করণের আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

এই মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে এই আদালতের বেলিফ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিম্নলিখিত ভূমি [কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি] বিক্রয় করিয়াছিলেন; ও তৎপরে এত দিন গত হইলেও ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন প্রার্থনা করা যায় নাই [কিম্বা, আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই], অতএব উক্ত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে সিদ্ধ করা গেল

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

তফসীল

মোহর

বিচারপতি

---

১৫০ নম্বর

ভূমি বিক্রয়ের সটিফিকেট

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৬ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় হইলে, শ্রীঅমুককে তাহার ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেল, ও এই আদালত কর্ত্তৃক ঐ বিক্রয় নিয়মমত সিদ্ধ করা গেল ইহার সর্টিফিকেট দিং

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

---

১৫১ নম্বর

ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত ভূমি সর্টিফিকেট প্রাপ্ত ক্রেতাকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৮ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে অমুক ভূমি বিক্রয় করা গেলে শ্রীঅমুক ঐ ভূমির সর্টিফিকেট প্রাপ্ত ক্রেতা হইয়াছেন, ও উক্ত ভূমি শ্রীঅমুকের অধিকারে আছে, অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, তুমি পূর্ব্বোক্তমতে সর্টিফিকেট প্রাপ্ত উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি উক্ত অমুক ভূমির অধিকার দেও ও কোন ব্যক্তি উঠিয়া যাইতে অসম্মত হইলে প্রয়োজন মতে তাঁহাকে উঠাইয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

---

১৫২ নম্বর

কালেক্টর সাহেবের প্রতি ভূমির প্রকাশ্য নীলাম স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩২৬ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

অমুক জিলার কালেক্টর শ্রীঅমুক সমীপেষু

এই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিয়া আপনকার জিলার অন্তর্গত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী অমুক ভূমি নীলাম করিবার আপত্তি আছে, এই সম্পর্কে আপনার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের অমুক নম্বরের পত্রের উত্তরে আমি সবিনয়ে এই কথা জানাইতেছি উক্ত মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইয়াছিল উক্ত ভূমি নীলাম না করিয়া আপনার

প্রস্তাবিত নিয়মমতে সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্যসাধন হইবার বিধান করিতে আপনারই প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল।

তব আজ্ঞাকারী,

মোহর

বিচারপতি।

১৫৩ নম্বর

ভূমি বিষয়ক ডিক্রী জারী হওয়ার বাধকতা প্রভৃতি করণহেতুক কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩২৯ ধারা

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের বিপক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী হইয়াছিল তৎক্রমে শ্রীঅমুকের কতক ভূমি কি স্থাবর সম্পত্তি পাইবার আজ্ঞা হইয়াছিল কিন্তু শ্রীঅমুক ন্যায্য কারণ বিনা আদালতের সেই ডিক্রী জারী হওয়ার বাধকতা (কি প্রতিকূলাচরণ) করিয়াছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাওয়াতে উক্ত শ্রীঅমুককে এত দিন পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর।

বিচারপতি।

১৫৪ নম্বর

ডিক্রী জারীক্রমে ধৃত করণের পরওয়ানা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৩৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক সালের বিবিধ প্রকারের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু

আসল	...	...	..	টাকা।
সুদ	...	...	...	„
খরচা	...	...	...	„
ডিক্রীজারীর খরচ		...	...	„
মোট		...	...	„

অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমার আদালতের, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে বাদিকে পার্শ্ব লিখিতমতে, এত টাকা দিতে শ্রীঅমুকের প্রতি আজ্ঞা হইয়াছিল, সেই ডিক্রী সাধন-

ক্রমে উক্ত এত টাকা উক্ত বাদিকে দেওয়া যায় নাই, অতএব এতৎক্রমে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি উক্ত প্রতিবাদিকে ধৃত কর ও তিনি তোমাকে উক্ত এত টাকা ও এই পরওয়ানা জারী করিবার এত টাকা খরচ না দিলে, তুমি উক্ত প্রতিবাদিকে সাধ্যমতে ত্বরায় এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত কর। তোমার প্রতি আরো এই আজ্ঞা হইল, এই পরওয়ানা যে দিনে যে প্রকারে জারী করিয়া, পৃষ্ঠে ইহার সার্টিফিকেট, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিয়া, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এই আদালতে এই পরওয়ানা ফিরাইয়া দেও

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

---

১৫৫ নম্বর।

আদালতের টাকা দেওনের নোটিস

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৭ ধারা।

অমুক আদালতে

(বি) নং 18

শ্রীআনন্দ বনামে শ্রীচন্দ্র

প্রতিবাদী আদালতে এত টাকা দিয়া কহিলেন যে, বাদির [কিম্বা অমুকের নিমিত্ত বাদির] দাওয়ার পরিশোধার্থে ঐ টাকাই প্রচুর

বাদীর উকীল শ্রীঅমুক সমীপেষু

প্রতিবাদীর উকীল শ্রীঅমুক

---

১৫৬ নম্বর।

অনুপস্থিত সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮৬ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

শ্রীঅমুক সমীপেষু

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় [বাদির বা প্রতিবাদির পক্ষে] শ্রীঅমুকের সাক্ষ্য লওয়া [প্র]য়োজন ও লিখিত প্রশ্ন অনুসারে কিম্বা ঐ সাক্ষিদের বাচনিক সাক্ষ্য লইতে শ্রীঅমুক [ত]াহার প্রতি আদেশ হইল, তদর্থে তোমাকে এতৎক্রমে আমীন বলিয়া নিযুক্ত করা [গে]ল ও সেই সাক্ষ্য লওয়া গেলেই তাহা পাঠাইতে তোমার প্রতি আদেশ হইল [সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রার্থনা করিলেই এই আদালত হইতে দেওয়া [য]াইবে]*

---

* অন্য আদালতে ক্ষমতাপত্র পাঠান গেলে [ ] এই দুই চিহ্নের মধ্যের কথার প্রয়োজন নাই।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

১৫। নম্বর

স্থানবিশেষে অনুসন্ধান হইবার কিম্বা হিসাবের তদন্ত হইবার ক্ষমতাপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৯ ও ২৯৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে অমুক অমুক কারণে ক্ষমতাপত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ হওয়াতে, তোমাকে এতৎক্রমে অমুক অমুক কার্য্যের নিমিত্ত আমীনের পদে নিযুক্ত করা গেল। [কোন সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য হইবার ও কোন দলীল দেখিবার প্রয়োজন হইলে, তোমার প্রার্থনামতে সাক্ষিদিগকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার ও ঐ দলীল আনাইবার পরওয়ানা এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে]

উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত তোমার এত টাকা ফী ইহার সঙ্গে পাঠান যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি।

১৫৮ নম্বর

ডিক্রীর পূর্ব্বে গত করাইবার কথা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৭৮ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের নেলিফ সমীপেষু

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী শ্রীঅমুক [অমুক কার্য্য করিতে উদ্যত আছেন, বাদী শ্রীঅমুক এমত জ্ঞান করিবার সম্ভাবিত কারণ আদালতের সন্তোষমতে সপ্রমাণ করাতে, এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি ঐ প্রতিবাদী শ্রীঅমুককে ধরিয়া আটক রাখিতে এবং যত দিন উক্ত মোকদ্দমার সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি না হয় মোকদ্দমার [অমুকের] বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী যত দিন জারী না করা যায় ও তদনুযায়ী কার্য্যসাধন না হয়, ততদিন উক্ত প্রতিবাদীর স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইবার এত টাকা জামিন দিবার আজ্ঞা না হওয়ার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইল।

[১]

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি।

১৫৯ নম্বর
কারাগারে দিবার আজ্ঞাপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮১ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

শ্রীঅমুক সমীপেষু

এই মোকদ্দমার [প্রতিবাদির] বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে তাহার উত্তর দিবার জন্যে প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের উপস্থিত থাকার জামিন লওয়া যায়, এই মোকদ্দমার বাদী শ্রীঅমুকের এই মর্ম্মের প্রার্থনা হওয়াতে আদালত প্রতিবাদী শ্রীঅমুককে উক্ত জামিন দিতে কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা আমানৎ করিতে আজ্ঞা করিলে ও উক্ত শ্রীঅমুক তাহা দেনাও করেন নাই, এই কারণে আজ্ঞা হইল যে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে ডিক্রীজারী না হওন পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুককে কারাগারে রাখা যায়

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি।

১৬০ নম্বর
ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবার ও ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্যসাধন হইবার জামিন লওয়ার আজ্ঞাপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৪ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

আদালতে বেলিফ সমীপেষু

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী (অমুক অমুক কার্য্য করিতে উদ্যত) শ্রীঅমুক আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করাতে, এই পত্রদ্বারা তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল যে প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া আদালতের আদেশ হইবামাত্র তিনি অমুক অমুক সম্পত্তি কি তাহার মূল্য, কিম্বা ঐ মূল্যের যে অংশদ্বারা ঐ ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্যসাধন হইতে পারিবে সেই অংশ আদালতে উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে অর্পণ করিবেন এই কারণে, তুমি উক্ত প্রতিবাদীকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এত টাকা জামিন দিতে কিম্বা উপস্থিত হইয়া

সেই জমামিন না দিবার কারণ দর্শাইতে তাজ্ঞা বয় আরও তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে উক্ত (সম্পত্তি) ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রক্ষা কর, ও এই পরওয়ানা জারী করিলে পর, যে প্রকারে জারী করিয়াছ ইহা অগৌণেই এই আদালতে জ্ঞাত কর ও তৎকালে এই পরওয়ানা এই স্থানে আন।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহর ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

| মোহর |

বিচারপতি।

---

১৬১ নম্বর

জামিন না দেওয়ার প্রমাণ হইলে ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৫ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

আদালতের বেলিফ সমীপেষু

এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া তাঁহার স্থানে সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্যসাধনের জামিন লওয়া যায়, এই মোকদ্দমার বাদী শ্রীঅমুক এই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করাতে আদালত উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি ঐ জামিন দিতে আজ্ঞা করেন, কিন্তু উক্ত শ্রীঅমুক তাহা দেন নাই। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে তুমি উক্ত শ্রীঅমুকের অমুক অমুক সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রক্ষা কর, ও এই পরওয়ানা জারী করিলে পর যে প্রকারে জারী করিয়াছ ইহা অগৌণেই এই আদালতে জ্ঞাত কর ও তৎকালে এই পরওয়ানা এই স্থানে আন

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

| মোহর |

বিচারপতি

---

১৬২ নম্বর

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক

অন্য ব্যক্তিদের আটক রাখিবার কি অন্যের অধিকার করিবার স্বাধীনে অস্থাবর সম্পত্তিতে প্রতিবাদির স্বত্ব বর্ত্তে, সেই সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক সমীপেষু

শ্রীঅমুকের কোন দাওয়ার অধীনে উক্ত শ্রীঅমুকের অধিকারস্থ [illegible] অর্থাৎ

অমুক অমুক যে সম্পত্তিতে প্রতিবাদির স্বত্ব আছে, এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদি শ্রীঅমুক তোমার প্রতি উক্ত শ্রীঅমুকের স্থানে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে; এবং উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া দিতে এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা গেল

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

১৬৩ নম্বর

ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে ক্রোক

স্থাবর সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক সমীপেষু

শ্রীঅমুক তোমার প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় কি দান ক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে নিম্নলিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তোমাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, এবং সকল ব্যক্তির প্রতি ক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য কোন প্রকারে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তাহাদিগকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

তফসীল

মোহর

বিচারপতি

১৬৪ নম্বর

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক

অন্য ব্যক্তিদের হস্তগত থাকিয়া কিম্বা কোন বিশেষ নিদর্শনপত্র [illegible] অস্থাবর

সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

শ্রীঅমুক সমীপেষু

শ্রীঅমুকের হস্তে উক্ত প্রতিবাদির যে [illegible] দি যাহা আছে তাহা নিষেধ

করিয়া দিথিতে হইবে) এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের প্রতি সেই ধন দি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তাঁহাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে এবং এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না প্রাপণ পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি সেই (ধনাদি) কি তাহার কোন অংশ কোন ব্যক্তিকেই দিবার নিষেধ ও বারণ করিতে আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

| মোহর |

বিচারপতি

১৬৫ নম্বর

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে স্টোক

প্রকাশ্য কোম্পানি প্রভৃতির স্থার লইয়া সম্পত্তি হইলে, নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে
অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা
অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী
প্রতিবাদী শ্রীঅমুক ও
অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীঅমুক সমীপেষু

উক্ত অমুক কোম্পানিতে প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের যে অমুক অমুক স্থার আছে এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি উক্ত স্থার হস্তান্তর করিতে কিম্বা উক্ত স্থারের ডিভিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল এবং এতৎক্রমে তাঁহাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, ও উক্ত কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ তোমার প্রতি ঐ স্থার হস্তান্তর করিবার অনুমতি দিতে ও ঐ ডিবিডেণ্ড দিতে নিষেধ ও বারণ করা গেল

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

| মোহর |

বিচারপতি

---

১৬৬ নম্বর

বিয়ৎকালীন নিষেধসূচক আজ্ঞাপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯২ ধারা

বাদী শ্রীআনন্দের উকীল (কি তৎপক্ষ কৌনসেল) শ্রীঅমুক এই আদালতে অনুরোধ করিলে, এবং উক্ত বাদী এই বিষয়ে (অন্য) যে দরখাস্ত অর্পণ করিলেন তাহা, (কিম্বা,

তাহার মত না করা কি তাহাতে কোন বিষয় যোগ করা কি তাহা হইতে কোন বিষয় বাদ করা নিবারণার্থে প্রভৃতি

(ব্যবসায়িক চিহ্ন বিষয়ক মোকদ্দমায়) বাদী শ্রীআনন্দ যে কালী প্রস্তুত করিয়া বোতলে পূরিয়া বাদীর আবেদনপত্রের (কি দরখাস্ত প্রভৃতির উল্লিখিত যে টিকিট ঐ বোতলে লাগাইয়া থাকেন,) প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র কিম্বা তাঁহার চাকরেরা কি প্রতিনিধিরা কি কর্মকারেরা যেন সেই প্রকারের টিকিট লাগাইয়া, কিম্বা প্রতিবাদির নির্মিত কালী বাদির প্রস্তুত ও বিক্রীত কালীর মত দেখাইবার জন্যে ঐ টিকিটের অনুরূপ কি প্রকারান্তরে টিকিট প্রস্তুত করিয়া কি তাহাতে অমুক কথা ছাপাইয়া যেন বাদির প্রস্তুত কালী বলিয়া কি তাহার আভাস দেখাইয়া বিক্রয় না করেন কি বিক্রয়ার্থে প্রকাশ না করেন কি অন্যের দ্বারা বিক্রয় না করান, কিম্বা প্রতিবাদী যে কালী বিক্রয় করেন কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করেন তাহা যাহাতে বাদির প্রস্তুত কি বিক্রীত কালী বলিয়া বোধ হয় এমত কোন ব্যবসায়ির টিকিট প্রস্তুত করিয়া কিম্বা এমত কোন কথা তাহাতে ছাপাইয়া ব্যবহার না করেন এই নিমিত্ত অমুক সময় পর্য্যন্ত নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রভৃতি

[ব্যবসায়ে অংশির কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করা নিবারণার্থে]

প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র ও তাহার প্রতিনিধিরা ও চাকরেরা যেন বলরাম কোম্পানির নামে ব্যক্ত অংশিত্ব ব্যবসায়ের নামে কোন চুক্তি না করেন ও কোন হুণ্ডী কি নোট কি প্রতিভূপত্র স্বীকার না করেন কি লিখিয়া না দেন কি পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া না দেন কি ক্রয় বিক্রয় না করেন, ও উক্ত বলরাম কোম্পানির অংশিত্ব ব্যবসায়ের নামে কি ঐ কুঠির বিশ্বাসযোগ্যতার বলে কোন ঋণ গ্রহণ না করেন ও কোন মাল ক্রয় বা বিক্রয় না করেন, ও লিখিত কি বাচনিক কোন অঙ্গীকার কি নিয়ম কি প্রতিজ্ঞা না করেন, কিম্বা যে কোন ক্রিয়াদ্বারা উক্ত অংশিত্ব ব্যবসায়িরা কোন প্রকারে কোন টাকা শোধ করিবার কিম্বা কোন চুক্তি কি অঙ্গীকার কি প্রতিজ্ঞামতে কার্য্যসাধন করিবার দায়ী হন, কি তাঁহাদিগকে দায়ী করা যাইতে পারে, এমত কর্ম না করেন, কি অন্য দ্বারা না করান, এই নিমিত্ত অমুক সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রভৃতি

—

১৬৭ নম্বর

নিষেধসূচক আজ্ঞার নিমিত্তে প্রার্থনার নোটিস

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৪ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

যে চুক্তিমতে কার্য্যসাধন করাইবার জন্যে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই চুক্তি ভঙ্গহেতুক হানিপূরণের টাকা আদায় করণ জন্যে শ্রীচন্দ্র অমুক আদালতে আমার নামে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে উক্ত আদালতের অধিবেশন হইবে, তাহাতে প্রতি সেই মোকদ্দমা চালাইতে নিষেধ করা যায়, (কিম্বা আমাদের মধ্যে যে অংশিত্ব কার্য্য বন্ধ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল তাঁহাকে সেই অংশিত্ব সম্পর্কীয় কোন ঋণ গ্রহণ করিতে কি তাহার স্বীকৃতিপত্র দিতে, কিম্বা শর্ত্তে যে যে নিয়ম প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করাইবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল তদনুসারে তিনি আমার নিকট যে ভূমি বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করেন তাহার ধান্যের টাপ ডাঙ্গা হইতে তাঁহাকে চারি

করা যায়) আমি শ্রীআনন্দ এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে কল্পনা করিলাম ইহার নোটিস দও।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে

শ্রীআনন্দ

শ্রীচন্দ্র সমীপেষু

[মন্তব্য কথা —মোকদ্দমায় উপস্থিত করা কোন ব্যবকারির মধ্যে যাঁহার নাম ও নিবাসাদি লেখা যায় নাই এমত ব্যক্তির নামে সেই নিষেধ আজ্ঞা দিবার প্রার্থনা হইলে, উপযুক্ত কার্য্যকারক যেন নোটিস জারী করিতে পারেন এই কারণে তাহার সম্পূর্ণ নামাদি লিখিতে হইবে]

১৬৮ নম্বর

গ্রাহকের নিয়োগপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

অমুক সমীপেষু

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের সপক্ষ ডিক্রী জারীক্রমে অমুক সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, অতএব [রেজিষ্ট্রারের দ্বারা উদ্যোগমতে জামিন দিলে] তোমাকে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারামতে ঐ সম্পত্তির গ্রাহক পদে নিযুক্ত করা গেল ও সেই ধারার বিধানমতে তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে

উক্ত সম্পত্তির উপলক্ষে তোমার যত টাকা আয় ও ব্যয় হয়, তোমার প্রতি অমুক দিনে তাহার উপযুক্ত ও সমুচিত হিসাব দিতে আদেশ করা গেল এই নিয়োগপত্রের বলে তোমার যত টাকা আয় হয়, তাহার উপর শতকরা এত টাকা হিসাবে তোমার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্ব থাকিবে

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

১৬৯ নম্বর

গ্রাহকের নিবন্ধপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

এই পত্র দ্বারা সকলেই অবগত হউন যে অমুক স্থানবাসি শ্রীইন্দ্র ও অমুক স্থানবাসি

শ্রীযোগেন্দ্র ও অমুক স্থানবাসি শ্রীমহেন্দ্র আমরা অমুক আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীগগনকে, কিম্বা তাঁহার টর্ণিদিগকে কি উইলক্রমে নিরূপিত অছিদিগকে, ধনাধ্যক্ষদিগকে কি আসৈনদিগকে একত্র ও স্বতন্ত্র এত টাকা দিতে বদ্ধ হইলাম আর সেই টাকা দেওনার্থ আমরা এই পত্র দ্বারা আপনাদিগকে সাকল্যে ও আপনাদের প্রত্যেক জনকে ও প্রত্যেক জনের উত্তরাধিকারিদিগকে ও উইলক্রমে নিরূপিত অছিদিগকে ও ধনাধ্যক্ষদিগকে একত্র ও স্বতন্ত্ররূপে বদ্ধ করিলাম

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ

আরো শ্রীআনন্দ এই আদালতে অমুক অভিপ্রায়ে (এই স্থলে মোকদ্দমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইবে) শ্রীচন্দ্রের নামে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছেন।

আরো পূর্ব্বোক্ত আদালতের আজ্ঞাক্রমে উক্ত আবেদনপত্রের উল্লিখিত উইলকারক উপেন্দ্রের স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থ ও তাঁহার প্রাপ্য অস্থাবর সম্পত্তি আদায় করণার্থ উক্ত শ্রীইন্দ্রকে নিযুক্ত করা গিয়াছে।

এইক্ষণে এই নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে উক্ত প্রকারে বদ্ধ শ্রীইন্দ্র উক্ত শ্রীউপেন্দ্রের স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব বলিয়া ও তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত যত টাকা (কিম্বা স্থলবিশেষে যাহা) প্রাপ্ত হন, উক্ত আবেদনপত্রের নিরূপিত সময়ে সময়ে সেই সকল টাকার উপযুক্ত হিসাব দিলে ও সময়ে সময়ে তাঁহার স্থানে পাওনা বলিয়া যত টাকার সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, আদালত যে আদেশ করিয়াছেন কি পশ্চাৎ করিবেন তদনুসারে সেই টাকা উপযুক্তমতে দিলে, এই নিবন্ধপত্র ব্যর্থ হইবে, নতুবা সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবে

শ্রীইন্দ্র
শ্রীযোগেন্দ্র
শ্রীমহেন্দ্র

অমুকের সাক্ষাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাক্ষর করিয়া দেওয়া গেল

মন্তব্য।—টাকা আমানৎ হইয়া থাকিলে, উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়মসূচক কথার পরে আমানতী টাকার স্মারকলিপিও লিখিতে হইবে।

---

১৭০ নম্বর

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

উক্ত মোকদ্দমার পূর্ব্বোক্ত বাদী ও প্রতিবাদী যে বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেছেন তাহা এক বাক্য হইয়া তোমার বিবেচনার ও মীমাংসার নিমিত্ত অর্পণ করিতে স্থির করিয়াছে, তদনুসারে উক্ত উভয় পক্ষের বিবাদীয় সকল বিষয় নির্ণয় করণার্থে তোমাকে [সালীস স্বরূপ] নিযুক্ত করা গেল। সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ যে পক্ষের দিতে হইবে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ইহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া গেল।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তৎপূর্ব্বে কিম্বা এই আদালত অন্য যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে এই আদালতে তোমার লিখিত মীমাংসা অর্পণ করিতে আদেশ হইল।

কোন সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়ার কি দলীল দেখিবার প্রয়োজন হইলে, এই আদালতে

প্রার্থনা করিলে ঐ সাক্ষিদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার কিম্বা দলীল আনাইবার পরওয়ানা এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে, ও তুমি ঐ সাক্ষিদিগকে শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন আছ

উক্ত মোকদ্দমায় তোমার এত টাকা ফী ইহার সঙ্গে পাঠান যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

বিচারপতি।

১৭১ নম্বর

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালত কর্তৃক সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

বাদী অদ্য যে দরখাস্ত দাখিল করিলেন তাহা পাঠ করণানন্তর প্রতিবাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের সম্মতি ক্রমে বাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের ও প্রতিবাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সম্মতিক্রমে, উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির কার্য্যব্যাপার ও লেনদেনা সমেত এই মোকদ্দমার বিবাদীয় সকল বিষয় শ্রীঅমুকের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইল। তিনি আপন মীমাংসা লিখিয়া এই পত্রের তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে মোকদ্দমা সংক্রান্ত সকল কাগজ ও সাক্ষ্য ও দস্তাবেজ সহিত আদালতে অর্পণ করিবেন। আরও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতি সহিত এই আজ্ঞাও হইল যে, উক্ত সালিসী শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে উভয় পক্ষের ও তাঁহাদের সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনক্রমে সালীসদের প্রতি যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা অর্পিত হইল, উক্ত সালীসের সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবে, তন্মধ্যে কোন হিসাব খাতা আনান আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহাও তাঁহার আনাইবার ক্ষমতা আছে আরও উক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতি সহিত এই আজ্ঞাও হইল, যে এই মোকদ্দমার খরচা, এবং উক্ত সালীসের মীমাংসা না করণ পর্য্যন্ত ঐ মীমাংসার্থ সালীসীতে অর্পণ করিবার ও মীমাংসা প্রবল করিবার সমস্ত খরচা ঐ সালীসের নির্ণয়ানুসারে নির্দ্ধারিত হইবে। উক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতি সহিত আরও এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে অর্পিত বিষয়ের অনুসন্ধান লওন কার্য্যে উক্ত সালীস আপনার সাহায্যের জন্যে উপযুক্ত হিসাবনবিসকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ও সেই হিসাবনবিসের পারিশ্রমিক ও তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য খরচ উক্ত সালীসের বিবেচনামতে স্থির করা যাইবে

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

বিচারপতি।

১৭২ নম্বর

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমায় সমন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৩২ ধারা

মোকদ্দমার নম্বর

অমুক স্থানের অমুক আদালতে বাদী।

প্রতিবাদী

শ্রী অমুক এই স্থানে প্রতিবাদির নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিতে হইবে।

সমীপেষু

শ্রীঅমুক (বাদির নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা এই স্থানে লিখিতে হইবে) বিল অফ এক্‌চেঞ্জের (কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরি নোটের) টাকা প্রাপণীয় (কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে টাকা প্রাপণীয়) বলিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৯ উনচত্বারিংশ অধ্যায়মতে এই আদালতে তোমার নামে আসল ও সুদ এত টাকা (কিম্বা আসলের বাকী ও সুদ এত টাকা) পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন ঐ হুণ্ডী প্রভৃতির নকল নিম্নভাগে দেওয়া যাইতেছে অতএব এই সমন পাইবার দিন ধরিয়া সেই দিনাবধি দশদিনের মধ্যে তোমার উপস্থিত হইয়া সেই মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্যে ও সেই সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার জন্যে এই আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে তোমার নামে এতৎক্রমে সমন দেওয়া গেল ইহাতে ক্রটি হইলে, ঐ দশ দিন গত হইলে পর কোন সময়ে বাদির এত টাকার (যত টাকা দাওয়া করেন তাহা লিখিতে হইবে) অনধিক ও খরচা বলিয়া এত টাকা পাইবার অধিকার থাকিবে

আদালতে প্রার্থনা করিয়া, দোষগুণ বিবেচনায় মোকদ্দমার উত্তর দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা মোকদ্দমায় তোমাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ, এই মর্ম্মের আফিডেবিট কি নির্দ্দেশ বাক্য ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় অর্পণ করিলে, তুমি উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবা

(বিল অফ এক্‌চেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরি নোটের ও তাহার পৃষ্ঠলিখিত সকল কথার নকল এস্থানে করিতে হইবে)

---

১৭৩ নম্বর।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৪১ ধারা

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র।

(রেজিষ্টারের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) বাদী—আপেলাণ্ট

(রেজিষ্টারের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) প্রতিবাদী—রিস্পাণ্ডেণ্ট

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার উপর উক্ত (আপেলাণ্টের নাম) বাদী (কি প্রতিবাদী) নিম্নলিখিত হেতুতে অমুক স্থানের হাইকোর্ট (কিম্বা স্থলবিশেষে অমুক জিলার আদালত) আপীল করিতেছে (আপত্তির হেতু সকল এই স্থানে লিখিতে হইবে)

১৭৪ নম্বর।

আপীলের রেজিষ্টর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৪৮ ধারা।

অমুক স্থানের আদালত (কি হাইকোর্ট।)

অমুক সালের ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

মর্ম্মাকপত্রের তারিখ	আপীলের নম্বর	আপেলাণ্ট			রিস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল				উপস্থিত হওয়ার কথা			বিচার।		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার নম্বর	বৃত্তান্ত	যতটাকার বা যত টাকা মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলাণ্ট	রিস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	স্থির বা অন্যথা বা পরিবর্ত্তন করা গেল	যে জন্য বা যত টাকা

১৭৫ নম্বর
রিস্পাণ্ডেণ্টের নামে আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনের নোটিস।
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৫৩ ধারা।
অমুক স্থানের অমুক আদালতে
শ্রীঅমুক আপেলাণ্ট শ্রীঅমুক রিস্পাণ্ডেণ্ট
অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের (ডিক্রীর) উপর আপীল।
রিস্পাণ্ডেণ্ট শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমায় অমুক আদালতের যে ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার উপর শ্রীঅমুক আপীল উপস্থিত করিয়াছেন সেই আপীল এই আদালতে রেজিষ্টরী করা গেল, ও এই আদালতে ঐ আপীল শুনিবার নিমিত্ত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ নির্দ্ধার্য্য করিলেন এই কথা জানিও।

তুমি কিম্বা তোমার উকীল, কিম্বা এই আপীলসম্পর্কে তোমার পক্ষে আইনমতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থানে তাহা শ্রুত হইয়া নিষ্পত্তি করা যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর

বিচারপতি

[মন্তব্য।—ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে এই নোটিসে সেই কথাও জানাইতে হইবে।]

১৭৬ নম্বর।
আপীলক্রমে ডিক্রী।
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৭৯ ধারা।
অমুক স্থানের অমুক আদালতে।
শ্রীঅমুক আপেলাণ্ট। শ্রীঅমুক রিস্পাণ্ডেণ্ট।
অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের [ডিক্রীর] উপর আপীল।
আপীলের মর্ম্মাজ্ঞাপকপত্র। বাদী প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় শ্রীঅমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী করেন তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত বাদী [কি প্রতিবাদী] অমুক আদালতে এই এই কারণে আপীল করিলেন, যথা,—

[কারণ সকল এই স্থলে লিখিতে হইবে]

এই আপীল শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপেলাণ্টের পক্ষে শ্রীঅমুকের সাক্ষাৎ ও রিস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে শ্রীঅমুকের সাক্ষাৎ শুনা গিয়া, এই আজ্ঞা হইল যে,

[যে উপকার করা গেলে তাহা এই স্থলে লিখিতে হইবে]

এই আপীলের এত টাকা খরচ শ্রীঅমুকের দিতে হইবে।

আপীল মোকদ্দমার খরচা শ্রীঅমুকের দিতে হইবে।

আমার স্বাক্ষরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

বিচারপতি।

১৭৭ নম্বর।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রির উপর আপীলের রেজিষ্টর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৮৭ ধারা।

অমুক স্থানের হাইকোর্টে।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর আপীলের রেজিষ্টর।

দর্খাস্তপত্রের তারিখ	আপীলের নম্বর	আপেলাণ্ট।			রেস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা।				উপস্থিত হওয়ার কথা।			বিচার।		
		নাম।	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার ও আপীলের নম্বর	বৃত্তান্ত	বতটাকার কি বত টাকা মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলাণ্ট	রেস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	স্থির কি অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা গেল	যে জন্য বা যত টাকার

১৭৮ নম্বর।

সমালোচন করিবার অনুমতি না দেওনের কারণ জানাইবার নোটিস,
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৬২৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক বাদী অমুক প্রতিবাদী

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই আদালত পুর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে বিচার করেন শ্রীঅমুক এই আদালতে তাহা সমালোচন করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই মোকদ্দমায় এই আদালত আপন বিচার সমালোচন করিবার অনুমতি না দেন তোমার এমত কারণ দর্শাইবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ নির্দ্ধারিত হইল।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর

বিচারপতি।

---

১৭৯ নম্বর

উকীল পরিবর্ত্তন হওয়ার নোটিস।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

আদালতের রেজিষ্ট্রার সমীপেষু

আমি শ্রীআনন্দ [বা শ্রীচন্দ্র] পুর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুককে আপন উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলাম তিনি আর আমার উকীল নহেন, এইক্ষণে অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক আমার উকীল এই কথা জানিবা

শ্রীআনন্দ [বা শ্রীচন্দ্র]

---

১৮০ নম্বর।

আদালতের প্রত্যেক সমনের ও নোটিসের ও ডিক্রীর ও আজ্ঞাপত্রের ও
আদালতের অন্য কোন পরওয়ানার নিম্নভাগে এই
স্মারকলিপি থাকিবে।

[অমুক স্থানের] রেজিষ্ট্রারের আফিস প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা অবধি ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে কিন্তু (আফিস বন্ধ হইবার অমুক দিনে] ১ টার সময়ে বন্ধ হইবে।

তফসীল সম্পূর্ণ।

সাঙ্কেতিক চিহ্নাবলী।

ই, ল, রি,	...	ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট।
আই, এ,	...	ল রিপোর্টস ইণ্ডিয়ান আপীল।
এম, আই, এ,	...	মুরস্ ইণ্ডিয়ান আপীল
প্রি, কৌ, জ,	..	সদরল্যাণ্ড প্রিভিকাউন্সেল জজমেণ্ট
উ, রি,	..	উইক্‌লি রিপোর্ট।
বে, ল, রি,	...	বেঙ্গল ল রিপোর্ট।
ক, ল, রি,	...	কলিকাতা ল রিপোর্ট।
ব,	..	বম্বে হাইকোর্ট রিপোর্ট।
মা,	...	মান্দ্রাজ হাইকোর্ট রিপোর্ট।
আ,	...	আলাহাবাদ হাইকোর্ট রিপোর্ট।
স, দে,	...	সদর দেওয়ানী আদালত।
ফু, বে,	..	ফুলবেঞ্চ।
ই, কৌ,	..	ইণ্ডিয়া কাউন্সেল এক্ট।
বা, কৌ,	...	বেঙ্গল কাউন্সেল এক্ট।
মা, কৌ,	..	মান্দ্রাজ কাউন্সেল এক্ট।
ব, কৌ,	...	বম্বে কাউন্সেল এক্ট
হা, স,	...	হাইকোর্ট সর্‌কুলার।

হাইকোর্টের প্রকাশিত সর্কুলার অর্ডর

অর্থাৎ

আদেশ ও নিয়মাবলী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়—দেওয়ানী আদালতের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধীয় আদেশ সমূহ।

১। বিচারের কাল নিয়ম।

২ পক্ষগণের সম্মতি ব্যতীত রবিবারে বা অন্য কোন বন্ধের দিবসে দেওয়ানী আদালত কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না ১৮৮০ সালের ৫ নং সর্কুলার।

২। মোকদ্দমা দায়ের সংক্রান্ত।

৬ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫১, ৫২, ১১৫, ১৭৮, ৩৪৬ এবং ৪৩৫ ধারা অনুসারে আবেদনপত্র ইত্যাদিতে যে সত্যপাঠ লিপিবদ্ধ করিতে হয় তাহাতে যে সময়ে ও যেখানে তাহা লিখিত হয় তাহা উল্লিখিত করা আবশ্যক ১৮৭০ সালের ৫ নং সর্কুলার।

৩। সমন জারি সংক্রান্ত

৮। অন্য জেলায় সমন জারি করাইতে হইলে সেই জেলার জজের নিকটে সমন না পাঠাইয়া যে মুন্সেফের এলাকায় প্রতিবাদী বাস করে তাঁহার নিকটে সেই সমন, জারীর জন্য, প্রেরণ করা কর্ত্তব্য ১৮৭২ সালের ১৭ নং সর্কুলার

৯ কলিকাতা বোম্বে মান্দ্রাজ এই তিন নগরে কোন ব্যক্তির নামে সমনজারী করিতে হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমনের প্রার্থনা করা হয়, সে ভারতবর্ষীয় লোক হইলে তাহার নাম, পিতার নাম, জাতি, পেসা, রাস্তার নাম এবং বাটীর নম্বরাদি ঠিকানা সমনে লিখিয়া দিতে হয়। যে ব্যক্তির নামে সমনের প্রার্থনা করা হয় সে ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গি হইলে তাহার সম্পূর্ণ নাম, ব্যবসায় ও ঠিকানা সমনে লিখিয়া দিতে হয় ১৮৭৮ সালের ১২৯ নং সর্কুলার দেখ; হাইকোর্ট সর্কুলার বহি ৯ পৃষ্ঠা

সমন, আপিলের এত্তেলানামা, বা কোন পরওয়ানা, ভিন্ন জেলার এলাকায় জা[illegible] প্রেরণ করিতে হইলে তাহার ডাকখরচা পৃথকরূপে দিতে কোন পক্ষ দায়ী হয় না [illegible] সালের ৯ নং ও ১৮৮২ সালের ৯ নং সর্কুলার; হাইকোর্ট সর্কুলার বহি ১০ পৃষ্ঠা।

৪। দলীল দাখিল ও গ্রহণ সংক্রান্ত

১০ পক্ষগণ আবেদনপত্র দাখিলের সময়ে বা প্রথম অবধারিত দিবসে যে সকল দলীল দাখিল জন্য উপস্থিত করে, তাহার সহিত নিম্নলিখিত আকারে একটি নির্ঘণ্ট থাকা আবশ্যক

আদালত

মোকদ্দমার নম্বর

পক্ষে দাখিলি দলিলের ফিহরস্ত সন সাহ তারিখে

কর্ত্তৃক এই ফিহরস্ত দাখিল হইল

নম্বর	দলীলের বিবরণ	দলীলের তারিখ	রেজিষ্ট্রীকৃত কি না	প্রমাণ জন্য দাখিল হইয়া যে তারিখে		বক্তব্য কথা	যে দলীল গৃহীত না হয় তাহা ফেরতের পরে দাখিলকারির বা তাহার উকিলের স্বাক্ষর
				গৃহীত হয়	অগ্রাহ্য হয়		
১	২	৩	৪	৫		৬	৭

১ হইতে ৪ সংখ্যক কোঠ পক্ষগণ কর্ত্তৃক পূরণ হওয়া আবশ্যক দলিল গৃহীত বা অগ্রাহ্য হওয়ার সময়ে ৫ নং কোঠ আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পূরণ করেন ১৮৯০ সালের ৭ নং সর্কুলার দেখ

আদালত যে সকল দলীল গ্রহণ করেন তাহার একটী পৃথক সারণি আদালতের ভারপ্রাপ্ত একজন কর্ম্মচারী প্রস্তুত করিয়া নথি সামিল করিবেন বাদীর পক্ষে দাখিলি দলীল ১, ২, ৩ আদি অঙ্কের দ্বারা, এবং প্রতিবাদীর পক্ষীয় দলীল A B, C, আদি অক্ষরের দ্বারা আদালত চিহ্নিত করেন যে দলীল উপস্থিত করা হয়, কিন্তু যাহা প্রমাণরূপে ব্যবহার জন্য প্রার্থনা করা না হয়, মোকদ্দমা শ্রবণান্তে তাহা ফেরত দিবার আদেশ দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য এবং ফেরতের আদেশ হইলে দাখিলকারির উকীল তাহা লইতে বাধ্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পরে ৪ মাসের মধ্যে কোন পক্ষ দলীল ফেরতের প্রার্থনা করিলে তাহার বিপক্ষকে বিজ্ঞাপিত না করিয়া সেই প্রার্থনা আদালত মঞ্জুর করিতে পারেন না বিপক্ষকে বিজ্ঞাপন দিবার জন্য কোন খরচা লাগে না নিষ্পত্তির ৪ মাস পরে যে কোন পক্ষ তাহার দাখিলি দলীল ফেরতের প্রার্থনা করিলে সে তৎক্ষণাৎ, অর্থাৎ তাহার বিপক্ষকে বিজ্ঞাপন না দিয়া, সেই সমস্ত দলীল পাইতে পারে ১৮৯০ সালের ৭ নং সর্কুলার দেখ, হাইকোর্ট সর্কুলার বহি ১১ হইতে ১৩ পৃষ্ঠা।

৫ সাক্ষির নামে সমন সংক্রান্ত।

১২ সাক্ষির পাথেয়াদির জন্য ডাক টিকিট গৃহীত হয় না; তজ্জন্য নগদ টাকা দাখিল আবশ্যক। ভিন্ন আদালতে সেই সাক্ষির নামে সমন, জারীর জন্য, প্রেরিত হইলে আদালত মনিঅর্ডরের দ্বারা তাহার পাথেয়াদি প্রেরণ করেন ১৮৮৩ সালের ৯ নং সর্কুলার; হাইকোর্ট সর্কুলার বহির ১৫ পৃষ্ঠা দেখ

সাক্ষির পাথেয়াদির জন্য পক্ষগণ যে টাকা দাখিল করে তাহা ব্যয় না হইয়া মজুদ থাকিলে তাহা ফেরত লইবার জন্য আদেশ দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য ১৮৮২ সালের ৮ নং সর্কুলার হাইকোর্ট; সর্কুলার বহি ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠ দেখ

১৩ গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারিকে বা রেলওয়ে সংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারিকে সাক্ষিরূপে সমন করিতে হইলে তাহার উপরিতন কর্ম্মচারিকে সমনের একখণ্ড প্রতিলিপি পাঠাইতে হয়; এবং সরকারি কার্য্যের বন্দোবস্ত জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হয় ১৮৮৩ সালের ১ নং সর্কুলার

৬। পাঁচহাজার টাকার ঊর্দ্ধ দাবির মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিশেষ নিয়মাবলী।

১৪ পাঁচহাজার টাকার ঊর্দ্ধ দাবির মোকদ্দমায় প্রত্যেক বর্ণনা ও দরখাস্তের সহিত তাহার এত গুলি নকল দাখিল করা আবশ্যক যে তাহার এক এক খণ্ড বিভিন্ন স্বত্বমূলক দাবিকারি প্রত্যেক বিপক্ষকে দেওয়া যাইতে পারে

ঐরূপ মোকদ্দমায় পক্ষগণ যে দলিল দাখিল করে তাহার ফিহরস্তের সহিত নকল ফিহরস্ত দাখিল আবশ্যক

ঐ সমস্ত নকল বিপক্ষগণ বা তাহাদের উকিল বা মোক্তার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ পাইতে পারে

৭। আফিডিবিট।

১৬ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৮১ ধারা অনুসারে আদালতের সমক্ষে প্রকাশ্যরূপে সাক্ষ্য গ্রহণ আবশ্যক বিশেষ বিশেষ স্থলে নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলে ১৯৪ ধারা অনুসারে আফিডিবিটের দ্বারা আদালত প্রমাণ লইতে পারেন কিন্তু কিরূপ স্থলে কোন সাক্ষির জবানবন্দি না লইয়া, তাহার আফিডিবিট আদালত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে হাইকোর্ট কোন নিয়ম অবধারণ করিয়া দেন নাই। ১৮৮০ সালের ৩২ নং সর্কুলার

১৭ আফিডিবিটের উপরে আদালতের নাম ও মোকদ্দমার নম্বরাদি লেখা আবশ্যক আফিডিবিটকারী যে সকল বৃত্তান্ত স্বয়ং জ্ঞাত থাকে তাহা "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি" এইরূপ উক্তি করিয়া তৎপরে বিবৃত করা বিধেয় যে বৃত্তান্ত আফিডিবিটকারী স্বয়ং জ্ঞাত না থাকে তাহা "আমি শুনিয়াছি এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি" এইরূপ বলিয়া সে বিবৃত করিতে পারে

আফিডিবিটকারী শপথদাতার অপরিচিত হইলে তাহার সনাক্ত আবশ্যক হয়

যে ভাষায় আফিডিবিট লিখিত হয় তাহা আফিডিবিটকারীর অজ্ঞাত হইলে, অথবা সে অজ্ঞ হইলে, শপথদাতা সেই আফিডিবিট তাহার নিকট পাঠ করাইয়া তাহাকে বুঝাইবেন। ঐরূপে কোন আফিডিবিট পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইলে শপথদাতা তাহার নিম্নে তাহা পঠিত ও ব্যাখ্যাত হওয়া ও আফিডিবিটকারী তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন শপথ প্রদান সম্বন্ধে শপথদাতা ১৮৭৩ সালের ১০ আইনের প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবেন। আফিডিবিটের শপথ নিম্নলিখিত ভাবাত্মক হওয়া আবশ্যক;—

"আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে উপরের লিখিত বিবরণ সত্য, ইহাতে আমি কোন অংশ গোপন করি নাই, এবং ইহার কোন অংশ মিথ্যা নহে।"

৮ জয়পত্র রচনা

২০ জয়পত্রে উভয়পক্ষীয় উকিলের স্বাক্ষর আবশ্যক কোন পক্ষের উকিল স্বাক্ষর করিতে না পারিলে বা অস্বীকার করিলে তাহার হেতু ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা আদালতের কর্ত্তব্য

৯। ডিক্রী জারী।

২১ অন্য জেলায় জারির জন্য ডিক্রি ও সার্টিফিকেট পাঠাইবার নিমিত্ত ডিক্রীদার প্রার্থনা করিলে সেই সমস্ত পাঠাইবার ডাকমাশুল তাহাকে দিতে হয়

২২ ২২৯ B ধারা অনুসারে মহিমবর ভারতাধিপতি আদেশ করিয়াছেন যে কুচবিহারের ডিক্রী ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের যে কোন আদালতে জারি হইতে পারিবে ১৮৭৯ সালের ১৯ আপিলের ১৭ নং সর্কুলার দেখ,

চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশে কোন ডিক্রী, জারীর জন্য পাঠাইতে হইলে নিষ্পত্তি-পত্রের নকল ও তথাকার আসিষ্টাণ্ট কমিসনারের নামে একখানি ইংরাজি চিঠি সহ ডিক্রী ও সার্টিফিকট পাঠান আবশ্যক

১০ ডিক্রিজারী অনুসারে ক্রোক সংক্রান্ত।

২৪ সিদ্ধ লাখেরাজ সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করিতে হইলে জারির দরখাস্তে সেই সম্পত্তির অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক

রাজস্বদায়ী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রোকের প্রার্থনা করা হইলে, সেই মহালের সমগ্র রাজস্বের পরিমাণ জারির দরখাস্তে লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক

২৫ ২৬৯ ধারা অনুসারে যে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার মূল্য ২০৲ টাকার ন্যূন হইলে ক্রোককারি কর্ম্মচারী তাহা তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিতে পারেন, এবং তাহা করিতে হইলে কোনরূপ এস্তাহারের আবশ্যক হয় না কেবল দেনাদার বা তাহার অনুপস্থিতে তাহার বাটীস্থিত কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সেই বিষয় জ্ঞাত করিতে হয়। দেনাদার বা তাহার বাটীস্থিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ঐরূপ নিলাম সম্বন্ধে আপত্তি করিলে, ক্রোককারী কর্ম্মচারী গ্রামবাসী তিনজন ভদ্র ব্যক্তিকে ক্রোকি সম্পত্তির মূল্য অবধারণ জন্য ডাকাইতে পারেন

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের প্রার্থনা করিতে হইলে দরখাস্তের সঙ্গে ইস্তাহারের খরচা দিতে হয় তবে যে সম্পত্তি ক্রোকের প্রার্থনা করা হয় তাহার মূল্য ২০৲ টাকার ন্যূন হইলে এস্তাহারের খরচা দিতে হয় না

রাজস্বদায়ী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা হইলে জেলার কালেক্টরকে তদ্বিষয়ের সম্বাদ দেওয়া আবশ্যক ১৮৭১ সালের ২ নং সর্কুলার

রাজস্বদায়ী সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পরে যদি ক্রোক খালাসের আদেশ হয় তাহা হইলে জেলার কালেক্টরকে তদ্বিষয়ের সম্বাদ দিতে হয় ১৮৭৬ সালের ৩ নং সর্কুলার

রাজস্বদায়ী সম্পত্তি নিলাম হওয়ার পরে যখন নিলাম সিদ্ধ হয় তখন জেলার কালেক্টরকে সেই বিষয়ের সম্বাদ দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য ১৮৭৬ সালের ৩ নং সর্কুলার হাইকোর্ট সর্কুলার বহি ২৯ পৃষ্ঠা

১১। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক সংক্রান্ত

১ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইলে দেনাদার বা তাহার অনুপস্থিতে তাহার বাটীস্থ কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি তাহার বাটীতে বা তাহার গ্রামে কোথায় সেই সম্পত্তি

রাখিবার উপযুক্ত স্থান দিতে পারে এবং সেই স্থানে সেই সম্পত্তি রাখাইবার প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ক্রোককারি কর্ম্মচারী সেই সম্পত্তি সেই স্থানে রাখিবেন।

২। যদি দেনাদার উপযুক্ত স্থান দিতে না পারে তাহা হইলে ডিক্রিদারের ব্যয়ে সেই সম্পত্তি আদালতে প্রেরিত হয় আদালতে লইয়া যাইবার ব্যয় ডিক্রিদার না দিলে ক্রোক মোচন হয়।

৩। যে স্থানে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয় সেই স্থানে দেনাদারের প্রার্থনা অনুসারে তাহা রাখা হইলে, ক্রোককারি কর্ম্মচারি সেই সম্পত্তির একটি তালিকা আদালতে পাঠাইবেন

৪। দেনাদার বিনা এস্তাহারে নিলাম হওয়া সম্বন্ধে সম্মতি দিলে ক্রোককারি তদ্বিষয়ে আদালতে সম্বাদ দিবেন

৫। ক্রোকি সম্পত্তি আদালতে প্রেরিত হইলে তাহা আদালতের গৃহে বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে, আদালতের অনুমতি অনুসারে নজিরের হেপাজতে থাকিবে

৬ যে স্থানে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয়, সেই স্থানে তাহা রাখা হইলে কোন তৃতীয় ব্যক্তির আপত্তি অনুসারে ক্রোককারি কর্ম্মচারি সেই ক্রোক মোচনের আদেশ দিতে পারে না

৭ এই নিয়মাবলীর ২ বা ৯ ধারা অনুসারে ক্রোক মোচন হইলে, তদ্বিষয় দেনাদার বা তাহার অনুপস্থিতে তাহার বাটীর কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ক্রোককারী জানাইয়া দিবেন যদি কোন ব্যক্তি সেই সম্পত্তির ভার লইবার জন্য উপস্থিত না হয়, অথবা সেই সম্বন্ধে তৃতীয় কোন ব্যক্তির দাবি থাকার বিষয় ক্রোককারী জানিতে পারে, তাহা হইলে যে স্থানে সেই সম্পত্তি প্রথম ক্রোক হইয়াছিল সেই স্থানে তাহা ক্রোককারি পৌছাইয়া দিবেন।

৮ দেনাদারের অশ্ব গবাদি কোন জন্তু ক্রোক হওয়ার পরে যদি তাহার বাটীতে থাকে, তাহা হইলে দেনাদার তৎসমুদয়ের আহার দিতে পারে, কিন্তু ডিক্রিদার তৎসমুদয়ের হেপাজত জন্য লোক নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করিয়া তাহার খরচা দিলে ক্রোককারী হেপাজত জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিবে

৯। দেনাদার খোরাকি না দিলে ডিক্রিদার তাহার ব্যয় দিতে বাধ্য। ডিক্রিদার তাহা না দিলে ক্রোক মোচন হয়।

১০।

১১। কোন জন্তু ক্রোক করা হইলে নাজির তাহা আদালত গৃহের সন্নিহিত কোন পাউণ্ডে রাখিতে পারেন পাউণ্ডে রাখা হইলে পাউণ্ডের নিয়মে খোরাকি দিতে হয়।

১২ অথবা সেই জন্তু নাজির আপন বাটীতে বা তাহার বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির নিকটে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাখিতে পারেন।

১৩ এবং ঐরূপ স্থলে ক্রোকি জন্তুর খোরাকির হার সম্বন্ধে প্রত্যেক আদালত সময়ে সময়ে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়মাবলী অবধারিত করিয়া দিবেন সকুলার বহি ২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

১৪ কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত অস্থাবর এবং কৃষিজাত দ্রব্য ক্রোক হইলে তাহা সন্নিহিত বাজারে বিক্রীত হইতে পারে ঐ বহি ৩৪ পৃষ্ঠা

১২। স্থাবর সম্পত্তি নিলাম সংক্রান্ত।

ক্রোকী স্থাবর সম্পত্তি নিলাম করাইতে হইলে উল্লেখ সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্ত করা

আবশ্যক এবং সেই দরখাস্তে সেই সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ জন্য তৎসংক্রান্ত অবস্থা যত-দূর সম্ভব প্রকাশ করিতে হয়

বাকি খাজনার ডিক্রি জারিতে প্রজা সমর্পিত সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে উপরোক্ত বিধা-নের প্রয়োগ হয় না; কিন্তু ঐরূপ সম্পত্তি বাকি খাজনার জন্য বিক্রয় করাইতে হইলে তাহার উপর যে সমস্ত "বিজ্ঞাপিত দায়" থাকে তাহা সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্ত দ্বারা প্রকাশ করা ডিক্রিদারের কর্ত্তব্য

এস্তাহার জারি হওয়ার পূর্ব্বে যদি বিক্রেয় সম্পত্তির অবস্থা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত লিখিয়া জানায়, এবং সেই বৃত্তান্ত ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক বলিয়া আদালতের বিবেচনা হয়, তাহা হইলে আদালত সেই লিখিত বিজ্ঞাপন পত্র নিলামের সময়ে পাঠের আদেশ দিতে পারেন

বিক্রেয় সম্পত্তির বার্ষিক রাজস্ব ৫০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে, তাহার নিলাম সম্বন্ধে গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া আবশ্যক বিক্রেয় সম্পত্তির বার্ষিক রাজস্ব ৫০০৲ টাকার ন্যূন হইলেও, আদালত আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তৎসম্বন্ধে গেজেটে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন

১৩ দেওয়ানি ডিক্রির জন্য কারাদণ্ড।

দেওয়ানি ডিক্রির টাকা না দেওয়ার জন্য কোন সৈনিক পুরুষের কারাদণ্ড হইতে পারে না ১৮৬৯ সালের ৫ আইন ও ১৮৯৩ সালের ৮ নং গবর্ণমেণ্টের পত্র

দেওয়ানী জেলের আসামি সন্ধ্যার পরে কারামুক্ত হইতে পারে না ১৮৯৪ সালের ৪ নং গবর্ণমেণ্টের পত্র

কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারিকে দেওয়ানি ডিক্রির জন্য গ্রেপ্তার করিতে হইলে ষ্টেশন মাষ্টারকে তদ্বিষয় গোচর করা আবশ্যক এই বিষয়ক আর আর বিশেষ বিধান সম্বন্ধে হাইকোর্ট সর্কুলার বহির ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ

১৪। দূরদেশস্থ সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য ক্ষমতা প্রদান।

২৯ ভিন্ন এলাকাবাসী যে ব্যক্তি ১৭৬ ধারা অনুসারে আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে বাধ্য নহে, তাহার সাক্ষ্যগ্রহণ জন্য সেই স্থানের (হাইকোর্ট ভিন্ন) কোন আদা-লতের প্রতি বা সেই আদালতের কোন উকিলের প্রতি ৩৮৬ ধারা অনুসারে ভারার্পণ হইতে পারে ভিন্ন এলাকাস্থিত সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণের ভার সচরাচর সেই জেলার কোন উকিলের উপর প্রদত্ত হয় প্রতিবৎসর ১৫ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রত্যেক জেলার যে সকল উকিল সাক্ষ্য গ্রহণের ভার লইতে স্বীকৃত থাকেন, তাহাদের নামের একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া জেলার জজ হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন জেলার জজদিগের সেই নির্ঘণ্ট সমূহ সঙ্কলন করিয়া সমস্ত জেলার জন্য একটি তালিকা হাইকোর্ট হইতে প্রস্তুত ও মুদ্রিত হওয়ার পরে, তাহার এক এক খণ্ড প্রত্যেক আদালতে প্রেরিত হয়। এবং যখন কোন ভিন্ন এলাকাবাসী সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক হয়, তখন সেই তালিকা দেখিয়া সেই এলাকাস্থিত আদালতের কোন এক উকিলের প্রতি তজ্জন্য ভারার্পণ করা হয় সাক্ষ্য গ্রাহকের পারিতোষিক ও ক্ষমতাপত্র সেই আদালতে প্রেরিত হইলে, সেই আদালত তাঁহাকে সেই ক্ষমতাপত্র দেন; এবং সেই ক্ষমতাপত্র অনুসারে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া জবানবন্দি সম্বলিত সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করিলে আদালত তাঁহাকে পারিতোষিকের টাকা দেন পারিতোষিকের টাকা সমস্ত ব্যয় না হইলে পক্ষগণ তাহা তিন বৎসরের মধ্যে ফেরত পাইতে পারে ক্ষমতাপত্রে সাক্ষ্য গ্রাহককে তাঁহার কার্য্যে

সমাধানজন্য যে সময় দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত না হইলে, তিনি ক্ষমতা প্রদানকারী আদালতে জানাইয়া সময় বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন।

ভিন্ন এলাকাবাসী সাক্ষির জবানবন্দি লইতে হইলে তথাকার মুন্সফি আদালতে তজ্জন্য ক্ষমতাপত্র প্রেরণ করা বিধেয়। জেলার জজের নিকট ঐরূপ ক্ষমতা সকল স্থলে প্রেরিত হইলে সাক্ষিগণের অনর্থক অসুবিধা হয়। ১৮৭২ সালের ৭ নং সর্কুলার।

অযোধ্যা প্রদেশবাসী কোন সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণ আবশ্যক হইলে, সেই সাক্ষির বাসস্থানের সন্নিহিত যে কোন আদালতে, অথবা তাহা অজ্ঞাত হইলে সেই সাক্ষির বাসস্থান যে জেলায় সেই জেলার ডিপুটি কমিসনরের নিকট ক্ষমতাপত্র পাঠাইতে হয়। সাক্ষী লক্ষ্ণৌ নগরবাসী হইলে তত্রত্য সিবিল জজের নিকট উক্ত ক্ষমতাপত্র পাঠাইতে হয়। ১৮৭৬ সালের ১১ নং সর্কুলার।

হাইদ্রাবাদে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা পাঠাইতে হইলে, তথাকার আসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্টের নিকট পাঠাইতে হয়। ১৮৮২ সালের ৩ নং সর্কুলার।

১৫। ভিন্ন এলাকাবাসী সাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণের স্থান নিয়ম।

কোন আদালতের প্রতি সাক্ষ্য গ্রহণের ভার হইলে সচরাচর সেই সাক্ষিকে আদালতে উপস্থিত হইয়া জবানবন্দি দিতে হয়। কোন উকিল বা অন্য কোন ব্যক্তি পারিতোষিকের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণের ভার লইলে, তিনি সাক্ষির যাহাতে বিশেষ অসুবিধা না হয় ঐরূপ বিবেচনা করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণের স্থান নির্ণয় করিবেন, অর্থাৎ সচরাচর আদালতের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বা সাক্ষির বাটীতে সাক্ষ্য লইবেন। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিগণ তাহাদিগের বাটীতে ভিন্ন অন্য স্থানে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য নহে। ১৮৮০ সালের ৩৩ নং সর্কুলার, হাইকোর্ট সর্কুলার বহির ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

১৬। সাক্ষ্য গ্রাহকের পারিতোষিক।

৩০। কোন মুন্সফ বা ছোট আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণের ভার প্রদত্ত হইলে সাক্ষ্য গ্রাহক প্রত্যেক সাক্ষির জন্য ৫ টাকা পারিতোষিক পান। কোন উচ্চতর আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণের ভার হইলে সাক্ষ্য গ্রাহক প্রত্যেক সাক্ষির জন্য ১০, টাকা পারিতোষিক পান। এতদ্ব্যতীত সাক্ষ্য গ্রাহক তাঁহার পাথেয়াদি পাইয়া থাকেন। কোন আদালতের প্রতি সাক্ষ্য গ্রহণের ভার হইলে কেবল সাক্ষী তলবের খরচা দিতে হয়। যদি বিচারক স্বয়ং সাক্ষির বাটীতে বা স্থানান্তরে যাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পাথেয়াদি দিতে হয়। সর্কুলার বহির ৪১ পৃষ্ঠাস্থিত সংশোধিত নিয়মাবলী দেখ।

১৬। আপিলের অজুহত।

৩৪। আপিলের অজুহত প্রস্তুত সম্বন্ধে ৫৪১ ধারার টীকা দেখ।

১৭। আদালতের ভাষা।

মহামান্য ভারতাধিপতির আদেশ অনুসারে কায়েথি নাগরি নিম্নলিখিত জেলা সমূহের সমস্ত আদালতের প্রচলিত ভাষা গণ্য হইয়াছে।

১। পাটনা বিভাগের সমস্ত জেলা।

২। মালদহ এবং সন্তাল পরগণা ভিন্ন ভাগলপুর বিভাগের অন্য সমস্ত জেলা।

৩। ছোট নাগপুর বিভাগের অন্তর্গত হাজারিবাগ, লোহারডাগা এবং সিংভূম জেলা, মৌজায় ঢলভূম পরগণা। ১৮৮০ সালের ২১ ও ২৬নং সর্কুলার।

বিপক্ষের একজন ইংরাজি ভাষাজ্ঞ উকিল থাকিলে আদালতের অনুমতি লইয়া অপর পক্ষের উকিল বা কৌন্সলি ইংরাজিতে বক্তৃতা করিতে পারেন ১৮৬৯ সালের ■ নং সর্কুলার

১৮। ছোট আদালতের বিচার পদ্ধতি।

৫০। ছোট আদালতে আবেদনপত্র দাখিল হইলে বাদিকে একখণ্ড রসিদ প্রদত্ত হয়, সেই রসিদ দেখাইতে না পারিলে বাদির প্রার্থনা অনুসারে ডিক্রি জারি বা টাকা প্রদত্ত হইতে পারে না

ডিক্রির পরে দুই মাস গত হইলে তদনন্তর ছোট আদালতের ডিক্রি জারি হইতে পারে না, তবে একবার জারি হইয়া তাহাতে সমস্ত টাকা আদায় না হইলে, সেই জারির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে পুনরায় জারি চলিতে পারে হাইকোর্ট সর্কুলার বহির ৬২ পৃষ্ঠা দেখ

১৯ সম্পত্তি হস্তান্তর করণবিষয়ক ১৮৮২ সালের ৪ আইন

১৮৮২ সালের ৪ আইনের ৮৯ ধারা অনুসারে বন্ধকী সম্পত্তি নিলামের প্রার্থনা করিতে হইলে সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্ত করা আবশ্যক

যদি আদালত বিক্রয়ের আদেশ দেন তাহা হইলে দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে এস্তাহার জারি করিতে হয়

ঐ বিক্রয় সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৮৬ হইতে ২৯৪ ধারা পর্য্যন্ত প্রয়োগ হয়

বিক্রয়ের অনন্তরকালীন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উক্ত আইনের ৩০৪ হইতে ৩১৯ এবং ৩২৮ হইতে ৩৩৫ ধারার প্রয়োগ হয়

১৮৮২ সালের ■ আইনের ৯০ ধারা অনুসারে যে ডিক্রি হয় তাহা অন্য দেওয়ানী ডিক্রির ন্যায় জারি হয় ১৮৯২ সালের ১৭ নং সর্কুলার।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—পরওয়ানা জারির রসুম।

১ ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২০ ধারা অনুসারে কলিকাতার হাইকোর্ট সমন এত্তেলানামা পরওয়ানাদি জারি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত বিধান করিয়াছেন,—

প্রথম খণ্ড—হাইকোর্ট আপিল সংক্রান্ত রসুম।

১	এত্তেলানামা জারি	
	পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদিগের নামে এত্তেলানামা জারি জন্য	
	তাহাদিগের সংখ্যা ৪ জনের অনধিক হইলে ...	৩—০—০
	৪ জনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক জনের জন্য	০—৮—০
২	কোন অপক্ষ ব্যক্তির নামে নোটিস ৪ জনের অনধিক হইলে	৩—০—০
	৪ জনের অধিক হইলে প্রত্যেক জনের জন্য ..	০—৮—০
৩	নাজক পরওয়ানা	৩—০—০
৪	অন্য পরওয়ানা	৩—০—০

দ্বিতীয় খণ্ড।—জজ এবং সবর্ডিনেট জজ আদালতের পরওয়ানার রসুম।

১।	পক্ষভুক্ত ব্যক্তির নামে পরওয়ানা জারির ফিস	
	৪ জনের অনধিক হইলে	২—০—০
	চারিজনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক জনের জন্য	০—৮—০
২।	অপক্ষ ব্যক্তির নামে ৪ জনের অনধিক হইলে ...	২—০—০
	৪ জনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক জনের জন্য	০—৮—০
৩	ক্রোকি পরওয়ানা	
	ক্রোকের জন্য	২—০—০
	ক্রোকি সম্পত্তি হেপাজাত জন্য যত লোক আবশ্যক হয়	
	তাহাদিগের প্রত্যেকের দৈনিক বেতন ...	০—৬—০

ক্রোকি পরওয়ানা বাহির হইবার সময়ে ক্রোকি পেয়াদার খরচা সচরাচর তাহার যাতায়াতের সময় ও তদতিরিক্ত আর ১৫ দিবসের জন্য দিতে হয় কিন্তু যদি পেয়াদার দখলে ক্রোকি সম্পত্তি রাখা না হয় তাহা হইলে কেবল ক্রোক ও যাতায়াতের জন্য যে সময় লাগিবার সম্ভব সেই সময়ের খোরাকি দিতে হয় ১৫ দিবসের অতিরিক্ত সময় লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলে ডিক্রিদার তাহার পরওয়ানা জারির জন্য তদতিরিক্ত সময় পাইতে পারে, এবং তাহা হইলে আদালত যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন ডিক্রিদারকে সেই সময়ের জন্য পেয়াদার মেয়াদ দিতে হয়

৪।	২৭৪ ধারা অনুযায়িক নিষেধাজ্ঞা যত খণ্ড হউক .	২—০—০
৫	নোটিস লটকাইয়া দিবার জন্য যত খণ্ড হউক ...	২—০—০
৬।	ডিক্রি জারি নাজক পরওয়ানা ..	১০—০—০
৭।	খাজনার জন্য ক্রোকি জেরাক্ত ভিন্ন অন্য সম্পত্তি বিক্রয় বাবত	
(ক)	২৮৭ ধারা অনুসারে এস্তাহার জারি জন্য	২—০—০
(খ)	বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য অনুসারে প্রত্যেক একহাজার টাকা পর্য্যন্ত শতকে	২—৪—০
	একহাজার টাকার অতিরিক্ত মূল্যের বাবত শতকে	[illegible]—০—০

নিলামি সম্পত্তি তৃতীয় ব্যক্তি ক্রয় করিলে পণের টাকা বা তাহার কোন অংশ যাহার প্রাপ্য হয় সে যখন সেই টাকা পাইবার প্রার্থনা করে সেই সময়ে তাহাকে পাণ্ডেজ ফি দিতে হয়। ডিক্রীদার স্বয়ং নিলামি সম্পত্তি ক্রয় করিলে যে সময়ে সে ডিক্রীর মধ্যে পণের টাকা মুজরার প্রার্থনা করে, সেই সময়ে তাহাকে পাণ্ডেজ ফি দিতে হয়।

৮। অন্যান্য পরওয়ানার বাবত .. ২ ০—০

তৃতীয় খণ্ড।

মুন্সফি ছোট আদালত এবং রাজস্ব সংক্রান্ত আদালতে ৫০৲ টাকার ঊর্দ্ধ দাবির মোকদ্দমায়।

১। পক্ষভুক্ত ব্যক্তির উপর সমন নোটিস আদি জারীর মেয়াদ
৪ জনের অনধিক হইলে .. ১ ০—০
চারিজনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ০—৪—০

২ অপক্ষ ব্যক্তির উপর সমন নোটিসাদি জারির মেয়াদ
[illegible] জনের অনধিক হইলে ... ১ ০—০
চারিজনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ০—৪—০

৩ দখল গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোকি পরওয়ানা জারি বাবত, দখল গ্রহণের জন্য হেপাজাতে রাখিবার নিমিত্ত যত লোকের আবশ্যক তাহাদিগের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক ১—০—০
০—৪ [illegible]

৪ ২৭৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা প্রচার, যত খণ্ড হউক .. ১—০ ০

৫। যেরূপ নোটিস জারির বিষয় সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধান নাই সেইরূপ নোটিস কোন স্থানে লটকাইয়া প্রকাশ জন্য ... ১ ০—০

৬ ডিক্রি জারি জন্য নাজক পরওয়ানা ... ৪ ০—০

৭ রাজস্ব জন্য ক্রোকী জোতাদি বিক্রয় ভিন্ন অন্যপ্রকার ডিক্রী জারির নিলাম সম্বন্ধীয়

(ক) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৮৭ ধারা অনুযায়িক এস্তাহার [illegible] দি ১—০—০

(খ) পাণ্ডেজ ফি ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে শতকে . ২—০
বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে
এক হাজারের অতিরিক্ত টাকার জন্য শতকে .. ১০ ০—০

৮ উপরের লিখিত ভিন্ন অন্যপ্রকার পরওয়ানা জারির জন্য ১ ০ ০

পাণ্ডেজ ফি যে স্থলে শতকে ২৲ টাকা লাগে সেই স্থলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে তাহা গণিত হয়

১ হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত ... ০—৮ ০
২৬ হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত ... ১—০—০
৫১ হইতে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত . .. ১—৮—০
৭৫ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত .. .. ২—০—০
১০০ হইতে ১২৫ টাকা পর্য্যন্ত ... ... ২—৮—০

পাণ্ডেজ যে স্থলে শতকে ১৲ টাকা হিসাবে লাগে সেই স্থলে উপরোক্ত হিসাবে যে ফি হয় তাহার অর্দ্ধেক দিতে হয়।

চতুর্থ খণ্ড।

মুন্সফি ছোট আদালত এবং রাজস্ব সংক্রান্ত আদালতে ৫০৲ টাকার ন্যূন দাবির মোকদ্দমায়।

১।	পক্ষভুক্ত ব্যক্তির নামে সমন নোটিসাদি জারির জন্য	
	৪ জনের অনধিক হইলে ...	০—৮—০
	চারি জনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য	০—৪—০
২	অপক্ষ ব্যক্তির নামে নোটিসাদি জারি করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ...	০—৪—০
৩	দখল গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোকের জন্য	
(ক)	দখল গ্রহণের নিমিত্ত ...	০—৮—০
(খ)	হেপাজতের জন্য যত লোকের প্রয়োজন হয় তাহাদিগের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক ...	০—৪—০
৪	২১৪ ধারা অনুসারে কোন এস্তাহার জারির জন্য যত খণ্ড হউক	১—০—০
৫	যেরূপ নোটিসের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হয় নাই সেইরূপ কোন নোটিস কোন স্থানে লটকাইয়া জারির জন্য	১—০—০
৬	ডিক্রি জারি জন্য নাতক পরওয়ানা ...	১—০—০
৭	বাকি রাজস্বের জন্য ক্রোকি জেরাতের নিলাম ভিন্ন অন্য প্রকার দেওয়ানি নিলামের আদেশ জন্য	
(ক)	নিলামি এস্তাহারের বাবত	১—০—০
(খ)	পাউণ্ডেজ ফি এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত শতকে ...	২—০—০
	তদতিরিক্ত টাকার জন্য শতকে ...	১—০—০
৮।	অন্য প্রকার পরওয়ানা জারি জন্য ...	১—০—০

২ আদালতের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোন বাক্য বা কার্য্যের জন্য আদালত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সেই অবজ্ঞাকারির শাস্তির নিমিত্ত তাহার নামে যে নোটিসাদি জারি করেন তাহার বাবত কোন পক্ষকে কোন ফি দিতে হয় না

৩। অনন্তরোক্ত ধারায় যে যে স্থলের জন্য বিশেষ বিধান আছে তদ্ব্যতীত আর সর্ব্বত্র যে সময়ে কোন পরওয়ানা বা ডিক্রি জারি সংক্রান্ত কার্য্যের প্রার্থনা করা হয় সেই সময়ে সেই বিষয়ের প্রার্থনা পত্রের সঙ্গে তাহার রসুম ষ্ট্যাম্পের দ্বারা অগ্রিম দাখিল করিতে হয়

৪। নিলামের পণের টাকা বা তাহার কোন অংশ কেহ পাইবার জন্য যখন দরখাস্ত করে, তখন সেই দরখাস্তের সহিত তাহাকে ষ্ট্যাম্পের দ্বারা পাউণ্ডেজ ফি দিতে হয়।

৫। যে স্থলে ডিক্রিদার আদালতের অনুমতি লইয়া স্বয়ং নিলামি সম্পত্তি ক্রয় করে তথায় নিষ্পত্তির পরে যখন সে ডিক্রির মধ্যে নিলামি পণের মুসমা প্রার্থনা করে তখন সেই বিষয়ের দরখাস্তের সহিত তাহাকে পাউণ্ডেজ ফি ষ্ট্যাম্পের দ্বারা দিতে হয়

নিলামি ৫৭ ডিক্রি অপেক্ষা অধিক হইলে ডিক্রিদারকে অতিরিক্ত টাকার চতুর্থাংশ নিলামের দিবসে দিতে হয়; এবং বাকি টাকার ৩০৭ ধারা অনুসারে ১৫ দিবস মধ্যে দিতে হয়

৬ নিম্নলিখিত জেলা ও স্থান সমূহে বর্ষাকালে পরওয়ানা আদি জারির নিয়মিত মিয়াদের উপরে পদাতিকের নৌকা ভাড়া ও তবপণ্যাদির জন্য শতকে ২৫ টাকা অথবা জেলার জজের নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুসারে ১২ ০ টাকা অতিরিক্ত ফি দিতে হয়

জেলার নাম		তাহার কোন অংশ
বাখরগঞ্জ	..	সমস্ত জেলা
ঢাকা	...	ঐ
ফরিদপুর	.	ঐ
যশোহর খুলনা	.	ঐ
মুরসিদাবাদ	...	জঙ্গিপুর মুন্সফি এবং বহরমপুরের মুন্সফির মধ্যে নওয়াদা, হরিহর পাড় এবং বুরুয়া থানা।
মৈমনসিংহ		সমস্ত জেলা।
নোয়াখালি	...	ঐ
নদিয়া	..	কুষ্টিয়া মুন্সফি
পাবনা বগুড়া	...	সমস্ত জেলা
পুরণিয়া		ঐ
রাজসাহী	.	ঐ
রঙ্গপুর	...	কুরি গ্রাম ও গাই বাঁদার মুন্সফি ও সদর মুন্সফির অন্তর্গত কামিগঞ্জ থানা
ত্রিপুরা	.	সমস্ত জেলা
চব্বিশ পরগণা	...	বারিপুর মুন্সফির অন্তর্গত জয়নগর, মাতলা, বারিপুর, থানা; সদর মুন্সফির অন্তর্গত ভাঙ্গড়, বিষ্ণুপুর, সোনারপুর এবং বজবজ থানা, বাসরহাট মুন্সফির অন্তর্গত হারওয়া এবং হাসনাবাদ থানা; এবং ডায়মণ্ডহারবর মুন্সফির অন্তর্গত মথুরাপুর, বাকিপুর দেবীপুর ও কাল্পি থানা
শ্রীহট্ট	.	সমস্ত জিলা
কামরূপ	..	ঐ
লক্ষীপুর	...	ঐ
নওগঙ্গ	.	ঐ
ডরং	...	ঐ
গোয়ালপাড়া	...	ঐ
শিবসাগর	...	ঐ
কাছাড	.	ঐ

৭ ৬ ধারার অন্তর্গত জেলা ও স্থান সমূহ ভিন্ন অন্য স্থানে পরওয়ানা আদি জারি জন্য কোন নদী পার হইবার আবশ্যক হইলে আদালত তজ্জন্য তরপণ্য দিবেন।

৮ ভিন্ন জেলার এলেকায় কোন পরওয়ানা জারি করা আবশ্যক হইলে, আদালত

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সমস্ত খরচ লইয়া, সেই পরওয়ানা যথাস্থানীয় আদালতে পাঠাইয়া দিবেন; এবং সেই পরওয়ানায় লিখিয়া দিবেন যে তাহার রসুম সমস্ত প্রদত্ত হইয়াছে ঐরূপ পরওয়ানা পাইলে শেষোক্ত আদালত আর অতিরিক্ত কোন প্রকার রসুমের দাবি না করিয়া সেই পরওয়ানা জারি করাইবেন

বাঙ্গালাদেশের যে কোন আদালতের পরওয়ানা উপরোক্ত নিয়মে হাইদ্রাবাদ রাজ্যে জারি হইতে পারে; এবং হাইদ্রাবাদ রাজ্যের যে কোন পরওয়ানা বাঙ্গালা ও আসামে বিনা খরচায় জারি হইতে পারে

৯। ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা অনুসারে ভারতাধিপতি কর্তৃক যে যে বিষয়ের রসুম লাঘব বা রহিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উক্ত হইল

ক (সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপক বিধান।)

(১) ষ্ট্যাম্প কাগজ অব্যবহার্য্য বা অপ্রয়োজন হইলে তাহার মূল্য ফেরত বা তৎপরিবর্তে অন্য কাগজ পাইবার দরখাস্তে কোর্ট ফি লাগিবেক না

(২) সরকারি খবর খরিদ সংক্রান্ত দরখাস্তে কোর্ট ফি লাগিবেক না

(৩) যদি কোন মোকদ্দমার আবেদন পত্রে নালিসের হেতু থাকা সত্ত্বে কোন আনুষ্ঠানিক দোষের জন্য তাহা অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আদালত সেই অবস্থা লিখিয়া দিলে বাদী তাহার প্রদত্ত কোর্ট ফির মূল্য জেলার কালেক্টরের নিকট হইতে ফেরত পাইতে পারে।

(৪) (ক) বন্দোবস্তের সময়ে বা শেষে ভূম্যধিকারী ও কৃষকদিগকে বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কাগজের যে নকল দেওয়া হয় তাহার জন্য রসুম লাগে না

(খ) বন্দোবস্তের আদালতে আবেদনপত্রের সহিত ভূমির নম্বরের যে নির্ঘণ্ট দিতে হয় তাহার কোর্ট ফি লাগে না

বিচার কার্য্য বিষয়ক কোন কাগজের নকল, বা ভূমির নম্বর ভিন্ন, বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন কাগজের নকল সম্বন্ধে আইন অনুসারে কোর্ট ফি লাগিবে, এবং সেই সকল স্থলে কোর্ট ফি দিবার যে বিধান আছে তাহা এই আদেশ দ্বারা রহিত হইল না

(৬) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৪৪ ধারার (গ) প্রকরণ অনুসারে যে আপিল হয় তাহার রসুম ১৮৭০ সালের ৭ আইনের দ্বিতীয় সারণির ১১ প্রকরণ অনুসারে লাগিবেক।

(৯) ১৮৭০ সালের ৭ আইনের প্রথম সারণির ৬, ৭, ৯ দফায় যে সকল নকলের বিষয় উক্ত আছে, তাহা কেহ নিজের ব্যবহার জন্য, অর্থাৎ আদালতে দাখিল ভিন্ন অন্য কার্য্যের জন্য লইলে তাহার কোর্ট ফি লাগিবে না

(১০) ২৫ টাকার ন্যূন পরিমাণ আমানতি টাকা পাইবার দরখাস্তে ১৮৭০ সালের ৭ আইনের প্রথম সারণির প্রথম দফা অনুসারে যে এক আনা কোর্ট ফি লাগিতে পারে তাহা লাগিবে না।

যে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইবার প্রার্থনা করে তাহাকে উহা দেয় হইবার তিন মাসের মধ্যে সে দরখাস্ত করিলে সেই দরখাস্তে কোর্ট ফি লাগে না; তিন মাসের পরে দরখাস্ত করিলে আইন অনুসারে কোর্ট ফি লাগে

(১৭) দলিল ফেরতের দরখাস্তে কোর্ট ফি লাগিবেক না।

(১৮) মেয়াদি বন্দোবস্তাধীন জমিদারির অংশ সম্বন্ধে নালিস করিতে হইলে সেই অংশের বার্ষিক রাজস্বের পাঁচগুণ অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক গণ্য হইবে না।

(১৯) ষ্ট্যাম্পের পরিমাণ গণনায় এক আনার ন্যূন অংশ ধর্ত্তব্য হয় না।

কেবল বাঙ্গালা দেশ ব্যাপক বিধান

(৩৬) চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশে ১৮৭০ সালের আইনের ৩৩ ম বা দ্বিতীয় তাবলি অনুসারে কোন প্রকার রসুম লাগিবেক না।

(৩৭) ১৫ টাকা পর্যন্ত খাজনা আমানত করিতে হইলে নিম্নলিখিত হারে কোর্ট ফি দিতে হইবে

ডিক্রিটের পরিমাণ ২০ টাকার অনধিক হইলে	...	৵০
২০ টাকার অধিক এবং ৫৲ টাকার অনধিক হইলে		৶০
৫৲ টাকার অধিক এবং ১০৲ টাকার অনধিক হইলে	..	■
১০৲ টাকার অধিক এবং ১৫৲ টাকার অনধিক হইলে	...	৶০

১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৬১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট যে সকল নিয়মাবলী অবধারণ করিয়াছেন তদনুসারে যে খাজানা আমানত জন্য একবার ফি দিতে হয়, তাহার জন্য আর কোন ফি দিতে হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কিরূপ কোর্ট ফি ব্যবহৃত হইবে

১১। যে স্থলে ১০৲ টাকার ঊর্দ্ধ কোর্ট ফি লাগে তথায় নিয়মিত মূল্যের ষ্টাম্প কাগজ ব্যবহার আবশ্যক দশ টাকার ন্যূন কোর্ট ফি আটলাই ষ্ট্যাম্পের দ্বারা দিতে হয়

দশ টাকার ঊর্দ্ধ কোর্ট ফি যে স্থলে দিতে হয় তথায় ঊর্দ্ধ যত টাকা ষ্ট্যাম্প কাগজে দেওয়া সম্ভব তাহা দিয়া বাকি আটলাই ষ্ট্যাম্পের দ্বারা দিতে হয় ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৩ অব্দীয় ৩৬১ নং বিজ্ঞাপন ও হাইকোর্টের ১৮৮৩ সালের ৩ নং সর্কুলার।

তৃতীয় অধ্যায়।—অন্যান্য বিষয়ের রসুম।

আফিডিবিটের রসুম।

১ (ক) পরওয়ানা জারি সম্বন্ধে আদালতের পদাতিক প্রভৃতি যে আফিডিবিট করে তদ্ব্যতীত দেওয়ানী মোকদ্দমা সংক্রান্ত অপর সমস্ত আফিডিবিটের জন্য এক টাকা কোর্ট ফি লাগে ১৮৭৮ সালের ৩২ নং সর্কুলার ; সর্কুলার বহির ৮৭ পৃষ্ঠা দেখ

আদালতের পদাতিকের সঙ্গে নিশানদিহি জন্য কোন পক্ষের যে লোক যায় তাহাকে যদি আদালতের আফিডিবিট করিতে হয় তাহার কোর্ট ফি লাগে না ১৮৭৮ সালের ৩৪ নং সর্কুলার, হা, স, ৮৭ পৃষ্ঠা

কোন সাক্ষী সমন না লইবার মানসে অনুদ্দেশ হইয়া থাকায় পদাতিক তদ্বিষয়ে আফিডিবিট করিলে তাহার রসুম লাগে না। ১৮৮৬ সালের ১১ নং সর্কুলার। হা, স, ৮৭ পৃষ্ঠা।

(খ) আফিডিবিটে দূরস্থ কোন ব্যক্তির শপথ গ্রহণ জন্য জেলার জজ তাহার আদালতের আমিন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভার দিতে পারেন, এবং ঐরূপ স্থলে সেই শপথ গ্রহণ জন্য সরকারি রসুম ৫৲ টাকা কোর্ট ফি দ্বারা দিতে হয় তদ্ব্যতীত সেই কর্ম্মচারির পাথেয়াদি দিতে হয় ১৮৭৯ সালের ২১ নং সর্কুলার। হা, স, ৮৭ পৃষ্ঠা

সিবিল কোর্ট আমিনের খরচা

৩। কোন মোকদ্দমা বা ডিক্রিজারি সংক্রান্ত (সম্পত্তি নিলাম ভিন্ন) কোন কার্য্যে সিবিল কোর্ট আমিন নিযুক্ত হইলে, ১৮৫৬ সালের ১২ আইনের ৮ ধারা অনুযায়িক

হাইকোর্ট, কর্তৃক প্রকাশিত আদেশ অনুসারে, ঐ দিনের দৈনিক ৩৲ টাকা হিসাবে খরচা দিতে হয়। হাইকোর্ট সর্কুলার বহি ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

৪। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৭ ধারা অনুসারে আদালত কোন ব্যক্তিকে কমিশনর নিযুক্ত করিলে তাহার পারিশ্রমিক ও পাথেয়াদি সম্বন্ধে যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন তদনুসারে আদেশ দিতে পারেন। সিবিল কোর্ট আমিনের খরচা সম্বন্ধে যে বিধান করা হইল তদ্দারা সেই সমস্তের হ্রাস বৃদ্ধি হইল না।

কোন বিচারক কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত হইলে তাহার খরচা।

৫। কোন বিচারক কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে পক্ষদিগকে তাহার পাথেয়াদি খরচা দিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত হার অপেক্ষা অধিক হারে পক্ষগণ সেই খরচা দিতে বাধ্য হয় না। ১৮৯০ সালের ৬ জুন তারিখের ৫ নং গবর্ণমেণ্ট পত্র।

উকিল ও মোক্তারের পারিতোষিক।

৬। পরাজিত পক্ষ তাহার বিপক্ষের উকিল খরচা নিম্নলিখিত হারে দিতে বাধ্য ;—

(১) স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ও অঙ্গীকার ভঙ্গ ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নালিশে

(ক) যদি দাবিকৃত সম্পত্তির মূল্য বা বাদির দাবি সংক্রান্ত মূলধন বা ক্ষতির পরিমাণ ৫০০০ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে যে পরিমাণ টাকার জন্য বা যে মূল্যের সম্পত্তির জন্য ডিক্রি হয় তাহার উপর শতকে ৫৲ হিসাবে

(খ) যদি দাবির পরিমাণ ৫০০০৲ টাকার অধিক এবং ২০০০০৲ টাকার অনধিক হয় তাহা হইলে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত শতকে ৫৲ টাকা হিসাবে, এবং তাহার উপরে শতকে ২৲ টাকা হিসাবে।

(গ) যদি দাবির পরিমাণ ২০০০০৲ টাকার অধিক এবং ৫০০০০৲ টাকার অনধিক হয় তাহা হইলে ২০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত হারে, এবং তাহার উপরে শতকে ১৲ টাকা হিসাবে

(ঘ) যদি দাবির পরিমাণ ৫০০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হয় তাহা হইলে ৫০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ঐ হারে, এবং তাহার উপরে প্রতি শতকে ॥০ আট আনা হিসাবে।

পরন্তু দাবির পরিমাণ যতই হউক উকিল খরচা ৩০০০৲ টাকার অধিক দিতে পরাজিত পক্ষ কখন বাধ্য হইতে পারে না। হাইকোর্ট সর্কুলার বহি ৯০ ও ৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

২। (ক) মানহানি, শারীরিক ক্লেশ ও দানাদির জন্য ক্ষতিপূরণাদির মোকদ্দমায়, আলোক ও জলাশয়ের জল ব্যবহারাদি বিষয়ক মোকদ্দমায়, বিভাগের মোকদ্দমায় এবং অন্য যে যে স্থলে ১ সংখ্যক বিধানের প্রয়োগ হয় না, সেই সকল স্থলে, আদালত বাদির দাবি যে পরিমাণ ডিক্রি দেন, অথবা বাদি তাহার দাবির যেরূপ মূল্যাবধারণ করে তাহার উপরে পূর্ব্বোক্ত হারে উকিল খরচার ডিক্রি দিতে পারেন।

(খ) সরকারি কার্য্যের জন্য গৃহীত ভূমির মূল্য সংক্রান্ত মোকদ্দমায় কালেক্টর যে মূল্য অবধারণ করিয়া দেন ভূম্যধিকারী তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রি পাইলে, অতিরিক্ত টাকার সেকদার, অথবা তদপেক্ষা ন্যূন যে পরিমাণ টাকার সেকদার উকিল খরচা আদালত দেওয়া উচিত বোধ করেন, তাহা দিতে পারেন।

কালেক্টর যে পরিমাণ টাকা আপসে দিতে স্বীকার করেন, জজ সাহেব তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রি না দিলে ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত যে টাকার দাবি করেন সেই টাকার

মেকদার, অথবা তদপেক্ষা ন্যূন যে পরিমাণ টাকার উপরে উকিল খরচা দেওয়া আদালত উচিত বিবেচনা করেন, তাহা দিবেন

৩ (ক) যদি বাদির নালিসের বৃত্তান্ত ঘটিত বিচার হইয়া তাহা ডিসমিস হয় তাহা হইলে প্রতিবাদী এই নিয়মাবলীর প্রথম দফার নির্দিষ্ট হার অনুসারে সমগ্র দাবির উপরে খরচা পায় যদি বাদির দাবি ডিসমিস হইয়া প্রতিবাদির কোন প্রতিকূল দাবি ডিক্রি হয়, তাহা হইলে বাদির দাবি ডিসমিস হওয়া বাবত পূর্ব্বোক্ত হারে প্রতিবাদী যে উকিল খরচা পায়, তদ্ব্যতীত তাহার প্রতিকূল ডিক্রির মেকদার স্বতন্ত্র খরচা পায়

(খ) যদি বাদির তদ্বিরের ত্রুটিতে তাহার দাবি ডিসমিস হয় তাহা হইলে আদালত প্রতিবাদিকে অর্দ্ধেক পরিমাণ পর্য্যন্ত উকিল খরচা দিতে পারেন

৪ বাদির দাবি আংশিক ডিক্রি হইলে যে পরিমাণ ডিক্রি হয় সেই মেকদার উকিল খরচা বাদী পায় ; এবং বাদির দাবি যে পরিমাণ ডিসমিস হয় সেই পরিমাণের মেকদার উকিল খরচা প্রতিবাদী তাহার নিকট পায়

৫। কোন ক্ষতির পূরণ কত টাকায় হইতে পারে তাহা অনির্দ্ধারিত ও অনির্ণেয় হইলে, বাদী যদি আনুমানিক দাবি করে, এবং যদি সেই মোকদ্দমায় বাদির প্রকাশিত সমস্ত বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া অবধারিত হয়, কিন্তু বাদির দাবিকৃত সমস্ত টাকার ডিক্রি না হয় সেই স্থলে প্রতিবাদী অগ্রাহ্য অংশের উকিল খরচা পায় না তবে যদি আদালত বিবেচনা করেন যে বাদী অন্যায়রূপে অতিরিক্ত দাবি করিয়াছিল, তাহা হইলে, অথবা অন্য সঙ্গত কারণ থাকিলে, আদালত ঐরূপ স্থলে প্রতিবাদিকে ডিসমিস হওয়া অংশের মেকদার উকিল খরচা দিতে পারেন

৬। যে স্থলে অনেক প্রতিবাদী থাকে, এবং সকলে একত্র হইয়া উত্তর দেয় অথবা একত্র হইয়া উত্তর দিতে পারিত, সেই স্থলে তাহারা জয়লাভ করিলে, অর্থাৎ বাদির দাবি ডিসমিস হইলে, আদালত একটির অধিক উকিল ফি তাহাদিগকে দিতে পারেন না। তবে ঐরূপ স্থলে বিশেষ কোন হেতু থাকিলে, আদালত তাহা মীমাংসা পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া একাধিক উকিল খরচা দিতে পারেন যদি একটী মাত্র উকিল খরচা প্রদত্ত হয় তাহা হইলে সেই টাকা আদালত এক জনকে দিবার ডিক্রি দিতে পারেন ; অথবা আপনার বিবেচনামতে সকলকে অংশ করিয়া দিতে পারেন

৭ যদি একাধিক প্রতিবাদী থাকা স্থলে প্রত্যেকে পৃথক স্বত্বের মূলে উত্তর দিয়া পৃথক উকিল দেয় তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককে আদালত পৃথকরূপে উকিল খরচা দিতে পারেন, তাহাদের উকিল খরচা তাহাদের আপন আপন স্বার্থের পরিমাণ অনুসারে ডিক্রি হয়

৮। মোৎফরক্কা মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত হারে বিপক্ষের উকিল খরচা দিতে পরাজিত পক্ষের প্রতি আদেশ হইতে পারে

(ক) জজ এবং সবর্ডিনেট জজ আদালতে ঊর্দ্ধ ৮০ টাকা

(খ) মুন্সফি আদালতে ৩০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ দাবি সংক্রান্ত মোৎফরক্কা মোকদ্দমায় ১৬৲ টাকা

(গ) মুন্সফি আদালতে ৩০০৲ টাকার ন্যূন দাবি সংক্রান্ত মোৎফরক্কা মোকদ্দমায় ৪৲ টাকা

মোৎফরক্কা আপিলে যদি প্রত্যেক পক্ষকে আপন আপন খরচার জন্য দায়ী করা না হয়, তাহা হইলে পরাজিত পক্ষের বিরুদ্ধে উকিল খরচার জন্য আদালত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ডিক্রি দিবেন

৯ মোকদ্দমা এক তরফা হইলে বাদী অৰ্দ্ধেক উকিল খরচার ডিক্রি পায়

১০ বিপক্ষের নামে সমনজারি হইবার পরে ছানি বিচারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে অথবা ছানি বিচারে পূর্ব্বের নিষ্পত্তি বহাল থাকিলে, আদালত জয়ী পক্ষকে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত উকিল খরচার ডিক্রি দিতে পারেন

১১ যদি ছানি বিচারের প্রার্থনা গ্রাহ্য হওয়ার পরে পূর্ব্ব নিষ্পত্তি রহিত হয়, তাহা হইলে ছানি প্রার্থনাকারী সেই ছানি বিচারের জন্য অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত উকিল খরচা পাইতে পারে তদ্ব্যতীত প্রথম নিষ্পত্তি রহিত হওয়া হেতু তাহার জন্য স্বতন্ত্র খরচা পায়।

১২ আপিলের বিচার সম্বন্ধীয় উকিল ফি সরনো বিচারের ন্যায় গণিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিধান, যতদূর সম্ভব, আপিলের বিচার সম্বন্ধীয় উকিল ফি গণনায় প্রয়োগ হয়

১৩ যেস্থলে এক স্বার্থ বিশিষ্ট অনেক ব্যক্তি একত্র আপিল করে, তথায় তাহারা একটি মাত্র খরচা পায় তবে বিশেষ কারণ থাকিলে তাহা মীমাংসাপত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত অন্য রূপ আদেশ দিতে পারেন যদি একাধিক আপিলাণ্ট থাকা স্থলে আপিল আদালত একটি মাত্র উকিল খরচা দেন, তাহা হইলে সেই টাকা আদালত এক জনকে দিবার অথবা সকলকে অংশ করিয়া দিবার আদেশ দিতে পারেন

১৪। একাধিক রেস্পণ্ডেণ্ট থাকা স্থলে তাহারা যদি পৃথক উকিল দেয়, তাহা হইলে আদালত তাহাদিগের অনুকূলে উকিল খরচা এই নিয়মাবলীর ৬ ও ৭ দফার বিধান অনুসারে দিবেন

১৫ আপিল আদালত কর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে ছানি বিচার জন্য প্রেরিত হইলে, যে পক্ষ ছানি বিচারে জয় লাভ করে সে তাহার বিপক্ষের নিকট ছানি বিচারের বাবত অর্দ্ধেক হারে উকিল খরচা পায়; এবং তদ্ব্যতীত প্রথম নিষ্পত্তির বাবত সম্পূর্ণ হারে ঐ খরচা পায়।

আপিল আদালত কর্ত্তৃক নিম্ন আদালতের প্রতি ছানি বিচারের আদেশ হইলে, নিম্ন আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহার বিরুদ্ধে আপিলের বিচারে, পূর্ব্ব আপিলের ডিক্রিতে সম্পূর্ণ উকিল খরচা দিবার আদেশ থাকিলে, আপিল আদালত ছানি আপিলের জন্য চতুর্থাংশ হইতে অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত উকিল খরচা দিতে পারেন বিশেষ হেতু থাকিলে সেই হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া আপিল আদালত অর্দ্ধাংশের অধিকও উকিল খরচা দিতে পারেন।

আপিল আদালত আপিল দায়ের রাখিয়া যদি ৫৬৬ ধারা অনুসারে নিম্ন আদালতের প্রতি কোন অতিরিক্ত ইস্যুর বিচার করিবার ভার দেন, তাহা হইলে জয়ী পক্ষকে সম্পূর্ণ হারে খরচা দিয়া তাহার উপরে আর অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত খরচা দিতে পারেন

মোক্তারের রসুম।

কোন মোকদ্দমায় মোক্তার নিযুক্ত থাকিলে উকিল খরচা যাহা ডিক্রি হয় তাহার মধ্যে সেই মোক্তার শতকে ১৫৲ টাকা ও উকিল বাকি টাকা পায়।

ছোট আদালতের উকিল ফি।

উপরোক্ত নিয়মাবলীর মধ্যে ৮ ধারা ভিন্ন আর সমস্ত ধারা ছোট আদালতের উকিলদিগের প্রতি প্রয়োগ হয়। মোতফরকা মোকদ্দমা ৫০০৲ টাকার ন্যূন দাবি সংক্রান্ত হইলে ছোট আদালত ১৲ হইতে ৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উকিল খরচা দিতে পারেন।

রেবিনিউ এজেন্টের রসুম।

কোন মোকদ্দমায় কেবল রেভিনিউ এজেন্ট নিযুক্ত থাকিলে অর্দ্ধেক হারে খরচার ডিক্রি হইতে পারে

কোন পক্ষে উকিল ও রেভিনিউ এজেন্ট একত্রে নিযুক্ত থাকিলে সেই পক্ষের অনুকূলে কেবল একটী উকিল খরচার ডিক্রী হইতে পারে হাইকোর্ট সার্কুলার বহি ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকদ্দমার নথি সিজিল, উইলের হেপাজাত ও নকল প্রদানাদি সংক্রান্ত।

প্রথম খণ্ড—মোকদ্দমার নথি সংক্রান্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছোট আদালত ভিন্ন সমস্ত আদালতের নথি জেলার জজের মহাফেজ খানায় দাখিল হইলে, চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে—স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত,

দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত,

দেব সেবাদি সংক্রান্ত ও

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বা প্রজাস্বত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে, যে মোকদ্দমা দায়ের হয়, তৎ সমুদয়ের নথি থাকে

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে—প্রোবেটাদি সংক্রান্ত

১৮৯০ সালের ৮ আইন সংক্রান্ত,

১৮৫৮ সালের ৩৫ আইন সংক্রান্ত নথি থাকে

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে—১৮৪১ সালের ১৯ আইন (মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা সংক্রান্ত)

১৮৮৯ সালের ৭ আইন (মৃত মহাজনের ঋণদান সংক্রান্ত)

১৮৭০ সালের ১০ আইন (সরকারি কার্য্যের জন্ম ভূমি গ্রহণ বিষয়ক)

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন (নাম জারী বিষয়ক)

১৮৮২ সালের ৪ আইনের ৮৩ ধারা অনুসারে দায় খালাস, অথবা বয়বাদ সিদ্ধের নালিশ সংক্রান্ত)

১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৪ ধারা (উকীল মোক্তার বিষয়ক)

১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৯১ ও ৯৩ ধারা (প্রজাস্বত্ব বিষয়ক)

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে যোগ্যহীনতা অবধারণ সংক্রান্ত

ডিক্রীজারি না করিয়া সর্টিফিকেটের প্রার্থনা।

১৭৯৯ সালের ৫ আইন (না ওয়ারিশ সম্পত্তি সংক্রান্ত)

পার্ব্বরের দরখাস্ত না মঞ্জুর হইলে তাহা।

চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে—কেবল ডিক্রী জারী সংক্রান্ত মিছিল থাকে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

২ বিচারের সময় প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি ও দেবসেবা দত্তক গ্রহণাদি সংক্রান্ত নথি চারি ভাগে বিভক্ত হইবে। সেই চারি ভাগের নাম যথাক্রমে A, C1, C2, D হইবে

প্রথম ভাগে অর্থাৎ A নথিতে তাহার সূচীপত্র ও নিম্নলিখিত সমস্ত কাগজ থাকিবে।

(ক) আবেদন পত্র বা দরখাস্ত সায় সারণি

(খ) বর্ণনাপত্র ও তরদিদ

(গ) ইস্যু

(ঘ) শালিশের রোয়দাদ, সোলেনামা,

আমীনের রোয়দাদ, (যদি ডিক্রীতে তাহার কোন প্রসঙ্গ থাকে)

(ঙ) বিভাগ, হিসাব গ্রহণাদি, সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক আদেশ।

(চ) নিষ্পত্তি পত্র

(ছ) জয়পত্র।

(জ) অর্ডার সিট্।

(ঝ) আপীলের নিষ্পত্তিপত্র।

C1, নথিতে, অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি সংক্রান্ত মোকদ্দমায় নথির দ্বিতীয় ভাগে বাচনিক ও লিখিত তাবৎ প্রকার প্রমাণের কাগজ থাকিবে ঐরূপ মোকদ্দমায় C2, নথিতে অর্থাৎ নথির তৃতীয়ভাগে আনুসঙ্গিক সমস্ত দরখাস্ত থাকিবে, এবং চতুর্থ ভাগে অর্থাৎ D নথিতে সমন এস্তেহারনামা পরওয়ানাদি থাকিবে।

৩। দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ উইল প্রবেটাদি সংক্রান্ত মোকদ্দমায় কেবল একটী নথি হইবে তাহার নাম (B) নথি।

৪। তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ মোৎফরকা মোকদ্দমায়, আদালত ইচ্ছা করিলে একটী বা দুইটী নথি করিতে আদেশ দিতে পারিবেন। যদি একটী নথি হয় তাহার নাম (C) নথি হইবে। যদি দুইটী নথি হয় তাহা হইলে একটীর নাম (C) ও একটীর নাম (D) নথি হইবে।

৫ চতুর্থ শ্রেণীর মোকদ্দমায় সচরাচর একটি (C) নথি হয় ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় জারীকৃত ডিক্রীর মূলে কাহার কিরূপ সন্তোষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়া মীমাংসিত হইলে, অথবা স্থাবরসম্পত্তিতে ডিক্রীদারকে দখল দেওয়া হইলে তৎসংক্রান্ত একটী (A) নথি প্রস্তুত হয়

৬ আপীল আদালতের বিচার সংক্রান্ত কাগজ পত্র উপরের লিখিত প্রণালী অনুসারে বিভক্ত থাকিবে।

১৩ প্রত্যেক নথির প্রত্যেক খণ্ডের উপরে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের কাগজে মোকদ্দমার নাম নম্বরাদি লিখিত থাকে (A) নথির উপরে শ্বেত বর্ণের কাগজে বিযোগ থাকে, (B) নথির উপরে লোহিত বর্ণের কাগজে বিযোগ থাকে ; C, C1, C2, নথির উপরে পীত বর্ণ কাগজে বিযোগ থাকে (D) নথিতে নীল বর্ণ কাগজের বিযোগ থাকে।

১৮। দলিল দাখিল সংক্রান্ত নিয়মাবলি সম্বন্ধে, ২ পৃষ্ঠা দেখ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৩১ সদর ষ্টেশনস্থিত আদালত সমূহের বিচারিত ১ ২ ও ৩ শ্রেণীর দুই তরফা মোকদ্দমা সংক্রান্ত নথি সমূহ, এবং সকল খারিজ হওয়া ডিক্রী জারি সংক্রান্ত নথি সমূহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অথবা খারিজ যে মাসে হইবে সেই মাসের মধ্যে জেলার মহাফেজ খানায় প্রেরিত হইবে দূরস্থ আদালত সমূহের বিচারিত মোকদ্দমা যে কোয়াটারের মধ্যে নিষ্পত্তি বা খারিজ হয় সেই কোয়াটারের মধ্যে জেলার জজের মহাফেজ খানায় পাঠাইতে হয়

৩২ সদর ষ্টেশনস্থিত আদালত সমূহ কর্ত্তৃক একতরফা বিচারিত ১ ২ ও ৩ শ্রেণীর মোকদ্দমার নথি যে কোয়াটারে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় সেই কোয়াটারের মধ্যে যে কোন সময়ে জেলার জজের মহাফেজ খানায় প্রেরিত হওয় আবশ্যক দূরস্থিত আদালত সমূহ ঐরূপ স্থলে চলিত সনমাহির মধ্যে যে কোন সময়ে জেলার জজের মহাফেজ খানায় নথি পাঠাইতে পারেন

৩৩ যে তারিখে যে আদালতের নথি জেলার জজের নিকট প্রেরিত হইবে তাহা তিনি বিশেষ নিয়মের দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দলিল রক্ষা ও বিনষ্ট করা সংক্রান্ত।

৪০ A, নথি কখনই নষ্ট করা হয় না।
B, নথি ২৫ বৎসরের পরে নষ্ট করা হয়
C নথি ১২ বৎসরের পরে নষ্ট করা হয়
D, নথি ৩ বৎসর পরে নষ্ট করা হয় হা, স, ১১৪ পৃষ্ঠা দেখ

দ্বিতীয় খণ্ড।

ছোট আদালতের মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ এক নথিতে থাকে, এবং তাহা জেলার জজের নিকট প্রেরিত হয় না ডিক্রীজারি হইয় সমস্ত টাকা আদায় হওয়ার ১ বৎসর পরে অথবা ডিক্রী তামাদি হওয়ার ১ বৎসর পরে ঐ সমস্ত কাগজ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়

নথি তলব সংক্রান্ত।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৩৭ ধারা অনুসারে, অথবা কোন উপরিতন আদালত কর্ত্তৃক, কোন নথি তলব হইলে তাহা উপরিতন আদালতে বা তলবকারী অন্য আদালতে প্রেরিত হইতে পারে তদ্ভিন্ন কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোন আদালতের নথি তলব করিতে পারেন না, প্রয়োজন হইলে নকল লইতে পারেন ১৮৭৫ সালের ১৫ নং সারকুলার; হাইকোর্ট সার্কুলার বহি ১১৬ পৃষ্ঠ দেখ

কোন ফৌজদারী আদালত আবশ্যক বোধ করিলে দেওয়ানী আদালতের নথি তলব করিতে পারেন

অন্য প্রদেশস্থ কোন হাইকোর্ট কিম্বা অন্য কোন আদালতের কোন নথি তলব করিতে হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৩৭ ধারায় যেরূপ এফিডেবিট করিবার

গিয়াছে আছে তাহার সহিত কলিকাতা হাইকোর্টে প্রার্থনা পত্র পাঠাইতে হয় কলিকাতা হাইকোর্ট তদনুসারে সেই নথি তলবের ব্যবস্থা করেন ১৮৯১ সালের ৯ নং সারকুলার

৪ কোন পক্ষ কোন অ দালতে নথি তলব করিলে সেই নথি প্রেরণ ও ফেরতের ডাক মাশুল তাহাকে দিতে হয়।

উইলের হেফাজাত সংক্রান্ত।

১। ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৪৪ ধারা, ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৬২ ধারা অনুসারে যে সমস্ত উইল, প্রবেট বা অধ্যক্ষতা পত্রের জন্য, আদালতে উপস্থাপিত হয়, তাহা প্রবেটাদি প্রদানের পরে আদালতের প্রধান কর্মচারির নিকট হেফাজাত জন্য সমর্পিত হয়

২। সেই কর্মচারী এক খানি বহিতে ঐ উইলের নকল রাখিয়া আসল উইল, লৌহের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখেন।

৬ জেলার জজের লিখিত হুকুম ব্যতিরেকে, কেহ আসল উইল দেখিতে পায় না।

৮ আসল বা নকল উইল দেখিতে হইলে বা তাহার নকল লইতে হইলে নিম্নলিখিত হারে খরচা দিতে হয়

(১) আসল উইল দেখিবার জন্য ১৲ টাকা রসুম দিতে হয়।

(২) রেজেষ্টারীতে যে নকল থাকে তাহা দেখিবার জন্য ৷ আনা রসুম দিতে হয়

(৩) আসল উইলের নকল লইতে হইলে, নকলের খরচা ব্যতীত উপরোক্ত হারে রসুম দিতে হয় ১৮৯২ সালের ১৬ নং সর্কুলার; হাইকোর্ট সর্কুলার বহির ১১৮ হইতে ১২০ পৃষ্ঠা দেখ

নকল প্রদান সংক্রান্ত।

৬ (ক) মোকদ্দমার পক্ষগণ যে কোন সময়ে নথিস্থিত যে কোন কাগজ বা দাখিলী যে কোন দলিলের নকল পাইতে পারে

টীকা ;—যে পক্ষের উপর বর্ণনা পত্র দাখিলের আদেশ হয়, সে আপন বর্ণনা দাখিল না করিয়া অন্য পক্ষের বর্ণনা দেখিতে বা তাহার নকল লইতে পারে না

(খ) ডিক্রীর পরে উদাসীন ব্যক্তি আবেদন পত্র বর্ণনাপত্র আফিডেবিট ও দরখাস্ত সমূহের নকল পাইতে পারে মোকদ্দমা দায়ের থাকা সময়ে আদালতের বিশেষ আদেশ ভিন্ন, কোন উদাসীন ব্যক্তি ঐ সকল কাগজের নকল পায় না।

(গ) উদাসীন ব্যক্তি নিষ্পত্তিপত্র জয়পত্র এবং আদেশ পত্রের নকল পাইতে পারে

(ঘ) উদাসীন ব্যক্তি কোন দলিলের নকল, সেই দলিল দাখিলকারির সম্মতি ভিন্ন, পাইতে পারে না।

১৮৭৫ সালের ৬ নং সর্কুলার, হাইকোর্ট সর্কুলার বহির ১২০ ও ১২১ পৃষ্ঠা দেখ.

নকল পাইবার ও অবস্থা জানিবার দরখাস্ত ও তৎসংক্রান্ত খরচা।

১ জেলার জজ যে ব্যক্তির উপর ভার দিবেন তাহার নিকটে বেলা ১২টা হইতে দুইটার মধ্যে নকল পাইবার ও অবস্থা জানিবার দরখাস্ত করিতে হয়

৩। সন্ধান জানিবার জন্য A চিহ্নিত ছাপা ফারমে, ও নকল পাইবার জন্য B চিহ্নিত ছাপা ফারমে, দরখাস্ত করিতে হয়। উহা জজ আদালতের নাজিরের নিকট ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। একবারে ১০০ শত খানি লইলে ১৲ টাকায় পাওয়া যায়। খুচরা লইলে, প্রত্যেক খানা ৫ পয়সা মূল্যে ক্রয় করিতে হয়

৪। দরখাস্ত দাখিল হইলে তজ্জন্য কি পরিমাণ ফি লাগিবে তাহার রিপোর্ট দিবার

ও তাহা দরখাস্তকারিকে জানাইয়া দিবার ভার একজন কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হয়। যদি সেই কর্ম্মচারি উক্ত ফির পরিমাণ তখনই নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে দরখাস্তের পৃষ্ঠে তাহা লিখিয়া দরখাস্তকারির স্বাক্ষর করিয়া লইবেন, যদি উক্ত কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ ফির পরিমাণ নির্ণয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে কোন সময়ে তাহা পারিবেন তদ্বিষয় দরখাস্তকারিকে জানাইয়া দিবেন, এবং যে সময় তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, সেই সময়ে দরখাস্তকারী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দরখাস্তের পৃষ্ঠে লিখিত উক্ত ফির পরিমাণ সংক্রান্ত লিপিতে স্বাক্ষর করিবেন

ঐ সকল কার্য্য শেষ হওয়ার পরে দরখাস্তের উর্দ্ধভাগ নকল সেরেস্তায় প্রেরিত হয়, এবং নিম্নভাগ দরখাস্তকারিকে রসিদ স্বরূপ প্রদত্ত হয় দরখাস্ত ও রসিদ উভয় খণ্ডেই যে তারিখে নকল প্রস্তুত হইবে সেই তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়

নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে নকল সেরেস্তা হইতে নকল প্রস্তুত হইয়া, ঐ সংক্রান্ত দরখাস্ত সহিত, সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারির নিকট প্রদত্ত হয় এবং দরখাস্তকারী নির্দ্ধারিত দিবসে পূর্ব্ব প্রদত্ত রসিদ সহ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি দরখাস্তের মধ্যে তাহার তারিখ যুক্ত রসিদ লইয়া তাহাকে ঐ নকল প্রদান করেন।

নকল জন্য যে ষ্ট্যাম্প কাগজ দাখিল হয় তাহা সমস্ত প্রয়োজন না হইলে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প গুলি নকলের সহিত ফেরত দেওয়া হয় যদি নকলের প্রার্থনাকারী তাহার প্রার্থিত নকল ও ষ্ট্যাম্পগুলি ফেরত লইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে পর মাসের শেষ দিবসে সেই নকল ও অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প বিনষ্ট করা হয়

৭। মুদ্রিত কোন মানচিত্র নথিতে দাখিল থাকিলেও, আদালত সচরাচর তাহার নকল দিবেন না যে স্থানে ঐ মানচিত্র প্রস্তুত হয় তথায় দরখাস্ত করিয়া তাহার নকল লইতে হয়।

৮ক নকল প্রস্তুত করিবার জন্য আদালত কতকগুলি নকল নবিস নিযুক্ত করিতে পারেন যাহাতে বাঙ্গালা নকল নবিসগণ প্রতি মাসে অন্যূন ১২৲ টাকা পায়, এবং ইংরাজি নকল নবিসগণ মাসিক অন্যূন ২০৲ টাকা পায় এইরূপ বিবেচনা করিয়া আদালত নকল নবিসের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন

৮খ সদর ষ্টেশনস্থিত সমস্ত আদালতের নকল সংক্রান্ত কার্য্য জেলার জজের নকল নবিস সেরেস্তায় সম্পাদিত হইবে

৯ যে দলীলের জাবেদা বা খসড়া নকল প্রার্থনা করা হয়, সেই দলীল অনুসন্ধানের জন্য কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্পের দ্বারায় ।০ চারি আনা প্রথম দরখাস্তের সহিত দিতে হয়। ১৮৭০ সালের আইনের ২ সারণির ১ প্রকরণ অনুসারে নকলের দরখাস্তে যে /০ এক আনা কোর্ট ফি লাগে, তাহা সওয়ায় অনুসন্ধানের জন্য উপরোক্ত ।০ চারি আনা ফি অতিরিক্ত দিতে হয় কেবল কোন সংবাদ জানিবার আবশ্যক হইলে A চিহ্নিত ফারমি দরখাস্তে উক্ত ।০ চারি আনা মাত্র ষ্ট্যাম্প লাগে এক নথির অন্তর্গত যত কাগজের নকলের প্রার্থনা এক দরখাস্তের দ্বারা করা হয় তজ্জন্য একটী মাত্র অনুসন্ধান খরচা লাগে। যে নথি মহাফেজ খানায় দাখিল হয় নাই, তাহার অন্তর্গত কোন কাগজের নকল জন্য কোন অনুসন্ধান খরচা দিতে হয় না।

১১ যে কোন উকিল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অনুসন্ধান খরচা দিয়া মহাফেজ খানার অভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক মহাফেজ বা তাহার সহকারী কোন কর্ম্মচারির সমক্ষে যে কোন মোকদ্দমার নথি দেখিতে পারেন। হাইকোর্ট সার্কুলার বহির ৭২১ হইতে ৯২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

নকল প্রস্তুত সংক্রান্ত খরচা।

৮। জাবেদা ও খসড়া তাবৎ প্রকার নকল ৵০ আনা মূল্যের এক প্রকার ষ্ট্যাম্প কাগজে প্রদত্ত হইয়া থাকে ঐ কাগজে ২৫টী ছত্র থাকে, কোন ইংরাজী দলীলের নকল দিতে হইলে প্রত্যেক ছত্রে ছয়টী কথা, ও বাঙ্গালা দলিলের নকল দিতে হইলে প্রত্যেক ছত্রে ১২টী কথা লিখিবার নিয়ম আছে চারিটী অঙ্ক একটি কথার সমান বলিয়া গণ্য হয়। নকলের খরচের জন্য যে ষ্ট্যাম্প কাগজ দাখিল হয় তাহার মূল্যের তিন ভাগের দুইভাগ নকল নবিসগণ পায় খসড়া নকল লইয়া তাহার পরে জাবেদা নকলের কোর্ট ফি দাখিল করিলে সেই খসড়া নকল জাবেদা নকল রূপে পরিণত হইতে পারে

জাবেদা নকল সংক্রান্ত

জাবেদা নকলে আদালতের মোহর থাকে, এবং তাহাতে certified to be true copy এই কয়েকটী কথা লিখিতপূর্ব্বক তাহার নিম্নে বিচারপতি স্বয়ং অথবা নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্মচারী স্বাক্ষর করিয়া দেন

জরুরি নকলের অতিরিক্ত খরচা।

যে দিনে নকলের দরখাস্ত দাখিল হয়, সচরাচর তাহার পরে পঞ্চম দিবসে বেলা ১টার পূর্ব্বে সেই নকল প্রদত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে

যদি কেহ দরখাস্ত দাখিলের দিবসেই নকল পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে অতিরিক্ত ১৲ টাকার কোর্ট ফি দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হয়

জরুরি কোন নকলের জন্য চারি খানির অধিক ষ্ট্যাম্প লাগিলে, অতিরিক্ত প্রত্যেক কাগজের জন্য ৹ আনা হিঃ অতিরিক্ত জরুরি ফি লাগে

নক্সাদি নকলের বিষয়।

নক্সাদির নকলের খরচা সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। প্রত্যেক স্থলে আদালত যেরূপ খরচা উচিত বিবেচনা করেন, পক্ষদিগকে তাহা দিতে হয়

পঞ্চম অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আদালতে টাকা দাখিলের বিষয়।

দেওয়ানি ডিপজিটের টাকা কোন আদালত সচরাচর নগদ গ্রহণ করিবেন না। খাজানার ডিপজিট দেওয়ানি ডিপজিটের অন্তর্গত

দেওয়ানি ডিপজিটের টাকা দাখিল করিতে হইলে, প্রথমতঃ ৩ খানি চালান পূরণ করিয়া সেই চালান আদালতের প্রধান আমলার নিকট উপস্থিত করিতে হয় চালানে সমস্ত বিষয় যথাযথ রূপে লিখিত আছে কি না তাহা দেখিয়া, এবং আবশ্যক হইলে তাহা সংশোধন করাইয়া, তিনি তাহার প্রথম খণ্ড স্বাক্ষরপূর্ব্বক সমস্ত চালান আদালতের একাউন্টেন্টের নিকট পাঠাইবেন।

একাউন্টেন্ট চালানের ২য় খণ্ড পূরণপূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম চালানের রেজিষ্টারি বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন তাহার পরে চালানে নম্বর দিয়া একাউন্টেন্ট সেই চালানে ও রেজিষ্টারিতে ভারপ্রাপ্ত জজের স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন৭

উপরোক্ত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইবার পরে একাউণ্টেণ্ট সেই ৩ খানি চালান টাকা দাখিলের প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে দিবেন; এবং সেই ব্যক্তি সেই চালান লইয়া সেই দিবসে, বা চালানে বিশেষ অনুমতি থাকিলে পরদিন বেলা ৩ টার মধ্যে, সরকারি ধনাগারাধ্যক্ষের নিকটে তাহা উপস্থিত করিলে তিনি সেই টাকা গ্রহণ করিবেন

সরকারি ধনাগার নিকটে না থাকিলে দেওয়ানি ডিপজিটের টাকা দাখিল জন্য আদালত এক দিবসের অধিক সময় দিতে পারেন

যে স্থলে আদালতের কোষাধ্যক্ষের নিকট টাকা দিবার অনুমতি হয়, তথায় যে দিবসে চালান স্বাক্ষর হয় সেই দিবসেই টাকা দাখিল করিতে হয়

কোন মোকদ্দমার অনুষ্ঠানক্রমে বা কোন সম্পত্তি ক্রয় জন্য যে টাকা দেওয়ানি আদালতে দাখিল করিতে কোন ব্যক্তি বাধ্য থাকে, তাহা আদালত গ্রহণ করিতে বাধ্য; এবং তজ্জন্য তাহাকে কোর্ট ফি দিতে হয় না।

খাজানা, সবন্ধক ঋণ প্রভৃতি যাহা কোন ব্যক্তি আদালতে দাখিল করিতে বাধ্য নহে, তাহা আদালতে দাখিল করিতে হইলে, তজ্জন্য আদালতের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। সুতরাং তদ্বিষয়ক প্রার্থনাপত্রে কোর্ট ফি দিতে হয় প্রার্থনাপত্রে কোর্ট ফি দেওয়া হইলে চালানে পৃথকরূপে কোর্ট ফি দিতে হয় না।

যদিও সাধারণতঃ দেওয়ানী ডিপজিটের টাকা নগদ আদান প্রদান নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩০৬, ৩০৭, ৩১৬ প্রভৃতি ধারা অনুসারে যে ব্যক্তি কোন টাকা আদালতে দাখিল করিতে ইচ্ছা করে, আদালত তাহার নিকট নগদ টাকা লইতে আপত্তি করিতে পারেন না

নিকটে সরকারী ধনাগার না থাকিলে খাজানা সংক্রান্ত ডিপজিট আদালত নগদ লইতে বাধ্য ১৮৮৯ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারা অনুসারে যে টাকা কেহ দাখিল করিতে ইচ্ছা করে তাহাও আদালত নগদ লইতে বাধ্য

যে টাকা দাখিলের নিয়ম আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই টাকা দাখিলকারী ব্যক্তি তাহা সেই নিয়মের শেষ দিবসে বেলা ৩টার পরে উপস্থিত করিলেও আদালত তাহা লইতে বাধ্য

সাক্ষির খরচা, আমিনের খরচা, সাক্ষ্যগ্রাহকের খরচা, নাতক আসামির খোরাকী প্রভৃতি জরুরি সমস্ত খরচা আদালতের কোষাধ্যক্ষের নিকট দাখিল করিতে হয় তাহার সহিত চালান দাখিল আবশ্যক করে না।

দেওয়ানি ডিপজিটের যে টাকা চালান সহিত কোন সরকারি কোষাধ্যক্ষের নিকট দাখিল হয়, সেই টাকা দাখিল হইলে সরকারি কোষাধ্যক্ষ ২ খানি চালানে টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া তাহা দাখিলকারী ব্যক্তিকে ফেরত দিবেন; এবং সেই ২ খানির মধ্যে ১ খানি দাখিলকারী ব্যক্তি আদালতে নথি সামিল করিবার জন্য উপস্থিত করিবেন।

আদালতের বিশেষ আদেশ ভিন্ন আদালতের কোষাধ্যক্ষ দেওয়ানি ডিপজিটের কোন টাকা নগদ লইতে পারেন না

সাক্ষির খরচা প্রভৃতির যে টাকা বিনা চালানে আদালতের কোষাধ্যক্ষের নিকট দাখিল হয় তাহা কোষাধ্যক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সংক্রান্ত চেকবহিতে জমা করিয়া চেকের এক অংশ দাখিলকারী ব্যক্তিকে দিবেন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ডিপজিটের টাকা বাহির করিবার বিষয়

খাজানা সংক্রান্ত ডিপজিটের টাকা বাহির করিয়া লইতে হইলে ৮ নং ফারমে দরখাস্ত করিতে হয় অন্য প্রকার দেওয়ানী ডিপজিটের টাকা বাহির করিতে হইলে ৭ নং ফারমে দরখাস্ত করিতে হয়

উপরোক্ত ২ প্রকার ফারম বিনা মূল্যে আদালত হইতে পাওয়া যায় উহা যেরূপে পূরণ করিতে হয় উহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় উহার ঊর্দ্ধ ভাগ পূরণ করিয়া আদালতের প্রধান কর্ম্মচারির নিকট দাখিল করিতে হয় কোর্ট ফি আইন অনুসারে ৫০৲ টাকার ন্যূন দাবির মোকদ্দমায় ডিপজিটের টাকা বাহির করিতে হইবে এক আনা রসুম, ও ৫০৲ টাকার ঊর্দ্ধ দাবির মোকদ্দমায় ঐরূপ দরখাস্তে আট আনা রসুম দিতে হয় ভারতাধিপতির বিশেষ আদেশ অনুসারে ২৫৲ টাকার ন্যূন ডিপজিট বাহির করিবার জন্য ডিপজিটের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে দরখাস্ত করা হইলে কোর্ট ফি লাগে না ১৩ পৃষ্ঠা দেখ

সেরাস্তাদার বা অন্য কোন প্রধান কর্ম্মচারী যাহার নিকট ডিপজিটের টাকা প্রদানের দরখাস্ত দাখিল হয়, তিনি নথির সহিত উহার বিবরণের ঐক্যত আছে কি না প্রথমতঃ তাহা বিশেষরূপে দেখিবেন যদি দেখেন যে প্রার্থিত টাকা বাস্তবিক আমানত আছে এবং তাহা কেহ ক্রোক করে নাই তাহা হইলে দরখাস্তকারির সনাক্ত গ্রহণ করিবেন, এবং ঐ সমস্ত কার্য্যের পরে দাখিলী দরখাস্তের নিম্নভাগে যে সর্টিফিকেট মুদ্রিত থাকে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা আদালতের একাউন্টান্টের নিকট পাঠাইবেন। একাউন্টেন্ট প্রার্থিত টাকা ডিপজিট রেজিষ্টারিতে জমা আছে কি না, এবং তাহা কেহ বাহির করিয়া লইয়াছে কি না, এবং উহা ডিপজিট রেজিষ্টারিতে যাহাকে দাতা বলিয়া লিখিত আছে দরখাস্তকারির ঠিক সেই নাম বটে কি না, ইত্যাদি বিষয়ক অনুসন্ধান জানিবেন

কোন অধস্তন আদালত হইতে মোকদ্দমার নথি জজ সাহেবের আদালতে প্রেরিত হওয়ার পরে, যদি কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত ডিপজিটের টাকা ফেরত পাইবার দরখাস্ত করে, তাহা হইলে সেই দরখাস্ত জজ সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় এবং জজ আদালতের মহাফেজ তাহা নথির সহিত মিলন পূর্ব্বক স্বাক্ষর করিয়া দিলে, তাহা প্রথমে যে আদালতে দাখিল হইয়াছিল তথায় পুনঃ প্রেরিত হয়

ডিপজিটের টাকা পাইবার দরখাস্তে কোন ভ্রম বা দোষ থাকিলে একাউন্টেন্ট তাহা সংশোধন জন্য ফেরত দিতে পারেন দরখাস্তে যদি কোন দোষ না থাকে, এবং যদি ডিপজিট বাজাপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে একাউন্টেন্ট দরখাস্তের ফারমের নিম্ন খণ্ড পূরণপূর্ব্বক ডিপজিট ফেরত বহিতে তাহার চুম্বক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং ঐ সকল কার্য্য সমাপ্ত হইবার পরে আসল দরখাস্ত, ডিপজিট জমার বহি, ও ডিপজিট ফেরত বহির সহিত, ভারপ্রাপ্ত জজের নিকট পেস করিবেন

ভারপ্রাপ্ত জজ * সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়া প্রার্থিত টাকা নিজ আদালত অথবা সরকারী ধনাগার হইতে দিবার আদেশ দিয়া সেই আদেশ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন

টাকা প্রদানের আদেশ স্বাক্ষর হইলে তাহা দরখাস্তকারিকে প্রদত্ত হয়

---

* একস্থানীয় দুই তিন আদালতের হিসাব এক আদালতে প্রস্তুত ও রক্ষিত হইলে, যে আদালতে তাহা হয়, তাহার [illegible] এই অধ্যায়ে ভারপ্রাপ্ত জজ বলিয়া পরিগণিত হইবেন

সরকারী ধনাগার হইতে টাকা প্রদানের আজ্ঞা ১০ দিন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে ১০ দিনের মধ্যে, টাকা বাহির করিয়া না লওয়া হইলে আদালতের নিকট নূতন আদেশ গ্রহণ ভিন্ন টাকা পাওয়া যায় না শেষ দিবস ধনাগার বন্ধ থাকিলে প্রথম খুলিবার দিবসে চেকের টাকা পাওয়া যাইতে পাবে।

নিজ আদালত হইতে টাকা দিবার আদেশ হইলে সেই আদেশ এক দিন মাত্র বলবৎ থাকে ৩১শে মার্চ্চের পূর্ব্বে বা ঐ তারিখে যে চেক প্রস্তুত হয় তাহার টাকা ঐ তারিখের পরে পাওয়া যায় না প্রার্থনাকারী নূতন দরখাস্ত করিয়া ঐ টাকা বাহির করিয়া লইতে পারে

অর্থ দণ্ডের আদেশ রহিত হইয়া গেলে তাহা ফেরতের দরখাস্ত ১০ নং ছাপা ফারমে করিতে হয়।

কোর্ট ফি ফেরতের দরখাস্ত ১১ নং ছাপা ফারমে করিতে হয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আদালতের সম্মুখে টাকা আদান প্রদান।

কোন ডিক্রির দেনাদার আদালতের সম্মুখে তাহার দেয় টাকা পাওনাদারকে দিলে আদালত সেই বিষয় নথিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন; কিন্তু সেই টাকা কোন বহিতে জমা বা খরচ লিখিত হওয়া আবশ্যক হয় না

মুলতুবি খরচা যে পক্ষের দেয় হয়, সে তাহার বিপক্ষকে সেই টাকা আদালতের সম্মুখে দিতে পারে তাহা আদালতের কোন বহিতে জমা খরচ হয় না

দশম পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানি ডিপজিট বাজাপ্ত হওয়ার কথা।

প্রতি বৎসরের দেওয়ানি ডিপজিটের মধ্যে যে টাকা সেই বৎসরে খরচ না পড়িয়া জমা থাকে তাহার ২টী নির্ঘণ্ট পর বৎসরে প্রস্তুত হয় প্রথম নির্ঘণ্ট ৫৲ টাকার ঊর্দ্ধ ডিপজিট সংক্রান্ত, এবং দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট ৫৲ টাকার ন্যূন ডিপজিট সংক্রান্ত প্রথম নির্ঘণ্ট স্বতন্ত্র বহিতে লিখিত হয় না; ডিপজিট রেজিষ্ট্রী বহির শেষ কোষ্টে উহা লিখিত হয়।

৫৲ টাকার ন্যূন ডিপজিট দ্বিতীয় বৎসরের শেষে বাজাপ্ত হইয়া যায়

৫৲ টাকার ঊর্দ্ধ ডিপজিট যে বৎসরে দাখিল হয় তাহার শেষ হইতে ৩ বৎসর পরে বাজাপ্ত হইয়া যায়

উদাহরণ

১৮৯৩ সালের ১ এপ্রেল হইতে ১৮৯৪ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখের মধ্যে ৫৲ টাকার ন্যূন যে টাকা আমানত হইয়াছে তাহা ১৮৯৫ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখে লেপ্স হইবে

১৮৯৩ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ১৮৯৪ সালের ৩১ মার্চ্চের মধ্যে ৫৲ টাকার ঊর্দ্ধ যে টাকা আমানত হইয়াছে, তাহা ১৮৯৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের পর লেপ্স হইবে

লেপ্স ডিপজিটের টাকা বাহির করিয়া লইতে হইলে জেলার জজের জরিয়ায় ৯ নং ফারমে একাউণ্টেণ্ট জেনেরলের নিকট দরখাস্ত করিতে হয় একাউণ্টেণ্ট জেনারল সেই টাকা দিবার আদেশ দিলে সেই আদেশপত্র সরকারী ধনাগারে প্রেরিত হয়, এবং তথা হইতে প্রার্থনাকারী তাহার টাকা দ্বাদশ মাসের মধ্যে পাইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

মোক্তারী পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১ যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা, অথবা মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি, বা মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহারাই মোক্তারী পরীক্ষা দিতে পারেন।

২ মোক্তারী পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে *

৩। মোক্তারী পরীক্ষা দিতে হইলে ১৫ই নবেম্বর তারিখের পূর্ব্বে, পরীক্ষার্থির যে জেলায় বাস সেই জেলার জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হয়

৪ দরখাস্তের সহিত ১ দফার লিখিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকিট ও চরিত্রের সার্টিফিকিট দাখিল করিতে হয়

৫ মোক্তারী পরীক্ষা দিতে হইলে ১৫৲ টাকা ফি দিতে হয় ঐ ফির টাকা সরকারী কোন ধনাগারে দাখিল করিয়া তাহার রসিদ, ■ দফার লিখিত দরখাস্ত ও সার্টিফিকিটাদির সহিত, গ্রথিত করিয়া দিতে হয়

৬ সমস্ত দরখাস্ত জেলার জজগণ কর্তৃক পরীক্ষকদিগের নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহারা পরীক্ষার্থীদিগের নামের ১টী নির্ঘণ্ট প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার এক এক খণ্ড প্রতি জেলার জজের নিকট পাঠাইয়া দেন

৭। জেলার জজ ঐ নির্ঘণ্ট আদালত গৃহে টাঙ্গাইয়া দেন, এবং তাঁহার নিকট যাহারা পূর্ব্বে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাদিগকে পরীক্ষা দিবার অনুমতি পত্র দেন।

৮ পরীক্ষা গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঐ অনুমতি পত্র দেখাইতে হয়

৯। যদি কেহ দরখাস্ত এবং ফির টাকা দাখিল করিয়া পরে পীড়া বা অন্য কোন প্রতিবন্ধক নিবন্ধন পরীক্ষা দিতে না পারে, তাহা হইলে সে পরীক্ষার দিবস হইতে এক মাসের মধ্যে পর বৎসরের পরীক্ষায় স্বতন্ত্র ফি না দিয়া উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবার প্রার্থনা করিতে পারে যদি কোন পরীক্ষার্থির নিজের কোন ত্রুটি না থাকা সত্ত্বে, পরীক্ষকগণ কোন কারণে তাহাকে পরীক্ষা দিতে না দেন, তাহা হইলে সে পরীক্ষক সভার সেক্রেটরির নিকট সেই বিষয়ক সার্টিফিকট লইয়া দরখাস্ত করিলে সে ফির টাকা ফেরত পায়

মোক্তারি কার্য্য করিবার অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত।

১০ মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে জেলায় যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, সেই জেলার জজের নিকট সেই ব্যক্তিকে তজ্জন্য অনুমতি পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে হয়। ঐ দরখাস্তের সহিত নিম্নলিখিত কাগজগুলি দাখিল করা আবশ্যক

(১) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সারটিফিকেট

(২) ফির বাবত টাকা কোন সরকারী ধনাগারে জমা দিয়া সেই টাকার রসিদ

(৩) অনুমতি পত্রের ষ্ট্যাম্প

১১ জেলার জজ ঐ দরখাস্তাদি হাইকোর্টে প্রেরণ করেন তদনন্তর জেলার জজ আদালতে এবং হাইকোর্টের গৃহে প্রার্থনাকারির নাম ও প্রার্থনার বিবরণ সম্বলিত ঘোষণাপত্র ৬ সপ্তাহ প্রকাশিত রাখা হয়

■ ১২শ উক্ত নিয়ম গত হইবার পরে হাইকোর্টের ঐ সংক্রান্ত রেজিষ্টারি বহিতে

---

* উক্ত পুস্তকাবলীর নির্ঘণ্ট আমরা বাঙ্গালায় মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করি যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি /০ ডাক মাশুল পাঠাইলে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র যখন ইচ্ছা পাইতে পারেন

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশক

দরখাস্তকারির নাম লিখিত করিয়া তাহাকে চলিত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত মোক্তারী কার্য্য করিবার অনুমতি পত্র প্রদত্ত হয়

১৩ মোক্তারী করিবার অনুমতিপত্র প্রতি বৎসরে নূতন করিয়া লইতে হয়

১৪. যদি কোন ব্যক্তি মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসরের মধ্যে মোক্তারী করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা না করে, তাহা হইলে সে, হাইকোর্টের বিশেষ আদেশ ভিন্ন, আর কখন কার্য্য করিবার অনুমতি পাইতে পারে না

১৫ যদি কেহ মোক্তারী কার্য্য করিবার অনুমতি পত্র একবার পাইয়া ৩ বৎসরের মধ্যে নূতন অনুমতি পত্র না লয়, তাহা হইলে, সে হাইকোর্টের বিশেষ আদেশ ভিন্ন, আর কখন অনুমতি পায় না

১৬ যদি কেহ মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কার্য্য করিবার অনুমতি জন্য দরখাস্ত দাখিলের সময়ে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে বা কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় তাহার দরখাস্তে উল্লিখিত করা আবশ্যক

১৭ কোন ব্যক্তি মোক্তারী করিবার অনুমতি পাইবার পরে গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মে বা কোন কার্য্যে বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে, সেই বিষয় তাহাকে হাইকোর্টে সংবাদ দিতে হয়

১৮ উপরোক্ত নিয়ম সমূহের কেহ অন্যথা করিলে হাইকোর্ট তজ্জন্য ত্রুটিকারির ক্ষমতা কিছুকালের নিমিত্ত অথবা এককালে রহিত করিতে পারেন

মোক্তারদিগের ক্ষমতা।

১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১১ ধারা অনুসারে মফঃস্বল আদালত সমূহের মোক্তারদিগের ক্ষমতাসম্বন্ধে হাইকোর্ট নিম্নলিখিতমত বিধান করিয়াছেন।

১	মক্কেলদিগের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ এবং তাহাদের সহিত পত্রাদি লিখন	
২	এডভোকেট উকীল এবং এটর্ণি প্রভৃতি নিয়োগ করা এবং মক্কেলের মোকদ্দমার সময় আদালতে উপস্থিত থাকা	
৩	মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় দলিলাদির নকল গ্রহণ করা এবং দলিলাদির পরিদর্শন করা	
৪	আবেদনপত্র ও তৎসংলগ্ন দলিলাদি দাখিল করা এবং যদি আদালত উহা ফেরত দেন তাহা গ্রহণ করা।	দেওয়ানী কার্য্যবিধি ৪৮ ৫৩ ৫৭ ৫৯ ধারা
৫	আবেদনপত্রের সহিত দাখিল জন্য দলিলের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত এবং তাহা ও আবেদনপত্রের নকল দাখিল করা	ঐ ৫৮ ৫৯
৬	দলিল উপস্থিত করা এবং ফেরত হইলে তাহা গ্রহণ করা	ঐ ৬২ ৭০ ১৩০ ১৩৮ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৪।
৭	পরওয়ানা বাহির জন্য প্রার্থনা করণ	৬৪ ৯৯ ১০০ ৮৫ ৮৬
৮	বর্ণনাপত্র দাখিল ও তাহা ফেরত হইলে গ্রহণ করা	১১০ ১১২ ১১৬
৯	বিপক্ষকে জিজ্ঞাসার জন্য প্রশ্নাবলী দাখিল	১২১
১০	এপিডেভিট দাখিল	১২৯।
১১	আদালতের জরিয়ায় জারির জন্য নোটিস দাখিল এবং অপর কেহ নোটিস দিলে তাহা গ্রহণ	১৩২।
১২	আদালতের কোন পুস্তক বা দলিল পাঠ করা	১৩৩।

নথি তলবের প্রার্থনা করা	১৩৭
মুলতবের প্রার্থনা করা	১৫৬
সাক্ষির নামে সমনের প্রার্থনা করা	১৫৯
ডিক্রিজারীর দরখাস্ত করা ও তজ্জন্য সম্পত্তির তালিকা দাখিল করা	২৩০ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ৬১
ডিক্রীদারের পক্ষে খাস ডাকের প্রার্থনা করা	২৯৪
নাতক আসামীর কারামোচনের প্রার্থনা	৩৪১
যোগ্যহীনতা প্রকাশের প্রার্থনাপত্র দাখিল	৩৪৪
মৃত বাদী বা প্রতিবাদির স্থানে তাহার ওয়ারিসের নাম পত্তনের প্রার্থনা	৩৬৩ ৩৬৬ ৩৬৮
।। বিশেষ ক্ষমতার বলে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার প্রার্থনা বা আপোষ নিষ্পত্তি করিবার প্রার্থনা	৩৭৩
আদালতে যে সাক্ষী উপস্থিত হইতে বাধ্য নহে তাহার জবানবন্দি গ্রহণ বা স্থানীয় তদন্ত অথবা হিসাব পরীক্ষার জন্য কমিশ্যনের প্রার্থনা	৩৮৪ ৩৯২ ৩৯৪ ৩৯৬।
৩ কেহ পাঁপরে মোকদ্দমা চালাইতে থাকিলে তাহাকে যোগ্যশালী সাব্যস্ত করিবার প্রার্থনা	৪১৪
২৪। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে নাতক পরওয়ানার প্রার্থনা	৪৭৭
২৫ নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোকের প্রার্থনা	৪৮৩
২৬ নিষেধ আজ্ঞার প্রার্থনা	৪৯২ ৪৯৩
২৭। বিশেষ ক্ষমতার বলে সালিস মান্য করিবার প্রার্থনা।	৫০৬
২৮ সালিসগণ যদি ক্ষমতাপ্রদান করেন তাহা হইলে সালিসের রয়দাদ দাখিল	৫১৬ ৫১৭
২৯। সালিসের রয়দাদ রহিত অথবা তাহা সালিসদিগের নিকট পুনঃপ্রেরণের প্রার্থনা	৫২২
৩০। বিশেষ ক্ষমতার বলে সালিসমানোর অঙ্গীকারপত্র দাখিল	৫২৩।
৩১ আদালতের আদেশ না লইয়া আপোসে সালিস মান্য হইলে তাহার রয়দাদ দাখিল	৫২৫
৩২ ৫২৭ ও ৫২৮ ধারা অনুযায়ীক অঙ্গীকার পত্র বা প্রার্থনা-পত্র দাখিল।	
৩৩ উকীলের সার্টিফিকট যুক্ত আপিলের অজুহত দাখিল	৫৪১ ৫৪৩ ৫৬১।
৩৪। টাকা দাখিল ও বাহির করিয়া লওয়া।	১৬০।১৬২ ২৫৭।৩০৬। ৩০৭ ৩৩৯ ৩৭৬।৩৭৯ ৬০২
৩৫ ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৯১ ধারা অনুসারে পরিমাপের স্বত্বসাব্যস্তের দরখাস্ত দাখিল	
৩৬ ঐ আইনের ১০৩ ধারা অনুসারে জরিপের প্রার্থনাপত্র দাখিল	
৩৭। ঐ আইনের ৬১ ধারা অনুসারে খাজানা আ[illegible]	

৩৮ ঐ আইন অনুসারে ডিক্রীজারী, জেরাত ক্রোক ও নিলামের প্রার্থনা
৩৯ ১৭৯৮ সালের ১ আইন ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইন অনুসারে বয়বাদ সিদ্ধের দরখাস্ত বা টাকা দাখিলের প্রার্থনা
৪০ ১৮৯০ সালের ৮ আইন ও ১৮৮৯ সালের ৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকিটের দরখাস্ত দাখিল
৪১ এক তরফা প্রবেট বা দর্খাস্ত পত্রজন্য দরখাস্ত দাখিল

টীকা—আবেদন পত্র, বর্ণন পত্র, আদি যাহ স্বাক্ষর ও সত্যপাঠযুক্ত হওয়া আইন অনুসারে আবশ্যক তাহা স্বাক্ষর ও সত্যপাঠযুক্ত থাকা নিশ্চয় জানিয়া তদনন্তর দাখিল করা মোক্তারের কর্ত্তব্য

মোক্তার কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার সওয়াল জবাব বা সাক্ষির জবানবন্দি ক পারে না।

দায়েরি মোকদ্দমার নথি দেখিতে মোক্তারের ক্ষমতা আছে

প্রত্যেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার ১৫ দিবস মধ্যে মক্কেলকে মোক্তার জমা খরচ বাধ্য

পরীক্ষোত্তীর্ণ মোক্তারের মোক্তারনামায় সত্যপাঠের আবশ্যক হয় না

১৮৭৬ সালের ৩১ নং আদেশ অনুসারে যাহারা মোক্তারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হ তাহারা ফৌজদারী আদালতে সমস্ত কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু দেওয়ানি আ মোক্তারের কার্য্য করিতে পারে না হাইকোর্টের সর্কুলার বহি ৩৯২ পৃষ্ঠা।

উকিলদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যতা সংক্রান্ত।

বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে কোন উকীল ডিক্রি জারির দ্বারা আদায়ী টাকা করিয়া লইতে পারে না

কোন বিচারক অবকাশ কালে ওকালতি কার্য্য করিতে পারেন না

যে কোন উকিল সবরেজিষ্টারের কার্য্য করিতে পারেন

উকিলকে কোন ব্যক্তি স্বয়ং ওকালত নামা স্বাক্ষর করিয়া দিলে, স্বাক্ষরকার ব্যক্তি বটে কি না তাহা উকীল সন্তোষজনকরূপে জানিতে বাধ্য

যদি ওকালত নামা কোন মোক্তার স্বাক্ষর করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই মো সেই ওকালত নামা দিবার ক্ষমতা আছে কি না উকিল তাহা জানিতে বাধ্য

আমিন কর্ত্তৃক ভূমি পরিমাণ ও নক্সা প্রস্তুত

আমিন কর্ত্তৃক কোন ভূমি পরিমাপের আদেশ হইলে সেই পরিমাপ কম্পাস ও দ্বারা হইবেক; এবং থাকবস্তার প্রচলিত স্কেলে অর্থাৎ ১৬ ইঞ্চি স্কেলে তাহা প্রস্তুত হইবেক

অনেক জমির এক খানি নক্সা আবশ্যক হইলে ৮ ইঞ্চি স্কেলে তাহা প্রস্তুত পারে; এবং অল্প জমি হইলে ৩২ ইঞ্চি স্কেলে নক্সা প্রস্তুত হইতে পারে

আমিনের নক্সার সহিত ফিল্ড বুক দাখিল হওয়া আবশ্যক

পরিমাপিত জমির যে অংশ জলমগ্ন তাহা নীলবর্ণে, এবং যে অংশ স্থল তাহা রঞ্জিত হওয়া আবশ্যক হাইকোর্ট সর্কুলার বহি ৩৯৪ ৩৯৫ পৃষ্ঠা দেখ